আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার

ব্রেকিং ডন

স্টেফিন মেয়ার

অনুবাদ
বশীর বারহান
তাহমিনা সানি

https://boierpathshala.blogspot.com

নিজের ভালবাসার একজনকে খুন করা কী এতটাই সহজ? হোক সে যত বড় শত্রু। কিন্তু কেউ কি কখনও পারবে সত্যিকারের ভালবাসার মানুষটিকে নিজ হাতে খুন করতে?

এবার বেলার হাতেই সব দায়িত্ব।
সে কী পারবে পরিবারের সবাইকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে? নাকি নিজেকেই নিঃশেষ হতে হবে পরাজয় দেখতে দেখতে?

ট্যুইলাইট সাগার শেষ চমক ব্রেকিং ডন।

শ্বাসরূদ্ধকর, অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাওয়া কাহিনীর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে আপনাকে নিশ্চিত হারিয়ে যেতে হবে... সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জগতে।
যে জগতে পদে পদে অপেক্ষা করছে ভয়, আর গা শিহরণের অনুভূতি।

হ্যারি পটারের চেয়েও বেশিকিছু' ইউএসএ টু ডে।

টিন এজ অনুভূতির চমৎকার আর নিখুঁত প্রকাশ 'দ্য টাইমস'।

ISBN 984 70112 0115 3
9 847011 201153

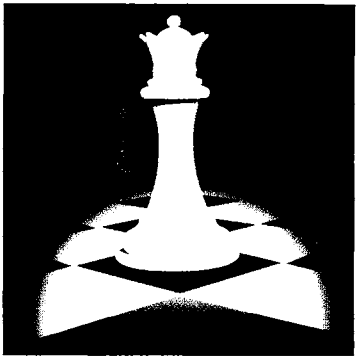

অসম চরিত্রের ভালবাসার কাহিনী নিয়ে রচিত ব্রেকিং ডন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক স্টেফিন মেয়ার পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন–ভ্যাম্পয়ার প্রেমিক এ্যাডওয়ার্ড কুলিন তার প্রেমিকা বেলা–যে কেবলই একজন রক্ত মাংসের মানুষ, সেই সাথে বেলার বন্ধু জ্যাকব ব্লাক, যে একজন নেকড়েমানব আর অবশ্যই ভালবাসে প্রেমময়ী বেলাকে। ত্রিভুজ প্রেমের এই কাহিনী এগোয় দুর্ধর্ষ ভলচুরিদের নিয়ে।

অবশেষে বেলার বিয়ে হয় এ্যাডওয়ার্ড এর সাথে। অসম দাম্পত্যের ফসল বেলার পেটে অর্ধেক মানুষ- অর্ধেক ভ্যাম্পায়ার সন্তান রেনেসমি। কী হবে যদি বেলাকে তার ভুলের মাশুল দিতে হয় মৃত্যুর মাধ্যমে? কী হবে? যদি ভয়ঙ্কর প্রতাপশালী ভলচুরিরা এগিয়ে আসে যুদ্ধের পরোয়ানা নিয়ে?

এবার সময় বেলার।
যে করেই হোক পুরো পরিবার, জ্যাকব আর সঙ্গীদের বাঁচাতে হলে কিছু একটা করতেই হবে... করতেই হবে...।

আর সেটা কেবল তাকেই !!

প্রচ্ছদ আক্কাস খান

ব্রেকিং ডন

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

ব্রেকিং ডন

মূল স্টেফিন মেয়ার
অনুবাদ বশীর বারহান
তাহমিনা সানি

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

ব্রেকিং ডন

মূল স্টেফিন মেয়ার

অনুবাদ বশীর বারহান
তাহমিনা সানি

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১০

প্রকাশক

মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল ০১৭১২-৫৬৭৬১৫

প্রচ্ছদ

আব্বাস খান

কম্পোজ

কলি কম্পিউটার্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বি এস প্রিন্টিং প্রেস
২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা।

SUVOM

মূল্য ৩৭৫.০০

Braking Dawn
Translated by Bashir Burhan & Tahmina Sunny
First Published March 2010, by Md. Nurul Islam
Jihinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price 375.00

ISBN-984-70112-0115-3

অনুবাদকের উৎসর্গ

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

প্রিয় মানুষ, প্রিয় লেখক

দেখা হলেই যে আমাকে শুধু লিখতেই বলে।

প্রাক কথন

মৃত্যুর প্রায় মুখ থেকে ফিরে আসার শ্বাসরুদ্ধকর এক অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনানোর সুযোগ ঘটেছিল আমার; আমার ধারণায় এধরনের অভিজ্ঞতার সাথে পাঠক মহল মোটেও পরিচিত নন।

পুনরায় একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ সেই একই ধরনের মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা যে একেবারে অস্বাভাবিক শোনাবে এটাইতো স্বাভাবিক। মনে হয় আমি যেন ধ্বংস হওয়ার জন্যেই চিহ্নিত হয়ে গেছি। সময় মতোই আমি আবার পালানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু মৃত্যু আমাকে ঠিকই তাড়া করে ফিরতে লাগল।

এখন পর্যন্ত অন্যান্য সকলের চাইতে সময়টা আমার কাছে একেবারে ভিন্ন মনে হচ্ছে। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তুমি যে-কোন মানুষের কাছ থেকে পালাতে পার ঘৃণা কর এমন যে-কোন ব্যক্তির সাথে বিবাদও করতে পার।

আমি ওই সব খুনিদের ঘৃণা করি ওই সব খুনি, যারা দানব প্রকৃতির এবং আমার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন।

যদি তুমি কাউকে ভালোবাসো, আর সেই ভালোবাসার মানুষটাই তোমাকে খুন করতে চায়, সত্যিকার অর্থে তখন আর তোমার কিছুই করার নেই। ভালোবাসার একজন যখন তোমাকে আঘাত করতে আসবে, তখন তুমি কীভাবে পালাবে, কীভাবে তাকে প্রতিহত করবে? ভালোবাসার মানুষটা খুনি হওয়ার চেষ্টা করলেও কি তার শরীরে পাল্টা আঘাত করা সম্ভব? ভালোবাসার মানুষের কাছে যদি মন-প্রাণ সমর্পণ করেই রাখো, তাহলে আর তার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে ভয় কোথায়?

আসলেই তোমাকে কেউ কি মনে প্রাণে ভালোবাসে?

এক

কেউই তোমার দিকে তাকিয়ে নেই, মনের ভেতর বিশ্বাসটাকে আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করলাম। কেউই তোমার দিকে তাকিয়ে নেই। তোমার দিকে কেউই তাকিয়ে নেই।

এর কারণ অবশ্য আমি মিথ্যে বলতে পারি না— এমনকি নিজের কাছেও নয়, বিষয়টা আমি বেশ পরীক্ষা করে দেখেছি।

পরপর তিনবার ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলা পর্যন্ত আমাকে গাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতে হলো। অবশেষে গাড়ির সামনে সবুজ আলো জ্বলতে দেখলাম। আড়চোখে আমি ডান দিকে তাকালাম, মিসেস ওয়েবার তার মিনি ভ্যানের নাক ঘুরালেন। গাড়ি ঘুরানোর আগে মিসেস ওয়েবার চোখ বড়বড় করে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তার দৃষ্টি থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। আমি এই ভেবে অবাক হলাম যে, তিনি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন! এইভাবে তাকিয়ে থাকতে, তিনি কি মোটেও লজ্জাবোধ করছেন না? কারও দিকে তাকিয়ে থাকা আমার মনে হয় মোটেও ভদ্রোচিত নয়, ভদ্রোচিত কি? এভাবে তাকিয়ে থাকা তিনি কি বন্ধ করবেন না?

এরপর মনে পড়ল টিনটেড কাঁচের কারণে গাড়ির ভেতর বেশ অন্ধকার। এ কারণেই হয়তো গাড়ির ভেতর আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে বসে আছেন। ফলে আমিই শুধু তার তাকানো লক্ষ করছি। এরপর বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম এই ভেবে যে, মিসেস ওয়েবার আসলে আমাকে দেখছেন না, তিনি শুধু গাড়িটা দেখছেন।

আমার গাড়ি! হায়রে!

আমি বামদিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল। দু'জন পথচারী সাইড ওয়াকের ওপর নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি চলাচলের ব্যস্ততার কারণে যে দিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ বেচারা হারিয়ে ফেলেছে। ওদের পেছনে একটা ছোট স্যুভিনার সপ। স্যুভিনার সপের প্লেট গ্লাস লাগানো জানালা পথে মিস্টার মার্শাল বোকার মতো তাকিয়ে আছেন। অন্তত তিনি আসন ছেড়ে জানালার কাছে এসে যে, বাইরে কী হচ্ছে তা দেখার চেষ্টা করবেন না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ট্রাফিকের সবুজ বাতিটা জ্বলে উঠল এবং সাথে সাথে আমার পালানের তাগিদ অনুভব করলাম। কিছু চিন্তা না করেই গ্যাস প্যাডাল চেপে ধরলাম সাধারণভাবে এটা যদি আমার আদিকালের অতি গর্জন সৃষ্টিকারী সেই ট্রাক হতো, তাহলে রীতিমতো গ্যাস প্যাডালের ওপর লাথি দিতে হতো।

গাড়ির ইঞ্জিনটা ক্রুদ্ধ চিতা বাঘের মতো যেন গর্জন করে সামনের দিকে ছুটে গেল। এতজোরে ছুটে গেল যে, আমি পেছনের চামড়ায় মোড়ানো সিটের সাথে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেলাম এবং আমার পাকস্থলী যেন মেরুদণ্ডের কাছে আঁকড়ে ধরল।

আউ! ব্রেকটা চেপে ধরার জন্যে অসহায়ের পা'টা নাড়াতে লাগলাম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে গ্যাস প্যাডালের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টা করতে লাগলাম। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত গাড়িটা স্বাভাবিক গতিতে সামনের দিকে এগুতে লাগল।

আশপাশে কী ঘটছে না ঘটছে, তা দেখার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। এর আগে কে এই গাড়িটা চালিয়েছে, তা আমার জানার কথা নয়, তবে সে যে এখন উপস্থিত নেই,

সেটাই বড় কথা। গ্যাস প্যাডালের ওপর জুতার গোড়ালির চাপ বাড়ালাম প্রায় আধা মিলিমিটার। সাথে সাথে গতি নিয়ে গাড়িটা আবার সামনের দিকে এগুতে লাগল।

কাছাকাছি যে কোন গ্যাস স্টেশনই হচ্ছে আমার আসল গন্তব্য। বাষ্পের মতো উড়ে গিয়ে যদি স্থানটাতে পৌছতে না পারি, তাহলে আমার শহরেই ফেরা হবে না। দিন কয়েক কারণ ছাড়াই আমি অনেক কিছুই করেছি নোনতা দইয়ের স্বাদ গ্রহণ, জুতা ছাড়াই খালি পায়ে ঘুরে বেড়ানোসহ এমনি ধারার সব পাগলামী। তাছাড়াও এই সময়গুলোতে লোকজনের সাথে তেমন একটা মেশার চেষ্টা করিনি।

কেউ যদি এটাকে রেস বলতে চায়, তাহলে আমি তা মেনে নিতে রাজি আছি এবং এই রেসে জয়লাভও করলাম। প্রথমেই হ্যাচ খুলে নিয়ে ক্যাপ বন্ধ করলাম। এরপর কার্ড স্ক্যান করে নিয়ে মাত্র সেকেণ্ড কয়েকের ভেতর নজল ট্যাঙ্কির ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। ট্যাংকিতে কতটুকু তেল ভরা হচ্ছে, অবশ্যই সেদিকে আমি আর লক্ষ করলাম না। ওরা বোধহয় ধরে নিয়েছে, আমি বিল ঠিকমতো পরিশোধ করতে পারব না। সত্যিই যদি ওরা এরকম কিছু একটা চিন্তা করে বসে থাকে, এর চাইতে বিরক্তিকর আর কিছুই হতে পারে না।

বাইরের আলো এখনো সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি। ফরকস্-এ সচরাচর যেমন বিশ্রী আবহাওয়া থাকে আজ তেমনও নয় তবুও আমার মাথার ওপর ওরা হালকা পাওয়ারের একটা স্পট লাইট জ্বালিয়ে রেখেছে। ওই আলোয় আমার বামহাতের আংটি ঝকমকিয়ে উঠল। এই মুহূর্তে বিষয়টা বেশ ভালোই লাগল, কয়েক জোড়া চোখ পেছন থেকে আমাকে অবলোকন করছে মনে হলো এই আলোতে বাম হাতের আংটিটা নিওন সাইনের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। যেন একটা কথাই ভেসে উঠতে লাগল আমার দিকে তাকাও, 'আমার দিকে তাকাও।'

আমি জানি যে, অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা এক ধরনের বড় বোকামি। অন্যদিকে বাবা-মা আবার ভিন্ন ধরনের চিন্তায় চিন্তিত আমার এনগেজমেণ্ট নিয়ে কে কী বলছে, আমার নতুন গাড়ির বিষয়ে মন্তব্য, রহস্যজনকভাবে আইভি লীগ কলেজে ভর্তি হওয়া, ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আদৌ কি তাদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন আছে? এমনকি আমার চকচকে কালো ক্রেডিট কার্ড, যা এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে চকচকে কালো নয়, বরং আগুনে উত্তপ্ত হওয়া টকটকে লাল রঙের মতো। এ বিষয় নিয়েও কি কোন প্রশ্ন থাকার প্রয়োজন আছে?

হ্যাঁ, ওরা কী চিন্তা করছে, তাতে আমার মাথা ব্যথা কিসের? হালকাভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করে বললাম।

উম্, হ্যালো মিস? একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

আমি মুখ ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকালাম, কিন্তু মোটেও চোখে-মুখে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলাম না।

একটা চমৎকার 'সাভ্' এর পাশে দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ওপর আটকে রাখা একেবারে ঝকমকে নতুন একটা কোয়াক্। ওই দু'জনের কেউই আমার দিকে তাকাল না, বরং দেখতে পেলাম ওরা আমার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা নিতে চাইছিলাম না কিন্তু পরবর্তীতে টয়োটা, ফোর্ড এবং শ্যেভির সাথে তুলনা করে এই গাড়িটা নির্বাচন করে বেশ গর্বই অনুভব করলাম। তাই

ঝকমকে, মসৃণ এবং দেখতে অসম্ভব সুন্দর, সর্বোপার ভালো লাগার আরেকটা কারণ হচ্ছে এটা আমার গাড়ি।

আমি আন্তরিক দুঃখিত, অযথাই আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনি কি বলতে পারবেন এটা কোন ধরনের গাড়ি? দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করলেন।

উম্, একটা মার্সিডিজ, ঠিক বলেছি কি না?

হ্যাঁ, তুলনামূলক খাটো লোকটা জবাব শুনে চোখ কুঁচকে ফেলার পর দীর্ঘদেহী আমাকে সমর্থন জানালেন। 'আমি জানি। কিন্তু আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি, এইটা...তুমি এই মার্সিডিজ গার্ডিয়ানটা চালাচ্ছো?' যাজকদের নাম উচ্চারণ করার আগে যেভাবে সম্মান জানানো হয়, দীর্ঘদেহী তেমনি সম্মানের সাথে মার্সিডিজ গার্ডিয়ানের নাম উচ্চারণ করল। আমার মনে হলো এই ভদ্রলোক এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের সাথে পরিচিত, আমার...বাগদত্ত (সত্যিকার অর্থে দিন কয়েক বাদেই আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হতে যাচ্ছে) 'এখন পর্যন্ত ওগুলো ইউরোপে তেমনভাবে খুঁজেও পাওয়া যাবে না,' ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন, 'অথচ এখানেই তেমন একটা গাড়ি পড়ে আছে।'

যখন ওর চোখজোড়া আমার গাড়ির ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে আমার কাছে অবশ্য গাড়িটাকে অন্যান্য মার্সিডিজ বেনজ্ এর চাইতে আহামরি আলাদা কিছু মনে হলো না। কিন্তু আমার তেমন ভাবার প্রয়োজন কোথায়? আমি সংক্ষেপে মনে মনে কয়েকটা শব্দ আওড়ে নিলাম, 'বিবাহ', 'স্বামী' বাগদত্ত ইত্যাদি।

অবশ্য শব্দগুলো এক সাথে মাথার ভেতর ধরে রাখতে পারলাম না।

অন্যান্য সব সময়ের মতো, যত দ্রুত সম্ভব আমি এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে চিন্তা শুরু করলাম কল্পনায় ওকে নিয়ে যতটা ফ্যান্টাসি আনা সম্ভব। দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে একবার গলা পরিষ্কার করে নিলেন; ভদ্রলোক এখন পর্যন্ত গাড়িটা সম্পর্কে কিছু একটা জানতে চান এর মডেল, কীভাবে তৈরি হয়েছে ইত্যাদি।

'আমি এতকিছু বলতে পারব না,' তাকে সত্য কথাই বলার চেষ্টা করলাম।

'এর সামনে যদি একটা ছবি তুলি, তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে?'

আমার চিন্তা করে নিতে মাত্র খানিকক্ষণ সময় লাগল। 'আসলেই? আসলেই আপনি এই গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে চাইছেন?'

'অবশ্যই আমি যদি কোন প্রমাণ দেখাতে না পারি, তাহলে কেউই বিশ্বাস করবে না।'

'উম্। ঠিক আছে! এতে অবশ্য আমার কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

আমি দ্রুত হাতে নজলটা ওয়েল ট্যাঙ্কি থেকে বের করে যথাস্থানে রেখে দিলাম। তারপর গাড়ির সামনের সিটে ঢুকে ব্যাক প্যাকের ভেতর থেকে আমার প্রফেশনাল ক্যামেরা বের করে আনলাম। ছবি তোলার জন্যে দু'জনেই মাথার টুপিগুলো ঠিক করে নিলেন। তারপর গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ছবি তোলার উদ্দেশ্যে।

'আমার ট্রাকটার কথা বেশ মনে পড়ছে,' আপন মনে বিড়বিড় করলাম আমি।

খুবই খুবই উপযোগী— অতিরিক্ত উপযোগী হিসেবে ধরে নিতে পারি— আমার ওই ট্রাক শেষ দিকে এসে যে ফোঁস ফোঁস করছিল, তাতে চিন্তা করলাম, এটা পরিবর্তন না করলে একেবারেই চলছে না। সুতরাং এ্যার্ডওয়ার্ড এ বিষয়ে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে, ট্রাকটা আমি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারি

এমনই সে আশা করে; আমার ট্রাকটা দীর্ঘদিন কার্যোপযোগী ছিল। দীর্ঘদিন কার্যকরী থেকে বাধক্য এসে ভর করায় এক সময় তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে প্রাকৃতিক কারণেই আসলে এমন ঘটেছে। অবশ্য এটা তার মতামত এবং অবশ্যই আমি তার গল্প যাচাই করে দেখার চেষ্টা করিনি অথবা ট্রাকটাকে নিজের চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করিনি। আমার প্রিয় গাড়ি

মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমি চিন্তাগুলো ইচ্ছে করলেই বাদ দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে, গাড়ির ওপাশে মানুষগুলোর কথার শব্দ কানে কানে ভেসে এলো।

...ওন লাইন ভিডিওতে দেখেছি এটা আগুনের গোলার ছুটে চলে। কিন্তু কখনো এর রঙ কুঞ্চিত হতে দেখিনি।

'অবশ্যই নয়। এই বেবি গাড়িতে ইচ্ছে করলে আলাদা ট্যাঙ্কিতে অতিরিক্ত তেলও ভরিয়ে রাখতে পারবে। এখানকার বাজারে ছাড়ার জন্যে আসলে এই মডেল তৈরি করা হয়নি। সত্যিকার অর্থে এর ডিজাইন করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ডিপ্লোমেন্ট, আমর্স ডিলার এবং মূলত ড্রাগস্ লডস্‌দের জন্যে।'

'কি মনে হয়, ওই মেয়েটা বিশেষ কেউ একজন?' খাটো লোকটা মৃদু কণ্ঠে দীর্ঘদেহীকে প্রশ্ন করল। ওদের অতিরঞ্জিত কথাগুলো শোনার জন্যে আমি গলাটা সামান্য বাড়িয়ে দিলাম।

'হহ্,' দীর্ঘদেহী বলল। কিছুই আসলে চিন্তা করা যাচ্ছে না। এমনি এমনি তুমি তো কখনো মিসাইল প্রুফ গ্লাস লাগানোর কথা চিন্তা করবে না— নাকি করবে? এবং এখানে প্রায় চার হাজার পাউন্ডের সমপরিমাণ অস্ত্র লুকানো আছে। কিছুক্ষণের ভেতরই হয়তো শুনতে পাবে, কোথাও বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটে গেছে।'

অস্ত্রসস্ত্র! চার হাজার পাউন্ডের অস্ত্র-সস্ত্র এবং মিসাই প্রুফ গ্লাস? বেশ মজার ব্যাপার তো।

তাহলে আর পুরাতন আমলের বুলেট প্রুফ গাড়ি হতে দোষ কোথায়?

ভালো কথা, অন্তত পক্ষে এধরনের আলোচনা মনের ভেতর আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি করে যদি তুমি কৌতুক রসের আস্বাদন পেতে চাও।

এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে কোন সুবিধা নিব, এমনটা কখনই আমি চিন্তা করিনি। সর্বদা ওকে সঙ্গ দেবার কারণে, আমাকে যতটা দিয়েছে তার চাইতে অনেক কম গ্রহণ করেছে। এ্যাডওয়ার্ড যখন আমাকে নতুন গাড়ি কিনে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল, আমি অবশ্য তার প্রস্তাবে না করিনি, কারণ আসলেই আমার গাড়িটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল। ভেবেছিলাম প্রয়োজন হলে তখন যদি পুরাতন ট্রাকটা পাল্টে নতুন কিছু দিতে চায় তাহলে রাজি হয়ে যাব। যদিও এভাবে ওর কাছ থেকে নিতে আমার খারাপই লাগবে, তবু বলতে হবে প্রয়োজন বলে কথা। কিন্তু পুরাতন গাড়িটা এত পাল্টানোর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। আমি তা ভাবতেও পারিনি। যখন দেখতে পেলাম আমার হাতে চকচকে নতুন শ্যেভি চলে আসছে, তখন মনে হলো ওই পুরাতন ট্রাকটার আয়ু নিঃসন্দেহে শেষ হয়ে এসেছে মুমূর্ষ বস্তু (!)'র ওপর আসলে নির্ভর করা যায় না। প্রথম দিকে এত দামি একটা উপহার নেবার ব্যাপারে একেবারে রাজি হতে পারছিলাম না। অনীহা দেখে আমার দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে কী যেন বলল। ওই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আসলে ঠিকই ছিল। কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবের কারণে কল্পনাও করতে পারিনি ও

আমাকে একই সাথে দুটো গাড়ি দেবার প্রস্তাব দিয়ে ফেলবে।

'পূর্ববর্তী' একটা গাড়ি এবং পরবর্তী একটা গাড়ি, আমি যখন ওর প্রস্তাব নাকচ করে দেবার চেষ্টা করছি, তখনই ও কথাটা বলল।

শুধুমাত্র আগের গাড়িটা হলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। ও আমাকে বলল যে, গাড়িটা সে লোনের মাধ্যমে কিনছে এবং প্রতিজ্ঞা করল বিয়ের পর গাড়িটা আবার ফেরত দিয়ে দিবে। ওর এধরনের কোন কথাই আসলে আমার মাথায় ঢুকতে চাইছে না। অন্তত এই মুহূর্তে।

এমন ভাবার ব্যাপারে আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ এমনিতেই আমি ভীতু প্রকৃতির মেয়ে, তারপর আবার বিভিন্ন কারণে স্নায়ু দুর্বলতার ভুগতে হচ্ছে মাঝে মাঝে ফোন করে আমাকে বিরক্ত করা, একের পর এক ভাগ্য বিপর্যয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি। তখন মনে হয়েছিল, নিরাপত্তার জন্যে এমন একটা গাড়ির প্রয়োজন, যাতে ট্যাংকের গোলাতেও আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে হাস্যকর ব্যাপার। আমি নিশ্চিত যে, আমার আড়ালে এ্যাডওয়ার্ড এবং তার ভাই এ বিষয় নিয়ে ঠিকই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে।

অথবা ঠাট্টা করতেও পারে, শুধু আমি সম্ভাবনার কথা বলছি। অবশ্য কে যেন আমার মাথার ভেতর ফিসফিস করে বলছিল, উঁহু মোটেও ওরা তোমাকে নিয়ে ঠাণ্ডা করেনি। এগুলো যতসব তোমার অবান্তর চিন্তা-ভাবনা। সত্যিকার অর্থেই হয়তো ও তোমাকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত। তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার এটাই যে প্রথম চেষ্টা নয়, তা তোমার জেনে রাখা উচিত।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলাম।

'পরবর্তী' গাড়ির কথা এখন মোটেও মাথায় আনছি না। কুলিন পরিবারের গ্যারেজে গাড়িটা ঢেকে রাখা আছে। আমি জানি বেশিরভাগ মানুষই এখন আমার গাড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু এতসব চিন্তা মোটেও মাথায় আনতে চাইছি না।

সম্ভবত গাড়িটা নিয়ে মানুষের বেশিদিন হিংসা করার কিছু নেই। কারণ হানিমুনের পর আর এটার কোন প্রয়োজন হবে না আমার।

'এই যে,' দীর্ঘদেহী লোকটা আমাকে ডাকলো, কাঁচের ওপর ওর একটা হাত আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে। 'আমরা এখন প্রস্তুত। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ' পাল্টা ধন্যবাদ জানালাম এবং একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে ড্রাইভিং সিটে চেপে বসে ইঞ্জিন চালু করে গ্যাস প্যাডালে চাপ দিলাম যতটা শান্ত এবং ভদ্রোচিতভাবে সম্ভব...

বাড়ির চেনা পথে কতবার যে আমি যাওয়া আসা করেছি, তা কোনভাবেই হিসেব করে বের করা সম্ভব নয়। বৃষ্টিতে ভিজে ফ্লায়ার্সগুলো প্রায় ঝাঁপসা হয়ে গেলেও, মোটেও আমার কাছে সেগুলো ঝাঁপসা মনে হয় না। প্রত্যেকটা ফ্লায়ার্স টেলিফোন পোল এবং স্ট্রিট সাইনের সাঁটানো হয়েছে। ফ্লায়ার্সগুলোতে ছবিটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আমি এতক্ষণ যা চিন্তা করছিলাম, সেই চিন্তা বাদ দিয়ে আবার পেছনের চিন্তায় ফিরে গেলাম। এই রাস্তায় চলাচলের পথে চিন্তাগুলো কোনভাবে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয়।

আমার প্রিয় বন্ধু। আমার জ্যাকব।

এই তরুণকে কি আপনারা দেখেছেন? এই পোস্টার লাগানোর বুদ্ধি জ্যাকবের বাবার মাথা থেকে আসেনি এই বুদ্ধি এসেছে আমার বাবার মাথা থেকে— চার্লি, তিনিই এই পোস্টার ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং সমস্ত শহরে তা ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছেন এবং শুধুমাত্র যে ফরকস্-এ তাই নয়, এই শহর বাদেও পোর্ট এঞ্জেলস, সিকুয়িম, হকিয়াম, অ্যাবাডেনসহ অলিম্পিক পেনেল সুলার প্রত্যেকটা শহরে। তিনি এক প্রকার নিশ্চিত যে, ওয়াশিংটনের প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশনের কর্মকর্তারা তাদের অফিসে এই পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন। তাদের অফিসের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে এই পোস্টার। নিজের স্টেশনের সমস্ত কর্কবোর্ড জুড়ে জ্যাকবের ছবি এবং তথ্যসুত্র লাগিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন চালি। এর ভেতর থেকে একটা কর্কবোর্ড সম্পূর্ণ খালিই পড়ে আছে, এ কারণেই বাবা যেমন মর্মাহত হয়েছেন, তেমনি হতাশও।

জ্যাকব সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি বলেই তিনি প্রচণ্ড হতাশ হয়ে উঠেছেন। বিলির সামনে তিনি এখন মুখ দেখাতেই চাইছেন না। বিলি জ্যাকবের বাবা এবং চালির অতি ঘনিষ্ট বন্ধু।

ষোল বছর বয়সী 'পলাতক' ছেলের খোঁজে বিলি নিজেকে খুব একটা জড়াননি। এমনকি ল্যা-পস্-এ পোস্টার লাগানোর ব্যাপারেও তিনি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। বরং হারানো ছেলেকে খুঁজে বের করার জন্যে কোস্ট গার্ড ভাড়া করেছিলেন। জ্যাকব উধাও হয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছে, তার আসলে কিছুই করার নেই। বিলির ভাষ্য, 'জ্যাকব প্রাপ্ত বয়স্ক। যদি ওর ইচ্ছে হয়, তাহলে ও ঠিকই বাড়ি ফিরে আসবে।'

বিলিকে আমার কাছে প্রচণ্ড হতাশ মনে হয়েছিল। ভদ্রলোককে আমি যথেষ্ট সহানুভূতি জানানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি।

যদিও আমি পোস্টার লাগানোর ব্যাপারে কোন সহযোগীতা করিনি। কারণ বিলি এবং আমি উভয়েই জানি যে, জ্যাকব সত্যিকার অর্থে কোথায় আছে। শুনতে খারাপ লাগলেও বলতে হয়, এবং আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি যে কেউই এই তরুণকে খুঁজে পাবে না।

ফ্লাইয়ার্সগুলোর আকার বেশ বড়। গাড়িতে বসে সোজা তাকালে সেগুলো আমার গলা বরাবর হবে। স্বাভাবিকভাবে চোখ দিয়ে আমার পানি ঝড়তে লাগল। এই মুহূর্তে এক ধরনের সন্তুষ্টি অনুভব করলাম— এ্যাডওয়ার্ড এখন পাশের নেই। আজ শনিবার, ওর শিকারে যাওয়ার কথা। এ্যাডওয়ার্ড যদি আমার এখনকার মনের অবস্থা বুঝতে পারত, তাহলে নিঃসন্দেহে বিব্রতবোধ করত।

অবশ্যই, এই শনিবার হচ্ছে আমার জন্যে চরম বিরক্তিকর একটা দিন। অতি ধীরে এবং সতর্কভাবে আমার রাস্তায় প্রবেশ করলাম। বাড়ির সামনের ড্রাইভওয়েতে বাবার পুলিশ ক্রুজারটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মাছ ধরার উদ্দেশে ভদ্রলোক আজ আবার বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। আমাদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বাবা এখনো মুখ গোমড়া করে আছেন।

সুতরাং এখন আমার পক্ষে বাড়ির ভেতর ঢুকে টেলিফোন করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে একটা ফোন করতেই হবে...

প্রথমেই বাধা পেয়ে পেছন দিককার মূর্তিটার কাছে শ্যেভিকে পার্ক করলাম। এরপর শেল ফোন থেকেই কল্ করার চেষ্টা করলাম। এই শেল ফোনটা এ্যাডওয়ার্ডের উপহার,

যেন আমি যে কোন মুহূর্তে সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি। শেল ফোনের বাটনগুলো চেপে, 'এ্যান্ড' বাটনের ওপর তর্জনী আলতোভাবে ছুঁইয়ে রাখলাম, যদি কোন কারণে অনাকাঙ্খিত কল্ আসে তাহলে যেন তা কেটে দিতে পারি যদি আকস্মিক কোন ফোন এসেই পড়ে।

'হ্যাঁলো?' সেথ্ ক্লীয়ারওয়াটার ওপর প্রান্ত থেকে উত্তর ভেসে এলো। ওর কণ্ঠ শুনে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলেও কেন যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। আসলে আমি তার বড় বোন লেথ্-এর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু তার বদলে এই সেথ্ নামক ছেলেটার সাথে কথা বলতে গিয়ে সত্যিকার অর্থে কী বলব, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

'হাই সেথ্, আমি বেলা বলছি।'

'ওহ্, হ্যাঁল্লো! বেলা তুমি! তুমি কেমন আছ বেলা?'

আমি একবার ঢোক গিললাম। ভালোভাবে কথা বলার চেষ্টার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। 'আমি ভালো আছি সেথ্।'

'আমাদের সম্পর্কটাকে জোড়া লাগানোর জন্য বোধহয় ফোন করেছ?

'তুমি আসলে এখনও এক ধরনের মনগত ধারণা নিয়েই বসে আছ।'

'তোমার ধারণা হয়তো একেবারে অবান্তর নয়। এলিসের সাথে আমাকে তুলনা করা যাবে না তাছাড়া তুমি ভবিষ্যতবাণী করে অনেক কিছু বলতে পার,' ও আমার সাথে তামাশা করল। লা প্যাস্-এ থাকতেই আসলে আমাদের ভেতর সবকিছু চুকেবুকে গেছে। সেথ্ আসলে কুলিনের নামটা উচ্চারণ করে এক ধরনের মজা পাওয়ার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ওকে আমার সবজান্তা শ্যালিকার মতো মনে হয়।

'আমার সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি।' আমি মিনিট খানিক ইতস্তত করলাম। 'ও কেমন আছে?'

সেথ্ একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। 'সব সময় যেমন থাকে তেমনই বলতে পার। ও কথা বলতে চায় না, যদিও আমরা জানি যে, আমাদের সব কথাই ও শুনতে পাচ্ছে। তুমি তো জানোই ও মানুষদের নিয়ে চিন্তা করতে মোটেও রাজি নয়। ও এখন তার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে চলার চেষ্টা করছে।'

'তুমি কি জানো ও এখন কোথায় আছে?'

'কানাডার উত্তরের কোন স্থানে। কোন প্রদেশ তা আমি বলতে পারছি না। ও এখন আমেরিকার দিকে তেমন একটা মনোযোগ দিচ্ছে না।'

'এমন কোন ধারণা পাওয়া কি সম্ভব যে, ও অবশ্যই...

'বেলা, সত্যিকথা বলতে ও বাড়ি ফিরছে না। দুঃখিত।'

আমি আবার ঢোক গিললাম। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি সেথ্। তোমাকে এধরনের প্রশ্ন করার আগেই তা জানতাম। আমি এটাও জানি যে, অন্যান্যরা তোমাকে বেশ ঝামেলার ভেতর রেখেছে বলতে চাইছিলাম, বিভিন্ন প্রশ্ন করে তোমাকে জ্বালাতন করছে।'

'তোমার প্রিয় ফ্যানদের ভেতর থেকে কেউ যে জ্বালাতন করছে না, তা তুমি ভালোভাবেই জানো,' উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে ও কথাটা বলল। 'এটা তোমার এক ধরনের খোঁড়া যুক্তি। আমার তেমনই মনে হয়। জ্যাকব তার পছন্দ নিয়ে ব্যস্ত, তুমিও একইভাবে

ব্যস্ত তোমার পছন্দ নিয়ে। জ্যাক এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর ছেলে নয়। যদি না তুমি ওকে অনুসরণ করে কিছু একটা বের করার চেষ্টা কর

ওর কথা শুনে আমার মুখ হ্যাঁ হয়ে গেল।' আমার মনে হয় ও তোমার সাথে কোন কথাই বলেনি, তাই না?'

'ও আমাদের কাছ থেকে কোন কিছুই লুকাতে পারবে না, যদি না ও সেভাবে লুকানোর চেষ্টা করে।'

সুতরাং জ্যাকব জানে যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। আমার উৎকণ্ঠা কীভাবে প্রকাশ নিজেই তা জানি না। ভালো কথা, ও অন্তত এতটুকু বুঝতে পেরেছে যে, সূর্যাস্তের অন্ধকারে আমি পালানোর চেষ্টা করিনি এবং মোটেও তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করিনি।

'মনে হয় তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে...সামনে বিয়ের দিন দেখা হবে এটাই আশা করছি,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কথাগুলো তাকে বললাম।

'হ্যাঁ, আমি এবং মা অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকব। তুমি আমন্ত্রণটা যত সাধারণভাবেই দাও না কেন।'

ওর কণ্ঠের হতাশার সুর শুনে মনে মনে হাসলাম। যদিও ক্লীয়ার ওয়াটারকে দাওয়াত দেবার প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ এ্যাডওয়ার্ডের। এ্যাডওয়ার্ড চিন্তাটা মাথায় রেখেছে দেখে আমি এক প্রকার খুশিই হয়েছি। সেথ্ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে আমার ভালোই লাগবে একটা যোগাযোগ রক্ষা হবে অন্তত। যদিও আমার প্রিয় একজন প্রিয় মানুষ অনুপস্থিত থাকাতে মন কিছুটা খারাপ হয়ে থাকবে। তবুও।

আমি আপন মনে মাথা নাড়লাম। এ্যাডওয়ার্ড এবং সেথ্-এর মধ্যেকার বন্ধুত্ব নিয়ে আমার মাথায় চিন্তা এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও জানি বিষয়টা এত সহজে বুঝতে পারব না। ওই ভ্যাম্পায়ার এবং ওয়্যারউলভস্ একা থাকলে কোন চিন্তার কারণ নেই। এ কারণে তাদের ধন্যবাদই জানাতে হবে।

সবার অবশ্য বিষয়টা পছন্দ করার কথা নয়।

'আহ্,' একটু গলা চড়িয়ে সেথ্ বলল।' দুঃখিত লেহ্ হাজির হয়েছে।

'ওহ্! তাহলে আজ এ পর্যন্তই। শুভ বিদায়!'

ফোনের লাইনটা কেটে গেল। শেলফোনটা সিটের ওপর রেখে দিলাম। এরপর আমি বাড়িতে ঢোকার মানসিক প্রস্তুতি নেবার চেষ্টা করলাম। চার্লি যে কোথায় অপেক্ষা করছে। আমি তার কিছুই জানি না।

আমার অসহায় বাবাকে বর্তমানে অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে। কাজের চাপও তার অনেক বেড়ে গেছে। পলাতক জ্যাকবের ব্যাপারটা এখন তার অতি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে নিয়েও তার চিন্তার অন্ত নেই। তার প্রাপ্ত বয়সে উপমিত হওয়ার কন্যা দিন কয়েক বাদে অন্যের ঘরনি হতে যাচ্ছে। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন সময়।

আলোর বৃষ্টি ধারার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। মনে পড়ল আজ সেই রাত, বাবাকে আজই আমাদের সবকিছু খুলে বলতে হবে... ক্রুজারের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম চার্লি ফিরে এসেছেন। আর সাথে আঙুলে আংটিটার ওজন মনে হলো যেন একশ পাউন্ড হয়ে গেছে। আমার বামহাত পকেটের ভেতর লুকানোর চেষ্টা করলাম একবার মনে হল শরীরের নিচে চেপে ধরে বসে থাকি। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডকে

একেবারে শান্ত মনে হল।

'অযথা অস্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করবে না বেলা। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। মনে রেখো, এখানে তুমি খুন করতে আসোনি।'

'কথাটা তোমার জন্যে বলা খুব সহজ।'

সাইডওয়ার্ক দিয়ে বাবার এগিয়ে আসার শুনতে পেলাম। চাবি দিয়ে ইতোমধ্যে তিনি দরজা খুলে ফেলেছেন। শব্দটা আমার কানে হরর মুভির সেই দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিল, যেখানে শিকারীর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যে, সে দরজার ডেডবোল্ড লাগাতে ভুলে গেছে।

'শান্ত হও বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল। মনে হল ও আমার বুকের ধুকধুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

দরজাটা দেয়ালে আঘাত লেগে জোড়াল একটা শব্দ হল। আমি শব্দ শুনে আরেকবার আঁতকে উঠলাম।

'হ্যালো চার্লি, আশা করি আপনি ভালো আছেন,' একেবারে নিলিপ্তভাবে প্রশ্ন করল এ্যাডওয়ার্ড।

'না!' আঁতকে ওঠার মতো কোনভাবে কথাটা বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

'কি?' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে আবার পাল্টা প্রশ্ন করল।

'বাবার অস্ত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার সুযোগ দাও অন্তত পক্ষে!'

স্বভাব মাফিক এ্যাডওয়ার্ড আফশোসের ভঙ্গিতে ঢুকঢুক করে শব্দ করল। একটু ইতস্ততভাব নিয়ে এ্যাডওয়ার্ড তার ব্রোঞ্জ রঙা চুলের ভেতর বিলি কাটতে লাগল।

চার্লি ঘরের কোণার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এখনও তার পরনে পুলিশের পোশাক। কোমরের বেল্টে বাঁধা হোলস্টারে রিভলভার। আমাদের সামনের তার প্রিয় সিটটাতে বসার সময় চেহারায় অন্য ধরনের অভিব্যক্তি লক্ষ করলাম না।

'এই যে প্রিয় সন্তানেরা আমার, কি হয়েছে তোমাদের?'

'আপনার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনার ছিল। কথা বলার সময় এ্যাডওয়ার্ডকে মোটেও চঞ্চল মনে হলো না। 'আপনাকে বলার মতো আমাদের কিছু ভালো সংবাদ আছে।'

চার্লির চেহারা দেখে মোটেও বন্ধু সুলভ মনে হল না। কালো মেঘের মতো একটা ছায়া হঠাৎ চার্লির মুখের ওপর দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

'ভালো সংবাদ?' আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে তিনি গুঙিয়ে উঠলেন।'

'তুমি আরাম করে বসো বাবা।'

ভুরু কুঁচকে সরাসরি তিনি আমার দিকে পাঁচ সেকেণ্ডের মতো তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধপ করে চেয়ারের সামনের দিকে এমনভাবে বসলেন যে, তার মেরুদণ্ড একেবারে সোজা হয়ে থাকল।

'আঁতকে ওঠার মতো তেমন কিছু ঘটেনি বাবা, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।' হঠাৎ ঘরের ভেতর নিরবতা নেমে আসায় আমি একটু ইতস্তত করে বললাম। সবকিছুই আসলে ঠিক আছে।'

এ্যাডওয়ার্ড একটু মুচকি হাসল। বুঝতে 'সবকিছু ঠিক আছে' এধরনের কথা শুনেই ও এভাবে হাসছে।

'তুমি ঠিক বলছো বেলা, তুমি কি একেবারে নিশ্চিত? সবকিছু ঠিক থাকলে, তুমি গুলি দেখে ঘামছ কেন?'

'আমি মোটেও ঘামছি না বাবা!'

মিথ্যে করেই বললাম তাকে।

বাবার হতবাক দৃষ্টি থেকে আমার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। একহাতে এ্যাডওয়ার্ডকে আঁকড়ে ধরে ডানহাত দিয়ে আটি সাবধানে প্রমাণটুকু মুছে ফেলার চেষ্টা করলাম অথাৎ কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে ফেলার চেষ্টা করলাম।

'তুমি মা হতে চলেছ!' চার্লি প্রায় রাগে ফেটে পড়তে চাইলেন।' তুমি গর্ভবতী, তাই নয় কি?'

যদিও প্রশ্নটা তিনি আমাকে উদ্দেশ করেই করেছেন, কিন্তু রাগের বর্হিপ্রকাশ ঘটালেন এ্যাডওয়ার্ডের ওপরই। তাছাড়াও লক্ষ করলাম, তিনি রিভলবারটা একবার ছুঁয়ে দেখলেন।

'না! অবশ্যই আমি গর্ভবতী নই! আমি একবার এ্যাডওয়ার্ডের পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম, তেমন কিছু করতে চাইলে তা আমাকে লজ্জিতই করবে শুধু। এ্যাডওয়ার্ডকে আগেই বলেছিলাম, সবাই কোন কিছু চিন্তা না করে প্রথমেই এধরনের একটা সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরবে! সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের তাহলে আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করার কি কারণ থাকতে পারে? (তার উত্তর দেবার বদলে আমি চোখ বন্ধ করে একটুক্ষণ ভেবে নিলাম। 'ভালোবাসা,' অবশ্যই ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়)

চার্লির রাগে রক্তিম হওয়া মুখে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসতে দেখলাম। যখন আমি আসল সত্য ব্যাখ্যা করলাম, তখন মনে হল বাবার চেহারা আরো স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বাবা আমার কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। 'ওহ্, আসলেই আমি দুঃখিত।'

'আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেয়া হল।'

এরপর দীর্ঘক্ষণ কেউই আমরা কোন কথাই বললাম না। অবশ্য দীর্ঘক্ষণ পার হওয়ার পর আমি এটুকু বুঝতে পারলাম। সত্যিকার অর্থে সবাই আমার মুখ থেকেই কিছু একটা শুনতে চাইছে। এ্যাডওয়ার্ডের দিকে আমি আরেকবার তাকালাম। ধীরে ধীরে আতংক আবার আমার ওপর ভর করতে শুরু করেছে। আসল কথা বোধহয় না কোনভাবেই এখন আমার মুখ থেকে বের করা সম্ভব হবে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে একটু হাসলেন। তারপর বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে বাবার দিকে তাকাল।

'মিস্টার চার্লি', আমি বুঝতে পারছি, আপনার অনুমতি ব্যতিরেকেই আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। প্রথগত সামাজিক নিয়মে, এ বিষয়ে আপনার অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছিলাম, আপনাকে এড়িয়ে আসলে আমার মোটেও কিছু করা উচিত হয়নি। তবে এ বিষয়ে বেলা কিছুটা হলেও দায়ী। এ্যাডওয়ার্ড প্রথম থেকেই আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে তার আগ্রহকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ওর প্রস্তাবে সাড়া দেবার আগে অবশ্যই আপনার আর্শীবাদ গ্রহণ করা উচিত ছিল। চার্লি, আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি। এই পৃথিবীতে যা কিছু ভালো লাগার মতো বিষয় আছে, সেই সবকিছুর চাইতেও আমি তাকে ভালোবাসি, আমার জীবনের চাইতেও বেশি,

এবং বলা যেতে পারে একধরনের অলৌকিক ভালোবাসা— বেলা সেই অলৌকিকভাবেই ভালোবেসেছে। অবশ্যই সাধারণের বাইরে অন্য একধরনের ভালোবাসা। আপনি কি আমাদের আর্শিবাদ করবেন না?'

এরপরই আমি চার্লির মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করলাম। চার্লি আমার আংটিটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

ধীরে ধীরে বাবার মুখের রঙ যখন পাল্টাতে লাগল, আমি নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে রাখলাম ভয়ংকর লাল, লাল থেকে রক্তাভ বেগুনী, এবং তারপর নীল। আমি সিট ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করলাম আসলে এরপর কী করা উচিত, সে বিষয়ে কোন পরিকল্পনাই নেই আমার। বুঝতে চেষ্টা করলাম, আদৌ চার্লির মুখের রঙের কোন পরিবর্তন ঘটবে কিনা— আদৌ তার চেহারার স্বাভাবিক সাদা রঙ ফিরে আসবে কি না! কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'ভদ্রলোককে আমাদের খানিকক্ষণ সময় দেয়া প্রয়োজন।' এ্যাডওয়ার্ড কথাটা এতটাই শান্ত কণ্ঠে বলল যে, শুধুমাত্র আমিই তা শুনতে পেলাম।

এবারকার নীরবতা আমার কাছে আরো দীর্ঘায়িত মনে হল। এরপর, স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে মুখের অভিব্যক্তির পরিবর্তন হতে লাগল, চার্লির মুখের প্রকৃত রঙ ফিরে এলো। ঠোঁট কামড়ে তিনি চোখ বড়বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন; এরপর আবার খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে রাখলেন; আমি তাকে বুঝতে পারলাম, 'গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন।' আর অভিব্যক্তিতে এমনই প্রকাশ পাচ্ছে। চার্লি বেশ খানিকক্ষণ আমাদের দু'জনকে নীরিক্ষণ করলেন। তবে আমার পাশে এ্যাডওয়ার্ডকে একেবারে চিন্তামুক্তই মনে হল।

'ধরে নাও, এধরনের একটা চমকের জন্যে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।' চার্লি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।' এত দ্রুত বিষয়টা নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবে তা মোটেও আশা করিনি।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'তোমরা এতো আগে থেকেই সবঠিক করে রেখেছিলে?' আমার দিকে চোখ পাকিয়ে চার্লি জানতে চাইলেন।

'আমি এ্যাডওয়ার্ডের ওপর একশ ভাগ ভরসা প্রথম থেকেই করে এসেছি।' একটুও ভয় না পেয়ে সরাসরিই বাবাকে কথাটা বলতে পারলাম।

'এমনকি বিয়ে করার সিদ্ধান্তও প্রথম থেকে নিয়ে বসে আছো? এত তাড়াগুড়ার কি ছিল?' বিস্মিত চোখে আবার তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এত তাড়াহুড়ার কারণ হচ্ছে, আমার উনিশ বছর পার হয়ে একটা একটা করে দিন অতিবাহিত করে যাচ্ছি। অথচ এ্যাডওয়ার্ড সেই সতেরো বছর বয়সেই আটকে আছে। অথচ তার প্রকৃত বয়স নব্বইয়েরও বেশি। যদিও সজ্ঞায় বয়সের তারতম্য কিংবা অসম বয়স বিয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু বিবাহ নামক সামাজিক নিয়মকে পালন করতে হলে কিছু কিছু ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি এবং এ্যাডওয়ার্ড কোন ধরনের জটিলতায় জড়াতে চাইনি। তাছাড়া আমার মানব জীবনের 'মরণশীলতা' নামক চরম সত্যতাকে জয় করে আমি অমরত্ব লাভ করছি এখন আমি অমরণশীল।

এধরনের বিষয়গুলো আমি কোনভাবেই চার্লিকে ব্যাখ্যা করতে পারব না।

'আসছে শরতে আমরা একসাথে ডারট্‌মাউথে বেড়াতে যাচ্ছি,' 'এ্যাডওয়ার্ড চার্লিকে স্মরণ করিয়ে দিল। ভালো কথা, ওখানে বেড়াতে যাওয়ার আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।' ও শ্রাগ্‌ করল।

এ্যাডওয়ার্ড পুরাতন স্মৃতি সহজে ভুলতে পারছে না; ওরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নৈতিকতা নিয়ে ওখানে বেড়ে উঠেছিল।

চার্লির মুখের একপাশে তিরতির করে কাঁপতে লাগল। তর্ক করার ভঙ্গিতে আড়চোখে ও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তার বলার আছেই বা কি? তোমাকে কি এধরনের একটা অপরাধের সাথে জড়াতে বলেছিলাম? চার্লি হাজার হলেও আমার বাবা; অনেক দিক থেকেই তার হাত-পা বাঁধা।

'এমন কিছু একটা ঘটবে তা আমি আগেই ধারণা করেছি,' আপন মনে তিনি বিড়বিড় করলেন। ভুরু কুঁচকে আবার তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। এরপর হঠাৎ করেই তার মুখের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক হয়ে গেল। একবার মনে হল তিনি একেবারে ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছেন।

'বাবা?' উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি তাকে একবার ডাকলাম। আড়চোখে একবার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম, কিন্তু, তার চেহারায় কী খেলা করছে, কী নিয়ে চিন্তা করছে, তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। ও শুধু চার্লিকে নীরিক্ষণ করার চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ!' চার্লি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। আমি সিটের ওপর লাফিয়ে উঠলাম। 'হাঁ, হাঁ, হাঁ!'

চার্লির এধরনের উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠায় আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম; তার সমস্ত শরীর হাসির দমকে কেঁপে উঠল।

এর অর্থ বুঝতে আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম, কিন্তু ও ঠোঁট চেপে চুপচাপ বসে আছে। মনে হল অনেক কষ্টে ও হাসি আটকানোর চেষ্টা করছে।

'ঠিক আছে, ভালোই,' ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললেন চার্লি।' বিয়ে করতে চাইছ।' আরেকবার হেসে উঠতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন।' কিন্তু...'

'কিন্তু কি?' আমি জানতে চাইলাম।

'কিন্তু তোমার মাকে জানানো উচিত! আমার পক্ষে রেনেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো সম্ভব নয়! এ বিষয়ে জানানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমাদের!'

একটু হেসে ডোর-নকের ওপর হাত রাখলাম। অবশ্য চার্লির কথাগুলো শোনার পর এই মুহূর্তে আমি ভীত হয়ে আছি। নরক যন্ত্রণা ভোগ করার সময় আসলে চলে এসেছে রেনে জানতে পারলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কম বয়সে বিয়ে করা গরম পানির ভেতর জ্যান্ত কুকুর ছানা ছেড়ে দেবার মতোই তার কাছে এটা এক ধরনের মারাত্মক অপরাধ।

রেনে যদি দূরদর্শিতে নিয়ে প্রশ্ন তুলেন, তাহলে কে তার জবাব দেবে? আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তা ভালোভাবেই জানি। অবশ্যই চার্লিও নয়। সম্ভবত এলিস, কিন্তু তাকে এ বিষয়ে বলতে যাওয়ার কথা মোটেও চিন্তা করছি না।

'ভালো কথা বেলা,' আমি একবার ঢোক গেলার পর রেনে বললেন। এরপরই বলতে না পারার মতো কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো মা আমি এ্যাডওয়ার্ডের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। 'আমি যে খুব বদমেজাজী মহিলা এ কথা বুঝতে তোমার

অনেক বছর লেগে গেল। প্লেনের ভাড়া এখন খুব বেড়ে গেছে। ওহ্!' মায়ের কণ্ঠ ভীত শোনালো। 'তোমার কি মনে হয় ফিল্ সবকিছু সামলে নিতে পারবে? মনোযোগ দিতে না পারলে হয়তো দেখা যাবে তোমার সমস্ত ছবিগুলোই নষ্ট করে ফেলেছে।'

'আমাকে মাথা ঠাণ্ডা করার সেকেণ্ড কয়েক সময় দাও মা।' গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আমি বললাম। তুমি আসলে কি বলতে চাইছ? আমাদের এই বিয়ের জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে? আমি আসলে এন...এন...' আমাদের যে ইতোমধ্যে এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে তা জোর দিয়ে তাকে জানাতে পারলাম না–'যা হবার তার সবই হয়ে গেছে, আজকেই।'

'আজকেই? সত্যি বলছো? সত্যি তুমি আমাকে বড় একটা সারপ্রাইজ দিলে আমাকে। আমি ভেবেছিলাম...'

'তুমি কি ভেবেছিলে? কখন ভাবলে তুমি?'

'ভালো। খুব ভালো কাজই করেছ। কিন্তু তোমরা যখন এপ্রিলে আমার এখানে বেড়াতে আসবে, তখন আমার মুখ সেলাই করা দেখতে পারবে। বুঝতে পারলে কি বলতে চাইছি আমি? যাকগে তোমার না বুঝলেও চলবে। বেশ বুঝতে পারছি, তুমি সত্যিকার অর্থে চার্লিকেই পছন্দ কর।' রেনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।' তুমি যখন সব চিন্তা স্থির করেই ফেলেছ। এরপর তো আর আমার নতুনভাবে কিছু বলার থাকে না। তুমি হয়েছ ঠিক চার্লির মতো। একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে, আর তোমাকে সেটা থেকে নড়ানো সম্ভব হবে না। তোমার সীদ্ধান্তে তুমি অটল থাকো, তা নিয়ে আর নতুনভাবে কিছু আর আমি বলতে যাবো না।'

এর মা যা বললেন, তার শোনার জন্যে আমি জীবনে কখনই প্রস্তুত ছিলাম না।

'বেলা, তুমি আমাকে ভুল বুঝার চেষ্টা কর না। তোমার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে অযথাই তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো।' মা খানিকক্ষণ বিড়বিড় করলেন।' সবকিছু আমি ভেবেই রেখেছি। তাছাড়া জানি বিয়ে এবং তোমাদের বোকামী নিয়ে আমি অনেক কিছু বলেছি— নতুনভাবে আর সেগুলো বলতে চাইছি না— কিন্তু তোমার বুঝা উচিত যে, ওই বিষয়গুলো কিন্তু অসসম্ভাবীভাবে আমার জীবনে ফলে গেছে। অবশ্য তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার চাইতে ভিন্ন ধরনের এক মেয়ে। তুমি জীবনে যদি কোন ভুল কর, তাহলে তোমাকেই পস্তাতে হবে। কিন্তু মিষ্টি সোনা, তুমি যে প্রতিজ্ঞার কথা বলছ সেটা কিন্তু কোন ব্যাপার ন্যায়। কাজটা তুমি ইচ্ছে করলে চল্লিশ বছর বয়স্কা একজন মহিলার চাইতেও ভালোভাবে করতে পারতে— সে বিশ্বাস আমার তোমার প্রতি আছে বলেই বলছি।'

রেনে হেসে উঠলেন। আমার ক্ষুদে মধ্য বয়সী বালিকা। সৌভাগ্য বশত মনে হচ্ছে তুমি আরেকটা বৃদ্ধ আত্মা লাভ করতে যাচ্ছো।'

'তুমি নিশ্চয়ই...তুমি নিশ্চয়ই পাগল নও? তুমি কি কোনভাবেই ভাবতে পারছ না যে মানুষ যেমন ভুল করে আমিও হয়তো তেমনই কোন ভুল করতে যাচ্ছি?'

'ভালো কথা, এর প্রমাণ পেতে অবশ্যই তোমাকে আরো বছর কয়েক অপেক্ষা করতে হবে। আমি বলতে চাইছিলাম যে, কারও শ্বাশুড়ি হওয়ার মতো আমাকে কি যথেষ্ট বয়স্ক বলে মনে হয়? এর জবাব দেবার প্রয়োজন নেই। তবে এটা কিন্তু আমার জন্যে বলছি না। আমার যা কিছু বলার সবই তোমার জন্যে। তুমি কি এখন খুশি?'

আমি বলতে পারব না। এখন মনে আমার মন আত্মা সবকিছুই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

রেঁনে চুকচুক করে শব্দ করলেন। 'বেলা, ও কি তোমাকে সুখী করতে পারবে?'

না, কিন্তু—

কিন্তু কি?

'কিন্তু তুমি এক কথা বলতে পারো কি, পৃথিবীর প্রারম্ভ থেকে সব কম বয়সী মেয়েরা একইভাবে সুখী হতে পেরেছে?'

'মিষ্টি সোনা, মোটেও তুমি কিন্তু কম বয়সী মেয়ে নও। তোমার কিসে ভালো হবে, তা তোমার জানা থাকা প্রয়োজন।'

শেষ কয়েক সপ্তাহ রেনে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার বিবাহ পরিকল্পনা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখলেন। বলা চলে প্রতিদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি এ্যাডওয়ার্ডের মাকে ফোন করতে লাগলেন, আমার হবু শ্যালক এসমে একাই সবকিছু সামলে নিতে মোটেও বিব্রতবোধ করল না। রেনের অনুরোধেই এসমে এতসব করল। কিন্তু তারপরও আমার ধারণায় এ্যাডওয়ার্ডের মায়ের সহযোগীতা ছাড়া একা ও এত কিছু করতে পারত না।

বলা যেতে পারে বরশিতে মাছ ভালোভাবেই আটকানো গেছে। এ্যাডওয়ার্ড এবং আমার পরিবার যা কিছু করল আমাকে না জানিয়েই এবং আমার কোন চিন্তার অবকাশ না দিয়েই।

চার্লি অবশ্যই আতিংকিত হয়ে আছেন। তবে মধুর বিষয় হচ্ছে তিনি আমাকে নিয়ে মোটেও আতংক বোধ করছেন না। তার মতে রেনে হচ্ছেন একজন বিশ্বাসঘাতক। তার কাছে আমার মা'র সবকিছুকে অভিনয় বলেই মনে হচ্ছে। আর এভাবে মা'র সবকিছুর সাথে জড়িয়ে পড়া তিনি প্রতিহতও করতে পারছেন না। ফলে চার্লি ঘরের চারদিকে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আর এক নাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছেন। তার বকবকের ভাষ্য, এই পৃথিবীর আসলে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না...

'বাবা?' সামনের দরজা খুলে ম্লান কণ্ঠে তাকে ডাকলাম। 'আমি বাড়িতেই আছি বাবা।'

'দাঁড়াও! তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

'উঃ?' আমি আপনা আপনি থেকে তাকে প্রশ্ন করলাম।

'জীমমি এক সেকেন্ড। আউ! তুমি আমাকে ধরে থাকো এলিস।'

এলিস?

'আমি আন্তরিক দুঃখিত চার্লি,' এলিসের আতংকিত কণ্ঠে জবাব দিল।' এটা কিভাবে হল?'

'আমাকে এর ওপর দিয়ে ছুরি চালাতে হবে।'

'তুমি ভালো আছো। চামড়ার কোন ক্ষতিই হয়নি তোমার আমাকে বিশ্বাস কর।'

'এখানে কি হচ্ছে?' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্ততভাবে আমি জানতে চাইলাম।

'বেলা দয়া করে আধমিনিট অপেক্ষা কর।' এলিস আমাকে বলল।' তোমার ধৈর্য্যর কারণের আসলে পুরস্কার প্রদান করা উচিত।

'যত্তোসব!' চার্লি তীক্ত কণ্ঠে বললেন।

পা টিপে টিপে আবার আমি বেরিয়ে এলাম। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটা ধুকধুক শব্দই আমার কানে ভেসে আসতে লাগল। ত্রিশ পর্যন্ত সোনার আগেই এলিসের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। 'ঠিক আছে বেলা, তুমি এবার আসতে পার।'

পর্দা সরিয়ে, আমাদের বৃত্তাকার লিভিং রুমে প্রবেশ করলাম।

'ওহ্,' আমি অভিমানের সুরে বললাম। 'আউ, তোমাকে মোটেও।'

'যত্তোসব!' চার্লি মাঝ পথে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

'তোমাকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে আসলে—'

চার্লিকে দেখে লজ্জিত মনে হল। এলিস আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। চার্লি একটা টাকসীগো (নৈশ্যভোজের পোশাক) পরেছেন। এই পোশাকটা দীর্ঘদিন যাবত শো-কেসের ভেতর পড়ে থাকতে দেখেছি।

'এলিস এটাকে কেটে এখন তুমি আমাকে এর থেকে বের কর। আমাকে রীতিমত বোকার মতো দেখাচ্ছে।'

'এধরনের পোশাক পরলে কারুরই বোকার মতো বলার কোন কারণ দেখছি না।'

'বাবা এলিস আসলে সত্যই বলেছে। তোমাকে চমৎকার লাগছে দেখতে! তা হঠাৎ এই পোশাক পরার কারণ?'

এলিস অল্পক্ষণের জন্যে চোখ বন্ধ করল।' শরীরে মাপ মতো হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন চার্লি। অবশ্যই তোমার অনুষ্ঠান উপলক্ষে।'

আড়চোখে তাকিয়ে এই প্রথম আমি অন্য এক চার্লিকে দেখতে পেলাম। পাশের সোফার ওপর সাদা রঙের কাপড়ের ব্যাগটা আমি পড়ে থাকতে দেখলাম।

'আহ্!'

'তোমার সুখী গৃহমোনে প্রবেশ কর এটাই প্রার্থনা করি। তোমার সুখের সংসারে প্রবেশ করতে তোমার মনে হয় না খুব একটা সময় লাগবে।'

আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। দীর্ঘক্ষণ আমি চোখজোড়া বন্ধ করেই রাখলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলার আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এরপর সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মন থেকে মুছে ফেলে সরাসরি আমার আন্ডাওয়্যারগুলো খুলে মেঝের ওপর ফেলে রাখলাম।

'তুমি বোধহয় মনে করছ, তোমার আঙুলের ফাঁকে আমি বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে দিয়েছি,' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলতে বলতে এলিস আমার ঘরে এসে প্রবেশ করল।

আমি মোটেও তার কথার প্রতি মনোযোগ দিলাম না। আমি এখন আমার সুখী গৃহকোণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই।

আমার সুখী গৃহকোণে বিবাহের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে ফেলতে পেরেছি। আমার অনুপস্থিতেই সেগুলো সম্পন্ন হয়েছে।

আমরা একেবারে নিঃসঙ্গ আমি এবং এ্যাডওয়ার্ড। যা কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে তা আমার কাছে অস্পষ্ট এবং ক্রমশই তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে একইভাবে এগিয়ে চলেছে— বনের ওপাশ থেকে হালকা কুয়াশার মতো ভেসে আসা মেঘ মনকে আবৃষ্ট করে ফেলে। এই মেঘগুলো ভেসে আসছে উত্তর থেকে। এ্যাডওয়ার্ড হানিমুনের জন্যে কোন স্থান নির্বাচন করেছে এখন পর্যন্ত তা আমাকে জানায়নি। চমক দেবার জন্যেই এখন পর্যন্ত ও আমাকে কিছুই জানায়নি। তবে ওই বিষয় নিয়ে মোটেও আমার মাথা ব্যথা নেই।

এ্যাডওয়ার্ড এবং আমি একসাথে ছিলাম, এক সাথে থাকব এবং যা কিছু একে অপরের কাছে অঙ্গীকার করেছি তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করব। তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব, সেটাই বড় কথা। তবে ও যদি আমাকে নিদারুণ কষ্ট দেয়

সেগুলোকেও আমি তার দেয়া উপহার হিসেবে গ্রহণ করে নেব। অন্যদিকে অতি তুচ্ছ উপহারও আমার কাছে অসাধারণ হিসেবেই মনে হবে। ডার্টমাউথ কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সে কী করবে, সেটা তার ব্যাপার।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ভ্যাম্পায়ারে রূপান্তরের আগে বড় ধরনের একটা অঙ্গীকার করেছিল শুধুমাত্র তা-ই নয়, আমার কাছে ও বেশ কিছু ভালো শর্তও আরোপ করেছিল।

অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তার ওপর যে মানসিক গুণগুলো আরোপ করার চেষ্টা করেছিলাম, সেগুলোর প্রতি এ্যাডওয়ার্ড মোটেও গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেনি। আবার কিছু মানসিক অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ও দ্রুত সাড়া দেবার চেষ্টা করেছে, যদিও তুচ্ছ সব বিষয়। শুধুমাত্র একটা মানবিক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলাম। অবশ্যই সে এক সময় এই অভিজ্ঞতাটা অর্জন করার চেষ্টা করেছিল এবং আমি তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

যদিও এখানে আমার পক্ষ থেকে একটা বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। যখন আমি মানবিক অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হলাম, নতুন রূপান্তরিত অবস্থা সম্পর্কে বলা চলে আমি কিছুই জানতাম না। নতুন জন্ম নেয়া ভ্যাম্পায়ার দেখার অভিজ্ঞতা এটাই আমার প্রথম। আর তাছাড়া যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, তা সবই আমার নতুন পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শোনা গল্প থেকে। নতুন পরিবারের সদস্যরা আমাকে তাদের প্রথম দিককার জীবনের গল্প শুনিয়েছিলেন। প্রথম দিকে বেশ কয়েকদিন আমি মারাত্মক তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলাম, যা ছিল আমার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত অনেক কষ্টে নিজেকে এর থেকে নিবৃত্ত করলাম। দিন কয়েক আগে কেন যেন সেই তৃষ্ণা মারাত্মকভাবে জেগে উঠল। আগের মতোই যখন আমি আবার নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারলাম, এরপর থেকে এধরনের ইচ্ছে আর মনে কখনই জাগেনি।

মানুষ...এবং অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা।

পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার আগে আমি আমার উষ্ণতা বিনিময় করতে চেয়েছি, নিজেকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চেয়েছি, দেহের প্রত্যেকটা সুন্দর অংশকে প্রকাশিত করতে চেয়েছি, মানসিক জোর...এবং অজানা অনেক কিছুই। আমি এ্যাডওয়ার্ডের সাথে সত্যিকারের হানিমুন করতে চাই। এবং এ্যাডওয়ার্ড আমাকে সব ধরনের বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে এটাই আমি আশা করি।

আমার শুধু এলিসকে নিয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা আছে। তবে তার উপস্থিতি আমি মোটেও পাত্তা দিলাম না। ওর সামনেই শরীর থেকে সার্টিনের জামা কাপড়গুলো খুলে ফেললাম। এই মুহূর্তগুলোর জন্যে আমি মোটেও বিচলিত নই। যদি সমস্ত শহর আমাকে নিয়ে ফিসফাস শুরু করে তাহলেও আমি বিচলিত বোধ করব না। খুব দ্রুত এই শহরের আলোচিত নারীতে পরিণত হতে যাচ্ছি, অযথা এমন কোন কল্পনা মাথায় আনতে চাইছি না। আমার ভুল করা দেখে কেউ যদি গর্ব অনুভব করে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। অন্য কারও দূর্বলতা দেখে আমার মুখ টিপে হাসার অভ্যেসও নেই।

এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে আমি সুখের সংসার গড়ব এটাই বড় কথা।

দুই

'এরই মধ্যে তোমাকে আমার খুব মনে পড়ছে।'

'তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার আমার প্রয়োজন নেই। আমি ইচ্ছে করলেই থাকতে পারি...

'মমম্।'

অনেকক্ষণ থেকেই সবকিছু একেবারে নিশ্চুপ হয়ে আছে—শুধু আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজ ছাড়া তেমন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। যেভাবে নিঃশ্বাস নেয়া প্রয়োজন, সেভাবে নিঃশ্বাস নেয়াও সম্ভব হচ্ছে না, বরং তিরতির করে আমার ঠোঁটজোড়া কাঁপতে শুরু করেছে।

মাঝে মাঝে খুব সহজেই ভুলে যাই যে, আমি একটা ভ্যাম্পায়ারকে চুমু খেয়েছিলাম। এর কারণ এই নয় যে তাকে সাধারণ অথবা মানুষ বলে মনে হয়েছিল—এর কারণ, ওর ঠোঁট আমার ঠোঁটের ওপর স্থাপন করেছিল, আমার গাল, আমার গলা সবকিছুতেই ওর ঠোঁটের স্পর্শ পেয়েছিলাম। এ্যাডওয়ার্ড বলেছিল যে, আমার রক্তের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল। আমি বেশ ভালোভাবেই জানি যে, আমার রক্তের জন্যে ও এখনও ব্যথা অনুভব করে প্রজ্বলিত আগুনের শিখার মতো তার মুখে এখনও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়।

আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম এ্যাডওয়ার্ডও চোখজোড়া মেলে আছে। শুধু তা-ই নয়, ও সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর এভাবে তাকানোয় আমার ভেতর অবশ্য কোন অনুভূতি জাগায় না। এরকম ক্ষেত্রে মনে হয় আমি বুঝি বিজয়ীর জন্যে সাজিয়ে রাখা কোন পুরস্কার আর বিজয়ী নয়, পুরস্কারই এখানে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের চোখজোড়া খানিকক্ষণের জন্যে একে ওপরের দিকে নিবদ্ধ হয়ে থাকল। ওর সোনালী চোখজোড়া কতটা যে গভীর তা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এতগভীর চোখের দিকে তাকালে ওর হৃদয়টাকে পর্যন্ত দেখতে পারি। তার হৃদয়টাকে দেখতে পারি কথাটা হয়তো হাস্যকর মনে হতে পারে। যদি সে একজন ভ্যাম্পায়ার হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্নের অবতারণা হওয়াও অযৌক্তিক নয়। কারো হৃদয় এত সুন্দর হতে পারে আমি তা কখনও কল্পনা করতে পারিনি। এই হৃদয় তার অতি চমৎকার মনের চাইতেও উদার অথবা তার মুগ্ধ হওয়ার মতো চেহারার চাইতে ও অথবা সুঠাম দেহের চাইতেও সুন্দর।

এ্যাডওয়ার্ডও আমার দিকে ফিরে তাকাল। মনে হল যেন আমার হৃদয় ও দেখার চেষ্টা করছে অবশ্যই সে সব সময় যা দেখতে পছন্দ করে সেটাই দেখার চেষ্টা করছে।

যদিও আমার মনকে বুঝতে পারেনি। সত্যিকার অর্থে সবাই যেভাবে আমাকে দেখার চেষ্টা করেছে, এ্যাডওয়ার্ডও একইভাবে দেখার চেষ্টা করেছে। কে জানে।

আমার মুখের ওপর থেকে ওর মুখটা ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

'অবশ্যই আমি এভাবে আরো খানিকক্ষণ থাকব,' বিড়বিড় করে বলল এ্যাডওয়ার্ড।

'না, অবশ্যই তুমি থাকতে পার না। এটা তোমার অবিবাহিত বন্ধুদের পার্টি। তোমাকে অবশ্যই এখান থেকে যেতে হবে।'

আমি কথাটা বললাম ঠিকই, কিন্তু আমার ডানহাতের আঙুলগুলো দিয়ে ওর ব্রোঞ্জ

রঙের চুলগুলো আঁকড়ে ধরে রাখলাম। আর বামহাত দিয়ে ওর পিঠের কাছটাতে হালকাভাবে চেপে ধরে রাখলাম। আমার গালের ওপর এ্যাডওয়ার্ডের ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম।

'অবিবাহিতদের পার্টি একেবারেই অন্যভাবে সাজানো হয়েছে। এখানে তারাই উপস্থিত হয়েছে, যারা, নিঃসঙ্গভাবে এক একটা দিন অতিবাহিত করছে। আমার পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোতে ভালোবাসা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খাকে দমন করতে হয়েছে, তা কি সহজে ভুলে যাওয়া যায়? সুতরাং তাদের অবজ্ঞা করার কিছু নেই।'

'সত্যি।' এ্যাডওয়ার্ডের অতি শীতল মুখের কাছে নিঃশ্বাস ফেলে আমি সমর্থন জানালাম।

এটা আমার মুখের কাছাকাছি একটা স্থান। চার্লির নিঃসন্দেহে তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি যতটা সম্ভব একা থাকতেই পছন্দ করেন। আমার ছোট বিছানায় আমরা একবার গড়িয়ে নিলাম যতটা দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরা সম্ভব, আমরা জড়িয়ে ধরলাম। পলাশী চাদরটা অতিরিক্ত পুরু হওয়ার কারণে চাদরটা আমার শরীরে এমনভাবে জড়িয়ে গেল, যেন মনে হল আমি গুটির ভেতর আবদ্ধ একটা রেশম পোকা। শরীরে কম্বল ঢেকে ঘুমানো আমার কাছে একেবারে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন দাঁতে দাঁত লেগে কাঁপুনির কারণে আমাদের রোমান্সে বিঘ্ন ঘটায়, তখন কম্বল না নিয়ে কোন উপায় থাকে না। চার্লি যদি জানতে পারে, তাহলে অবশ্য আমাকে আগস্টের গরমের মতো ঘামতে হবে...

অন্তত, যখন আমরা এক সাথে এই অবস্থায় আছি। এ্যাডওয়ার্ডের জামা মেঝের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওর শরীরটা সত্যিকার অর্থে কতটা নিখুঁত আমি তা কখনই অনুভব করতে পারি না সাদা, শীতল এবং মার্বেলের মতো মসৃণ। আমি ওর মার্বেল পাথরের মতো মসৃণ বুকের ওপর হাত বুলাতে লাগলাম, পেটের কাছকার খাঁজ অনুভব করার চেষ্টা করলাম আমি এতে বিস্মিতই হলাম শুধু। ওর সমস্ত শরীর থেকে এক ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখলাম। ওর মুখটা আবার আমার মুখের কাছে এগিয়ে এলো। খুব সাবধানে আমার জিহ্বার অগ্রভাগ, এ্যাডওয়ার্ডের কাঁচের মতো মসৃণ ঠোঁটের ওপর স্থাপন করলাম। ও একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। ওর মিষ্টি সুরভিত নিঃশ্বাসে আমার মুখটা ভরে গেল শীতল এবং চমৎকার।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ওর কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল। এটা সে হয়ত করল অবচেতন মন থেকেই। যখন নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে মানুষ এমনটা করতেই পারে। এ্যাডওয়ার্ড সারাজীবন এধরনের শারীরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলেছে। আমি জানি তার দীর্ঘদিনের এই অভ্যেস হঠাৎ পাল্টিয়ে ফেলা অত্যন্ত কষ্ট কর।

'দাঁড়াও,' এ্যাডওয়ার্ডের বুক জড়িয়ে ধরে নিজেকে ওর আরেকটু কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে বললাম। লাথি দিয়ে আমার একটা পা ছাড়িয়ে নিলাম এবং তা ওর বুকের ওপর তুলে দিলাম। 'কোন কাজ ভালোভাবে করতে হলে প্রথমে অনুশীলন করে নেয়া প্রয়োজন।'

এ্যাডওয়ার্ড মুখ টিপে হাসল। ভালো কথা। কাজটা ভালোভাবে করার জন্যে তাহলে আমাদের এখন একান্ত সান্নিধ্যে আসা উচিত, নয় কি? গতমাসে কি তুমি এভাবেই ঘুমিয়ে কাটিয়েছো?'

'কিন্তু এটাকে তোমার ড্রেস রিহার্সেল হিসেবে ধরে নিতে হবে,' আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, 'এবং আমাদের অন্য মানসিকতা নিয়ে এই অনুশীলন করতে হবে। খেলা করার মোটেও এটা সু সময় নয়।'

ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে ও হেসে উঠবে, কিন্তু সে কোন জবাব দিল না এবং আকস্মিক মানসিক চাপের কারণে এ্যাডওয়ার্ডের দেহ সিম্বল হয়ে গেল। তরল সোনার মতো চোখ দেখে মনে হল যেন কঠিন সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

আমার বলা কথা নিয়ে চিন্তা করলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম, মর্মাহত হওয়ার মতো কোন কথা আমি তাকে বলেছি কি না।

'বেলা...' সে ফিসফিস করে বলল।

'আবার নতুনভাবে শুরু করতে যেও না,' আমি বললাম। 'যে কথা দেয়া হয়েছে, সেই কথা কিন্তু রক্ষা করা উচিত।'

'আমি কিছুই জানতে চাই না। তুমি যখন এভাবে আমার পাশে থাকো, আমি কোন কিছুতেই মনো সংযোগ করতে পারি না। আমি—আমি সহজভাবে কিছু চিন্তা করতে পারি না। তুমি কষ্ট পেলে নিজেকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।'

'আমি ভালোই আছি এবং ভালোই থাকব।'

'বেলা...'

'শ...শ্...!' ওর আকস্মিক আতংক থামাতে আমি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলাম। এই কথা এর আগেও শুনেছি। বিয়ে করার প্রস্তাব আমি ওকে প্রথম দিইনি বরং ও-ই আমাকে প্রথম প্রস্তাব দিয়েছে।

খানিকবাদে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আবার চুমু খেল কিন্তু এটা ঠিক আগের মতো প্রাণবন্ত হল না। ভয়, সবসময় এক ধরনের ভয় এবং শংকা কাজ করছে তার ভেতর। ও যখন নির্ভিক থাকে, আচরণের পার্থক্য ঠিকই বুঝতে পারি। অবসর সময়গুলোতে ও কি চিন্তা করে কাটায়? ওর আসলে নতুন কোন শখ নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত।

'তোমার পায়ের অবস্থা কি?'

ও যেহেতু কিছু চিন্তা না করেই প্রশ্ন করেছে, আমিও সেভাবেই জবাব দিলাম, 'মুচমুচে পাউরুটির মতো উষ্ণতা অনুভব করছি।'

'আসলেই? এর বাইরে আর কোন চিন্তা নেই তো? তোমার পাল্টাতে দেখছি খুব একটা বেশি সময় লাগে না!'

'তুমি আমাকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করছ?'

এ্যাডওয়ার্ড আবার মুচকি হাসল। 'শুধুমাত্র নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছি। তুমি নিশ্চিত নও এমন কোন কিছুই আমি তোমার কাছে জানতে চাইব না।'

'আমি তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত এবং এই নিশ্চয়তা আমার সারাজীবন একই রকম থাকবে।'

এ্যাডওয়ার্ড খানিকটা ইতস্তত করল। হঠাৎ খেয়াল হল ওর বুকের ওপর থেকে আমার পা সরিয়ে নিয়েছি।

'তুমি কি পারবে?' ও শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল। 'আমি বিয়ের ব্যাপারে বলছি না—জানি যে, বিবেকের দংশন তুমি ঠিকই কাটিয়ে উঠতে পারবে কিন্তু তারপর...রেনে এবং চার্লির কি হবে?'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। 'ওদের কথা আমার খুব মনে পড়বে।' তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে ওরা আমাকে চিরকালের জন্যে হয়ত ভুলে যাবে। কিন্তু মোটেও তাকে তৈল মর্দনের চেষ্টা করলাম না।'

'এঞ্জেলা, বেন, জেসিকা এবং মাইক।'

'আমার বন্ধুদেরও হারাতে হবে।' অন্ধকারের ভেতরও আমি হাসলাম। 'বিশেষত মাইক। ওহ্ মাইক্! এরপর আমি কিভাবে দিন কাটাব?'

এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিলাম। 'এ্যাডওয়ার্ড আমরা যেভাবে এগুয়েছি, সেভাবেই এগুতে হবে। আমি জানি এটা আমাদের জন্যে নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি এটাই চাই। আমি তোমাকে চাই, এবং চিরকালের জন্যেই চাই। এক জীবনের জন্যে তোমাকে চাওয়া আমার জন্যে মোটেও যথেষ্ট নয়।'

'আঠারোতেই আটকে থাকবে,' ও ফিসফিস করে বলল।

'প্রত্যেকটা মেয়েই চায়, তার জীবনের স্বপ্ন সত্য হোক,' আমি ঠাট্টা করে বললাম।

'কখনই পরিবর্তন হয় না...কখনই সামনে অগ্রসর হয় না।'

'তুমি কি বুঝাতে চাইছ ঠিক বুঝলাম না?'

এ্যাডওয়ার্ড বেশ শান্ত কণ্ঠে আমার প্রশ্নের জবাব দিল। 'তোমার মনে আছে, যখন আমরা চার্লিকে বিয়ের কথা বলেছিলাম, তখন তিনি কি বলেছিলেন? তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, তুমি মা হতে চলেছ...নাকি?'

'এবং তিনি তোমাকে গুলি করার কথাও চিন্তা করেছিলেন,' আমি হাসতে হাসতে বললাম।' মুহূর্তের মধ্যে তিনি এধরনের একটা চিন্তা মাথার ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছিলেন।'

এ্যাডওয়ার্ড কোন জবাব দিল না।

'কি হল এ্যাডওয়ার্ড?'

'আমি শুধু আশা করি...ভালো কথা, আমি আশা করি তার কথা যেন সত্যে পরিণত হয়।'

'যাহ্!' আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস টানলাম।

'স্বাভাবিক কারণেই তিনি এরকম একটা ধারণা করেছিলেন। কারণ আমাদের মনে এধরনের সুপ্ত বাসনা যে নেই তা অস্বীকার করা যাবে না। তোমার কাছ থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিতে আমারও খুব খারাপ লাগছে।'

আমার চিন্তা করতে মিনিট খানিক সময় লাগল। 'আমি কী করতে যাচ্ছি, তা ভালোভাবেই জানি।'

'তুমি কিভাবে জানবে বেলা? আমার মা'র কথা চিন্তা করে দেখ, আমার বোনের কথা। যতটা সহজ মনে করছ ততটা সহজে কি সবাইকে বিসর্জন দেয়া সম্ভব?'

'এসমে এবং রোজালেকে নিয়ে চিন্তার তেমন কিছু নেই। অবশ্য পরে কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে, এসমে যেমন করেছে আমরাও তেমনই করব আমরা পোষ্য নিতে পারি।'

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। 'এটা অবশ্য ঠিক নয়! আমার জন্যে তোমাকে আমি এতবড় ত্যাগ স্বীকার করতে দিব না। যা কিছু তোমার প্রাপ্য তা থেকে কোনভাবেই তোমাকে বঞ্চিত করব না। তোমার প্রাপ্য তোমাকে বুঝিয়ে দিব, কোন কিছু আমি ছিনিয়ে

নেব না। তোমার ভবিষ্যত আমি চুরি করতে চাই না। যদি আমি মানুষ হতাম।'

এ্যাডওয়ার্ডের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ওকে আমি থামিয়ে দিলাম।' তুমিই আমার ভবিষ্যৎ। এখন দয়া করে চুপ কর। আবোল তাবোল বকার কোন প্রয়োজন নেই। নয়তো তোমার ভাইকে ডেকে এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যেতে বলব। সম্ভবত তোমার ব্যাচেলর পার্টিতেই যাওয়া উচিত।'

'আমি দুঃখিত। আবোলতাবোল বকছি না? আসলে আসলে আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি।'

'তোমার পা ঠাণ্ডা হয়েছে?'

'সেভাবে নয়। মিস সোয়ান, তোমাকে বিয়ে করার জন্যে শতাব্দী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি আছি। বিবাহ অনুষ্ঠান এমন এক বিষয় তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করব—' ও মাঝপথে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল। 'ওহ্ ভালোবাসার মতো পবিত্র আর কিছুই হতে পারে না!'

'কি হল?'

ও দাঁতে দাঁত চাপল। 'আমার ভাইদেরকে ডাকার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি এমেট এবং জেসপার আমাকে এখান থেকে টেনেও নিয়ে যেতে পারবে না।'

আমি কয়েক সেকেন্ড খুব কাছ থেকে ওকে নীরিক্ষণ করলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম এমেটের সাথে যেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে না হয়। 'মজার ব্যাপার।'

জানালার কাছে থেকে তীক্ষ্ণ একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ কানে ভেসে এলো কেউ যেন ইচ্ছেকৃতভাবে তার স্টীলের নখ দিয়ে কাঁচের ওপর আঁচড় কাটছে আতংক সৃষ্টি করার উদ্দেশে। কান চেপে ধরে রাখো, শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে আতংকের স্রোত বয়ে গেল যেন। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালো। মুহূর্তের ভেতর ওর পা সরিয়ে নিয়ে দ্রুত জামা পরে নিল। সামনের ঝুঁকে এসে ও আমার কপালে চুমু খেল।

'ঘুমিয়ে পড়। কাল তোমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে।'

'ধন্যবাদ! ঝামেলা না বলে, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা বললেই বোধহয় ভালো শোনাবে।'

'আমি তার আগেই তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব।'

'কিন্তু তুমি পৌঁছানোর আগেই যদি সব শেষ হয়ে যায়?'

এ্যাডওয়ার্ড মুচকি হাসল। 'তুমি কিন্তু ছেলেদের ভালোই পটাতে পার। কথাটা বলেই ও আরাম কেদারার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল। মনে হল ওর মাংসপেশীগুলো স্পীংয়ের মতো পাক হয়ে উঠল। ও উধাও হয়ে গেল খুব দ্রুত জানালার দিকে আমার দৃষ্টি ঘুরে গেল। ক্ষণিকের জন্যে একবার শুধু দেখতে পেলাম ওকে।

বাইরে, শুধুই একরাশ নিস্তব্ধতা। তবে, মনে হল যেন এমেটের উপদেশ আমার কানে ভেসে এল।

'ওকে দেরি করিয়ে দেয়া তোমার উচিত হবে না।' বিড়বিড় করে বললাম। বুঝতে পারলাম ওরা আমার সব কথাই শুনতে পারছে।

পরক্ষণেই জেসপারের চেহারাটা জানালায় ভেসে উঠতে দেখলাম। ওর মধুর রঙের চুলগুলো মেঘে ঢাকা ম্লান চাঁদের আলোয় রূপালী রঙ ধারণ করেছে।

'বেলা, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা ওকে সময় মতোই বাড়ি পৌঁছে দিব।'

হঠাৎ-ই আমি খুব শান্ত হয়ে গেলাম। অবশ্য বুঝতে পারলাম আমার শান্ত হওয়ায় কিছু আসে যায় না। জেসপার তার নিজের মতো করেই সবকিছু সামলে নেবে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। এখনও পায়ের কাছে কম্বলটা জট পাকিয়ে আছে। 'জেসপার? ভ্যাম্পায়াররা ব্যাচেলর পার্টিতে কি করে? তুমি কি ওকে নগ্ন নৃত্য' দেখাতে নিয়ে গেলে? নিয়ে গেলে না, তাই না?'

'বেলাকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই!' নিচ থেকে এমেট গুঙিয়ে কথাটা বলে উঠল। একটা ধুপ্ করে শব্দ হল, এবং পরক্ষণেই এ্যাডওয়ার্ডের খিলখিল হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

'শান্ত হও,' জেসপার আমাকে আশ্বস্ত করল ওর কথা মতো নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টাও করলাম। 'কুলিন পরিবারের সবাই অন্যান্যদের চাইতে একেবারে আলাদা প্রকৃতির,' জেসপার আবার আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। 'আমাদের তুমি পাহাড়ি সিংহ কিংবা গ্রীজলি ভালুকের সাথে তুলনা করতে পার। অন্যান্য রাতের চাইতে 'ব্যাচেলর পার্টি'তে আলাদা কিছুই ঘটে না।'

ভ্যাম্পায়ারদের 'নিরামিষভোজী' হওয়ার কথা ভেবে আমি আবারও অবাক হয়ে গেলাম।

'ধন্যবাদ জেসপার।'

মুহূর্তের ভেতর ও আমার দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে গেল।

বাইরে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। শুধু দেয়ালের ওপাশ থেকে কার্লিসলের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে।

বালিশে মাথা রেখে আবার আমি শুয়ে পড়লাম ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আমার ছোট্ট ঘরের দেয়ালগুলোর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। ভারি হয়ে আসা চোখের পাতার কারণে চাঁদের আলোকে আমার কাছে অত্যন্ত ম্লান মনে হল।

আমার ঘরে আজই শেষরাত। ইসাবেলা সোয়ান পরিচয়ে এই ঘরে এটাই আমার শেষরাত। আগামীকাল রাতে, আমার পরিচয় হবে বেলা কুলিন। যদিও বিবাহের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার কথা ভেবে মনে হচ্ছে শরীরে কে যেন কাঁটা দিয়ে খোঁচাচ্ছে এধরনের চিন্তা ছাড়া এই মুহূর্তে আর মাথায় নতুন কিছুই এল না।

খানিকক্ষণ আমি মাথাটা চিন্তা মুক্ত রাখার চেষ্টা করলাম। আশা করলাম, ঘুম আমাকে চিন্তা মুক্ত করবে। কিন্তু, ঘুম এল না, বরং এক ধরনের চাপা উত্তেজনায় চোখ থেকে ঘুম মুছে গেল।

পেটের কাছকার অস্বস্তি আবার ফিরে এল। মনে হল পেটের ভেতর এক নাগাড়ে মোচড় খাচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড পাশে না থাকলেও বিছানাটা অত্যাধিক নরম এবং উষ্ণ মনে হল। জেসপার এখন অনেক দূরে, ওরা নিঃসন্দেহে ভালোই আছে। কিন্তু আমার মনের সমস্ত শান্তি ও সাথে করে নিয়ে গেছে।

নিঃসন্দেহে আগামীকাল আমার জন্যে একটা কঠিন দিন।

আমি বোকার মতো সবচিন্তা করছি, এই ভেবে নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব নিজের ওপর আস্থা আনার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। কোন বিষয়ে মনোসংযোগ করার বিষয়কে জীবনের এক ধরনের অদৃশ্য অংশ বলা যেতে পারে।

কল্পনায় যে দৃশ্যগুলো আমার ভেসে ওঠে, আমি তা আসলে অস্বীকার করতে পারি না। যাইহোক আমার ভয় পাওয়ার সুনিশ্চিত কিছু কারণ আছে।

প্রথমত বিবাহের পোশাক পরার প্রশিক্ষণ নেয়া। এলিসের শৈল্পিক নিপুনতার কারণে, ওর কাছ থেকে সহজেই আমি এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারব।

এরপর আসছে অতিথিদের তালিকা। ট্যানিয়ার পরিবার, ড্যানালি ক্লান অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার খানিক আগেই এসে উপস্থিত হবে।

আমাদের ক্যুয়েলেট অতিথিরা আসার সময়ই যদি ট্যানিয়া'র পরিবার এসে হাজির হয়, তাহলে খানিকটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে হয়তো। এরপর আছে জ্যাকবের বাবা এবং ক্লীয়ারওয়াটার। ড্যানালি পরিবারের সদস্যরা আবার ওয়্যারউলভস্‌দের মোটেও পছন্দ করে না। অবশ্য ট্যানিয়ার বোন ইরিনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত ও মনের ভেতর একটা প্রতিহিংসা জিইয়ে রেখেছে। ওর বন্ধু ল্যারেন্টকে একটা ওয়্যারউলভস মেরে ফেলার পর থেকেই ও এরকম প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছে (এ্যাডওয়ার্ড আমাকে প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিল)। পুরাতন বিবাদকে ধন্যবাদই দিতে হয়, যার কারণে ড্যানালিকে এ্যাডওয়ার্ডদের বিপদের সময় কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না। নব জন্ম লাভ করা ভ্যাম্পায়ার যখন আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসেছিল, তখনই ক্যুয়েলেট নেকড়ের দল আমাদের জীবন রক্ষা করেছিল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছে অঙ্গীকার করেছিল যে, ড্যানালিরা ক্যুয়েলেটদের কাছাকাছি হলেও বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। ট্যানিয়া এবং তার পরিবারের সদস্যরা অন্যদিকে ইরিনা—একে অন্যের সাথে এধরনের অন্তদ্বন্দ্বের কারণে নিজেকে মারাত্মক অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। ওয়্যারউলভস্‌দের সাথে এই সাময়িক যুদ্ধ বিরতির কারণেই কিছু তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এর মূল্য দিতে ওরা প্রস্তুতই ছিল।

ইতোপূর্বে আমি ট্যানিয়াকে দেখিনি, কিন্তু নিশ্চিত যে, তার সাথে দেখা হওয়ার পর আমাকে নিঃসন্দেহে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। কোন এক সময়, সম্ভবত আমার জন্মেরও আগে ট্যানিয়া ছিল এ্যাডওয়ার্ডের খেলার সাথী—এ কারণে মেয়েটাকে দোষ দেয়া যাবে না। অথবা এ্যাডওয়ার্ডকেও কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করতে বলেনি। মেয়েটা এই বয়সেও অত্যন্ত সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। যদিও এ্যাডওয়ার্ড নিজের দিক থেকে একেবারে নিষ্কলুশ যে কোন কারণেই হোক, ও শুধু আমাকেই ভালোবেসেছে।

কিছুই হলেও এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে আমি এক ধরনের জুয়ো খেলার চেষ্টা করেছি। এ্যাডওয়ার্ড আমার সমস্ত দূর্বলতাই জানে। আর সে কারণেই বোধহয় আমাকে অপরাধবোধের ভেতর ফেলে দিয়েছে।

'বেলা, আমাদের কিন্তু পরিবারের সবার সাথেই ভালো ব্যবহার করতে হবে,' ও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

'ওরা এতদিন বাদেও নিজেদের এতিমই মনে করে।'

ওর কথা আমাকে মেনে নিতে হল। ভুরু কুঁচকে উঠতে গিয়েও কোনভাবে সামলে নিলাম।

ট্যানিয়াদের পরিবারের সদস্য সংখ্যাও এখন অনেক প্রায় কুলিনদের মতোই বিশাল এক পরিবার। এই পরিবারের পাঁচ সদস্য; ট্যানিয়া, কেট এবং ইরিনা, কারমেন এবং এলজারের সাথে যুক্ত হয়েছে। ওরা একই ধরনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একে পরের সাথে

যুক্ত হয়েছে, যদিও ওরা প্রত্যেকেই সাধারণ ভ্যাম্পায়ার বৈকি আর কিছুই নয়।

যদিও ওই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ট্যানিয়া এবং তার বোনকে একদিক থেকে নিঃসঙ্গই বলা যায়। এখনও ওরা শোকাহত। কারণ, অনেক অনেক বছর আগে ওদেরও মা ছিল।

এর আগে কালির্সল পরিবারের সাথে যখন বেশ কয়েক রাত কাটিয়েছিলাম, তখন কার্লিসল ট্যানিয়াদের জীবন ইতিহাস শুনিয়েছিলেন আমাকে। এধরনের জীবন-ইতিহাস শুনে আমার ভবিষ্যত জীবন অর্থাৎ যে জীবন বেছে নিতে যাচ্ছি তা কেমন হবে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করছিলাম। অনেক কথার ভেতর থেকে ট্যানিয়ার মায়ের কথাও উঠে এসেছিল। অবশ্য ওই কাহিনী আমার পক্ষে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অমরণশীল জগতের সদস্য হতে হলে প্রধান একটা নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয় গোপনীয়তা রক্ষা করা।

গোপনীয়তার অর্থ অনেক কিছু কুলিনের মতো সকলের দৃষ্টির আড়ালে বাস করা, বয়স বাড়ছে না, সাধারণ মানুষদের মনে এধরনের সন্দেহ জাগার আগেই তাদের দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করে ফেলা, অথবা মানুষের সাথে তাদের মতোই আচরণ করা ব্যতিক্রম শুধু খাবার সময়—যাযাবরের মতো যেমন ভিক্টোরিয়া এবং জেমস্ জীবন যাপন করে জেসপারের বন্ধুদের মতো, পিটার এবং কারলোট এখনও যেভাবে জীবন যাপন করছে। যেভাবেই নতুন ভ্যাম্পায়ার সৃষ্টি করা হোক না কেন, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে চলতে হবে। যেমন, মারিয়া এবং জেসপার যখন এক সাথে ছিল, তখন জেসপার ঠিকই নিয়ম রক্ষা করে চলতে পেরেছে। যদিও ভিক্টোরিয়া তার নবজাতকের সাথে নিয়ম রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল।

'আমি ট্যানিয়ার মা'র নাম ঠিক জানি না,' সোনালী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন কার্লিসল। 'এড়িয়ে যাওয়ার কারণেই ওরা ওই মহিলা সম্পর্কে কিছুই বলেনি।

'ওই মহিলাই ট্যানিয়া, কেট এবং ইরিনাকে সৃষ্টি করেছিলেন—বাচ্চাগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন। আমার সে রকমই বিশ্বাস—অনেক অনেক বছর আগে যখন আমার জন্ম, তখন ওই মহিলা এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ওই সময়ের কথা বলছি, যখন প্লেগ মহামারী'র আকারে এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর প্লেগ মহামারীর কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল বেশ কিছু অমরণশীল শিশুর।

'ছেলে-মেয়েগুলোর প্রাচীন ওই মহিলা সম্পর্কে কী ধারণা, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। মহিলা ওদের জন্ম দেননি বটে, তবে মানুষ থেকে ভ্যাম্পায়ারে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। সন্তান জন্ম দেয়ার চাইতে বিষয়টাকে কোন অংশে ম্লান করে দেয়ার অবকাশ নেই।'

আতংকে গলার কাছে উঠে আসা ঢোকটা কোনভাবে আমি আবার গিলে ফেললাম।

'ওরা আসলে খুবই সুন্দর,' আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে দ্রুত জবাব দিলেন কার্লিসল। 'কতটা আদূরে এবং প্রাণবন্ত তা কল্পনাও করতে পারবে না। ওদের সান্নিধ্যে আসার সাথে সাথে ভালোবেসে ফেলবে আপনা আপনি তুমি ওদের ভালোবেসে ফেলবে।

'ওদের কিছু আলাদাভাবে শিখাতে হয়নি। কামড়ানোর আগে যে অবস্থাতে ছিল, ওরা সে অবস্থাতেই মূলত থমকে যায়। দু'বছরের গালে টোল খাওয়া এবং আধো

স্বাধোভাবে কথা বলা শ্রদ্ধেয় শিশু। এই শিশুরাই তাদের বিষের মাধ্যমে গ্রামের প্রায় অর্ধেক মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। যদি ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে, ওদের খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে ওদের কেউই সাবধান করে দেয়নি। সাধারণ মানুষ ওদের দেখতে পেল। বিভিন্ন গল্প তৈরি হতে লাগল, দাবানলের মতো ভয় সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল...

'ট্যানিয়ার মা এধরনের শিশুর সৃষ্টি করলেন। অন্যান্য প্রাচীন মানুষদের মতো আমিও ওই মহিলার এধরনের কাজের কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি।' কার্লিসল গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলেন। 'ভল্টারিও অবশ্য আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন।'

নামটা শুনে আমি আরেকবার ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। তবে তিনি যে ইতালীয় ছয় হাজার ভ্যাম্পায়ারের অধিনায়ক, তা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না সততাই হচ্ছে তাদের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য—আর সততাই হচ্ছে এই কাহিনীর মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। শাস্তি দেবার প্রথা না থাকলে আইন প্রণয়নের তাগিদও কেউ অনুভব করে না; শাস্তি প্রদানের নির্দেশ কেউ না দিলে, কাউকে শাস্তি প্রদানও সম্ভব হয় না।

ভল্টারির নির্দেশে প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এ্যারো, কাইয়্যাস এবং মারক্যুজ নিয়ম প্রবর্তন করলেন; ওদের সাথে আমার একবারই সাক্ষাৎ হয়েছিল; যদিও তা একেবারে অপত্যাশিত সাক্ষাৎ। এ্যারোর মাইন্ড-রিডিং ক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম—শুধুমাত্র একবার স্পর্শ, আর তার মাধ্যমেই সব ধরনের গোপন তথ্য বলে দেবার ক্ষমতা। আমার কাছে তাকে একজন যোগ্য নেতা হিসেবেই মনে হয়েছিল।

'ভল্টারি অমরণশীল অথবা ওই অবিনশ্বর বাচ্চাদের তার বাড়ি ভল্টেরা'তে পরীক্ষা করলেন। কাইয়্যাস ভেবে দেখলেন কম বয়সী বাচ্চাটা আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং ওদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

'তোমাকে আগেই বলেছি যে, ওদের দেখলে যে কেউ ভালোবেসে ফেলবে। যাইহোক, আক্রমণকারীদের শেষ মানুষটাকে প্রতিহত করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করল—প্রতি দশজনে প্রায় একজন করে মারা পড়তে লাগল। যাকে বলা যেতে পারে সবকিছু প্রতিহত করে নিজেদের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা। দক্ষিণের যুদ্ধের মতো এই প্রদেশে এতটা হত্যাযজ্ঞ ঘটল না বটে, তবে অন্যদিক থেকে এই ধ্বংস যজ্ঞকে কোনভাবে নগণ্যও বলা যাবে না।

'আমি যখন ভল্টারির সাথে থাকতাম, এখন ওই দুই শিশুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। সুতরাং ওদের আবেগও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ওর যে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, তার অনেক বছরবাদে এ্যারো ওদের সামান্য কিছু পড়াশুনা শেখাতে পেরেছিল। তুমি তার অনুসন্ধিৎসু মনের কথা নিশ্চয়ই জানো; বাচ্চাগুলো একদিন শান্ত হয়ে উঠবে, এ্যারো এ বিষয়ে আগে থেকেই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, ওরা জনসমুক্ষে বেরুতে পারবে না।'

কার্লিসলের কাহিনী আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম বটে, কিন্তু ওই মহিলা প্রসঙ্গে নতুনভাবে কাহিনী বলতে শুরু করার পর ড্যানালিদের প্রসঙ্গ বেমালুম ভুলে গেলাম।

'ট্যানিয়ার মায়ের আসলে কী হল নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না,' কার্লিসল বললেন। 'ভল্টারি আসার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ট্যানিয়া, কেটি এবং ইরিনা বিস্মৃত হয়েই ছিল। তাদের মা এবং তার অনুমোদিত সৃষ্টির কারণে তাদের বন্দি জীবন যাপন করতে

হয়েছে। এক ধরনের উপেক্ষার কারণে ট্যানিয়া এবং তার বোনের জীবন রক্ষা পেয়েছে। এ্যারো ওদের স্পর্শ করলেন এবং সাথে সাথে বুঝতে পারলেন ওরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুতরাং মায়ের সাথে ওদের কোন শাস্তি দেয়া যাবে না।

'মায়ের পোড়া মৃতদেহের বাহু বন্ধনে ছেলেটাকে দেখতে না পেলে, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। আমি শুধু ধারণা করতে পারলাম, ওদের মা বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করার জন্যেই এভাবে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই মহিলা ছেলেটাকে সৃষ্টি করল কেন? ছেলেটা কে কোথা থেকে এল সে বিষয়ে ট্যানিয়া অথবা অন্য কারও কাছ থেকেও কোন জবাব খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ওরা তাদের মা'কে কোনভাবে অপরাধী ভাবতে পারেনি। তবে ওরা সত্যিকারভাবে তাদের মা'কে ক্ষমা করতে পেরেছিল নাকি সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

'এমনকি, ট্যানিয়া, কেটি এবং ইরিনাকে এ্যারো নির্দোষ প্রমাণ করার পরও। ক্যাইয়াস ওদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। সংগঠন ওদের অপরাধী হিসেবে প্রশন করেছিল। কিন্তু ভাগ্য ভালো, শেষ পর্যন্ত কেইয়াসকে ওদেরকে ক্ষমা করতে হয়েছিল। ট্যানিয়া এবং তার বোন ক্ষমা পেল। কিন্তু ওদের হৃদয়ের ক্ষত শুকালো না...'

আমি নিশ্চিত নই, স্বপ্নের ভেতর স্মৃতি কখন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। ক্ষণিকের জন্যে মনে হল কার্লিসল আমার সামনে বসে আছেন, আমি তার স্মৃতিচারণ মনোযোগ দিয়ে শুনছি। কিন্তু খানিক বাদে তার মুখটা আবছা মনে হতে লাগল, এরপর মুখটাকে মনে হল একটা খোলা মাঠ এবং নাকে ভেসে আসতে লাগল কোন কিছুর পোড়া গন্ধ। বুঝতে পারলাম মাঠের ভেতর আমি মোটেও একাকি নই।

মাঠের ভেতর অনেকগুলো অবয়ব গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকের পরনে ছাই রঙের আলখাল্লা। মনে হল যেন ওরা আমাকে আতঙ্কিত করে তোলার চেষ্টা করছে—ওরা ভল্টারি এবং তার সহযোগী ছাড়া আর কেউই হতে পারে না এবং বুঝতে পারলাম গতরাতে যখন আমি মানুষ ছিলাম। তখন ওরা বিচার সভার আয়োজন করেছিল। আজ ওরা মাঠের ভেতর উপস্থিত হয়েছে সেই বিচারের রায় শোনানোর উদ্দেশে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম এর সবকিছুই ঘটছে স্বপ্নের ভেতর, সুতরাং সহজে আমি ওদের মাথা থেকে তাড়াতেও পারলাম।

অবয়বগুলো ধোঁয়ার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর সাথে সাথে বাতাসে এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল এবং খুব কাছাকাছি হওয়ার পরও ওদের প্রতিরক্ষা বুহ্য আমার নজরে পড়ল না। এমনকি রায় কার্যকর করার মানুষগুলোর চেহারা দেখার ইচ্ছেও মনে জাগলো না। এত ভয়ের ভেতরও মনে হল কেউ যেন আমাকে পোড়ানোর উদ্দেশে চিতা সাজাচ্ছে।

কোন কিছু অথবা বোধহয় কাউকে ঘিরে ভল্টারির সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ ওরা ফিসফিস করে কথা বলছিল বটে, কিন্তু একসময় ওরা উত্তেজিতভাবে কথা বলতে শুরু করল। আমি আলখাল্লা পরিহিতদের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করলাম। এত মনোযোগ দিয়ে কী অথবা কাকে নিয়ে ওরা ব্যস্ত, সেটাই মূলত দেখার চেষ্টা করলাম। অবশেষে একটা ঢিপির ওপর ওটার পরই আমি ওই উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারলাম।

ও খুবই সুন্দর, পরম শ্রদ্ধেয়, কার্লিসল যেমন বর্ণনা করেছিলেন। একটা বালক শিশু, এখনও ভালোভাবে হাঁটতেও শেখিনি খুব জোর বছর দু'য়েক বয়স। অনেকটাই

যেন ডানাওয়ালা স্বর্গীয় শিশু দেবদূত—আলো এসে পড়ায় মুখটা এখন বাদামি দেখাচ্ছে। আলো, ওর গোলাকৃতি মুখ এবং ঠোঁটের ওপরও এসে পড়েছে। ও ভয়ে কাঁপছে। মৃত্যু যে প্রতিটা সেকেণ্ডে ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ছেলেটা যেন তা উপলব্ধি করতে পারছে। ভল্টারির সামনে দাঁড়ানো আতংকিত বাচ্চাটাকে রক্ষা করার এক ধরনের জোর তাগিদ অনুভব করলাম আমি। ভয়ে শিউরে ওঠা একটা শিশুর কষ্ট আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না। সন্তর্পণে ওদের এড়িয়ে অন্য দিকে সরে গেলাম। আমার উপস্থিতি ওরা টের পাক, মোটেও আমি তা চাই না। প্রত্যেকের দৃষ্টি এড়িয়ে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

আবার ওই টিপির ওপর উঠে এলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কাজটা শেষ হতে বিলম্ব ঘটছে। মাটির ডেলা এবং পাথর নয়, বরং একগাদা মানুষের দেহ, রক্তশূন্য এবং প্রাণহীন। বেশি দেরি হওয়ার কারণে আমি এই মানুষগুলোর চেহারা দেখতে পাইনি। অবশ্য এদের প্রত্যেককেই আমার চেনা এঞ্জেলা, বেন, জেসিকা, মাইক...এবং একেবারে নিচের দিকে শ্রদ্ধেয় বালকের সাথে আমার বাবা এবং আমার মা'র দেহ।

বাচ্চাটা উজ্জ্বল, নিষ্পাপ চোখ মেলে তাকাল। আমি চোখ মেলে তাকালাম।

তিন

নরম বিছানায় শুয়ে বেশ খানিকক্ষণ আমি হাঁপাতে লাগলাম। এতক্ষণের দেখা স্বপ্নে আমার মাথার ভেতর যে জট পাকিয়ে উঠেছিল, তা ছাড়াতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। জানালার পথে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কালো মেঘ ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। এরপর আকাশ ক্রমশ গোলাপী রঙ ধারণ করতে লাগল, আর সাথে সাথে হৃৎস্পন্দনও স্বাভাবিক হয়ে এল।

পরিচিত ঘরটাতে যখন আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এলাম। পরক্ষণেই আবার নিজেকে নিয়ে সঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বিয়ের আগে এধরনের স্বপ্নের অর্থ কী হতে পারে। মধ্যরাতের শোনা গল্পের পর এধরনের স্বপ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমার মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে।

দুঃস্বপ্নের ভয়কে উপেক্ষা করে আমি বিছানা থেকে নেমে পোশাক পরে নিলাম এবং প্রয়োজনের অনেক আগেই কিচেনে গিয়ে ঢুকলাম। অবশ্য এর আগেই আমি আমার বিশৃঙ্খল ঘরের মোটামুটি একটা ছিরি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। এরপর চার্লি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, আমি তার জন্যে প্যানকেক বানিয়েছিলাম। অবশ্য নিজের ব্রেকফাস্টের ব্যাপারে তেমন মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় চেয়ারের ওপর প্রায় লাফিয়ে উঠলাম।

'তোমার কিন্তু তিনটার সময় মিস্টার ওয়েবারের সাথে দেখা করার কথা,' আমি চার্লিকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'বেলা মনে হয় না আজ আমার তেমন সময় হবে। ওই দায়িত্বের বাইরেও আমার অনেক কাজ আছে।' চার্লি আসলে বিয়ের এই দিনটাতে নিজেকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখতে চাইছে। বুঝতে পারলাম বাবা হতাশার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন। মাঝে

মাঝেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ক্লোজেটের নিচের তাকটার দিকে। ওখানেই তার মাছ ধরার সমস্ত সরঞ্জাম রাখা থাকে।

'ওটাই তোমার একমাত্র কাজ হতে পারে না। তোমাকে সুন্দর একটা ড্রেস পরে নিজেকে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে।'

চার্লি পাত্রের ভেতর খানিকটা সিরিয়াল ঢেলে নিয়ে বিড়বিড় করলেন, 'মাঙ্কি স্যুট!'

সামনের দরজায় দ্রুত পায়ে কারও হেঁটে আসার শব্দ শুনতে পেলাম।

'মনে হচ্ছে তুমি বিষয়টাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখছ না,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ভেঙচি কেটে বললাম। 'এলিস আমাকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকবে।'

চিন্তিতভাবে চার্লি মাথা নাড়লেন। আমি গলা বাড়িয়ে ওর মাথার ওপর চুমু খেলাম। তারপর দরজার দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলাম আমার প্রিয় বান্ধবী এলিসের সাথে দেখা করার উদ্দেশে। এলিস শুধু আমার প্রিয় বান্ধবীই নয়, ওর সাথে আমার বোনের সম্পর্কও গড়ে উঠতে যাচ্ছে।

ওর পোর্সে গাড়িটাতে ওঠার সময় আমার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকা করল।

'তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। গতরাতে তুমি কি করতে গিয়েছিলে? সারারাত জেগেই কাটিয়েছ নাকি?'

'প্রায়।'

'বেলা, তোমাকে চমকে দেবার জন্যে আমাকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। তোমাকে সাজানোর কথা বলছিলাম আর কি।'

'আমাকে চমকে দেবার আশা বোধহয় কেউ করছে না। আমি চিন্তা করছি অন্য কিছু নিয়ে। আমার মনে হচ্ছে অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ব, আর সে সময়ে এ্যাডওয়ার্ড পালিয়ে যাবে।'

এলিস হেসে উঠল। 'যখন প্রয়োজন হবে তখন আমি ফুলের তোড়া ছুড়ে মেরে তোমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিব।'

'ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আগামীকালের অনুষ্ঠানে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্যে খানিকটা সময় তুমি ঘুমিয়ে নিতে পারবে।'

আমার ভুরু কুঁচকে গেল। 'আগামীকাল' এর অর্থ কি! রিসেপশনের পর যদি আজরাতে আমরা রওনা হই তাহলে আগামীকাল প্লেনেই কাটাতে হচ্ছে...ভালো কথা, তাহলে আমরা বয়েস অথবা আইডিয়াহো যাচ্ছি না। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে এ বিষয়ে কোন ধারণাই দেয়নি। যদিও এই রহস্য নিয়ে আমার তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই, তবে আগামীকাল রাতে কোথায় আমি ঘুমাচ্ছি, তা বিস্ময়করভাবে আমার জানা হয়নি। অথবা এমনও হতে পারে, আগামীকাল আদৌ হয়তো আমি ঘুমাচ্ছি না...

এলিস বুঝতে পারল আমাকে চিন্তিত করে তোলার মতো নিশ্চয়ই কিছু একটা সে বলেছে। ও আবার আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

'তুমি সবকিছু গুছিয়ে তৈরি হয়ে নাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার ভেতর ফেলে রেখেই ও আমাকে তাগাদা দিল।'

হঠাৎ ওর এধরনের কথায় আমি খানিকটা নিজেকে ধাতস্থ করে নেবার সুযোগ পেলাম।

'এলিস তুমি আমাকে বোধহয় আমার জিনিসগুলো গুছিয়ে নেবার সুযোগ দিচ্ছো!'

'এ বিষয়ে তোমার প্রচুর সুযোগ আছে।'

'তাহলে আর আমার দোকানে যাওয়ার সুযোগ ঘটছে না!'

'মাত্র ঘণ্টা দশেক পর নিয়ম মাফিক তুমি আমার বোন হতে যাচ্ছো...নতুন পোশাকের চাইতেও অনেক বেশি কিছু তোমার প্রাপ্য। আর তার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।'

এধরনের কথার জবাবে আমার আর কিছুই বলার থাকল না। খানিকক্ষণ উইন্ডশিল্ডের তাকিয়ে থেকে অবশেষে মুখ খুললাম।

'এ্যাডওয়ার্ড কি এখনই ফিরে আসছে?'

'তোমার চিন্তা করার কোন কারণ নেই। সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই ও ফিরে আসবে। এ্যাডওয়ার্ড আগে থেকে পৌছালেও তোমার তেমন কোন লাভ হচ্ছে না। কারণ, তুমি ওকে আগে থেকে দেখার মোটেও সুযোগ পাবে না। 'প্রথা' মাফিক আমরা দু'জনকে আলাদা করে রাখব।'

'প্রথা!' আমি আঁতকে উঠলাম।

'হ্যাঁ, বর এবং কনেকে আলাদা করে রাখার প্রথা।'

'তুমি তো ভালোভাবেই জানো, ইতোমধ্যে ও উঁকি মারা শুরু করেছে।'

'আরে দূর—সে কারণেই আমি ছাড়া আর কেউই তোমাকে সাজানোর সময় উপস্থিত থাকবে না। আমি সতর্ক থাকলে ও তোমার আশপাশে ভিড়তে পারবে না।'

'ভালো কথা,' রাস্তার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে আমি বললাম, 'গ্র্যাজুয়েশন ড্রেস পরিহিত অবস্থায় হয়তো তোমাকে আবার আমার দেখার সুযোগ ঘটবে।'

'তোমার এখন সময় নষ্ট করারও প্রয়োজন নেই, কোনকিছু জানারও প্রয়োজন নেই। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান তোমার আনন্দিত হওয়ার কথা। সময় না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কত সুন্দরভাবে ভেতরটা সাজানো হয়েছে।' ও আমাকে দক্ষিণ দিককার গুহার মতো একটা গ্যারেজের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল। দেখলাম এমেটের বড় জিপটা এখন আর গ্যারেজে নেই।

'কখন পর্যন্ত কনে সাজানো দেখতে পাবে না?' আমি প্রতিবাদের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

কিচেনে প্রবেশের সময় ও আমার চোখের সামনে একবার তালি বাজাল। সাথে সাথে আমার নাকে একটা সুগন্ধ এসে লাগল।

'এটা কি?' ঘরের ভেতর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'গন্ধটা কি খুবই তীব্র?' একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল এলিস।' তুমিই হচ্ছো একমাত্র মানুষ, যে প্রথমবারের মতো এই স্থানটাতে এলে। আশা করছি সবকিছুই আমার পক্ষে ঠিক মতো সমাধা করা সম্ভব হবে।'

'না, তীব্র গন্ধ নয় চমৎকার একটা গন্ধ!' আমি এলিসকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম—অনেকটা যেন কমলার ফুলের গন্ধ...জলপাই ফুলের মতোও মনে হচ্ছে...এমনই কিছু একটা হবে আমি কি ঠিক বলেছি?'

'খুবই ভালো কথা বেলা। এখন তুমি শুধুমাত্র গোলাপের গন্ধ পাচ্ছো না।'

আমার চোখ খোলা রেখেই এলিস আমাকে তার বাথরুমে নিয়ে গেল। দীর্ঘ

কাউন্টারের দিকে আমি তাকালাম, এলিসের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ভর্তি হয়ে আছে সমস্ত কাউনার। তার বাথরুমটাকে একটা বিউটি সেলুন বললেও বোধহয় ভুল বলা হবে না এবং মনে হল আমার নির্ঘুম রাতের ঘুম হল।

'এর কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? যা কিছুই ঘটুক না কেন, আমি তার কাছে সাধারণ বেশে যেতে চাই।'

আমাকে এলিস প্রায় জোর করে একটা গোলাপী রঙের চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল। 'আমি যখন তোমার সাথে লেগে আছি, তখন তোমাকে কেউই সাধারণ বেশে দেখতে পাবে না।'

'এর একটাই কারণ থাকতে পারে। ওরা ভয় পেয়ে গেছে। ওরা ভাবছে তুমি ওদের রক্ত চুষে পান করবে...' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। আপনা থেকে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। মনে হল চেয়ারে বসেই আমি খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারব।

লাঞ্চের পর রোজালে যখন বাথরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো ওকে দেখে আমি এক কথায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রূপালী রঙের গাউন, সোনালী চুল মাথার ওপর চূড়া করে বাঁধা। ওর সৌন্দর্য দেখে মনে হল আমি কেঁদে ফেলি। রোজালের এত সুন্দরভাবে সেজেগুঁজে ঘুরে বেড়ানোর অর্থ কি?'

'ওরা ফিরে এসেছে,' রোজালে বলল। কথাটা শোনার সাথে সাথে শিশুর মতো ওকে দেখার জন্যে ছুটে যেতে ইচ্ছে করল। এ্যাডওয়ার্ড তাহলে বাড়িতে?

'ওকে বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।'

'ও তোমার ধারে কাছেও ফিরতে পারবে না,' রোজালে এলিসকে আশ্বস্ত করল। 'এ্যাডওয়ার্ড তার জীবনের মূল্য জানে। এসমে বাকি কাজগুলো শেষ করে খুব দ্রুত ফিরে আসবে। তোমার কি কোন সাহায্যের প্রয়োজন? ওর চুলের ব্যবস্থা কিন্তু আমি করতে পারি।'

মনে হল আমার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। আমি চারদিকের পরিস্থিতি দেখে বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম, আমাদের আনুষ্ঠানিকতা কতটা আসন্ন।

এই পৃথিবীতে আমি রোজালের কখনই প্রিয়পাত্র হতে পারি না। সুতরাং এখনকার ওর আচরণ আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হল। যদিও ও এই পরিবারের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে এবং একমাত্র এমেটকেই পছন্দ করে। সুতরাং মনে মনে ভেবে দেখলাম, আমি হয়তো অহেতুক উৎকণ্ঠার ভেতর আছি।

'অবশ্যই,' রোজালেকে খুব সহজ কণ্ঠে সমর্থন জানালো রোজালে।' তুমি ওর বেণী গাঁথতে শুরু কর। ঘোমটা এখান থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে নেমে যাবে।' রোজালে আমার চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আঁচড়ানো চুলগুলো গোছা বেঁধে ধরে ও মুঁচড়িয়ে নিয়ে যেভাবে ইলাস্টিক আটকানোর প্রয়োজন সেভাবে আটকে নিল।

রোজালে আমার চুল বাধার দায়িত্ব নেবার পর এলিস ছুটল আমার পোশাকের ব্যবস্থা করতে। এরপর ও জেসপারকে নির্দেশ দিল আমার মা এবং তার স্বামী ফিলকে হোটেল থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে। নিচের সিঁড়িতে এক নাগাড়ে দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে লাগলাম। নিচের সমস্ত কথাই আমাদের কানে ভেসে আসতে লাগল।

এলিস এসে আমাকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বলল। মাথা গলিয়ে পোশাকটা পরানোর জন্যেই ও আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলল। ও পোশাকের পিঠের দিককার বোতামগুলো লাগানোর সময় আমার হাঁটু রীতিমত কাঁপতে লাগল। আমি এমনভাবে কাঁপতে লাগলাম যে, বোতামগুলো আটকানোই ওর জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

'ভালোভাবে নিঃশ্বাস নাও বেলা,' এলিস বলল। 'তুমি কাঁপুনি থামাও। ঘামে দেখছি তোমার মুখ ভিজে যাচ্ছে।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে কোনভাবে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম।

'আমি এখন তোমার পোশাক ঠিক করব। মিনিট দুয়েক কি তুমি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে?'

'উম্...সম্ভবত।'

এলিস আমার দিকে চোখ পাকিয়ে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যতটা সম্ভব নিজেকে আমি সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। বাথরুমের আলো এসে পড়ায় আমায় পোশাক চকচক করছে। কনের সাজে আয়নায় নিজেকে দেখে আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। মনে হল ভয়ের একটা স্রোত আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।

এলিস যখন ফিরে এল, ততক্ষণে আমার শ'দুয়েকবার নিঃশ্বাস নেয়া হয়ে গেছে। ওর লিকলিকে শরীরে কুঁচি দেয়া পোশাকটা নিচের দিকে নেমে এসেছে। এলিসও আজ রূপালী রঙের পোশাক পরেছে। রোজালের চাইতে তাকে কোন অংশে কম সুন্দর লাগছে না। রূপালী পোশাক নয়, মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের ওপর থেকে একটা ঝর্ণা নেমে এসেছে।

'এলিস! ওয়াও! অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তোমাকে।'

'এটা কোন ব্যাপারই নয়। তুমি উপস্থিত থাকতে কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

'আরে দূর দূর, কী যে বল না তুমি!'

'এখন কি তুমি নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে পেরেছ অথবা জেসপারকে কি এখানে ডেকে আনা যাবে?'

'ওরা ফিরে এসেছে? ওরা এখানেই আসবে?'

'তোমার মা কেবল মাত্র গেটে এসে পৌঁছলেন। উনি এখানেই তোমার সাথে দেখা করবেন।'

রেনে দু'দিন আগেই রওনা হয়েছেন। প্রতিটা মুহূর্তে আমি যেমন সান্নিধ্য আশা করেছি, তেমনি প্রার্থনা করেছি আমাকে সাজানোর সময় যেন তিনি এখানে উপস্থিত না থাকেন। একটা শিশু ডিজনিল্যান্ড ঘুরতে গিয়ে যতটা মজা পাবেন, তার চাইতেও মা বোধহয় বেশি মজা পাবেন এলিসদের এই কাণ্ড কারখানা দেখে।

'ওহ্ বেলা!' দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই তার কণ্ঠ শুনতে পেলাম আমি। 'ওহ্ মিষ্টি সোনা আমার, তোমাকে অসম্ভব লাগছে! আমার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে এলিস, সত্যিই তুমি অদ্ভুত! বিবাহের পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয় এ বিষয়ে তুমি এবং এসমে মিলে একটা ব্যবসা খুলে বসতে পার। খুব জমজমাট ব্যবসা হবে কিন্তু। এত সুন্দর পোশাক তুমি কোথায় খুঁজে পেলে? এত সুন্দর পোশাক খুব কমই দেখা যায়। যেমন

মার্জিত তেমনি জমকানো। বেলা মনে হচ্ছে তুই যেন অস্টিন মুভির নায়িকা।' বেশ দূর থেকেও মা'র এই কণ্ঠ যে কেউ শুনতে পাবে।

আড়চোখে এলিসের দিকে তাকিয়ে আমি ওর অনুভূতি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম।

দরজার কাছে খানিকটা জোরেই গলা খাঁকারির শব্দ শুনতে পেলাম আমরা।

'রেনে, এসমে বলছিল যে তোমার এখানে থাকা উচিত,' চার্লি বললেন।

'এসমে তেমন বলছে নাকি? ভালো কথা, তোমাকে কিন্তু চার্লি এই পোশাকে মোটেও মানাচ্ছে না!' এতদিন পর দেখা হওয়ার পর রেনের এমন ভঙ্গিতে বলা কথায় যে কারও মর্মাহত হওয়ার কথা। অবশ্য এরপর আর চার্লির জবাব দেবার মতো কিছু থাকে না।

'এলিস তুমি আমাকে যাওয়ার পথ দেখাও।'

'আসলেই কি অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে?' খানিকটা ভীত কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন রেনে।' সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। আমার মাথা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে।'

রেনের বকবক শুনে যে আমাদের মাথাও ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে না, তেমনও নয়।

'নিচে যাওয়ার আগে আমাকে একটু জিড়িয়ে নিতে দাও,' কথাটা বলে একই সাথে আমাকে সাবধান করে দেবারও চেষ্টা করলেন রেনে। 'এখন কিন্তু তুমি মোটেও কান্নাকাটি করবে না।'

মা আড়চোখে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে নিলেন।

'হায় ঈশ্বর, আমি তো প্রায় ভুলেই গেছি! চার্লি বাক্সটা কোথায়?'

আমার বাবা মিনিট খানিক এ পকেট ও পকেট হাতড়ে সাদা রঙের ছোট একটা বাক্স বের করে আনলেন। তারপর ছোট আকারের বাক্সটা রেনের হাতে ধরিয়ে দিলেন। রেনে বাক্সের ঢাকনা খুলে জিনিসটা আমার জন্যে বের করে আনলেন।

'একটু নীলচে ধরনের,' মা মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ, বেশ পুরাতনও বটে। ওগুলো তোমার দাদীমা মোয়ানের,' সাথে সাথে চার্লি বললেন। 'আমাদের পরিচিত এক জুয়েলারকে বলেছিলাম পুরাতন পাথরগুলো সরিয়ে এই নীল পাথরগুলো বসিয়ে দিতে।'

বাক্সের ভেতর একজোড়া বড় আকারের রূপার তৈরি চুলের কাটা। ম্যাড়ম্যাড়ে নীলচে পাথরগুলো উজ্জল আলোর নিচে মাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা দাঁতের মতো মনে হতে লাগল।

আমার কণ্ঠ ভারি হয়ে এল। 'মা, বাবা...তোমাদের এগুলো আনার প্রয়োজন ছিল না।'

'এলিস আসলে আমাদের কিছুই করতে দেয়নি,' রেনি বললেন। 'প্রত্যেকটা সময়ই আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু ও আমাকে কিছুই করতে দেয়নি।'

পরক্ষণেই বোধহয় রেনে'র নিচে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। আমার কপালে চুমু খেয়ে তিনি দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেলেন।

'চার্লি আপনি কি ফুলগুলো আনার ব্যবস্থা করবেন?' এলিস বিনীত অনুরোধ জানাল।

চার্লি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই এলিস আমার কাছে এগিয়ে এল। প্রথমে আমার হাত মোজার ফিতা দুটো বেঁধে দিল। তারপর হাঁসের মতো স্কার্টের নিচে উঁকি মেরে

গার্টারের ফিতাও বেঁধে দিল।

এলিস কাজটা শেষ করার প্রায় সাথে সাথেই বড় দুটো ফুলের তোড়া হাতে চার্লি ঘরে ঢুকলেন। সাথে সাথে গোলাপ এবং কমলার ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ডের পরই রোজালে হচ্ছে এই পরিবারের সবচেয়ে ভালো সঙ্গীত বিসারদ। নিচের ঘরে পিয়ানোয় ও একটা সুর তুলছে। আমার বেশ পরিচিত একটা সুর প্যাচেলবেলের ক্যানন। হঠাৎ মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি মুখ হা করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম।

'স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা কর বেল,' চার্লি বললেন। শংকিত চোখে তিনি এলিসের দিকে তাকালেন।' ওকে দেখে খানিকটা অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে হয় ও কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে?'

মনে হল বাবার কণ্ঠ অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। একই সাথে আমার পা কাঁপতে লাগল।

'ও ভালো হয়ে যাবে।' এলিস বাবাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এলিস। একটা আঙুল চোখের পাতার ওপর চেপে ধরে অন্যহাতে আমার কব্জি শক্তভাবে চেপে ধরল।

'চোখ মেলে তাকাও বেলা! এ্যাডওয়ার্ড নিচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

গভীরভাবে আমি একবার নিঃশ্বাস নিলাম। নিজেকে স্বাভাবিক করতে পিয়ানোর সুরটার প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম।

এখন পিয়ানোয় নতুন একটা সুর তুলছে রোজালে। 'বেল আমরা আর বেশিক্ষণ থাকছি না, বেল?' চার্লি আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন।

'বেলা?' আমার স্থির দৃষ্টির ওপর চোখ রেখেই এলিস আমাকে ধীতস্থ করার চেষ্টা করল।

'হ্যাঁ বল।' কথাটা আমার অনেকটা কিচমিচ করে ডাকা পাখির শব্দের মতো শোনাল। 'এ্যাডওয়ার্ড? ঠিক আছে।' আমি এলিসকে ঠেলে সামনে থেকে সরিয়ে দিলাম। শুধু চার্লি আমার একটা কনুই চেপে ধরে থাকলেন।

হল রুমে উচ্চস্বরে পিয়ানোর সুরটা বাজতে লাগল। মনে হল সুরটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে হাজার হাজার ফুলের মতো ঘরের ভেতর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এ্যাডওয়ার্ড নিচে অপেক্ষা করছে, এই বিষয়টার প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। আর সেই কথা চিন্তা করে আমি দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

এই সুরটাও আমার পরিচিত। ওয়াগনারের 'ট্যাডিশনাল মার্চ সঙ।' সুরটা যেন বন্যার পানির মতো চারদিক প্লাবিত করে ফেলে।

'এটা আমার কাজ,' রিনরিনে কণ্ঠে বলল এলিস। 'পাঁচ পর্যন্ত গুণে আমাকে অনুসরণ কর।' সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে এলিস ধীরলয়ে নাচতে লাগল। বুঝতে পারলাম যে, আমার নিতকনে মারাত্মক কোন ভুল করতে যাচ্ছে। মনে হল ও আমাকে মোটেই সহযোগীতা করতে চাইছে না।

নিচে পিয়ানোর সুর হঠাৎ উচ্চলয়ে বাজতে শুরু করল। উপরে ভেসে আসা সুর আমার কানে অতি তীক্ষ্ণ শোনাল। মনে হল আমিও বুঝি এলিসের মতো নাচতে শুরু করব।

'আমাকে পড়ে যেতে দিও না বাবা! আমি যেন পড়ে না যাই।' ফিসফিস করে বললাম আমি। চার্লি আমার হাতটা টেনে নিয়ে তার বাহুর ভেতর শক্তভাবে চেপে ধরল।

'প্রতিবার এক পা করে এগুবে!' নিজেকে নিজেই সাবধান করলাম আমি। মনে হল সুরের তালে তালেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সমান্তরাল মাটির ওপর না আসা পর্যন্ত আমি নিচ থেকে চোখ তুলতে পারলাম না। অনুষ্ঠান স্থানে পৌছানোর সাথে সাথে চারদিক থেকে একটা গুঞ্জন ধ্বনি আমার কানে ভেসে এল। গুঞ্জন ধ্বনি কানে ভেসে আসার সাথে সাথে আমার চিবুক রক্তরাঙা হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, নতুন কনের যে রকম লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আমি সেভাবেই আমি রক্তেরাঙা লজ্জিত হতে পেরেছি।

কম্পিত পায়ে নিচে নেমে আসার সময়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। চারদিকে শুধু সাদা ফুলের মালা দেয়ালের প্রায় প্রতিটা স্থান জুড়েই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর সাথে সুমাঞ্জস্যভাবে চিকন চিকন সব ফিতা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। উপরে টাঙানো রঙিন শামিয়ানা। কিন্তু এগুলোর প্রতি আমার মোটেও কোন আগ্রহ নেই, বরং আগ্রহ শুধু গদি মোড়ানো সারিবদ্ধ চেয়ারগুলোর দিকে—চেয়ারে উপবিষ্ট মানুষগুলো এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকায়, আমি বোধহয় আরেকটু রক্তরাঙা হয়ে উঠলাম অবশেষে ওকে আমি দেখতে পেলাম। অতিরিক্ত ফুল আর চিকন ফিতে দিয়ে সাজানো দেয়ালের কাছে ও দাঁড়িয়ে আছে।

কার্লিসল যে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তা অনুধাবন করতে খানিকটা সময় লাগল আমার এবং ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এঞ্জেলার বাবা। সামনের সারির কোথায় যে মা বসেছেন তা আমি খুঁজে বের করতে পারলাম না। নতুন পরিবারের সদস্যদেরও দেখতে পেলাম না মোটকথা পরিচিত কাউকেই আমি খুঁজে বের করতে পারলাম না ওদের পরবর্তী অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে।

অবশেষে সত্যিই আমি এ্যাডওয়ার্ডের চেহারা দেখতে পেলাম; ওর চেহারা আমার দৃষ্টি গোচর হওয়ার সাথে সাথে মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল। একই দৃশ্য মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। ওর চোখজোড়া অত্যন্ত কোমল মনে হল, যেন গলানো সোনা। ওর নির্মল মুখের দিকে তাকিয়ে মনের আবেগ ঠিক বুঝতে পারলাম না। এবং তারপর ও আমার চোখের ওপর চোখ রাখল। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে ও একবার মিষ্টি করে হাসল।

হঠাৎ-ই আমার হাতের ওপর চার্লির হাতের চাপ অনুভব করলাম। চাপ অনুভব করে বুঝতে পারলাম এখন আমাকে স্তম্ভপরিবেষ্টিত বৃত্তাকার স্থানটার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

মার্চের সুর এরই ভেতর ধীরলয়ে বাজতে শুরু করেছে। ফলে সুরের তালে ধীরলয়ে পা ফেলে ফেলে এগুতে গিয়ে আমাকে বেশ বেগ পেতে হল। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বৃত্তাকার স্থানটা খুব একটা দীর্ঘ নয়। অবশেষে, আমি ওখানে পৌছতে পারলাম। এ্যাডওয়ার্ড ওর হাত বাড়িয়ে দিল। চার্লি আমার হাত ধরেই রাখলেন, এবং পৃথিবীর প্রাচীন সেই প্রথা মাফিক আমার হাতটা তার হাতের ওপর স্থাপন করিয়ে দিলেন। আমি তার ঠাণ্ডা চামড়া স্পর্শ করলাম বিস্ময়কর এক হাতকে স্পর্শ করলাম।

আমার শপথ বাক্য অতি সাধারণ, প্রথাগত কিছু বাক্য যা লক্ষ লক্ষ বার উচ্চারণ

করা হয়েছে। যদিও আমাদের মতো জুটি এধরনের শপথ বাক্য কখনও উচ্চারণ করেনি। মিস্টার ওয়েবার অবশ্য কিছু অংশ এখানে পাল্টিয়ে দিলেন। 'যতদিন মৃত্যু আমাদের স্পর্শ না করে।' এই বাক্যকে পরিবর্তন করে তিনি আমাদের বলতে বললেন, 'যত দিন পর্যন্ত আমরা উভয়েই বেঁচে থাকব।'

শর্ত মাফিক বাক্যটা উচ্চারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আমি বুঝতেও পারছিলাম না যে, আমি কখন কাঁদতে শুরু করেছি।

'আমি পারব,' বোকার মতোই বোধহয় বাক্যটা উচ্চারণ করলাম আমি। এক পলকেই আমি তার মুখ পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

যখন আমার তার সাথে কথা বলার সুযোগ এল, আমি তখন পরিষ্কার এবং সাহসী হয়েই কথাগুলো বলতে পারলাম

'আমি পারব,' ও ঈশ্বরের নামে শপথ করল।

মিস্টার ওয়েবার আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা দিলেন এবং তারপর এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিলে, অবশ্যই খুবই সাবধানে কাজটা সে করল। এ্যাডওয়ার্ডের সোনালী চোখে আমি পানির রেখা দেখতে পারলাম। তবে এটাও ঠিক এধরনের পরিস্থিতি মোটেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গাড় ঝুঁকিয়ে ও আমার দিকে এগিয়ে এল। যতটা সম্ভব গোড়ালীর ওপর ভর রেখে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আবেগ প্রবণভাবে আমাকে চুমু খেল। উপস্থিত অতিথির কথা আমি বেমালুম ভুলে গেলাম। স্থান-কাল-পাত্র সবই আমি ভুলে গেলাম। আবার ওর হাত আমার গালের ওপর উঠে এল এবং তারপরই পেছনে সরে গেল। তার এই হাসি স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলদ্দীপক।

উপস্থিত অতিথিদের কলরব কানে ভেসে এল। উভয়েই উপস্থিত বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকালাম। কিন্তু ওর ওপর থেকে কোনভাবেই দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না।

এ্যাডওয়ার্ডের ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই প্রথমেই আমি মা'কে হাত নাড়তে দেখলাম। চোখের পানিতে ওর সমস্ত মুখ ভিজে গেছে। একের পর একজনের সাথে আমি হাত মেলাচ্ছি আর বিব্রতবোধ করছি। যে মানুষটা আমার হাত ধরে রেখেছে, তার সামনে আমি কোন বিব্রতবোধ করছি না মানুষটা হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড। এ্যাডওয়ার্ড আমার বামহাত শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছে।

ভিড়ের মাঝে শুধুমাত্র সেথ্ ক্লীয়ারওয়াটারকে দেখা গেল সবার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

চার

এলিসের চমৎকার পরিকল্পনায় বিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী সকল অনুষ্ঠানই সুচারুরূপে সম্পন্ন হল। 'নদীর ওপর চন্দ্রালোক' এমন একটা অনুষ্ঠানকে আমি এমন উপমা দিয়েই তুলনা করব। নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠান শেষ হল। পূর্ণ সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে সূর্য যখন গাছ-পালার ওপাশ থেকে মাত্র উঁকি মারছে অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি ততক্ষণই। পেছন দরজা দিয়ে

এ্যাডওয়ার্ড যখন আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল, কাঁচের দরজার ওপর গাছের ওপাশ থেকে আসা সেই মৃদু সূর্যালোকই যেন রত্ন-পাথরের মতো জ্বল জ্বল করছে। শুধু তাই নয়, বাইরে সাজানো সাদা ফুলগুলোর ওপর এই আলো পড়ে অতিরিক্ত সাদা দেখাচ্ছে। বাড়ির বাইরে, এখানেও কমপক্ষে হাজার দশেক ফুল সাজানো হয়েছে।

'সবাইকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ,' হাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে বললেন সেথ্ ক্লীয়ার ওয়াটার। তার গলায় বিশাল এক ফুলের মালার কারণে তিনি ভালোভাবে গলা নাড়াতে পারছেন না। সেথ্ এর মা, সূর্য ঋজু বঙ্গিতে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘন ঘন তিনি উপস্থিত সকলের দিকে তাকাচ্ছেন। তার মুখ শীর্ণ কোন কারণে মুখে ভয়ের ছাপ। ভয়ের কারণেই সম্ভবত ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছেন। মহিলার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাটা, একেবারেই লেহ্-এর মতো করেই ছোট ছোট করে ছাটা আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, একজন মা অভিন্নতা রক্ষা করতে গিয়ে কীভাবে চুলের স্টাইলেও অভিন্নতা আনতে পারেন। বিলি ব্ল্যাক সেথের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তবে সূঈ-এর মোটেও তাকে এতটা উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে না।

যখন আমি জ্যাকবের বাবার দিকে তাকাই তখন মনে হয় একজন নয়, বরং দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের মুখে অসংখ্য বলি রেখা এবং মিষ্টি হাসি, যা প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উপস্থিত অতিথি এবং এই আনুষ্ঠানিকতা মনে হলো না বিলির কাছে খুব সুখকর মনে হচ্ছে। তবে বিলির কালো চোখ এমনভাবে জ্বল জ্বল করছে, যেন এখনই তিনি কিছু সু-সংবাদ শুনতে পাবেন। তার এই অভিব্যক্তিতে আমি মুগ্ধ হলাম। তবে এধরনের অভিব্যক্তি অন্য কিছুও প্রকাশ করে হয়তো তিনি ভাবছেন, বিবাহ নিঃসন্দেহে তর্ক·নিকৃষ্ট কাজ, আর এই নিকৃষ্ট কাজটা করছে তারই প্রিয় বন্ধুর কন্যা।

আমি জানি যে, বিলির এই অভিব্যক্তি সহজে পরিবর্তন করা যাবে না। বিশেষত কুলিন এবং ক্যুয়েলটেসদের অতীতের শর্ত তিনি কোনভাবেই ভুলতে পারছেন না শর্ত এই যে কুলিনরা সবসময় ভ্যাম্পায়ারই সৃষ্টি করবে। নেকড়েরা ভালোভাবেই জানে সাময়িক বিচ্ছেদ আসতে যাচ্ছে, কিন্তু এতে তাদের মনের অবস্থা কী হবে, সে সম্পর্কে মোটেও ধারনা নেই। মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে, মনে হয়েছিল খুব দ্রুত আক্রমণ করতে তারা পিছপা হবে না। একটা যুদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে এখন তারা একে অপরকে জানতে পেরেছে। যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ত্যাগ করে কি তারা একে-অপরকে ক্ষমা করে দিয়েছে?

সম্ভবত এই চিন্তা করেই সেথ্ এ্যাডওয়ার্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে এল। এ্যাডওয়ার্ড তার মুক্ত হাত দিয়ে সেথকে জড়িয়ে ধরল।

আমি স্যুইয়ের দিকে আড়চোখে একবার তাকালাম।

'এই যে, তোমরা নিজ নিজ কাজ খুঁজে বের করতে পেরেছো দেখে বেশ ভালো লাগছে' সেথ্ বলল। 'আমি তোমাদের কাজ দেখে সত্যিই আনন্দিত।'

'সেথ্ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধরে নিতে পার বিষয়টা আমার জন্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।' এ্যাডওয়ার্ড সেথের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এবং একই সাথে স্যুই এবং বিলির দিকে এক নজর দেখে নিল। 'একইভাবে তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। সেথ্ আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাছাড়া ও বিলিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে আজ।'

'তোমাদের প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন' বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বিলি কথাগুলো বলে উঠলেন। বিলির উচ্চ কণ্ঠ শুনে স্বাভাবিক আমি বেশ অবাক হলাম।

খানিকবাদেই সেথ্ বিদায় জানাতে হাত নাড়লো এবং বিলি খাবার রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। অবশ্য সেথ্ এ সময় বিলির একটা হাত ধরেই রাখল।

আমার মানুষ বন্ধুদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আমার নতুন ভ্যাম্পায়ার কাজিন ইন ল' ডেনালী দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলাম ভ্যাম্পায়ারদের সামনে আমাকে অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস আটকে রাখতে হয়েছে ট্যানিয়ার—বন্ড করা চুল থেকে স্ট্রবেরির সুগন্ধ আমার নাকে এসে লাগল অবশ্য এ সময় এ্যাডওয়ার্ডের ভেতর কোন রকমের বিকার লক্ষ করলাম না। ট্যানিয়ার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন আরও তিনজন ভ্যাম্পায়ার। একরাশ উৎসুক্য নিয়ে সোনালী চোখে ওরা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এদের ভেতর একজন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা, হালকা সোনালী চুল সরাসরি এধরনের চুলকে রেশমের চুল বলা যেতে পারে। তার পাশে দাঁড়ানো অন্য মহিলা এবং পুরুষের চুল একেবারেই কালো এবং প্রত্যেকেই তারা এতটা সুন্দর যে, রীতিমতো আমার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

ট্যানিয়া আবার সেই আগের মতোই এ্যাডওয়ার্ডের হাত চেপে ধরে রেখেছে।

'ওহ্ এ্যাডওয়ার্ড,' ও বলল। 'তোমার কথা আমার খুব মনে পড়বে।'

এ্যাডওয়ার্ড মুচকি হেসে একটু পিছিয়ে গেল। মনে হল ও ট্যানিয়াকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চায়। 'অনেকক্ষণ হল ট্যানিয়া। তোমাকে দেখতে খুবই চমৎকার লাগছে।'

'সেটা তোমার কারণেই হয়তো!'

'আমার স্ত্রী'র সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ দাও অন্তত।' এ্যাডওয়ার্ড এই প্রথমবারের মতো 'স্ত্রী' শব্দটা ব্যবহার করল। যা অনেক আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মনে হল এখন ও শব্দটা ব্যবহার করতে পেরে এক ধরনের পুলক অনুভব করছে। ওকে সমর্থন জানাতে ড্যানালি মুচকি একটু হাসল।' ট্যানিয়া এই হচ্ছে আমার বেলা।'

'আমাদের পরিবারে তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ বেলা।' ট্যানিয়া হেসে শুভেচ্ছা জানাল। অতি শীঘ্রই তোমার সাথে জমিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে। নাকি বল?'

'অবশ্যই,' আমি নিঃশ্বাস চেপে রেখে কোনভাবে জবাব দিলাম। 'তোমার সাথে পরিচিত হতে পারে আমি খুবই আনন্দিত।'

'কুলিন পরিবারের সদস্যরা এখন সমান সমান হয়ে গেছে। অন্তত এরপর যখন আমাদের পালা আসবে তখন আর বিজোড় সংখ্যায় কোন সদস্য থাকবে না, নাকি বল কেট?' সোনালী চোখজোড়া পাকিয়ে প্রশ্ন করল আমাকে।

'তোমার স্বপ্ন আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখো,' সোনালী চোখ পাকিয়ে বলল কেট। ও আমার হাত ট্যানিয়ার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হালকাভাবে চাপ দিল। 'তোমাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা বেলা।'

কালো চুলের মহিলা কেটের মাথার ওপর হাত রাখলেন। 'আমি হচ্ছি কারমেন, আর এ হচ্ছে এলিজার। শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত।'

'আ-আমিও,' বেশ জোরেই কথাটা বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

ট্যানিয়ার সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে একবার দেখে নিল—চার্লির ডেপুটি

মার্ক এবং তার স্ত্রী। ওদের চোখ ডেনালির ওপর নিবদ্ধ।

'আমরা একে-অপরের সাথে পরেও পরিচিত হতে পারব। মনে হয় যুগ-যুগান্তর ধরে কথা বললেও কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।' ট্যানিয়া এবং তার পরিবারের সদস্যরা হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করল।

এর খানিকবাদেই মিউজিক বেজে উঠল। এ্যাডওয়ার্ড প্রথম নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্যে আমাকে ওর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে নিল। প্রথম নাচ—বিশেষত এতগুলো মানুষের সামনে নাচতে গিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলাম। তবে এ্যাডওয়ার্ড উৎফুল্ল মনেই আমাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল।

'মিসেস কুলিন, উৎফুল্ল মন নিয়ে আমাদের এই পার্টি উপভোগ করার চেষ্টা কর। তোমার কি এই পার্টি ভালো লাগছে?' কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কথাগুলো বলল এ্যাডওয়ার্ড।

আমি ওর কথা শুনে হেসে উঠলাম। সবকিছুর সাথে মানিয়ে নেবার জন্যে তোমার অন্তত কিছুটা সময় আমাকে দেয়া উচিত।

'আমরা কিন্তু ইতোমধ্যে সে সময়টুকু পেয়ে গেছি,' ও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। ওর কণ্ঠে এক ধরনের উষ্মা লক্ষ করলাম আমি। নাচতে নাচতেই নিচু হয়ে ও আমাকে একবার চুমু খেল। এই দৃশ্যটা ধারণ করতে একের পর এক ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে উঠতে লাগল।

আগের মিউজিকটা হঠাৎ-ই পাল্টে গেল, এবং চার্লি এ্যাডওয়ার্ডের কাঁধের ওপর মৃদু টোকা দিল।

চার্লির সাথে আমার পক্ষে খুব সহজ নয়। যদিও তিনি আমার চাইতে খুব একটা ভালো নাচের এমন বলা যাবে না। ফলে ধীরে ধীরে অন্ধ বৃত্তাকারভাবে আমরা একপাশে সরে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ড এবং এসমে আমাদের ঘিরে প্রায় বনবন করে ঘুরতে লাগল। যা শুধু ফ্রেড এ্যাসটেয়ার এবং জিনজার রোজার্সের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে।

'বেলা, বাড়ি ফিরে তোমার কথা আমার খুব মনে পড়বে,' চালি মনমরা হয়ে বললেন, 'এখনই আমার নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।'

চার্লির কথা শুনে আমি মুখ গোমড়া করে ফেললাম। চেষ্টা করলাম, কৌতুকের মাধ্যমে বাবার মনকে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করা যায় কি না।' আমার কিন্তু সবকিছু অদ্ভুত মনে হচ্ছে। তবে তোমাকে নিজের মতো রান্না করার জন্যে ছেড়ে দিতে হচ্ছে—নিঃসন্দেহে এটা এক ধরনের অবজ্ঞা, যা এক ধরনের নির্যাতনের সামিল। তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাকে গ্রেফতার করতে পারো।'

চার্লি মুখ টিপে হাসলেন।' আমার মনে খাবারই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। যখনই মনে পড়বে, আমাকে অবশ্য স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তোমাকে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।'

মনে হল সবার সাথেই আমি নাচলাম। ভালো লাগল এই ভেবে যে, এরা প্রত্যেকেই আমার পুরাতন বন্ধু এবং পরিচিত জন। কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে আমার এ্যাডওয়ার্ডের সাথেই নাচতে ইচ্ছে করল। নতুন নাচ শুরু হওয়ার মাত্র আধ মিনিট বাদেই ও আমার কাছে ফিরে আসায় খুবই ভালো লাগল।

'তুমি এখন পর্যন্ত মাইককে পছন্দ করতে পারছ না, তাই না?' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে

নিয়ে এক পাশে সরে যাওয়ার প্রশ্ন করলাম আমি।

'ওর চিন্তাগুলো পড়ার পর কোনভাবেই নয়। ওর ভাগ্য ভালো, আমি লাথি মেরে ওকে বের করে দিইনি অথবা তারও চাইতে খারাপ কিছু করিনি।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।'

'তোমার নিজের দিকে তাকানোর আজ কি কোন সুযোগ ঘটেছে?'

'উম্...নাহ্। মনে হচ্ছে তেমন কোন সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু, হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?'

'তাহলে, তুমি কোনভাবেই বুঝতে পারবে না, তোমার সৌন্দর্য কীভাবে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে, তোমার সৌন্দর্য দেখে যে কারুরই হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে যেতে বাধ্য। একজন বিবাহিত মহিলা হিসেবে এটা ঠিকই বুঝতে পারছি। আমাকে দেখে মাইকের মনে যদি কোন উচ্ছ্বাস জেগেই থাকে তাহলে তাকে কোনভাবেই দোষ দেয়া যায় না। আমি আয়নায় একবার নিজেকে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এলিস মোটেও আমাকে সেই সুযোগ দেয়নি।'

'এ বিষয়টা কি জানো, তুমি কতটা পক্ষপাতদুষ্ট?'

এ্যাডওয়ার্ড একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল এবং খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। আমি দেয়ালের দিকে তাকালাম। দেয়াল জোড়া আয়নায় পার্টির পেছন দিককার সবকিছুই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বেশ কয়েকটা আয়নায় আমি এ্যাডওয়ার্ডের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম।

'পক্ষপাতদুষ্ট! আমাকে বলছ ওই কথা?'

এ্যাডওয়ার্ড হঠাৎ-ই আমার দিকে এগিয়ে এল। শুনতে পেলাম কেউ ওর ধরে ডাকছে।

'ওহ্!' এ্যাডওয়ার্ড বিরক্তি প্রকাশ করল। অতি ক্ষণিকের জন্যে ওর ভ্রু কুঁচকে উঠেই তা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

হঠাৎ ও একটু হাসল, চমৎকার হাসি।

'হঠাৎ এই হাসি কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বিবাহের উপহার দিয়ে চমক দেবার চেষ্টা মাত্র।'

'হুহ্, তাই?'

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। নতুনভাবে আবারও এ্যাডওয়ার্ড নাচ শুরু করল। আমার ঠিক উল্টো দিকে ও বন বন করে ঘুরতে লাগল। ডান্স ফ্লোরের ওপর আলো এসে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন চাঁদের আলো খেলা করছে।

সিডার গাছের ঘন ঝোঁপের আবছা অন্ধকারের কাছে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত ও নাচ থামালো না। এরপর এ্যাডওয়ার্ড গাছের কালো ছায়াগুলোর দিকে সরাসরি তাকাল।

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' অন্ধকারের ভেতর থেকে এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'এটা খুবই...এটা তোমার বিশেষ দয়া।'

'বিশেষ দয়া' আমার মধ্য নাম।' রাতের অন্ধকারের ভেতর থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'আমি এখন কেটে পড়তে পারি?'

সাথে সাথে আমার হাত ঠোঁটের কাছে উঠে এল আর এ্যাডওয়ার্ড যদি ধরে না রাখতো, নিশ্চিত আমি মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।

'জ্যাকব, তুমি!' ভয়ে আমি একদম সাদা হয়ে গেলাম। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে কোনভাবে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলাম আমি। 'জ্যাকব!'

'আমি এখানে বেলা।'

ওর কণ্ঠস্বর লক্ষ করে সামনে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। আমার কনুয়ের নিচে এ্যাডওয়ার্ড শক্তভাবে ধরে রাখল। অন্ধকারের ভেতর থেকে এগিয়ে এসে কেউ আমার হাতটা ধরার ভয়েই হয়তো ও এভাবে আমাকে ধরে রাখল। জ্যাকব আমাকে কাছে টেনে নেবার পর ওর সার্টিনের পোশাকের ভেতর থেকে ওর শরীরের উ'তা নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারলাম। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে তার বাহু বন্ধনে শক্তভাবে চেপে ধরে রাখল। আর আমি ওর বুকে মুখ লুকালাম। ও নিচু হয়ে ওর চিবুক আমার মাথার ওপর স্পর্শ করল।

'রোজালে আমাকে ক্ষমা করতে পারেনি। ডান্স ফ্লোরে ওর মনোভাব দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল এবং আমি জানি ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, আমার জন্যে ও নিজের মতো একটা উপহার রেখে গেছে এখন আমাকে জ্যাকবের সাথে সময় কাটাতে হবে!

'ও জ্যাকব।' আমি এখন কাঁদতে শুরু করেছি; এমনকি ভালোভাবে আমি কথাও বলতে পারছি না। 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'বেলা, অযথা বকবক বাদ দাও। তুমি তোমার পোশাক নষ্ট করে ফেলেছো। এটা শুধুমাত্র আমার জন্যে।'

'শুধুমাত্র? ওহ্ জ্যাক! সবকিছুই এখন পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই এগিয়ে যাচ্ছে। সবই ঠিক আছে।'

ও নাক কুঁচকালো। 'হ্যাঁহ্, অনুষ্ঠান আবার শুরু হতে যাচ্ছে। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এতে অংশ নিতে যাচ্ছে।'

'এখন, এখানকার সবাইকে আমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।'

আমি চুলের ওপর ওর ঠোঁটের ওপর ব্রাশের মতো আঁচড়ানোর স্পর্শ অনুভব করলাম। 'প্রিয় আমি আন্তরিক দুঃখিত, আমার অনেক দেরি হয়ে গেল।'

'তুমি যে এসেছো, তাতেই আমি অত্যন্ত খুশি।'

'নিঃসন্দেহে এটা চমৎকার বুদ্ধি।'

আমি অতিথিদের দিকে তাকালাম। কিন্তু জ্যাকবের বাবা শেষবার যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে নৃত্যরত অবস্থায় কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আদৌ তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন কি না। 'তুমি যে এখানে, বিলি কি তা জানেন?' দ্রুত প্রশ্ন করলাম তাকে। যদিও জানি যে এটা তার জানারই কথা তার আগেকার অভিব্যক্তি এটাই প্রমাণ করে।

'স্যাম যে তাকে জানিয়েছে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি তখন তাকে যেতে দেখেছি...অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমি তাকে যেতে দেখেছি।'

'বাড়িতে তোমাকে দেখতে পেলে বোধহয় তিনি বেশি খুশি হবেন।'

জ্যাকব সামান্য একটু পিছিয়ে গেল এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আমার পিঠের ওপর আলতোভাবে একটা হাত রাখল এবং অন্যহাতে আমার ডানহাত শক্তভাবে চেপে ধরল। ও আমার ডানহাতটা আলতোভাবে তুলে ওর বুকের কাছে চেপে ধরল; আমার তালুর নিচে ওর হৃৎস্পন্দন স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারলাম, এবং ধারণা, আমার হাত তার বুকের কাছে এভাবে স্পর্শ করানোটা নিছক মনের ভুলে হয়নি।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি, একবার শুধু নাচে অংশ নিতে পারলেই আমার মনের

আশা পূর্ণ হবে কি না!' কথাটা বলে ও ধীরে ধীরে আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমাকে নিয়ে ও নাচতে শুরু করল, তবে জ্যুক বক্সে ভেসে আসা নাচের টেম্পোর সাথে ওর নাচের কোন মিল খুঁজে পেলাম না। 'ওই নাচের সুরের চাইতে আমি বোধহয় ভালোই নাচতে পারব।'

'আমি এখানে আসতে পেরে, খুবই খুশি হয়েছি,' খানিক বাদেই শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাকব। 'আমি এখানে আসতে পারব, কোন নিশ্চয়তাই ছিল না। কিন্তু তোমাকে দেখতে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আমার...নতুনভাবে...নতুন রূপে দেখতে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। যতটা দুঃখ পাবো বলে ভেবেছিলাম, মোটেও আমার তেমন দুঃখ লাগছে না।'

'নিশ্চয়ই তুমি দুঃখিত হতে চাওনি।'

'আমি তা ভালোভাবেই জানি। তবে আজ রাতে এখানে আসতে চাইছিলাম না, তার কারণ হচ্ছে, তোমাকে বিব্রত করার ইচ্ছে আমার মোটেও ছিল না।'

'না, মোটেও আমি বিব্রতবোধ করছি না তুমি আসাতে আমার খুবই ভালো লাগছে। বলা যেতে পারে তুমি আমাকে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার দিয়েছ আজ।'

ও হেসে উঠল।' তুমি ভালোই বলেছ। কারণ, সত্যিকারভাবে এখানে না আসার ব্যাপারে মন মোটেও আমাকে সায় দিচ্ছিল না। মন শুধুই বলছিল আমার এখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকা উচিত।'

আমার চোখজোড়া কোনভাবে মানিয়ে নিলাম। আলোর কারণে চোখজোড়া এতক্ষণ আমার ঝাপসা হয়ে আসছিল। চোখজোড়া মানিয়ে নিয়ে আমি ওর মুখটা ভালোভাবে দেখতে পেলাম। এটা কি কোনভাবে সম্ভব, ও এখনও আমার ওপর রেগে আছে? এ্যাডওয়ার্ড আমার থেকে ফুট সাত কিংবা ফুট দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরিচিত দেহাবয়ব দেখতে পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তিবোধ করলাম. ঘন ভুরুর নিচে ওর চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে, ওর উঁচু চোয়ালের হাড়, ঝকঝকে দাঁতের সামনে পুরুষ্ঠ এক জোড়া ঠোঁট সর্বোপরি তার ঝকঝকে সাদা দাঁত। এত দূর থেকেও ওর শরীরের মন-মাতানো সুগন্ধ আমার নাকে ভেসে আসছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজরাতে ওর চোখজোড়া অনেক বেশি ধীর-স্থির এ্যাডওয়ার্ড আজ যা কিছু করছে, সবই আমাকে সুখী করার জন্যেই করছে। আমি যেন কোনভাবেই ঘুমিয়ে না পড়ি সেই চেষ্টাই করছে এ্যাডওয়ার্ড। আমি ঘুমিয়ে পড়লে, নিঃসন্দেহে বড় ধরনের মূল্য দিতে হবে ওকে।

জ্যাকবের মত প্রিয় একজন বন্ধুর জন্যে সত্যিকার অর্থে কখনই আমি খুব বেশি কিছু করতে পারিনি।

'তুমি কখন ফিরে আসার কথা চিন্তা করছ?'

'সচেতন মনে নাকি অবচেতন মনে?' নিজের করা প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে ও গভীরভাবে একবার নিঃশ্বাস নিল। 'সত্যিকারভাবে আমি এর কিছুই জানি না। আমার ধারণা, যেভাবেই হোক এখানে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু ফিরে আসার গন্তব্য আমার এটাই, সেহেতু আমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু সকালের আগে কোনভাবেই আমার পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব হবে না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আদৌ আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে কি না।' এ্যাডওয়ার্ড মৃদু কণ্ঠে হেসে উঠল। 'তুমি আসলে আমার অবস্থা অনুধাবন করতে পারবে না আমি কখন কীভাবে আবার দু'পায়ে হাঁটতে পারব, তোমাকে তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় এবং পোশাক! এটাকে তুমি আমার খাম খেয়ালী মনে হতে

পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা আমার ভাগ্যের পরিহাস মাত্র। তবে আমি এধরনের ভাগ্যকে মানতে রাজি নই। মানুষের অনেক আচার-আচরণই আমি বর্তমানে ভুলতে বসেছি।'

আমরা একইস্থানে ঘুরতে লাগলাম।

'যদিও তুমি ক্ষণিকের জন্যে চোখের আড়াল হলেই আমি উতলা হয়ে উঠব। তার চাইতে তোমাকে ওখানে সাথে করে নিয়ে যেতে পারলেই বোধহয় ভালো হত। বেলা, তোমাকে যে আজ দেখতে কেমন লাগছে, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। বর্ণনাতীত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'আমার পেছনে এলিস আজ যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছে। একে আমি পণ্ড শ্রমও বলতে পারি।'

'তুমি ভালোভাবেই জানো, এলিস মোটেও পণ্ড শ্রম করেনি।'

'ঠিকই বলেছ তুমি।' ওয়্যারউলভস্-এর এটা স্বাভাবিকই মনে হবে। মানুষের মতো মনে হলেও, ও যা যা করেছে, তার সবই আজ সে ভুলে বসে আছে। বিশেষত এই মুহূর্তে সে অনেক কিছুই ভুলে গেছে।

'তুমি চুল কাটিয়েছো?' হঠাৎ খেয়াল হতে আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ...। তুমি হয়তো জানো না, খুব সহজেই ইচ্ছেটা মনে জাগলো। একবার ভেবে দেখ আমার হাত কতটা কার্যকরী।'

'চুল কাটানোর পর তোমাকে দেখতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে।' আমি মিথ্যে করেই বললাম।

ও নাক দিয়ে সর্দি টানার মতো করে শব্দ করল। 'ঠিকই বলেছ। আমি নিজে নিজেই এটা করেছি। কিচেনের জং ধরা স্যায়ার্স দিয়ে।' ও দাঁত বের করে হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মুখ থেকে হাসির রেখা মুছে গেল। হঠাৎ-ই ও গম্ভীর হয়ে গেল। 'তুমি কি সুখি হতে পেরেছ বেলা?'

'অবশ্যই! কেন নয়?'

'তাহলে ঠিক আছে।' ও যে শ্রাগ্ করল আমি তা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম।' আমার ধারণায় ওটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার।'

'জ্যাকবের ব্যাপারে তুমি কিছু মনে করেছ? আসলেই কি তুমি জ্যাকবকে নিয়ে তোমার কোন চিন্তা নেই?'

'সত্যিই বলছি বেলা, ওকে নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। এ নিয়ে আমাকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। সেথ্‌কে জুজুরবুড়ির মতো ভয় পাওয়ারও কোন কারণ দেখছি না।'

'তোমার কারণে মোটেও আমি তাকে জুজুবুড়ির মতো ভয় পাই না। আমি সেথ্‌কে খুবই পছন্দ করি।'

'ও আসলে খুব ভালো ছেলে। ওর সঙ্গ সবারই ভালো লাগার কথা। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, নেকড়ে হলেও, আমার কাছে ওকে অনেকের চাইতে মহৎ মনে হয়েছে।'

ওর এধরনের শব্দের ব্যবহার শুনে আমি হেসে ফেললাম। 'হ্যাঁ, তবে এত কিছু শোনার পর কিন্তু আমার মুখ বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।'

'তুমি তাহলে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতোই কাজ করছ। অবশ্যই আমি ইতোমধ্যে বুঝে গেছি তুমি একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়ে,' টিটকারী দেবার ভঙ্গিতে এ্যাডওয়ার্ড কথাটা

বলল।
'ধন্যবাদ।'
'কাণ্ডজ্ঞানহীনতা মানুষের মনেরই একটা অংশ মাত্র। মানসিক দিক থেকে উতলা কোন মানুষ তার সন্তানের কথা চিন্তা করে বেবিসিটারের প্রতি উত্তেজিত হয়ে পড়তেই পারে। এ বিষয়ে তাদের কোনভাবে দোষ দেয়া যায় না।'
'তাই?' এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।' মিউজিক শেষ হয়ে গেছে। তোমার কি মনে হয় আমি আবার শুরু করব?'
আমি ওকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রাখলাম। 'তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ নাচতে পার। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।'
ও আমার কথা শুনে হেসে উঠল। 'খুব মজার কথা বলেছ তো! যদিও আমি চিন্তা করছিলাম, আমরা দু'জন একে অপরের সাথে আঠার মতো আটকে থাকব কোন কথাই বলব না।'
আমরা আরেক পাক ঘুরে নিলাম।
জ্যাকব আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকালো। 'আমার মনে হচ্ছে, এখন আমি চলে গেলেই বোধহয় তুমি বেশি খুশি হবে,' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল জ্যাকব।
গলার কাছে উঠে আসা দলা পাকানো কান্নাটা আমি কোনভাবে গিলে ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি তা পারলাম না।'
জ্যাকব ওর আঙুলগুলো আমার চিবুকের ওপর আলতোভাবে বুলিয়ে নিল। আমার চিবুক ইতোমধ্যে চোখের পানিতে ভিজে উঠেছে।
'এখন তোমার কাঁদার কথা নয় বেলা।'
'বিয়ের সময় প্রতিটা মেয়েই কাঁদে জ্যাকব,' আমি দ্রুত জবাব দিলাম।
'বিয়ের সময় সব মেয়ের যা করা উচিত, সেটাই তুমি এখন করছ, ঠিক?'
'ঠিক।'
'তাহলে তোমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন তুমি হাসো।'
আমি হাসার চেষ্টা করলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল।
'আমি এখন থেকে তোমাকে এভাবেই স্মরণে রাখার চেষ্টা করব...'
'কোনভাবে? যেভাবে আমার মৃত্যু ঘটল?'
জ্যাকব দাঁতে দাঁত চাপলো। নিজের সাথে নিজেই ও যুদ্ধ করছে ও এখানে এসেছে আমাকে বড় ধরনের এক উপহার দিতে। অবশ্যই আমার বিচার করতে নয়। ও আসলে আমাকে কী বলতে চায় ঠিকই ধারণা করতে পারলাম।
'না।' শেষ পর্যন্ত ও জবাবটা দিতে পারল।' কিন্তু আমি তোমাকে এখন যেভাবে দেখছি, সেভাবেই মনে রাখব। তোমার বর্তমানের চেহারা আমার মাথার ভেতর গেঁথে থাকবে গোলাপী গাল। তোমার হৃৎস্পন্দন। দু'পায়ে দাঁড়ানো এক তরুণী এর সবকিছুই।'
অনেক কষ্টে আমি ওর চোখের দিকে সরাসরি তাকালাম।
জ্যাকব মৃদু হাসল। 'এই তো আমার লক্ষীসোনা। লক্ষী মেয়ে তুমি।'
হয়তো সে আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই চুপ মেরে থাকল। কিছুই বলতে পারল না দাঁতগুলো সামান্য একটু নড়ল, তবে মুখ থেকে কোন শব্দ বেরুল

না কোন কথাই বলতে পারল না জ্যাকব।

জ্যাকবের সাথে আমার সম্পর্ক একেবারে স্বাভাবিক। নিঃশ্বাস গ্রহণ করার মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমার জীবনে ফিরে আসার পর আমি একের পর এক পাগলামী করে গেছি। এর কারণ জ্যাকবের চোখ এ্যাডওয়ার্ডকে ভালোবেসে, আমি এমন দুভার্গ্যকে ডেকে এনেছি, যা মনে হয় মৃত্যুর চাইতে কষ্টদায়ক। অথবা মৃত্যুর কাছাকাছি এক কষ্টদায়ক অনুভূতি।

'এটা কি জ্যাক? শুধু আমাকে এটুকু বল। তুমি আমাকে মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলতে পার।'

'আমি আমার...তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই।'

'ওহ্ দয়া করে তুমি কিছু লুকানোর চেষ্টা করো না। মনের কথাটা তুমি খুলে বল।'

'আমি যা বলেছি, সত্যই বলেছি। তুমি যেমন মনে করছ তেমন কিছুই নয়...এটা হয়তো আমার একটা জিজ্ঞাসা। হয়তো তোমাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম।'

'জিজ্ঞাসা কর।'

আরও মিনিট কয়েক ও কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু পরক্ষণেই ওকে হতাশ বিধস্ত বলে মনে হল। 'আমি কিছুই বলতে পারব। এগুলো বলার মতো কোন কথা নয়। আমার কিছু উৎসুক্য ছিল, শুধু এটুকুই মাত্র।

বুঝতে পারলাম ও আসলে আমাকে কী বলতে চায়। কারণ তাকে আমি খুবই ভালোভাবে জানি এবং খুব সহজভাবে বুঝতে পারি।

'এই প্রসঙ্গগুলো আজ আর নাইবা বললে। অন্য আরেক দিন হয়তো এগুলো নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবো।'

এ্যাডওয়ার্ডের চাইতে জ্যাকবের মানুষের অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। আমার প্রতিটা হৃৎস্পন্দন মনে হয় ওর পরিচিত, এমনকি প্রতি মিনিটে আমার কতবার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় তাও হয়তো জানা।

'ওহ্,' ও বলল। সম্ভবত জ্যাকব আরেকবার নিজেকে হালকা করার চেষ্টা করল। 'ওহ্।'

জ্যুক বক্সে নতুন একটা গান ভেসে আসতে লাগল। কিন্তু গানের এই পরিবর্তন ও মোটেও লক্ষ করল না।

'তাহলে কখন বলব?' ফিসফিস করে বলল ও।

'তা অবশ্য আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। সম্ভবত এক অথবা দু'সপ্তাহ পর।'

ওর কণ্ঠস্বর মুহূর্তে পাল্টে গেল। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ও প্রশ্ন করল, 'কেন তুমি আমার জিজ্ঞাসাটাকে ছাই চাপা দিতে চাইছো?'

'কারণ, হানিমুনের সময়টুকুতে আমার ভেতর কোন কষ্ট রাখতে চাই না।'

'হানিমুনের সময়টুকু আমি কিভাবে ব্যয় করবে? দাবা খেলে? হাহ্, হাহ্!'

'খুব মজার কথা বলেছ তুমি।'

'যতসব ছেলেমানুষী বেলা। সত্যি বলছি, আমি কিন্তু এর কোন উত্তর খুঁজে বের করতে পারছি না। তুমি আসলে তোমার ওই ভ্যাম্পায়ারের সাথে মোটেও ভালোভাবে হানিমুন করতে পারবে না। সুতরাং একটা চিন্তাকে মাথায় রেখে সবকিছুকে বাদ দিতে

চাইছ কেন? এগুলোতে মিষ্টি ভাষায় বলা যেত। আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা তোমার নতুন নয় যদিও। যদিও এরকম করে তুমি একদিক থেকে বেশ ভালোই করেছ।' গরগর করে ও এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল। 'তোমার এই আচরণে আমি মোটেও বিব্রতবোধ করিনি।'

'আমি মোটেও তোমাকে এড়ানোর চেষ্টা করছি না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সাথে সাথে আমি ওর কথার প্রতিবাদ জানালাম 'এবং হ্যাঁ, সত্যিকার অর্থেই আমি হানিমুনের সময়টা সুন্দরভাবে কাটাতে পারব! আমি যদি চাই, যা ইচ্ছে তাই করতে পারি! কিন্তু অবশ্যই তা লোকচক্ষুর আড়ালে।'

'কি?' নিঃশ্বাস আটকে কোনভাবে প্রশ্ন করল জ্যাকব।' তুমি কি যেন বললে?'

'কোন বিষয়ে...? জ্যাক? আমি কি ভুল কিছু বলেছি?'

'তোমার ওই কথাটার অর্থ কি? এই যে তুমি বললে সত্যিকারের হানিমুন? তোমরা কি আজীবন হানিমুনেই কাটিয়ে দিবে? তুমি কি আমার সাথে মজা করার চেষ্টা করছ? এটা কিন্তু বেলা তোমার একদম বাজে তামাশা।'

আমি ওর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালাম। 'আমি তোমাকে যা বলার তা বলেছি জ্যাক। এটা নিশ্চয়ই তোমার মাথা ব্যথার কারণ নয়। আমি এ বিষয়ে কিছুই বলব না...আমাদের আসলে এ বিষয় নিয়ে কিছুই বলা উচিত নয়। তোমাকে বুঝতে হবে এটা আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

বিশাল থাবা দিয়ে জ্যাক আমার কনুয়ের ওপর চেপে ধরল। এতটাই শক্তভাবে চেপে ধরল যে ওর আঙ্গুলের ছাপগুলো স্পষ্টভাবে আমার হাতের ওপর বসে গেল।

'আঁউ, জ্যাক! তুমি আমাকে এভাবে চেপে ধরেছ কেন! আমাকে ছাড় তুমি!'

ও আমাকে একবার জোরে ঝাঁকুনি দিল।

'বেলা! তুমি কি সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছ? তুমি তো এত বোকা নও! তোমার এই তামাশার অর্থ কি খুলে বল!'

ও আমাকে ধরে আরেকবার জোরে ঝাঁকুনি দিল। ওর হাতে আঙুলগুলো আগের মতোই আমার হাতের ওপর শক্তভাবে চেপে ধরা। মনে হল মাংসের ভেতরকার হাড়গুলো আমার কাঁপতে শুরু করেছে।

'জ্যাক থাম তুমি!'

এতক্ষণ যতটুকু অন্ধকার ছিল, হঠাৎ মেঘে ঢাকা পড়া চাঁদের কারণে মনে হল আশপাশের অন্ধকার আরও অনেকটাই বেড়ে গেছে।

'ওর শরীর থেকে হাতটা সরাও জ্যাক!' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর বরফের চাইতেও শীতল মনে হল মনে হল রেজর ব্লেডের চাইতেও ধারল এবং তীক্ষ্ণ।

জ্যাকবের পেছন, রাতের অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। তারপর আরেকটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এই কণ্ঠস্বরে আগেকার কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে গেল।

'জ্যাক দোহাই তোমার তুমি ওখান থেকে সরে যাও,' আমি সেথ ক্লীয়ার ওয়াটারের অনুরোধ শুনতে পেলাম। 'ও এখন আর তোমার নয়।'

মনে হল জ্যাকব বরফের মতো জমে গেছে। ওর আতংকিত চোখজোড়া বড় বড় হয়ে উঠেছে। ওর চোখের হতাশার ছাপ আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

'তুমি বেলাকে কষ্ট দিতে চাইছিলে,' সেথ্ ফিসফিস করে বলল। 'ওকে তুমি যেতে দাও।'

'এখনই!' এ্যাডওয়ার্ড চেঁচিয়ে উঠল।

জ্যাকবের হাতটা আমার বাহু মুক্ত হয়ে ওর দেহের একপাশে ঝুলে পড়ল। জ্যাকবের চেপে ধরা হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পর আমার হাতের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল যা সত্যিই কষ্টদায়ক এক অনুভূতি। এ্যাডওয়ার্ড দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে আমাকে আগলে রাখার চেষ্টা করছে। এ্যাডওয়ার্ড এবং জ্যাকবের মাঝখানে বিশালাকৃতি দুটো নেকড়ে বর্মের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এগুলোকে মোটেও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ মনে হল না। বরং জ্যাকব এবং এ্যাডওয়ার্ডের মধ্যকার খণ্ডযুদ্ধ এড়ানোর জন্যেই এগুলো এভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং সেথ্-কৃশ এবং দীর্ঘাকৃতির পনেরো বছর বয়সী সেথ্ দীর্ঘ হাও দিয়ে জ্যাকবকে আঁকড়ে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। এরপর ওকে ওই স্থান থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে সজোরে সামনের দিকে টানতে লাগল। সেথ্ জ্যাকবকে ওর কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল...

'এঁদিকে এসো জ্যাক। চলো এখান থেকে যাওয়া যাক।'

'আমি তোমাকে হত্যা করব,' জ্যাকব কথাগুলো এতটাই উত্তেজিতভাবে বলল যে, কথাগুলো ভাঙ্গা শোনালো— অনেকটা ফিসফিস করে বলা কথার মতো। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জ্যাকব এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। মনে হল ওর দৃষ্টি দিয়েই বোধহয় এ্যাডওয়ার্ডকে ভষ্ম করে ফেলবে। 'আমি নিজ হাতে তোমাকে খুন করব! এখনই তোমাকে আমি খুন করব।' ও এক নাগাড়ে গোঙাতে লাগল।

'সেথ্ ওকে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়।' এ্যাডওয়ার্ড রেগে চিৎকার করে উঠল।

সেথ্ আবার জ্যাকবকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল। সেথ্ আবার ধমকে উঠল জ্যাকবকে। 'জ্যাকব খবরদার তুমি ওকে স্পর্শ করবে না! এদিকে এসো। তুমি আমার সাথে চলো।'

স্যাম— তুলনামূলক বড় আকারের কালো নেকড়ে অবশেষে সেথ্-এর সাথে যোগ দিল। বিশালাকৃতির মাথাটা এ্যাডওয়ার্ডের বুকের ওপর আলতোভাবে ঘষতে লাগল।

ওরা তিনজন— সেথ্ টেনে-হেঁচড়ে জ্যাকবকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে জ্যাকব হাত পা আদুড়ে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। স্যাম এক পাশ থেকে ওকে ঠেলে সামনে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি দেখলাম স্যাম অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্যান্য নেমড়েগুলোও একইভাবে স্যামকে অনুসরণ করল। স্বল্পালোকে, আমি ওর পশমের রঙ ঠিক বুঝতে পারলাম না সম্ভবত চকোলেট ব্রাউন? ওটা কি কুইল ছিল? তাহলে?

'আমি আন্তরিক দুঃখিত,' নেকড়েটার উদ্দেশে ফিসফিস করে বললাম আমি।

'বেলা, এখন সবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে,' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

নেকড়েটা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। ওর চাহনী মোটেও বন্ধু সূলভ নয়। এ্যাডওয়ার্ড মাথা ঝুকিয়ে কুর্নিশ করল। অবশ্য ওর ভেতর কোন আন্তরিকতা প্রকাশ পেল না। নেকড়েটা একবার ডাক ছেড়ে অন্যান্যাদের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' এ্যাডওয়ার্ড আপন মনে কথাটা বলে আমার দিকে তাকাল। 'চলো ফেরা যাক।'

'কিন্তু জ্যাক।'

'ও এখন স্যামের হাতে। ও চলে গেছে।'

'এ্যাডওয়ার্ড আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি আসলে খুবই বোকা।'

'তুমি আসলে কোন ভুলই করনি।'

'আমি আসলে খুব বাঁচাল প্রকৃতির! আমি কেন...ওকে আমার কাছে আসার সুযোগই আসলে দেয়া উচিত হয়নি। ওকে নিয়ে আমি কি চিন্তা করেছিলাম?'

'এখন আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' এ্যাডওয়ার্ড আমার গালের ওপর হাত বুলিয়ে দিল। 'আমাদের অনুপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই রিসেপশন রুমে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন।'

মাথা নাড়িয়ে আমি ওকে সমর্থন জানালাম। নিজেকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করলাম। কেউ জেনে যাওয়ার আগেই? ইতোমধ্যে আমাদের অনুপস্থিতি কেউ কি টের পেয়ে গেছে?

'আমাকে কয়েক সেকেণ্ড সময় দাও,' অনুরোধ জানালাম আমি।

আমি ভেতরে ভেতরে আতংকিত হয়ে পড়েছি। তবে ভেতরের এই আতংক আমি সহজেই চাপা দিয়ে রাখতে পারব। হয়তো কেউই তা বুঝতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে আমার বাহ্যিক অবস্থাটা স্বাভাবিক রাখতে হবে।

'আমার পোশাক?'

'তোমাকে দেখতে চমৎকার লাগছে। একটা চুলও তোমার এলোমেলো হয়নি।'

আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস টানলাম। একবার নয়, পরপর দু'বার। 'ঠিক আছে। তাহলে যাওয়া যাক।'

আমাকে ও জড়িয়ে ধরল এবং আলোকিত অংশের দিকে এগুতে লাগলাম। আমরা চাঁদের ম্লান আলোর নিচ দিয়ে সামান্য পথ হেঁটে ডান্স ফ্লোরের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। আমার হাত ধরে ও আমাকে ডান্স ফ্লোরের ওপর তুলে দিল। ড্যান্স ফ্লোরের ওপর এতক্ষণ যারা নাচছিল, আমরা তাদের শেটেও বিরক্ত করলাম না।

উপস্থিত অতিথিদের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে নিলাম কিন্তু কাউকেই আমি মর্মাহত অথবা ভীত দেখতে পেলাম না। প্রত্যেকের চেহারাতেই শান্তভাব লক্ষ করলাম, কারও চেহারায় কোন উৎকণ্ঠার ছাপ নেই। ফ্লোরের একেবারে কোনায় জেসপার এবং এমেট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি কি?'

'আমি ভালোই আছি,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম ওদের।'

'তোমার কোন সমস্যাই হয়নি?'

জ্যাকবকে এখানে দেখতে পেয়ে আমার বেশ ভালো লাগল। আমি জানি ওকে এখানে আসতে বলাতে, তাকে বেশ বড় ধরনের মূল্য দিতে হয়েছে নিঃসন্দেহে। এবং তারপর তার দেয়া মূল্যবান উপহারকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেছি।

'যা হওয়ার তা হয়েছে, 'আমি বললাম।' এ নিয়ে আর আজ রাতে কিছু চিন্তা করতে চাই না।'

এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমি সমর্থন আশা করেছিলাম, কিন্তু এ সময় ওকে একেবারে চুপ করে থাকতে দেখলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড?'

ও চোখ বন্ধ করল এবং কপালটা আমার কপালে স্পর্শ করল। 'জ্যাকব ভালোই আছে।' ও ফিসফিস করে বলল। 'আমি কি চিন্তা করছি?'

'অবশ্যই সে ভালো নেই।' উপস্থিত বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে মুখ শক্ত করে আমি বললাম। 'জ্যাকব সব ধরনের প্রতিকূলতা খুব সহজেই আগে থেকেই অনুমান করতে পারে।'

এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় বললেও খুব সহজেই তার কথা আমি বুঝতে পারলাম। 'এমনকি ও আমাকে হত্যা করার কথা চিন্তা করেছিল পর্যন্ত...'

'চুপ কর তুমি!' রেগে আমি চিৎকার করে উঠলাম। ওর মুখটা দু'হাতে চেপে ধরলাম চেপে ধরে রাখলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ও চোখ খুলল। 'তুমি এবং আমি। সবকিছু আমাদের দু'জনকে ঘিরেই ঘটছে এবং ঘটবে। তোমার এই বিষয়টা বুঝা উচিত। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ,' গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলে ও জবাব দিল।

'জ্যাকব যে এখানে এসেছিল, তা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর।' আমি অবশ্য ইতোমধ্যে তা ভুলে গেছি। আমি তা সহজে ভুলেও যেতে পারব। 'আমার জন্যে। অন্তত আমার মুখের দিকে এর সবকিছু আমাকে ভুলে যেতে সাহায্য করবে।'

উত্তর দেবার আগে আমার চোখের দিকে ও সরাসরি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। 'আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।'

'ধন্যবাদ তোমাকে এ্যাডওয়ার্ড। এখন আমি মোটেও ভয় পাচ্ছি না।'

'আমি,' ফিসফিস করে বলল এ্যাডওয়ার্ড।

'আর কোন কথা নয়।' গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি ওর দিকে তাকিয়ে একবার মিষ্টি করে হাসলাম। 'যাইহোক, এ্যাওয়ার্ড আমি কিন্তু তোমাকে খুবই ভালোবাসি।'

আমার হাসিটা এ্যাডওয়ার্ড ফিরিয়ে দিল। 'এ কারণেই আজ আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি।'

'দম্পত্তি হিসেবে তোমরা এক চেটিয়া সুবিধা ভোগ করতে চাইছ? এমেট বলল। ও এ্যাডওয়ার্ডের ঘাড়ের কাছে এসে বলল। 'আমার ছোট বোনটার সাথে নাচার একবার শেষ সুযোগ দিবে তো! দেখ কীভাবে আমি ওকে চাঙ্গা করে তুলি।' কথাটা বলে এমেট উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল। ওর ভেতর যে কোন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম এত মানুষ যে সবার সাথে আমার নাচা সম্ভব নয়। এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, ও জ্যাকবের প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ও এখন আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। আমি হেসে ওর বুকের ওপর মাথাটা চেপে ধরলাম। অনুভব করলাম ওর হাতের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

ও মাথা নিচু করে আমাকে একবার চুমু খেল।

কোথা থেকে যেন এলিসের কণ্ঠ ভেসে এল, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। 'বেলা! এসময় তুমি!'

হঠাৎ এই নতুন বোনের আমার ছন্দপতন ঘটানোয় আমি একটু চমকে উঠলাম।

এ্যাডওয়ার্ড এলিসকে মোটেও পাত্তা দিল না। বরং ওর ঠোঁটজোড়া আমার গালের ওপর আরও শক্তভাবে চেপে ধরল। মনে হল নতুনভাবে আমাকে আদর করার। আলাদা এক তাগিদ অনুভব করছে। সাথে সাথে আমার হৃৎস্পন্দনের গতি আরও বেড়ে গেল। ভেজা হাতে আমি ওর মার্বেল পাথরের মতো মসৃণ গলাটা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলাম।

'তুমি কি তোমার ফ্লাইট মিস করতে চাইছ?' ঠিক আমার সামনে এসে এলিস আমাকে প্রশ্ন করল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি, তোমার বহুদিনের কাঙ্খিত হানিমুনের যাওয়ার জন্যে, অন্য ফ্লাইট ধরতে এয়ারপোর্টেই সারারাত কাটিয়ে দিতে হবে।'

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে এ্যাডওয়ার্ড আবার এলিসের দিকে মুখ ঘুরল। 'এলিস তুমি এখন যেতে পার।' এরপর এ্যাডওয়ার্ড আবার ওর ঠোঁটজোড়া আমার ঠোঁটের ওপর নামিয়ে আনল।

'বেলা, তুমি কি ওই পোশকটা প্লেনের চাপার পর পরতে চাইছ?' এলিস আমার কাছে জানতে চাইল।

আমি অবশ্য কোনদিকেই তেমনভাবে মনোযোগ দিতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমার কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

এলিস হালকা কণ্ঠে গোঁ গোঁ করল। 'এ্যাডওয়ার্ড, তোমরা ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ, আমি তা ওকে জানাতে চাইছিলাম। সুতরাং ওর সাথে কথা বলে আমাকে সাহায্য করবে আশাকরি।'

ও একেবারে চুপ মেরে গেল। এরপর ও আমার ওপর থেকে মুখ তুলল। এবং আমার প্রিয় বোনের দিকে সরাসরি তাকাল।' তোমরা বয়সে ছোট হলেও মানুষকে বিব্রত করার জন্যে যথেষ্ট।'

'আমি ওর পোশাক নিয়ে কথা বলছিলাম। মোটেও আমি তোমাদের সময় নষ্ট করার জন্যে কিছু বলিনি।' আমার হাত ধরে ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমি আমার সাথে এসো বেলা।'

এলিস আমাকে ওখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এ্যাডওয়ার্ডকে আবারও একবার চুমু খেলাম। আমার এই চুমু খাওয়া উপস্থিত অতিথিদের ভেতর থেকে জনা কয়েক আড়চোখে আমাকে দেখে নিল। আমি এলিসকে খালি ঘরটার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুয়োগ দিলাম।

এলিসকে দেখে খানিকটা বিব্রত মনে হল।

'এলিস আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত,' আমার প্রিয় বোনের কাছে জবাবদিহি করার চেষ্টা করলাম।

'তোমার কোন দোষ নেই বেলা।' ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল। 'আমি ভালোভাবেই জানি যে, তোমার নিজের প্রতি নিজের খেয়াল রাখার ক্ষমতা নেই।'

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এলিস। এত সুন্দর বিবাহানুষ্ঠানের কথা হয়তো কেউ কল্পনাই করতে পারবে না।' আমি তাকে আন্তরিকভাবে বললাম। 'সবকিছুই সুন্দরভাবে সমাধা হয়েছে। তুমি হচ্ছো, সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে চটপটে, এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান বোন।'

আমার সুনাম শুনে ও হাসল। 'তোমার সবকিছু ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।'

ওপরতলায় রেনে এবং এসমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এলিসসহ ওরা দু'জন আমাকে নতুনভাবে সাজানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ একজন চুলের কাঁটা খুলে দিতেই ওগুলো পিঠের ওপর এলিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ বাদে চুলের কাঁটাগুলো খুলে নেয়ায় আমি এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করলাম। তখন থেকে দেখছি, মা তখন থেকে এক নাগাড়ে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছেন।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানার পর অবশ্যই আমি তা ফোনে তোমাকে জানিয়ে দিব,' আমি মাকে আশ্বস্ত করার জন্যে প্রতিজ্ঞা করলাম। মাকে জড়িয়ে ধরে আমি তার কাছ থেকে বিদায় চাইলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, হানিমুনের স্থানটা গোপন রাখার কারণে মা বেশ মনক্ষুণ্ন হয়েছেন। কোন কিছু গোপন করা মা খুবই অপছন্দ করেন।

'উনি সরে পড়ার সাথে সাথে, তুমি কোথায় যাচ্ছো, আমি তা জানিয়ে দিব,' আমার হাতাশ ভঙ্গি দেখে, এলিস মুচকি হেসে ফিসফিস করে গোপন তথ্যটা জানিয়ে দিল। নিঃসন্দেহে ওরা আমার প্রতি অবিবেচকের মতো ব্যবহার করছে। আমি কোথায় যাব, সেটা আমাকেই সবার শেষে জানানো হবে! এর কোন অর্থ হয় না।

'যত দ্রুত সম্ভব তুমি আমার সাথে দেখা করতে যাবে। ফিল্ ও অবশ্য যত দ্রুত সম্ভব তোমার সাথে দেখা করবে। এবার তোমার দক্ষিণে যাওয়ার পালা এসেছে—আবার তুমি সূর্যের উষ্ণতা নেবার সুযোগ পাবে তুমি।' রেনে আন্তরিকভাবে বললেন কথাগুলো।

'আজ কিন্তু মোটেও বৃষ্টি হয়নি,' আমি মাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। সত্যিকার অর্থে আমি তার অনুরোধ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

'বেলা, এটা কিন্তু সত্যিই এক রহস্য।'

'সবকিছু গুছিয়ে নেয়া হয়েছে,' আমাকে উদ্দেশ করে বলল এলিস।' তোমার স্যুটকেসগুলো গাড়িতে জেসপার ওগুলোর ব্যবস্থা করছে।' এলিস আমাকে ঠেলে পেছন সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেল। রেনেও আমাদের অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। মা এভাবে আমাদের অনুসরণ করায় খানিকটা বিব্রতবোধ করলাম আমি।

'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি মা,' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি ফিসফিস করে বললাম। 'তুমি ফিলের সাথে সুখী জীবন কাটাও, এই কামনা করি। একে অপরের প্রতি তোমরা খেয়াল রাখবে।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি বেলা, প্রিয়তমা আমার।'

'শুভ বিদায় মা। আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আমি কথাগুলো আবার বললাম। অবশ্য এবার কথাগুলো বলার সময় আমার কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো।

সিঁড়ির একেবারে নিচে এ্যাডওয়ার্ড আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর বাড়িয়ে দেয়া হাত আমি অল্পক্ষণের জন্য ধরেই আবার ছেড়ে দিলাম। আমাদের বিদায় জানাতে অতিথিদের ভিড় ঠেলে আমি সামনের দিকে এগুতে লাগলাম।

'বাবা?' চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'এখানেই কোথাও হবে,' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। অতিথিদের ভিড় ঠেলে ও আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে লাগল। ওরা সাথে সাথে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিতে লাগল। আমরা চার্লিকে দেখতে পেলাম। সবার থেকে দূরে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একটু তাকাতেই বুঝতে পারলাম তিনি আসলে অন্যান্যদের কাছ থেকে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছেন। চোখের

চারপাশে কেন রক্তিম হয়ে উঠেছে তাও বুঝতে অসুবিধা হল না।

'ওহ্, বাবা!'

আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার চোখ বেয়ে আবার পানি গড়িয়ে নামতে লাগল—আজ রাতে আমি অনেক কেঁদেছি। বাবা আমার পিঠের ওপর আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

'এখন শুনো, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার নিশ্চয়ই ফ্লাইট মিস করা উচিত হবে না।'

চার্লির সাথে ভালোবেসে কোন কথা বলাই আসলে মুশকিল। এদিক দিয়ে আমাদের দু'জনের ভেতর বেশ মিল আছে। সব সময় আমরা বিব্রতকর পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তবে এখন আর আমাদের আত্মসমালোচনার সময় নেই মোটেই।

'আমি চিরকাল তোমাকে ভালোবাসবো বাবা,' আমি তাকে বললাম। 'তুমি কথাটা কখনও ভুলে যাবে না।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি বেলা। যেমন তোমাকে ভালোবাসতাম, তেমনিভাবে ভালোবেসে যাব।'

বাবা আমাকে চুমু খাওয়ার সাথে সাথে আমিও তার গালে চুমু খেলাম।

'আমাকে ফোন করবে,' বাবা আমাকে অনুরোধ জানালেন।

'যত দ্রুত সম্ভব, আমি অবশ্যই ফোন করব বাবা,' প্রতিজ্ঞা করলাম তার কাছে। অবশ্য রক্ষা করতে পারব বলেই আমি খুব সহজে প্রতিজ্ঞা করলাম। শুধুই তো ফোন-ই। আমার বাবা কিংবা মা, কারুরই সাথে হয়তো আমাকে আর দেখা করার অনুমতি দেয়া হবে না। আমি নিঃসন্দেহে অনেকটাই পাল্টে যাব এবং অনেক অনেক বেশি ভয়ংকরও হয়ে উঠতে পারি।

'তাহলে রওনা হও,' ভোঁতা কণ্ঠে কথাটা বললেন তিনি। আর দেরি করা বোধহয় উচিত হবে না তোমার।'

অতিথিরা আমাদের বিদায় জানাতে আবারও ভিড় করে এগিয়ে এল। আমরা যেন ভিড় ঠেলে সহজে পালাতে পারি, সে কারণে এ্যাডওয়ার্ড আবার আমাকে তার পাশে টেনে নিল।

'তুমি কি প্রস্তুত?' এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করল আমাকে।

'আমি প্রস্তুত,' আমি তাকে বললাম। অবশ্য সত্য কথাটাই বললাম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এ্যাডওয়ার্ড যখন আমাকে আবারও চুমু খেল, উপস্থিত সবাই তখন মৃদু হর্ষধ্বনি দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করল। এরপর ও আমাকে দ্রুত গাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল, মনে হল যেন ওর খুবই তাড়া এখনই বরফ ঝড় শুরু হবে।

গাড়ির সম্পূর্ণটাই নানা রঙের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। গাড়ির পেছনে লেজের মতো দীর্ঘ এক রিবন বাঁধা তার সাথে ডজন খানেক জুতো বাধা। সবই নতুন জুতো এবং নক্সাকাটা বাম্পারের সাথেও ঝুলানো হয়েছে আরও কয়েক জোড়া জুতো।

গাড়িতে প্রবেশের পর থেকেই এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ঢালের মতো আগলে রেখেছে। জানালা পথে সকলের উদ্দেশে আমরা হাত নাড়তে লাগলাম। পোর্চের ওপর আমার নজর পড়ল দেখলাম, পরিবারের সদস্যরা সব হাত নেড়ে চিৎকার করছে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

আমার বাবা মাকে নিয়ে যে শেষ দৃশ্যটা দেখলাম তা আমি জীবনে কোন দিনই

ভুলব না। ফিল্ দু'হাতের রেনেকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। রেনের ডান হাতটা বুকের কাছে ভাঁজ করে রাখা কিন্তু বামহাত দিয়ে তিনি চার্লিকে ধরে রেখেছেন। ভালোবাসার যে কত রূপ থাকতে পারে, তার একটা রূপ মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমার চোখের সামনে ধরা পড়ল। এত সুন্দর দৃশ্য আমি বোধহয় এর আগে আর দেখিনি।

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাতে মৃদু চাপ দিল।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' ও বলল।

ওর বাহুর ওপর আমার মাথাটা এলিয়ে দিলাম। 'এ কারণেই আমরা আজ এখানে,' ওকে আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

আমার চুলের মাঝখানে ও মুখ নামিয়ে চুমু খেল।

হাইওয়েতে গাড়ি উঠে আমার পর এ্যাডওয়ার্ড এক্সিলেটরের ওপর চাপ বাড়াল। গতি বাড়ানোর সাথে সাথে ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ আমার কানে ভেসে এল। তবে গাড়ির শব্দও বাদেও আরেকটা শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা ভেসে এল আমাদের পেছন দিককার জঙ্গলের ভেতর থেকে। যদি শব্দটা আমি শুনতে পেয়ে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই এ্যাডওয়ার্ডও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু দুরত্ব বাড়ার সাথে সাথে শব্দটা অস্পষ্ট হয়ে আমার পরও এ্যাডওয়ার্ডকে কোন মন্তব্য করতে শুনলাম না। তবে, এ বিষয়টা নিয়ে আমিও কোন মন্তব্য করলাম না।

তীক্ষ্ণ, হিস করা শব্দটা এক সময় আর মোটেও শুনতে পেলাম না।

পাঁচ

সিয়েটেল গেটের কাছে পৌঁছে আমি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম, 'হিউস্টন?'

'যাওয়ার পথে আমরা খানিকক্ষণের জন্যে থামব,' এ্যাডওয়ার্ড দাঁত বের করে হেসে জবাব দিল।

এ্যাডওয়ার্ড যখন আমাকে জাগিয়ে দিল, আমি খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি যখন প্রায় ঝিঁমুচ্ছি তখনই ও আমাকে টার্মিনাল দিয়ে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। এটা সত্য যে চোখ খুলে রাখতে, আমাকে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে। পরবর্তী ফ্লাইট ধরার জন্যে, এন্টারন্যাশনাল কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখনই ঠিক বুঝতে পারলাম কী ঘটতে চলেছে।

'রিও দ্য জেনিরো?' ভীত কণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করলাম আমি।

'ওখানে আমাদের আরেকবার থামতে হবে,' ও আমাকে বলল।

দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত পথটা বেশ দীর্ঘ, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সিটের কারণে কষ্টটা তেমনভাবে গায়ে লাগল না। তাছাড়া এ্যাডওয়ার্ড এই সময় আমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রাখল। দীর্ঘক্ষণ আমার ঘুমিয়েই কেটে গেল, এবং জেগে উঠলাম তখন দেখতে পেলাম আমাদের প্লেনটা এয়ারপোর্টের ওপর দিয়ে চক্কর মারছে। সূর্য ডোবার পূর্বক্ষণের অনুজ্জ্বল রক্তিম আলো জানালা পথে প্লেনের ভেতর এসে পড়ছে।

যেমন আমি চিন্তা করলাম, পরবর্তী ফ্লাইট ধরার জন্যে আমাদের দীর্ঘক্ষণ এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে হবে, তেমন কিন্তু মোটেও অপেক্ষা করতে হলো না। এর

বদলে আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। অন্ধকার, মিটমিটে আলোর রিও'র জীবন্ত রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। বুঝতে পারলাম পরবর্তী যাত্রা শুরু করার আগে এ্যাডওয়ার্ড একটা ভালো হোটেল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। পেটের ভেতর এক ধরনের শিরশির অনুভূতি অনুভব করতে লাগলাম। একটানা দীর্ঘক্ষণ চলার পর আমাদের ট্যাক্সি শহরের একেবারে পশ্চিম সীমার সমুদ্র পাড়ে এসে থামল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা ডক-এ গিয়ে দাঁড়ালাম।

ডক-এর ওপর দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল। দেখতে পেলাম রাতের কালো পানির ওপর ভেসে আছে নানান রঙের ইয়ার্ট এবং নানান বর্ণের পাল তোলা নৌকা ঢেউয়ের তালে তালে ছান্দিকভাবে নাচছে। ও আমাকে নিয়ে যে নৌকাটার সামনে এসে দাঁড়ালো তা অন্যান্য নৌকাগুলোর চাইতে আকারে অনেক ছোট এবং সরু। সহজেই অনুমান করা যায় এই নৌকার ব্যাপারে আরোহীদের বসার স্থানের বদলে এর গতির প্রতি বেশি নজর দেয়া হয়েছে। যদিও অন্যগুলোর চাইতে এটা দেখতে অনেক অনেক বেশি সুন্দর এবং অভিজাত। ভারী ব্যাগগুলো এর ওপর রাখতেই এটা খানিকটা দুলে উঠল। ব্যাগগুলো রাখার পর ও আমাকে নৌকায় উঠে আসতে সাহায্য করল।

মুখ বন্ধ রেখে আমি এ্যাডওয়ার্ডের কাণ্ডগুলো দেখে যেতে লাগলাম। আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম মানুষটা প্রত্যেকটা বিষয়ে কতই না পারদর্শী। ধরা যাক এই নৌকা চালনার ব্যাপারেই। এতটাই দক্ষভাবে নোঙ্গর করা নৌকাটাকে ও সমুদ্রের পানিতে এগিয়ে নিয়ে এলো, যা দক্ষ নৌকা চালক ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ নৌকা চালনায় ও যে এতটা দক্ষ, তা কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড এর আগে আমাকে কখনোই জানায়নি।

পূর্ব দিকে নৌকা চলতে শুরু করার পর আমার মাথার ভেতরকার ভৌগলিক জ্ঞানকে একবার ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। যতদূর সম্ভব স্মরণ করতে পারলাম যে, আমরা বর্তমানে আমরা ব্রাজিলের পূর্ব পাশ ধরে এগিয়ে চলেছি বটে, তবে খুব একটা দূর দিয়ে নয় ... দিক পরিবর্তন না হলে, আমরা বোধহয় আফ্রিকার কোন অংশে গিয়ে পৌঁছব।

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের নৌকার গতি বাড়ার সাথে সাথে রিও'র আলো ধীরে ধীরে ম্লান হতে লাগল এবং এক সময় তা একেবারে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল। নৌকার গতি একটুও না কমিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ও পরিচিত হাসিটা ছুঁড়ে দিল। একজন মানুষ নৌকার গতির এতটা তারতম্য ঘটাতে তা দেখে সত্যই আমি অবাক হলাম। ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে নৌকা এগিয়ে চলল আর আমি নৌকার পাশ থেকে ছড়িয়ে ওঠা পানির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

শেষ পর্যন্ত জানার আগ্রহ আর মনের ভেতর চেপে রাখতে পারলাম না। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুললাম।

'আমরা কি অনেক দূরে কোথাও যাচ্ছি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আরও আধ ঘণ্টার পথ।' সিট আঁকড়ে ধরা হাতের দিকে এক নজর তাকিয়ে ও মুখ টিপে হাসল।

ভালোই তাহলে, মনে মনে ভাবলাম আমি। হাজার হলেও ও একজন ভ্যাম্পায়ার। সম্ভবত আমরা আটলান্টিকের দিকে রওনা হয়েছি।

প্রায় মিনিট বিশেক পর ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ওকে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম।

'বেলা ওদিকে তাকাও।' সোজা সামনের দিকে ও আমাকে তাকাতে নির্দেশ করল।

প্রথমে ওদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। পানির ওপর আড়াআড়িভাবে চাঁদের সাদা আলো পড়ে অনেকটা অংশ আলোকিত হয়ে আছে। ও যেদিকে নির্দেশ করেছিল সে দিকে তাকিয়ে আবার কিছু খোঁজার চেষ্টা করলাম। মনে হলো অসমবাহু ত্রিভুজের মতো কিছু একটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। এর একটা বাহু অন্য বাহুর চাইতে দীর্ঘ। তবে আলোর কম্পনের কারণে স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

নৌকা আরও কিছুটা এগুবার পর বস্তুর একটা অবয়ব মনের পর্দায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলাম আমাদের সামনে পানির ভেতর থেকে একটা দ্বীপ জেগে উঠেছে। দ্বীপের বেলাভূমি চাঁদের আলোতে ম্লান দেখাচ্ছে।

'আমরা এখন কোথায়?' নৌকার দিক পরিবর্তন করে দ্বীপের উত্তর কোনার দিকে এগুতে দেখে আমি বিড়বিড় করে প্রশ্ন করলাম।

ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ওঠিকই আমার প্রশ্ন শুনতে পেয়েছে। ও দাঁত বের করে হাসল। চাঁদের আলোয় ঝকমক করে উঠল।

'এটা হচ্ছে আইল এসমে।'

নাটকীয় নৌকার গতি কমে এলো, কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো ছোট ডক-এ এসে ভিড়লো নৌকা। চাঁদের আলোয় ডকটা সাদা ধবধবে দেখাচ্ছে। নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করার কারণে চারপাশে একরাশ নীরবতা নেমে এলো। তবে ঢেউয়ের শব্দ খানিকটা হলেও চারপাশের নীরবতাকে ভঙ্গ করছে। সমুদ্রের ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে নৌকার গায়ে এসে আঘাত করছে। হালকা বাতাসে পাম গাছের পাতাগুলো মৃদুভাবে দুলছে। হালকা বাতাস তুলনামূলকভাবে বেশ উষ্ণ; খানিকটা আদ্র এবং সুরভিত—অনেকটা যেন হট সাওয়ারের পর বাষ্পের মাধ্যমে শরীর শুকিয়ে নেবার মতো।

'আইল এসমে?' আমার কণ্ঠস্বর হালকা শোনালো, তবে একেবারে নিস্তব্ধ রাতের তুলনায় একটু জোরালোই শোনালো।

'কার্লিসলে পক্ষে থেকে সামান্য উপহার—এসমে আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

একটা উপহার। একটা দ্বীপে থাকার ব্যবস্থা কি কোন উপহার হতে পারে? আমি ভুরু কুঁচকালাম।

ডক-এর ওপর এ্যাডওয়ার্ড স্যুটকেসগুলো নামিয়ে রাখল। আমার দিকে তাকিয়ে একবার ও হাসাল—আমার অতি চেনা হাসি। আমার হাত ধরার বদলে, আমার দিকেকে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

'সারাজীবন নিশ্চয়ই তুমি এখানে থেকে যাওয়ার জন্যে আসনি?'

আবার ও দাঁত বের করে হাসল। 'আমার অবশ্য তাতে কোন আপত্তি নেই।'

বিশাল দুটো ট্রাঙ্ক একহাতে তুলে নিয়ে এবং অন্যহাতে আমাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে ডকের ওপর উঠে এলো। হলদেটে বালু মাড়িয়ে সবজি বাগানের পাশ কাটিয়ে ও সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

উত্তেজনায় আমার হৃৎপিণ্ড ঘনঘন পাঁজরে আঘাত করতে লাগল এবং মনে হলো আমার নিঃশ্বাস গলার কাছে আটকে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সামনের দিকে তাকালাম বটে, কিন্তু কোন কিছুই লক্ষ করলাম না।

আমি কী নিয়ে চিন্তা করছি, তা নিয়ে ও কোন প্রশ্নই করল না। চা তার চরিত্রের সাথে একেবারেই বে মানান। মনে হলো, আমি যেমন হঠাৎ করে ভয় পেয়ে গেছি, একইভাবে এ্যাডওয়ার্ডও কোন কারণে ভয় পেয়েছে।

দরজা খোলার উদ্দেশে স্যুটকেসগুলো নিচে নামিয়ে রাখল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকাল—একইভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার দিকে মুখ তুলে তাকাই।

আমাকে কোলে করেই বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল। এ সময়টাতে উভয়েই আমরা মুখ বন্ধ রাখলাম। আমাকে মেঝের উপর নামিয়ে দিয়ে ও আলো জ্বালাতে চলে গেল। আমার মনে হলো, দ্বীপের তুলনায় এই বাড়ি অনেক বড়।

শেষ আলো জ্বালিয়ে দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছে এগিয়ে এলো।

ঘরটা অনেক বড় এবং সাদা রঙ করা এবং সামনের দিককার দেয়ালের বিশাল অংশ জুড়ে কাঁচ লাগানো—আমার ভ্যাম্পায়ারের জন্যে ঘরটা চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। বাইরে, বাড়ির আঙিনা থেকে সামান্য একটু দূরে সাদা বালির উজ্জল চাঁদের আলো চকচক করছে, তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু এগুলোর প্রতি মোটেও নজর দিলাম না। বরং নজর দিলাম ঘরের একেবারে মাঝখানে রাখা বিশাল সাদা বিছানার দিকে।

বিছানা পর্যন্ত কোলে করে নিয়ে গিয়ে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল।

'আমি... আমি লাগেজগুলো আনার ব্যবস্থা করছি।'

ঘরটা বেশ উষ্ণ। অথচ এই সময় রাতের তাপমাত্রা অনেক নিচে থাকার কথা। বিছানার ওপর বসে গলার কাছে ঘেমে উঠল। ছাদের কাছ থেকে নেমে আসা মশারিটা একবার স্পর্শ করলাম। সত্যিকার অর্থে এখানকার সবকিছু কতটা বাস্তবধর্মী তা আমি বুঝে নিতে চাই।

এ্যাডওয়ার্ডের ফিরে আসার পায়ের শব্দ আমি শুনতে পেলাম না। হঠাৎ-ই ঘাড়ের ওপর ওর শীতল আঙ্গুলের স্পর্শ অনুভব করলাম। ঘাড়ে জমে থাকা ঘাম ও শীতল আঙুল দিয়ে মুছে দিল।

'এখানে গরম একটু বেশি,' কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল এ্যাডওয়ার্ড, 'আমি ভেবেছিলাম আমি ভেবেছিলাম গরমের ব্যবস্থা একটু বেশি রাখলেই বোধহয় ভালো লাগবে।'

'সব বিষয়েই খুবই যত্নশীল,' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি বিড়বিড় করে বললাম। ও সাথে সাথে মুখ থেকে অদ্ভুত এক শব্দ করল। ভয় পেলে ও আসলে এধরনের শব্দ করে। যদিও এধরনের শব্দ করতে ওকে খুব কমই দেখেছি।

'আমি সবকিছু এভাবেই সাজাতে চেয়েছি... খুবই সহজ কিছু,' ও আমাকে সমর্থন জানানোর চেষ্টা করল।

একটু শব্দ করে ঢোক গিললাম। যদিও এখন পর্যন্ত আমি ওর দিক থেকে চোখ

ফিরিয়ে রেখেছি। এধরনের হানিমুন কি আর ঘটতে দেখা গেছে?

এর উত্তর জানার প্রয়োজন আছে? না। আমি এর উত্তর জানতে চাই না।

'আমি খুব অবাক হচ্ছি,' এ্যাডওয়ার্ড ধীরে ধীরে বলল, 'যদি বলি প্রথমত তুমি কি আমার সাথে মাঝরাতে সাঁতার কাটতে রাজি আছো?' ও গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল। আবার যখন কথটার পুনরাবৃত্তি করল তখন ওর কণ্ঠস্বর অনেকটাই ম্লান শোনালো। 'পানি নিশ্চয়ই খুব উষ্ণ হবে। এই বীচটা এমন যে, তুমি হয়তো না বলতে পারবে না।'

'শুনতে ভালোই লাগছে।' ভোঁতা কণ্ঠে বললাম আমি।

এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছে এগিয়ে এলো। ওর ঠোঁট দিয়ে গলার পাশে ঘষতে লাগল। একেবারে কানের নিচে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠা আমার চামড়ার ওপর ওর বরফ শীতল নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করলাম।' বেশিক্ষণ শুনতে ভালো লাগবে না মিসেস কুলিন।'

আমার নতুন নামটা শুনে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম।

ওর ঠোঁটেজোড়া গলার কাছ থেকে আরো নিচে নেমে এলো—একেবারে কাঁধের ওপর ও আগের মতোই ঠোঁট দিয়ে ঘঁষতে লাগল। 'আমি তোমার জন্যে পানিতে অপেক্ষা করছি।'

ফ্রেঞ্চ-জোরটা খুলতেই বালু আচ্ছাদিত বীচ-এ পা রাখা যায়। আমাকে পাশ কাটিয়ে ওই পথে ও বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে অবশ্য ও জামাটা খুলে মেঝেতে ফেলে রেখে গেল। দরজা খোলার সাথে সাথে গুমোট, নোনা একটা বাতাস আমার চোখে-মুখে এসে ঝাপটা মারল। উত্তাপে আমার চামড়া কি ঝলসে গেছে? পরীক্ষা করার জন্যে হাত তুলে চোখের সামনে মেলে ধরলাম। নাহ্, মোটেই শরীর ঝলসে যায়নি। অন্ততঃপক্ষে আমার চোখের কিছুই ধরা পড়ছে না।

গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বিষয়গুলো মনে মনে একবার ঝালিয়ে নিলাম। তারপর ড্রেসারের ওপর রাখা স্যুটকেসের দিকে এগিয়ে গেলাম। এটা নিশ্চয়ই আমরই স্যুটকেস। কারণ অতি পরিচিত টয়লেট্রিজের ব্যাগটা এটার ওপরই রাখা আছে। সবগুলো টয়লেট্রিজই অতি পরিচিত গোলাপী রঙের। কিন্তু এগুলোর পাশে রাখা একটা পোশাক আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত। যত্ন করে ভাঁজ করা পোশাকটা আমি খাঁমচে ধরলাম—জিনিসটা আমি চেনার চেষ্টা করলাম। কেমন যেন পরিচিতও মনে হলো, আরামপ্রদ পোশাক নিঃসন্দেহে, খুঁজে দেখতে চাইলে, হয়তো কিছু ঘামের দাগও খুঁজে বের করতে পারব। অনেকগুলো লেস লাগানো, সামান্য সার্টিনের একটা পোশাক আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল। ল্যানজ্যারী (মেয়েদের অন্তবাস)। ল্যানজ্যারীর 'মেড ইন ফ্রান্স' ট্যাগ লাগানো।

আমি ঠিক জানি না কীভাবে অথবা কখন, কিন্তু অবশ্যই একদিন আমার ঠিক মনে আছে, এলিস জিনিসটা কিনতে গিয়েছিল।

জিনিসটা রেখে, আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম এবং দীর্ঘ জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে যে বীচ্ নজরে পড়ল, এই বীচ-ই আমি ফ্রেঞ্চ-ডোর খোলার পর দেখতে পেয়ে ছিলাম। আমি ওকে দেখতে পেলাম না; ধারণা করলাম ও হয়তো ইতোমধ্যে পানিতে নেমে পড়েছে—পানিতে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। উপরে খোলা আকাশ, এক পাশে পূর্ণ বৃত্তাকার চাঁদ উজ্জল আলো ছড়াচ্ছে। চাঁদের উজ্জল নিচে ছড়ানো বালি চিকচিক করছে।

আবারো একরাশ উষ্ণ বায়ু আমার শরীর যেন ঝলসিয়ে দিয়ে গেল।

বেশ কয়েকবার গভীরভাবে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে কাউন্টারের উপরে আটকানো বড় আয়নার দিকে এগিয়ে গেলাম। অতি যত্নে দাঁত মেজে নিলাম—একবার নয়, পর পর দু'বার। এরপর মুখ ধুয়ে ঘাড় ভিজিয়ে নিলাম। এতে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম যেন। দু'হাত ভিজিয়ে নেবার পর শরীর কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। কিন্তু কোনভাবেই সম্পূর্ণ মনের স্বস্তি ফিরে পেলাম না। মনে হলো একবার গোছল করে নিতে পারলেই বোধহয় আমার সম্পূর্ণ স্বস্তি অনুভব করতে পারব। যদিও জানি যে সাঁতারের আগে গোছলের চিন্তা করাটা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি এতটুকু শুধু বুঝি আমাকে যেভাবেই হোক শান্ত হতে হবে। এবং শুধুমাত্র গরম পানিতে গোছল করতে পারলেই আমি সেই মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারব।

তারপরও আমার পায়ের লোমও পরিস্কার করে নেবার সিদ্ধান্ত নেহায়েত মন্দ নয়।

কাজগুলো সেরে, কাউন্টারে রাখা অনেকগুলো তোয়ালের ভেতর থেকে কয়েকটা সাদা তোয়ালে বের করে নিলাম। তারপর সেগুলো বগলদাবা করে চিন্তা করতে লাগলাম, আমি কোন পোশাকে বাইরে বেরুবো? নিঃসন্দেহে স্যুইম স্যুট পরে আমি বের হব না। কিন্তু আগেকার পোশাকগুলো পরাও আমার কাছে এক ধরনের পাগলামী বলেই মনে হলো। এমনকি এলিস আমার জন্যে যে ল্যানজ্যার প্যাকেট করে দিয়েছে, সেটাও আমার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

আমি আবার ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম একই সাথে আমার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল— গোছল করার জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। ঠাণ্ডা টাইলসের উপর বড় তোয়ালেটা বিছিয়ে বসে পড়লাম এবং হাঁটু ভাঁজ করে তার ভেতর মাথাটা নামিয়ে নিলাম। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম, পোশাক পরার আগেই ও যেন এখানে না চলে আসে। এরকম বস্ত্রহীনভাবে ওর সামনে উপস্থিত হলে, তার মনের অবস্থা কেমন হবে, আমি ঠিকই কল্পনা করে নিতে পারলাম। তবে বুঝতে পারলাম, এরকম অবস্থায় আমার পক্ষে মেঝে থেকেও ওঠা সম্ভব নয়।

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড বাইরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। 'মোটেও ভীতু মেয়ের মতো আচরণ করবে না।' মনে মনে কথাটা বিড়বিড় করে আউড়িয়ে নিজের সাহস বাড়ানোর চেষ্টা করলাম। একটা তোয়ালে শক্তভাবে বুকের ওপর পেঁচিয়ে নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। নক্সাকাটা স্যুটকেস এবং বড় বিছানার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় একবারের জন্যেও আমি ওগুলোর দিকে ফিরে তাকালাম না। গ্লাস ডোর খুলে আমি পাউডারের মতো মিহি বালির ভেতর পা ডুবালাম।

চাঁদের আলোয় চারপাশের সবকিছু সাদা-কালো মনে হচ্ছে। এগুলোর ভেতর থেকে কোন রঙই আমি খুঁজে বের করতে পারলাম না। হেলানো একটা গাছের পাশে এসে আমি দাঁড়ালাম। এই গাছটাতে ও কাপড়গুলো ছেড়ে রেখেছে। গাছের খসখসে গুঁড়ির ওপর আমি হাত রাখলাম এবং বার কয়েক নিঃশ্বাস নিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম, আদৌ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি কিনা!

এ্যাডওয়ার্ডকে খুঁজে বের করতে একটুও বেগ পেতে হলো না। ও দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছনেই আমি দাঁড়ানো।

বুক সমান পানিতে ও দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয় ওর চামড়া অতিরিক্ত সাদা

দেখাচ্ছে—অনেকটা যেন সাদা বালু দিয়ে তৈরি করা একটা দেহাবয়ব। অথবা মনে হতে পারে ওই শরীরটাই একটা চাঁদ আর কালো চুলো আর কিছুই নয়—সাগরের পানি। এ্যাডওয়ার্ড একটুও নড়াচড়া করছে না, ঝুলন্ত হাতজোড়া সাগরের পানি স্পর্শ করে আছে। পাথরের ওপর যেভাবে সাগরের পানি আছড়ে পড়ে, একইভাবে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ওর শরীরের ওপর। আমি ওর মসৃণ পিঠের দিকে তাকালাম, ওর কাঁধ, ওর বাহু, গলা, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট নিখুঁত একটা দেহ...

এখন আর আগের মতো বাতাসের উত্তাপ অনুভব করছি না, শরীরে যে জ্বালা অনুভব করছিলাম, সেটাও এখন আর নেই। কোন রকম ইতস্তত না করেই তোয়ালেটা শরীর থেকে খুলে ফেলে গাছের ওপর এ্যাডওয়ার্ডের কাপড়ের পাশে তা ঝুলিয়ে রাখলাম। সাদা আলোর ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। চাঁদের আলোয় আমার শরীরও এখন ওই সাদা বালির মতোই মনে হচ্ছে।

পানি পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার পায়ের শব্দটুকুও আমি শুনতে পেলাম না, কিন্তু আমার ধারণা ও ঠিকই শুনতে পেয়েছে। এ্যাডওয়ার্ড অবশ্য আমার দিকে ফিরে তাকাল না। আমি পানিতে পা ডুবালাম এবং দেখতে পেলাম যে, ও ঠিকই এই উষ্ণতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে—তুলনামূলকভাবে এই পানি অনেক উষ্ণ, অনেকটাই গোছলের পানির মতো। অদৃশ্য সাগর পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে সতর্কভাবে সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। অবশ্য এই সতর্কতা কোন কাজেই এলো না। এখানকার বালি অত্যন্ত মসৃণ এবং ক্রমশ তা ঢালু হয়ে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে নেমে গেছে। ওর পাশে এসে পৌঁছানোর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আমাকে রীতিমতো ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করতে হলো। অবশেষে পানিতে স্পর্শ করা ওর শীতল হাতটা মুঠোর ভেতর চেপে ধরতে পারলাম।

'অসম্ভব সুন্দর!' চাঁদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য না করে আমি পারলাম না।

'এটা খুবই স্বাভাবিক সৌন্দয্যের চাঁদ,' আমাকে মন্তব্যকে পাত্তা না দিয়ে ও সাথে সাথে জবাব দিল। ঘুরে এ্যাডওয়ার্ড সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকাল। ওর নড়াচড়ার কারণে, সাগরের পানি সামান্য আন্দোলিত হয়ে উঠল এবং তা এসে আমার শরীরে আঘাত করল। ওর সাদা বরফের রঙের মুখের ওপর চোখজোড়া রূপালী রঙের মনে হলো। আমার হাতটা চেপে ধরে যতটা সম্ভব ও পানির ওপর তুলে ধরল। উষ্ণ পানি এবং বাতাসের কারণে ওর শীতল হাত যদিও আমার মনে কোন আতঙ্কের সৃষ্টি করল না।

'কিন্তু 'অসম্ভব সুন্দর' কথাটা ব্যবহার করতে আমি মোটেও রাজি নই,' পূর্বের কথার রেস ধরে এ্যাডওয়ার্ড মন্তব্য করল। 'তুমি যেহেতু এখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেহেতু কোনভাবেই চাঁদ তোমার চাইতে সুন্দর হতে পারে না।'

আমি ম্লানভাবে হাসলাম, তারপর ওর বন্ধনমুক্ত হাতটা উপরের দিকে তুললাম—হাতটা এখন আমার মোটেও কাঁপছে না—এবং এটা তার বুকের ওপর স্থাপন করলাম। ওর হৃৎস্পন্দন আমি দিব্যি অনুভব করতে পারলাম। সাদার ওপর সাদা; ক্ষণিকের ভেতর একে-অপরের সাথে রঙটা মিশে গেল। আমার সামান্য উষ্ণ স্পর্শে ও একটু শিউরে উঠল। ওর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগাল।

'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা চেষ্টা করে দেখব,' ও ফিসফিস করে বলল, হঠাৎ মনে হলো খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'যদি যদি আমি ভুল কিছু করে থাকি, যদি

তোমাকে আঘাত করি, তুমি তাহলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে।'

ওর চোখের ওপর চোখ রেখে আমি আনমনাভাবে মাথা নাড়ালাম। ঢেউকে কাটিয়ে আরেক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর বুকের ওপর মাথা রাখলাম।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'আমরা সারাজীবন একে-অপরের হয়ে থাকব।'

মনের সত্য কথাটাই সরাসরি আমি ওকে জানিয়ে দিলাম। কথাটা জানানোর এটাই যে প্রকৃত মুহূর্ত আমি বেশ বুঝতে পারলাম।

ও দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল, খানিকটা টেনে নিয়ে একেবারে ওর দেহের সাথে মিশিয়ে ফেলতে চাইল—গ্রীষ্ম এবং শীত। মনে হলো আমার প্রতিটা শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হতে লাগল।

'চিরদিনের জন্যে,' ও আমাকে সমর্থন জানাল এবং তারপরই বড় একটা ঢেউয়ের আঘাতে বেশ খানিকটা পানির নিচে তলিয়ে গেলাম।

সূর্যের আলো পিঠের ওপর এসে পড়ায় গরমে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মধ্য সকাল অথবা দুপুরও হতে পারে। নিশ্চিতভাবে আমি কিছুই বলতে পারলাম না। যদিও সময় মতো সবকিছুই আমার পাশে হাজির হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছি, সে বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত—উজ্জল রঙে রাঙানো ঘরের সাদা বিশাল এক বিছানার ওপর শুয়ে আছি। উজ্জল সূর্যালোক খোলা দরজা পথে সরাসরি এসে পড়েছে এই বিছানার ওপর। তবে আকাশে মেঘ জমার কারণে সূর্যের আলো সামান্য ম্লান হয়ে এসেছে।

আমি চোখ বুঝেই থাকলাম। যত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনই হোক, আমি তাতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠি। বাইরে সাগরের ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ, আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দ, আমার হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি...

আমি বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম, এমনকি পিঠে সূর্যের তাপ এসে লাগার পরও, আমার তেমন কিছুই মনে হলো না। ওর শীতল শরীর সূর্যের তাপ থেকে আমাকে রক্ষা করছে—বলা চলে প্রতিষেধকের মতো ও আমার পাশে শুয়ে আছে। এ্যাডওয়ার্ডের গলা শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রেখে আমি চোখ বন্ধ করে থাকলাম, সবকিছুই আমার কাছে অতি স্বাভাবিক মনে হতে লাগল। এটা অবশ্য সত্য যে, গত রাতে আমি খুবই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। এখন সেগুলো চিন্তা করে আমার কাছে সবই হাস্যকর মনে হচ্ছে।

আমার মেরুদণ্ডের ওপর এ্যাডওয়ার্ড আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমি যে জেগে আছি ও আসলে ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

ও কোন কথাই বলল না; ওর আঙুলগুলো শুধু পিঠের ওপর ওঠা-নামা করতে লাগল। অবশ্য ওর আঙুলগুলো এমনভাবে ওঠা-নামা করতে লাগল, যেন আমার চামড়ায় স্পর্শ এড়াতে চাইছে।

'কি মজার ব্যাপার তাই না?' বিড়বিড় করে বলল এ্যাডওয়ার্ড। এখনো ও আমার পিঠে মৃদুভাবে টোকা দিয়েই যাচ্ছে। কেন জানি ওর কণ্ঠস্বর খানিকটা রুক্ষ শোনাল। তাছাড়া কথাটা ও বেশ গুরুত্ব দিয়েই বলেছে। গতরাতের ঘটনার প্রতিই যে ও ইঙ্গিত করছে, আমি বেশ বুঝতে পারলাম। গতরাতের ঘটনা মনে পড়তেই আমার মুখ এবং গলা রাঙা হয়ে উঠল।

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। আমি আবার হেসে ফেললাম। 'তুমি মানুষ হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।'

আমি অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আমার হাসির প্রতি সমর্থন জানাল না। ধীরে ধীরে, অনেকগুলো দুঃশ্চিন্তা এসে মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালাম; প্রথমে আমার চোখে যা পড়ল তা হলো, ফ্যাকাসে, একেবারে প্রায় রূপালী রঙের একজনের গলা—এ্যাডওয়ার্ডের গলা আমার চিবুক প্রায় স্পর্শ করে আছে। ও শক্তভাবে চোয়াল বন্ধ.করে রেখেছে। ওর মুখটা ভালোভাবে দেখার উদ্দেশ্যে কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে লাফিলে উঠলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমাদের মাথার উপরকার শামিয়ানার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। এমনকি ওর চমৎকার দেহাবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়েও আমার দিকে একবারের জন্যেও তাকাল না। ওর অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে দুঃখ পাওয়ার মতো মনে হলো—আমাকে কোন ধাঁধার ভেতর ফেলে আমার কাছ থেকে তার জবাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

'এ্যাডওয়ার্ড,' আমি ডাকলাম। অবশ্য গলায় তেমন জোর খুঁজে পেলাম না। 'এটা কি? কি হয়েছে তোমার?'

'তুমি আবার তা জিজ্ঞেস করছো?' রূঢ় কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল আমাকে।

প্রথমবারের মতো আমি বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলাম। এক ধরনের আস্থাহীনতা এসে ভর করল মনের ভেতর। কোথায় আমার ভুল হলো, কিছুই ভেবে বের করতে পারলাম না। যা যা ঘটেছে, তা নিয়ে প্রঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই স্মরণে আনতে পারলাম না।

চিন্তার কারণে কপালের ফুলে ওঠা রগগুলোর ওপর ও আঙুল বুলাতে লাগাল।

'তুমি কি চিন্তা করছ?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল এ্যাডওয়ার্ড।'

'তোমাকে খুবই হতাশ মনে হচ্ছে তুমি কোন কারণে মর্মাহত হয়েছ। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি কি ...?' কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ শেষ করলাম না।

ও চোখজোড়া খানিকক্ষণ বন্ধ করে রাখল। 'বেলা, তুমি এভাবে আমকে দুঃখ দিতে পারলে? সত্যি, ভাবতেও অবাক লাগে—বিষয়টা তুমি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করবে না।'

'দুঃখ দিয়েছি?' গলা চড়িয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম। কারণ স্বাভাবিকভাবেই ওর কথায় আমি খুবই অবাক হয়েছি।

ও ভুরু কুঁচকে তাকাল, ঠোঁটজোড়া এমন শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছে, যেন আমার সাথে আর কোন কথাই বলতে চায় না।

'একলাফে কিভাবে তুমি এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনিত হলে? তুমি ভেবে বসে আছো, বর্তমানে আমি যে রকম আছি, তার নাকি কোন পরিবর্তন হবে না।'

এ্যাডওয়ার্ড আবার চোখ বন্ধ করল। 'ও ধরনের কথা বন্ধ কর।'

'কোন ধরনের কথা?'

'তুমি যেভাবে আমাকে দানব বলে ভাবছ, আমি তা মোটেও সহ্য করতে পারছি না।'

'এ্যাডওয়ার্ড!' ফিসফিস করে বললাম। সত্যিই নিজেকে এখন আমার খুবই হতাশ মনে হচ্ছে। 'এ্যাডওয়ার্ড, তুমি কিন্তু মোটেও এভাবে কথা বলতে পার না।'

এই কথা বলার পরও ও চোখ খুলল না। মনে হলো ও আমাকে দেখতে চাইছে না।

'নিজেকে নিজে একবার জাহির করে দেখার চেষ্টা কর। তারপর বল আমি মোটেও কোন দানব নই।'

আহত, মর্মাহত—ওর মন্তব্য কোনভাবেই মেনে নিতে পারলাম না।

আমার কি হয়েছে? আমার চামড়ার ওপর যে বরফ শীতল অনুভূতি চেপে বসে আছে, তার কিছুই অনুভব করতে পারলাম না। আমি মাথা নাড়ালাম এবং মাথার ওপর থেকে সাদা কী যেন ঝড়ে পড়ল।

জিনিসটা আমি চিমটি দিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলাম।

'পালক দিয়ে আমি ঢেকে আছি কেন?' ইতস্তত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

ওর কণ্ঠ থেকে সরাসরি হতাশা ঝরে পড়ল। 'আমি হয়তো সামান্য একটা অথবা দু'টো বালিশের চাইতে বেশি কিছু নই! আমি যে কী, তা নিয়ে আর কোন কথাই বলতে চাইছি না।

'তুমি... তুমি সামান্য বালিশ মাত্র? কেন?'

'দেখ, বেলা!' ও প্রায় গুঙিয়ে উঠল। আমার একটা হাত ওর মুঠোর ভেতর চেপে ধরল—ওর ভেতর কোন ব্যস্ততাই লক্ষ করলাম না—খানিকবাদেই হাতটা আবার ছেড়ে দিল। 'ওটার দিকে তাকাও!'

এখন আমি বুঝতে পারলাম, এ্যাডওয়ার্ড আসলে কী বুঝাতে চাইছে।

কনুয়ের কাছে লেগে থাকা পালকের নিচে নীলচে একটা দাগ লক্ষ করলাম। দাগটা বেশ দীর্ঘ—কনুয়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে কাঁধের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা পাঁজরের দিকে নেমে এসেছে। বাম তর্জনি দিয়ে দাগটা মুছে ফেলার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। দেখলাম আঙুলের স্পর্শে দাগ ক্ষণিকের জন্যে মুছে যাচ্ছে বটে, কিন্তু আবার তা জেগে উঠছে। এক ধরনের আতঙ্কে আমার হৃৎস্পন্দন খানিকটা বেড়ে গেল।

সুতরাং হালকাভাবে ও আমাকে স্পর্শ করল। হাতের দাগগুলোর ওপর ওর হাতটা স্থাপন করল।

'ওহ্!' যন্ত্রণাটা সত্যিকার অর্থে ভেতরে চেপে রাখতে পারলাম না।

বিষয়টা আমি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম—এই যন্ত্রণা—কিন্তু কোনভাবেই স্মরণে আনতে পারলাম না। ও যখন আমাকে শক্তভাবে চেপে ধরেছিল, তখনকার কথা আমার কিছুটা মনে নেই। ওর হাতটাকে তখন আমার কাছে খুবই রুক্ষ মনে হয়েছিল। তবে এটাও সত্য, সে সময়ে আমিও চাইছিলাম, ও শক্তভাবেই আমাকে চেপে ধরে রাখুক। আর যখন ওভাবে ধরে রেখেছিল, মনে মনে সন্তুষ্টই হয়েছিলাম...

'আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত বেলা...,' আমার শরীরের কালশিরার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও ফিসফিস করে বলল। 'এই বিষয়ে আমার ভালোই ধারণা আছে। আমি কোনভাবেই—' অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বলল কথাটা। 'আমি যে কতটা দুঃখিত, তোমাকে তা বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

মুখ ঢেকে ও চুপচাপ বসে থাকল। বিস্মিতভাবে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকল না। চিন্তা করার ক্ষমতাই আমার হারিয়ে গেছে। এমনকি এই মুহূর্তে কী বলা উচিত, সেটাই খুঁজে পেলাম না। ওকে আমার কিভাবে বুঝিয়ে বলা সম্ভব? আমি যেভাবে চিন্তা করেছি, সেভাবে কি আমার পক্ষে তাকে সুখী করা সম্ভব?

আমি ওর বাহু স্পর্শ করলাম, কিন্তু ও কোন সাড়া দিল না। আমি কবজি চেপে ধরলাম, ওর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পাথরের মূর্তির মতো ওই শরীর থেকে হাতজোড়া একটুও নড়াতে পারলাম না।

'এ্যাডওয়ার্ড।'

ও একটুও নড়ল না।

'এ্যাডওয়ার্ড?'

কোন লাভ হলো না। সুতরাং এটা তার ইচ্ছেকৃত ছাড়া আর কিছুই নয়।

'আমি মোটেও দুঃখিত নই এ্যাডওয়ার্ড। আমি... এমনকি আমি এ বিষয়ে কিছু বলতেও চাই না। আমি খুবই সুখী কোন কিছুর বিনিময়েই এত সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। রাগ কর না। একেবারেই রাগ করবে না। আমি সত্যিকার ভাবেই—'

''চমৎকার' শব্দটা আর কখনো উল্লেখ করার চেষ্টা করবে না।' বরফ শীতল কণ্ঠে কথাটা বলল এ্যাডওয়ার্ড। 'তুমি যখন আমার মনের অবস্থা জানো না, তখন চমৎকার আছো কথাটা আর কখনোই দয়া করে ব্যবহার করবে না।'

'কিন্তু আমি চমৎকার আছি,' ফিসফিস করে আমার অনুভূতি জানালাম।

'বেলা,' মনে হলো ও প্রচণ্ড হতাশ। 'না বলবে না।'

'না, এ্যাডওয়ার্ড, তুমি এভাবে আমার মুখ বন্ধ রাখতে পার না।'

ও শূন্যে একবার হাত ছুড়ল। বরফ শীতল চোখে একবার আমাকে দেখে নিয়ে কি যেন বুঝে নেবার চেষ্টা করল।

'আমার এত সুন্দর অনুভূতি তুমি একেবারে নষ্ট করে ফেলতে পার না,' জোর দিয়ে আমি তাকে বললাম। 'আমি আসলেই খুবই সুখী।'

'আমি ইতোমধ্যে এটা ধ্বংস করে ফেলেছি,' ফিসফিস করে বলল ও।

'ওঠা মন থেকে মুছে ফেল!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

আমি ওর দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ শুনতে পেলাম।

'ওহ্!' রাগে আমি গোঁ গোঁ করে উঠলাম। 'তুমি এর ভেতর আমার মনের কথাগুলো পড়ার চেষ্টা করলে না কেন? তাহলে অন্তত তুমি মনে মনে স্বস্তি অনুভব করতে পারতে।'

ও চোখ বড়বড় করে আবার আমার দিকে তাকাল।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো। সেটা আর নতুনভাবে বলার প্রয়োজন হয়নি।'

'কিন্তু আজকে তো আর পড়ে দেখোনি।'

'আজকে আবার নতুনভাবে কিছু বলার আছে কি?' সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল।

হতাশ ভঙ্গিতে আবার ও হাত নাড়াল। পাঁজরের ভেতর এক ধরনের ব্যথা অনুভব করলেও, আমি তাকে মোটেও পাত্তা দিলাম না। বরং ওর বুকের ওপর বেশ জোরেই একটা চাপড় মারলাম। 'কারণ, আজ যদি তুমি আমার মনের কথাগুলো পড়তে, তাহলে আর অযথা এই রাগ নিয়ে বসে থাকতে না। অথবা মিনিট পাঁচেক আগে যে রকম ব্যবহার করলে, তাও করতে না। আমি সত্যিকার অর্থেই সুখী।'

'তুমি আমার প্রতি খুব রেগে আছো।'

'আমার রাগ করার অধিকার আছে। আমি রাগ করাতে তোমার কি খুব ভালো লাগছে?'

ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। 'না! মনে হয় না ভালোলাগার মতো কোন ঘটনাই আমার জীবনে ঘটতে পারে!'

'ওটাই হচ্ছে আসল কথা,' আবারো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'আমার রাগ করার এটাই হচ্ছে আসল কারণ। এ্যাডওয়ার্ড, তুমি আমার আনন্দ করার ধ্বনিটুকুও কেড়ে নিয়েছ।'

ও চোখ পাকিয়ে ইতস্ততভাবে মাথা ঝাঁকাল।

আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম। নিজেকে এখন আমার খুবই অসহায় মনে হচ্ছে, কিন্তু অসহায়বোধ হলেও আমার খুব একটা খারাপ লাগল না। একবার ভার-উত্তোলনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম রেনে'র সাথে। শারীরিক দিক থেকে ও কতটা সোজা তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। প্রতি হাতে দশ পাউন্ড ওজন নিয়ে পয়ষট্টি সেকেন্ড নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছিলাম। পরদিন আমার স্বাভাবিক হাঁটার ক্ষমতাটুকুও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন সেদিনের কষ্ট আজকের তুলনায় অর্ধেক মনে হচ্ছে।

আমার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে, কণ্ঠস্বরকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম।

'আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি, যতই বিষয়টা নিয়ে ঘাটাঘাটি করব, ততই তিক্ততা বাড়তে থাকবে। আমার ধারণায় এর চাইতে লজ্জাজনক আর কিছুই হতে পারে না। আর এর থেকে কোন শুভ ফলাফল আমরা পেতে পারি না।'

কনুয়ের কাছে হাত বুলাতে বুলাতে কথাগুলো বললাম আমি। 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাদের চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে বোধহয় আমরা কিছুই জানি না। আমরা দু'জনেই বোধহয় বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সামান্য একটু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে—'

'বিস্ময়াভিভূত? বেলা, তুমি কি এমন কিছুই আশা করেছিলে? তুমি তাহলে আগে থেকেই ধারণা করেছিলে এমন বিব্রতকর কিছু একটা ঘটবে?'

আমি অপেক্ষা করে থাকলাম, ও আসলে কী জবাব দেয় তা শুনতে চাইলাম। এরপর ওর নিঃশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চোখ-মুখ দেখে যখন মনে হলো ও কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে, আমি তখন জবাব দেবার জন্যে মুখ খুললাম।

'ঠিক জানি না, আমি কি আশা করেছিলাম—তবে কীভাবে আশা করতে হবে তা অবশ্য জানা ছিল না... কীভাবে জানি না... আমি শুধু চেয়েছিলাম, সবকিছু যেন সমাধা হয়।' আমার কণ্ঠ থেকে জোড়াল শব্দের পরিবর্তে ফিসফিস করে শব্দ বেরুতে লাগল। ওর ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার হাতটা নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। 'আমি বলতে চাইছিলাম, তোমার জন্যে বিষয়টা কতটা মধুর হবে, তা জানি না, কিন্তু আমার জন্যে বিষয়টা মধুর হোক এমনই কামনা করেছিলাম।'

একটা শীতল আঙুল আমার থুতনি তার দিকে ঘুরিয়ে নিল।

'এই কারণে তুমি ভীত হয়ে পড়েছ?' দাঁতের ফাঁক দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড হিসহিস করে বলল কথাটা। 'কিন্তু আমার আনন্দের কারণে নিশ্চয়ই এমন কিছু করিনি।'

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। 'আমি জানি এটা একই বিষয় নয়। তুমি মানুষ নও। আমি শুধু ওই টুকুই বুঝানোর চেষ্টা করছিলাম, এর চাইতে মধুর জীবন আর কিছুতেই হতে পারে না।'

অবশেষে ও দীর্ঘ সময় নিয়ে চুপ করে থাকল। এই দীর্ঘ সময় শুধু আমি তাকিয়েই থাকলাম। ধীরে ধীরে ওর চেহারা স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল।

'মনে হচ্ছে আমাকে এ বিষয়ে প্রচুর কৈফিয়ত দিতে হবে।' ও ভুরু কুঁচকালো। 'সত্যিই আমি স্বপ্নেও এমন কল্পনা করিনি...

আমি ঠোঁট উল্টালাম। 'আসলেই? আমার ভালোর উদ্দেশেই তুমি সবকিছু করছো?' হালকা কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড দু'হাতে আমার মুখ চেপে ধরল। 'তোমার পর আমি কার্লিসলের সাথে কথা বলেছি—আমাদের বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি। আশা করছি উনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। অবশ্যই তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, এ বিষয়টা তোমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।' ওর ভেতর আমি অন্য এক ধরনের অভিব্যক্তি লক্ষ করলাম। 'যদিও কার্লিসল আমাকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—সেই যোগ্যতা আছে বলেই তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন।'

আমি এক নাগাড়ে অভিযোগ জানিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু আমি কোন মন্তব্য করার আগেই আমার ঠোঁটের ওপর ও দু'আঙুল চেপে ধরে আমাকে চুপ করিয়ে দিল।

'আমিও তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি কী আশা করতে পারি। আমি জানি না, কিসে আমার ভালো হবে... ভ্যাম্পায়ার হয়ে ওঠার পর আমার কী হবে।' ও নিরুৎসাহের ভঙ্গিতে হাসল। 'কার্লিসল আমাকে বলেছেন এটা অতি প্রগাঢ় বিষয়—নিজের অস্তিত্ব বিকিয়ে দেবার মতো একটা বিষয়। উনি আমাকে বলেছেন যে, দৈনিক ভালোবাসাকে আমার মোটেও দেখা উচিত নয়। আমাদের যে সামান্যতমও পরিবর্তন আসবে, তা অতি ধীরে ধীরে। এরপর যে আবেগের সৃষ্টি হবে তা স্থায়ী রূপ নিবে। কিন্তু এটাও বলেছেন, ওই বিষয়ে আমার উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই—ইতিমধ্যে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ফেলেছ।' এই মুহূর্তে ওর হাসিটা আমার কাছে বিশেষ অর্থবোধক মনে হলো।

'আমার ভাইয়ের সাথেও আমি কথা বলেছি। ওরা বলেছে বিষয়টা নিঃসন্দেহে স্বস্তি দায়ক। দ্বিতীয়ত শুধু মানুষের রক্তপান করতে হবে।' ওর কপালে আমি একটা ভাঁজ লক্ষ করলাম। 'কিন্তু আমি তোমার রক্তের স্বাদ গ্রহণ করেছি, এবং তাতে আমি কার্যকরী কিছু খুঁজে বের করতে পারিনি... আমার মনে হয় না ওরা ভুল কিছু বলেছে, শুধু ওটা আমাদের চাইতে একটু আলাদা মাত্র। এর চাইতে বেশি কিছুও হতে পারে।'

'এটা বেশি কিছু। এটা সবকিছুই।'

'কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ভুল বিষয়ও সুদ্ধ হয়ে যাবে। এমনকি এভাবে যদি তুমি স্বস্তি অনুভব করো তাতেও।'

'এর মাধ্যমে তুমি কি বুঝাতে চাইছ? তুমি কি মনে করছ আমি সব মেনে নেব? কেন?'

'আমার অন্যায়কে মুছে ফেলার জন্যে। বেলা, আমি সমস্ত প্রমাণগুলোকে অস্বীকার করতে পারি না। অথবা আমি যখন কোন ভুল করতে যাব, তখন তোমার ইতিহাসকেও পাশে সরিয়ে রাখতে পারব না।'

ওর মুখটা চেপে ধরে আমার মুখের কাছে টেনে আনলাম। বর্তমানে আমাদের মুখের ব্যবধান মাত্র ইঞ্চি খানিকের। 'আমার কথা শোনো এ্যাডওয়ার্ড কুলিন। তোমার জন্যে

কখনোই আমি মিথ্যে ভান করতে যাবো না, বুঝতে পারলে? তুমি যদি সবকিছুতেই হতাশগ্রস্ত হও, আমার মনে হয় না আমার পক্ষে তোমাকে সুখি করা সম্ভব। জীবনে কখনোই আমি তেমনভাবে সুখী হতে পারিনি—আমি তোমার কাছ থেকে এমন ভালোবাসা আশা করিনি, যেখানে বাঁচিয়ে রাখার বদলে আমাকে তুমি মেরে ফেলতে চাও, অথবা প্রথম দিন সকালে যখন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং তোমাকে আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তখনও নিজেকে আমার সুখী মনে হয়নি... যখন তোমাকে ব্যালে স্টুডিওতে দেখলাম, তখনও নয়।'—ও সেই শিকারি ভ্যাম্পায়ারের কথা বোধহয় স্মরণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি থামলাম না—অথবা যখন তুমি বললে 'আমি করব' এবং আমি যেভাবেই হোক বিষয়টা বুঝতে পারলাম, সারা জীবনের জন্যে তোমাকে আমি ধরে রাখতে চাইলাম। আমার কাছে ওগুলোই সবচেয়ে সুখস্মৃতি এবং এটার সাথে কোন কিছুকেই তুলনা করতে পারব না। সুতরাং এটাকেই আমি আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই।'

দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে এ্যাডওয়ার্ড স্পর্শ করল। 'আমি তোমাকে এখন মোটেও সুখী করতে পারছি না। তবে মোটেও আমি তা চাইনি।'

'তুমিও নিশ্চয়ই অসুখী হতে চাওনি। এখানেই আসলে আমাদের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।'

ওর চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠল, এরপর ও গম্ভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়াল। 'তুমি ঠিকই বলেছ। অতীত আসলে অতীত-ই এবং কোন কিছুর মাধ্যমেই আমি এর পরিবর্তন আনতে পারব না। তোমার মন বিষণ্ন হয় এমন কিছুই আসলে করব না—যা কিছু করব তাতে তুমি সুখিই হবে।'

আমি অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমার দিকে তাকিয়ে ও মিষ্টি করে হাসাল।

'কতদিন আমি এই সুখ ধরে রাখতে পারব?'

আমি প্রশ্নটা করার সাথে সাথে পেটের ভেতর কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

'তুমি খুবই ক্ষুধার্ত।' সম্ভবত ও আমার প্রশ্ন এড়াতে চাইল। ও খুব দ্রুত বিছানা থেকে নেমে পড়ল—এতে দ্রুত, মনে হলো যেন বাতাসে এক সাদা পালক উড়ে গেল। হঠাৎ আমার কথাটা মনে পড়ে গেল।

'তো, তুমি ওই এসমে'র বালিশ নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কেন?' বিছানার ওপর উঠে বসে মাথা ঝাঁকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

ইতিমধ্যে ও একটা খাকি রঙের প্যান্ট পরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, চুলগুলো ঝাড়তেই ওর মাথা থেকেও খানিকটা পালক ঝরে পড়ল।

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না, গতরাতে এধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিনা।' ও বিড়বিড় করে বলল। 'আমাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, এটা বালিসই ছিল, তুমি ছিলে না।' ও গম্ভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। মনে হলো, মাথার ভেতর জট পাকানো চিন্তাগুলোকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আবার ওর মুখে মিষ্টি হাসি দেখতে পেলাম, তবে মনে হলো মুখে এই হাসি আনতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে।

উঁচু বিছানার ওপর সোজা হয়ে শোয়ার চেষ্টা করলাম, এবার অনেক সাবধানে। ক্ষতস্থানে ঘষা লেগে যেন যন্ত্রণা বৃদ্ধি না পায়, সেই ভুল আর করতে চাইলাম না। আমি

ওর গভীরভাবে শ্বাস নেবার শব্দ শুনতে পেলাম। ও ঘুরে দাঁড়াল, হাত মুঠো পাকানো, আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে আছে।

'আমি কি ওই ভয়ংকর রূপ দেখতে পারি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, যতটা সম্ভব কণ্ঠস্বরকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। মনে হলো ওর নিঃশ্বাস আটকে গেছে, কিন্তু ও আমার দিকে ঘুরে তাকাল না, সম্ভবত আমার কাছ থেকে ওর অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করল। নিজেকে দেখার জন্যে আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

দরজার পেছনে লাগানো পূর্ণাকার আয়নায় আমার নগ্ন দেহ দেখলাম।

আমাকে নিঃসন্দেহে খুবই কুৎসিত দেখাচ্ছে। চিবুকের একটা হাড়ের ওপর হালকা এক ধরনের দাগ পড়েছে এবং ঠোঁট বেশ খানিকটা ফুলে উঠেছে। তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় মুখ অনেক সজিব দেখাচ্ছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ দেহ যে নীল এবং লালচে বেগুনী রঙে রাঙানো হয়েছে। দেহের এই কালশিরার মনোযোগ দিলাম—বাহু এবং কাঁধের কাছের এই দাগকে লুকানো বেশ কষ্টকর। তবে এগুলোর কারণে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না। আমার চামড়ার দাগগুলো স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে। এরই মাঝে কালচে একটা দাগ লক্ষ করলাম, কিন্তু ঠিক বুঝতে পাললাম না, কীভাবে এই দাগের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও মনে হচ্ছে দাগগুলো চুলগুলোর দিকে তাকাতেই অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এলো আমার মুখ থেকে।

'বেলা?' আমার মুখ থেকে অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আমার পেছন থেকে এ্যাডওয়ার্ডের ডাক শুনতে পেলাম।

'আমি কোনভাবেই এগুলো আমার মাথা থেকে সরাতে পারব না!' আমার দিকে ইঙ্গিত করে কথাটা বললাম আমি। আমার চুল দেখে মনে হচ্ছে যেন পাখির বাসা। চুল থেকে একে একে পালকগুলো সরাতে লাগলাম।

'তোমার চুল নিয়ে তুমি বিব্রত,' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল, কিন্তু ও একেবারে আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। চুল থেকে আমার চাইতেও অনেক দ্রুত পালকগুলো সরাতে লাগল।

'আমার এই অবস্থা দেখে কীভাবে হাসি চেপে রেখেছে তা ভেবে বেশ অবাক হচ্ছি! নিঃসন্দেহে আমাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে?'

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না। ও এখন শুধু পালকগুলো বাছতেই ব্যস্ত। অবশ্য তার কী উত্তর হতে পারে সেটাও আমার জানা—এই মুহূর্তে ও মজা পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই।

'এভাবে বোধহয় না কোন কাজ হবে,' মিনিট খানিক পর আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। 'এগুলোর সবই শুকিয়ে গেছে। না ধুলে মাথা থেকে এগুলোকে কোনভাবেই ছাড়াতে পারব না। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। দু'বাহু দিয়ে ওর শীতল বুকটা জড়িয়ে ধরলাম। 'তুমি কি আমাকে এরপরও সাহায্য করতে চাও?'

'এর চাইতে তোমার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলেই বোধহয় ভালো হবে,' শান্ত কণ্ঠে ও বলল এবং খুবই ভদ্রোচিতভাবে আমার দু'হাত ওর বুক থেকে ছাড়িয়ে নিল। আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভেবে আমি খুবই হতাশ হলাম, ও খুব দ্রুত চলে গেল।

মনে হলো এখানেই বুঝি আমার হানিমুন শেষ হয়ে গেল।

যখন আমি নিজেকে প্রায় পালক মুক্ত করতে এনেছি বলে মনে হলো, তখন সাধারণ একটা সাদা রঙের পোশাক পরে নিলাম। পোশাকের ওপর বেগুনী রঙ লাগানো। এ কারণেই আসলে পোশাকটাকে সাধারণ এবং বিশ্রি দেখাচ্ছে। খালি পায়ে যখন প্যাড লাগানো স্লীপার গলাচ্ছি, তখনই আমার নাকে ডিম এবং চিজ নিয়ে ভাজা বেকনের গন্ধ নাকে এসে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ডকে স্টেইনলেস স্টিলের স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। হালকা নীল রঙের প্লেটের ওপর ওমলেট সাজিয়ে ও কাউন্টারের কাছে অপেক্ষা করছে। খাবারের গন্ধে আমি বিমোহীত হয়ে পড়লাম। মনে হলো শুধু ওমলেটই নয়, প্লেট এবং ফ্লাইং প্যানও আমি গিলে ফেলবো। পেটের ভেতর রীতিমতো আমার ছুঁচো নাচানাচি শুরু করেছে।

'এখানে!' ও বলল। যখন আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ওর মুখে মিষ্টি হাসি ঝুলে থাকতে দেখলাম। ছোট একটা টেবিলের ওপর এ্যাডওয়ার্ড আমার উদ্দেশ্যে খাবার পরিবেশন করল।

টেবিলের সামনে পাতা দুটো স্টিলের চেয়ারের একটাতে আমি বসলাম এবং সাথে সাথে টুকরো করে কাটা ডিম মুখে পুরলাম। গরম ডিম মুখে দেবার কারণে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলাম, কিন্তু মোটেও এতে পাত্তা দিলাম না। 'মাঝে মাঝে অবশ্য তোমাকে অতিরিক্ত খাবারের জোগান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

খাবারটুকু গিলে নিয়ে ওকে আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। একদিক থেকে তোমার উপকারই হয়েছে এতে। একজনকে অন্তত সন্তুষ্ট রাখতে পেরেছি যে মোটেও খাদ্য গ্রহণ করে না।'

'ফুড নেট ওয়ার্ক,' ও বলল, অনেকক্ষণ বাদে আবার আমি ওর প্রিয় হাসি মুখটা দেখতে পেলাম।

আমি এটা দেখে বেশ আনন্দ অনুভব করলাম—আনন্দ এ কারণে যে, অনেকক্ষণ বাদে ও আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে—ওর চিরন্তন স্বাভাবিক অবস্থায়।

'ডিমগুলো এলো কোথা থেকে?'

আমি সবটুকু খাবারই শেষ করলাম। এতগুলো খাবার যা দু'জনের জন্যে যথেষ্ট।

'ধন্যনাদ তোমাকে,' আমি বললাম। টেবিলের ওপর ঝুঁকে ওকে আমি চুমু খেলাম। পাল্টা আমাকেও ও চুমু খেল। কিন্তু সাথে সাথেই আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

রাগে আমি দাঁতে দাঁত চাপলাম। অভিযোগের ভঙ্গিতে বললাম, 'আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে মোটেও স্পর্শ করবে না। তুমি বুঝতে পারলে আমার কথা?'

এ্যাডওয়ার্ড খানিকটা ইতস্তত করল, তারপর আমার চিবুকের ওপর আলতোভাবে কামড় দিল। চিবুকের ওপরকার ওর স্পর্শের রেস যেন অনেকক্ষণ চিবুকে লেগে রইল।

'তুমি কিন্তু বেশ ভালোভাবেই জানো, মোটেই আমার তেমন কোন ইচ্ছে নেই।'

ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। 'আমি জানি যে, তুমি ঠিকই বলেছ।' ও একটু থামল। মুখ তুলে সরাসরি আমার দিকে তাকাল। তারপর আবার সেই আগের মতোই শান্ত

কণ্ঠে বলল। 'তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিবর্তিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ভেতর কোন সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। আমি আবার তোমাকে মোটেও কষ্ট দিতে চাই না।'

ছয়

আইল এসমে-তে বিনোদনই আমার মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। পাথরে পাহাড়ের চূড়ার পাশ থেকে যে ছোট জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, ওখানে আমরা ঘুরে বেড়ালাম। দ্বীপের একেবারে দক্ষিণের ঝোঁপগুলোর ওপর উড়ে আসা টিয়ে পাখিগুলো দেখলাম। পশ্চিমের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যাস্ত দেখলাম। উষ্ণ এবং ঘোলা পানিতে সাঁতারে বেড়ানো শুশুকের সাথে খেলা করলাম। অথবা বলা যেতে পারে, শুশুকগুলোর সাথে খেলা করার চেষ্ঠা করলাম। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড পানিতে নামার সাথে সাথে ওগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হলো ওগুলোর কাছাকাছি হাঙ্গর এসে হাজির হয়েছে।

আমি জানি কী ঘটতে চলেছে। ও আমাকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে—দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা, যেন আমি অহরহ যৌন বিষয়ক কোন কথা তুঁলতে না পারি।

প্রতিরাতে ডিনার শেষ করার পর, প্রতিরাতেই আমার খাবারের প্লেট টেবিলের ওপর পড়ে থাকল; একবার তো আমি টেবিলের ওপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লাম এবং ও আমার ঘুমন্ত দেহটা বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজনের তুলনায় এ্যাডওয়ার্ড ইদানিং সবসময়ই অতিরিক্ত খাবার তৈরি করছে। কিন্তু আমিও অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত হয়ে থাকছি সবসময়—নিয়মিত সাঁতার কাটার কারণে কিংবা পাহাড়ে ওঠার কারণে আমার ক্ষুধা আগের চাইতে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। আর এই ক্লান্তির কারণে সন্ধ্যার পর চোখ খুলে রাখাই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর সবকিছু চলছে পরিকল্পনা মাফিক।

সপ্তাহ খানিক কিংবা এর দিন কয়েক বাদে দ্বীপটা আমাদের মুখস্ত হয়ে গেল, তবুও এর সবই মেনে নিতে বাধ্য হলাম। এধরনের বিষয় ইতোপূর্বে আমাদের বেশ কাজে এসেছে।

বর্তমানে আমি নীল রঙের ঘরটাতে ঘুমাচ্ছি। আগামীকালের আগে ক্লীনিং ক্রু আসার কোন সম্ভাবনাই নেই, এবং এ কারণে সাদা ঘরের মেঝের ওপর এখনও সাদা বরফের মতো পালকের আবর্জনা জমে আছে। এই নীল ঘরটা তুলনামূলক অনেক ছোট। বিছানটাও ছোটখাটো, রুমের সাথে সম্পূর্ণ মানানসই। দেয়ালগুলো গাঢ় রঙের প্যানেলগুলো তৈরি করা হয়েছে কাঠ দিয়ে এবং অন্যান্য অংশগুলো নীল সিল্কের কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো।

রাতে ঘুমানোর সময় এলিসের সংগ্রহ করা অন্তর্বাসগুলোর কিছু আমি ব্যবহার করলাম—এগুলোর সাথে ওই বিকিনিও চলে এসেছে। আমি অবাক হলাম, এলিস কী ভেবে এধরনের একটা পোশাক আমার জন্যে নির্বাচন করল। আমি বিকিনি পরে সাঁতার কাটছি, আর সেইদৃশ্য এলিস কল্পনা করছে, এমন ভাবতেই আমি মারাত্মক বিব্রতবোধ

করলাম।

হাতির দাঁতের রঙের ম্যাড়ম্যাড়ে সাদা রঙের সার্টিনের পোশাকটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলাম। আমার দেহের সাদা রঙের সাথে পোশাকের রঙের মধ্যে যে বিসদৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে খানিকটা খারাপই লাগল। কিন্তু এখন যা কিছু পেয়েছি, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মনে হয় না এ্যাডওয়ার্ড কিছুই খুঁজে বের করতে পারবে। অন্তত: এটা মনে থাকার কথা নয় ঘামের গন্ধ লাগানো এই পোশাকই আমি বাড়িতেই ব্যবহার করতাম।

কালশিরাগুলোর অবস্থা এখন অনেকটাই ভালো—অনেকগুলো স্থানে হলদেটে রঙ ধারণ করেছে আর বাকি অংশগুলোয় দাগের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না—নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আবার আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। তবে কালচে রঙের যে দাগ নজরে এসেছিল সেটা আর নতুন করে দেখার চেষ্টা করলাম না। স্নায়ুর ওপর নতুন করে আর চাপ না বাড়িয়ে বেডরুমে ফিরে গেলাম।

আমাকে দেখে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে এ্যাডওয়ার্ডের চোখজোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। অবশ্য ও অল্পক্ষণের ভেতরই নিজেকে সংযত করে নিতে পারল। সামান্য ক্ষণের জন্যে হলেও ওর অভিব্যক্তি দেখে আমার বেশ ভালো লাগাল।

'তুমি কি চিন্তা করছ?' ও সবদিক থেকে আমাকে দেখার চেষ্টা করতে দেখে প্রশ্ন করলাম।

ও তার গলা পরিস্কার করে নিল। 'তুমি খুবই সুন্দরী। তুমি সব সময়ই সুন্দরী থাকবে।'

'ধন্যবাদ।' সামান্য বিরক্ত কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম।

প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও দ্রুত নরম বিছানায় উঠে বসলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু সবকিছু নিত্যকার নিয়মের মতোই মনে হলো—ওর শীতল শরীরের সান্নিধ্য ছাড়া অতিরিক্ত গরম অনুভব করতে লাগলাম। এধরনের গরমে আমার পক্ষে ঘুমানো সত্যিই কষ্টকর।

'তোমার সাথে আমি একটা বোঝাপড়া করতে চাই,' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললাম আমি।

'তোমার সাথে আমি কোন বোঝাপড়াই করতে চাইছি না,' সাথে সাথে ও জবাব দিল।

'তুমি কিন্তু আমার প্রস্তাব না শুনেই জবাব দিচ্ছ।'

'তাতে কিছু যায় আসে না।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। 'ফাজলামি নয়। আমি আসলেই কিছু একটা বলতে চাইছিলাম... ওহ্, ঠিক আছে, বাদ দাও ওসব!'

ও চোখ পাকালো। মিনিট খানিক আমি চুপ করে থাকলাম। দীর্ঘ সময় নিয়ে আমি কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে চাই না।

'ঠিক আছে। তুমি কী বলতে চাইছিলে বলে ফেল।'

সেকেন্ড কয়েক আমি দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকলাম, জোর করে মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করলাম। আমি অবশ্য একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে, ও একতরফাভাবে কিছু করার চেষ্টা করবে না। ওকে কিছু দেবার সুযোগ আশা করি অবশ্যই পাবো।

'ভালো কথা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি... আমি জানি যে, ডার্টমাউথের ঘটনাগুলোকে এক ধরনের কভার স্টোরি হিসেবেই নিয়েছি, কিন্তু সত্যি বলতে—এক সেমিস্টার বাদ পড়লে বোধহয় না আমি মারা পড়ব,' ওর বলা কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলাম। যখন আমাকে ও ভ্যাম্পায়ার বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, এধরনের কথাই ও আমাকে শুনিয়েছিল। 'ডার্টমাউথের কাহিনী শুনে নিঃসন্দেহে চার্লি এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করবে। এখন পর্যন্ত ঘটনাগুলোকে কোনভাবে মাথায় খেলাতে পারছি না। এখন পর্যন্ত... যাহাই আঠারো, তাহাই উনিশ। এই দুইয়ের ভেতর খুব একটা পার্থক্য নির্নয় করা সম্ভব নয়। আগমী বছর কুঁচকানো চামড়া নিয়ে নিশ্চয়ই আমার পক্ষে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়।'

অনেকক্ষণ ও একেবারে চুপ করে থাকল। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তোমাকে সম্ভবত মানুষ হয়েই থাকতে হবে।'

আমার জিহ্বা জড়িয়ে এলো, মনে হলো ও আমাকে ডুবে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে।

'কেন তুমি আমাকে এধরনের একটা অনুরোধ জানাচ্ছ?' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে কথাগুলো বলল এ্যাডওয়ার্ড। হঠাৎ ওর কণ্ঠস্বর ক্রুদ্ধ শোনাল। 'এগুলো বাদ না দিলে সবকিছু কি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে না? ও দীর্ঘ একটা ফিতা মুঠোয় চেপে ধরে রেখেছে। ওটা আমার উরুর ওপর প্যাঁচিয়ে দিল। খানিকক্ষণের জন্যে মনে হলো, ফিতার দুই প্রান্ত শক্তভাবে গিঁট দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখবে। কিন্তু এরপরই ওর হাতজোড়া স্বাভাবিক হয়ে গেল। 'এটা কোন ব্যাপারই হতে পারে না। তোমার সাথে এগুলো বিষয়ে কোন সমঝোতাই হতে পারে না।'

'আমি কলেজে যেতে চাই।'

'না, তোমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি কোনভাবেই নতুন করে তোমার জীবন বিপন্ন হতে দিতে পারি না। ও দুর্দশার কারণে তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।'

'কিন্তু আমি যেভাবেই হোক যেতে চাই। ভালো কথা, কলেজে নাই বা গেলাম—তবে আমার মানব জীবন দীর্ঘায়িত করতে চাই।'

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল। 'বেলা, তুমি আমাকে পাগল করে ফেলতে চাইছ। আমাদের ভেতর এবিষয়ে এর আগে কি শত-সহস্রবার তর্ক-বিতর্ক হয়নি? ভ্যাম্পায়ার হয়ে ওঠার ব্যাপারে তুমি মোটেও দেরি করতে চাইছিলে না, নাকি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু এখন আমি আরও দীর্ঘ সময় মানব জীবন কাটাতে চাই। এর আগে কারণটা আমার মনে আসেনি।'

'কি সেটা?'

'অনুমান করো,' বালিশ ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে ওকে একটা চুমু খেয়ে প্রশ্ন করলাম।

ও আমার শরীরের পেছন দিকে চুমু খেল। কিন্তু ও চুমু খেলেও মনে হলো না এতে আমার জয় হয়েছে। আমার অনুভূতিতে যেন আঘাত না লাগে, তার জন্যেই যে ও এমন করছে আমি তা বুঝতে পারলাম। এই মুহূর্তে নিজেকে ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে নিতে

পেরেছে। অত্যন্ত ভদ্রোচিতভাবে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রাখল।

'বেলা, তুমি সম্পূর্ণভাবে মানুষ হয়েই আছো। তোমার শরীরের হরমনের কারণে সমস্ত মানবীয় গুণাবলিই এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।' ও মুচকি হাসল।

'এ্যাডওয়ার্ড ওটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। মানুষ হয়ে থাকার বিষয়টাকেই আমি বেশি প্রাধান্য দিতে চাচ্ছি। আমার বর্তমান অবস্থা থেকে মোটেও আমি বিচ্যুত হতে চাইছি না।'

আমাকে হাই তুলতে দেখে ও আবারও একবার হাসল।

'তুমি খুবই ক্লান্ত। আমার ভালোবাসা, তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়।' প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পর ও আমাকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়েছিল।

'আমি ভেবেই পাচ্ছি না, এত ক্লান্ত হলাম কীভাবে। আপন মনে আমি বিড়বিড় করে বললাম।' অবশ্য আমার ক্লান্ত হওয়ার ব্যাপারটা তোমার এক্তিয়ারের ভেতর আসে না।

আমার দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে ও গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগল।

'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ফলে আমার ভালো ঘুম হবে, এমনই ভাবছ তুমি।

গুনগুন করে গাওয়া গান এ্যাডওয়ার্ড মাঝ পথেই থামিয়ে দিল। 'বেলা, তুমি এখন মৃত মানুষের মতো ঘুমাবে। ঘুমানোর আগে আমি যতক্ষণ এখানে উপস্থিত আছি, তুমি একটা কথাও বলার চেষ্টা করবে না। নাক ডাকিয়ে ঘুম নয়, কোমাতে চলে গেলে মানুষ যেভাবে ঘুমায়, তুমিও সেভাবে ঘুমাবে।'

নাক ডাকিয়ে ঘুমানোর প্রসঙ্গ আমি বাদ দিলাম। আমি কখনো নাক ডাকাই না। 'আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃংঙ্খল নয় কি? এটাই দুর্ভাগ্য। দুঃস্বপ্ন দেখলে আমি সমস্ত বিছানায় গড়াগড়ি খেতে থাকি। দুঃস্বপ্ন দেখলে চিৎকারও করি।'

'তুমি কোন বিষয় নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখো?'

'বিবিধ বিষয় নিয়ে। ওগুলো দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি।' আমি আবারও হাই তুলে বললাম। 'বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, আমাকে ওগুলোর জ্বালাতন সহ্য করতে হবে সারারাত।'

'ওরা কি করে তোমার সাথে?'

'অনেক কিছু—কিছু জানো? প্রতিদিনকার কাজগুলো একই রকমের। রঙের কারণেই এমন মনে হয়।'

'রঙের কারণে?'

'সবই উজ্জল রঙের এবং একেবারে বাস্তব ধর্মী। যখন স্বপ্ন দেখি, তখন ঠিকই বুঝতে পারি যে, আমি স্বপ্ন দেখছি। এইসব কারণে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না যে ঘুমাচ্ছি কিনা। এ কারণে অবশ্য ওরা ভয়ও পেয়ে যায়।'

ওকে আবার কথা বলার সময় বেশ বিরক্ত মনে হলো। 'কিসে তোমায় ভয় দেখায়?'

আমি খানিকটা বিব্রতবোধ করলাম। 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে...' আমি ইতস্তত করলাম।

'বেশির ভাগ ক্ষেত্রে?' সাথে সাথে ও জানতে চাইল।

ঠিক জানি না কেন, দুঃস্বপ্নের ভেতর শিশুটা এসে যে জ্বালাতন করে, আমি বিষয়টা তাকে বলতে চাইলাম না; ওই নির্দিষ্ট আতংকটাকে আমার গোপনীয় বিষয় হিসেবেই

রেখে দিতে চাইলাম। সুতরাং ওকে বিষদ বর্ণনা না দিয়ে, সামান্য একটু ধারণা দিলাম মাত্র। নিঃসন্দেহে ওই টুকুই, আমাকে কিংবা যে কাউকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট।

'ভল্টারি,' ফিসফিস করে বললাম আমি।

ও আমাকে আরও শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল। 'ওর আর মোটেও আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। তুমি দ্রুত অমরত্ব লাভ করতে যাচ্ছ, সুতরাং আমাদের বিরক্ত করতে আসার কোন কারণই আমি দেখতে পারছি না।'

আমাকে যন্ত্রণা মুক্ত করার সুযোগ দিলাম ওকে। আমাকে ভুল বুঝছে দেখে আমি খানিকটা অপরাধ বোধও অনুভব করলাম। রাতের দুঃস্বপ্নগুলো সত্যিকার অর্থে ও রকম নয়। বিষয়টা এমনও নয় যে, আমি শুধুমাত্র আমাকে নিয়েই ভয় পাই—আমার ভয় ওই ছেলেটাকে নিয়ে।

প্রথম রাতের স্বপ্নে যে ছেলেটাকে দেখেছিলাম ও আসলে সে নয়—রক্ত চক্ষুর একজন ভ্যাম্পায়ার বালক একগাছা মৃতদেহের ওপর বসে আছে। ওই মৃত দেহের সবাই আমার ভালোবাসার মানুষ। গত সপ্তাহে এই ছেলেটাকে স্বপ্নে আমি চারবার দেখেছি। মনে হয়েছে সত্যিকারের একজন মানব সন্তান; ওর ছোট্ট মুখ রক্তে রাঙানো এবং বড় বড় চোখজোড়া এক ধরনের হালকা সবুজ রঙের। কিন্তু অন্যান্য ছোট্ট শিশুর মতোই ভয়ে টকটাক করে কাঁপছে আর ভল্টারি আমাদের কাছে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

এই স্বপ্ন—আগে যেরকম দেখেছি এবং নতুনভাবে দেখছি, উভয় ক্ষেত্রেই আমি ওই অপরিচিত শিশুকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। এছাড়া আমার যেন বিকল্প কিছু করার নেই। কিন্তু ছেলেটাকে বাঁচানোর যে কোন উপায় জানা নেই সেটাও বুঝতে পারি।

আমার মুখের নিরানন্দ ভাবটা ও লক্ষ করল। 'আমি তাহলে কিভাবে তোমাকে সাহায্য করব?'

আমি মাথা নাড়ালাম। 'এ্যাডওয়ার্ড, ওগুলো শুধু স্বপ্ন মাত্র।'

'আমি কি ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তোমাকে ঘুম পাড়াব? তুমি যদি বল, তাহলে সারারাত আমি তোমার জন্যে গাইতে পারি। এভাবে গান গাইলে হয়তো ওই দুঃস্বপ্নগুলো তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে।'

'ওগুলোর সবই খারাপ নয়। কিছু স্বপ্ন আছে খুবই চমৎকার একেবারে... একেবারে রঙিন। পানির নিচের দৃশ্য, মাছ এবং কোরাল রীফ। দেখে মনে হয় একেবারে বাস্তব চিত্র—সত্যি সত্যি সবকিছু ঘটছে। তখন আমার মনে হয় আদৌ আমি স্বপ্ন দেখছি কিনা। সম্ভবত এই দ্বীপটাই সমস্ত নষ্টের গোড়া। এখানকার সবকিছুই খুব বেশি উজ্জল।'

'তুমি কি বাড়ি ফিরতে চাও?'

'না। না, এখনই নয়। আমরা কি এখানে আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারি না?'

'নতুন সেমিস্টার কবে থেকে শুরু হচ্ছে? আগে একবার বলেছিলে বটে, কিন্তু আমি ঠিক তোমার কথা লক্ষ করিনি?। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। ও সম্ভবত আবার গুনগুন করে গাইতে লাগল, কিন্তু ঠিক মতো বুঝে ওঠার আগেই আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

পরবর্তীতে, যখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম, আমি তখন ভয়ে রীতিমতো কাঁপছি। স্বপ্নগুলো একেবারে বাস্তব... সুস্পষ্ট, স্পর্শকাতর... আমি শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেললাম, এখন অন্ধকার ঘরের সবকিছুই আমার কাছে এলোমেলো মনে হলো।

মাত্র সেকেন্ড কয়েক আগে মনে হলো আমি উজ্জ্বল সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, আমার কাছে এমনই মনে হলো।

'বেলা?' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে আমাকে ডাকল। ও আমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। এবার ও আমাকে মৃদুভাবে একটু ঝাঁকুনি দিল। 'সুইটহার্ট, তুমি কি ঠিক আছো?'

'ওহ', আমি আবার গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললাম। শুধুই একটা স্বপ্ন মাত্র। বাস্তব কিছু নয়। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙাল। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া পানিতে আমার গাল ভিজে উঠল।

'বেলা!' ও বলল—ও বেশ উচ্চকণ্ঠে ও আমাকে ডাকল। ওর উচ্চকণ্ঠ শুনে আমি বাস্তবে ফিরে এলাম। 'কি হয়েছে?' এ্যাডওয়ার্ড তার শীতল আঙুল দিয়ে আমার উষ্ণ গাল থেকে চোখের পানি মুছে দিল।

'ওটা স্বপ্ন ছিল মাত্র,' কথাটা বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙ্গে এলো।

'প্রিয়তমা, সবঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভালো আছো। তুমি কি আজ অন্য কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ? ওগুলো বাস্তব নয়। ওগুলো বাস্তব হতে পারে না।'

'দুঃস্বপ্ন নয়।' আমি মাথা নেড়ে দু'হাতে চোখ ঢাকলাম। 'ওটা সুন্দর স্বপ্নই ছিল।' কথাটা বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বর আবার ভেঙে এলো।

'তাহলে তুমি কাঁদছ কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে ও জানতে চাইল।

'কারণ, আমার ঘুম ভেঙে গেছে,' আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে গলার কাছে মুখ ঘষতে লাগলাম।

আমার কান্নার কারণ শুনে ও সাথে সাথে হেসে উঠল। তবে তার এই হাসি আমাকে উপহাস করার উদ্দেশে নয়।

'সবই ঠিক আছে বেলা। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নাও সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

'স্বপ্ন নয়, সবকিছু আমার কাছে একেবারে বাস্তব বলে মনে হয়েছে,' আমি চিৎকার করে ওকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম। 'আমি বিষয়টাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাই।'

'তুমি সবকিছু খুলে বল,' উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে ও আমার স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে চাইল। 'সম্ভবত এতে তোমার উপকারই হবে।'

'আমরা বীচ্ এর ওপর দাঁড়িয়ে আছি...' স্বপ্নটা মনে করে ওকে বলার চেষ্টা করলাম।

'এবং?' আবার ও জানতে চাইল।

আমি বার কয়েক চোখ পিটপিট করে চোখে জমে থাকা অশ্রু বিন্দুগুলো ঝরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম।

'বেলা সবকিছু আমাকে খুলে বল,' এ্যাডওয়ার্ড অনুরোধ জানাল।

আমি অবশ্য কিছুই বলতে পারলাম না। ওর জড়িয়ে ধরা হাতও সরালাম না।

আমার মনের কথাগুলো জানার জন্যে আগের মতোই অনুরোধ জানিয়ে যেতে লাগল।

'না, বেলা,' ও আমার কাছে থেকে আবার কথা আদায়ের চেষ্টা করল। আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন মনে হলো আমি বুঝি স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি।

ওর গলা থেকে আমার হাতজোড়া সরিয়ে নিলাম। শুধু চোখ থেকে অশ্রু বিন্দুই নয়, আমি ফোঁপাতেও লাগলাম। ও বোধহয় ঠিকই বলেছে—আমি হয়তো সত্যই পাগলের মতো আচরণ করছি।

কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকাল। ও যে রেগে আছে, ওর চোখ দেখেই বেশ বুঝতে পারলাম।

'আমি, আ-ন্ত-রি-ক ভাবে দু-ঃ-খি-ত,' অস্পষ্টভাবে বললাম কথাটা।

কিন্তু ও আমাকে ওর আরও কাছে টেনে নিল, মার্বেল পাথরের মতো চওড়া বুকের ভেতর শক্তভাবে চেপে ধরল।

'আমি পারব না বেলা, আমি পারব না!' মানসিক যন্ত্রণায় ও গুড়িয়ে উঠল।

'দয়া কর,' ওর চামড়ার ওপর দিয়ে আঙুলগুলো বুলাতে বুলাতে অনুনয় করলাম।' দয়া করো এ্যাডওয়ার্ড?'

আমি ওকে বুঝাতে পারলাম না, আমার কণ্ঠস্বর কেন আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে, অথবা হয়তো আমার আকস্মিক আক্রমণের কারণে নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ পায়নি, অথবা যখন আমি আবেগ তাড়িত হয়ে উঠি, তখন নিজের কোন তাগিদ অনুভব করে না। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, আমার ঠোঁটজোড়া ওর ঠোঁটজোড়ার ভেতর টেনে নিল। গুঙিয়ে উঠে, অবশেষে আমার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো।

অবশেষে যেখানে আমার স্বপ্নটা মুছে গিয়েছিল, যেখান থেকেই নতুন করে স্বপ্নটার শুরু হলো।

সকালে যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, নিজেকে একেবারে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম এবং নিঃশ্বাসও স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম। তবে চোখ খুলতে কেন যেন আমার ভয় হলো।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের বুকের ওপর সমান্তরালভাবে শুয়ে আছি, কিন্তু ও একেবারে নিশ্চুপভাবে শুয়ে আছে এবং আগের মতো ও আমাকে জড়িয়েও ধরে নেই। বিষয়টা মোটেও আমার কাছে ভালো লক্ষণ বলে মনে হলো না। কেন যেন মনে হলো, চোখ খুললেই হয়তো রাগী চেহারা দেখতে হবে— যেভাবেই হোক, আজ আমি এমনটা হতে দিতে চাই না।

খুব সাবধানে আমি চোখ ফেললাম। ও পলকহীনভাবে অন্ধকার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। হাতজোড়া মাথার পেছন দিকে মেলে ধরা। কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে আমি একটু মাথা উঁচু করলাম। ওর চেহারা ভালোভাবে দেখার জন্যেই মাথা উঁচু করলাম। ও একেবারে অভিব্যক্তিহীন।

'আমি কি খুব বেশি ঝামেলা পাকিয়েছিলাম?' হালকা কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

'অনেক অনেক ঝামেলা,' তবে জবাবটা দিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

এ্যাডওয়ার্ডের হাসি দেখে, খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম—আর সাথে সাথে স্বস্তির

নিঃশ্বাসও ফেললাম। 'আমি আন্তরিক দুঃখিত,' কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললাম। 'আমি আসলে কিছু মনে করে করিনি... গতরাতের কথা আমার মোটেও মনে নেই।' আমি মাথা নাড়ালাম।

'আমি তোমার স্বপ্ন নিয়ে কখনোই কোন প্রশ্ন করব না।'

'মনে হয় আমিও কিছু বলব না—কিন্তু বিষয়টা আসলে কী ছিল, সেটাই তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম।' নার্ভাস ভঙ্গিতে আমি হাসার চেষ্টা করলাম।

'ও, তাই নাকি?' ওর চোখ বড় করে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু তারপরই চোখ পিটপিট করল। 'মজার ব্যাপার তো।'

'স্বপ্নটা আসলেই খুব চমৎকার ছিল,' আমি বিড়বিড় করে বললাম। ও অবশ্য কোন মন্তব্য করল না। ওকে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে সাহস করে আবার ওকে প্রশ্ন করে বসলাম, 'আমি কি ক্ষমা পেতে পারি না?'

'ক্ষমা করা যায় কিনা চিন্তা করছি।'

আমি বিছানা থেকে নেমে গেলাম, নিজেকে পরীক্ষা করার উদ্দেশেই নেমে পড়লাম—শরীরে আমি কোন পালক দেখতে পেলাম না, অন্তত আমার কাছে তেমনই মনে হলো। কিন্তু একটু হাঁটতে গিয়েই ভার্টিগোর কারণে মাথা ঘুরে উঠল। আমি আবার বালিশ আঁকড়ে শুয়ে পড়লাম।

'ওয়াও মাথার আবর্জনা।'

ওর বাহু বন্ধনে আবার আমি আবদ্ধ হলাম। 'তুমি দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়ে কাটিয়েছো। বারো ঘণ্টা।'

'বারো?' কী অদ্ভুত ব্যাপার।

কথা বলতে বলতেই সামনের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেবার চেষ্টা করলাম। দেখতে আমাকে ভালোই লাগছে। হাতের কালো দাগগুলো এখন হলকা হয়ে হলদেটে হয়ে এসেছে। পরীক্ষা করার উদ্দেশেই হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম। খুবই ভালো বোধ করলাম।

ও আমার চিবুক স্পর্শ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, এখনো রেগে আছে কিনা। আমার দিকেও ও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, ওর অভিব্যক্তি শান্ত, তবে ঠিক বুঝতে পারলাম না কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে।

'এখন তোমার কেমন লাগছে?'

ও হেসে উঠল।

'কি?' আমি জানতে চাইলাম।

'তোমাকে দেখে অপরাধীর মতো মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে তুমি কোন অপরাধ করে এসেছ।'

'নিজেকে আমি অপরাধী বলে ভাবছি,' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তোমার সতীত্বহানী করার জন্যে তুমি মনে প্রাণে প্রলুব্ধ করেছ। সেটা কোন বড় অপরাধ হিসেবে ধরা যাবে না।'

মনে হলো ও আমাকে খোঁচা মেরেই কথাটা বলল।

লজ্জায় আমার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। 'সতীত্বহানী করার জন্যে প্রলুব্ধ করছি, এই

ধরনের কথা বোধহয় তুমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছ?'

'মনে হচ্ছে কথাটা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। এভাবে বোধহয় কথাটা বলা উচিত হয়নি।' আমার অভিযোগ ও মেনে নিল।

'তুমি রাগ করনি?'

ও বিষণ্নভাবে হাসল। 'আমি মোটেও রাগ করিনি।'

'কেন নয়?'

'ভালো কথা...' ও একটু হাসল। এই কথাটা বিষয়ে আমি তোমাকে কোন মানসিক যন্ত্রণা দিতে চাইনি। এই সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা আমার পক্ষে বেশ সহজ।' ওকে আবার চোখ নাচাতে দেখলাম। 'সম্ভবত আমার প্রত্যাশা সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে।'

আমি এক ধরনের আশার আলো দেখতে পেলাম। আমার হাসির ভেতরও সেটাই ফুঁটে উঠল। 'আমি তোমাকে বলেছিই যে, বিষয়টা সম্পূর্ণই অভ্যেসের ব্যাপার।'

ও চোখ পাকাল।

আমার পেটের ভেতর মোঁচড় দিয়ে উঠল। 'এই মানুষটার কি ব্রেকফাস্টের সময় হয়েছে?'

'দয়া কর, অবশ্যই হয়েছে,' কথাটা বলে আমি বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসলাম। বোধহয় একটু দ্রুতই নামতে গিয়েছিলাম, ফলে মাতালের মতো আমি খানিকটা টলে উঠলাম। অবশ্য সহজেই নিজেকে সামলে নিতে পারলাম। ড্রেসারের কাছে ছুটে পৌঁছানোর আগেই ও আমাকে ধরে ফেলল।

'তুমি কি ঠিক আছ?'

'পরবর্তী জীবনে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে সে সম্পর্কে যদি ধারণা না থাকে, আমি তাহলে প্রর্ত্যপণ করার দাবী জানাব।'

'উজ্জল সূর্যের নিচে কখন থেকে তুমি ডিম খাওয়া শুরু করতে চাও?' এ্যাডওয়র্ড জিজ্ঞেস করল।

'এখন থেকেই।'

'ধারণা আছে, গতসপ্তাহ থেকে এ পর্যন্ত তোমার পেটে কতগুলো ডিম ঢুকেছে?' ও সীঙ্কের নিচ থেকে—এর সম্পূর্ণটাই নীল কার্টিনে ভর্তি হয়ে আছে।

'ভাগ্যের পরিহাস,' ডিমের এক টুকরো মুখে পুরে আমি বললাম। 'এটা এমন এক জায়গা যেখানে আমার কামনা-বাসনার কোন মূল্যই পাচ্ছি না।' যদিও আমার স্বপ্ন এবং অনিশ্চয়তার ভেতর এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।' কিন্তু এখানে আমার ভালো লাগছে। আমরা অবশ্য এখানে সারাজীবন থাকতে আসিনি। সময় মতো কি আমরা ডার্টমাউথ পৌঁছতে পারব না? ওয়াও, আমার ধারণা খুব শীঘ্রই এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে পারব, যেখানে সুন্দরভাবে আমরা থাকতেও পারব, তার সাথে সাথে চাহিদা মাফিক অন্যান্য জিনিসগুলোও হাতের নাগালে পেয়ে যাবো।'

আমার সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ও বসল। 'এখন তুমি কলেজ নিয়ে যত ইচ্ছে অভিযোগ জানাতে পার—তুমি যা চাইবে, তা-ই পেতে পার। কোন শর্তও আরোপ করতে যাব না।'

আমি ভুরু কুঁচকালাম। 'এ্যাডওয়ার্ড, তুমি নিশ্চয়ই আবার বলতে যাবে না যে, আমি তোমাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছি। আমি আসলে অন্যান্যদের মতো সময় ব্যয়

করতে চাইছি না। আর সবাই যেমন বলে, 'আজ বাইরে যাওয়ার সময় কোন পোশাকটা পরব?' অথবা এধরনের সব ভিত্তিহীন কথা-বার্তা।' ওর দূর্বল কণ্ঠে বলা কথার জন্যেই এগুলো বলতে বাধ্য হলাম। আমার কথা শুনে অবশ্য ও বেহায়ার মতো হাসল। 'শুধু আরও দিন কয়েক মানুষ হয়ে থাকতে চাই।' সামনের দিকে ঝুঁকে ওর খোলা মসৃণ বুকের ওপর হাত বুলালাম। 'এর চাইতে বেশি কিছু আশা নেই আমার।

ও আমার দিকে সন্দেহের সৃষ্টিতে তাকাল। 'এই কারণে?' ওর পেটের ওপর বুলানো আমার হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করল আমাকে। 'দৈহিক ভালোবাসাই কি সবকিছুর মূল?' এ্যাডওয়ার্ড চোখ বড় করে আমার দিকে তাকাল। 'আমি ওরকম চিন্তাই-বা করব না কেন?' বিড়বিড় করে আমার প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি করল। 'নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে।'

আমি হাসলাম। 'হ্যাঁ, সম্ভবত।'

'তোমার সবগুলো মানব বৈশিষ্ট্য—এখন পর্যন্ত অক্ষুন্ন আছে,' কথাটা আবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

'আমি জানি।'

ওর ঠোঁটে এক ধরনের রহস্যময় হাসি ঝুলে থাকতে দেখলাম। 'আমরা ডার্টমাউথের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি? আসলেই?'

'আমার সম্ভবত একটা সেমিস্টার বাদ পড়বে।'

'আমি তোমাকে শিক্ষার দায়িত্ব নিব।' ওর মুখের হাসি এবার বিস্তৃত হলো। 'তুমি বোধহয় কলেজকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছ।'

'এরপর কি তোমার মনে হয় আমরা ভালো একটা এ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে নিতে পারব?'

ও মুচকি হাসল, দেখে মনে হলো খুব বড় কোন অপরাধ করে ফেলেছে। 'শুনে খুশি হবে, ইতোমধ্যে ওখানে একটা বাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। যে কোন প্রয়োজনে আমরা ওটা ব্যবহার করতে পারব।'

'তুমি একটা বাড়ি কিনেছো?'

'রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।'

ও দাঁত বের করে হাসল।

'আমরা ওখানে কতদিন থাকতে পারব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাদের বেশ আনন্দেই দিন কেটে যাবে। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে এই ধরো সপ্তাহ কয়েক। এরপর নিউ হ্যাঁম্পস্যায়ারে যাওয়ার আগে আমরা চার্লির সাথে দেখা করতে যাব। আমরা বড় দিনের সময়টা রেনের সাথেও কাটাতে পারি...'

ওর কথা শুনে মনে হলো অতি শীঘ্রই আমি কিছু সুখের মুখ দেখতে পাব। প্রত্যেকে জড়িত হয়ে একজনের দুঃখকে লাঘব করার চেষ্টা করবে। জ্যাকবের ড্রয়ার, বেশির ভাগই ভুলতে বসেছি, মনে হতে পারে বিচ্ছিন্ন সব ঘটনা। অনেক চিন্তা করে আমি স্মৃতিগুলোকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করলাম—প্রায় প্রত্যেকের স্মৃতি।

বিষয়টা আমার কাছে খুব একটা সহজ বলে মনে হলো না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছি, মানুষ হিসেবে কতটা মহৎ কাজ করা সম্ভব। এ কারণে আমার পরিকল্পনা নিয়েও তেমন একটা ভাবছি না। আঠারো অথবা উনিশ, উনিশ অথবা বিশ... এটা কি আসলেই কোন ব্যাপার? এটা ঠিক এক বছরের ভেতর নিজেকে আমি খুব একটা

পাল্টাতে পারব না। এবং একজন মানুষ হয়ে এ্যাডওয়ার্ডের সাথে বসবাস করা... ওর সাথে থাকতে আমার ভালো লাগছে বলে প্রতিটা মুহূর্তেই তার সাথে আমাকে বিভিন্ন কৌসলের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

'মাত্র কয়েক সপ্তাহ,' আমি ওর প্রস্তাব মেনে নিলাম এবং তারপর, ভেবে দেখলাম, আমার হাতে তেমন একটা সময় নেই। সুতরাং নতুনভাবে প্রস্তাবটা তার সামনে উত্থাপন না করে পারলাম না। 'আমি অবশ্য অনেক ভেবে দেখেছি—সবকিছুর আগে আমাকে যে প্রশিক্ষণ নিতে হবে, নিশ্চয়ই তুমি তা ভুলে যাওনি?'

আমার কথা শুনে এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠল। 'তুমি কি ওই চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারছ না? একটা নৌকা জোগাড় করে নেয়া আমার পক্ষে তেমন কোন ব্যাপার নয়। ক্লীনিং ক্রু অবশ্যই এখানে উপস্থিত থাকবে।'

ও আমাকে মাথা থেকে চিন্তাটা তাড়াতে বলছে। তাহলে কি আমার প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ও আর বিরক্ত করতে আসবে না? আমি হাসলাম।

'সাদা ঘরটার এলোমেলো অবস্থা থেকে নিয়ে গুস্তার্ভ পর্যন্ত সবগুলো বিষয়েই তোমাকে আমার কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে, তবেই আমি তোমার সাথে আজ বাইরে বেরুতে পারি। দক্ষিণের জঙ্গলের ভেতর একটা জায়গা—'

'আমি মোটেও বাইরে যেতে চাইছি না। দ্বীপের ভেতর ঘুরে বেড়ানো আজ আর আমার পোষাবে না। আমি এখানেই থাকতে চাই এবং সিনেমা দেখেই সময় কাটাব।'

ও ঠোঁট কামড়ে বসে থাকল। আমার মেজাজ বিগড়ানো প্রশ্ন সোনার পর হাসি থামাতেই বোধহয় ও এভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'ঠিক আছে যেমন তোমার ইচ্ছে। বাইরে আমার পায়ের শব্দ সোনার পরও তুমি দরজা খুলে দিলে না কেন?'

'দরজায় করাঘাত মোটেও আমার কানে আসেনি।'

ও ঘাড় কাত করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল। এক সেকেন্ডেরও কম সময় হবে হয়তো, একটা ক্ষীণ শব্দ, ভরে ভরে দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ। ও হেসে হলওয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

বড় টেলিভিশনের নিচের সেলফের দিকে তাকিয়ে আমাকে রীতিমতো অবাক হতে হলো। অসংখ্য ডিভিডি সাজিয়ে রাখা ওখানে। সংখ্যায় তা এতবেশি যে, সম্ভবত তা কোন ভিডিও ক্লাবেও নেই।

হলরুমের দিকে এগিয়ে আসার সময় এ্যাডওয়ার্ডের কোমল-মসৃণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মনে হলো পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছে এ্যাডওয়ার্ড। একই সাথে একটা কর্কশ পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। লোকটাও একই ভাষায় কথা বলছে।

এ্যাডওয়ার্ড ওদেরকে নিয়ে আরেকটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। মনে হলো ওরা কিচেনে প্রবেশ করছে। এবার অবশ্য ওদের দেখতে পেলাম। অতিরিক্ত খাটো দু'জন ব্রাজেনিয়ান ওর সামনে সামনে হাঁটছে। লোকটা স্থূলাকৃতির, আর মহিলা শীর্ণদেহী। উভয়ের মুখে বয়সের ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ্যাডওয়ার্ড গর্বিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। অপরিচিত ভাষা হলেও, ওদের আমার নাম উচ্চারণ করতে শুনলাম। ক্ষণিকের জন্যে সাদা ঘরটার এলোমেলো অবস্থা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্থূলাকৃতির লোকটার চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় ভদ্রোচিতভাবে একটু হাসল।

তবে হালকা কফি রঙ চামড়ার মহিলা মোটেও হাসল না। মহিলা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে

তাকাল। ওর এভাবে তাকানোর কারণ বুঝে ওঠার আগেই এ্যাডওয়ার্ডের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

যখন এ্যাডওয়ার্ড ফিরে এলো, তখন ওকে একাই দেখতে পেলাম। ও এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'ওই মহিলার সমস্যাটা কি?' উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিসফিস করে আমি জিজ্ঞেস করলাম। ওই মহিলার আতংকিত চেহারা তখনো আমি ভুলতে পারছি না।

আমার কথা শুনে এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করল। কাইরে নামের ওই মহিলা বংশগতভাবে টিকুনা ইন্ডিয়ান। মহিলার অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস—অথবা বলতে পারো এই বিষয়গুলোকে ও অতিরিক্ত মাত্রায় ভয় পায়—এই আধুনিক পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত অহরহ অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে চলেছে, যা তুমি হয়তো জানো না। মহিলা ধারণা করেছে, আমার ভেতর হয়তো ওরকমই কিছু একটা ক্ষমতা আছে অথবা সেরকম কোন কিছু।' ওকে মোটেও চিন্তিত মনে হলো না। 'এ বিষয়ে তাদের প্রচুর গল্পগাঁথা রচিত হয়েছে। তাদের গাঁথায় 'লিবিসোম্যান' নামের এক ধরনের রক্ত পিপাসু শয়তানের কথা উল্লেখ আছে। 'লিবিসোম্যান'দের শিকার হচ্ছে সুন্দরী সব মহিলারা।'

শুধুই সুন্দরী মহিলারা? নিশ্চয়ই এটা আমাকে তোষামোদ করার উদ্দেশেই বলা।

'মহিলাকে দেখে মনে হলো, খুব ভয় পেয়ে গেছে,' আমি বললাম।

'হয়তো ভয় পেয়েছে—কিন্তু নিজের জন্যে নয়, ও ভয় পেয়েছে তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে?'

'আমি তোমাকে এখানে একা এনেছি বলেই ও ভয় পেয়েছে।' ও মুচকি হেসে মুভির দেয়ালের দিকে তাকাল। 'ওহ্ ভালো কথা, তুমি এই সময়টুকুর ভেতর আমাদের দেখার মতো কোন মুভি খুঁজে বের করতে পারলে না? মানুষরা যা যা করে সেই সব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা মুভি!'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, সেরকম একটা মুভি দেখাতে পারলে ওই মহিলাকে নিশ্চিত করানো যেত যে, তোমরা সবাই আসলে মানুষ।' আমি হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম। ও আমার পায়ের কাচে হাঁটু গেড়ে বসলো, যেন আমি তাকে সহজে চুমু খেতে পারি। আমি চুমু দেবার সাথে সাথে ও আমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল।

এরপরই আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ্যাডওয়ার্ড আমাকে একপাশে সরিয়ে দিল। হলওয়েতে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, কালো চুলে সাদা পালক লেগে আছে, বড় পালকগুলো লেগে আছে ওর হাতের সাথে। ভয়ের ছাপ এখনো মুখ থেকে মুছে যায়নি। মহিলা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, মনে হলো কোটর থেকে ওর চোখজোড়া বেরিয়ে আসবে। এভাবে তাকিয়ে থাকে কেন জানি না, লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলাম। আর এই লজ্জা ঢাকতে আমি মাথা নিচু করলাম। পরক্ষণেই ও নিজেকে সামলে নিল এবং অপরিচিত ভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বলল। মনে হলো কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড হেসে বন্ধুসুলভ ভঙ্গিতে তার প্রশ্নের জবাব দিল। গাঢ় রঙের চোখের দৃষ্টি ও অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল এবং সাথে সাথে হলওয়ের দিকে রওনা হলো।

'ও হয়তো ভাবছে, আমি চিন্তাগুলো পড়তে পারছি, তাই নয় কি?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমার রেগে ওঠা দেখে এ্যাডওয়ার্ড হাসল। 'হ্যাঁ।'

'এখানে,' আমি বললাম। এক সাথে অনেকগুলো সিভিডি তাক থেকে নামিয়ে নিয়ে একটা আঁকড়ে ধরলাম।

'এই ছবিটা চালাও—বোধ হয় এটা আমরা ধৈর্য ধরে দেখতে পারব।'

এটা একটা পুরাতন মিউজিক্যাল ড্রামা। সিভিডির ওপর জনা কয়েকের হাসি মুখের মহিলার ছবি। তুলোট কাপড়ের পোশাক পরে ওরা নাচছে।

'ছবিটার ভেতর খুব বেশি হানিমুন হানিমুন গন্ধ মাখানো,' এ্যাডওয়ার্ড মন্তব্য করল।

যখন সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীরা হাসিখুসি মুখে গানের সাথে সাথে নাচতে লাগল, তখনই গুটিসুটি মেরে সোফার ওপর শুয়ে পড়লাম, আর খানিক বাদেই এ্যাডওয়ার্ডের বাহুর মাথা রেখে মৃদুভাবে নাক ডাকতে লাগলাম।

'সাদা ঘরটাতে কি আমরা এখন ফিরে যেতে পারি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমি ঠিক বলতে পারছি না... আমি এরই ভেতর হেডবোর্ড ভেঙেচুড়ে ভেতরেরটা দেখার চেষ্টা করেছি, অন্যঘরটা মেরামত করার অযোগ্য হয়ে পড়েছে প্রায়—সম্ভবত আমার বাড়ির একাংশেই শুধু ধ্বংসযজ্ঞ চালানো উচিত ছিল। এসমে অবশ্যই অবশ্যই একদিন ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে।'

আমি দাঁত বের করে হাসলাম। 'তাহলে কিন্তু সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ধ্বংসযজ্ঞ।'

আমার অভিব্যক্তির প্রতি সমর্থন জানিয়ে এ্যাডওয়ার্ডও হাসল। মনে হয় আগে থেকেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত, তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে হয়তো আবার আমাকে বিব্রত হতে হবে।'

'এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র,' আমি স্বাভাবিকভাবেই ওকে সমর্থন জানালাম, কিন্তু কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে আমার নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে উঠল।

'তোমার হৃৎপিণ্ডে কি কোন সমস্যা হচ্ছে?'

'না তো! আমি ঘোড়ার মতোই সুস্থ আছি।' আমি একটু হাসলাম। 'তুমি কি এখনই ধ্বংস স্তুপ দেখার জন্যে রওনা হচ্ছো?'

'যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একলা আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থাকাই সম্ভবত ভদ্রতার পরিচয়। তুমি আমাকে আসবাবগুলো এলোমেলো করার ব্যাপারে সাবধান করোনি, ফলে এতক্ষণে বোধহয় সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।'

এটা সত্যই বলেছে এ্যাডওয়ার্ড। অন্য ঘরে যে ওরা কাজ করছে, তা আমি প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। 'তুমি আসলে ঠিকই বলেছো।

গুস্তাভো এবং কাইরে যখন তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমি তখন সিনেমাটার প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। সিনেমার প্রতি অবশ্য তেমন একটা মনোযোগ দিতে পারছি না, বরং আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। যদিও এ্যাডওয়ার্ডের কথা মতো আমি নাকি দিনের অর্ধেকটা সময়ই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। ককর্শ একটা কণ্ঠস্বর শুনে আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। এ্যাডওয়ার্ড সোজা হয়ে বসে আমাকে কাছে টেনে নিল। গুস্তাভো দরজার কাছে এসে এ্যাডওয়ার্ডের উদ্দেশে কিছু একটা বলল। কিছু একটা বলল এই জন্যে বলছি যে, এবারও ও পর্তুগীজ ভাষাই ব্যবহার করল। গুস্তাভো মাথা নেড়ে এ্যাডওয়ার্ডকে সমর্থণ জানালো এবং শান্ত পদক্ষেপে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'ওদের কাজ শেষ,' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এখন আবার আমরা সম্পূর্ণ একা?'

'সবকিছুর আগে লাঞ্চের পর্ব সেরে নিলে হয় না?' উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বলল এ্যাডওয়ার্ড।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। উভয় সংকটে আর থাকতে চাইলাম না। সত্যিই আমার বেশ খিদে পেয়েছে।

একটু হেসে ও আমার হাত ধরে কিচেনে নিয়ে গেল। আমার চেহারা যেহেতু তার কাছে অতিরিক্ত পরিচিত, এর অর্থ এই নয় যে আমার চিন্তাগুলো ও মোটেও পড়তে পারে না।

'এগুলো আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল,' পেট ভরে খেয়ে উঠে আমি অভিযোগ জানালাম।

'আজ বিকেলে কি তুমি ডলফিনের সাথে সাঁতার কাটতে চাও—ক্যালরি কমানোর চেষ্টা আর কি' ও জিজ্ঞেস করল।

'বিষয়টা পরে ভেবে দেখবো আপাতত ক্যালরি ক্ষয় করার অন্য একটা উপায় খুঁজে বের করেছি আমি।'

'কি সেটা জানতে পারি?'

'ভালো কথা, এখনো ওখানে এলোমেলোভাবে অসংখ্য হেডবোর্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—'

কিন্তু কথাটা আমি শেষ করতে পারলাম না। খুব দ্রুত ও আমাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে নিল, এবং অতিমানবের মতো দ্রুত গতিতে নীল ঘরটায় আমাকে নিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় ওর ঠোঁটজোড়া আমার ঠোঁটজোড়ার ওপর নেমে এলো।

সাত

ঘন কালো রেখার মতো স্বপ্নটা মাথার ভেতর উদিত হয়ে ধীরে ধীরে তা কুয়াশার মতো রূপ লাভ করতে লাগল। আমি দেখেতে পেলাম, অধৈর্য হয়ে ওদের চোখজোড়া গাঢ় রুবি পাথরের মতো জ্বল জ্বল করছে। বুঝে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে, ওরা আমাকে হত্যা করার জন্যে মুখিয়ে আছে। মুখ ফাঁক করে রাখার কারণে ওদের তীক্ষ্ণ ভেজা দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে—ওদের ভেতর কেউ কেউ গোঙ্গাচ্ছে, আবার কেউ হাসার চেষ্টা করছে।

আমার পেছনে বাচ্চাটা ফোঁপাচ্ছে কিন্তু আমি যে ওর দিকে ফিরে তাকাব সেই সাহসটুকু হলো না। যদিও আমি নিশ্চিত যে বাচ্চাটা নিরাপদেই আছে। বর্তমানে আমি মোটেও আমার কর্তব্য জাহির করার চেষ্টা করলাম না।

ভূতের মতো ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, ওদের কালো আলখাল্লা নড়চড়ার কারণে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। দেখতে পেলাম ওদের হাতে সাদা দীর্ঘাকৃতির নখ—দীর্ঘাকৃতির কারণে ওগুলো বাঁকা হয়ে গেছে। প্রত্যেকে ওরা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে, চারপাশ ঘিরে প্রত্যেকটা দিক থেকে ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের আত্মসমর্পন করা ছাড়া উপায় নেই। সামনে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

এবং পরক্ষণেই, অনেকটা ফ্লাশলাইটের এক ঝলক আলো, সাথে সাথে সম্পূর্ণ দৃষ্টিপট পাল্টে গেল। কিন্তু এখনই নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে ভাবতে পারলাম না—ভল্টারি আগের মতোই আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগাল, যেভাবেই হোক আমাদের হত্যা করতে ও বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছে। জোর করে আমি দৃশ্য কল্প পাল্টানোর চেষ্টা করলাম। এছাড়া অবশ্য আমার কোন উপায়ও নেই। হঠাৎ-ই এর কারণে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলাম। আমি ওদের আঘাত করতে চাইলাম। সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে রক্ত পিপাসুগুলোর মধ্যে আতংক দেখা দিল। আমার মুখে হাসি, গোঁ-গোঁ শব্দ করে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, সাথে সাথে আমার মুখ থেকে বৃহৎ আকারের স্বদন্ত বেরিয়ে এসেছে।

আমি দ্রুত উঠে বসলাম, মাথা থেকে দুঃস্বপ্নগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করলাম।

ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে আছে। একই সাথে বেশ গরমও লাগছে আমার। চুলের ভেতর জমে থাকা ঘাম এখন গাল বেয়ে নেমে আসছে।

'এ্যাডওয়ার্ড?' ঘরে দেখতে না পেয়ে ওকে আমি ডাকলাম।

এর পরক্ষণেই, আমার আঙুলে মসৃণ—সমান্তরাল কিছু একটা স্পর্শ অনুভব করলাম। একটা কাগজের টুকরো। কাগজটা দু'ভাজ করা। কাগজের ওপর আমার নাম লেখা। অবছা আলোতেই যখন পড়া যাচ্ছে, নতুনভাবে আর আলো জ্বালানোর তাগিদ অনুভব করলাম না।

এই নোট মিসেস কুলিনকে উদ্দেশ করে লেখা। আমার ধারণা এত তাড়াতাড়ি তোমার ঘুম ভাঙ্গবে না, সুতরাং আমার অনুপস্থিতিও টের পাবে না। যদি এরই ভেতর তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায় আর আমাকে খুঁজে না পাও, তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি খুব শীঘ্রই ফিরে আসব। আমি দ্বীপের মধ্যাঞ্চলে যাচ্ছি শিকারের উদ্দেশে। একা জেগে থেকে আর কী করবে! আবার তুমি ঘুমিয়ে পড়। যখন জেগে উঠবে, তখন ঠিকই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এরই ভেতর এখানে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছি, সুতরাং আমি ধরেই নিয়েছিলাম, ওর বেশিদিন এখানে মন টিকবে না। কিন্তু সময় নিয়ে আমি মোটেও চিন্তা করিনি। সবসময় ভেবে এসেছি, বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, আমরা এক সাথে বাইরে বেরুবো এবং তার পেছনে যথাযথ কোন কারণ থাকবে বটে।

আমি কপালের ঘাম মুছলাম। মনে হলো, অনেকক্ষণ ঘুমানোর পর আমি জেগে উঠেছি। যদিও ড্রেসারের ওপরকার ঘড়িতে এখনমাত্র রাত একটা।

আমি এতটাই ঘেমে গিয়েছিলাম যে বুঝতে পারছিলাম না এই শরীর নিয়ে ঘুমাবো কী করে? তারপরও নিজেকে জোর করে বিছানায় শোয়ালাম। লাইট বন্ধ করলাম। চোখের পাতাও। আমি নিশ্চিত সেই রোমশ ভয়ঙ্কর হাতটা আমি আবারও স্বপ্নে দেখতে পাব।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আমি জেগে উঠলাম। আমার হাত আপনিতেই অন্ধকারে লাইটের সুইচ খুঁজতে লাগলো। হাতের নাগালে সেটা পেয়ে যেতেই আমি ঝট করে লাইট জ্বালালাম। নেই। এ্যাডওয়ার্ড নেই। ওকে ছাড়া রাত কাটানোয় আমার কাছে ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সব কিছু। কেমন অন্য রকম।

আমি উঠে রান্না ঘরের দিকে গেলাম। ফ্রিজ খুলে চিকেন ফ্রাই পেলাম। আমি কয়েকটা বের করে আনলাম। উহ। হঠাৎ করে এমন খিদে পেল কেন?

প্যানে তেল গরম করে চিকেনগুলো ভাজতে লাগলাম।

চড় চড় করে ভাজার শব্দ এই নৈঃশব্দের মাঝে ভীষণ আলোড়ন তুলল। আমার কানে বড় বড় মিষ্টি শোনাচ্ছিল সে শব্দ। আমার সেটাই বরং ভালো লাগছিল। একেবারে সব নীরব থাকার চেয়ে এই ঢের ভালো।

ভাজা শেষ। গন্ধটা খুব সুন্দর। খিদে জাগাল আমার।

আমি কড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়েই খাওয়া শুরু করলাম। পাঁচ কি ছয় কামড় খেয়েছি এমন সময় মনে হলো কী সব ছাই পাশ খাচ্ছি। খাবারগুলো ভেতর থেকে উল্টে বের হয়ে আসবে যেন। ভীষণ বিস্বাদ ঠেকল মুখে।

আমার হঠাৎ কী হল নিজেও বুঝতে পারলাম না। আমি নিজেকে নিজে পরীক্ষা করার জন্য আবার একটা কামড় দিলাম। চাবাতে লাগলাম। নাহ! একেবারে ছিবড়ের মতো লাগছে। ধ্যাত্তেরি!

আমি না পেরে খাবারগুলো সব ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম।

পাশের বড় জানালাটা খুলে দিলাম, বাতাসের ঝাপটা চোখে মুখে লাগতেই ফ্রেশ লাগল।

আমার ভেতরটা একেবারে বিধ্বস্ত লাগছিল। আমি নিজেকে কোন মতে টেনে নিয়ে টিভি রুমের দিকে গেলাম। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। একটা মুভি ছেড়ে দিলাম। গতকালই ওটা একবার দেখেছি। আমি ছবি দেখেতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম নিজেও বুঝলাম না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য মধ্য আকাশে উঠে গেছে। তবে সূর্যের আলো আমাকে জাগাল না। আমি জাগলাম এডওয়ার্ডের হাতের স্পর্শে। ওর শীতল হাত আমার কপালে।

'আমি সত্যি দুঃখিত।' বলল সে। 'কালই আমি এয়ারকন্ডিশনার সেট করব ও রুমে। তুমি দেখো।' বলতে বলতে সে আমাকে কাছে টেনে নিল।

আমি শরীর মুচড়ে নিজেকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড একবারে থ হয়ে গেল। 'কী হল বেলা?'

আমি মুখে হাত দিয়ে বাথরুমের দিকে দৌড়ালাম। সিঙ্কের কাছে ঝুকলাম। ভেতর থেকে সব উল্টে আসবে যেন। মাথা ঘুরে উঠল প্রচণ্ড।

'বেলা? কী হয়েছে?'

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। বমি করতে করতে আমি এলোমেলো চুলগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখলাম যেন সেগুলো মুখের কাছে আসতে না পারে। নিঃশ্বাস আটকে আসছে। আমার সুবিধার জন্য এ্যাডওয়ার্ড নিজেই আমার চুল ধরে রাখল।

'শালার মুরগী!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

'তুমি ঠিক আছ তো?' ওর গলা কেঁপে গেল।

'ভালো।' আমি কোনমতে বললাম। 'ফুড পয়জনিং হয়েছে। শেষ রাতে মুরগী ভেজে খেয়েছি। তোমার এগুলো দেখার দরকার নেই সরে দাঁড়াও।'

'কিছু হবে না, বেলা।'

'সরে দাঁড়াও।' আমি আবারও বমি করতে লাগলাম। ওর আমার হাত ধরে রেখে আমাকে সাপোর্ট দিল।

'ফুড পয়জনিং কী করে হলো?' জানতে চাইল ও।

আমি একটু ধাতস্ত হলে বললাম, 'রাতে ফ্রাইড চিকেন খাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো কোন একটা খটকা লাগছে। স্বাদ কেমন যেন অন্য রকম ঠেকছে। তখনই আমি সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। কিন্তু তার আগেই আমি চার পাঁচ কামড় খেয়ে ফেলেছি।'

ও ওর ঠাণ্ডা হাত আমার কপালের উপর রাখল। আমার তখন বেশ আরাম লাগছিল।

'তুমি এখন কেমন বোধ করছ?'

কেমন লাগছে বোঝার জন্য সত্যি একটু অপেক্ষা করতে হলো।

'আসলে...আগের চেয়ে একটু ভালো। আর মনে হয় খিদে খিদে লাগছে।'

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কয়েকটা ডিম ভেজে দিল। তারপর বড় একটা গ্লাসে পানীয় দিল। আমার এবার তেমন খারাপ লাগল না। খেলামও ভালো।

ও সি.এন.এন. ছেড়ে দিল। আমি ওর কোলে আধশোয়া হয়ে থাকলাম।

আমার খবর শুনতে ভালো লাগছিল না। আমি ওর কাছ ঘেষলাম। ওকে চুমু খাব বলে। কাল সারারাত ও আমার কাছ থেকে দূরে ছিল।

আমি উপরের দিকে একটু উঠে বসতে গেলাম আর তখনই পেটের মধ্যে তীক্ষ্ম একটা ব্যথার অনুভূতি টের পেলাম। দাঁত মুখ চেপে ব্যথা সামাল দিতে চাইলাম। তার উপর গা গুলিয়ে এমন বমির ভাব হলো যে বাথরুম পর্যন্ত যাওয়ার সময় পেলাম না। ডাইনিং এর কাছেই বেসিনে বমি করতে শুরু করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার চুলগুলো ধরে থাকল।

'আমার মনে হয় একবার রিও তে যেয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আসা উচিত।

আমি সজোরে ডানে বায়ে মাথা নাড়ালাম। ডাক্তার মানেই ঝামেলা। আর ডাক্তার মানেই হলো সূঁচের ডগা।

'না না। মনে হয় ডাক্তার লাগবে না। আমি ভালো করে দাঁত ব্রাশ করে ফেলছি।'

কিছুক্ষণ পর একটু ভালো লাগলে আমি রুমে ফিরলাম। এলিসের দেয়া সেই ফার্স্ট এইড ব্যাগটা খুললাম। বেশ কিছু ওষুধ আর ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ দেখতে পাচ্ছি। আমি পেপটো-বিসমল খুঁজতে লাগলাম। আমার পেটের কোন একটা গতি করতে পারলে এ্যাডওয়ার্ডকে একটু শান্ত দেখাবে। বেচারার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। টেনশানে এতটুকু হয়ে গেছে।

পেপটো খুঁজে পাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস আমার চোখে পড়ল। সেটা আমি তুলে নিলাম। একটা ছোট নীল বাক্স। আমি আর সব ভুলে বেশ কিছু সময় ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ দরজার শব্দ আমাকে চমকে দিল। এতটাই লাফিয়ে উঠলাম যে হাত থেকে

থাপ্পটা ছিটকে স্যুটকেসের উপর পড়ল।

'এখন কেমন লাগছে বেলা?' দরজায় থেকে এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল। 'এখন আর খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ। মানে না, না।' আমার নিজের উচ্চারিত শব্দ নিজের কানেই কেমন শোনাল।

আমার লাফিয়ে ওঠা খেয়াল করেছে ও। বিব্রত স্বরে বলল, 'বেলা? আমি কী ভেতরে আসব?'

কী মনে করছে এখন ও কে জানে?

'আ-আস!' কোনমতে বললাম আমি।

মেঝেতে রাখা ফার্স্ট এইডের বাক্সের কাছে পা গুটিয়ে বসে পড়ল ও। আমার কপালে হাত রাখল।

'কী সমস্যা?'

'আচ্ছা...? বলতো? আমাদের বিয়ের পর কতদিন পার হয়ে গেছে?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'সতের দিন।' কোন চিন্তা ছাড়াই সে বলল; 'বেলা, এ প্রশ্ন করলে কেন?'

আমি আঙুলে সংখ্যা গুনতে লাগলাম। আমার এই আচরণ দেখে হা হয়ে ও তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। আমি বারবার গুনতে লাগলাম।

'বেলা!' সে অস্থির হয়ে বলল। 'আমি কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি।'

'এ্যাডওয়ার্ড! আমি আসলে...আসলে তোমাকে বলতে চাচ্ছি– আমার প্রিয়ডের অলরেডি পাঁচ দিন লেট হচ্ছে।'

ওর মুখের ভাবভঙ্গির কোন পরিবর্তন হলো না। এমন কি সে কোন কথাও বলল না।

'আমার মনে হচ্ছে না বমিটা ফুড পয়জনিং এর কারণে হচ্ছে।' বললাম আমি।

সে কোন কথা না বলে পাশে থাকা একটা ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'এবার আমি বুঝতে পারছি... সেই স্বপ্ন, এত বেশি বেশি ঘুমানো, সেই কান্না, খাবারের বিস্বাদ...ওহ না না।' আমি কী বলব কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আমার হাত আপনা আপনিই পেটের ওপর উঠে এল।

'এ কীভাবে সম্ভব?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড পাথরের মতো স্থবির হয়ে রয়েছে। একটা টু শব্দও করছে না।

আমি চিন্তার পর চিন্তা করে যেতে লাগলাম। আরেকটা যুক্তিও দাঁড় করাতে চাইলাম। এটাও তো হতে পারে সাউথ আমেরিকা থেকে কোন অদ্ভুত রোগ আমাকে ধরেছে। লক্ষণ দেখে আমারই মনে হচ্ছে গর্ভধারণ করেছি

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। আমি কোন মতে নিজেকে বাজতে থাকা ফোনের কাছে নিয়ে গেলাম।

নাম্বারটা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না ফোন কলের মালিক কে।

আমি ফোনটা ধরলাম।

'হাই এলিস,' আমি বললাম। আমার গলা কেঁপে গেল।

'বেলা? বেলা তোমার কী হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এই তো। কার্লিসল আছেন তোমার ওখানে?'

'হ্যাঁ। আছে তো। কেন, কী সমস্যা?'

'আমি আসলে...পুরোপুরি শিউর নই।'

'এ্যাডওয়ার্ড ভালো আছে তো?' সে টেনশান মাখা গলায় বলল। তারপর আমি কিছু বলার আগেই বলল, 'ও ফোন ধরে নি কেন?'

'আমি তা জানি না।'

'বেলা, কী হচ্ছে বল তো? আমি একটু আগে ভবিষ্যৎ দেখলাম—'

'কী...কী দেখেছ তুমি?'

ও আমার কথার কোন উত্তর দিল না। 'এই যে কার্লিসল আছেন এখানে।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা।

পরে কার্লিসলের গলা শুনতে পেলাম।

'হ্যাঁ, কার্লিসল বলছি। কী হয়েছে?'

'আমি—' কী বলব গুছাতে পারছিলাম না। কোনমতে বললাম, 'আচ্ছা, ভ্যাম্পায়ারা কী কখনও শকড হয়?' এডওয়ার্ডের হতভম্ব অবস্থা দেখে বললাম।

'কেন, ওকে তক্তা পেটা করেছ নাকি?'

'না, তা করিনি।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। 'ও আসলে... অনেক বেশি সারপ্রাইড এর মতো হয়ে গিয়েছে।'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'আমার মনে হচ্ছে...আসলে...আমি মনে হয়... একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বললাম, 'আমি মনে হয় প্রেগন্যান্ট।'

এবার কার্লিসলও কিছুটা সময় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'কত দিন হচ্ছে পিরিয়ড বন্ধ হয়েছে?'

'পাচ দিন তো হয়েই গেছে।'

'কেমন বোধ করছ এখন?'

'খুব খারাপ।' আমি ভাঙা গলায় তাকে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার ধরে থাকা ফোনের দিকে হাত বাড়াল।

'এ্যাডওয়ার্ড মনে হয় আপনার সাথে কথা বলবে।'

'দাও ওকে।' কার্লিসলি বললেন।

এ্যাডওয়ার্ড ফোন কানে ঠেকাল।

'এটা কী সম্ভব?' বলল সে।

সে উত্তরে বেশ কিছু সময় শুনল কার্লিসলির কথা। আমি এপাশ থেকে ও সবের বিন্দু বিসর্গও জানতে পারছি না।

'আর বেলা?' আমার সম্বন্ধে জানতে চাইল ও। এবারও অনেক সময় ধরে শুনল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। আমি তাই করব।' বলতে বলতে সে ফোনের লাইন কেটে দিল। তারপর আবারও আরেকটা নম্বরে ডায়াল করতে লাগল।

'কার্লিসল কী বলেছেন?' আমি অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলাম।

সে মৃতের মতো ভঙ্গি করে বলল। 'তিনি ভাবছেন সত্যি তুমি প্রেগনেন্ট।'

কথাটা আমাকে একেবারে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিল। সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম

চোখে।

'তুমি এখন আবার কাকে কল করছ?' জানতে চাইলাম আমি।

'এয়ারপোর্টে। আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।'

এ্যাডওয়ার্ড এক ঘণ্টা ধরে কোন ধরনের বিরতি ছাড়াই কথা বলে চলল। আমাদের বাড়ি ফেরার ফ্লাইট ধরতেই হয়তো সে ফোনটা করেছে। কিন্তু তা আমি বুঝতে পারছি না। ওর কথাগুলো ইংরেজিতে আমি সে সময় ওকে বিরক্ত করতে চাইলাম না। আমি নিজের প্রতি মনোযোগ দিলাম। শেষ রাতের মতো অতটা খারাপ লাগছে না কিন্তু আবার কেমন যেন লাগছে। একেবারে অন্য রকম অনুভূতি।

'আমি বুঝতে পারছি।' এডওয়ার্ডে ফোন কল শেষ হলে আমি বললাম। 'এ রকম না হলে আমরা আরও বেশ কয়েকদিন থাকতে পারতাম।'

সে বাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলই। আমার কথায় কোন সাড়া দিল না।

'আচ্ছা কী হয়েছে বলবে তো? হয়েছে প্রেগন্যান্ট। এতে সমস্যা কোথায়?' না পেরে বললাম আমি।

আমার আসলে মাথায় ঢুকছে না কী এমন কারণ হতে পারে যার জন্য এ্যাডওয়ার্ড এমন হতভম্ব, অথর্ব হয়ে গেছে?

'বেলা?' সে শীতল গলায় আমাকে ডাকল। আমার চোখ জল দেখতে পেয়ে ওর স্বর আরও গাঢ় হল। আমার মুখ ওর দু হাতের মধ্যে নিল।

'বেলা! লক্ষ্মী আমার। তুমি কী ব্যথা পাচ্ছ?'

'না তো! না–'

সে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। 'ভয় পেও না সোনা। আমরা পরবর্তী ষোল মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব। কার্লিসলি তৈরি থাকবেন। আর সবাই তো আছি তোমাকে সারিয়ে তোলার জন্য। তুমি ভালো হয়ে যাবে সোনা, খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে।'

'সারিয়ে তোলার জন্য মানে? তুমি কী বোঝাতে চাইছ?'

সে আমার দিকে একটু ঝুকল। 'আমরা ভ্রুণটাকে তাড়াতাড়িই বের করে আনব যাতে ওটা তোমাকে হত্যা করতে না পারে।'

'বল কী?' আমি আতকে উঠলাম।

আমি আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিলাম, হাঁটু এমননি কাঁপছিল। পড়ে যাওয়া ঠেকাতে গিয়ে দেয়াল আকড়ে ধরলাম।

'না।' আমি ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললাম।

কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ড এরা এতটুকুন একটা বাচ্চাকে হত্যা করবে? এমন ফেরেশতার মতো বাচ্চাটাকে? আমার হঠাৎ স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। আমি নিশ্চয় গর্ভে ধারণ করেছি যে শিশুটা সেটা স্বপ্নে দেখা বাচ্চাটার মতোই সুন্দর হবে? না! আমাকে ওই বাচ্চাটাকে বাঁচাতেই হবে।

'না।' আমি আরো জোরে শব্দটা বললাম। সহজেই বোঝা গেল যে আমি চাচ্ছি না।

সে আমার কথার কোন উত্তর দিল না। ঝটপট করে স্যুটকেস খুলে কাপড় গোছাতে লাগল।

'আমরা কখন বের হবো?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'এ্যাডওয়ার্ড, তুমি কী আমার জন্য একটু খাবার কিনে আনবে? বুঝলাম না হঠাৎ হঠাৎ এমন সৃষ্টিছাড়া খিদে পাচ্ছে কী করে?'

'ওমা, কেন নয়? অবশ্যই আনছি।'

স্যুটকেস গোছানো হয়ে গেলে খাবার কিনতে যাওয়ার আগে সে আমার কপালে একটা চুমু খেল। 'কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করো না সোনা। আমরা কয়েকঘন্টার মধ্যে কার্লিসলের কাছে পৌঁছে যাব।'

সে তাড়াহুড়া করে বের হয়ে গেল। দেখলাম ফোন নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। আমি কাঁপা কাঁপা হাতে এডওয়ার্ডের ফোনটা নিলাম। এর আগে কখনও আমাকে ফোন ব্যবহার করতে হয় নি। আজ হচ্ছে।

আমি সেন্ড বাটনে চাপ দিতেই রোজালি নাম লেখা একটা নাম্বার শো করলো। আমি আবার সেন্ড বাটনে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

রোজালির কণ্ঠ শুনতে পেলাম। 'হ্যালো?' ঢেউয়ের মতো সুর তরঙ্গ ভেসে আসল যেন।

'রোজালি?' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'বেলা বলছি, আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। একমাত্র তুমিই পারো...প্লিজ...'

আট

'জেজ, পল। তোমার কি নিজের কোন ঘরবাড়ি নেই?'

পল আমার গোটা কোচের উপর লম্বা হয়ে শুয়েছিল। আমার ভাঙাচোরা পুরানো টিভিতে রদ্দিমার্কা বেসবল খেলা দেখছিল। সে তার ব্যাগ থেকে চিপস বের করে কোলের উপর রেখেছিল। সেটা টুকটুক করে মুখে পুরতে লাগল।

'ভালো হয় এগুলো তোমার সাথে নিয়ে যাও।'

কুড়মুড়ে শব্দ হচ্ছিল।

'না।' সে চিবুতে চিবুতে বলল। 'তোমার বোন চালিয়ে যেতে বলেছে। আমার নিজের যা কিছু ইচ্ছা করতে চাই তাই করতে বলেছে।'

আমি নিজের কণ্ঠস্বর এমন শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম যাতে ওর মুখে ঘুষি লাগাতে ইচ্ছে না হয়। 'রাচেল কি এখন এখানে?'

তাতে কাজ হলো না। সে শুনতে পেল আমি কোনদিকে গেলাম আর তার পেছন দিক থেকে ব্যাগটাকে সামনের দিকে টেনে আনল।

ব্যাগটা কুশনের উপর রাখল। চিপসগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। পলের হাত মুষ্টি হয়ে গেল। যেন সে একজন মুক্তিযোদ্ধা।

'নিয়ে এসো। আমাকে রক্ষা করার জন্য রাচেলের কোন দরকার নেই।'

আমি নাক টানলাম। 'ঠিক। যেন প্রথমবারেই তুমি তাকে কাঁদতে দিতে চাও না।'

সে হেসে উঠল। সোফার উপর রিলাক্স হয়ে বসল। হাতের মুঠ খুলে দিল। 'আমি কোন মেয়ের পিছুনে ছুটছি না। যদি তুমি সৌভাগ্যবান হয়ে থাকো প্রথম আঘাতের ব্যাপারে, তাহলে ব্যাপারটা শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই থাকবে। অথবা তার বিপরীত, ঠিক?'

'ঠিক।'

তার চোখ আবার টিভির দিকে চলে গেল।

আমি খোঁচা চাইলাম।

সে তড়িৎগতিতে উঠে পড়ে আমার প্রথম মুষ্ঠিঘাত ঠেকাতে চাইল। সে আমাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি নেচে শরীর বাকিয়ে সরে গেলাম।

'তুমি আমার নাক ভেঙে দিয়েছো, ইডিয়েট?'

'শুধু আমাদের দুজনের মধ্যে, ঠিক, পল?'

আমি চিপসগুলো সরাতে চাইলাম। যখন আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, পল নাকে হাত দিয়ে মালিশ করতে লাগল। রক্তপড়াটা এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

'তুমি একটা বিষফোঁড়ার মতো, জ্যাকব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তার চেয়ে বরং লিহয়ের সাথে ঝুলে পড়ব।'

'আউচ, ওয়াও। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, লিহ একটা শুনতে সত্যিই ভালোবাসবে যে তুমি তার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় তার জন্য ব্যয় করতে চাও। শুনেই তার হৃদয় আনন্দে ভালোবাসায় উষ্ণ হয়ে উঠবে।'

'তুমি সেটা ভুলে যাচ্ছ যে আমি সেটা বলেছিলাম।'

'অবশ্যই। আমি নিশ্চিত এটা ভুলে যাইনি।'

'আহ।' সে তার টি-শার্টের কলার থেকে রক্ত মুছে ফেলল। 'তুমি অনেক দ্রুততর। জ্যাকব। আমি তোমাকে সেটার প্রতিশোধ দিয়েই ছাড়ব।' সে আবার টিভিতে রদ্দা খেলার দিকে মনোযোগ দিল।

আমি সেখানে সেকেন্ড খানিক দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমার রুমে দিকে চলে এলাম।

আমাদের দলের আরেকজন সদস্যও কি ছাপ মারা হয়ে গেল না? কারণ এখন আমরা দশজনের ভেতর চারজন হয়ে গেছি। এটা কখন শেষ হবে? প্রথম দর্শনেই প্রেম এই ব্যাপারটা এখন ভোগাচ্ছে। পুরো ব্যাপারটাই অসুস্থ মানসিকতার!

ব্যাপারটা কি আমার বোনের কাছেও যাবে? অথবা এটা কি পলের ক্ষেত্রেও হবে?

সামারের সেমিস্টারের শেষে যখন রাচেল ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এলো— কেবল গ্রাজুয়েট শেষ করেছে। সে আমার এই সমস্যার কথা শুনেছে। আমি আমার নিজের বাড়িতে সবকিছু সামাল দিতে পারছি না। এমব্রি আর কলিনের মতো ছেলেদের জন্য আমার সত্যিকারের সহানুভূতি আছে। যাদের পিতামাতা জানে না যে তারা ওয়ারউলফ। এমব্রির মা চিন্তা করে এমব্রি হয়তো কোন বিদ্রোহী অবস্থায় চলে গেছে। তিনি প্রতিরাতেই এমব্রির রুম চেক করেন। আর প্রতিরাতেই রুমটা শূন্যই থাকে। তিনি ভেতরে ভেতরে গুডিয়ে উঠেন। আর ব্যাপারটা নিঃশব্দে নিয়ে আবার পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করেন। আমরা চেষ্টা করছি স্যামের সাথে কথা বলে এমব্রিকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। যাতে রাতে তার মা তাকে বিছানায় পায়। কিন্তু এমব্রি বলেছে তার দরকার নেই।

গোপনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তো আমি সকল গোপনীয়তা সংগ্রহ করছি। তার দুইদিন পরে রাচেল বাড়িতে এসেছে। পল তার পিছনে সীবিচ পর্যন্ত ছুটে গেছে। এগুলো ভালোবাসারই ব্যাপার স্যাপার!

কোন গোপনীয়তাই প্রয়োজন নেই যখন একজন তার সঙ্গিকে খুঁজে পায়।

রাচেল গোটা গল্পটা শুনেছে। আর আমি পলকে কোন এক সময় আমার ব্রাদার-ইন-ল হিসাবে পেতে যাচ্ছি। আমি জানি বাবা এতে খুব বেশি রোমাঞ্চ অনুভব করবেন না। কিন্তু তিনি এটা আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি এটা কীভাবে কি হবে। পল নয়। কিন্তু লিহয়ের উপস্থিতি আছে।

আমি বিস্মিত— একটা গুলি কি আমার মাথা ভেদ করে আমাকে হত্যা করবে? অথবা আমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য বড় ধরনের কোন ঝামেলা হবে?

আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমি ক্লান্ত। শেষ প্রহরীর পর থেকে এখনও আমি ঘুমাইনি। কিন্তু আমি জানি এখন ঘুমিয়ে পড়ব। আমার মাথা এখন খুব উতপ্ত। আমি ঘুমের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

চার্লি ফোনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বেলা আর তার স্বামী দুর্ঘটনায় হারিয়ে গেছে। একটা প্লেন ক্রাশ? সেটা অবশ্যই একটা ভুয়া ব্যাপার। রক্তচোষার এরকমভাবে মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না। কিন্তু কেন তারা করবে? হতে পারে তার পরিবর্তে একটা ছোট্ট প্লেন।

অথবা খুনি কি একাকী বাড়িতে এসেছে? তাকে তাদের একজন করতে সাফল্যহীনভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে?

গল্পটা অনেক বেশি ট্রাজিক দিকে চলে যাচ্ছে। বেলা ভয়ানক দুর্ঘটনায় হারিয়ে গেছে। একটা গাড়ি দুর্ঘটনা। আমার মায়ের মতো। এতটাই কমন। প্রায় সময়ই ঘটে থাকে।

সে কি তাকে বাড়িতে নিয়ে আসবে? তাকে চার্লির জন্য এখানে কবর দেবে? একটা শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। অবশ্যই। আমার মায়ের কফিনটা...

আমি শুধু আশা করতে পারি সে এখানে ফিরে আসবে।

হতে পারে সেখানে আদৌ কোন গল্প নেই। হতে পারে চার্লি আমার বাবার কাছে শোনার জন্য ডেকেছে যে ডা. কুলিনের কাছ থেকে কোন কিছু শুনেছে কিনা। যাকে একদিন কাজে দেখা যায়নি।

কুলিনদের ফোনের কোন উত্তর নেই। রহস্যময় ব্যাপার ঘটে চলেছে...

হতে পারে বিশাল সাদা বাড়িটা মাটি থেকে পুড়ে গেছে। সবাই ভেতরে আটকা পড়েছে। অবশ্যই, তাদের শরীরের দরকার আছে। আটজন মানুষ।

এমনভাবে পুড়ে গেছে যেন চেনা যায় না।

ব্যাপারটা কোন কৌশলও হতে পারে। আমার জন্যই। তাদেরকে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন হবে যদি তারা খোঁজ দিতে না চায়। অবশ্যই, আমি দেখার জন্য সবদিকে যেতে পারি। যদি সব জায়গায় যাওয়া যায় তাহলে সব জায়গার সব কিছু খুঁজে দেখা সম্ভব।

আমরা আজ রাতে যেতে পারি। আমরা তাদের প্রত্যেককে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতে পারি।

আমি সেই পরিকল্পনা পছন্দ করলাম। কারণ আমি এ্যাডওয়ার্ড এসব ব্যাপারে খুব ভালো জানে। যদি আমি তার কোভেনের কাউকে হত্যা করি, আমি তার কাছ থেকেও সে সুযোগ পাব। সে প্রতিশোধের জন্য আসবে।

আমি তাকে তা করতে দিব। আমি আমার ভাইদেরকে তার হাতে তুলে দেব না। এটা শুধু তার আর আমার মধ্যকার ব্যাপার হবে। হতে পারে সবচেয়ে দক্ষজন ভালো জন জিতে যাবে।

কিন্তু স্যাম এটা শুনতে পাবে না। আমরা চুক্তি ভঙ্গ করতে যাচ্ছি না। কারণ আমাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে কুলিনরা কোন কিছু ভুল করেছে তার প্রমাণ নেই।

অন্যরুমে, পল গাধার বাচ্চার মতো করে শব্দ করছে। মনে হয় সে কোন কমেডি সিরিজ দেখছে।

হতে পারে বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো খুবই মজার হাসির।

যাই হোক না কেন, এটা আমার স্নায়ুর উপর চাপ দিচ্ছে।

আমি আবার তার নাক ভেঙে দেয়ার চিন্তা করলাম। কিন্তু আমি পলের সাথে লড়াই করতে চাই না। সত্যিই না।

আমি অন্য শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ। শব্দটা একইরকম নয়। মানুষের শ্রুতির জন্য নয়। বাতাসে যেন হাজারটা মানুষের কণ্ঠস্বর এক সাথে গুনগুন করছে। আমি সেটা শুনতে পারছি না।

কিন্তু আমার কান অনেক বেশি স্পর্শকাতর। আমি গাছের শব্দ শুনতে পাই, রাস্তার শব্দ শুনতে। যে গাড়িগুলো রাস্তা ধরে সমুদ্র সৈকতের দিকে যাচ্ছে তার শব্দ শুনতে পাই। লা পুশের পুলিশের যাতায়াত বুঝতে পারি। টুরিষ্টরা কখন রাস্তার পাশের অন্য দিকের স্পিড কমানোর সাইনবোর্ডটা দেখতে পায় না।

আমি সমুদ্র সৈকতের পাশের সুভেনির সপের লোকজনের কথা শুনতে পাই। আমি এমব্রির মায়ের ক্যাশ রেজিস্টারের শব্দ, রিসিপ্ট প্রিন্টিংয়ের শব্দ শুনতে পাই।

সমুদ্র সৈকতের লোকজনের হল্লা শুনতে পাই। বাচ্চাদের হৈহুল্লোড়ের শব্দ শুনতে পাই। মায়েরা বাচ্চাদের কাপড় ভিজিয়ে ফেলা নিয়ে যে অভিযোগ করছে সেগুলো শুনতে পাই। এবং আমি একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই...

পলের গাধার মতো হাসিটা এত জোরে হয়ে উঠল যে আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। লাফ দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলাম।

'আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। জানতাম সে আমার কথায় কান দেবে না। আমি নিজের উপদেশ অনুসরণ করলাম। আমি জানালা খুলে ফেললাম। তারপর তার উপর দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলাম যাতে পলকে আর দেখতে না হয়। আমি যেন লোভ সামলাতে পারছিলাম না। আমি জানতাম আমি আবার তাকে আঘাত করতে পারি। আর রাচেল সেজন্য অনেক বেশি ক্ষেপে যেতে পারে। রাচেল তার শার্টে রক্ত দেখতে পারে। আর সে আমাকে দোষ দিতে পারে। কোনরকম প্রমাণের সে অপেক্ষা করবে না। অবশ্যই, সেই ঠিক। সে স্থির থাকবে।

আমি সমুদ্র সৈকতের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। দুহাত প্যান্টের পকেটে। প্রথম বীচে পৌছালেও কেউ আমাকে লক্ষই করল না। সামারের সবচেয়ে ভালো জিনিস এটা। কেউ তোমার দিকে লক্ষ করবে না শুধু শর্টস পরে থাকলেও।

আমি পরিচিত কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে এগুতে লাগলাম। আমি খুব সহজেই কুইলকে খুঁজে পেলাম। সে দক্ষিণ দিকেই আছে। টুরিস্টের ভীড় এড়িয়ে গেছে। সে সর্তকতার তুবড়ি ছুটিয়ে চলছে।

'ক্লেয়ার, পানি থেকে উঠে এসো। উঠে এসো বলছি। না। ওরকম করো না। ওহ! সুন্দর বাচ্চা। সিরিয়াসলি বলছি, তুমি কি চাও এমিলিকে চিৎকার করে ডাকি? আমি আর কখনও আবার তোমাকে এই বীচে নিয়ে আসব না যদি তুমি আমার কথা না শোন— ওহ হ্যাঁ? যেও না— আহ। তুমি কি মনে করছো সেটা মজার। হাস্যকর। তাই মনে করছ? হাহ! কে এখন হাসছে, হাহ?'

একটা ছোট বাচ্চার পেছনে কুইল দৌড়ে ফিরছে যখন আমি তার কাছে পৌঁছলাম। ক্লেয়ারের এক হাতে একটা ঝুড়ি। তার জিন্স ভিজে গেছে।

'ছোট শিশুটির জন্য পাঁচবার বাজি ধরতে পারি।' আমি বললাম।

'হেই, জ্যাক।'

ক্লেয়ার তার ঝুড়িটা কুইলের হাঁটুর কাছে ছুড়ে দিল।

'নিচে! নিচে!' সে তাকে সাবধানে পায়ের উপর নামিয়ে দিল। আর মেয়েটা আমার কাছে ছুটে এলো। সে তার দুহাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরল।

'জ্যাক চচ্চু!'

'কেমন চলছে, ক্লেয়ার?'

'কুইল এ-এ-এ-খ-খনও ভিজে গেছে।'

'আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি। তোমার মা কোথায়?'

'চলে গেছে। চলে গেছে। চলে গেছে।' ক্লিয়ার গান ধরল। 'আ-আমাকে কুইলের কাছে সা-সারাদিন রেখে গেছে। মা বাড়িতে চলে গেছে।' সে আমাকে ছেড়ে দিল। আবার কুইলের দিকে দৌড়ে গেল।

'শুনে মনে হচ্ছে কেউ একজন এই দুজনকে ভয়ানকভাবে এলোমেলো করে দিয়েছে।'

'আসলে তিনজনকে।' কুইল সংশোধন করে দিল। 'তুমি পার্টিটা মিস করেছো। প্রিন্সেসের থিম ছিল। সে আমাকে একটা মুকুট পরিয়েছিলো। আর তারপর এমিলি উপদেশ দিল তার সাথে নতুন ধরনের খেলার জন্য।'

'ওয়াও, আমি সত্যিই দুঃখিত আমি সেটা দেখতে পাইনি।'

'চিন্তিত হয়ো না। এমিলির কাছে ছবি তোলা আছে। আসলে, আমাকে খুব হট দেখা গেছে।'

'হতে পারে, তুমি কিছুটা ডাশিং আছো।'

কুইল শ্রাগ করল। 'ক্লেয়ার খুব ভালো সময় কাটিয়েছে। সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।'

আমি চোখ ঘোরালাম। সেটা কোন ব্যাপার নয় যে তারা কোন পর্যায়ে আছে।

ক্লেয়ার ঘাড় বেকিয়ে মাটির দিকে নির্দেশ করল।

'ছোট পাথর!'

'আমার জন্য! আমার জন্য!'

'কোনটা, কিডেডা? লালটা?'

'না লালটা না।'

কুইল হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ক্লেয়ার চেচিয়ে উঠল আর কুইলের চুল ঘোড়ার লেজের মতো টেনে ধরল।

'নীলটা?'

'না। না। না... ছোট্ট মেয়েটি গান গেয়ে উঠল। নতুন এই খেলায় সে মজা পেয়েছে। সেটাই দুশ্চিন্তার বিষয়। কুইল যতটা পারে ততটা মজা করে নিচ্ছে। সে অনেক ভ্রমণকারীর বাবা মায়ের দিকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। আমি দেখতে পেলাম কুইল তার সাথে আরেকটা মজার খেলায় দারুণভাবে মেতে উঠেছে।

আর আমি তার সাথে কোন মজার কিছু দেখতে পেলাম না। আমি কুইলের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম। যদিও আমি মনে করি এটা কুইলের জন্য, অন্ততপক্ষে, একটা ভালো জিনিস যে ওয়ারউলফদের বয়স বাড়ে না।

কিন্তু সারা সময় ধরে তাকে এভাবে সহ্য করা যায় না।

'কুইল, তুমি ডেটিংয়ের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করেছো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হাহ?'

'না। না না।' ক্লেয়ার চেচিয়ে উঠল।

'তুমি জানো। ছোট্ট মেয়ে। আমি বোঝাতে চাইছি, শুধু এখনকার জন্য। ঠিক? তোমার এই বেবিসিটিংয়ের ডিউটির রাতে।'

কুইল আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ হা হয়ে গেছে।

'সুন্দর পাথর! ছোট্ট পাথর!' ক্লেয়ার চেচিয়ে উঠল। কুইল তাকে নতুন কোন অফার দিল না।

মেয়েটি তার ছোট্ট হাত দিয়ে তার মাথায় ধাক্কা দিল।

'দুঃখিত। ক্লেয়ার। পার্পল রঙের এটা কেমন হয়?'

'না।' সে খিলখিল করে হেসে উঠল। 'না পুউউউপ।'

'আমাকে একটা ক্লু দাও। আমি তোমার কাছে সেটা চাইছি। সোনা।'

ক্লেয়ার সেটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। 'সবুজ।' সে শেষ পর্যন্ত বলল।

কুইল পাথরের দিকে তাকাতে লাগল। সেগুলো ভালোভাবে দেখতে লাগল। সে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকমের চারটে সবুজ পাথর তুলে নিল। সেগুলো তার কাছে অফার করল।

'আমি কি এটা পেতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

'কোনট?'

'সব কয়টা!!'

ছোট্ট মেয়েটি তার হাত বাড়িয়ে দিল। আর সে সবগুলো পাথর উপুড় করে তাকে দিল। ক্লেয়ার হেসে উঠল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। পার্কিং লটের দিকে হেঁটে চলে যেতে লাগল। সম্ভবত মেয়েটির ভেঁজা কাপড়ে থেকে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার চিন্তা করল। সে যে কোন প্যারানয়েডের চেয়ে আরো খারাপ। অতিরিক্ত সচেতন মায়ের মতো।

'দুঃখিত, আমি যদি তোমাকে জোর করে মেয়েটির ব্যাপারে কিছু বলে থাকি।' আমি বললাম।

'না। সেটা ঠিক আছে।' কুইল বলল। 'এই জাতীয় জিনিস সবসময় আমাকে বিস্মিত করে। আমি এসব নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা করি না।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে বুঝতে পারবে। তুমি জানো, যখন সে বড় হয়ে উঠবে। সে উন্মত্ত হয়ে উঠবে না যে তোমার একটা জীবন ছিল যখন সে ডায়াপার পরে থাকত।'

'না। আমি জানি। আমি নিশ্চিত সে সেটা বুঝতে পারবে।'

সে আর কোন কিছু বলল না।

'কিন্তু তুমি সেটা করবে না, করবে কি?' আমি অনুমান করলাম।

'আমি তা দেখতে পারছি না।' সে নিচু স্বরে বলল। 'আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি শুধু পারি না...সেভাবে কাউকে দেখতে পারি না। আমি মেয়েদের কোনভাবেই লক্ষ করতে পারি না। তুমি জানো। আমি তাদের মুখ দেখতে পারি না।'

'সে সব রেখে দাও। দিয়ে টাইরার কথা ভাব। সব ঠিক হয়ে যাবে। হতে পারে ক্লেয়ার ভিন্ন ধরনের কোন প্রতিযোগীতায় নেমে পড়বে যা নিয়ে চিন্তিত হতে হবে।'

কুইল হেসে ফেলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি শুক্রবার সময় দিতে পারবে, জ্যাকব?'

'তুমি আশা করতে পার।' আমি বলললাম। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। আমি মনে করছি থাকতে পারব।'

সে একটুখানি দ্বিধা করল। তারপর বলল 'তুমি কি ডেটিংয়ের ব্যাপারে কোন চিন্ত াভাবনা করছ নাকি?'

আমি শ্বাস নিলাম। অনুমান করছি আমি আজ অনেক বেশি খোলামেলা হয়ে পড়েছি।

'তুমি জানো, জ্যাক, হতে পারে তুমি একটা জীবন পাওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছ।'

সে কথাটা জোকসের মতো ভঙ্গিতে বলল না। তার কণ্ঠস্বরে করুণায় আর্দ্র। সেটাই আমাকে দুশ্চিন্তা ফেলে দিল।

'আমি তাদেরকে দেখতে পারি না। কুইল। আমি তাদের মুখ দেখতে পারি না।'

কুইলও শ্বাস নিল।

অনেক দুরে, কারোর শোনার পক্ষে অনেক নিচুলয়ের, জঙ্গলের দিক থেকে একটা গর্জন ভেসে এলো।

'ড্যাং। ওটা স্যাম।' কুইল বলল। সে ক্লেয়ারকে ধরার জন্য এমনভাবে হাত তুলল যেন সে এখনও ওখানে আছে। 'আমি আদৌও জানি না তার মা কোথায়!'

'আমি দেখব ব্যাপারটা কি। যদি আমাদেরকে তোমার দরকার হয়। আমি তোমাকে জানাব।' আমি বলে গেলাম। 'হেই, কেন তুমি তাকে ক্লিয়ারওয়াটারের কাছে তাকে নিয়ে যাচ্ছ না? সিও আর বিলি তার উপরে নজর রাখতে পারবে যদি তার সেটা দরকার হয়। তারা সম্ভবত জানতে পারে কি ঘটে চলেছে।'

'ঠিক আছে। এখান থেকে চলে যাও। জ্যাক!'

আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। কাঁদা ভেঁজা পথে নয়। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শটকার্ট পথ দিয়ে এগুতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারলাম কাটা লেগে আমার চামড়া কিছুটা ছেচড়ে গেছে। কিন্তু আমি সেগুলোকে উপেক্ষা করলাম। আমি জঙ্গল থেকে বেরুনোর আগেই ক্ষতগুলো সেরে যাবে।

আমি দোকানের পিছন দিয়ে হাইওয়েতে উঠলাম।

কেউ একজন আমাকে ডাকছে।

গাছের দিকে নিরাপত্তা নিয়ে আমি আরো জোরে দৌড়াতে লাগলাম। লোকজন অবাক দৃষ্টিতে তাকাবে যদি আমি খোলা জায়গা দিয়ে যাই। সাধারণ লোকজন কখনও এভাবে দৌড়াবে না।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কোন একটা দৌড় প্রতিযোগীতায় অংশ নিলে বেশ মজা হত। যেমন কোন অলিম্পিক ট্রায়াল অথবা ওই জাতীয় কিছু। আমি নিশ্চিত যে আমি কোন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারতাম।

যত তাড়াতাড়ি আমি ঘন জঙ্গলে পৌঁছলাম, আমি অন্য কিছুর চিন্তা করলাম। আমি তাড়াতাড়ি থেমে গেলাম এবং শর্টস খুলে ফেলাম। খুব তাড়াতাড়ি দীর্ঘদিনের অভ্যাস আর প্র্যাকটিসের ফলে আমি সেটাকে পেচিয়ে ফেললাম। একটা চামড়ার রশি দিয়ে আমি সেটা পায়ের গোড়ালির সাথে বেধে নিলাম। তারপর আমি রুপান্তরিত হতে শুরু করলাম। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে আগুনের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। আমার সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে একটা খিচুনি বয়ে গেল। ব্যাপারটা শুধুমাত্র একটা সেকেন্ড সময় নিল। উত্তাপ আমার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলো। আমার বিশাল পায়ের থাবা মাটিতে দাপড়ে সাথে ফেলে টানটান হয়ে দাঁড়ালাম।

আমি যখন এসবের ঠিক মাঝখানে থাকি তখন রুপান্তরিত হওয়াটা খুব সহজ। আমি আমার টেম্পারমেন্টের ব্যাপারেটাকে গুরুত্ব দেই না।

আধা সেকেন্ডের জন্য, আমি বিবাহ অনুষ্ঠানের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের কথা স্মরণ করতে পারলাম। আমি রাগে এতটাই পাগলের মতো হয়ে ছিলাম যে আমার শরীর ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারলাম না।

আমি হয়তো কোন ফাঁদে পড়তে পারি। রুপান্তর করতে না পারলে অন্যরকম হবে। আমার কয়েক ফুট দুরেই সেই দৈত্যটাকে হত্যা করতে পারি। ব্যাপারটা খুবই কনফিউজ করার মতো। তাকে হত্যা করার জন্য মরে যাচ্ছি। তাকে আঘাত করতে যেয়ে ভীত। আমার বন্ধু যেভাবেই হোক। আর তারপর, যখন শেষ পর্যন্ত আমি যে রুপটা চাচ্ছিলাম সেটা নিতে পারলাম, আমার দলনেতার আদেশ। আলফার কাছ থেকে আসা নির্দেশ। যদি এটা শুধুমাত্র এমব্রি আর কুইলের ব্যাপার হতো যেখানে স্যামের ছাড়া রাতটা... আমি কি তাহলে সেই হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারতাম?

স্যাম এই জাতীয় আইন পরিচালনা করলে আমি সেটাকে ঘৃণা করি। কোনরকম পছন্দ না থাকার এই বিষয়টাকে আমি ঘৃণা করি। শুধু আইন মেনে চলাকেও।

আর তারপর আমি শ্রোতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলাম। আমার চিন্তাভাবনার মধ্যে আমি একা নই।

সবসময়ের এই চিন্তার মধ্যে আরেকজনের চিন্তা ভিড় করে। লিহয়ের চিন্তাভাবনা।

হ্যাঁ। সেখানে কোন ভন্ডামী নেই। লিহ, আমি তার কথা চিন্তা করলাম।

হতে পারে, বন্ধুরা, স্যাম আমাদেরকে বলেছিল।

আমি নিরব হয়েছিলাম। আমি লিহয়ের কথায় অভিভুত হয়ে গিয়েছিলাম।

মর্মস্পর্শী, সবসময়ের মতোই।

স্যাম এমন ভান করল যেন সে লক্ষ করেনি।

'কুইল আর জ্যারেড কোথায়?'

'কুইল ক্লিয়ারকে পেয়েছে। সে তাকে ক্লিয়ারওয়াটারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।'

'ভালো। সি তাকে দেখাশোনা করবে।'

'জ্যারেড কিমের কাছে যাচ্ছে। এমব্রির চিন্তাভাবনা। ভালো সুযোগ যে সে তোমাকে শুনছে না।'

গোটা দলের মধ্যে নিচুলয়ের গোঙানীর মতো চাপা গর্জন ভেসে এলো। আমি তাদের মধ্যে একাকী গোঙাতে লাগলাম। যখন জ্যারেডকে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কোন সন্দেহ নেই সে এখনও কিমের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে। আর তারা এই মুহূর্তে কি করেছে কেউ সেটার ব্যাপারে কোন উত্তর দেয়ার চিন্তাভাবনা করল না।

স্যাম জাবড়ে বসে পড়ল। আরেকটা গর্জন বাতাসে ভেসে গেল। এটা একটা সিগনাল এবং একজনের প্রতি আদেশ।

দলটা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার থেকে কয়েক মাইল পুর্ব দিকে। আমি তাদের দিকে যাওয়ার জন্য ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। লিহ, এমব্রি আর পল সবাই তাদের দিকেই কাজ করছে।

লিহ কাছাকাছি ছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা সমান্তরাল লাইনে চলতে শুরু করলাম। সবাই একসাথে দৌড়ানোর পক্ষপাতি না।

বেশ, আমরা সারাদিন তার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। সে পরে আমাদেরকে ধরে ফেলবে।

'সাপার, বস?' পল জানতে চাইল।

'আমাদের কথা বলা দরকার। কিছু একটা ঘটে চলেছে।'

আমি অনুভব করলাম স্যামের চিন্তাভাবনা কেঁপে কেঁপে উঠল। শুধু স্যামেরই নয়। কিন্তু সেথ আর কুলিন আর ব্রাডি। কুলিন আর ব্রাডি— নতুন বাচ্চারা— আজ স্যামের সাথে প্রহরায় বেরিয়েছে। সে কারণে স্যাম যা জানে সেটা তারাও জানে। আমি এখনও জানি না কেন সেথ এরই মধ্যে বাইরে গেছে। এখন তার যাওয়ার কথা ছিল না।

সেথ তাদেরকে বলে দাও তুমি কি শুনেছো।

আমি জোর বাড়ালাম। সেখানে থাকতে চাইলাম। আমি শুনতে পেলাম লিহ আরো জোরে দৌড়াচ্ছে।

জোর দাও, বোকাগাধা, লিহ হিসহিসিয়ে উঠল। তারপর সে সতিই খুব জোর দিল। আমি সামনের দিকে এগুতে লাগলাম।

স্যাম আমাদের দুজনের এই অবস্থা দেখে নি।

জ্যাক, লিহ, একটু বিশ্রাম দাও।

আমরা দুজনের কেউ ধীর গতির হলাম না।

স্যাম গুঙিয়ে উঠল। কিন্তু আমাদেরকে যেতে দিল।

সেথ?

চার্লি ডাকাডাকি করতেই বিলিকে আমাদের বাড়িতে পেলেন।

ইয়ে। আমি কথা বলতে চাইলাম।

পলও যোগ দিল তাদের সাথে।

আমি একটা ধাক্কা খেলাম যখন বুঝতে পারলাম সেথ চার্লির নাম নিয়ে চিন্তা করছে। এটাই তাহলে এই। অপেক্ষা শেষ হয়েছে। আমি আরো জোরে দৌড়াতে শুরু করলাম।

এটা তাহলে কোন গল্পটা হতে পারে?

তো তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। অনুমান করছি বেলা আর এ্যাডওয়ার্ড গত সপ্তাহে বাড়িতেই এবং...

আমার বুক হাপরের মতো উঠতে নামতে লাগল।

সে বেঁচে আছে। অথবা সে অন্তত মৃত নয়।

আমি বুঝতে পারলাম না এটা আমার জন্য কতটা ভিন্নতা আনতে পারে। আমি সারাটা সময় এই চিন্তা করেই যাচ্ছিলাম যে সে মারা গেছে। আর আমি এখন শুধু মাত্র তা দেখতে পেলাম। আমি দেখতে পেলাম তবু আমি কখনও বিশ্বাস করিনি যে এ্যাডওয়ার্ড তাকে বাঁচিয়ে ফিরে নিয়ে আসবে। এটা কোন ব্যাপার নয়। কারণ আমি জানি পরবর্তিতে কি আসছে।

হ্যাঁ, ভাই, এখানেই সেই খারাপ খবরটা আছে। চার্লি বেলার সাথে কথা বললেন। যেটা শুনে খারাপ কিছুই মনো হলো।

সে চার্লিকে বলল সে অসুস্থ। কার্লিসল উঠে দাঁড়ালেন এবং চার্লিকে বললেন বেলা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কিছু খারাপ রোগ বাধিয়ে নিয়ে এসেছে। চার্লি উন্মত্তর মতো হয়ে গেলেন। কারণ সে এমনকি এখন দেখার জন্যও অনুমতি দিচ্ছে না। তিনি বললেন তিনি কোন পরোয়া করেন না এমন কি যদি তার ভেতরও অসুখ সংক্রামিত হয়, তাও না। কিন্তু কার্লিসল কোনভাবেই নমনীয় হলেন না। কোন দর্শনার্থীকে তিনি ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেবেন না। চার্লিকে বললেন ব্যাপারটা আসলেই সিরিয়াস। কিন্তু তিনি তার জন্য সবকিছুই করতে পারেন। চার্লি সারাদিন সেখানে লেগে ছিলেন। কিন্তু তিনি এখনই শুধু বিলিকে ডাকলেন। তিনি বললেন, তাকে আজকে আরো খারাপ দেখাচ্ছে।

সেথ শেষ করলে মনের মধ্যে গভীর নিরবতা নেমে এলো।

আমরা সবাই বুঝতে পারলাম।

তো সে অসুখেই মারা যাবে। অন্তত চার্লি সেটাই জানবেন। তারা কি তার লাশটা দেখতে দিবে? বিবর্ণ, শক্ত হয়ে যাওয়া, নিঃশ্বাস না নেয়া সাদা দেহটি? তারা তার শীতল শরীর স্পর্শ করতে দেবেন না। তিনি হয়তো লক্ষ করতে পারবেন কতটা শক্ত দেহটি। তারা খুব বেশি অপেক্ষা করবে না। তারা কি চার্লি আর অন্য সদস্যদের হত্যা করা থেকে বিরত রাখতে পারবে? কতটা দীর্ঘায়িত ব্যাপার হবে সেটা?

তারা কি তাকে কবর দেবে? রক্তচোষারা কি তার জন্য আসবে?

অন্যরা নিরবে আমার মনের কথা শুনতে লাগল। আমি তাদের অন্য যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি এই নিয়ে চিন্তা করছি।

লিহ আর আমি একই সময়ে ক্লিয়ারিংয়ে প্রবেশ করলাম। লিহ নিশ্চিত তার নাক

তাকে এদিকে টেনে নিয়ে এসেছে। সে তার ভাইয়ের পাশে এসে থামল। আমি স্যামের ঠিক ডানপাশে দাঁড়ালাম। পল চক্রাকারে ঘুরল। আমার জন্য জায়গা করে দিল।

আবার পাগলামি। লিহ ভাবল। কিন্তু আমি তা শুনেই না শোনার ভান করলাম।

আমার লোম কাঁধের উপর খাড়া হয়ে গেছে, অধৈর্যে শক্ত হয়ে উঠেছে।

বেশ, আমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কেউ কিছু বলল না। কিন্তু আমি তাদের দ্বিধাদ্বন্ধের অনুভূতিটা বুঝতে পারলাম।

ওহ, এদিকে এসো! চুক্তিটা ভেঙে গেছে

আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। হতে পারে সে অসুস্থ...

ওহ, প্লিজ।

ঠিক আছে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাক্ষ্য বেশ শক্তিশালী। এখনও... জ্যাকব। স্যামের চিন্তাভাবনা খুব ধীরে ধীরে এলো। দ্বিধা করছে।

তুমি কি নিশ্চিত তুমি যা চাইছ তা এই? এটা কি সত্যিই সঠিক জিনিস? আমরা সবাই জানি সে কি চাইছে।

চুক্তিটা ভিকটিমের ব্যাপারে কোন কিছুই উল্লেখ করে না। স্যাম!

জ্যাক, সেথ ভাবল। তারা আমাদের শত্রু নয়।

চুপ করো, বাচ্চা ছেলে! শুধু এটাই কারণ যে তুমি এক প্রকারের হিরোর মতো কিছু হতে চাইছ। এইসব রক্তচোষাদের সাথে। এটা কোন আইন পরিবর্তন করবে না। তারা আমাদের শত্রু। তারা আমাদের চুক্তির মধ্যে ছিল। আমরা তাদের বের করে নিয়ে আসব। আমি সেটার পরোয়া করি না যদি তুমি মজা করার মতো করে এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের সাথে লড়াই করো।

তো তুমি সেখানে কি করবে যদি বেলা সেখানে তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করে, জ্যাকব? হাহ? সেথ জানতে চাইল।

সে এখন আর কোনমতেই বেলা নয়।

তুমি কি তাকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে?

আমি নিজেকে এসব চিন্তা থেকে দুরে রাখতে পারলাম না।

না। তুমি পারবে না। তো , কি? তুমি আমাদের যেকোন একজনকে এটা করতে বলবে? আর তারপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে চিরদিনের জন্য?

আমি পারি না...

নিশ্চয় তুমি তা পারো না। তুমি লড়াই করার জন্য প্রস্তুত, জ্যাকব।

আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। চক্রের মধ্যে বালি রঙের নেকড়ের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলাম।

জ্যাকব! স্যাম সতর্ক করল।

সেথ, এই সেকেন্ডেই চুপ করে যাও।

সেথ তার বিশাল মাথা নুইয়ে আদেশ মেনে নিল।

ড্যাং, আমি কি মিস করেছি? কুইল ভাবল। সে আমাদের এই দলের দিকে ছুটে আসছে।

চার্লির কল সম্ভবত শুনে পেয়ে...

আমরা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি তাকে বললাম। তুমি কেন কিমের সাথে

ঝুলে থাকলে না আর জারেডকে সাথে করে এখানে নিয়ে আসলে না? আমাদের এখন সবাইকেই দরকার।

সরাসরি এখানে চলে এসো। কুইল। স্যাম আদেশ করল। আমরা এখনও কোন কিছুরই সিদ্ধান্ত নেইনি।

আমি গর্জে উঠলাম।

জ্যাকব। এই দলের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো হয় আমি সেই চিন্তাই করছি। আমার সেই পথই পছন্দ করতে হবে যাতে তোমাকে রক্ষা করা যায়। সময় পরিবর্তিত হয়ে গেছে যখন থেকে আমাদের পুর্বপুরুষরা চুক্তি করেছিলাম। আমি... বেশ, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি না যে কুলিনরা আমাদের জন্য বিপদের কারণ। আর আমরা জানি যে তারা এখানে দীর্ঘদিন থাকবে না। নিশ্চয় একদিন তারা তাদের গল্পটা বলে দেবে, তারা এখান থেকে চলে যাবে। আমাদের জীবন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

স্বাভাবিক?

যদি আমরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করি, জ্যাকব। তারা তাদেরকে খুব ভালোভাবেই প্রতিরক্ষা করবে।

তুমি কি ভীত?

তুমি কি একজন ভাই হারাতে এখন এতই প্রস্তুত? সে থামল। অথবা একজন বোনকে হারাতে? সে চিন্তাভাবনা সেভাবে করতে লাগল।

আমি মরতে ভীত নই।

আমি সেটা জানি, জ্যাকব। আমি এ কারণে প্রশ্নটা করেছি যে তোমার বিচারশক্তিতে দেখতে চাচ্ছিলাম।

আমি তার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তুমি কি আমাদের পিতা পিতামহের চুক্তিকে সম্মান করো, না করো না?

আমি আমার দলকে সম্মান করি। আমি তাদের ভালোর জন্য সবকিছু করতে পারি।

কাপুরুষ।

তার মুখের ভাব শক্ত হয়ে গেল।

যথেষ্ট হয়েছে, জ্যাকব। তুমি অতিরিক্ত আইন দেখাচ্ছো। স্যামের মানসিক কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল। অদ্ভুতভাবে কঠোর হয়ে গেল যেটা আমরা অমান্য করতে পারলাম না। এটাই আলফার কণ্ঠস্বর। নেতার কণ্ঠস্বর। সে চক্রের প্রতিটি নেকড়ের চোখের দিকে তাকাল।

কোনরকম প্ররোচনা ছাড়া আমাদের দল কুলিনদেরকে কোনভাবেই আক্রমণ করতে পারবে না। চুক্তির শক্তি বজায় থাকবে। তারা আমাদের মানুষের জন্য বিপজ্জনক নয়। তারা ফর্কের মানুষের জন্যও বিপজ্জনক নয়। বেলা সোয়ান একটা তথ্যবহুল পছন্দ বেছে নিয়েছে। তার এই পছন্দের জন্য আমরা আমাদের আগের সংযোগকে শাস্তি দিতে পারি না।

আরে শোন শোন। সেথ উৎফুল্লভাবে চিন্তা করল।

আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে চুপ থাকতে বলেছিলাম। সেথ।

ওপস...দুঃখিত, স্যাম।

জ্যাকব, আমরা কোথায় যেতে পারি এ ব্যাপারে তুমি কি চিন্তা করছো?

আমি বৃত্ত ত্যাগ করলাম। পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমি তাদের দিকে ফিরেও তাকালাম না।

আমি আমার বাবাকে বিদায় জানাতে যাচ্ছি। এভাবে লেগে থেকে আমার জন্য কিছু একটা হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

আউ, জ্যাক— আবারও সেরকম কিছু করবে না!

চুপ করো, সেথ। কয়েকটা কণ্ঠস্বরের ভাবনা শুনতে পেলাম।

আমাদের ছেড়ে চলে যাও তা আমরা চাই না। স্যাম আমাকে বলল। তার চিন্তাভাবনা আগের চেয়ে অনেক বেশি নরম।

তো, আমাকে থাকার জন্য জোর করো, স্যাম। আমার ইচ্ছে শক্তিকে নিয়ে নাও। আমাকে একজন কৃতদাসে পরিণত করো।

তুমি জানো, আমি তা করতে পারি না।

তাহলে এখানে আমার আর কিছুই বলার নেই।

আমি তাদের থেকে দৌড়ে পালাতে লাগলাম। চেষ্টা করছিলাম পরে কি করব সেসব ব্যাপারে ভাবতে।

পরিবর্তে, আমি নেকড়ের দীর্ঘদিনগুলোর কথা স্মরণ করতে লাগল। প্রাণীর চেয়ে মানুষরাই আমাকে বেশি ক্ষত বিক্ষত করেছে। যেকোন মুহূর্তে চলে যাও। খিদে পেলে খাও। ক্লান্ত হলে ঘুমিয়ে পড়। তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে পান করো। আর দৌড়াও—দৌড়াও শুধু দৌড়ানোর জন্য।

আমি যখন জগিং করতে করতে আমার বাড়ির কাছাকাছি চলে এলাম, আমি মানুষের শরীরে নিজেকে রুপান্তরিত করে নিলাম। আমার গোপনীয়তার ব্যাপারে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

আমি পায়ের গোড়ালী থেকে শর্টস খুলে নিয়ে পরে ফেললাম। এর মধ্যে বাড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করেছি।

আমি এটা করতে পেরেছি। আমি যা চিন্তা করছিলাম তা লুকাতে পেরেছি। এখন স্যামের জন্য আমাকে থামানো অনেক দেরি হয়ে যাবে। সে এখন আর আমাকে শুনতে পাবে না।

স্যাম খুব পরিষ্কার নিয়মকানুন তৈরি করেছে। দলটা কুলিনদের আক্রমণ করবে না।

ঠিক আছে।

সে একাকী আক্রমণের ব্যাপারে কোন উল্লেখ করে নাই।

না। দলটা আজ কাউকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে না।

কিন্তু আমি করতে যাচ্ছি।

নয়

আমি সত্যিই বাবাকে বিদায় জানানোর কোন পরিকল্পনা করিনি।

সর্বোপরি, স্যামের একটা দ্রুত ডাকেই খেলা শুরু হয়ে যেতে পারে।

তারা আমাকে বাদ দিয়ে দেবে এবং পিছনে ঠেলে দেবে। সম্ভবত আমাকে রাগিয়ে

তোলার চেষ্টা করবে। অথবা এমনকি আমাকে আঘাতও করতে পারে। যেভাবেই হোক জোর করে আমাকে সে পথে নিয়ে যাবে যাতে স্যাম নতুন আইন খাড়া করতে পারে।

কিন্তু বাবা আমাকে আশা করছিলেন। জানতেন আমি এখন কোন অবস্থায় আছি। তিনি উঠোনেই ছিলেন। তিনি তার হুইলচেয়ারে বসে থেকে সামনের দিকের গাছপালার কাছে তাকিয়ে ছিলেন যে দিক দিয়ে আমি আসছিলাম। আমি দেখতে পেলাম তিনি আমার গতিপথ খেয়াল করছেন।

'এক মিনিট সময় হবে, জ্যাক?'

আমি লাফিয়ে যাওয়া বন্ধ করলাম। আমি তার দিকে তাকালাম। তারপর গ্যারেজের দিকে।

'এদিকে এসো ছেলে। অন্তত আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে সাহায্য করো।'

আমি দাঁতে দাঁত চাপলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলাম আমি যদি তার কাছে এই কয়মিনিট মিথ্যে না বলি তাহলে তিনি স্যামের জন্য অনেক বেশি সমস্যার সৃষ্টি করবেন।

'কখন থেকে তোমার সাহায্যের দরকার হলো, বুড়ো খোকা?'

তিনি মেঘের মতো শব্দ করে হাসলেন। 'আমার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি স্যুয়ের বাসা থেকে সমস্ত পথ এটা ঠেলতে ঠেলতে এসেছি।

'এটা ডাউনহিলে। তিনি সমস্তটা পথ এভাবে এসেছো।'

আমি তার হুইলচেয়ার টেলে র‍্যাম্পের দিকে নিলাম। এই র‍্যাম্পটা তার সুবিধার্থে আমিই করে দিয়েছি।

'আমাকে ধরে থাকো। চিন্তা করতে পারো ঘন্টায় প্রায় তিরিশ মাইল বেগে আমি চালিয়ে এসেছি। এটা বিশাল ব্যাপার।'

'তুমি চেয়ারটাকে তো প্রায় ধ্বংস করেই ফেলেছো। তুমি সেটা জানো। আর তারপর তোমাকে তোমার কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে এভাবে হেচড়ে হেচড়ে চলতে হবে।'

'কোন সুযোগ নেই। তখন তোমার কাজ হবে আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া।'

'তুমি অনেক জায়গায় যেতে পারবে না।'

বিলি তার হাত হুইলচেয়ারে রাখলেন। তারপর ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'কোন খাবার কি আছে?'

'পল আজ সারাদিন এখানে ছিল। তো সেকারণে থাকার কোন সম্ভবনা নেই।'

বিলি শ্বাস নিলেন। 'এরপর থেকে কি মুদির জিনিস সব লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়।'

'রাচেলকে বলো তার জায়গায় গিয়ে থাকতে।'

বিলির মজার করা কণ্ঠস্বর উবে গেল। তার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এলো। 'তুমি তাকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাড়িতে দেখেছো। প্রথমবার দীর্ঘদিন পরে সে এখানে এসেছে। ব্যাপারটা খুব কঠিন— তোমার মা যখন মারা গিয়েছিল তখন মেয়েটি তোমার চেয়ে বড় ছিল। তারা এই বাড়িতে অনেক বেশি সমস্যার মধ্যে ছিল।'

'আমি জানি।'

রেবেকার কোন বাড়ি ছিল না যখন তিনি বিয়ে করেন। যদিও তার খুব ভালো একটা অজুহাত ছিল। হাওয়াইয়ের প্লেনের টিকিট খুব দামি। ওয়াশিংটন স্টেট রাচেলের জন্য

অনেক কাছাকাছি ছিল যদি তাদের একইরকম প্রতিরক্ষা ছিল না। সে সোজাসুজি সামার সেমিস্টার থেকে ক্লাস শুরু করল। যদি পলের ব্যাপার না হতো, সে তাহলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি এখানে আসতো না। হতে পারে সে কারণে বিলি তাকে বের করে দিচ্ছে না।

'বেশ, আমি একটা বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি... আমি পেছনের দরজার দিকে এগুতে লাগলাম।

'অপেক্ষা করো, জ্যাক। তুমি কি আমাকে বলতে চাচ্ছ না কি ঘটেছে? তুমি কি স্যামকে সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য ডাকবে না?'

আমি তার দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মুখ লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি।

'কিছুই ঘটেনি। স্যাম তাদেরকে বিদায় জানিয়েছে। অনুমান করছি আমরা সবাই এখন রক্তচোষাদের প্রেমে পড়ে গেছি।'

'জ্যাক...

'আমি এটা সম্বন্ধে তোমার সাথে কোন কথা বলতে চাই না।'

'তুমি কি চলে যাচ্ছ, জ্যাক?'

অনেক সময় ধরে রুমের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করছিল। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কীভাবে এটা বলতে পারব।

'রাচেলকে তার রুম ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি সে এই এয়ার ম্যাট্রেসে নিচে শোয়াটা অপছন্দ করে।'

'তোমাকে হারানোর চেয়ে সে নিজে থেকেই মেঝেতে শোবে। যেরকমটি আমিও চাই।'

আমি নাক টানলাম।

'জ্যাকব, প্লিজ। যদি তোমার দরকার হয়...একটু বিশ্রাম। বেশ, সেটা নাও। কিন্তু আবারও আগের মতো দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। ফিরে এসো।'

'হতে পারে, হতে পারে আমার ফিরে আসাটা বিয়ের দিনেই হবে। স্যামকে এ ব্যাপারটা জানিও, তারপর রাচেলকে। জারেড আর কিম সম্ভবত আগে আসতে পারে। যদিও সম্ভবনা আছে অন্য কিছুর।'

'জ্যাক, আমার দিকে তাকাও।

আমি খুব ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'কি?'

তিনি আমার চোখের দিকে দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকলেন। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমার নিজের মনের ভেতরে কোন নির্দিষ্ট জায়গার কথা জানা নেই।'

তিনি দুদিকে মাথা নাড়লেন। তার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। 'তুমি সত্যিই জানো না?'

আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সময় টিক টিক করে সেকেন্ডের কাটায় বয়ে যাচ্ছিল।

'জ্যাকব।' তিনি বললেন। তার কণ্ঠস্বর টানটান। 'জ্যাকব, যেও না। ব্যাপারটা তার চেয়ে খারাপ কিছু নয়।'

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলছো।'

'বেলাকে ছেড়ে দাও। সেভাবে কুলিনদেরকেও। স্যামই ঠিক।'

আমি তার দিকে সেকেন্ড খানিক ধরে তাকিয়ে রইলাম। তারপর দুইবার বড় বড়

পায়ে রুম অতিক্রম করলাম। আমি ফোনটা তুলে নিলাম। তারপর বক্স আর জ্যাক থেকে লাইনের তারটার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। আমি নিজের হাতের তালুতে ধুসর রঙের কর্ড নিয়ে নিলাম।

'বিদায়, বাবা।'

'জ্যাক, অপেক্ষা করো.... তিনি আমাকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছি। দৌড়াতে শুরু করছি।

মোটরসাইকেল খুব দ্রুতবেগে যেতে পারছে না। কিন্তু আমার মোটরসাইকেল আরো সর্তকতার সাথে যাচ্ছে। আমি বিস্মিত কতক্ষণে বাবা হুইলচেয়ার ঠেলে দোকানে যাবে এবং সেখান থেকে কাউকে ফোন করতে বলবে যে খবরটা স্যামকে পাঠাবে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি স্যাম এখনও নেকড়ের রূপেই আছে। সমস্যাটা হলো পল যেকোন মুহূর্তে আমাদের বাড়িতে চলে আসতে পারে।

সে সেকেন্ডের মধ্যে রুপ পরিবর্তন করতে পারে এবং স্যামকে জানাতে পারে আমি কি করতে চলেছি...

আমি এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে যাচ্ছি না। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তত জোরে চালাতে শুরু করলাম। যদি তারা আমাকে ধরতে পারে। আমি এটা নিয়ে ডিল করতে পারি যখন আমি সেটা করতে পারি।

আমি মোটরবাইকে জীবনের ঝুকি নিয়ে জোরে চালাতে লাগলাম। তারপর আমি কাদা মাখা লেন ধরে এগুতে লাগলাম। আমি পিছনের দিকে তাকালাম না। যে বাড়ি ফেলে এসেছি তার দিকে তাকানো না তাকানো সমান কথা।

টুরিস্টের জন্য হাইওয়ে বেশ ব্যস্ত ছিল। আমি গাড়ির ভেতর দিয়ে কোন মতে চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমি কোন দিকে না তাকিয়েই চালাতে লাগলাম। একটা মিনিভ্যানের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে লেনের মধ্য দিয়ে বের হতে চেষ্টা করলাম।

হলো না। বাড়ি একটা খেয়েই ফেললাম।

বাপরে! এটা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলছিল। কিন্তু ওটার কারণেই আমাকে আরো কিছুটা ধীরে চালাতে হলো। কোন একটা হাড় ভেঙেছে— এটা সুস্থ হতে প্রায় একদিন লেগে যাবে।

ফ্রিওয়ে কিছুটা ফাঁকাই আছে। আমি মোটরবাইকের গতি আশিতে নিয়ে এলাম। আমি ব্রেকে পা দিলাম না যতক্ষণ না সরু পথে ঢুকলাম। আমি বুঝতে পারলাম এখন মোটামুটি নিরাপদ দুরত্বে চলে এসেছি। স্যাম আমাকে খুঁজতে কোনমতেই এতদুর আসবে না। আর আসলেও তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হলাম যে আমি এটা করতে পেরেছি ততক্ষণ শান্ত হলাম না। আমি ভাবতে শুরু করলাম আমি এখন আসলেই কি করতে পারি। আমি ধীরগতির করে বিশে নিয়ে এলাম। গাছপালার মধ্য দিয়ে খুব সর্তকতার সাথে চালাতে লাগলাম।

আমি জানতাম তারা আমার আসার শব্দ শুনেছে। মোটর সাইকেল হোক আর না হোক। তারা খুবই বিস্মিত হয়েছে। আমার অভিপ্রায় ধরে ফেলার কোন পথ নেই। এ্যাডওয়ার্ড আমার পরিকল্পনা শুনে ফেলতে পারে আমি যদি তার ততটা কাছে যাই। হতে পারে সে এরই মধ্যে তা করে ফেলেছে। কিন্তু আমি ভাবলাম সেটা এখনও কোন

কাজ করবে না। কারণ আমি তার দিক থেকে ইগোর কারণ। সে আমার সাথে একাকী লড়াই করতে চায়।

তো সে কারণে আমি শুধু হেঁটে চললাম। স্যামের সাক্ষ্য আমার জন্য কাজ করবে। তারপর এ্যাডওয়ার্ডকে ডুয়েল লড়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করব।

আমি নাক টানলাম। ওই পরজীবীটা কোন নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে।

তৃণভুমিকে এসে থামলাম। গন্ধটা আমার নাকে পচা টমেটোর গন্ধের মতো এসে লাগল। আহ। পচা ভ্যাম্পায়ার। আমার পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল। দুর্গন্ধটা এভাবে নেয়া খুব কঠিন। অন্য সময় মানুষের গন্ধের কারণে ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন কিছু মনে হয়নি। নেকড়ের নাকে দুটো গন্ধের কারণে খারাপ কিছু হতো না।

আমি নিশ্চিত নই কি আশা করছি। কিন্তু সেখানে জীবনের কোন চিহ্ন নেই। একটা বিশাল সাদা দুর্গ ছাড়া। অবশ্যই তারা জানে আমি এখানে।

আমি মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। চারিদিকে শান্ত হয়ে গেল। এখন আমি অন্য দিক থেকে আসা যেকোন রাগের শব্দ শুনতে পাব। বিশাল ডাবল দরজার ওপাশেই শব্দটা। কেউ একজন বাসায় আছে। আমি আমার নাম শুনতে পেলাম। হাসির শব্দও। এটা ভেবেই খুশি লাগছে যে তাদের এই আনন্দের মধ্যে কিছুটা চাপের মধ্যে ফেলব।

আমি বড় করে শ্বাস নিলাম। ভেতরে আরো খারাপ অবস্থা হতে পারে।

আমার হাতের মুঠো নব স্পর্শ করার আগেই দরজা খুলে গেল। ডাক্তার সামনে উদয় হলেন। তার মুখ গম্ভীর।

'হ্যালো, জ্যাকব।' তিনি বললেন। আমি যেরকম আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি শান্ত কণ্ঠস্বর।

'তুমি কেমন আছো?'

আমি আবারও মুখ দিয়ে বড় করে শ্বাস নিলাম।

আমি খুব হতাশ হয়েছি যে কার্লিসল আমার উত্তরের জন্য মুখোমুখি হয়েছেন। আমি আশা করেছিলাম এ্যাডওয়ার্ড দরজা খুলতে আসবে। কার্লিসল এতটাই... মানুষের মতো অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা। তাকে আমার খাটি ভ্যাম্পায়ারের মতো মনে হয় না। হতে পারে গত বসন্তে যখন আমি আহত হয়েছিলাম তিনি আমাকে চিকিৎসা করেছিলেন এ কারণেও। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে আমি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। জানি, তাকে হত্যা করার পরিকল্পনাটা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

'আমি শুনেছি বেলা বেঁচে থেকেই এটা করেছে।' আমি বললাম।

'আসলে... জ্যাকব। এখনই এটার জন্য ভালো সময় নয়।' ডাক্তারকেও বেশ অস্বস্তি তে পড়তে দেখলাম। কিন্তু আমি যেভাবে আশা করছিলাম সেরকম নয়। 'আমরা কি এটা নিয়ে পরে আলাপ করতে পারি?'

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুটা বোকার মতো হয়ে গেছি। তিনি কি এই সুবিধাজনক সময়ে ডেথ ম্যাচটা স্থগিত করতে বলছেন?

আর তারপর আমি বেলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ভাঙা ভাঙা, কিছুটা রুক্ষ। আমি আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না।

'কেন নয়?' সে কাউকে জিজ্ঞেস করল। 'আমরা কি জ্যাকবের কাছেও ব্যাপারটা

গোপন রাখব? গোপন রাখার পয়েন্ট কি?'

তার কণ্ঠস্বর আমি যেরকম আশা করেছিলাম সেরকম নয়। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম সেই তরুণী ভ্যাম্পায়ারের কণ্ঠস্বর যেটা আমরা গত বসন্তে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি যা মনে করতে পারলাম দাঁত খিচানোর রুক্ষ শব্দ।

হতে পারে নতুন জন্মগ্রহণকারীরা পুরানোদের মতো ওরকম সুরেলা গলায় কথা বলে না। হতে পারে সমস্ত নতুন ভ্যাম্পায়ারের কণ্ঠই কর্কশ।

'দয়া করে ভেতরে এসো জ্যাকব।' বেলা জোরে জোরে বলল।

কার্লিসলের চোখ শক্ত কঠোর হয়ে গেল।

আমি বিস্মিত যদি বেলা তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে। আমার চোখও সরু হয়ে গেল।

'এক্সিউজ মি।' আমি ভেতরে প্রবেশের জন্য ডাক্তারকে বললাম। ব্যাপারটা কঠিন, আমার সমস্ত ইচ্ছে শক্তির বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে। তবে অসম্ভব নয়।

যদি সেখানে এরকম জিনিস থাকে যেটা ভ্যাম্পায়ারের জন্য নিরাপদ। অদ্ভুতভাবেই তিন নেতা।

আমি কার্লিসল থেকে দুরে থাকব যখন লড়াই শুরু হবে। আরো অনেকে আছে তাকে খুন করার মতো।

আমি পাশ কাটিয়ে ঢুকলাম। পিছন দিকটা দেয়ালের দিকে রাখলাম। আমার চোখ দ্রুত রুমের ভেতর থেকে ঘুরে এল। অপরিচিত লাগল। শেষবার আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন ঘরটা পার্টির জন্য সাজানো হয়েছিল। সবকিছুই এখন ধুসর বিবর্ণ। সাদা সোফার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছয়জন ভ্যাম্পায়ার বাদে।

তারা সবাই সেখানে। একত্রে। কিন্তু সেটাই আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই জমে যাওয়ার কারণ নয়। আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডকে রাগান্বিত দেখতে পেলাম। কেমন উদ্ধত দেখাচ্ছিল ওকে। আমি তাকে ব্যথায় আক্রান্ত দেখতে পেলাম।

কিন্তু সেটা যন্ত্রণার কারণেই। তার চোখ অর্ধ-উন্মত্ত। সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। সে তার পাশের কোচের দিকে চোখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে। ভাবভঙ্গিটা এরকম যেন কেউ তাকে আগুনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তার হাত শক্ত হয়ে আছে।

আমি তার এই রাগের ভঙ্গি উপভোগ করতে পারলাম না। আমি শুধু একটা জিনিসই তার সম্বন্ধে ভাবতে পারি সেটা অন্য কিছু। আমার দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল।

আমি ঠিক সেই সময়েই বেলাকে দেখতে পেলাম। আমি তার গন্ধ পেলাম।

তার উষ্ণ, পরিষ্কার মানুষের গন্ধ।

বেলা সোফার হাতলের পিছনের দিকে কিছুটা লুকিয়ে থাকার মতোই ছিল। সে উবু হয়ে বসে থাকার মতো বসে ছিল। তার হাত হাঁটু আকড়ে ধরে ছিল। দীর্ঘ সময়ের জন্য আমি যেন কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি শুধু সেই বেলাকেই দেখলাম যাকে আমি এখনও ভালোবাসি। তার ত্বক সেই আগের মতোই মসৃণ, তুলতুলে, পিচফলের রঙের। তার চোখ এখনও সেই চকোলেক বাদামী রঙের। আমার হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করে শব্দ করতে লাগল। আমি মোটেই বিস্মিত হবো না এটা যদি সেই জাতীয় মিথ্যে স্বপ্ন হয়ে থাকে যেটা দেখে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি।

তারপর আমি সত্যিই তাকে দেখলাম।

তার চোখের নিচে গভীর গাঢ় কালো দাগ। তার মুখ শ্রীহীন। সে কি কিছুটা শীর্ণকায়া হয়েছে? তার ত্বক কিছুটা টানটান মনে হলো। তার কালো চুলের অধিকাংশই মুখের পাশে জট পাকিয়ে আছে। কিছু চুল কপাল আর ঘাড়ের কাছেও। তার আঙুল আর কবজিতে কিছু একটা হয়েছে। মনে হচ্ছে সেগুলো ভেঙে যাওয়ার মতোই ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

সে অসুস্থ। খুবই অসুস্থ।

কোন মিথ্যে নয়। চার্লি বিলিকে যে গল্পটা বলেছে সেটা কোন গল্প নয়। যখন আমি তাকিয়ে থাকলাম, তার ত্বক কিছুটা সবজেটে ভাব ধারণ করল।

সুন্দরী রক্তচোষাটা— রোসালি— তার উপর ঝুকে আছে। আমার দৃষ্টিপথ আড়াল করে রেখেছে। যেন তাকে প্রতিরক্ষা করছে।

সেটা ভুল। আমি জানি বেলা সবকিছু নিয়ে কেমন অনুভব করছে। তার চিন্তাভাবনা এতটাই সুস্পষ্ট যে মাঝে মাঝে মনে হয় তার মাথার ভেতরে প্রিন্টেড করা আছে। তো সে আমাকে প্রতিটি ব্যাপারে খুটিনাটি কিছু বলছে না। আমি জানি বেলা রোসলিকে পছন্দ করে না। আমি তার ঠোঁট দেখেই বুঝতে পেরেছি যখন রোসালি তার সাথে কথা বলছিল। সে যে শুধু তাকে অপছন্দ করে তাই নয়, সে রোসালিকে ভয় পায়। অথবা সে ভয় পেয়েছে।

বেলার যখন তাকাল তার চোখে কোন ভয় খেলা করছে না। তার অভিব্যক্তি...ক্ষমা প্রার্থনা সুচক অথবা এই জাতীয় কিছু। তারপর রোসালি মেঝে থেকে একটা বেসিন তুলে নিল। আর এটা বেলার মুখের নিচে সময় মতো তুলে ধরল যাতে সে নোংরা ফেলতে পারে।

এ্যাডওয়ার্ড হাঁটু গেড়ে বেলার পাশে বসে পড়ল। তার ভাবভঙ্গিতে শাস্তি পেয়েছে এরকম। আর রোসালি বেলার হাত ধরে থাকল। তাকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য সর্তক করল।

কোনকিছুই বুঝতে পারলাম না।

যখন বেলা তার মাথা তুলল, সে আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হাসল। কিছুটা বিব্রত।

'এসব ব্যাপারের জন্য দুঃখিত।' সে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড তাকে শান্ত হওয়ার জন্য গুঙিয়ে উঠল। তার হাত বেলার হাঁটুতে চাপড় মারতে লাগল। বেলা একহাত এ্যাডওয়ার্ডের চিবুকে রাখল। ভাবটা এমন যেন সে তাকে আরাম দিচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার পা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে যতক্ষণ না রোসালি আমার প্রতি হিসহিস করে উঠল। হঠাৎ করে কোচ আর আমার মাঝখানে এসে পড়ল। সে যেন টিভি স্ক্রিণের কোন মানুষ। সে যে সেখানে আছে আমি সেটার কোন ভ্রুক্ষেপ করলাম না। যেন তাকে বাস্তবের কোন চরিত্র মনে করি না।

'রোজ, না।' বেলা ফিসফিস করে বলল, 'সবকিছু ঠিক আছে।'

সুন্দরী আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াল। যদিও আমি বলতে পারি সে তা করতে ঘৃণাই করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বকুনি ঝাড়ছিল। সে বেলার কাছে গেল। উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে। তাকে উপেক্ষা করা এত সহজ সেটা আমি কল্পনাও করিনি।

'বেলা, কি হয়েছে? কি সমস্যা?' আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম। কোন রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই আমিও তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। তার সামনের কোচের গায়ে হেলান দিয়ে ঝুকে বসলাম। তার স্বামী এমন ভাব দেখাল আমাকে লক্ষ করেনি। আমি খুব কমই তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমি বেলার মুক্ত হাতের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার দুহাতের মধ্যে তার হাত তুলে নিলাম। তার ত্বক বরফের মতো শীতল। 'তুমি কি ঠিক আছো?'

এটা একটা বোকার মতো প্রশ্ন। সে এর কোন উত্তর দিল না।

'আমি খুবই খুশি হয়েছি, জ্যাকব যে তুমি আজকে আমাকে দেখতে এসেছো।' সে বলল।

যদিও আমি জানি এ্যাডওয়ার্ড তার চিন্তাভাবনা ধরতে পারছে না, এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে মনে হলো সে কোন একটা অর্থ বুঝতে পেরেছে যেটা আমি বুঝলাম না। সে আবার গুঙিয়ে উঠল। বেলার গায়ে কম্বল জড়ানো। বেলা তার চিবুকে আবার চাপড় দিল।

'ব্যাপারটা কি, বেলা?' আমি জোর দিলাম। তার ঠাণ্ডা ভঙ্গুর আঙুলের উপর শক্ত করে আকড়ে ধরে থাকলাম।

উত্তর দেয়ার পরিবর্তে, সে রুমের চারিদিকে তাকাল। যেন সে কিছু একটা খুঁজছে। তার চোখে একই সাথে সর্তকতা আর অনুনয় ঝরে পড়ছে। ছয় জোড়া উদ্বিগ্ন চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত, সে রোসালির দিকে ঘুরল।

'আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে, রোজ?' সে জিজ্ঞেস করল।

রোসালির ঠোঁট জোড়া বেকে গেল। সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে চাইছে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে।

'প্লিজ, রোজ।'

সুন্দরী ঠোঁট বাকাল। কিন্তু আবার তার দিকে ঝুকল। এ্যাডওয়ার্ডের পাশেই, যে এক ইঞ্চিও নড়েনি। সে খুব সর্তকতার সাথে তার হাত বেলার কাঁধের পিছনে দিল।

'না।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'উঠে দাঁড়িয়ো না...' বললাম একারণেই যে ওকে সত্যিই খুব দুর্বল দেখাচ্ছে।

'আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।' সে বলল। সে আমার সাথে সাধারণত যেভাবে কথা বলে তার চেয়ে কিছুটা একটু জোরালো মনে হলো।

রোসালি বেলাকে কোচের উপর টেনে তুলল। এ্যাডওয়ার্ড যেখানে ছিল সেখানেই থাকল। বেলার শরীর থেকে কম্বলটা পায়ের কাছে পড়ে গেল।

বেলার শরীর কাঁপছিল। তাকে দেখে অসুস্থ তা বোঝা যাচ্ছিল। তার গায়ে একটা বড় মাপের শার্ট যেটা তার কাধ আর বাহু থেকে ঝুলে পড়েছে। বাকি সব কিছুই শুকনো পাতলা দেখাচ্ছিল। যেন বড় মানুষের পোশাকের ভেতর ছোট মানুষ ঢুকে পড়েছে। তার সেই রুপান্তরের ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। আমি বুঝতে পারতাম না যদি সে তার হাত টানটানভাবে ভাঁজ করত। তার পেটের কাছটা বেশ উঁচু। সে তা দুহাত দিয়ে তার পেটের উপরে নিচে রাখল। যেন সে এটা বহন করে নিয়ে চলেছে। তারপর আমি এটা দেখতে পেলাম। কিন্তু আমি এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি তাকে মাত্র একমাস আগে দেখেছি।

যদি সে গর্ভবতীও হয়ে থাকে তাহলে এই অল্প সময়ে ওর পেট এতটা উঁচু তো হতে পারে না।

অবশ্য সে ব্যতিক্রম হতে পারে।

আমি তা দেখতে চাই না। এসব নিয়ে চিন্তাও করতে চাই না। আমি কল্পনাও করতে চাই না তার ভেতরে এ্যাডওয়ার্ড বাচ্চা প্রবিষ্ট করিয়েছে। আমি জানতে চাই না যে যাকে আমি এতই ঘৃণা করি তার শিকড় আমার প্রিয়তমার শরীরে শিকড় গেড়েছে। আমার পেট মোচড় দিতে লাগল। আমি বমি করার জন্য গলা টানলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়েও খারাপ ছিল। আরো বেশি খারাপ। তার বিকৃত শরীরে হাড়গুলো চামড়ার উপর ফুটে উঠেছে। আমি শুধু একটা জিনিসই অনুমান করতে পারি তাকে ওরকমই দেখাচ্ছে— একজন গর্ভবতী মহিলা। খুবই অসুস্থ— কারণ সে তার ভেতরে যা বহন করছে সেটা তার জীবন থেকেই বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করছে।

কারণ পেটের শিশুটি একটা দানব। তার বাবার মতোই।

আমি সবসময়ই জানি এ্যাডওয়ার্ড তাকে হত্যা করে ফেলবে।

এ্যাডওয়ার্ড যখন আমার মনের ভেতরের কথা বুঝে ফেলল তখন মাথা তুলল। এক সেকেন্ড আমরা দুজনেই হাঁটু গেড়ে বসে রাইলাম। তারপর সে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য।

'বাইরে চল, জ্যাকব।' সে দাঁত খিচিয়ে বলল।

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। এখন তার দিকে তাকিয়ে আছি। এই কারণেই আমি এখানে এসেছি। তোমার কৃতকর্মের বদলা নেব আমি, মনে মনে বললাম।

'চলো ব্যাপারটা সারি।' আমি সম্মত হলাম।

সবচেয়ে বড়জন, এমেট, এ্যাডওয়ার্ডের অন্যপাশে ধাক্কা দিয়ে সামনে চলে এলো। ক্ষুধার্ত দৃষ্টির জেসপার তার ঠিক পিছনে। আমি সত্যিই কোন পরোয়া করি না। আমার দল হয়তো এই রক্তচোষাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে যখন তারা আমাকে শেষ করবে। হতে পারে করবে না। এটা আমার কাছে এখন কোন ব্যাপারই না।

একদম শেষ সময়ে আমি তাদের পেছনে আরো দুজনকে দেখতে পেলাম। এসমে আর এলিস। ছোটখাট শান্ত স্বভাবের দুজন মেয়ে ভ্যাম্পায়ার। বেশ। আমি নিশ্চিত আমি তাদের কিছু করার আগেই অন্যরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমি মেয়েদের হত্যা করতে চাই না....এমনকি ভ্যাম্পায়ার মেয়েদেরও না।

যদিও আমি ওই সুন্দরী রোসালির জন্য কোন ব্যতিক্রমী কাজ করতে রাজি আছি। অসম্ভব বাজে স্বভাবের।

'না।' বেলা শ্বাস নিল। সে সামনে হোঁচট খেল। কিছুটা ভারসাম্যহীন। এ্যাডওয়ার্ডের হাত খামচে ধরল। রোসালি তার সাথে এগুতে লাগল। যেন তারা একটা মালার পুথি।

'আমার শুধু ওর সাথে একটু কথা বলা দরকার, বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড নিচু স্বরে বলল। সে বেলাকে স্পর্শ করল। আদর করল। আর তাই দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে যখন তখন খুশি তাকে স্পর্শ করতে পারছে। আদর করতে পারছে।

'নিজেকে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ো না।' সে অনুনয়ের সাথে বলল। 'দয়া করে বিশ্রাম নাও। আমরা দুজনেই কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব।'

বেলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে সর্তকতার সাথে কথার সত্যতা যাচাই করল। তারপর সে মাথা নুইয়ে অনুমতি দিয়ে কোচের দিকে গেল। রোসালি তাকে বসে পড়তে সাহায্য করল।

বেলা আমার দিকে তাকাল। চেষ্টা করছে আমার দৃষ্টি তার দিকে নেয়ার।

'ভালো আচরণ করো।' সে জোর দিল। 'আর তারপর ফিরে এসো।'

আমি উত্তর দিলাম না। আমি আজকে কোন প্রতিজ্ঞা করছি না। আমি অন্য দিকে তাকালাম। তারপর এ্যাডওয়ার্ডকে অনুসরণ করে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এলোমেলো ছিন্নভিন্ন কণ্ঠস্বর আমার মাথার মধ্যে তাকে কোভেন থেকে আলাদা করে নিয়ে আসতে বলল। যেটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার হবে না, হবে কি?

এ্যাডওয়ার্ড হেঁটে চলেছে। একবারও পেছনে তাকাচ্ছে না যে আমি পেছনের দিক থেকে অরক্ষিত অবস্থায় তার উপরে ঝাপিয়ে পড়বে কিনা। সে জানে কখন আমি আক্রমণের চিন্তা করব। যার মানে হচ্ছে আমাকে সিদ্ধান্তটা খুব দ্রুতই নিতে হবে।

'এখনি আমাকে মেরে ফেলার জন্য আমি তোমার প্রতি প্রস্তুত নই, জ্যাকব ব্লাক।' সে বাড়ি থেকে বেরিয়েই ফিসফিস করে বলল। 'তোমাকে আরো কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে।'

তার ভাবটা এমন যেন আমি তার শিডিউল মেনে চলি। আমি গর্জন করে উঠলাম। 'ধৈর্য ধরাটা আমার বিশেষত্ব নয়।'

সে হাঁটতে থাকল। হতে পারে বাড়ির ড্রাইভওয়ে থেকে দুইশ গজ দুরে চলে এলো। আমি উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। আমার হাতের আঙুল কাঁপছে। প্রস্তুত। অপেক্ষা করছে।

সে কোন সর্তকতা ছাড়াই থেমে পড়ল। আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। তার অভিব্যক্তি দেখে আমি আবার জমে গেলাম।

সেকেন্ডের জন্য আমি শুধু একটা বাচ্চা ছেলে হয়ে গেলাম। একটা বাচ্চা ছেলে যে তার গোটা জীবনটা এই ছোট্ট শহরে কাটাচ্ছে। শুধু একটা শিশুর মতো। কারণ আমি জানি আমাকে আরো অনেক দিন বেঁচে থাকতে হবে। আরো অনেক বেশি দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আমি এ্যাডওয়ার্ডের চোখের ভেতর যন্ত্রণার চিহ্ন দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

সে এরকমভাবে হাত তুলল যেন কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলবে। কিন্তু সে হাত মুখের উপরে রাখল। তার মুখ এরকমভাবে খুলে গেল যেন সে চিৎকার দেবে। কিন্তু সে কোন চিৎকার দিল না।

মানুষ যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকলেই বুঝি তার মুখের চেহারা এরকম হয়!

এক মুহূর্তের জন্য, আমি কথা বলতে পারলাম না। এটা এতটাই বাস্তব, তার মুখের ভাব ভঙ্গি— বাড়ির ভেতরে আমি এর ছায়া দেখেছিলাম। তার চোখে এবং তার ভেতরেও। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত। তার কফিনের শেষ পেরেক।

'ওর পেটের বাচ্চাটা ওকে মেরে ফেলছে, ঠিক? সে মারা যাচ্ছে।' যখন আমি এটা বললাম তার মুখ ডুবন্ত মানুষের মতো হয়ে গেল। দুর্বল, অন্যরকম কারণ সে এখনও শকের মধ্যে আছে।

আমি এই ভার মাথায় নিতে চাচ্ছি না। এটা খুব দ্রুত ঘটছে। তাকে এখনই আসল পয়েন্টে আসতে হবে। আর সেটা ভিন্ন কারণ সে এরই মধ্যে অনেক সময় হারিয়েছে।

'আমার দোষ।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল। সে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে পড়ল। সে ভেঙে চুরে আমার সামনে বসে পড়ল। কল্পনা করার চেয়েও আঘাতের জন্য সবচেয়ে সহজ টার্গেট।

কিন্তু আমি বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। আমার ভেতরে আর আগুনের বিন্দুমাত্র ছিটে ফোঁটা নেই।

'হ্যাঁ।' সে ময়লার মধ্যে বসেই গুঙিয়ে উঠল। যেন সে তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে। 'হ্যাঁ। এটা তাকে মেরে ফেলছে।'

তার এই অসহায় অবস্থা আমাকে বিরক্ত উত্তেজিত করল। আমি লড়াই করতে চাইলাম। কোন দোষ শোনার জন্য নয়। এখন কোথায় এই গাধাটার সেই সুপরিয়টি?

'তো কার্লিসল কেন কোন কিছু করতে পারছে না?' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'তিনি একজন ডাক্তার, ঠিক? বেলার ভেতর থেকে এটাকে বের করে ফেলো।'

সে তারপর তাকাল এবং খুব ক্লান্ত স্বরে আমার কথার উত্তর দিল। 'সে আমাদেরকে সেটা করতে দিচ্ছে না।'

কথাটা বুঝতে আমার মিনিট খানেক সময় লাগল। হায়, সে তাহলে সত্যিই রুপান্তরের সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যাচ্ছে।

অবশ্যই, এই দানবের বাচ্চার জন্য সে মারা যাবে। এই হচ্ছে বেলা।

'তুমি তাকে খুব ভালো করেই জানো।' সে ফিসফিস করে বলল। 'কত দ্রুত তুমি দেখতে পেয়েছো...আমি দেখতে পাইনি। সময়মতো না। সে বাড়ি আসার পথে আমার সাথে সেভাবে কথা বলেনি। আমি ভেবেছিলাম সে ভয় পাচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক। আমি ভেবেছিলাম সে আমার উপর খুব রেগে আছে। তার শরীরের ভেতরে এই বীজ বপন করে দিয়েছি। তার জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছি। আবার, আমি কখনো কল্পনা করিনি সে সত্যিই কি ভাবছে। সে কি করতে চাইছে। যতক্ষণ না আমাদের পরিবার এয়ারপোর্টে আমাদের সাথে দেখা করে। সে সোজা রোসালির হাতে নিজেকে সপে দেয়। রোসালে! আর তারপর আমি শুনতে পাই রোসালি কি ভাবছে। আমি না শোনা পর্যন্ত এর কোন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দেখেছো, তুমি এক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝে ফেলেছো...' সে কিছুটা শ্বাস নিল কিছুটা গোঙাল।

'তুমি কি কখনও লক্ষ করে দেখেছো সে একশ দশ পাউন্ড তরুণীর মতো, অতটা শক্তিশালী আছে কি? তোমরা ভ্যাম্পায়াররা কতটা বোকা? তাকে জোর করে ধরে রাখো। রেখে ওষুধের মাধ্যমে জিনিসটাকে বের করে ফেলো।'

'আমি সেরকম চেয়েছিলাম।' সে ফিসফিস করে বলল। 'কার্লিসল সেটা করতে পারে...'

আহ, কত মহৎই না তারা?

'না। মহৎ নয়। তার শরীরে অনেক জটিল অবস্থা তৈরি হয়েছে।'

ওহ, তার ইতিহাস আমার কাছে তেমন কিছু বোঝায় না। কিন্তু এখন কিছুটা বুঝতে পারছি। সেকারণেই ওই সুন্দরীটা ওর সাথে আছে। ওই মেয়েটা কি চায়? ওই বিউটি কুইন কি বেলা খুব খারাপভাবে মারা যাক তাই চায়?

'হতে পারে।' সে বলল। 'রোসালি ব্যাপারটাকে মোটেই সেভাবে দেখছে না।'

'তো প্রথমেই রোসালিকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। তোমার দয়া তাকে

ফিরে আনবে, ঠিক? তাকে বের করে দিয়ে বেলার যত্ন নাও।'

'এমেট আর এসমে তার দেখাশুনা করছে। এমেট আমাদেরকে কখনই ...আর কার্লিসল সাহায্য করবেন না যতক্ষণ এসমে এর বিরোধিতা করবে।' সে থেমে গেল।

'তুমি বেলাকে আমার সাথে দিয়ে দিতে পারো।'

'হ্যাঁ।'

তার জন্য যদিও কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। হতে পারে সে এই বিষয়ে এর আগেও ভেবেছে। যখনই তার মনে হয়েছে রক্তচোষা দৈত্য বেলার পেটে আছে তখনই সে চেয়েছিল আমাদের কাছে বেলাকে দিয়ে দিতে।

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি দেখতে পেলাম সে আমার সাথে একমত হয়েছে।

'আমরা জানি না।' সে বলল। কথাগুলো নিঃশ্বাসের মতোই শান্ত। 'আমি কখনও স্বপ্নেও দেখিনি। বেলার মতো কোন কিছুর। আর তার আগে। তুমি কীভাবে জানবে যে একজন মানবী আমাদের একজনের সাথে কনসিভ করে বাচ্চা জন্ম দেবে...'

'এই প্রক্রিয়া মানুষেরা কখন থেকে যেতে শুরু করল? আগে কখনও করেছে?'

'হ্যাঁ।' সে উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করে একমত হলো। 'বাইরে অনেক হয়েছে। তাদের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। সেখানে কেউ বেঁচে থাকেনি।' সে তার মাথা এমনভাবে নাড়ল যেন ধারণাটা তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। যেন সে ভিন্ন কিছুর চিন্তা করছে।

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি যাদের কথা বলছো তাদের কোন আলাদা নাম আছে কিনা।' আমি বললাম।

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে হাজার বছরের বৃদ্ধ।

'এমনকি তুমি, জ্যাকব ব্লাক। তুমিও আমাকে এতটা ঘৃণা করতে পারবে যতটা আমি নিজেকে ঘৃণা করি।'

ভুল। আমি ভাবলাম।

'এখন আমাকে হত্যা করে তাকে বাঁচাতে পারবে না।' সে শান্ত স্বরে বলল।

'তো এখন কি করার আছে?'

'জ্যাকব, আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে।'

'নরকের কাজ করতে পারি, পরজীবী!'

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছুটা ক্লান্ত কিছুটা উন্মত্ত।

'বেলার জন্য করবে?'

আমি দাঁতে দাঁত ঘষলাম। 'তোমার কাছ থেকে তাকে দুরে সরিয়ে রাখার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তুমি তাকে জানো, জ্যাকব। তুমি তার সাথে এমন লেভেলে সংযোগ করতে পারো সেটা আমি বুঝতে পারি না। তুমি তার একটা অংশ। আর সেও তোমার একটা অংশ। সে আমার কথা শোনে। কারণ সে মনে করে আমি তাকে আন্ডারএস্টিমেট করছি। সে মনে করে এই সব কিছুর জন্য সে যথেষ্ট শক্তিশালী।'

সে ঢোক গিলল এবং গলা টানল। 'সে হয়তো তোমার কথা শুনতে পারে।'

'কেন সে শুনবে?'

'হতে পারে।' সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল। 'আমি জানি না। আমি সেরকমই অনুভব করি।' সে মাথা নাড়ল। 'আমি তার সামনে এসব কিছু লুকানোর চেষ্টা করি। কারণ কঠিন চাপ তাকে আরো বেশি অসুস্থ করে ফেলবে। সে এসব ব্যাপারে কোন কিছুই করতে পারবে না। আমাকে অনেক বেশি সাবধান হতে হয়েছে। আমি ব্যাপারটাকে আরো কঠিন করতে দিতে পারি না। কিন্তু সেটা এখন কোন ব্যাপার না। সে তোমার কথা শোনে!'

'তুমি যা তাকে বলতে পারো, সে জাতীয় জিনিস আমি কখনো তাকে বলতে পারি না। আমার কাছে তুমি কি করতে বলতে চাও? তাকে বলব যে সে একজন স্টুপিড? সে সম্ভবত এরই মধ্যে সেটা জানে। তাকে বলব সে মারা যেতে চলেছে? আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে সেটাও জানে।'

'তুমি তাকে অফার করতে পারো যা কিছু সে চায়।'

সে কি বলছে তা কি সে জানে। সে কি এখন সেন্সে নেই? উন্মত্ত হয়ে উঠেছে?

'তাকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া আর আমি কোন কিছুরই পরোয়া করি না।' সে বলল। হঠাৎ করে সেদিকে ফোকাস করল। 'যদি কোন বাচ্চা সে চায়। সে তা পেতে পারে। সে আধা ডজন বাচ্চা পেতে পারে। যা কিছু সে চায় তাই।' সে একটুখানির জন্য থামল, 'সে কুকুরছানাও নিতে পারে। যদি সে সেটা নিতে চায়।'

সে কিছুক্ষণের জন্য একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। তার মুখের উন্মাদনা সে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। তার কথাগুলো বুঝে ওঠার চেষ্টা করলাম। মুখ খুলতে গিয়েই বুঝলাম আমি কিছুটা শক পেয়েছি। 'কিন্তু এইভাবে না!' আমি কথা বলার আগেই সে হিসহিসিয়ে উঠল। 'ব্যাপারটা এইভাবে হতে পারে না যে তার জীবনটা এভাবে শেষ হয়ে যাবে যখন আমি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকব! তার অসুস্থতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। আর অপচয় হতে দেব। দেখেছিলে এটা তাকে ব্যথা দিচ্ছিল।' সে এমনভাবে শ্বাস নিল যেন কেউ তার পাছায় লাথি বসিয়েছে। ' তুমি কারণগুলো তাকে দেখিয়ে দেবে জ্যাকব। সে আমার কথা কোনভাবেই শোনে না। রোসালি সবসময়ই সেখানে আছে। পাগলের মতো খাওয়াচ্ছে। তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাকে রক্ষা করছে। না, তাকে নয়, জিনিসটাকে রক্ষা করছে। বেলার জীবন তার কাছে কিছুই নয়।'

আমার গলা দিয়ে এমন শব্দ বের হলো যেন আমার শ্বাসরোধ হয়ে যাচ্ছে।

সে কি বলছে? বেলা করবে, কি? একটা বাচ্চা নেবে? আমার সাথে? কি? কীভাবে?

সে কি তাকে ছেড়ে দিচ্ছে? অথবা সে কি মনে করছে বেলা এখনও এসব শেয়ার করতে পারবে না?

'যা কিছু হোক। যা কিছুই তাকে বাঁচিয়ে রাখে।'

'সেটাই সবচেয়ে উন্মত্ত ব্যাপার যেটা তুমি এতক্ষণ আমাকে বলেছো।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'সে তোমাকে ভালোবাসে।'

'যথেষ্ট নয়।'

'সে একটা বাচ্চা নেয়ার জন্য মরতেও প্রস্তুত। হতে পারে সে চরম কিছুর চেয়ে কম কিছু গ্রহণ করতে পারে।'

'তুমি কি তাকে পুরোপুরি জানো না?'

'আমি জানি। আমি জানি। তাকে অনেক বেশি যুক্তির দ্বারা বোঝানোর প্রয়োজন হবে। সে কারণেই আমার তোমাকে প্রয়োজন। তুমি জানো সে এখন কি ভাবছে। তাকে সুস্থতায় ফিরে আনার চেষ্টা করো।''

সে কি সাজেশন দিচ্ছে আমি এখনও তা বুঝে উঠতে পারলাম না। এটা অনেক বেশি। অসম্ভব।

ভুল। অসুস্থ চিন্তাভাবনা।

বেলাকে এক উইকএন্ডের জন্য ধার নিয়ে যাব। আর সোমবার সকালে ফেরত দিয়ে যাব? একটা ভাড়া করা ছবির মতো।

খুবই লোভনীয় প্রস্তাব।

আমি বিবেচনা করতে পারলাম না। এমনকি কল্পনাও করতে পারলাম না। কিন্তু ছবিটা যেভাবেই হোক আমার মধ্যে চলে এল।

আমি বেলাকে সেভাবে অনেক অনেক বার কল্পনা করেছি। যখন আমাদের মধ্যে সে জাতীয় সম্ভবনা ছিল। আর তারপর দীর্ঘদিন পরে এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে উদ্ভট কল্পনা আস্তাকুড়ে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ সেখানে কোনরকমের সম্ভবনা নেই। সামান্যতমও না। আমি নিজেকে সাহায্য করতে পারি না। আমি এখন নিজেকে থামাতে পারছি না। বেলা আমার বাহুডোরে। বেলা আমার নাম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করছে...

এই নতুন ছবি আমি কখনই আগে দেখিনি। এখনও না। একটা ছবি আমি জানি বছরের পর বছর দুঃখভোগ করতে পারি না। সেটা এখনই আমার মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে। কিন্তু মাথায় গেথে গেছে। বেলা, স্বাস্থ্যবতী এবং বাড়ন্ত, এখনকার চেয়ে তখন কত ভিন্ন ছিল। কিন্তু কিছু কিছু একই। তার শরীর। বিকৃত হয়নি। অনেক বেশি প্রাকৃতিকভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে। আমার বাচ্চা ধারণ করে গোলগাল হয়ে যাবে।

আমি মনের মধ্য থেকে এই দুষিত চিন্তা তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। 'বেলাকে সেঙ্গে নিয়ে আসো? কোন পৃথিবীতে তুমি বাস করো?'

'অন্ততপক্ষে চেষ্টা করি।'

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। সে অপেক্ষা করতে লাগল। আমার নৈব্যক্তিক উত্তর সে অগ্রাহ্য করল। কারণ সে আমার মনের মধ্যের চিন্তাভাবনার সংঘর্ষটা শুনতে পেয়েছে।

'সেই সাইকোটা কোথেকে আসছে? তুমি কি এটা তৈরি করছো তোমার যাওয়ার জন্য?'

'আমি তাকে বাঁচানো ছাড়া আর কোন কিছুরই চিন্তা করছি না। যখন থেকে আমি বুঝাতে পারলাম সে কি করার পরিকল্পনা করছে। সে কি করার জন্য মারাও যেতে পারে। কিন্তু আমি জানতাম না কীভাবে তোমার সাথে যোগাযোগ করব। আমি জানতাম যদি আমি ডাকি তাও তুমি শুনবে না। আমি তোমাকে খুঁজতে যাওয়ার জন্য শিগগিরই খুঁজে বেরো। যদি তুমি আজকে না আসতে। কিন্তু তাকে ছেড়ে যাওয়াটা খুব কষ্টের। এমনকি কয়েক মিনিটের জন্যও। তার অবস্থা...খুব দ্রুতই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সেই জিনিসটা....বড় হচ্ছে। খুব দ্রুততার সাথে। আমি এখন তার থেকে দুরে থাকতে পারি না।'

'জিনিসটা কি?'

'আমাদের কোনরকম ধারণা নেই। কিন্তু এটা তারচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এরই মধ্যে শক্তিশালী হয়ে গেছে।'

আমি তারপর হঠাৎ করে এটাকে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম আমার মাথার মধ্যে ফুলে ওঠা মনস্টার। স্বাভাবিকভাবে মানুষের বাচ্চার মতো বের হচ্ছে না। বরং বেলার শরীর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাকে ছিড়ে খুড়ে বের হচ্ছে।

'এটা বন্ধ করতে আমাকে সাহায্য করো।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল। 'এ রকম কিছু ঘটা থামাতে আমাকে সাহায্য করো।'

'কীভাবে? আমার সেই উদ্ভট সার্ভিসের মাধ্যমে?' আমি তা বলার পরও সে ভয়ে কুণ্ঠিত হলো না। কিন্তু আমি হলাম। 'তুমি সত্যিই অসুস্থ। সে কখনোই সেটা শুনবে না।'

'চেষ্টা করো। সেখানে এখন আর হারানোর কিছু নেই। এটা কীভাবে আঘাত করবে?'

ব্যাপারটা আমাকে আহত করবে। এটা ছাড়া কি এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রত্যাখ্যান আমি গ্রহণ করিনি?

'তাকে বাঁচানোর জন্য একটু যন্ত্রণা সহ্য করো? এটা কি ততবেশি মূল্য দিতে হচ্ছে?'

'কিন্তু তাতে কাজ হবে না।'

'হয়তো না। হয়তো এটা তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারে। হতে পারে এটা তার সমস্যার সমাধান করতে পারে। এক মুহূর্তের সন্দেহই আমার দরকার।'

'এবং তারপর তুমি তোমার অফারটাকে কম্বলের মতো টান মেরে ছুড়ে ফেলবে? শুধু একটু মজা করছিলাম, বেলা?'

'যদি সে বাচ্চা চায়, তাহলে সে তা পেতে পারে। আমি তা প্রত্যাহার করব না।'

আমি এখনও বিশ্বাস করি না আমি এই ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। বেলা আমাকে ঘুষি দেবে। সে কারণে আমি কোন ভয় পাচ্ছি না। আমি ভয় পাচ্ছি ঘুষির কারণে তার হাত আবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভবনা আছে।

আমি এ্যাডওয়ার্ডকে আমার সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করতে পারব। আমার মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি এ্যাডওয়ার্ডকে এখন হত্যা করতে পারব।

'এখন নয়।' সে ফিসফিস করে বলল। 'এখন না। ভুল অথবা ঠিক হোক। আমার মৃত্যু বেলাকে ধ্বংস করে দেবে। আর তুমি সেটা জানো। তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই। যদি সে তোমার কথা শুনতে চায়, তাহলে তুমি তোমার সুযোগটা পেয়ে যাবে। এটুকু জেনে রাখ, যে মুহূর্ত থেকে বেলার হৃদয় স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে সে মুহূর্তে আমি নিজেই আমি তোমার কাছে আমাকে হত্যা করার জন্য কাতর অনুরোধ করব।

'তুমি বেশিক্ষণ ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে পারবে না।'

আমার কথার সুর তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল।

'আমি খুব বেশি সেটা গননা করছি।'

'তাহলে আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়ে গেল।'

সে মাথা নোয়াল। আমার দিকে তার বরফ শীতল হাত বাড়িয়ে দিল।

বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও, আমি তার হাত ধরার জন্য হাত বাড়ালাম। আমার হাত যেন কোন পাথরকে স্পর্শ করল। তারপর একবার ঝাকি দিলাম।

'আমাদের একটা চুক্তি হয়ে গেল।' সে সম্মত হলো।

দশ

আমার এরকম অনুভূতি হচ্ছিল যে আমি জানি না কি হচ্ছে। যেন তা সত্যি কিছু নয়। দ্বিতীয় স্থানের একজন ওয়ারউলফকে বলা হয়েছে ভ্যাম্পায়ারের স্ত্রীকে তুলে কুড়ে ঘরে নিয়ে যেতে এবং সন্তান উৎপাদন করতে। সুন্দর!

না। আমি তা করতে পারি না। ব্যাপারটা প্যাঁচালো আর ভুল। সে যা কিছু বলেছিল আমি তার সব কিছু ভুলে যেতে চাচ্ছি।

কিন্তু আমাকে বেলার সাথে কথা বলতে হবে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে সে যেন আমার কথা শোনে।

আর আমি জানি সে শুনবে না। সবসময়ের মতোই।

এ্যাডওয়ার্ড আমার মন্তব্য অথবা চিন্তাভাবনায় কোনরকম মন্তব্য বা উত্তর দিল না যখন সে বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিল। আমি জায়গাটা দেখে বিস্মিত হলাম সে যেখানে থামতে পছন্দ করেছে। এটা কি বাড়ির থেকে খুব বেশি দুরে যাতে অন্যরা তার চিন্তাভাবনা ফিসফিসানি শুনতে না পায়? সেটা কি তার উদ্দেশে?

হতে পারে। যখন আমরা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম, অন্য কুলিনরা সন্দেহের চোখে তাকাল। তারা বিভ্রান্ত। কাউকে রাগান্বিত বা বিতৃষ্ণারভাবে দেখলাম না। তো তারা অবশ্যই আমাদের কথোপকথন শুনতে পায়নি যা এ্যাডওয়ার্ড আমাকে অনুরোধ করেছে।

আমি খোলা দরজা দিয়ে যেতে দ্বিধা করতে লাগলাম। এখনও নিশ্চিত নই কি করতে পারি। এখানে থাকাই ভালো। বাইরের আবহাওয়ায় কিছুটা শ্বাস নিতে পারব।

এ্যাডওয়ার্ডের ভীড়ের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল। তার কাধ শক্ত হয়ে গেছে। বেলা উদ্বিগ্ন চোখে তাকে দেখতে লাগল। তারপর তার চোখ সেকেন্ডের জন্য আমার দিক থেকে ঘুরে এলো। তারপর আবার সে এ্যাডওয়ার্ডকে দেখতে লাগল।

বেলার মুখ ধুসর বিবর্ণের দিকে যাচ্চে। আর আমি বুঝতে পারলাম এ্যাডওয়ার্ড কি দেখে বলেছিল বেলার অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

'আমরা এখন জ্যাকব আর বেলাকে প্রাইভেট কথা বলতে দিতে চাচ্ছি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন ওঠাপড়া নেই। একেবারে যেন রোবটের গলা।

'আমার ছাইয়ের উপর দিয়ে।' রোসালি তার দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে উঠল। সে এখনও বেলার মাথা ধরে আছে। তার শীতল হাত দিয়ে বেলার চিবুক ধরে উঁচু করে রেখেছে।

এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে তাকাল না। 'বেলা।' সে আগের মতো শূন্য কণ্ঠে বলল, জ্যাকব তোমার সাথে কথা বলতে চায়। তুমি কি তার সাথে একা কথা বলতে ভয়

পাচ্ছ?'

বেলা আমার দিকে তাকাল। দ্বিধাগ্রস্ত। তারপর সে রোসালির দিকে তাকাল।

'রোজ, সবঠিক আছে। জ্যাক আমাদেরকে আঘাত করতে যাচ্ছে না। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে যাও।'

'এটা একটা কৌশল হতে পারে।' সুন্দরী সর্তক করল।

'আমি জানি না।' বেলা বলল।

'কার্লিসল আর আমি সবসময়ই তোমার দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকব, রোসালি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার আবেগশূন্য গলা ভাঙা ভাঙা শোনাল। তার ভেতর দিয়ে রাগের বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠল।

'না।' বেলা ফিসফিস করে বলল। তার চোখের দৃষ্টি চক চক করছে। 'না, এ্যাডওয়ার্ড...

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়ল। ছোট্ট করে হাসল। হাসিটা খুব যন্ত্রণাকাতর মনে হলো। ' আমি তা সেভাবে বোঝাতে চাইনি, বেলা। আমি ভালো আছি। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।'

অসুস্থ। এ্যাডওয়ার্ড ঠিকই বলেছে। বেলা নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে এ্যাডওয়ার্ডের অনুভূতির কথা চিন্তা করে।

এই মেয়েটা ক্লাসিক ধরনের শহীদের পর্যায়ে পড়তে যাচ্ছে। সে পুরোপুরি ভুল শতাব্দিতে জন্মগ্রহণ করেছে। তার আরো অনেক পেছনে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল।

'প্রত্যেকেই' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার হাত অটোমেটিক সবাইকে দরজার দিক দেখিয়ে দিল। 'প্লিজ।'

তার মুখের ভাবভঙ্গি অন্যরকম ছিল। আমি দেখতে পেলাম সে কীভাবে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে। অন্যরাও সেটা দেখেছিল।

নিঃশব্দে তারা দরজার দিকে যেতে লাগল। আমি এদিকে আসতে শুরু করলাম। তারা খুব দ্রুত বেরিয়ে গেল। আমার হার্টবিট দ্বিগুণ হয়ে গেল। রুমটা প্রায় খালিই হয়ে গেল শুধু রোসালি ছাড়া। সে মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করছিল। আর এ্যাডওয়ার্ড তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রোসালির জন্য অপেক্ষা করছিল।

'রোজ।' বেলা খুব শান্ত স্বরে বলল, 'আমি চাই তুমি যাও।'

সুন্দরী এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। তারপর তাকে যেতে ইঙ্গিত করল। এ্যাডওয়ার্ড প্রথমে চলে গেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে হুমকি দিল। তারপর সেও চলে গেল।

যখন আমরা একাকী হলাম, আমি রুমের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বেলার পাশে মেঝেতে বসে পড়লাম। আমি তার ঠাণ্ডা দুহাত আমার হাতে তুলে নিলাম। সর্তকতার সাথে সেগুলো ঘষতে লাগলাম।

'ধন্যবাদ, জ্যাক। খুব ভালো লাগছে।'

'আমি তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাচ্ছি না, বেলস। তোমাকে কুৎসিত দেখাচ্ছে।'

'আমি জানি।' সে শ্বাস নিল। 'আমি দেখতে ভয়ংকর হয়েছি।'

'জলাভুমি থেকে উঠে আসা প্রেতের মতো ভয়ংকর।' আমি একমত হলাম।

সে হাসল। 'তোমাকে এখানে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। হাসতে পেরে খুব ভালো

বোধ করছি। আমি জানি না কতবেশি নাটকীয় অবস্থার উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

আমি চোখ ঘোরালাম।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' সে একমত হলো। 'আমি নিজেই এসব বহন করছি।'

'হ্যাঁ। তুমি করো। তুমি কি চিন্তাভাবনা করছো, বেলস? সিরিয়াসলি!'

'সে কি তোমাকে আমার উপর খবরদারী করতে বলেছে?'

'সেরকমই কিছু। যদিও আমি এটা বের করতে পারছি না কোত্থেকে সে এরকম কিছু শুনেছে। তুমি কখনও ওরকম ছিলে না।'

সে শ্বাস নিল।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম...' আমি বলতে শুরু করলাম।

'তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কতটা ভাইয়ের মতো মনে করি, সেটা কখনও বলেছি, জ্যাকব?' সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'তার মানে হচ্ছে... চুপ করে যাও।'

'ভালোই শোনাচ্ছে।'

সে আমার দিকে ভেঙচি দিল। তার ত্বকের ভেতর থেকে হাড় ঠেলে উঠেছে। 'আমি কোন কৃতিত্ব নিতে যাচ্ছি না।। আমি এর কৃতিত্ব সিম্পসনকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।'

'তাকে মিস করছি।'

'ব্যাপারটা খুব মজার।'

আমরা মিনিট খানেকের জন্য কোন কথা বললাম না। তার হাত কিছুটা উষ্ণ হতে শুরু করেছে।

'সে কি সত্যি তোমাকে আমার সাথে কথা বলতে বলেছে?'

আমি মাথা নিচু করলাম। 'তোমার কিছু ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে বলেছে। সেখানে একটা লড়াই আছে যেটা শুরুর আগে হার হয়ে গেছে।'

'তো তাহলে কেন তুমি সম্মত হয়েছো?'

আমি উত্তর দিলাম। আমি নিশ্চিত নই আমি তা জানি।

আমি তা জানতাম— তার সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত পরবর্তিতে আমার কাছে আরো বেশি যন্ত্রণা হয়ে ফিরে আসে।

'এটা কাজের বাইরে, তুমি জানো।' সে নিশ্চুপ এক মিনিটের পরে বলল। 'আমি তা বিশ্বাস করি।'

আমি আবার লালবাতি দেখতে পেলাম। 'তোমার উপসর্গের মধ্যে একটা কি স্মৃতিভ্রংশ?' আমি বললাম।

সে হাসল। আমার রাগ এতবেশি ছিল যে আমার হাত কাঁপতে লাগল।

'হতে পারে।' সে বলল। 'আমি বলছি না জিনিসগুলো খুব সহজেই কাজ করবে, জ্যাক। কিন্তু কীভাবে আমি এসবের উপরে বাস করব? এই ক্ষেত্রে আমি কোন ম্যাজিকের উপর বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ম্যাজিক?'

'বিশেষত তোমার জন্য।' সে বলল। সে হাসছিল। সে আমার হাত থেকে তার একটা হাত টেনে নিল। হাত দিয়ে আমার চিবুকে চাপ দিল। আগের চেয়ে অনেক উষ্ণ। কিন্তু আমার ত্বকের উপরে তা ঠাণ্ডাই লাগল। যেমন সবসময় হয়। 'যেকোন কিছুর চেয়ে

অনেক বেশি। তুমি কিছু ম্যাজিক পেয়েছ যা তোমার কাছে অপেক্ষা করছে।'

'তুমি কি নিয়ে এরকম বকবক করছো?'

এখনও হাসছে। 'এ্যাডওয়ার্ড আমাকে একবার বলেছিল জিনিসটা কিসের মতো... তোমার প্রতিলিপির মতো। সে বলেছিল এটার মধ্যে গ্রীষ্মরাতের স্বপ্নের মতো। ম্যাজিকের মতো। তুমি খুঁজে পাবে তাকে সত্যিকারের জ্যাকবের মতো দেখতে। আর হতে পারে সে সবকিছুই স্বজ্ঞানেই বলছিল।'

যদি তাকে খুব বেশি ভঙ্গুর অবস্থায় না দেখতাম তাহলে হয়তো আমি চিৎকার করে উঠতাম।

তার পরিবর্তে আমি তার দিকে তাকিয়ে গর্জন করলাম।

'যদি তুমি মনে করো যে এই একইরকম ছাপ কোন কিছুই বোঝায় তাহলে সেটা পাগলের মতো...' আমি শব্দের জন্য হাতড়াতে লাগলাম। 'তুমি কি সত্যিই মনে করো যে শুধু আমি কোন একদিন ছিলাম বলে তা কোন কিছু ঠিক করে?' আমি তার ফুলে ওঠা পেটের বাচ্চার দিকে আঙুল উচিয়ে নির্দেশ করলাম। 'আমাকে বলো তাহলে সেখানে পয়েন্ট কি, বেলা! তোমাকে ভালোবাসার কি কারণ থাকতে পারে? তাকে ভালোবাসার কি কারণ তোমার থাকতে পারে? যখন তুমি মারা যাবে'...শব্দগুলো দাঁতমুখ খিচানোর মতো শোনা গেল...'সেটা আবার কীভাবে ঠিক হবে? তাহলে এইসব যন্ত্রণার পয়েন্টটা কি? আমার, তোমার, তার! তুমি তাকেও মেরে ফেলবে। যদিও আমি সেটা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাই না।'

আমার কথা শুনে বেলা কেঁপে উঠল। কিন্তু আমি কথা চালিয়ে গেলাম। 'তো তাহলে তোমার ভালোবাসার গল্পের সবচেয়ে মোচড় দেয়া পয়েন্টটা কি, একেবারে শেষে এসে? যদি সেখানে কোন যুক্তি থাকে, তা আমাকে দেখাও, বেলা। কারণ আমি তা দেখতে পাচ্ছি না।'

সে শ্বাস নিল। 'আমি এখনও জানি না, জ্যাক। কিন্তু আমি শুধু....অনুভব করি... সবকিছুই কোথায় ভালো কিছু হতে চলেছে, তা এখন দেখাটা খুব কঠিন। আমি অনুমান করছি, তুমি এটাকে বিশ্বাস বলে ডাকতে পার।'

'তুমি কিছুই ন্যায়ের জন্য মারা যাচ্ছ, বেলা! কিছুই না। নাথিং।'

তার হাত আমার মুখের থেকে ফুলে ওঠা পেটের উপর নেমে এলো। সে কি ভাবছে সে সব কথা আমার কাছে প্রকাশ করল না। সে তার জন্যই মারা যাচ্ছে।

'আমি মারা যাচ্ছি না।' সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল। আমি বলতে পারি সে আগের কথাটাই আবার পুনরাবৃত্তি করল। 'আমি আমার হার্টবিট সচল রাখতে পারব। আমি তার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী।'

'সেটা তোমার ভ্রান্ত ধারণা, বেলা। তুমি আমাদেরকে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে অনেক সময় ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছ। কোন সাধারণ মানুষ সেটা করতে পারে না। তুমি যথেষ্ট শক্তিশালী নও।' আমি তার মুখ আমার হাতে তুলে নিলাম।

'আমি তা করতে পারব। আমি তা করতে পারব।' সে বিড়বিড় করে বলল। তার কথা অনেক বেশি বাচ্চাদের মতো শোনাল।

'আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থেকো না। তো তোমার পরিকল্পনা কি? আমি আশা করছি তোমার কোন পরিকল্পনা আছে।'

সে মাথা নিচু করল। আমার চোখের দিকে তাকাল। 'তুমি কি জানো এসমে খাড়ি থেকে একবার লাফ দিয়েছিল? মানে আমি বলতে চাচ্ছি, যখন সে মানুষ ছিল।'

'তো?'

'তো সে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। এমনকি তারা তাকে জরুরি বিভাগে নিয়েও বিরক্ত করতে চাইনি। তারা সরাসারি তাকে মর্গে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও তার হৃৎপিণ্ড তখনও স্পন্দিত হচ্ছিল। কার্লিসল তাকে খুঁজে পেয়েছিল...

সে তাহলে এটার কথাই আগে উল্লেখ করেছিল। তার হৃৎপিণ্ড সচল রাখার ব্যাপারে।

'তুমি সেই মানুষের মতো বাঁচার পরিকল্পনা করতে পারো না।' আমি নরম স্বরে বললাম।

'না, আমি বোকা নই।' সে আমার চোখের দিকে তাকাল। 'আমি অনুমান করছি তুমি সম্ভবত তোমার নিজের মতামত আছে এই ক্ষেত্রে।'

'জরুরি ভ্যাম্পায়ার হওয়া।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'এটা এসমের জন্য কাজ করেছিল। এবং এমেট আর রোসালি এমনকি এ্যাডওয়ার্ডও। তাদের কেউ খুব ভালো অবস্থায় ছিল না। কার্লিসল একমাত্র তাদের পরিবর্তিত করেছে কারণ তারা প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তিনি তাদের জীবনকে শেষ করে দেননি, তিনি তাদেরকে বাঁচিয়েছেন।'

আমি হঠাৎ করে সেই ভালো ভ্যাম্পায়ার ডাক্তারের উপরে আগের মতোই নিজেকে দোষী মনে করলাম। আমি সেই চিন্তা দুর করে দিলাম।

'আমার কথা শোনো, বেলস। ব্যাপারটা এইভাবে করো না।' আগের মতোই, যখন চার্লির ফোন এসেছিল। আমি দেখতে পেলাম কতটা ভিন্নতা এটা সত্যিই আমাকে তৈরি করেছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার তাকে বলা প্রয়োজন বেঁচে থাকো, কোন একটা ভাবে। যে কোনভাবে।

আমি বড় করে শ্বাস নিলাম। 'খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো না, বেলা। না, এইভাবে না। বাঁচো, ঠিক আছে? শুধু বাঁচো। এভাবে এ্যাডওয়ার্ডের মনে কষ্ট দিও না। আমার মনে কষ্ট দিয়ো না।' আমার কণ্ঠস্বর কঠোর কঠিন উচ্চ হয়ে উঠল।

'তুমি জানো, যখন তুমি মারা যাবে তখন সে কি করতে পারে। তুমি আগেও এটা দেখেছো। তুমি কি চাও সে সেই ইতালিয়ান হত্যাকারীদের কাছে ফিরে যাক?' সে সোফার উপর কুঁকড়ে গেল।

আমি সেই ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে চাইলাম সেটা এখন কোন প্রয়োজনীয় নয়।

আমার কণ্ঠস্বর নরম রাখার জন্য লড়াই করতে লাগলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'স্মরণ করো যখন আমি সেই নিউবর্ণ উপরে কাজ করব? তুমি আমাকে তখন কি বলেছিলে?'

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে উত্তর দিতে পারল না। সে জোর করে ঠোঁট চেপে ধরল।

'তুমি আমাকে ভালো হয়ে থাকতে বলেছিলে এবং কার্লিসলের কথা শুনতে।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

'আর আমি কি করতে পারি? আমি ভ্যাম্পায়ারের কথা শুনেছিলাম। তোমার জন্য।'

'তুমি শুনেছিলে কারণ তাইই ছিল সঠিক কাজ।'

'ঠিক আছে। অন্য কারণ খুঁজে বের করো।'

সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'কারণটা এখন মনে করে কোন লাভ নেই ।' তার দৃষ্টি তার ফুলে ওঠা পেটের উপরে। সে ফিসফিস করে বলল, 'আমি আমার ছেলেকে হত্যা করতে পারি না।'

'ওহ, আমি সেই বিখ্যাত খবরটা শুনিনি। ছেলে সন্তান, হাহ? ভালো। আমি কি তাহলে কিছু নীল রঙের বেলুন কিনে নিয়ে আসব?'

তার মুখের রঙ গোলাপী হয়ে উঠল। সেই রঙটা খুবই সুন্দর। এটা আমার পেটের মধ্যে ছুরির মতো ঘুরতে লাগল।

আমি আবারও হারতে যাচ্ছি।

'আমি জানি না সে একজন ছেলে কিনা।' সে স্বীকার করল। 'আলট্রাসাউন্ড কাজ করে নি। বাচ্চার চারপাশের মেমব্রেন খুবই পুরু। যেমনটি তাদের ত্বক। তো সে একটা রহস্যের মতো। কিন্তু আমি সবসময় আমার মাথার মধ্যে একটা ছেলেকেই দেখেছি।'

'তোমার ভেতরে কোন অপূর্ব বাচ্চা নেই, বেলা।'

'আমরা দেখছি।' সে বলল।

'তুমি পারো না।' আমি দাঁত খিচালাম।

'তুমি খুবই হতাশাবাদী, জ্যাকব। '

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি নিচের দিকে তাকালাম। গভীরভাবে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিলাম।

'জ্যাক।' সে বলল। সে আমার চুল এলোমেলো করে দিতে লাগল। আমার চিবুক নেড়ে দিল।

'ব্যাপারটা খারাপের দিকে যেতে পারবে না। যা ঘটছে ঠিক পথেই ঘটছে।'

আমি তাকালাম না। 'না। এটা ঠিক হতে পারবে না।'

সে আমার চিবুক থেকে ভেঁজা কিছু মুছে দিল। 'শশশ।'

'ডিলটা কি বেলা?' আমি ধুসর কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার খালি পা নোংরা।

'কখন থেকে তুমি মা হওয়ার জন্য এরকম বেপরোয়া হয়ে উঠলে? যদি তুমি সেটা এতোই চাও তাহলে কেন তুমি একজন ভ্যাম্পায়ারকে বিয়ে করলে?' আমি খুব বিপজ্জনকভাবেই এ্যাডওয়ার্ডের দেয়া অফারটা তার কাছে নিতে চাইলাম। কথাগুলো আমাকে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমিও দিক পরিবর্তন করলাম না।

সে শ্বাস নিল। 'এটা এরকম কিছু নয়। আমি সত্যিই বাচ্চার জন্য তেমন উদগ্রীব ছিলাম না। আমি এমনকি এটার ব্যাপারে চিন্তাও করিনি। এটা শুধুমাত্র একটা বাচ্চা নেয়ার ব্যাপার নয়। এটা..বেশ...এই বাচ্চাটা।'

'সে একজন খুনি, বেলা। তোমার নিজের দিকে তাকাও।'

'সে তা না। দোষ আমার। আমি শুধু দুর্বল একটা মানুষ। কিন্তু অনেক কষ্টেও বাচ্চাটাকে জন্ম দিতে পারব , জ্যাক, আমি পারি...

'আউ, এদিকে এসো! চুপ করো বেলা। তুমি তোমার রক্তচোষাকে এইটাকে বের করে দিয়েছো। কিন্তু তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। তুমি জানো তুমি সেটা

করতে পারছ না।'

সে আমার দিকে তাকাল। 'আমি তা জানি না। আমি এর ব্যাপারেই চিন্তিত আছি। নিশ্চয়।'

'এর ব্যাপারে চিন্তিত আছি।' আমি দাঁতে দাঁত চেপে পুনরাবৃত্তি করলাম।

সে তারপর শ্বাস নিল এবং তার পেট চেপে ধরল। আমার রাগ তাড়াতাড়ি নিবৃত হলো।

'আমি ঠিক আছি।' সে হাঁপাতে লাগল। 'এটা কোন কিছুই না।'

কিন্তু আমি তা শুনতে পেলাম না। তার হাত ঘামে ভেঁজা শার্ট টেনে ধরল। আমি তাকিয়ে রইলাম। ভীত হয়ে পড়লাম। তার পেট বেরিয়ে পড়ল। তার পেট দেখতে বিশাল এবং বেশ টান টান দেখাচ্ছে।

সে আমার তাকিয়ে থাকা দেখল।

'সে শক্তিশালী। সেটাই সব।' সে আত্মরক্ষামূলকভাবে বলল।

তার পেটের দাগ কেমন যেন ফাঁটাফাঁটা।

আমি এর মধ্যেই গলাখাকানি দিলাম। আমি বুঝতে পারছি এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কি বলেছিল। তাকে দেখতে, এটা তাকে আঘাত করছে।

হঠাৎ, আমি নিজের ব্যাপারে কিছুটা উন্মত্ত হয়ে উঠলাম।

'বেলা।' আমি বললাম।

সে আমার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন শুনতে পেল। সে আমার দিকে মাথা তুলে তাকাল। এখনও জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। তার চোখ দ্বিধান্বিত।

'বেলা, এরকম করো না।'

'জ্যাক..'

'আমার কথা শোন। এখনও তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিও না। ঠিক আছে? শুধু শোন। কি হবে যদি...?

'যদি কি?'

'কি হবে যদি সেটা এক পক্ষের কোন ব্যাপার না হয়? কি হবে যদি এটা সব কিছুই অথবা কিছুই না হয়। কি হয় যদি কার্লিসল যেমনটি বলে ভালো মেয়ের মতো সেরকম শুনলে আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলে?'

'আমি পারি না...

'আমি এখনও শেষ করিনি। তো তুমি বেঁচে থাক। তারপর তুমি একটা শুরু করতে পার। যদি সেটা সেভাবে কাজ করে না। আবার চেষ্টা করো।'

সে ভুরু কুঁচকাল। সে একহাত উঁচু করল। আমার ভুরু যেখানে কপালের মাঝখানে জোড়া লেগেছে সেখানে হাত বুলাল। তার আঙুল আমার কুঁচকানো কপালকে সমান করে দিল।

'আমি বুঝতে পারছি না...তুমি কি বোঝাতে চাইছ, আবার চেষ্টা করো? এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ওর ঔরসে আবার আরেকটা বাচ্চা নিতে দেবে সে ব্যাপারে তুমি চিন্তা করতে পার না...? এবং কি পার্থক্য এটা বয়ে আনবে? আমি নিশ্চিত কোন শিশু...

'হ্যাঁ।' আমি বললাম। 'তার যেকোন বাচ্চাই একই রকম হবে।'

তার ক্লান্ত মুখ আরো বেশি দ্বিধায় পড়ে গেল। 'তাহলে?'

কিন্তু আমি তার বেশি কিছু বললাম না। সেখানে কোন পয়েন্ট নেই। আমি কখনও তার থেকে তাকে রক্ষা করতে পারব না। তারপর সে চোখ পিটপিট করল। আমি দেখতে পেলাম সে তা বুঝতে পেরেছে।

'ওহ, আহ। প্লিজ, জ্যাকব। তুমি ভাবছ আমি আমার বাচ্চাটাকে হত্যা করব এবং তার পরিবর্তে কিছু জাতিগত কিছু বসিয়ে দেব? কৃত্রিম গর্ভধারণ?' সে এখন পাগলের মতো হয়ে গেছে। 'কেন আমি এরকমভাবে কোন অপরিচিতের বাচ্চা নিতে চাইব? '

'আমি তা বোঝাইনি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'কোন অপরিচিতের নয়।'

সে সামনের দিকে ঝুঁকে পরল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে 'তাহলে তুমি কি বলতে চাইছো?'

'কিছুই না। আমি কিছুই বলতে চাইনি। এমনিই।'

'তাহলে এসব কথা কোত্থেকে আসছে?'

'এসব ভুলে যাও, বেলা।

সন্দেহে তার ভুরু কুঁচকে গেল। 'এ্যাডওয়ার্ড নিজেই কি তোমাকে এইসব বলতে বলেছে?'

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। বিস্মিত যে সে ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে। 'না।'

'সে করেছে, সে করেনি?'

'না। সত্যিই সে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেনি। সে কৃত্রিম কোন কিছুর ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেনি।'

তারপর তার মুখের ভাব কোমল হয়ে এলো। সে আবার বালিশের উপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সে কথা বলার সময় পাশে তাকাতে লাগল। আমার সাথে মোটেই কথা বলছে না।

'সে আমার জন্য যেকোন কিছু করতে পারে। এবং আমি তাকে অনেক বেশি আঘাত দিয়েছি...কিন্তু সে কি ভাবছে? যে আমি তার সাথে ব্যবসা করতে পারি...' তার হাত পেটের উপর বুলাতে লাগল। 'কোন অপরিচিতের...' সে শেষের অংশটা বিড়বিড় করে বলল। তারপর তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তার চোখ ভিজে উঠল।

'তুমি তাকে আহত করতে পারো না।' আমি ফিসফিস করে বললাম। এ্যাডওয়ার্ডের জন্য এভাবে কাতর প্রার্থনা জানাতে আমার মুখের ভেতরটা বিষাক্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু আমি জানতাম তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাকে ব্যাপারটা এই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। 'তুমি আবার তাকে সুখী করতে পারো, বেলা। সত্যি করে বলছি, আমি তাই মনে করি।'

তাকে দেখে মনে হলো না সে শুনছে। তার হাত পেটের উপর ছোট বৃত্তে ঘুরে আসছে। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে এরকম নিরবতা চলল। কুলিনরা যদি অনেক দুরে যায় আমি বেশ বিস্মিত হব। তারা কি বেলার সাথে আমার এই কথোপকথন শুনছে?

'অপরিচিত নয়?' সে বিড়বিড় করে নিজেকে বলল। আমি কেঁপে উঠলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড আসলেই তোমাকে কি বলেছে?' সে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'কিছুই না। সে শুধু ভেবেছিল তুমি আমার কথা শুনবে।'

'তা নয়। আবার চেষ্টা করো।'

তার চোখ আমার চোখের দিকে এবং আমি দেখতে পেলাম আমি এরই মধ্যে অনেক বেশিদুর এগিয়ে গেছি।

'কিছুই না।'

তার মুখ কিছুটা খুলে গেল। 'ওয়াও।'

একটু সময়ের জন্য দুজনই নীরব। আমি আবার আমার পায়ের দিকে তাকালাম। তার চোখের দিকে তাকাতে পারছি না।

'সে সত্যিই যেকোন কিছু করতে পারে, পারে না কি?' সে ফিসফিস করল।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম সে পাগলের মতো হয়ে গেছে। সেটা সত্যিই, বেলা।'

'আমি বিস্মিত তুমি তাকে ঠিক ওভাবে কিছু বলো নি। তাকে সমস্যার মধ্যে এনেছো।'

যখন আমি চোখ তুলে তাকালাম। সে দাঁত বের করে হাসল।

'ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করো।' আমি সেরকমভাবেই উত্তর দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না।

সে জানত আমি তাকে কি প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি। সে তা নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে যাচ্ছে না। আমি জানতাম সে তার করবে না। কিন্তু আমি চালিয়ে গেলাম।

'সেখানে এরকম কিছু নেই যা তুমি আমার জন্য করোনি. তাই কি?' সে ফিসফিস করে বলল। 'আমি সত্যিই জানি না কেন তুমি বিরক্ত হচ্ছ। আমি তোমাকে সেভাবে কামনা করিনি।'

'যদিও তাতে কিছু যায় আসে না, তাই কি?'

'এইবারে না।' সে শ্বাস নিল। 'আমি আশা করছি আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারি যাতে তুমি বুঝতে পারো। আমি আমার বাচ্চাকে আঘাত করতে পারি না' সে তার পেটের দিকে দেখালো। 'তার চেয়ে আমি একটা বন্দুক তুলে নিয়ে তোমাকে গুলি করতে পারি। আমি বাবুনীকে ভালোবাসি।'

'তুমি কেন সবসময়ে ভুল কিছুকে ভালোবাস, বেলা?'

'আমার মনে হয় না।'

আমি গলা খাকানি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলাম। 'আমাকে বিশ্বাস করো।'

আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমি এখানে থেকে ভালো কিছু করতে পারছি না।'

সে তার ক্ষীণ কায়া একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে অনুনয় করল। 'যেও না।'

আমি আবার বুঝতে পারলাম আবেগটা আমার ভেতরে উতলে উঠছে। তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করলাম।

'আমি এখানে খুব বেশি সময় থাকতে পারি না। আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

'তুমি আজ এখানে এসেছিলে কেন?' সে জিজ্ঞেস করল।

'শুধু তোমাকে দেখতে এসেছিলাম যে তুমি সত্যিই বেঁচে আছো কিনা। চার্লি যেভাবে বলেছিল তুমি সেরকম অসুস্থ তা আমি বিশ্বাস করিনি।'

'তুমি কি আবার ফিরে আসবে?'

'আমি এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার মরা দেখতে পারব না বেলা।'

সে ভয়ে কেঁপে উঠল। 'তুমি ঠিক বলেছিলে......তোমার চলে যাওয়া উচিত।'

আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'বিদায়।' সে আমার পেছনে ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে ভালোবাসি, জ্যাক।'

আমি এর মধ্যেই পিছনে ফিরেছে। ঘুরে দাঁড়িয়েছি। হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে পড়ে আবার অনুনয় করতে লাগলাম। কিন্তু আমি জানতাম আমি বেলাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাকে এখানে ছেড়ে যাচ্ছি সে আমাকে মেরে ফেলার আগে। যেমনভাবে সে এ্যাডওয়ার্ডকেও মেরে ফেলতে যাচ্ছে।

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' আমি বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে এলাম।

আমি কোন ভ্যাম্পায়ারকে দেখতে পেলাম না। আমি মোটরবাইকটাকে উপেক্ষা করলাম। তৃণভূমির মাঝখানে এসে একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন আর আমি খুব বেশি দ্রুতগামী নই। আমার বাবা উন্মত্ত হয়ে উঠবেন। সেরকম স্যামও। আমাদের দলটার কি অবস্থা হবে যখন তারা আমাকে অন্য রুপে দেখবে না? তারা কি এটাই চিন্তা করবে না যে আমি কুলিনদের বারোটা বাজানোর আগে ওরাই আমার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে? আমি ছুটতে শুরু করলাম। কে আমাকে দেখছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

দলের সবাই অপেক্ষা করছিল।

জ্যাকব, জ্যাক...আমাকে সুস্থ আটটা কণ্ঠস্বর এক সাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এখনই বাড়িতে এসো। আলফা কণ্ঠস্বর আদেশ দিল। স্যাম খুব রেগে আছে।

আমি অনুভব করলাম পল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমি জানতাম বিলি আর রাসেল বসে অপেক্ষা করছে আমার কি ঘটেছে তার শোনার জন্য। পল এতটাই উদ্বিগ্ন ছিল যে তাদেরকে ভালো খবরটা দেয়ার জন্য তাদের কাছে ছুটেছে।

দলটাকে বলার কোন দরকার হয়নি যে আমি পথে আছি। তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমি বাড়ির পথে ছুটে চলেছি। আমি তাদেরকে বলিনি যে আমি অর্ধ উন্মত্ত। আমার মাথার ভেতরের অবস্থা তাদের কাছে সুস্পষ্ট।

তারা সমস্ত ভয়ের ব্যাপারটা দেখেছে। বেলার নানাবর্ণের ফুটফুট দাগের পেট। তার কণ্ঠস্বর। এইসব। এ্যাডওয়ার্ডের মুখের সেই যন্ত্রণার অনুভূতি। বেলার অসুস্থতা এবং এভাবে অপচয়...দেখেছে এটা তাকে আঘাত দিচ্ছে। রোসালি বেলার কাছে। বেলার জীবন তার কাছে কিছু নয়।

কেউ কিছু বলছে না।

তাদের শকটা আমার মাথার ভেতরে নিঃশব্দে প্রবাহিত হলো। নির্বাক।

কেউ কিছু বুঝে উঠার আগে আমি বাড়ির পথে আরো অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এলাম। তারপর তারা সবাই আমার সাথে দেখা করার জন্য ছুটতে লাগল।

এখন পুরোপুরি অন্ধকার। মেঘগুলো সুর্যের রেখা পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে। আমি ফ্রিওয়ে দিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিলাম। আর আমাকে না দেখা যায় এভাবেই যেতে থাকলাম।

লা পুশের আট মাইলের কাছাকাছি আমরা মিলিত হলাম। ক্লিয়ারিংটা বামের দিকে।

আমি তাদেরকে দেখার সময় পল তাদেরকে ধরে ফেলল আমাদের দলটা এখন পুরো হলো।

আমার মাথার মধ্যে পুরোপুরি ক্যাচ শুরু হয়েছে। প্রত্যেকেই একসাথে চিৎকার করছে। স্যামের মাথার লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। সে ভাঙা ভাঙা গলায় গোঙাতে লাগল। পল আর জ্যারেড তার পিছনে স্যামের মতো এগুতে লাগল। তাদের কান মাথার সাথে লেপ্টে গেছে।

গোটা দল আলোড়িত হলো।

প্রথমে তাদের রাগ অপরিমিত। আমি তার জন্য প্রস্তুত।

আমি এতটাই সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছি এ বিষয়ে আমার কোন পরোয়া নেই। তারা যা ইচ্ছে আমার প্রতি তাই করতে পারে।

আর তারপর তারা একসাথে নড়তে শুরু করল।

সেটা কীভাবে হতে পারে? তার মানে কি? তা কি হতে পারে?

নিরাপদ নয়। ঠিক নয়। বিপজ্জনক।

অপ্রাকৃতিক। অস্বাভাবিক। দৈত্যের মতো। অত্যন্ত ঘৃণিত।

আমরা এটাকে অনুমোদন করতে পারি না।

গোটা দল এখন ছন্দবদ্ধভাবে নড়তে শুরু করেছে। তারা একসাথে ভাবছে।

চুক্তি এটাকে রক্ষা করতে পারবে না।

এটা সবাইকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেবে।

আমি তাদের প্যাঁচানো কণ্ঠস্বর বোঝার চেষ্টা করলাম। তাদের মাথার মধ্যের চিন্তাভাবনা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে সেটা বুঝতে চাইলাম। কিন্তু আমি তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না।

তাদের সবার মাথার মধ্যকার চিত্র আমার মাথার চিত্রের মতোই। তাদের জন্য খুব খারাপ। বেলার অসুস্থ অবস্থা, এ্যাডওয়ার্ডের যন্ত্রণাকাতর মুখ।

তারাও এটাকে ভয় পাচ্ছে।

কিন্তু তারা এটার কোন কিছুই করতে পারবে না।

বেলা সোয়ানকে রক্ষা করতে পারবে না।

আমরা বলতে পারি না সেটা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে।

আমাদের পরিবারের নিরাপত্তা, প্রত্যেকেই এখানে। একজন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যদি তারা এটাকে হত্যা করতে না পারে, আমাদের এটা করতে হবে।

গোত্রকে রক্ষা করতে হবে।

আমাদের পরিবারকে রক্ষা করতে হবে।

অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগে আমাদের এটাকে মেরে ফেলতে হবে।

আমার মাথার মধ্যে অন্য আরেকটা স্মৃতি উকি দিল। এ্যাডওয়ার্ডের কথাটা এই জিনিসটা বেড়ে উঠছে। খুব দ্রুত বেড়ে উঠছে।

আমি মনোসংযোগের চেষ্টা করলাম। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কণ্ঠস্বর শুনতে চেষ্টা করলাম।

অপচয় করার মতো কোন সময় নেই। জারেড ভাবল।

তার মানে একটা লড়াইয়ের ব্যাপারে। এমব্রি সতর্ক হলো। খুব খারাপ লড়াই।

আমরা প্রস্তুত। পল জোর দিল।

আমাদের দিক থেকে বিস্মিত হওয়ার দরকার হবে। স্যাম ভাবল।

যদি আমরা তাদেরকে আলাদাভাবে ধরতে পারি, তাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবেই ভুপাতিত করতে পারব। এটা আমাদের জয়ের সম্ভবনা বাড়িয়ে দেবে। জারেড ভাবল।

আমি মাথা নাড়লাম। পায়ের জোর কমিয়ে দিলাম। আমি কিছুটা ভারসাম্যহীন মনে হলো। সেই বৃত্তাকার নেকড়েরা আমাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে ফেলল। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমার আশপাশের নেকড়েগুলো উঠে দাঁড়াল। আমার পাশের নেকড়েটা দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ ঘষল।

অপেক্ষা করো। আমি ভাবলাম।

বৃত্তটা একবারের জন্য একটু থমকে গেল। তারপর তারা আবার চলতে লাগল।

সেখানে খুব কম সময় আছে। স্যাম বলল।

কিন্তু— তুমি কি ভাবছ? চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তুমি আজ বিকালে তাদেরকে আক্রমণ করতে রাজি হয়নি। এখন তুমি তাদেরকে এ্যামবুশ করার পরিকল্পনা করছ, তাহলে কি চুক্তিটা সেরকমই থাকবে?

এটা চুক্তির ব্যাপার স্যাপারে কোন কিছু নয়। স্যাম বলল। এই এলাকার প্রতিটি মানুষের জন্য এটা বিপদের ব্যাপার। আমরা জানি না কোন জাতীয় প্রাণী কুলিনরা বড় করছে। কিন্তু আমরা জানি এটা খুবই শক্তিশালী আর দ্রুত বড় হচ্ছে। এবং যেকোন চুক্তি মানার জন্য এটা খুবই ছোট। স্মরণ কর যখন নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়ারদের সাথে আমরা লড়াই করেছিলাম? বুনো, হিংস্র। কল্পনা করো সেরকম কিছু। কিন্তু কুলিনদের দ্বার রক্ষিত হচ্ছে।

আমরা জানি না—আমি কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

আমরা জানি না। সে একমত হলো। এবং এই ক্ষেত্রে অজানা জিনিসের ব্যাপারে আমরা কোন সুযোগ দিতে পারি না। আমরা শুধু অনুমোদন দেবো যদি কুলিনরা এটার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয় যে তারা বিশ্বাস করে এটা তাদের কোন ক্ষতি করবে না। এই...এই জিনিসটার উপরে বিশ্বাস করা যায় না।

তারা কোন কিছুর মতো এটাকে পছন্দ করে না।

স্যাম রোসালির মুখের ভাবের কথা টেনে আনল। তার রক্ষার করার ভাবভঙ্গি আমার মনের মধ্য থেকে দেখেছিল। আর তা প্রত্যেকের সামনে দৃশ্যমান করে তুলল।

কেউ কেউ এটার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত, তাই প্রাণীটি যাই হোক না কেন।

এটা শুধু একটা বাচ্চা। যে জোরে কেঁদে উঠবে।

দীর্ঘদিনের জন্য নয়। লিহ্ ফিসফিস করল।

জ্যাক, বন্ধু, এটা একটা বিশাল সমস্যা। কুইল বলল। আমরা শুধু এটাকে উপেক্ষা করতে পারি না।

এটা যা কিছু না আমরা তার চেয়ে অনেক বড় করে তা দেখছি। আমি তর্ক করলাম। যে একজন এখন বিপদের মুখে আছে সে হচ্ছে বেলা।

আবার তার নিজের পছন্দ। স্যাম বলল। কিন্তু এইবার তার পছন্দ আমাদের সবাইকে এ্যাফেক্ট করেছে।

আমি তা মনে করি না।

আমরা সুযোগ নিতে পারি না। আমাদের ভুমিতে কোন রক্তশিকারীকে শিকার

খোঁজার জন্য অনুমতি দিতে পারি না।

তাহলে তাদেরকে চলে যেতে বলো। যে নেকড়েটা এখনও আমাকে সাপোর্ট দিয়ে চলে সেই বলল। এটা হচ্ছে সেথ।

অবশ্যই।

যখন রক্তপায়ীরা আমাদের ভূমি অতিক্রম করবে, আমরা তাদের ধ্বংস করে ফেলব। সেটা কোন ব্যাপার নয় যে তারা কোথায় শিকার করছে। আমরা প্রত্যেকেই রক্ষা করব।

এটা উন্মত্ততা। আমি বললাম। আজ সন্ধ্যেয় তোমরা আমাদের দলটাকে বিপদে পড়ার ভয় পাচ্ছিলে।

আজ সন্ধ্যেয় আমরা জানতাম না যে আমাদের পরিবারগুলো বিপদের মধ্যে আছে।

আমি তা বিশ্বাস করি না! তোমরা বেলাকে হত্যা করা ছাড়া কীভাবে এই প্রাণীটাকে হত্যা করবে?

কেউ কোন সাড়া শব্দ করল না। কিন্তু এই নৈঃশব্দ্যের একটা অর্থ ছিল।

আমি আর্তনাদ করলাম। সে মানবীও! আমাদের প্রতিরক্ষার আওতায় কি সেও পড়ে না?

সে যেভাবেই হোক মারা যাচ্ছে। লিহ ভাবল। আমরা শুধু তার মৃত্যু প্রক্রিয়াটাকে ছোট করে ফেলছি।

সেটা কর। আমি সেথের পাশ থেকে সরে এলাম। তার বোনের দিকে এগোলাম। আমার দাঁত খিচিয়ে আছি। আমি তাকে ধরে ফেলতে যাওয়ার আগেই স্যাম আমাদের মাঝখানে এসে বাঁধা দিল। আমার পিঠে দাঁত বসিয়ে দিল।

আমি ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলাম। রেগে তার দিকে ঘুরলাম।

থামো! সে আলফা নেতার কতৃত্ব নিয়ে আদেশ করল।

আমার পা যেন শিকড় গজিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। শুধু আমার নিজের ইচ্ছে শক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি।

সে আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তুমি তার প্রতি নিষ্ঠুর হবে না, লিহ। স্যাম লিহকে আদেশ দিল।

বেলার উৎসর্গের খুব চড়া মূল্য আছে। আর আমরা সবাই সেটা চিনতে পেরেছি। মানুষের জীবন নেয়ার ব্যাপারের সবকিছুর বিরুদ্ধে তা দাঁড়িয়ে আছে। এটা একটা ব্যতিক্রম। আমরা আজ রাতে শোক ছাড়া কি করতে পারি।

আজ রাতে? সেথ পুনরাবৃত্তি করল। আঘাত পেয়েছে।

স্যাম—আমি মনে করি আমাদের সবার উচিত এই বিষয়ে আরো বেশি কথা বলা। বড়দের সাথে আলোচনা করা। অন্তত পক্ষে পরামর্শ নেওয়া। তুমি বাস্তবিকই আমাদের উপর এরকম করতে পারো না। কুলিনদের উপর তোমার যে সহ্য ক্ষমতা সেটা আমরা মানতে পারি না। তর্ক করার কোন সময় নেই।

তুমি যা বলেছো তুমি তাই করবে, সেথ।

সেথ সামনের হাঁটুজোড়া ভেঙে বসে পড়ল। আলফা নেতার সামনে সামনে তার মাথা নিচু হয়ে গেল। স্যাম আমাদের দুজনের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে এল।

এর জন্য আমাদের গোটা দলের একসাথে দরকার, জ্যাকব। তুমি আমাদের

সবচেয়ে শক্তিশালী লড়াকু। তুমি আজ রাতে আমাদের সাথে লড়াইয়ে যোগ দেবে। আমি বুঝতে পারছি সেটা তোমার জন্য খুব কঠিন। তো সেকারণে তুমি তাদের যোদ্ধাদের দিকে মনোযোগ দেবে। বিশেষত এমেট আর জেসপারের উপর। তুমি অন্য অংশের সাথে সংযুক্ত হবে না। কুইল আর এমব্রি তোমার সাথে লড়াই করতে যাবে।

আমার হাঁটু কাঁপতে লাগল। নিজেকে খাড়া রাখতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল যখন আলফা নেতা আমার ইচ্ছে শক্তির উপর জোর খাটাচ্ছিল।

পল, জারেড আর আমি এ্যাডওয়ার্ড আর রোসালির দায়িত্ব নেব। আমি মনে করি, জ্যাকব যে সব তথ্য আমাদের কাছে এনেছে, তাতে তারা বেলার উপর বেশ গার্ড দিয়ে রাখবে। কার্লিসল আর এলিস কাছাকাছি থাকবে। খুব সম্ভবত এসমেও। ব্রাডি, কলিন, সেথ আর লিহ্ তাদের উপর নজর রাখবে। যেই সেই পরিষ্কার লাইনে থাকুক না কেন বেলার ব্যাপারটা মনে রাখবে। প্রাণীটা তাকে নিয়ে নেবে। প্রাণীটাকে হত্যা করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

গোটা দল এই নার্ভাস চুক্তিতে গুনগুন করে উঠল। টেনশনে প্রত্যেকের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। তারা দ্রুত ঘুরতে লাগল। পায়ের থাবার শব্দ ঘষঘষে শব্দ হলো।

শুধুমাত্র সেথ আর আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সেথের নাক এরই মধ্যে মাটিতে ঠেকেছে। স্যামের আদেশে মাথা নত করে ফেলেছে। আমি অন্যায়ের কারণে যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। তার জন্য এটা এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতাই বলা যায়।

সেই একদিনের সহযোগীতার মতো, এ্যাডওয়ার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার কথা। সেথেরও অবস্থা ঠিক তাই। সেথ সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ারদের বন্ধু হয়েছে।

তার মধ্যে কোন প্রতিরোধ নেই। সে আদেশ পালন করবে তাই যতই সে আদেশ, তাকে আহত করুক না কেন। তার অন্য কোন পছন্দও নেই।

আর আমারই বা কি চয়েস আছে? যখন আলফা আদেশ করে, গোটা দল তা অনুসরণ করে।

স্যাম কখনও তার কর্তৃপক্ষকে বেশি দুরে ঠেলে দেয় না। আমি জানি সে সত্যিই আন্তরিকতার সাথে কখনও চায় না সেথ তার সামনে ভৃত্যের মতো হাঁটু গেড়ে বসুক। সে এটাকে ঘৃণা করে। সে জোরও করত না যদি সেথ এরকম না করতো। সে কখনও আমাদের সাথে মিথ্যে কথা বলে না। আমাদের মনের সাথে মনের সবারই সংযোগ রয়েছে। সে সত্যিই বিশ্বাস করে বেলাকে ধ্বংস করা আমাদের কর্তব্য। যে দৈত্যটাকে সে বহন করছে তাকে ধ্বংসের জন্যই। সে সত্যিই বিশ্বাস করে আমাদের অপচয় করার মতো সময় নেই। সে এতটাই বিশ্বাস করে যে সে এটার জন্য মরতেও পারে।

আমি দেখতে পেলাম সে নিজেই এ্যাডওয়ার্ডের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। আমাদের চিন্তাভাবনা পড়ে ফেলার এ্যাডওয়ার্ডের ক্ষমতা স্যামের মনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে আছে। স্যাম কাউকে এই বিপদের মধ্যে ফেলতে চায় না।

সে জেসপারকে দ্বিতীয় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখতে পেল। সে কারণে সে জেসপারকে আমার দায়িত্বে দিয়ে দিয়েছে। সে জানে যেকোন দলের জন্য আমারই সবচেয়ে জেতার ভালো সুযোগ আছে।

সে তরুণ নেকড়ে আর লিহকে সাধারণ ভ্যাম্পায়ারদের জন্য নির্বাচন করল। ছোট্ট এলিসের ভবিষ্যত দেখা ছাড়া আর কোন বিপজ্জনক ক্ষমতা নেই। আমাদের সময়

থেকেই আমরা জানি যে এসমে কোন যোদ্ধা নয়। কার্লিসল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারতেন কিন্তু তিনি এই জাতীয় হিংস্রতাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন।

সেথের চেয়ে আমি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লাম যখন আমি স্যামের পরিকল্পনা দেখতে পেলাম। সে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিকল্পনা করছে তাতে আমাদের সদস্যরাই সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকবে।

সবকিছুই ভেতর থেকে বাইরে চলে আসছে। এই সন্ধ্যেয়, আমি তাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু সেথ ঠিক বলেছিল— এটা সেরকম কোন লড়াই নয় যার জন্য আমি প্রস্তুত। আমি ঘৃণায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি খুব সর্তকতার সাথে সবকিছু ভেবে দেখিনি। কারণ আমি জানতাম আমি যেখানে কি দেখতে পাব। কার্লিসল তার দিকে তাকিয়ে ছিল আমার চোখের মধ্যের ঘৃণার উপস্থিতি ছাড়াই। আমি তার সাথে অস্বীকার করতে পারতাম না যে তাকে হত্যা করাটা অন্যরকম। তিনি খুবই ভালো। অনেক মানুষ যাদের আমরা রক্ষা করি তাদের চেয়েও।

হতে পারে, তাদের চেয়ে অনেক ভালো। অন্যরাও। আমি মনে করলাম। কিন্তু আমি তাদের সম্বন্ধে অত গভীরভাবে ভাবতে পারলাম না। আমি তাদেরকে খুব ভালোমতো জানিও না। কার্লিসলই লড়াইয়ের বিপরীতে লড়াই ঘৃণা করেন। এমনকি তার নিজের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রেও।

সে কারণে আমরা তাকে হত্যা করতে সমর্থ হবো। কারণ তিনি তার শত্রুরা মারা যাক সেটা চান না।

সেটা ভুল।

আর বেলাকে হত্যা করা মানে আমাকেই মেরে ফেলা। আত্মহত্যার মতোই।

সবাইকে একত্রিত করো, জ্যাকব। স্যাম আদেশ দিল। গোত্রও আগে আসে।

আমি আজ ভুল করেছিলাম, স্যাম।

তোমার কারণটা তাহলে ভুল। কিন্তু এখন আমাদের একটা কর্তব্য আছে যেটা পুরণ করতে হবে।

না।

স্যাম দাঁতমুখ খিচিয়ে উঠল। আমার সামনে এগিয়ে আসা বন্ধ করে দিল। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা গভীর গোঙানী তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

হ্যাঁ। আলফা ঘোষণা জারি করল। তার কতৃর্ত্বের স্বর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আজ রাতে আর কোন ছিদ্রপথ নেই। তুমি আর জ্যাকব আমাদের সাথে কুলিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাবে। তুমি, কুইল আর এমব্রির সাথে জেসপার আর এমেটের মোকাবেলা করবে।

তোমরা গোত্রকে রক্ষা করার জন্য বাধ্যবাধক। সেকারণেই তোমাদের অস্তিত্ব আছে। তোমাদের সেই কর্তব্য পালন করতে হবে।

সেই ঘোষণা শোনার পর আমার কাধ ঝুলে পরল। আমার পায়ে পা লেগে গেল। তার নিচে আমার শরীর।

দলের কোন সদস্যই আলফার কাজে কোন অস্বীকার করল না।

এগারো

স্যাম যখন অন্যান্য তথ্যের জন্য এদিক ওদিক ঘুরছিল ফিরছিল তখনও আমি মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছি।

এমব্রি আর কুইল আমার পাশে বসে আছে। আমার সেরে উঠার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা।

আমারও মনে হচ্ছিল আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে পারব। আমাদের ওদের সাথে আবারও যোগ দিতে পারব।

আমাকে দেখে এমব্রি মাথাটা একটু নিচু করল শুধু, কিন্তু কিছু বলল না। পাছে আবার স্যামের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। সে কথা বলা তো দূরের থাক। এটা শব্দও চিন্তা করতে চাইল না। কিন্তু ওর দুঃশ্চিন্তা ভরা চোখ বলে দিচ্ছিল, সে চায় আমি উঠে বসি, তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাই।

দলের সবার মধ্যে একটা ভয় কাজ করছিল। যার যার নিজেদের জন্য তো বটেই, পুরো দলের জন্যও। আমরা যে বেঁচে আছি সেটাই ওদের কাছে বিস্ময়। কোন কোন ভাইদের আমরা হারিয়েছি? কোন কোন মন আমাদের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল? কোন শোকার্ত পরিবারের সাথে আজ কবরখানায় মিলিত হতে হবে?

চিন্তা করতে করতে আমি এক সময় মাটিতে থেকে উঠে দাঁড়ালাম। জামা থেকে ময়লা ঝাড়ার চেষ্টা করলাম।

এমব্রি আর কুইল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কুইল ওর নাকটা আমার শরীরে ঘষল।

তাদের মন আমাদের চ্যালেঞ্জে ভর্তি, দৃঢ় লক্ষ বুকে।

মনে করতে পারলাম যে রাতে আমরা কুলিনদের প্র্যাকটিস করতে দেখেছিলাম, সাথে ছিল নবীন ভ্যাম্পায়ারটা। এমেট যথেষ্ট শক্তিশালী, কিন্তু বড় সমস্যা করবে জেসপার।

ও এমনভাবে হাতের কৌশল চালায় যেন শক্তি, ক্ষমতা আর মৃত্যু একসাথে চলে। ওর কয়েক শতাব্দির অভিজ্ঞতা আছে কে জানে। সবচেয়ে বড় কথা বাকি কুলিনরাও ওকে অনুপ্রেরণা করছে এবং সে সাথে গাইডও করছে।

কুইল কাল দেখে এসেছে, ওদের প্র্যাকটিস এমনই ছিল যে যেন মৃত্যুর পরোয়ানা জানাচ্ছে।

'জ্যাক?' কুইল বলল, 'তুমি কীভাবে আগাতে চাও?'

আমি কিছু বললাম না। মাথাটা নাড়লাম কেবল। আমি কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না।

কলিন আর ব্রাডির পেছনে সেথও ছিল, লিহও দেখি আছে ওর পাশে। ওর ভাই সেথ যখন এটা ওটা পরিকল্পনা করছিল তখন লিহ ওকে মোটে পাত্তাই দিল না। ও বয়সে এত কচি যে লিহ মনে হয় ওকে লড়াইতেই যেতে দেবে না। সে মনে প্রাণে চায় স্যাম সেথকে বাড়ি চলে যেতে বলবে।

'তুমি এলোমেলো চিন্তা ভাবনা বন্ধ করো...' এমব্রি ফিসফিসিয়ে বলল।

'আমাদের মূল ব্যাপারটায় মনোযোগ দাও। এটাই আসল ব্যাপার। তাদের পরাজিত করতেই হবে।'

'আমরাই জয়ী হব।' কুইলের গলা শোনা গেল। যেন এটা বড় একটা খেলা। এই খেলার উৎসাহ সৃষ্টি করছে সে।

স্যামও আমাদের এধরনের কিছু একটা করতে প্ররোচিত করছে। একজন দলনেতা হিসেবে সে এটা করতেই পারে।

আমাদের এমনিতেই একটা সু-সংগঠিত দলের দরকার আছে। সেখানে আমরা সবাই চিন্তা করব একসাথে, চলব ফিরব একসাথে। তাহলে আদেশ ঠিকঠাকভাবে পালন করা হবে।

কিন্তু আমি তো এ দলের দলপতি হতে পারি না, আর এখন, এ পরিবেশে তো নয়ই। সবার নিয়তিকে আমি একা আমার ঘাড়ে তুলে নিতে চাই না। আমি যা করতে পারব স্যাম তারচেয়ে আরও বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

আর আমি এটাও চাই না যে আমার কারণেই তাদের পরাজয় নেমে আসুক।

আমি অনুভব করলাম আমার মধ্যে দলের প্রতি আনুগত্যের বদলে স্বাধীনচেতার একটা মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। আমার কোন দল নেই। দলের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছুও মেনে নিচ্ছি না।

কয়েক সেকেন্ড পর খেয়াল করলাম এমন হলে, সত্যি আমার কেউ থাকবে না। দলের বাইরে কেউ আমার মতো আসতে চাইবে না। তাই আমি হব একা। বড় একা।

'আমার এখন কোন দল নেই।'

স্যাম পল আর জারেডের সাথে নানা পরিকল্পনা করছিল, আমার কথায় সে থমকে গেল।

'না।' আমি আবারও বললাম তাকে।

সে এক লাফে সামনে এগিয়ে আসল।

'জ্যাকব? তুমি কী বলেছ তা জানো?'

'আমি তোমাদের আর অনুসরণ করব না স্যাম। কোন ভুলের পথে তো নয়ই।'

সে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'তুমি কী... তুমি কী এটাই চাও যে তোমার আপন পরিবার তোমার শত্রু হোক?'

'যাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি তারাও আমাদের শত্রু নয়... কোন কালে ছিলও না। আমি কেন তাদের ধ্বংস করতে যাব। আমি তো এটার মানে খুঁজে পাচ্ছি না।

'তুমি তাদের কথা না বলে, বল বেলার কথা।' স্যাম একটু হাসল। 'কিন্তু সে তো কখনও তোমাকে চায়নি। তুমিই তো কেবল ওর কারণে নিজের জীবনটাকে বিপন্ন করতে চাইছ!'

স্যামের কথাগুলো শুনতে খারাপ শোনালেও সেগুলো সত্যি কথা। আমি বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ফোঁস করে ছেড়ে দিলাম।

'তোমার কথাগুলো হয়তো ঠিক স্যাম, কিন্তু তুমি তো বেলার কারণেই গোটা দলকেই বিপদে ফেলতে যাচ্ছ। তোমার ধারণাই নেই ওরা খুন করতে কেমন ওস্ত দ। দলের কত লোককে ওদের হাতে প্রাণ দিতে হবে।'

'মোটেও আমি সেটা করছি না। আমি আমার পরিবারকেই বাঁচাতে চাইছি!'

'আমি জানি তুমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ স্যাম। কিন্তু এটা ভেব না তোমার ওই সিদ্ধান্তে আমিও সঙ্গে আছি। কখনই না।'

'জ্যাকব, তুমি এভাবে দল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পার না।'

আমি কোন রকম সাড়া শব্দ করলাম না। কিন্তু সে হিসিয়ে উঠল যাতে করে আমি ওর কথার উত্তর দিই।

আমি ওর হিংস্র চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'এফারিয়াম ব্ল্যাকের সন্তান লেভি উলেহ্ এর সন্তানকে অনুসরণ করতে পারে না।'

'তাহলে এই তোমার শেষ কথা জ্যাকব ব্ল্যাক?' সে ঠাণ্ডা গলায় বলল। পল আর জারেড ওর পাশ থেকে আমার দিকে চেয়ে হিসিয়ে উঠল।

'যদি তুমি কেবল আমাকেই পরাজিত করতে পার তাহলে ওরা কেউ তোমাকে ছিড়ে খেতে আসবে না!'

আমি এক লাফে একটু পিছে সরে গেলাম। অবাক বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে।

'তোমাকে পরাজিত করব মানে? আমি তোমার সাথে লড়তে চাই না স্যাম।'

'তাহলে তোমার প্ল্যান কী, আমি তোমাকে কুলিনদের কাছে ফিরে যেতে দিয়ে দলের ক্ষতি ডেকে আনতে চাই না।'

'আমি তো তোমাকে তা করতে বলছি না। কুলিনদের নিয়েও আমার মাথা ব্যথা নেই।'

'কিন্তু তুমি ওদের এখানে নিয়ে আসবে, ওরা অনুসরণ করে চলে আসবে তোমার পিছুপিছু।'

'আমি কেন এমনটা করব?'

স্যাম ওর লেজ নেড়ে আমার মুখোমুখি হলো। আমি আর ও একেবারে সামনা সামনি। ওর বুড়ো আঙুলের সাথে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল লেগে আছে। ও ধারালো দাঁতের সাড়ি আমার মুখের চেয়ে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে।

'আমরা আলফার নিয়মের বাইরে যেতে পারব না। আর দল সব সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আমাকেই নির্বাচন করেছে। আমি আবারও বলছি, আজ রাতে আমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে? তোমার ভাইদের সাথে শত্রুতা করবে? নাকি তোমার পাগলামি থামাবে আর আমাদের সাথে নতুন করে যোগ দেবে।'

স্যামের কথাগুলো কেবল কথা ছিল না, ওর মধ্যে একধরনের আদেশও ছিল। কিন্তু আমি সেগুলো গায়ে মাখলাম না।

কিন্তু আরেকটা ভয়ও আমার মধ্যে কাজ করছিল। আমার দলে কেউ নেই। এমনকি একটা আলফা মেয়েও যে কিনা আমার বংশ ধরে রাখতে পারবে। আমি সত্যি অনেক ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

তবুও আমি নিজের প্রতিক্রিয়াকে সংযত রাখলাম। এখনই স্যামের সাথে লড়ার আমার কোন ইচ্ছে নেই।

'তুমি কী এখন আমাদের দল ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ জ্যাকব?'

'আমি কোন দলাদলির মধ্যে নেই স্যাম। আমি তোমার আর কুলিনদের মাঝখানে। আমি দেখতে চাই যা তোমরা করতে চাচ্ছ সেটার কারণে কত নিষ্পাপ প্রাণ নষ্ট হয়। আর শোন, দল কেবল থাকলেই হয় না, সেটাকে সঠিক পথে চালাতে জানতে হয়।'

আমি ওর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মাটিতে গভীর করে আচড় কাটলাম।

তারপর কষে দৌড় লাগালাম।

আমি এখন একা। আজ রাতের পর থেকে আমার দলের কারো সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না, এ কথাটা যতই আমার মনে পড়ছিল ততই আমি মুষড়ে পড়ছিলাম।

কিন্তু তবুও আমি থামলাম না। সময় খুব কম। এখনই কুলিনদের কাছে গিয়ে ওদের সতর্ক করে দিতে হবে।

যদি দেখি কুলিনরা পুরোপুরি প্রস্তুত তাহলে স্যামকে বলব আরেকবার ভেবে দেখতে। যেন সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দেরি হয়ে না যায়।

আমি যতই সামনে এগোতে লাগলাম ততই দলের হৈ চৈ মিলিয়ে আসতে লাগল।

আজকের দিনটা আর সব স্বাভাবিক দিনের মতোই শুরু হয়েছিল। সূর্য ওঠা থেকে শুরু করে, রাচেল আর বিলির সাথে নাশতা করা, টিভি দেখা, পলের সাথে খুনসুটি... মুহূর্তে এতকিছু ঘটে গেল, এত আমূল বদলে গেল এটা যেন আমার মন বিশ্বাসই করতে চাচ্ছে না। নিজের ভাইদের সাথে বিরোধিতা করে রক্তচোষাগুলো সাথে হাত মেলাচ্ছি।

দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার পেছনে কেউ আসছে।

ঘুরে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম।

'সেথ! কী করেছ তুমি বুঝতে পারছ? বাড়ি যাও!'

সে আমার কথার কোন উত্তর দিল না। কিন্তু ও যে এক ধরনের উত্তেজনার মধ্যে আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম। ওর চোখে অন্যরকম একটা আশার আলো।

আমি ওর অবস্থা বুঝতে পেরে নিজের গতি কমালাম। আমি এখন ফেলে আসা দলের কারও কথা শুনতে পাচ্ছি না। মনে হয় তারা লড়াই নিয়ে মেতে আছে বলে। কিন্তু সেথ যা ভাবছে সেগুলো স্পষ্ট ধরতে পারছি।

'আমি তোমার সাথে মজা করছি না সেথ! এটা তোমার থাকার জায়গা নয়। তুমি থাকবে বাড়িতে। চলে যাও এখান থেকে।'

গরগর টাইপের মৃদু গর্জন করল সেথ।

'আমি জানি তোমার পথই ঠিক জ্যাক। আমি তোমার সাথে থাকব।'

'পাগলের মতো কথা বলবে না। বাড়ি ফিরে যাও আর স্যাম যা করতে বলে তাই কর।'

'না।'

'যাও বলছি সেথ!'

'তুমি কী এটা আদেশ করছ জ্যাকব?'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। এতটাই জোরে গতিরোধ করলাম যে আমার থাবায় অনেকটাই কাদামাটিতে ডেবে গেল।

'আমি কাউকে আদেশ করতে পারি না। আমি শুধু তোমাকে এটাই বলতে চাচ্ছি যা তুমি একটু আগে নিজের চোখে দেখলে, শুনলে।'

'আমি ফিরে যাব না।' সেথ বলল। 'আমরা নিজেরাই এখন একটা দল। আর তুমি এফারিয়ামের উত্তরাধিকার সূত্রে এ দলের দলনেতা।'

'চুপ কর সেথ!'

'জ্বি স্যার।'

'এটা বলাও থামাও। দল কখনও দুটো হতে পারে না। এটাই মোদ্দা কথা। আর তুমি এখন বাড়ি ফিরে গেলে খুশি হব।'

'কেন তুমি বলছ যে দুটো দল হতে পারে না, ভেবে দেখ, তুমি এখন আর দলের কারো কথা শুনতে পাচ্ছ না। কেবল আমারটা ছাড়া। তুমি চলে আসার পর সবাই তোমার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে বলে। শোন, আমাদের এখন স্যামের আগেই পৌঁছাতে হবে...

আমরা জঙ্গল দিয়ে কুলিনদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। আর বেশি দূরত্ব নেই। আমরা মানুষেও রূপান্তরিত হলাম। এ্যাডওয়ার্ড কী এখনও আমাদের চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে?

এ্যাডওয়ার্ড? তুমি কী আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আছ এখানে?

মনে হচ্ছে বোকার মতো কাজ করছি।

'তাই তো করছ, ও কীভাবে আমাদের মনের কথা শুনতে পাবে?'

'আমরা এখন এক মাইলেও কম দূরত্বে আছি। এখন মনে হয় শুনতে পাবে। এ্যাডওয়ার্ড? শুনতে পাচ্ছ কী? তোমাদের একটা বিপদ আসছে।'

'আমাদের সবার বিপদ।' সেথ শুধরে দিল।

লনের বড় গাছটার কাছে আসতেই আমরা নিজেদের গতিরোধ করলাম। বাড়িটায় তখনও অন্ধকার ছিল কিন্তু পোর্চের কাছে এমেট আর জেসপারে তাদের মাঝখানে এ্যাডওয়ার্ড এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে কালোর মাঝে তাদের তুষার ধবল মনে হচ্ছিল।

'জ্যাকব? সেথ? কী হয়েছে?'

সত্যি কথা বলতে কী ওদের গন্ধ আমার নাক জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। সেথও গন্ধ নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল। এগোবে কি এগোবে না করতে করতে সে আমার পেছনে পড়ে গেল।

আমি কয়েক কদম হেঁটে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমি মনে মনে পুরো ব্যাপারটা আওড়াতে লাগলাম। যেহেতু এ্যাডওয়ার্ড মন পড়তে পারে সেহেতু সে সব বুঝে নেবে।

'তারা বেলাকে খুন করতে চায়?' তেতে উঠে মুখ দিয়ে কথাগুলো বলে ফেলল এ্যাডওয়ার্ড।

আমি কী বলেছি সেটা তারা শুনতে পায়নি। কেবল এ্যাডওয়ার্ডের কথার অংশটুকু শুনে ওরা ধারাল দাঁত বের করে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে চাইল।

'পালাও জ্যাকব' সেথ কিছুটা পেছনে সরে গিয়ে বলল।

'এমেট জেস, ওরা নয়! ওদের দলের বাকিজনেরা। এদিকেই আসছে ওরা।'

অনেক কষ্টে নিজেদের গতি থামাল ওরা।

'ওদের সমস্যাটা কী?' এমেট জানতে চাইল।

'আমাদের যে সমস্যা সেটা ওদেরও।' এ্যাডওয়ার্ড হিসিয়ে উঠে বলল। 'কিন্তু আমাদেরকে পরিকল্পনা করে ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কার্লিসলকে ডাক, সাথে বাকি সবাইকেও। কার্লিসল আর এসমেকে দুজনকেই একত্রে এখানে লাগবে।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওরা আলাদা হল কবে থেকে।

'তারা বেশি দূরে নেই।' এ্যাডওয়ার্ড মৃতের মতো গলায় বলল।

'আমি যাই দেখে আসি।' সেথ যেতে চাইল।

'তোমার কোন বিপদ হবে না তো?' এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল।

'মনে হয় না।'

'মনে হয় আমারও ওর সাথে যাওয়া উচিত।' আমি বললাম।

'মোটেও না। আমি তাদের কাছে একটা বাচ্চা মাত্র। ওরা আমাকে কিছু করবে না।'

'তুমি আমার কাছেও বাচ্চা।' বললাম আমি।

'আমি এখান থেকে যাচ্ছি। কুলিন পরিবারের সবাইকে সংগঠিত করতে হলে তোমার সাহায্য দরকার।' কথাটা বলেই সেথ মুহূর্তে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। যেহেতু আমি আদেশের ধার ধারি না, সেহেতু আদেশ দিয়ে সেথকে থামাকে পারলাম না। ওকেও যেতে দিতে হল।

আমি আর এ্যাডওয়ার্ড মুখোমুখি আলো আধারিতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এলিস এসে আমার দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর জেসপারের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পরল।

'এটা প্রথম নয় যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হলাম, এর আগেও অনেকবার হয়েছি।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল।

'আমি চাই না যে তুমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।'

'কার্লিসল আর এসমে পথেই আছেন। বড়জোর বিশ মিনিটের মতো লাগতে পারে।' এমেট বলল।

'আমরা এখন থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে পারি।' জেসপার বলল।

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়ল। 'চল আগে ভেতরে যাই।'

'আমি সেথের কাছে যাচ্ছি। তুমি আমার মস্তিষ্কে যোগাযোগ রেখ। আর যদি বেশি দূর চলে যাই, আমার কথা শুনতে না পাও তাহলে আমার গর্জনের দিকে খেয়াল রেখ।'

'অবশ্যই।'

ওরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। আমি নিজেকে নেকড়ের রূপান্তরিত করে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে লাগলাম।

সেথকে পেয়ে গেলাম।

'আমি তেমন কিছু খুঁজে পাইনি।' সেথ বলল।

'আমি অর্ধেক জায়গা লক্ষ রাখি, আর তুমি বাকি অর্ধেকটা। আমাদের ভেদ করে ওদের কুলিনদের কাছে যেতে দেব না।'

সেথ হঠাৎ দ্রুত গতিতে এক দিকে দৌড় লাগাল।

আমিও দৌড় দিলাম আমার পথে।

পনের মিনিট আমরা যার যার মতো দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমি সেথের চারপাশে বেশ কিছু শব্দ শুনতে পেলাম।

'হেই, কিছু একটা দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে!' সেথ সতর্ক করে দিল আমাকে।

'আমার পথেই আসছে!'

'তুমি নিজের অবস্থান ঠিক রাখ। আমার মনে হয় না এটা দলের আসার শব্দ। এটা আমার কাছে কেমন অন্য রকম লাগছে।' বললাম আমি।

'সেথ—'

সেথ বাতাসে নাক উচাল। কিছু গন্ধ শোকার চেষ্টা করল।

'ভ্যাম্পায়ার। বেট ধরে বলতে পারি এটা কার্লিসল।' আমি বললাম।

সেথ আবার কিছুটা পিছিয়ে গেল, 'মনে হচ্ছে অন্য কেউ।' বলল সে।

'আমাদের দলেরই। একটু দাঁড়াও। আমি তাদের আগে বুঝিয়ে আসি।'

'সেথ আমার মনে হয় না—'

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না। সে ততক্ষণে উধাও।

একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি পশ্চিম দিকের বর্ডারের দিকে গেলাম। আমার কারণে সেথের কিছু হোক সেটা কখনই মেনে নিতে পারব ন। লিহকেই বা কী জবাব দেব।

ঠিক দু মিনিট পর মাথার মধ্যে সেথের সাড়া পেলাম।

'ওর বাপরে, কার্লিসল আর এসমে দেখছি। ওরা আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছেন!' সেথ বলল, 'এতক্ষণে হয়তো বাড়ি পৌঁছে গেছেন, কারণ আমি তাকে ধন্যবাদও বলতে শুনেছি।'

'তিনি নিজেই একজন ভালো লোক।

'যে কারণে আমরা কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারছি, মনে হয় ভবিষ্যতও খুব একটা খারাপ যাবে না।'

'তাই আশা করছি।'

'তুমি এত ভেঙ্গে পড়ছ কেন জ্যাক? আমি বেট ধরে বলতে পারি স্যাম আজ রাতে ওর দল নিয়ে আক্রমণ করতে আসবে না। সে এধরনের একটা সুইসাইড মিশন বেশ ভেবে চিন্তেই করবে।'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

আমি পেট্রোলের দিকে যেতে শুরু করলাম।

'বেলা কী মরে যাবে?' সেথ জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। যাবে।' বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তাও বলতে হলো কথাটা।

'বেচারা এ্যাডওয়ার্ড। ও তো তাহলে পাগল হয়ে যাবে।'

'সেটাই।'

আজ সারারাত আমি আর সেথ কুলিনদের বাড়ির চারপাশে পাহারায় থাকব।

বারো

তখন আমার ঘুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

মেঘের আড়ালে সূর্য একঘণ্টা আগেই উঠে বসে আছে। জঙ্গলের কালো অন্ধকার আলো হতে শুরু করেছে।

আমি সারারাত টহল দিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বলতে পারব না, তবে এটুকু জানি আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্যিস সেথ ঘুমায় নি, সেই তো বাকি সময়টা পাহারা দিয়েছে।

এক দুই তিন চার...এক দুই তিন চার...ডাম ডাম ডাম ডাম—

থাবা মাটিতে ঠুকে ঠুকে আমি কুলিনদের আমাদের আশেপাশের উপস্থিতি

জানালাম। ঢ্যাপসা মাটিতে তরঙ্গ উঠে তা ওদের জানান দেবে।

সেথ বেশ জোরে ওর হাক ছাড়ল।

'শুভ সকাল ছেলেরা।'

এতটাই শক হয়েছে ও যে লাফিয়ে উঠল। আমি আর সেথ দুজনেই নতুন আগতের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'ওহ্! লিহ্, চলে যাও এখান থেকে' সেথ গুঙিয়ে উঠে বলল।

সে রেগে গিয়ে আবার হাক ছাড়ার জন্য মুখ খুলছিল, আমি ধমক দিলাম।

'চেচামেচি বন্ধ করবে সেথ? কুলিনরা আবার বলবে স্যামের দল এসেছে বলে সতর্ক করার জন্য আমরা হাক ছাড়ছি!'

'ঠিক বলেছ। আহ! আহ! আহ! সে বড় করে শ্বাস ফেলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। মাটিতে থবার নখে আঁচড় কাটল।

আমি এবার সেথের বোন লিহকে চোখে দেখতে পেলাম। ওর ছোটখাট ধূসর রোমশ শরীর বাতাসে ঢেউ খেলল।

'পাগলামী থামাও সেথ। তুমি এখনো বাচ্চাই রয়ে গেলে।'

'আমি জানতে চাচ্ছি তোমার এখানে আসার কারণটা কী?'

লিহ বেশ বড় করে একটা শ্বাস ফেলল। তারপর ওর খিল খিল করে হাসার শব্দ শুনতে পেলাম যেন।

'আমার আসার ব্যাপারটা তোমার কাছে অবাক লাগছে তাই না?' লিহ্ বলল, 'তোমরা এখানে কী দল পাকিয়েছ? ভ্যাম্পায়াদের দারোয়ানি করার দল।' বলে আবারও সে খিল খিল করে হেসে উঠল।

'না। তুমি ভুল বলছ।' আমি এক লাফে সামনে এগিয়ে গেলাম।

'ও আমার ভয়হীন দলনেতা, দৌড়াতে চান জনাব, আমার সাথে?' লিহ্ বলল, 'তাহলে চলুন।' লিহ্ এখন নেকড়ের অবস্থায় আছে। মানুষের রূপে থাকলে বোঝা যেত সে ভীষণ নাটকীয় অনুকরণ করে কথাগুলো বলত।

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে ফুসফুস ভর্তি করলাম।

'সেথ, তোমার স্টুপিড বোন আমাদের যা মনে করছে সেটা গিয়ে কুলিনদের বলে আসো। আমি তোমার বোনকে দেখছি।'

'এখনই যাচ্ছি।' সেথ কেটে পড়তে পেরে যেন খুশিই হলো। লাফাতে লাফাতে চলল কুলিনদের বাড়ির দিকে।

লিহ্ গুঙিয়ে উঠল। আলো ঢেউ খেলে গেল ওর পশমের পরতে পরতে।

'তুমি এতটুকুন একটা বাচ্চাকে একা পাঠিয়েছ ওই রক্তচোষাগুলোর কাছে!'

'তুমি এই এক মিনিটে ওকে যতটুকু যন্ত্রণা দিয়েছ তারও চেয়ে বেশি ভালো থাকবে ও ওখানে।'

'চুপ কর তো জ্যাকব! ওপস। স্যরি। মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, চুপ করুন আমাদের মহান আলফা নেতা।'

'তুমি এখানে কী ঘোট পাকাতে এসেছ?'

'দেখতে এসেছি আমার ভাইটা এতক্ষণে ওই ভ্যাম্পায়ারগুলোর, চর্বচোষ্য লেহ্য পেয় হয়েছে কি না।'

'কোন দরকার নেই। আমি বা সেথ কেউই চাই না তুমি এখানে থেকে আমাদের বিরক্ত কর।'

'আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তোমাকে এখানে বিরক্ত করতে আসার।'

'তোমাকে কী এখানে স্যাম পাঠিয়েছে?' আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম।

'আমি যদি সত্যি স্যামের আদেশে এখানে আসতাম তাহলে তুমি আমার সাথে এতক্ষণ বাজে বকার সুযোগ পেতে না। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমি কী বোঝাতে চেয়েছি। আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমি ও সবের মধ্যে নেই।'

আমি ওর মনের কথা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করলাম। অনেক শব্দ ছোটাছুটি করছে। অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির এখন ও।

আমি কিছূ একটা বলতে যাচ্ছিলাম তখনই সেথ আর এ্যাডওয়ার্ড মানসিকভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করল। এ্যাডওয়ার্ডকে গতকাল যেমন জানালার ফ্রেমে দেখেছি এখনও তেমন। একেবারে মৃতের মতো লাগছে ওকে।

'ওয়াও! ওকে কী বাজে দেখাচ্ছে।' সেথ বিড়বিড় করে বলল। লিহ্ এর এমন কথা শুনে এ্যাডওয়ার্ড যেন কেমন চমকে উঠল। তারপর সে জালার ফ্রেমের ভেতর উধাও হয়ে গেল। সেথকে উকি দিতে দেখা গেল। ওকে দেখতে পেয়ে লিহ্ এর মনটা অনেক শান্ত হলো।

'হচ্ছেটা কী?' লিহ্ জানতে চাইল। 'আমার সাথে তাল মিলিয়ে দাঁড়াও।'

'এসব ফালতু কারবার করতে ইচ্ছে করছে না। তুমি এখানে থাকছ না, ব্যস।'

'সত্যি কথা বলতে কী মি. আলফা, আমাকে যে থাকতেই হবে। কারণ এখানে আমার বিশেষ একজন আছে বলে। আর আমি নিজের ইচ্ছেতেই দলের নিয়ম ভাঙছি। তুমি নিজের সম্পর্কে যা জানো তাতে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবে আমি তোমাকেই নির্বাচন করেছি।'

'লিহ্ তুমি আমাকে পছন্দ কর না। আর আমিও তোমাকে পছন্দ করি না।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। কিন্তু সেটা আমাকে সেথের সাথে থাকার জন্য বাধা দেবে না।'

'তুমি ভ্যাম্পায়ার পছন্দ কর না। তুমি মনে কর না, এখানে থাকতে গেলে ওটুকু তোমাকে বিরক্তি জাগাবে?'

'তুমিও তো ভ্যাম্পায়ার পছন্দ কর না।'

'কিন্তু আমার সহ্য হয়ে গেছে, যেটা তোমার হয়নি।'

'আমি তাদের কাছ থেকে দূরত্ব রেখে চলব। আমি সেথের মতো রাত্রিবেলা চৌকিদারী করব।'

'আর আমি যে এ ব্যাপারে তোমাকে বিশ্বাস করব সেটা ভাবলে কী করে?'

সে ওর কাঁধ ঝাকাল। পিঠ টান টান করল। সামনের থাবার ওপর ভর রেখে আমার সোজাসুজি দাঁড়াল। বলল, 'আমি আমার এ দলের সাথে বিদ্রোহ করতে পারব না।'

আমার ইচ্ছে করছিল মাথা পেছনে দিয়ে জোরে একটা হাক দিই। কেন? কেন? কেন? আমার কোন দল নেই। দলে আমি বিশ্বাস করি না। কেন তুমি আমাকে একা থাকতে দিচ্ছ না?

সেথকে দেখলাম আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমি অনেক উপকারী হব তোমার জন্য তাই না জ্যাক?' বলল সেথ।

'বেশি পাকামো করো না। তুমি এখনও বাচ্চা। তুমি আর লিহ্, তোমাদের দু জনেরই উচিত এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া।'

'তুমি এমন একটা কথা বলতে পারলে?' সেথ অভিমানের সুরে বলল, 'আহ লিহ্, তুমি এসে সব পণ্ড করে দিলে।'

'হ্যাঁ। আমি সেটা জানি।' সেথের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা।

সেথ নিজেও কেমন যেন অপরাধ বোধ ভুগছিল, 'আমার মনে হয় তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না, তাই না? লিহ্ আসলে ততটা খারাপ না। সত্যি বলছি। ও আর আমি মিলে সুন্দর করে পাহারা দিতে পারব। আর আমরা তোমার সাথে থাকার মানে হচ্ছে স্যামের শক্তি নয় থেকে কমিয়ে সাত করে দেওয়া। আমার মনে হয় যা হচ্ছে আমাদের ভালোর জন্যই...

'তুমি ভালো করেই জানো যে একটা দলের দলপতি হওয়ার মতো ক্ষমতা বা ইচ্ছে যেটাই বল কোনটাই আমার নেই।' আমি ওদের বললাম।

'তুমি যত যাই বল। আমি তোমার কারণে এখানে থাকছি না। ভ্যাম্পায়ারগুলোর জন্য এখানে থাকছি। আমি ওদের রক্ষা করতে যাচ্ছি। এবার তোমার যা খুশি করগে।'

'হতে পারে তুমি থাকছ। কিন্তু তোমার বোনকে তো থাকতে বলছি না। সে চাচ্ছে তুমি যেখানে থাকবে, সেও থাকবে তোমার সাথে।'

'তাহলে সে এখানেই থাকবে।' সেথ দৃঢ় গলায় বলল।

লিহ্ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমার সম্পর্কে তোমাকে নতুন করে কিছু বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আমি যা করব বলেছি তাই করব। আমি তোমার দলের হয়েই থাকব। আর এটাই আমার শেষ কথা।'

আমার এতটাই মেজাজ খারাপ লাগল যে সত্যি সত্যি আমি ওর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে অনেক জোরে হাক ছাড়লাম।

হে খোদা, আমি কী ওর কাছ থেকে কখনই মুক্তি পাব না? সে আমাকে যতখানি অপছন্দ করে, কুলিনদের ততখানিই ঘৃণা করে, আবার সে খুশিই হবে যদি সব কটা ভ্যাম্পায়ারকে সে একা খুন করতে পারে— এমন টাইপেরই মেয়ে ও। যে জন্য স্যামের দল ছেড়ে বেরিয়ে আসার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

সে স্যামকে ভালোবাসে। স্যামের প্রতিই ও ওর আনুগত্য প্রকাশ করবে, তা না করে সে এখানে কুলিনদের পোষা কুকুর হতে এসেছে কেন? এ কেমন দোটানা পরিস্থিতিতে পরলাম।

'শোন, লিহ্...

'তুমি বরং শোন জ্যাকব, আমার সাথে তর্ক করা থামাও, এটাই তোমার জন্য এখন ভালো হবে। আমি তোমার পথ থেকে দূরে দূরে থাকব, ঠিক আছে? তুমি যা চাইবে আমি তাই করব। শুধু এটুকু বলো না যে দলে ফিরে যাও আর স্যামের এক্স গার্ল ফ্রেণ্ড হও।'

আমি রাগের চোটে এক মিনিট কথা বলতে পারলাম না।

'সেথ আমি যদি তোমার বোনকে এখন খুন করি তাহলে তুমি আমার উপর ক্ষেপে যাবে না তো?' রাগের চোটে বললাম কথাগুলো।

ও এক একটুখানি কী চিন্তা করল যেন, বলল, 'হ্যাঁ... তা একটু হতেও পারি।'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'ঠিক আছে মিস, আমি য্যা যা বলব তোমাকে তাই করতে হবে। এবার তাহলে এটুকু বলে আমাদের উপকৃত কর যে কালরাতে আমরা চলে আসার পর তোমাদের ওখানে কী হয়েছিল, যা জানো সব বল।'

'স্যাম ছিল...' ওর মুখে কথা আটকে গেল। সেথ আর আমি দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম।

'স্যাম আজ সকালে প্রবীণ যারা আছে তাদের সাথে কথা বলার প্ল্যান করেছে।

আমি আর সেথ দুজনেই কুলিনদের সতর্ক করার জন্য হাক ছাড়লাম। এটা এখন তাদেরই ব্যাপার। তারা এবার সামলাবে তাদের মতো।

'তুমি কী আজ সকালেই এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

'আমি কাল শেষ রাতে যখন আমরা পাহারায় ব্যস্ত ছিলাম তখন বাসায় যাওয়ার একটা প্ল্যান করছিলাম যাতে করে মাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারি— যাহ্ শালা! তুমি এখন মাকে বলে দিয়েছ!' সেথ গুঙিয়ে উঠে বলল।

সেথ হুফ করে একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'বলো যাও লিহ্।'

'আমি সারারাত ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। নিজেকেই নিজে নানা রকম যুক্তি তর্ক দেখিয়েছি। বোঝার চেষ্টা করেছি যা ঘটছে ভালোর জন্য ঘটছে তো? তার উপর দুই দলের একটা চিন্তা আমার মাথার ভেতর কাজ করছিল। সবচেয়ে বড় কথা আমি সেথের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তারপর তো এখন তোমারাই জনো শেষপর্যন্ত আমি কী সিদ্ধান্ত নিলাম...চলে আসার সময় আমি মায়ের জন্য একটা চিরকুট রেখে এসেছি। আমি ধারণা করছি স্যাম আমাদের খুঁজতে বের হবে.....

লিহ্ পশ্চিম থেকে ভেসে আসা বাতাসে কান খাড়া করল।

'এই সব যা জানতে চেয়েছ। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই, এবার বল আমাদের কী করতে হবে?' লিহ্ জানতে চাইল।

সে আর সেথ দুজনেই আমার দিকে চেয়ে রইল।

'একটাই জিনিস এখন আমাদের করার আছে সেটা হচ্ছে, আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে। লিহ্, তুমি এখন সামান্য ঘুমিয়ে নিলে ভালো করবে।'

'মনে হয় দরকার হবে না, কালরাতে যথেষ্ট ঘুমিয়েছি।'

'আমি বর্ডারের দিকে যাব জ্যাক। আমি এখনও ক্লান্ত হইনি।' আমি যে ওকে ঠেলে বাড়িতে পাঠাচ্ছি না এতে সেথ ভীষণ খুশি। ও এখন উত্তেজনায় টগবগ করছে।

'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি গিয়ে কুলিনদের একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসি।'

সেথ ওর পথে দৌড় দিল, সেদিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল লিহ্।

'এই সেথ, দেখতে চাও আমি কয়েক লাফে কীভাবে তোমাকে ধরে ফেলি?' মনে হয় ওরসাথে থাকার জন্যই লিহ্ কথাগুলো বলল।

কিন্তু ওপাশ থেকে উত্তর আসলো— 'না!'

লিহ্ মৃদু গর্জন তুলে ঠিকই ওর পিছে রওনা দিল।

আমি কুলিনদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই নিজের নেকড়ে রূপ পরিবর্তন করে মানুষের রূপ নিলাম। এখানে এই বেশে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে আমার নেই।

আমি পা বাড়ানোর আগেই দরজা খুলে গেল।

এ্যাডওয়ার্ডের বদলে কার্লিসলকে অপেক্ষা করতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল অনেক বিধ্বস্ত, যেন কোন কিছুর কাছে পরাজিত।

আমি আরেকটু হলে থমকে দাঁড়াচ্ছিলাম, কোন কথা বলতে পারলাম না মুখে।

'তুমি কী ঠিক আছ জ্যাকব?' কার্লিসল জানতে চাইলেন।

'বেলা কী?' আমার শ্বাস আটকে এল।

'ওর অবস্থা...কালরাতের চেয়ে তেমন ভালো নয়। আমি কী তোমাকে ভয় পাইয়ি দিচ্ছি? আমি এজন্য দুঃখিত। এ্যাডওয়ার্ড বলছিল তুমি তোমার মানুষের বেশে এদিকেই আসছ তাই তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এলাম। এ্যাডওয়ার্ড আসতে পারল না। ও বেলার কাছেই বসে আছে। আর বেলা এখন জেগে।'

আমি বুঝতে পারলাম,বেলা যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ একটু সময়ও সে বেলার কাছ ছাড়া হবে না।

কালরাতে অনেক চৌকিদারি করেছি। ভোররাতের দিকে একটু ঘুমিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত ছিল না। এখন কেমন যেন ঝিমুনি লাগছে। আমি এগিয়ে গিয়ে পোর্চের কাছে বসে পড়লাম।

তিনিও আমার সাথে একটু দূরত্ব রেখে বসে পড়লেন।

'আমি গতকাল রাতে তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগ পাইনি জ্যাকব, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমার এই দয়াটা আমি কত আনন্দ নিয়ে গ্রহণ করছি। আমি এটাও জানি তুমি বেলাকেই রক্ষা করতে চাও, কিন্তু তুমি একই সাথে আমার পরিবারের সবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছ, এজন্য আমি তোমার কাছে অনেক ঋণী। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলেছে এ জন্য তোমাকে কী করতে—'

'থাক , বলা লাগবে না,' আমি আস্তে করে বাধা দিলাম।

'যেমন তুমি বলবে।'

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। বাড়ির ভেতর থেকে অনেকের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম।

এমেট, এলি, আর জেসপার নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলোচনা করছে। আরেকটা ঘরে এসমে হাই তুললেন। রোজালি আর এ্যাডওয়ার্ড চুপচাপ, ওদের শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম শুধু। কিন্তু কোনটা কার তা ধরতে পারলাম না। তবে আমি বেলার হৃৎস্পন্দনের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম।

আমার ভেতরটা খুব অস্থির অস্থির লেগে উঠল। আমি বসে বসে বেলাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখছি। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, চুপ করে থাকার চেয়ে কথা বলাটাই শ্রেয়।

'বেলা কী আপনার পরিবারেরই একজন?' আমি জানতে চাইলাম কার্লিসলের কাছে।

'হ্যাঁ। বেলা এখন আমার মেয়ে। আমার ভালোবাসার একটা মেয়ে।'

'কিন্তু আপনি আপনার সে মেয়েকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছেন।'

তিনি এবার আর কথা বলতে পারলেন না। মুখ কালো করে অসহায়ের মতো বসে রইলেন। আমি জানি উনার এখন কেমন লাগছে।

'আমি জানি তুমি কেন এ কথাটা বললে।' তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, 'সে আমার মেয়ে বলেই ওর ইচ্ছেকে আমি এড়াতে পারছি না। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন জোরও

করতে পারছি না।

আমি চেয়েছিলাম এ নিয়ে উনার সাথে রাগারাগি করব, কিন্তু উনার যুক্তি সেটাকে আরও কঠিন করে ফেলল। যেন উনি আমার কথা আমার দিকেই ছুড়ে দিলেন।

'আচ্ছা এমনকি কোন সুযোগ আছে যাতে করে ওর কোন বিপদ না হয়... ও আমাকে এসমের কথা বলছিল একবার।'

'এসমের ক্ষেত্রে যা করেছিলাম সেটা ওর ক্ষেত্রে করলে ও বাঁচবে কিনা সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা হয়তো এখন ভাবছি ওর রক্তে ভ্যাম্পায়ারের বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে অমর করে বাঁচাতে পারব, কিন্তু বেলার হৃৎস্পন্দন যদি সেটা সহ্য করতে না পারে... তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না।

বেলার হৃৎস্পন্দন আমি এখানে বসে আগে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কার্লিসলের এমন কথা শুনে আমার কাছে খুবই খারাপ লাগছিল।

'বাচ্চাটা বেলার কী কষতি করবে?' আমি জানতে চাইলাম। 'গতকাল রাতে তো ওকে অনেক বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। জানালা দিয়ে টিউব দেখেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি।'

'বেলা এখন গর্ভে একটা ভ্যাম্পায়ার লালন করছে। কিন্তু সে তো মানুষ। দুটো বিপরীত ধর্মী প্রকৃতির কারণে বেলাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। প্রথমত ও পর্যাপ্ত পুষ্টি পাচ্ছে না। আমরা ওকে টিউব দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেটা ওর শরীরে শোষণ হচ্ছে না। ওর শরীর খুব দ্রুত বাড়ছে। বাচ্চাটা আর কি। আমি ওই বৃদ্ধি কোনভাবে থামাতে বা কমাতে পারছি না। জানি না বাচ্চাটা কী চায়?' তিনি ভাঙা গলায় বললেন।

আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে সংযত রাখলাম। ভীষণ রাগ হচ্ছিল তখন বেলার উপর। বাচ্চাটা না হলেই কী নয়?

আমি খেয়াল করলাম আমার ত্বক অনেক উষ্ণ হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম যেন রাগটা অনেক কমিয়ে আনতে পারি।

'আমার কাছে অবশ্য একটা আইডিয়া আছে।' কার্লিসল বললেন।

'বাচ্চাটা এখন সুরক্ষিত। আমি আল্ট্রাসনিক ইমেজে দেখেছি

'বুঝতে পেরেছি। আমাদের তেইশ জোড়া আছে ঠিক?'

'মানুষের থাকে।'

আমি চোখ পিটপিট করলাম। 'মানে, আপনাদের কত?'

'পঁচিশ।'

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, 'এর মানেটা কী?

'এর মানে হচ্ছে আমাদের এই প্রজাতি আর সবার চেয়ে অন্যরকম আর শক্তিশালী। মানুষের সাথে তুলনা করলে দাঁড়ায়, গর্তের ইদুর আর সিংহের।' তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

আমিও। এ কারণেই আমি এ্যাডওয়ার্ডকে ঘৃণা করি। অবশ্য কার্লিসলের কথা আলাদা।

হঠাৎ কার্লিসল ভয়ঙ্কর একটা কথা বলে ফেললেন।

'তোমার ক্রোমজম কিন্তু চব্বিশ জোড়া।'

আমি আঁতকে উঠে উনার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, মুখে একটা শব্দও করতে পারলাম না।

কার্লিসলকে কিছুটা বিব্রত দেখাল। 'আমি আসলে...গত জুনে তুমি যখন আহত হয়েছিলে তখন তোমার চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি...আমি দুঃখিত, তোমাকে আমার জিজ্ঞেস করে নিতে হত।'

'না...ঠিক আছে, আপনি তো আমার কোন ক্ষতি করেননি।'

'তা করিনি...কিন্তু তোমাদের প্রজাতির ভেতরের গঠন কাঠামোটা বুঝতে পেরেছি। আমাদের ভ্যাম্পায়ারদের মতো প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলো তো আছেই, সেই সাথে জাদুর ব্যাপার স্যাপারও আছে দেখলাম।'

'ছু মন্তর ছুঃ' আমি বিড়বিড় করে বললাম। বেলা তাহলে পেটের মধ্যে একটা জাদুর পুটলি নিয়ে ঘুরছে।

কার্লিসল আমার কাণ্ড দেখে মজা পেয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

তারপর হঠাৎ আমি ঘরের ভেতর থেকে এ্যাডওয়ার্ডের গলা ভেসে আসতে শুনলাম।

'আমি এখনই আসছি বেলা। তুমি একটু থাক। আমি কার্লিসলের সাথে এক মিনিট একটু কথা বলে আসি। আর রোজালি, তুমি কী একটু আমার সাথে আসবে?' এ্যাডওয়ার্ডের গলাটা কেমন যেন অন্যরকম শোনাল।

একটা উত্তর শোনা গেল। অস্পষ্ট। সে সম্মতি জানিয়ে নাকি অসম্মতি জানিয়ে ঠিক বোঝা গেল না।

'কী হয়েছে এ্যাডওয়ার্ড?' বেলা উদ্বিগ্ন গলায় বলল।

'কিছু না সোনা, অত চিন্তা করো না। এই যাবো আর আসবো।'

'এসমে? আপনি বরং বেলার কাছে ততক্ষণ একটু থাকুন।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই। আসছি আমি।' পাশের ঘর থেকে উত্তর এল।

কার্লিসল একটু সরলেন। প্রত্যাশার কাউকে দেখার জন্য দরজার দিকে তাকালেন। সত্যি এ্যাডওয়ার্ড এল আর ওর পেছনে রোজালি।

'কার্লিসল।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'কী হয়েছে এ্যাডওয়ার্ড?'

'আমরা মনে হয় একটা কাজ ভুল করে ফেলছি। আমি এতক্ষণ আপনার আর জ্যাকবের কথোপকথন শুনছিলাম। জ্যাকবের মাথার আইডিয়াটা আমি প্রথমে ধরতে পারিনি। আমরা কেবল ওর কথাই ভাবছি, ওর বাচ্চাটার কথা ভাবছি না। আসলে জ্যাকবের আইডিয়াটা ইন্টারেস্টিং।'

আমি? আমি আবার কখন কী আইডিয়া করলাম। তাছাড়া তো আমি একা ছিলাম না যে বসে বসে চিন্তা করতে পারব। আমি শুধু ভাবছিলাম যে পেটের ভেতরে জাদুর পুটলিটার কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড কী এখন এই আইডিয়ার কথাই বলছে?

'আসলে আমরা বাচ্চাটার প্রতি কোন মনোযোগ দিচ্ছি না। এ্যাডওয়ার্ড বলে চলল। 'বেলার শরীর সেটাই শোষণ করতে পারছে যা সাধারণত আমরা পারি। তার আগে

আমরা বাচ্চাটার চাহিদার কথা ভাবছি না কেন? আমরা যদি বাচ্চাটার চাহিদা মেটাতে পারি তাহলে তো বেলাকেই শারীরিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।'

'আমি এ পথে যেতে চাচ্ছি না এ্যাডওয়ার্ড' কার্লিসল বলল।

'একটু ভেবে দেখুন কার্লিসল। বাচ্চাটা যদি মানুষ না হয়ে বেশিরভাগ ভ্যাম্পায়ার হয় তাহলে ওর জন্য যে কী বিপদ অপেক্ষা করছে, সবার আগে জ্যাকবই বুঝতে পেরেছে।'

বলে কী, আমি, পেরেছি? কী যে কথা বলেছিলাম সে সময় তা আবার মনে করার চেষ্টা করতেই সব বুঝে গেলাম। প্রায় একই সময় কার্লিসলও বুঝতে পারলেন।

'ওহ্!' তিনি বিস্ময় মাখা গলায় বললেন। 'তুমি কী মনে কর... ও তৃষ্ণার্ত?'

'অবশ্যই।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তেজিত কণ্ঠে বলল। 'আর আমাদের এখানে ও গ্রুপের রক্তের অভাব নেই।'

'হুমম।' কার্লিসল মাথা নাড়লেন।

'এক মিনিট এক মিনিট।' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তোমরা কী বেলাকে রক্ত পান করানোর কথা ভাবছ?'

'এটা তোমারই আইডিয়া কুকুর কোথাকার।' রোজালি আমার দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

আমি ওকে পাত্তাই দিলাম না।

'এটা কিন্তু... এটা...' আমার মুখে কথা জোগাল না।

'দানবীয়।' এ্যাডওয়ার্ড আমার কথাটা ধরে দিল। 'অবিশ্বাস্য। একটা ব্যাপার।'

'অবাক কাণ্ড।'

'কিন্তু কীভাবে খেলে ওর উপকার হবে?' সে ফিসফিসিয়ে বলল।

আমি রাগে মাথা ঝাকালাম।

'তোমরা কী ওকে টিউব দিয়ে খাওয়ানোর চিন্তা করছ নাকি?'

'সেটাই মনে হয় করতে হবে।' রোজালি বলল।

সোনালী চুলের গাধীটার উপর আমার খুব রাগ হলো। ওর বাচ্চাটা নিয়েই যত মাথা ব্যথা। বাচ্চার মায়ের যে কষ্ট হবে সেটা ওর মাথাতেই আসে না।

'আমাদের এখানে বসে বসে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। কার্লিসল আপনি কী মনে করেন? আমাদের কী এখনই চেষ্টা করে দেখা উচিত না?'

কার্লিসল গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলেন।

এরপর যে ব্যাপারগুলো ঘটতে লাগলো সব যেন হরর মুভির মতো। ভয়ঙ্কর। রহস্যমাখা।

আমার ভেতরে কেমন যেন কাঁপুনীর মতো টের পেলাম।

বেলাকে শোয়ানো হলো অপারেশনের টেবিলের মতো বড় একটা টেবিলে। ওর পাহাড়ের মতো উঁচু পেটটা বেশ চোখে পড়ছিল। ওপর থেকে পড়া লাইটের আলোতে ওকে মোমের মতো লাগছিল। ওর বুকের কাছটা নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য যদি উঠানামা না করত তাহলে ওকে মৃত বলে বেশ চালিয়ে দেয়া যেত।

'কী হচ্ছে বলবে আমাকে?' ভয় পাওয়া গলা নিয়ে বেলা জানতে চাইল। ওর একটা হাত আপনা আপনিই পেটের উপর উঠে গেল। যেন সে বাচ্চাটাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে।

'জ্যাকবের মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে যেটা তোমাকে সাহায্য করবে।' কার্লিসল বললেন।

'হয়তো এটা ভালো কোন পদ্ধতি না... কিন্তু...

'ভালো না?' সে এবার রোসালির হাতে ধরা টিউবটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড এগিয়ে গিয়ে বেলার হাত ধরল।

'বেলা, আমার ভালোবাসা, আমরা তোমাকে... তোমাকে দানবীয় একটা ব্যাপারে অনুরোধ করব।' সে বলল।

'অদ্ভুত।'

কার্লিসল এবার বললেন, 'মনে হচ্ছে, আমাদের যেমন ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে ঠিক তেমনই ভ্রুণটারও আছে। আমরা ধারণা করছি ও তৃষ্ণার্ত।'

'ও, ও।' বেলা ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

'তোমার অবস্থা আর বাচ্চাটার অবস্থা খুব নাজুক এখন। সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। আগে যে আইডিয়া বের করা হয়েছে সেটা প্রয়োগ করে দেখি—'

'মানে আমাকে রক্তপান করতে হবে।' সামান্য কেঁপে উঠে কথাগুলো বলল সে। 'ভষ্যিতে যা করব সেটা এখন থেকেই প্র্যাকটিস করতে বলছ?'

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। কী বলব বুঝে উঠতে পারলাম না।

'তাহলে যাও। আমার জন্য একটা গ্রিজলী ভালুক ধরে আন।' বেলা আস্তে করে বলল কথাগুলো।

এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসল মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন।

'কী হল?' বেলা জানতে চাইল।

'ভ্রুণটা যদি রক্ত খেতে চায় সেটা পশুর রক্ত নয় বেলা, মানুষের।'

'আর সেটা তোমার মধ্যেই সে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু সে তোমারটা পান করতে পারবে না। চিন্তা করো না।' রোজালি ওকে উৎসাহ দিল।

বেলার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'তাহলে কে?' ওর চোখ ঘুরে আমার দিকে স্থির হলো।

'আমি কিন্তু রক্ত দান করা মধ্যে নেই, বেলস।' আমি গোবেচারার মতো মুখ করে বললাম। 'তার উপর যদি আমার রক্ত ওর পছন্দ হয়ে যায়—'

'আমাদের কাছে রক্তের জোগাড় আছে।' আমি কথা শেষ করার আগেই রোজালি বলল। 'যদি লাগে সে জন্য এনে রেখেছিলাম। বেলা, তোমাকে এ নিয়ে একটুও চিন্তা করতে হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বেলা ওর হাত বুলাল পেটের উপর।

'আমার না খেয়ে থাকা মানে ওরও না খেয়ে থাকা।'

আমি একটু মজা করার চেষ্টা করলাম, 'তাহলে এক কাজ কর। আমাকে ভ্যাম্পায়ার করতে পার কি না দেখ তো?'

তেরো

কার্লিসল আর রোজালি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছিল ওরা তর্ক করছে। রক্তটা কি ঠাণ্ডাই দেবেন, নাকি আরেকটু গরম করে দেয়ার দরকার ছিল।

নাহ। এই বাড়িটা আর বাড়ির লোকেদের কর্মকাণ্ড সবই ভৌতিক। এ ঘরে কী নেই। ফ্রিজ ভর্তি রক্ত। আর কী আছে?'

নির্যাতন ঘর? কফিন রুম?

এ্যাডওয়ার্ড বেলার হাত ধরে বসে আছে। ওকে এখনও মৃতের মতো লাগছে।

আমরা একে অন্যের দিকে আড় চোখে তাকালাম, কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করলাম।

রোজালি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। যেন এক ঝলক দমকা বাতাস। আমার নাকে ভ্যাম্পায়ারের তীব্র গন্ধ লাগল। সে আবার কাপবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

'ব্যাপারটা ক্লিয়ার নয় রোজালি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'এই সর্বনাশা বুদ্ধি তোমার মগজ থেকে বেরিয়েছে?' বেলার কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন রুক্ষতা টের পেলাম।

'প্লিজ, আমাকে এর জন্য দোষ দিও না। তোমার ওই ভ্যাম্পায়ার জামাই আমার মাথা ঘেটে এটা বের করেছে।'

'আমি চাই না তুমি আজগুবি সব ব্যাপার স্যাপার ভাব।' সে হালকা হেসে দিল।

'হ্যাঁ। আমি তাই চাই।' বললাম আমি।

আমার কেমন যেন অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। ভ্যাম্পায়ারগুলো এঘরের সব আসবাব পত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এটাকে ছোট-খাট একটা মেডিক্যাল রুম বানিয়ে ফেলেছে। অবশ্য বসার জন্য কারো চেয়ার টেয়ারের দরকার হচ্ছে না। এরা নিজেরাই এক একটা পাথর।

'এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলেছে তোমাকে কী ছাড়তে হয়েছে। আমি এজন্য দুঃখিত।' বেলা বলল।

'ও- এটা কোন ব্যাপার না।' আমি মিথ্যে করে বললাম।

'আর সেথ?'

সে তো আমাদের সবাইকে সাহায্য করতে পেরে খুশি।'

'তোমাকে বিপদে ফেলার কারণে এখন আমার নিজের প্রতিই নিজের ঘেন্না হচ্ছে।'

আমি হাসার চেষ্টা করলাম।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি যতই বলছ ব্যাপার কিছু না, কিন্তু আসলেই সেটা গুরুতর ব্যাপার। তাই না?'

'অনেকটা সে রকম।'

'এখানে থেকে এসব দেখার কোন দরকার নেই তোমার।' সে ভীষণ আস্তে কথাগুলো বলল।

আমি চলে যেতে পারতাম। কিন্তু গেলাম না। আর পনের মিনিট পর ও রক্ত পান করবে। কোন মানুষ যেটা করবে না। এই শেষ কয়েক মিনিট বেলার সাথে সময় কাটাতে চাই।

'আমার তো যাওয়ার মতো কোন জায়গা নেই।' আমি আমার গলায় যথাসাধ্য আবেগ ফোটানোর চেষ্টা করলাম। 'লিহ্ আমার দলে যোগ দেয়াতে আমার বাইরে যাওয়ার ন্যূনতম ইচ্ছেটুকুও মরে গেছে।'

'লিহ্?' বেলা আঁতকে উঠল।

'তুমি ওকে এ কথা বলনি?' আমি এ্যাডওয়ার্ডের কাছে জানতে চাইলাম।

এ্যাডওয়ার্ড কিছু না বলে কাধ ঝাকাল শুধু। বেলার কিন্ত আঁতে ঘা লাগল।

'কেন এসেছে ও?' ওর গলায় অভিমানের সুর।

কী বলব না বলব বুঝে উঠতে না পেরে শেষে কোনমতে বললাম, 'সেথের ওপর নজর রাখতে, যেন ওর কোন বিপদ না হয়।'

'কিন্তু লিহ্ তো আমাদের ঘৃণা করে।' সে আস্তে করে কথাটা বলল।

যাক, চমকালেও বেলা যে ভয় পাচ্ছে না এতই শান্তি।

'লিহ্ কোন ঝামেলা পাকাবে না। ও এখন আমার দলে। আমি যা বলব ওকে তাই করতে হবে।'

'ও।'

বেলাকে দেখে সন্তুষ্ট বলে মনে হল না।

'তুমি ঝগড়াটে লিহ্‌কে ভয় পাও, আর এদিকে যে আরেক ঝগড়াটের সাথে দিব্যি সময় কাটাচ্ছ?' দোঁতলা থেকে আমি রোজালির হিসিয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পেলাম। আমার কথা শুনতে পেয়েছে ও।

বেলা আমাকে ভ্রুকুটি করল। 'এ রকম বলো না, রোজালি... শুনতে পাচ্ছে কিন্তু।'

'হ্যাঁ। তা তো পাবেই।' আমি উদাসীন গলায় বললাম, 'ও সব বুঝতে পারে, সে বুঝতে পারছে তুমি মরতে বসেছো কিন্তু ওর কোন গা ব্যথা নেই।'

'ফাজলামো বন্ধ করবে জ্যাক?' বেলা শাসাল আমাকে।

ওর অবস্থা খুবই খারাপ। রেগে ফুসে কথা বলবে সে শক্তিটুকু নেই। আমি সামান্য হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন সব সম্ভব।'

বেলা আমার সাথে আর কোন যুক্তি তর্কে জড়াল না। ওর ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে আমিও কিছু বললাম না।

কার্লিসল যখন ফিরে এলেন তখন উনার হাতে একটা কাপ। তাতে আধা কাপ রক্ত। বেলা সেটা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

'আমরা অবশ্য আরেক পদ্ধতিও বেছে নিতে পারি।' ইতস্তত করে কার্লিসল বললেন।

'না।' বেলা ফিসফিস করে বলল, 'না। আমাদের আগে এটা চেষ্টা করে দেখা উচিত। সময়ও তো বেশি নেই।'

বেলা হাত বাড়িয়ে উনার কাছ থেকে রক্তের পেয়ালা নিল।

দেখলাম ওর হাতটা কেঁপে গেল। তারপরও কনুইতে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল।

আমি ওর পেটের ভেতর কারও চাকুম চাকুম শব্দ শুনতে পেলাম।

সে কাপটা নাকের কাছে ধরতেই ওর নাক কুঁচকে গেল।

মনে হলো এ্যাডওয়ার্ডের কলিজা মুচড়ে উঠল, 'ঠিক আছে সোনা, কাপে খেতে হবে না, আমরা দেখি আর কোন পদ্ধতি বের করতে পারি কি না?' এ্যাডওয়ার্ড কাপটা ফেরত নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

'ওর নাক বন্ধ করে খেয়ে ফেল না?' রোজালি প্রাণ পণে চাইছে এ্যাডওয়ার্ড যেন ওর বাড়িয়ে নেয়া হাতটা সরিয়ে নেয়।

'না... আসলে...' বেলাকে খুব অবাক দেখাচ্ছে। 'আমি আসলে বলতে চাচ্ছি...' বেলা নাক দিয়ে বড় করে একটা শ্বাস নিল। 'এ জিনিসের গন্ধ ভালো লাগছে।' চি চি করে কথাগুলো কোনমতে বলতে পারল ও।

'তাহলে তো ভালোই হলো।' রোজালি আগ্রহের সাথে বেলাকে বলল। 'তার মানে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। বেলা, একটু খাওয়ার চেষ্টা করত?'

বেলা কাঁপা কাঁপা হাতে কাপটা মুখের কাছে ধরল। এক চুমুক রক্ত পান করল। গুণ্ডিয়ে উঠে চোখ বন্ধ করে রইল ও।

ভড়কে গেল এ্যাডওয়ার্ড, 'বেলা, সোনা আমার...

'আমি ঠিক আছি,' সে ফিসফিস করে বলল, ও চোখে এখন একসঙ্গে বিস্ময়, অপরাধবোধ সব।

'আমার যে দেখছি এটা খেতেও ভালো লাগছে।'

আমার পেট মোচড় দিয়ে উঠল।

'চমৎকার।' রোজালির গলা খুব খুশি খুশি, 'এটা ভালো লক্ষ্মণ।'

'তোমার পেটের কী অবস্থা। খারাপ টারাপ লাগছে? বমি বমি?' কার্লিসল জানতে চাইলেন।

বেলা মাথা নাড়ল। 'না। কোন ধরনের খারাপ লাগছে না।'

তারপর সে বড় একটা চুমুক দিয়ে সেটা গিলার পর বলল, 'আমি কী তাহলে ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেলাম?'

'এখনও কেউ তোমাকে গুনছে না। কারণ তুমি এখনও একটা মানুষও খুন করনি।' এ্যাডওয়ার্ড হেসে ফেলল, 'তোমার রেকর্ড এখনও পরিষ্কার।'

আমি তাদের দলের কেউ নই।

'আমি সেটা পরে বুঝিয়ে বলব।' এতটাই বিড়বিড় করে বলল এ্যাডওয়ার্ড যে বেলা শুনতে পেল না।

'কিছু বললে?'

'এই, নিজের সাথেই নিজে কথা বলছিলাম।' চাতুরতার সাথে মিথ্যে বলল ও।

'তুমি কী আরেকটু খাবে? এনে দিই?' রোজালি চাপাচাপি করল।

বেলা কিছু না বলে সম্মতিসূচক কাধ ঝাকাল।

এ্যাডওয়ার্ড রেগে উঠে আগুন চোখে তাকাল রোজালির দিকে। তারপর বেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বোধহয় আর বেশি খাওয়াটা উচিত হবে না।'

'হ্যাঁ। তা তো আমি জানি। কিন্তু... আমার যে খেতে ইচ্ছে করছে।' সে বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে বলল।

রোজালি ঝুকে বেলার কাধের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে এ নিয়ে বিব্রত হতে হবে না বেলা, তোমার শরীর অনেক দিন তৃষ্ণায় ভুগছে। আমরা সবাই সেটা জানি।' তারপর সবার দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'যাদের এটা বোঝার ক্ষমতা নেই তাদের এখানে না থাকলেও চলবে।'

সে অবশ্যই এ কথা আমাকেই বিশেষ করে শুনিয়েছে। আমি ধারাল কোন মন্তব্য

করে আমাকে এখান থেকে বের করে দেয়ার কোন সুযোগ ওকে দিলাম না। তাছাড়া বেলা যে শারীরিক দিক দিয়ে এখন সুস্থ বোধ করছে তাতেই আমি খুশি।

কার্লিসল বেলার কাছ থেকে কাপটা নিয়ে নিলেন, 'আমি একটু আসছি।'

'জ্যাক, তোমাকে তো অদ্ভুত দেখাচ্ছে।' বেলা অবাক গলায় বলল।

'কী যে বল না তুমি?'

'সত্যি বলছি। শেষ কবে তুমি ঘুমিয়েছ বল তো?'

আমি চিন্তা করার জন্য সময় নিলাম, 'আসলে... ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'ওহ্ জ্যাক, আমি এবার তোমার বারোটা বাজানোর জন্য দায়ী হলাম। এ রকম করো না।'

আমার ভীষণ রাগ হলো। একটা দানবকে পৃথিবীর মুখ দেখানার জন্য সে নিজের জীবন যে শেষ করে দিচ্ছে সেদিকে কোন মাথাব্যথা নেই আর আমার কয়েক রাত ঘুম হচ্ছে না বলে ওর মাথাব্যথার শেষ নেই।

'যাও, একটু রেস্ট নিয়ে নাও।' বেলা বলল। 'উপরের ঘরে অনেকগুলো বিছানা আছে, তুমি যে কোনটা বেছে নিতে পার।'

আমি রোজালির দিকে তাকালাম। ওকে বেশ অসন্তুষ্ট মনে হল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, ভালো ঘুমাতে হলে যে বিছানা লাগবে তা কেন?

'ঠিক আছে বেলা, আমি বরং মাটিতেই ঘুমাই। জানোই তো, তাহলে গন্ধ নাকে লাগবে না।

'ঠিক আছে।' সে বলল।

কার্লিসল ফিরে এলেন, বেলা অন্যমনস্কভাবেই কাপের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। মনে হচ্ছিল সে কিছু একটা চিন্তা করছিল।

এবার দ্বিতীয় কাপটাও বেলা প্রায় এক চুমুকে শেষ করে ফেলল।

'এবার কেমন বোধ করছ?' কার্লিসল জানতে চাইলেন।

'খারাপ বোধ করছি না, তবে কেমন ক্ষুধা ক্ষুধা পাচ্ছে। আমি আসলে ঠিক শিউর না সেটা ক্ষুধা নাকি তৃষ্ণা।'

'কার্লিসল, একবার বেলার দিকে ভালো করে তাকান।' রোজালি বিড়বিড় করে বলল। 'ওর শরীরের জন্য রক্তের অনেক দরকার। ওর আরও রক্ত পান করা উচিত।'

'সে এখনও পর্যন্ত মানুষ রোজালি, ওর খাবারেরও দরকার আছে। আমরা ওকে খাবার দিয়ে দেখি, এবার এটার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়? তোমার কী খেতে ইচ্ছে করছে বেলা?'

'ডিম।' সে এ্যাডওয়াডে দিকে হেসে বলল। এ্যাডওয়ার্ডও মুচকি হাসার চেষ্টা করল। ওর এবারের হাসিতে কিছুটা প্রাণ ফিরে এসেছে।

আমার কখন যে চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলতে পারব না। চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চোখ খুলতে পারার ব্যাপারটাই আমি ভুলে গেছি।

'জ্যাকব,' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'তোমার সত্যি একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। বেলা তো তোমাকে বলেছেই, আমাদের এখানে থাকার জন্যও যে কোন সময় তোমাকে স্বাগতম।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

মনে হয় বাইরে গেলেই আমার ভালো লাগবে, মনে মনে বললাম আমি। ভ্যাম্পায়ারদের বাজে দুর্গন্ধ থেকে তো অন্তত দূরে থাকব। গাছের নিচে বা সেরকম

কোথাও। দুগর্ন্ধ যেখানে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে না।

'আমি তাই করব।' এ্যাডওয়ার্ড সায় জানাল।

আমি আমার হাত বেলার হাতে ওপর রাখলাম, ওর হাত ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

'ভালো লাগছে?' আমি জানতে চাইলাম।

'ধন্যবাদ জ্যাক।'

আমি ওর ভেতরে এক ধরনের কাঁপুনি টের পাচ্ছিলাম। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'ওকে কম্বল বা এজাতীয় কিছু এনে দাও।'

আমি দরজা দিয়ে বেরুনোর আগেই দুটো হাক শুনতে পেলাম। সেথ আর লিহ্ এর। টোন শুনে মনে হচ্ছে সত্যি কোন জরুরি এ্যালার্ম।

'সর্বনাশ।' আমি গুঙিয়ে উঠে বললাম।

আমি পোর্চের কাছে গিয়ে লাফিয়ে উঠে নিজের রূপ পরিবর্তন করে নেকড়েতে রূপ নিলাম। আমার পরনের কাপড় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এটাই ছিল বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর আমার শেষ কাপড়। এটা আপাতত কোন ব্যাপার না। আমি পশ্চিমের দিকে রওনা দিলাম।

যেতে যেতে আমি সেথের মস্তিষ্কে যোগাযোগ করলাম।

কী হয়েছে?

ওরা আসছে, সেথ উত্তর দিল। মনে হয় তিনজন।

ওরা কী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসছে?

আমি বাতাসে লিহ্ এর শ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। সে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। ও আমাকে কথা দিয়েছিল যে সব রকম সাহায্য করবে।

সেথ, এখনই কোন চ্যালেঞ্জ করে বসো না। আমার জন্য অপেক্ষা করো।

তাদের চলার শব্দ যেন ধীর হয়ে এল। বাতাসে ওদের চলার গতি কমে যাওয়াতে ওদের চলার শব্দ খুব কম শুনতে পাচ্ছিলাম।

আমার মনে হয়... সেথ বলল।

কী?

ওদের অবশ্যই থামানো উচিত।

দলের বাকিদের জন্য অপেক্ষা করব না? জানতে চাইলাম।

শশশ। কিছু খেয়াল করলে?

আমি বাতাসে ব্রেক করার মতো শব্দ শুনতে পেলাম।

কেউ কী এসেছে? বললাম আমি।

সে রকমই তো মনে হচ্ছে।

সেথ যেখানে অপেক্ষা করছিল লিহ্ ও সেখানে এল।

তুমি বাড়ি ফিরে যাও ভাই। সেথকে অনুরোধ করল সে।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে নার্ভাসভাবে সেথ বলল, 'কিন্তু, ওরা যে আসছে।'

আসছে মানে কী? এরই মধ্যে এসে গেছে।

চারজন আসছে।

সেথের কান তো খুব ভালো। তিনটা নেকড়ে আর একটা মানুষ।

আমার তেমন কিছু মনে হচ্ছে না, শুধু বোকাসোকা ভাইটাকে নিয়ে একটু টেনশন

হচ্ছে।

শশশ! আমি বাধ সাধলাম লিহ্ এর কথায়।

তোমার নিজের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, চুপচাপ থাক আর প্রস্তুত হও।

কয়েক সেকেন্ডর মধ্যে ওদের দেখা মিলল। জারেড সবার সামনে, মানুষ, হাত উপরের দিকে তুলে আছে সারেন্ডারের ভঙ্গিতে। চার পায়ে ভর দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে পল, কুইল আর কলিন, ঠিক ওর পেছনে। ওরা কান খাড়া করে শান্ত হয়ে আছে ঠিকই কিন্তু বেশ সতর্ক।

এমব্রির বদলে স্যাম কলিনকে পাঠিয়েছে দেখে আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত ঠেকল।

মজা করছে নাকি? লিহ্ মনে মনে ভাবল।

স্যাম ব্র্যাডি আর এমব্রি কী একাই আসছে? আপাতত সে রকম মনে হচ্ছে না।

আমি কী একবার চেক করে আসব? কয়েক মিনিটের মধ্যে এক পাক ঘুরে আসতে পারি, লিহ্ বলল।

আমি কী কুলিনদের সতর্ক করব? সেথ জানতে চাইল।

আমাদের আলাদা হওয়াটা ভালো হবে না, বললাম আমি। কুলিনরা এরই মধ্যে বুঝে গেছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

ওরা তৈরি।

স্যাম ওতটা বোকা নয়... লিহ্ ফিসফিসিয়ে বলল, মাত্র দুজন পাশে নিয়ে কুলিনদের আক্রমণ করতে ওর সাহস হবে না।

তা সে করবে না। আমি লিহ্‌কে আশ্বস্ত করলাম।

আমি আগের মতো পল কুইল আর কলিনের মস্তিষ্কে যোগাযোগ করতে পারলাম না। ওদের দৃষ্টি কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

জারেড গলা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করল।

'সন্ধির চুক্তি করতে এসেছি, জ্যাক। আমরা কিছু কথা বলতে এসেছি।'

আমরা কীভাবে ধরে নেব এটা সত্যি কি না? সেথ জানতে চাইল।

কিন্তু ওরা বোধহয় সে কথা বুঝতে পারল না।

আবার গলা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করল জারেড।

'দেখ, আগের মতো যদি আমরা মানসিকভাবে যোগাযোগ করতে পারতাম তাহলে কথা বলাটা আরও সহজ হতো।'

আমার মাথার ভেতর নানা রকমের চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের রূপ নিচ্ছি না।

'ঠিক আছে।' জারেড একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল। 'আমি তোমাদের কথা অনুমানে বুঝে নেব। এবার তাহলে আমার কথাই শোন। জ্যাক, আমরা চাই যে তুমি ফিরে এসো।'

কুইল পেছনে থেকে হালকা মাথা দোলাল।

'তুমি আমাদের পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছ। এভাবে কোন কিছু হবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ এছাড়া আর কিছু করারও নেই। এ অবস্থায় মনে মনে কথা বললে জারেড বা পল কুইল এরা কেউ শুনতে পাবে না।'

'আমরা বুঝতে পারছি কুলিনদের সমর্থন করছ তুমি। আসলে পরিস্থিতিটা ওদের দিকেই যায় বেশি। আমরাও জানি এটা আসলে একটা বড় সমস্যা ওদের জন্য। যা হয়েছে ভুলে যাও। মনে কর ওটা ছিল একটা ওভাররিয়েকশান।'

সেথ গর্জে উঠল। ওভাররিয়েকশান? চেয়েছিলে আমাদের শুদ্ধ নিয়ে ওদের আক্রমণ করবে।

সেথ তুমি থামবে?

স্যরি।

সেথের গর্জে ওঠার কারণে জারেড ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, সে ওর কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'স্যাম এখন ব্যাপারটাকে হালকা করে নিতে চায়। সে অনেক শান্ত হয়েছে। আরও প্রবীণ যারা আছে তাদের সাথে কথা বলেছে ব্যাপারটা নিয়ে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এভাবে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না।'

তরজমা পড়ে শোনাচ্ছি: তারা তাদের মূল শক্তি হারিয়েছে বলে এমন তড়পাচ্ছে, লিহ বলল।

'বিলি আর স্যু তোমার সাথে একমত জ্যাক। আমরা বেলার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। ওকে খুন করাটা আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে নেই এখন।'

যদিও একটু আগে গর্জে ওঠার জন্য সেথকে ধমকে ছিলাম, এখন নিজেরই ইচ্ছে করছে ভীষণ জোরে গর্জে উঠতে। ইচ্ছে করতে সব কটাকে কিলিয়ে ভর্তা বানাই।

জারেড আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে হাত উচাল।

'শান্ত হও জ্যাক। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আসলেই আমি কী বলেছি। আমরা অপেক্ষা করতে চাচ্ছি আর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে চাচ্ছি।

'জ্যাক?' জারেড অস্থিরভাবে বলল।

লিহ বলল, আমি যাই, একপাক ঘুরে আসি।

ওর চলে যাওযার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জারেড জানতে চাইল, 'ও আবার যাচ্ছে কোথায়?'

আমি ওর কথায় পাত্তা দিলাম না। নিজেকে আবার মানুষে পরিণত করলাম।

'ওহ।' জারেড বলল, 'হাই জ্যাক।'

'হাই জারেড।'

'খুব খুশি হয়েছি যে তুমি আমাদের সাথে কথা বলতে চাইছ।'

'হুম।'

'আমরা চাই তুমি বাড়ি ফিরে চল।'

কুইল মাথা নাড়ল। ওর নেকড়ে শরীর দুলে উঠল।

'আমার মনে হয় না এটা এতটা সহজ হবে, জারেড।'

'বাড়ি এসো।' কাতর গলায় বলল সে, 'আমরা আপাতত চলে যাচ্ছি। তুমি এখানে বেশি দেরি করো না। সেথ আর লিহকেও বল চলে আসতে।'

আমি হেসে উঠলাম। 'ঠিক। তাদের আমি এটা বলতে বলতে হয়রান।'

আমার পেছনে সেথ হুশ করে উঠল।

জারেড চোখের কোণা দিয়ে ওকে খেয়াল করল।

'তাহলে এখন কী হবে?'

আমি এবার কী তা ভাবতে লাগলাম, জারেডও আমার বলার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'আমি জানি না।' বললাম আমি, 'আমি আসলে নিশ্চিত না পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়েছে কি না? যত দিন না বুঝতে পারব ততদিন এভাবেই চলবে।'

'কী বল না বল? তুমি তো আমাদেরই একজন।'

আমি ভ্রু কুঁচকালাম, 'দুজন নেতা এক জায়গায় থাকতে পারে না, জারেড। কালরাতের কথা মনে আছে? কীভাবে আমাকে দল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল?'

'এসব কথা এভাবে মনের মধ্যে পুষে রাখলে চলবে?' জারেড বলল, 'এখানে তো তোমার বাড়িঘর বলতে কিছুই নেই। তোমার তো জামা কাপড়ও দেখছি নেই।'

সে আমার পোশাকহীন শরীর দেখিয়ে বলল।

'তুমি কী সব সময়ই নেকড়ে হয়ে থাকতে পারবে? আর লিহ্ এর কথাটা একবার ভাব। ও তো কাঁচা মাংস খেতে তেমন পছন্দ করে না।'

'লিহ্ এর যখন যা খেতে ইচ্ছে করবে সেটা ওর ব্যাপার। সে এখানে এসেছে সম্পূর্ণ ওর নিজের ইচ্ছায়। আর আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু আদেশ করতে পারি না।'

জারেড একটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'স্যাম তোমার সাথে যা করেছে এজন্য সে খুব দুঃখিত।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'আমিও আর আগের মতো রেগে নেই।'

'তাহলে?'

'তাহলে এখন আমি ফিরে যাচ্ছি না। আমরা এখানেই থাকব, আর দেখতে চাই কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়। আর কুলিনদেরও আমাদের দরকার আছে। যাকে রক্ষা করার দরকার তাকে আমরা রক্ষা করছি। মনে করো না শুধু বেলার জন্য এখানে পড়ে আছি। আমরা এখানে আছি কুলিন পরিবারের সবার রক্ষার জন্যই।'

সেথ জোরে জোরে হুফ হুফ করে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

জারেড এবার সেথের দিকে তাকাল, 'তোমার মা আমাকে বলতে বলেছে....না মানে তোমার কাছে প্রার্থনা করতে বলেছে যেন তুমি আর লিহ্ ফিরে যাও। তোমাদের হারিয়ে তিনি খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। আর লিহ্ তার মায়ের বিরুদ্ধে এ কাজ করতে পারল কী করে? তিনি এখন ভীষণ একা। তোমাদের মাত্র কিছুদিন আগে মা মারা গেলেন—'

সেথ রাগে ফোঁস করে উঠল।

'থাম তো জারেড' আমি ওকে সতর্ক করে দিলাম।

'আমি আসলে ওকে পরিস্থিতি বোঝাতে চাইছি।'

কথাটা বলতে বলতে সে উত্তরের দিকে তাকাল। সেখান থেকে লিহ্ এগিয়ে আসছে।

'লিহ্?'

সে লিহ্ এর দিকে তাকাল, 'কিছু মনে করো না লিহ্, হয়তো আমার বলাটা ঠিক হচ্ছে না, তাও বলছি, তুমি এখান থাকছ কেন? রক্তচোষাদের সাথে তোমার তো কোন সম্পর্ক নেই।'

লিহ্ এক দৃষ্টিতে একবার ওর ভাইয়ের দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে তাকাল।

'বুঝতে পেরেছি, তুমি সেথের দেখভাল করতেই এখানে এসেছ।' জারেড বুঝতে পারার ভঙ্গিতে বলল।

'কিন্তু ওর জন্য জ্যাক তো আছেই, এক কাজ কর, তুমি বরং চল আমাদের সাথে। স্যাম চায় যে তুমি ফিরে আসো।'

'স্যাম তোমাকে ভিক্ষে চাইছে,' বলল সে, 'লি-লি, সে চায় তুমি বাড়ি ফিরে আসবে, যেখানে তোমার ঠিকানা।'

ওর পুরোনো নাম শুনে ও নিজেই কেমন চমকে উঠল। তারপর দাঁত বের করে জারেডের দিকে মুখ খিঁচিয়ে উঠল। গর্জন করল ভীষণ জোরে।

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, 'তারপর বললাম, আমার নিশ্চয় আর বেশি কিছু বলা লাগবে না। তুমিই ওর কথা বুঝে নাও। ওর যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে করছে।'

'শোন জারেড, আমরা এখনও এক পরিবারই আছি। কেউ চায় না তাদের পরিবারের বন্ধনটা ভেঙে যাক। স্যাম নিজেও তা চায় কী?'

'অবশ্যই না।' জারেড চি চি করে বলে উঠল। 'আমরা তো আমাদের মাটিতেই থাকছি। কিন্তু এটাতো ভ্যাম্পায়ারদের মাটি।'

'না জারেড। আমি আপাতত কিছু সময়ের জন্য বাড়ি ছাড়া আছি, কিন্তু এ জন্য চিন্তা করো না। সব সময় তো এমন থাকব না।' আমি একটা বড় নিঃশ্বাস নিলাম। 'আর তেমন সময় বাকি নেই। এর পরে কুলিনরা এখান থেকে চলে যাবে। সেথ আর লিহ্ও তখন বাড়ি ফিরে যাবে।'

লিহ্ আর সেথ একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। এরপর ওরা দুজনেই একত্রে আমার মুখের দিকে তাকাল।

'আর তোমার কী হবে জ্যাক?'

'বনে ফিরে যাব। লা পুশে থাকতে পারব না। দুজন নেতা মানে বেশি গণ্ডগোল। আমার এসব ঝামেলা পছন্দ না।'

'আমরা কী এটা নিয়ে একবার কথা বলব?' জারেড জানতে চাইল।

'তা করতে পার। কিন্তু লাইন-ঘাট ঠিক রেখ। আর স্যামকে বলো এতজনকে যেন একসাথে না পাঠায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার আমাদের ইচ্ছে নেই।'

জারেড চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল। পুরো অবস্থা সে বুঝতে পেরেছে। হয়তো মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে ফিরে গিয়ে স্যামকে কী বলবে।

'তো ঠিক আছে জ্যাক, হয়তো দেখা হতেও পারে।' সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

'দাঁড়াও জারেড। এমব্রি ভালো আছে?'

বিস্ময় খেলে গেল জারেডের মুখে, 'হ্যাঁ আছে। কেন?'

'না এমনি, ওকে না পাঠিয়ে কুলিনকে পাঠিয়েছে বলে জিজ্ঞেস করলাম।

আমি ওর প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করলাম।

'সেটা তোমার না বুঝলেও চলবে জ্যাক।'

'তা নয়। এমনি কৌতুহল হলো আর কি?'

'আমি ফিরে গিয়ে স্যামকে তোমার কথা বলব...বিদায় জ্যাকব।'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। 'হ্যাঁ। বিদায়। ফিরে গিয়ে বাবাকে বলো যে আমি ভালো আছি, আর এভাবে চলে এসে তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য দুঃখিত, বলো আমি খুব ভালোবাসি তাকে।'

'আমি সব কথা পৌছে দেব তাকে।'

'ধন্যবাদ।'

'চল বন্ধুরা।' বলে জারেড সবাই নেয়ে চলে গেল।

যাওয়ার সময় কুইল কিছুটা ইতস্তত করছিল। আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম, ওর ঘাড়ের কেশরে হাত বুলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ রে ভাই, আমি তোমাকেও খুব মিস করব।'

সে ধীর পায়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

'সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

সে মাথা নাড়ল।

'এমব্রিকে বলো আমি ওকেও খুব মিস করছি। যাও, বাড়ি যাও।'

কুইল আরেকবার মাথা নেড়ে আর সবার সাথে ওর গতি মেলাল।

চোদ্দ

আমি যখন বাড়িতে ফিরে গেলাম তখন কেউ আমার রিপোর্টের জন্য বসে ছিল না।

এখনও কী সতর্কাবস্থা?

সবকিছু শান্ত আছে। আমার অন্তত তাই মনে হল।

আমি এতদিনের পরিচিত দৃশ্যের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন দেখতে পেলাম। পোর্চের কাছে খড়ের গাদার কাছে একখণ্ড কাপড় পড়ে আছে। আমি পরীক্ষা করার জন্য ঝুকলাম। আমি অবশ্য নিঃশ্বাস বন্ধ করেই বুঝলাম, কারণ ভ্যাম্পায়ারদের গন্ধ আসছিল ওটা থেকে।

হতে পারে কেউ কাপড় শুকাতে দিয়েছিল। উড়ে এসে পড়েছে কী?

আমি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সেটাকে গাছের কাছে নিয়ে চললাম। এটা কী পাগলী রোজালির ঠাট্টা? হতেও পারে।

আমি নেকড়ে অবস্থা থেকে মানুষের রূপ নিলাম। দেখলাম আরও দশটা প্যান্ট এবং সাদা একটা শার্ট পড়ে আছে গাছের কাছেই। সেগুলো থেকেও সমানে ভ্যাম্পায়ারদের গায়ের গন্ধ আসছে।

হতে পারে এগুলো এমেটের। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে নতুন। তাহলে এখানে এভাবে পড়ে থাকবে কেন?

খানিকটা দ্বিধা নিয়েই আমি ওখান থেকে একটা শার্ট আর একটা প্যান্ট পরে ফেললাম। কারণ আমার শেষ জামাটা নেকেড়েতে রূপ নেয়ার সময় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে।

আমি ওদের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। ওদের কাপড় চোপড় অনেক উঁচু মানের। সে তুলনায় আমার নিজের কাপড়-চোপড় কতদিনের পুরানো। আমার এখন ভিজে পোশাক। ওগুলো পাল্টে ফেললে কেমন হয়।

করলাম না। ভ্যাম্পায়ারের গন্ধ সহ্য হবে না। এগিয়ে গেলাম ওদের বাড়ির মূল দরজার দিকে।

ওদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমি ইতস্তত করলাম। আমি কী নক করব? বোকামি হবে তাহলে, ওরা তো এরই মধ্যে জেনে গেছে। কিন্তু তারা জানলে ভাব দেখাচ্ছে না

কেন তারা জানে আমার এখানে থাকার কথা। অন্তত এটুকু তো বলতে পারে—হয় আসো, না হয় চলে যাও।

বড় ফ্লাট স্ক্রিনের টিভিটা চলছিল, যদিও লো ভলিউমে, হাবিজাবি চলছেই। কেউ দেখছে না। কার্লিসল আর এসমে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নদীর তীর দেখছেন। এলিস, জেসপার আর এমেটকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওদের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বেলা আর দিনের মতোই সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। রোজালিকে দেখলাম মেঝেতে পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে আছে। এ্যাডওয়ার্ড বেলার পায়ের কাছে বসে আছে।

আমি নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকেছিলাম। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডই সবার আগে মাথা তুলে তাকাল আমার দিকে। মৃদু হাসল। ওর মুখ দেখে মনে হল সে কোন কিছুতে খুশি।

বেলা প্রথমে আমাকে খেয়াল করেনি। এ্যাডওয়ার্ডকে দরজার দিকে তাকাতে দেখে সেও তাকাল। আমাকেই দেখতে পেল। আর সাথে সাথে হেসে ফেলল।

ওর মুখে অন্য রকমের একটা দ্যুতি। অন্য রকম প্রাণ শক্তিতে ভরপুর। আমার মনে পড়ছে না শেষ কবে ও আমাকে দেখে এমন খুশি খুশি মুখ করে তাকিয়ে হেসেছিল।

এমন তো কিছু পরিবর্তন হয়নি। এমন কিছু হয়নি যে যার জন্য ওকে কেঁদে মরতে হবে। এটুকুই যা, সে এখন বিবাহিত!

বিয়ে করে সুখেই আছে ও। তার উপর এখন সে প্রেগনেন্ট।

আচ্ছা, আমাকে দেখে ওর এমন উত্তেজনার কারণ কী? বুঝলাম না।

যাই হোক আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তারা কথা বলতে চায়।' কথা বলার সময় আমার গলার ভিন্নতা আমি নিজেই টের পাচ্ছিলাম। 'দিগন্ত থেকে কোন আক্রমণ আসবে না।'

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল। 'আমি কিছুটা শুনেছি এ ব্যাপারে।'

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম ওর এ কথা শুনে। আমি কমপক্ষে তিন মাইল দূরে ছিলাম।

'কীভাবে জানলে?' বললাম আমি।

'আমি এখন তোমার মন পড়তে পারি। আর অনেক দূরে থাকলেও পারি। এ কদিন তোমার সাথে অনেক বেশি পরিচিত হয়ে গেছি বলেই হয়তো মনোযোগটা বেশি দিতে পারছি। আর তুমি যখন মানুষের বেশে থাক তখন আরও বেশি শুনতে পাই। তুমি তখন যা চিন্তা বা বল সবই আমি শুনতে পাই।

'ওহ।' আমি এবার আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। যদিও বুঝতে কিছুটা সময় ব্যয় করে ফেলেছি।

'বেশ। এবার তো বুঝলে। আর বলব না। বারবার নিজের এই গুনটা বলতে বলতে আমি ক্লান্ত। আর হতে চাই না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'আমার কথা শোন জ্যাকব।' তুমি বরং কিছুটা ঘুমিয়ে নাও।' বেলা বলল আমাকে। 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি ঘুমাবে না, বরং ষাট সেকেন্ড মেঝতে একটু গড়াগড়ি খাবে।'

কী চমৎকার করে ও কথা বলে, শুনতে কত ভালো লাগল। আর ওর চাহনীও কত তীব্র।

আমি টাটকা রক্তের গন্ধ পেলাম। ওর হাতের দিকে তাকাতেই আমি রক্তের পেয়ালা দেখতে পেলাম। ওর এখন কতটা রক্তের উপর নির্ভর করতে হয়?

আমার ওখানে বেশিক্ষণ ভালো লাগল না। মনে হচ্ছিল গাছের কাছে গেলে ভালো লাগতে পারে। ওখানে মুক্ত বাতাস। ভ্যাম্পায়ারদের গন্ধ ওখানে নিশ্চয় অনেক কম থাকবে।

আমি লনের দিকে রওনা দিয়েছি এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ স্বর ভেসে আসল।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ আবার?' বেলা কাউকে বলল।

'ওকে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত গলায় বলল।

'এখন জ্যাকবকে ঘুমাতে দাও— কাল সকালে তো বলতে পার।'

'বেশিক্ষণ সময় নেব না।'

আমি যেতে যেতে থমকে গিয়েছিলাম। এবার ঘুরে দাঁড়ালাম। এ্যাডওয়ার্ড ততক্ষণে দরজার কাছেই চলে এসেছে। ওর চেখে মুখে ক্ষমা প্রার্থনার অভিব্যক্তি।

'এখন আবার কী এ্যাডওয়ার্ড?'

'আমি দুঃখিত।' সে বলল। তারপর কেমন যেন ইতস্ত বোধ করল। যেন ঠিক কোথা থেকে কথা শুরু করবে সে নিজেও জানে না।

তোমার নিজের মনের মধ্যেই যে কী আছে মন পড়ুয়া তা যদি একবার জানতে পারতাম।

'তুমি যখন স্যামের সাথে কথা বলছিলে,' বেশ আস্তেই বলছিল কথাগুলো। 'আমি সেগুলো খেলাচ্ছলে কার্লিসল এবং এসমেকে শুনিয়েছিলাম, তারা—'

'দেখ,' আমি থামিয়ে দিলাম ওকে। 'আমরা আমাদের গার্ড ছাড়ছি না। আমরা যেমন স্যামের কাণ্ডকীর্তি বিশ্বাস করি না, তেমননি তোমারও উচিত হবে না। ওকে বিশ্বাস করার। আমরা এমনিতেই চোখ কান খোলা রাখব।'

'না, না, জ্যাকব। আমি সে কথা বলছি না। আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি তোমার বিচার বুদ্ধিকেও। সবচেয়ে বড় কথা, এসমে এখন দুর্দিন দেখছে, তোমাকে তোমার দলের কাছে বিপর্যস্ত করতে চাচ্ছেন না। আমাকে বলেছেন এ নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে?'

একটা শব্দ আমাকে নাড়া দিল যেন, 'দুর্দিন?'

'বাড়ি ছাড়ার ব্যাপার। উনি খুব দুঃখিত যে তোমাদের...

আমি নাকে শব্দ করলাম, 'আমাদের সব কিছুতে সহ্য হয়ে যায়, উনাকে বল চিন্তা না করতে।'

'উনি এখনও ভাবছেন উনার যতটুকু সাধ্য করার চেষ্টা করবেন। আমি এটাও জেনেছি যে লিহ ওর নেকড়ের খাবার খেতে পছন্দ করে না। বিশেষ করে কাঁচা মাংস পছন্দ না করার ব্যাপারটা।'

'আর?' আমি জানতে চাইলাম।

'বেশ তো, সে রকম হলে আমরা এখানে মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করব জ্যাকব। বেলার জন্য তো করতেই হচ্ছে। লিহ এখানে যা চাইবে তাই পেতে পারে। কোন সমস্যা নেই। আর যা যা তোমারা চাও।'

'আমি বুঝতে পারলাম।'
'লিহ কিন্তু আমাদের ঘৃণা করে।'
'তাহলে?'
'তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে একটা কথা বলি, তুমি লিহকে একটু বোঝাও।'
'আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'
'আর কাপড় নিয়েও কোন চিন্তা করতে হবে না। সব পাবে।'
আমি এক পলক পরে থাকা কাপড়টার দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'ও হ্যাঁ ধন্যবাদ।'
মনে হয় কাজটা করা ভালো হয়নি।
এ্যাডওয়ার্ড মৃদু হাসল।
'শোন, কাপড়ের ব্যাপারটায় আমি তোমাদের খুব সহজেই সাহায্য করতে পারি। এলিস সাধারণত আমাদের এক কাপড় দুইবার পড়তে দেয় না। ওর এই ইচ্ছাকে সম্মান করতে যেয়ে আমাদের ব্রাণ্ড নিউ কাপড় ফেলে দিতে হয়। আর আমার যেটা মনে হয় লিহ এর সাইস এসমের সাথে খেটে যাব...
'আমি আসলে এখনও শিউর নই সে রক্তচোষাদের কাপড় পরতে চাইবে কি না? সে আমার মতো সহজ হয়ে উঠত পারেনি।'
'কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি এই অফারটা খুব সুন্দরভাবে ওর কাছে পেশ করতে পারবে। শুধু তাই না, যা লাগে সব তো পাবেই, গাড়িরও কোন অসুবিধে হবে না। যা কিছু... আমি ঠিক মুখে বলে বোঝাতে পারছি না। যদিও তোমরা বাইরে ঘুমাতে পছন্দ কর... তাও একটা কথা জেনে রাখ, প্লিজ, নিজেদের কখনও বাড়ি ছাড়া মনে করবে না।'
শেষের লাইনটা সে বেশ মধুর স্বরেই বলল। দেখে মনে হচ্ছে ওর আবেগে এতটুকু ভেজাল নেই।
আমি ঝিমানো চোখ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।
বললাম, 'হ্যাঁ। তাহলে তো ভালোই হবে। এসমেকে বলো যে..মানে আমরাও তার চিন্তার সাথে একমত। কিন্তু আমাদের সেথ নদীর কাছে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সেখানে আমরা বেশ ভালোভাবেই থাকব।'
'তোমরা যদি কোন ধরনের সংকোচ ছাড়া আমাদের প্রস্তাবটা গ্রহণ কর তাহলে আমরাও খুশি হব।'
'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'
'ধন্যবাদ।'
আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে থেমে পড়তে হলো। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ যেন ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। ফিরে তাকালাম। ততক্ষণে এ্যাডওয়ার্ড বাড়ির ভেতরের দিকে রওনা দিয়েছে।
কী হচ্ছে এখন?
আমি জম্বির মতো ওর পেছন পেছন যাওয়া শুরু করলাম। আমার ব্রেইন সেলগুলো যেন ওদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কী করছে না করছে তারা যেন নিজেও জানে না। কোন একটা সমস্যা হয়েছে নিশ্চয়। তাই আমি দেখতে যেতে চাইলাম ভেতরের ঘরে কী হচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে...
না না। কিচ্ছু মনে হচ্ছে না।

আমি খারাপ চিন্তাটাকে মন থেকে দূর করে দিতে চাইলাম।

ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম বেলা ব্যথায় কাতরাচ্ছে। ওর পুরো শরীর বেকে যাচ্ছে। কিছুতেই যেন ব্যথাটা সামলে উঠতে পারছে না। রোজালি ধরে রেখেছে ওকে। এ্যাডওয়ার্ড এসে হাত লাগাল। এসমে, কার্লিসলসহ সবাই ওকে ঘিরে আছে। চোখের কোণায় আরেকটা দৃশ্য দেখলাম। দোতলা থেকে এলিস নেমে আসছে। ওর হাত বুকের কাছে ভাঁজ করা।

'আমাকে একটু সময় দিন কার্লিসল।' বেলা ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে বলল।

'বেলা।' কার্লিসল এবার বললেন। 'আমি কোন কিছু ভেঙে যাওয়ার শব্দ শুনেছি। আমার একটু দেখতে হবে।'

'ঠিক আছে— ব্যথাটা আসলে— পাঁজরের কাছে। আও! এখানে।' সে পাঁজরের কাছে একটা জায়গা নির্দেশ করল। কিন্তু স্পর্শ করল না।

বাচ্চাটা ওর পাঁজরের হাঁড় ভেঙে ফেলেছে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল।

'আমার এখন এক্সরে করে দেখতে হবে। ভাঙা অংশ থাকতে পারে। আমরা চাইনা যে ওটার কারণে ফুসফুসের কোন ক্ষতি হোক।'

বেলা বড় করে একটা শ্বাস নিল। 'ঠিক আছে।'

রোজালি সাবধানে ধরে বেলাকে উপরের ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে মনে হচ্ছিল এখনই ও রোজালির সাথে ঝগড়া শুরু করে দেবে। কিন্ত তার আগেই রোজালি ওর দিকে ফিরে গর্জে উঠল, 'আমি ওকে নিয়ে ঠিকঠাকই উঠছি।'

যাক বাবা। বেলা অতটা দুর্বল নয়। উঠতে তো পারছে। আর বাচ্চাটাও বা কেমন। এতই শক্তিশালী যে সে এক লাথিতেই ওর মায়ের পাঁজরের হাড়ই ভেঙে ফেলছে! রোজালি খুব সাবধানে সিঁড়ির ধাপ ভেঙে দোতলায় উঠাচ্ছে বেলাকে।

তাহলে, ওদের নিজস্ব একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে আর এক্সরে মেশিনও আছে।

আমি মানসিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে মনে হচ্ছিল ওদের কাছে যেতে পারব না। নড়াচড়ার শক্তিও যেন চলে গেছে। আমি না পেরে দেয়ালে হেলান দিয়ে ধপ করে বসে পড়লাম। আমি ভেতরে ঢোকার পর আর দরজা লাগাই নি। সেখান দিয়ে বেশ ভালোই বাতাস আসছিল। সে বাতাস টাটকা, ভ্যাম্পায়ারের কোন গন্ধ নেই। আমি বুক ভরে শ্বাস নিলাম।

ওপরতলা থেকে এক্সরে মেশিনের শব্দ ভেসে এল। পাশাপাশি আরেকটা শব্দও শুনতে পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে কারও হালকা পায়ে নিচে নেমে আসার শব্দ। সেটা কোন ভ্যাম্পায়ার সেটা দেখার জন্য আমি মাথা তুললাম না।

'তোমার কী বালিশ লাগবে?' এলিস জানতে চাইল আমার কাছে।

'না।' আমি আস্তে করে বললাম। এখন আমাকে এত জামাই আদর করা হচ্ছে কেন,আর সময় তো পারে না বাইরে ছুড়ে দিতে।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি স্বস্তি পাচ্ছ না।' সে বোঝাতে চাইল।

'তা খানিকটা পাচ্ছি না।'

'তাহলে চলে যাচ্ছ না কেন?'

'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।' বললাম আমি। 'তুমি এখানে কেন? উপরে যাচ্ছ না।' আমি ওর দিকে ফিরে বললাম।

'মাথা ব্যথা।' সে উত্তর দিল।

এবার আমি ভালো করে ওর দিকে ফিরে বসলাম।

এমনিতে ও অনেক ছোটখাট। এখন কেন যেন আরও ছোট্ট দেখাচ্ছে। মুখে ব্যথার একটা ছাপ। কুঁচকে আছে ভ্রু।

'ভ্যাম্পায়ারদের আবার মাথাব্যথাও হয় নাকি?'

'সাধারণ ভ্যাম্পায়ারদের হয় না।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাধারণ ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু আছে নাকি।

এলিস কাধ ঝাকিয়ে বলল, 'তুমি বেলাকে ছেড়ে এখানে কি করে আছ তাই ভাবছি। বেলার কিছু হয়েছে আর তুমি পাশে নেই এমন তো কখনও দেখিনি।'

'আমিও দেখিনি।' হাতের দুটো আঙুল ওর আর আমার দিকে নির্দেশ করতে করতে বললাম, 'আমরা এই দুজনই কীভাবে নিচে আছি।'

'আমি তো আমার কারণটা বলেছিই।' ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আমার দিকে ঝুকে বলল।

'মাথা ব্যথা।' বললাম আমি।

'বেলার তোমার মাথাব্যথা জাগিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ওর সাথে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত লাগছে। আমি মাথাটা বাইরের দিকে হেলিয়ে দিলাম, যাতে করে মুক্ত বাতাস আমার ফুসফুসে প্রবেশ করে।

'আসলে বেলা নয়,' এলিস আমতা আমতা করে বলল। 'মনে হয় বাচ্চাটাই...'

এও দেখি এ্যাডওয়ার্ডের মতো কী সব ছাইপাশ বলছে।

'আমি বাচ্চাকে দেখতেও পাচ্ছি না।' যেন সে নিজের সাথেই নিজে কথা বলছে।

'আমি তোমাকে যেমন দেখতে পাই না, বাচ্চাটাকেও পাচ্ছি না।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত রাখলাম। ও কেন ওই বাচ্চাটার সাথে আমার তুলনা করতে চাচ্ছে।

'বাচ্চাটকে দেখতে গেলেই বেলাকে দেখতে পাচ্ছি। কারণ বেলার গর্ভ বাচ্চাটাকে ঘিরে আছে। ওকে সেখানে কালচে একটা জিনিসের মতো লাগছে। টিভি নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে মানুষের ছবিগুলোকে যেমন ঝাপসা দেখায় তেমন। ওকে দেখার চেষ্টা করতে করতে যেন আমার মগজ ঝোল হয়ে যাচ্ছে।'

সে কিছুক্ষণ নীরব থাকল। 'তোমার গায়ে যদিও ভেজা কুকুরের গন্ধ, তারপরও তোমার কাছে থাকার কারণে বাচ্চাটার চিন্তা একটু কম করতে হচ্ছে। মাথাটাতেও একটু স্বস্তি পাচ্ছি।'

'আপনার এমন সেবা করতে পেরে আমি ধন্য ম্যাডাম।' আস্তে করে কথাগুলো বললাম আমি।

'আমার না হয় মাথা ব্যথার কারণ আছে, তোমার কী কারণ সেটাই তো বুঝলাম না।'

হঠাৎ মনে হল যেন আগুনের হল্কা ছুটে গেল শিরদাড়া বেয়ে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে নিজের রাগ দমাতে চাইলাম।

'আমি তোমার মতো রক্তচোষা নই যে কারণ একই হবে।' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম

আমি।

'জানি না তোমার কারণ কী।'

আমি ওর কথার কোন উত্তর দিলাম না। রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এভাবেও বা কতক্ষণ থাকব। রেগে থাকাতেও যেন ক্লান্তি লাগছে।

'তুমি কিছু মনে না করলে আমি তোমার পাশে বসতে পারি, বসতে কী?' সে জানতে চাইল।

'মনে হয় হব না, গন্ধ না লাগে যেন এমন দূরত্বে থাক।'

'ধন্যবাদ।' সে বলল। 'একটা এসপিরিন না খাওয়া পর্যন্ত সারবে না মনে হচ্ছে।' টিটকারীর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল ও।

'তুমি এখানেই থাকবে। ঘুমাবে এখানে?'

সে কোন উত্তর দিল না। কিন্তু ও পরে উত্তর দিল কী দিল না সেটা আমি জানতে পারলাম না। তার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি যে আমি খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি। আর আমার সামনে বড় একটা গ্লাস ভর্তি ঠাণ্ডা পানি। গ্লাসের গা বেয়ে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরছে। আমি গ্লাসটা নিলাম, আর ঢক ঢক ঢক করে পানি খাওয়া শুরু করলাম।

খেতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল করলাম সেটা পানি নয়, সাদাটে এক ধরনের তরল। আমার নিঃশ্বাস আটকে আসল, বমি বমি ভাব লাগলো। নাক গলা সব জ্বলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে যেন।

আমার নাক এতটাই জ্বলছিল যে সেটার কারণে আমি জেগে গেলাম। আর তখনই বুঝতে পারলাম যে আমি স্বপ্নই দেখছিলাম এতক্ষণ। তবে ধাতস্ত হতে কিছুটা সময় লাগল।

আহ। কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হলো। কে যেন উচ্চস্বরে খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসিটা পরিচিত। নাক জ্বলার সাথে সে হাসিটা খাপ খাচ্ছে না। বুঝতে পারছি না তো কী ঘটছে?

আমি গুঙিয়ে উঠে পাশ ফিরলাম। আর তখনই খেয়াল হলো, কেউ বুঝি আমার মাথার নিচে পালকের নরম তুলতুলে বালিশ দিয়ে রেখেছে।

চোখ মেলে তাকালাম, আকাশ ধূসর বর্ণের হতে শুরু করেছে। তার মানে এখনও দিন আছে, কিন্তু দিনের শেষ ভাগ। সন্ধ্যা হচ্ছে।

'সময় হয়েছে।' রোজলির গলা শুনতে পেলাম।

এবার আমি বুঝতে পারলাম গন্ধটার উৎস কোথায়, যে গন্ধটা আমার স্বপ্নের মধ্যেও নাক জ্বলাচ্ছিল। গন্ধটা আসছে আসছে বালিশটা থেকেই। কেমন যেন বেকন আর সিনামনের গন্ধ। সব কিছুর সাথে ভ্যাম্পায়ারের গন্ধ মিশ্রিত।

আমি বোকা বোকা চোখে উঠে বসলাম। রুমের চারপাশে তাকালাম।

তেমন কিছু অবশ্য পরিবর্তন হয়নি। শুধু বেলাটাই বাদে। সে সোফার মধ্যে বসে আছে। এ্যাডওয়ার্ড ওর একটা হাত ধরে ওর পাশেই বসে আছে। পায়ের কাছে রোজালি। বেলার মুখটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। মনে হয় ওকে পেইন কিলার দেয়া হয়েছে।

'হেই জ্যাক, এতক্ষণে জাগলে!' সেথকেও দেখলাম সোফায় বসে আছে। ওর

হাতের প্লেটটা ভর্তি দুনিয়ার খাবার দাবার। কোলে নিয়ে বসে বসে খাচ্ছে।

কী আজব কাণ্ড!

'সে তোমাকে খুঁজতেই এসেছে।' আমি পায়ের উপর ভর দিয়ে যখন দাঁড়াচ্ছিলাম তখন এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'আর এসমে ওকে সকালের নাস্তা করার জন্য আটকে রেখেছে।'

আমার প্রতিক্রিয়া দেখে সেথ ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করল। 'হ্যাঁ জ্যাক—আমি আসলে দেখতে এসেছিলাম তুমি এখানে ঠিকঠাক আছ কি না? কারণ তুমি তো ফিরে আসোনি। লিহ্ খুব চিন্তা করছিল তোমার জন্য। তুমি তো জানোই ও কেমন টাইপের।

যাই হোক এই একগাদা খাবার খেলাম বসে বসে। শেষ করতে পারবো বলে মনে হয় না।' তারপর সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ফিরে তাকাল, 'এই যে লোকটা, তুমি তো খুব ভালো রাধো!'

'অনেক ধন্যবাদ।' এ্যাডওয়ার্ড আস্তে করে বলল।

আমি ধীরে ধীরে শ্বাস ফেললাম। সেথের হাত থেকে আমার চোখ সরছে না।

'বেলার সর্দি হয়েছে।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে বলল।

ঠিক হয়েছে। এটা আমার মাথা ঘামানোর মতো বিষয় নয়। সে এখন আর আমার নয়।

সেথ এ্যাডওয়ার্ডের মন্তব্য শুনতে পল। সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর ওর দু' হাতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল খাবারের কাজে। আমি সোফার কাছ থেকে সরে আসলাম।

'লিহ্ পেট্রলের ওখানে...দৌড়াচ্ছে?' আমি সেথকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার গলার মধ্যে তখনও ঝিমানোর একটা ভাব।

'হ্যাঁ।' সেথ খাবার চাবাতে চাবাতে বলল। সেথ নতুন কাপড়ও পেয়েছে। আমার যেমন ফিট করেছে তারও চেয়ে ওর গায়ে বেশি ফিট হয়েছে।

'সে ওখানেই আছে। চিন্তা করো না। আমরা সারারাত ওখানে টহল দিয়েছি। আমি তো প্রায় বারো ঘন্টা দৌড়েছি। মধ্যরাতে।'

'মধ্যরাতে। একটু...একটু দাঁড়াও। এখন তাহলে সময় কত?'

'একেবারে ভোর।' সে জানালার দিকে তাকিয়ে বলল।

বাপরে বাপ। আমি সারাদিন আর সারারাত ঘুমিয়েছি। কেমন ঘুম ঘুমালাম!

'যাক গে। আমার কাণ্ডের জন্য আমি দুঃখিত সেথ। সত্যি, তোমার উচিত ছিল একটা লাথি মেরে আমাকে জাগিয়ে দেয়া।'

'কী বল না বল। তোমার সত্যি একটা বড়সড় ঘুম দেয়ার দরকার। তুমি কখন থেকে ঘুমাওনি তোমার মনে আছে? স্যামের কারণে পাহারা দিয়েছিলে। সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা। না, পঞ্চাশ ঘণ্টাও হতে পারে। তুমি তো কোন মেশিন নও, জ্যাক। তাছাড়া তুমি তো এমন কিছু মিস করনি।'

কিছুই না? আমি ঝট করে বেলার দিকে তাকালাম। যতদূর মনে পড়ে ওর গায়ের রঙ কেমন হলদেটে বাদামি হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সেটা বদলে গেছে। ঠোঁটের রঙ ফিরে এসেছে। চুলেরও মনে হচ্ছে উজ্জলতা ফিরে এসেছে। সে আমার দিকে

বিব্রতের একটা হাসি দিল।

'তোমার পাঁজরের কী অবস্থা?' আমি জানতে চাইলাম।

'ভালো। এখন তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

'আজ নাশতা কী?' আমি জানতে চাইলাম। 'ও নেগেটিভ নাকি এবি পজেটিভ?'

সে জিভ দিয়ে টাক টাক করে শব্দ করল। বলল, 'ওমলেট।'

'সকালের নাশতা খেয়ে নাও জ্যাক। রান্নাঘরে প্রচুর পরিমাণে আছে। তোমার সব খালি করে ফেলতে ইচ্ছে করবে।'

আমি ওর কোলে রাখা খাবার ভালো করে দেখতে লাগলাম। চিজ ওমলেট আর বেশ বড়সড় সাইজের সিনামোন রোলের এক চতুর্থাংশ। ওসব দেখে আমার পেটের মধ্যে ছুচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সেটাকে পাত্তাই দিলাম না।

'এই, লিহ সকালে কী খেয়েছে?' আমি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইলাম।

'শোন, আমি ওর জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম, আমি নিজে খাওয়ার আগেই।' সে যেন আগে ভাগে নিজেকে বাঁচাতে চাইল। 'কিন্তু সে বলেছে দরকার হলে সে প্রাণী শিকার করবে কিন্তু তাও সে ওই খাবার খাবে না। কিন্তু এটা করে যে কত বড় মিস করেছে সে নিজেও জানে না। আহ্, এই ঢাউস সাইজের সিনামোন রোলগুলো...' তৃপ্তিতে ওর চোখ বুজে এল। কথা শেষ করতে পারল না।

'আমি ওর সাথে শিকার করতে যাব।' আমি বললাম।

সেথ আমার এই কথা শুনে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাততাড়ি গুটানোর ফয়সালা করল।

'একটু অপেক্ষা কর জ্যাকব।'

কার্লিসলই বললেন কথাটা। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

'জ্বি?'

তিনি এগিয়ে আসতে গিয়েও তার আর আমার মধ্যে কয়েক ফিট দূরত্ব রাখলেন, যাতে করে আমার কাছে ভ্যাম্পায়ার জাতীয় দুগর্ন্ধ না লাগে। আর মানুষের মতো দূরত্ব নিয়েও যাতে কথা বলা যায়।

'শিকারের কথা বললে,' তিনি শান্ত সৌম্য গলায় বলতে শুরু করলেন। 'এটা আসলে আমার পরিবারের একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। এক জায়গায় শিকার করতে গেলে দেখা যাবে তোমাদের আমার আর আমাদের মধ্যে হয়তো এ নিয়েই বিরোধ বেধে যাবে। আমি চাই না তোমাদের দলের কেউ বা আমাদের দলের কেউ এই তুচ্ছ কারণ নিয়ে আহত হোক। এজন্য আমি তোমার উপদেশ চাইছি। তুমি তো এখন আমাদের আতিথ্যে, তোমার কী করার ইচ্ছা?'

আমি মৃদু পায়চারী করলাম। খানিকটা অবাকও হয়েছি। ওদের জাকজমকপূর্ণ আতিথ্য নিয়ে কী হয়েছে? আর স্যামকেও তো আমি চিনি।

'এটা একটা রিস্ক।' আমি বললাম। আমি না দেখেও বুঝতে পারছিলাম সে ঘরে বাকি যতগুলো চোখ ছিল সব কটি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি সে দিকে পাত্তা দিলাম না। যার সাথে কথা বলছি তার দিকেই তাকালাম। তার সাথেই কথা বললাম।

'স্যাম হয়তো আপাতত ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু ওকে তো আমি চিনি, ওর মাথা থেকে চুক্তির ভূত এত সহজে নামবে না। ওর কারণে আর সবাই তো বটেই এমন কি

মানুষেরাও পর্যন্ত রিস্কে থাকতে পারে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা যদি আসে, মানে বুজতেই তো পারছেন আমি কিসের কথা বলতে চাচ্ছি। সে লা পুশকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছে। সে চায়না শিকারীর দর এসে ওর কাজে ব্যঘাত ঘটাক। কিন্তু সে আবার ঘরের কাছেও থাকতে চাচ্ছে।'

কার্লিসল চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম এই পরিস্থিতিতে আপনাদের দিনের বেলায় যাওয়া উচিত।' আমি বললাম, 'কারণ আমরা রাতেই বেশি শিকার করি। আর আপনাদের তো দ্রুততা অনেক বেশি— আপনারা পাহাড়ের ওদিকে চলে যাচ্ছেন না কেন। স্যাম অত দূরে কাউকে খবর নিতে পাঠাতে পারবে না। কারণ বাড়ি থেকে অনেক বেশি দূর হয়ে যাবে।'

'আর এখানে বেলাকে অরক্ষিত রেখে যাই আর কি?'

আমি ফুসে উঠলাম, 'কেন, আমরা কী এখানে ঘোড়ার ঘাস কাটবো?'

কার্লিসল আমার কথা শুনে খুক করে হেসে ফেললেন, তারপর আবারও চেহারাটাকে বেশ সিরিয়াস করলেন।

'জ্যাকব, তুমি তোমার ভাইয়েদের সাথে লড়তে পারবে?'

আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

'আমি সে কথা বলছি না। যদি এমন হয় যে ওরা বেলাকে খুন করতে আসে— তাহলে তো আমি ছেড়ে কথা বলব না। সে যেই হোক না কেন।'

কার্লিসল চিন্তিত ভঙ্গিতে আবারও মাথা নাড়লেন।

'আমি আসলে এটা বোঝাতে চাইনি জ্যাকব যে তুমি... পারবে না। কিন্তু সেটা তো খুব খারাপ একটা ব্যাপার হয়ে যায়। আমার বিচার বুদ্ধি বলছে সেরকম করতে দেয়া উচিত হবে না।

'ব্যাপারটা আমাদের বিষয় নয়, সম্পূর্ণ আমার বিষয়,' বললাম আমি, 'আর সে রকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে আমাকে এটা করতেই হবে।'

'না জ্যাকব। এতটা করা উচিত হবে না।' তারপর তিনি একটু চিন্তা করে বললেন। 'আমরা বরং তিনজন—তিনজন করেই যাই।'

'এটাই আসলে ভালো হবে।'

'আমি সেটা জানি, কিন্তু মাঝখানে বিভক্ত করাটা কোন ভালো কৌশল হতে পারে না। লোকবলের অভাবে যদি কোন বিপদ হয়?'

'আমাদের সে ব্যাপারে এ্যাডওয়ার্ড সাহায্য করবে। সেই বাকি দুজনকে কয়েক মাইল পর্যন্ত নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে।'

আমি আর সেথ দুজনেই এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। সেও কার্লিসলের দিকে তাকাল।

'আমার মনে হয় আরেকটা পথও আছে।' কার্লিসল বললেন। তিনি আসলে কথাটা বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন এ্যাডওয়ার্ডকে শারীরিক কোন শক্তি প্রয়োগের জন্য এখান থেকে না গেলেও চলবে, সে বরং এখানেই বেলার সাথে থাকতে পারে।

'এলিস আগে থেকে দেখুক পরিকল্পনায় কোন খাদ আছে কি না, বা আর কোন নতুন পরিকল্পনা নেয়া যাবে কি না?'

'একটা অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি।' এলিস বলল, 'সোজা।'

এ্যাডওয়ার্ডকে মনে হলো এলিসের কথা শুনে খানিকটা হতাশ হয়েছে। বেলাও টেনশান মাখা চোখে ওর দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে তাহলে' আমি বললাম। 'এটাই ঠিক হল, আমিই আমার মতো করে পথ এগোবো। সেথ, তুমি এখানে কোথাও ঘুমিয়ে নিও। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয় জ্যাক। আমি খুব দ্রুতই সেটা করব, যদি না... সে বেলার দিকে তাকাল, 'তোমার কী আমাকে দরকার?'

'ওর এখন দরকার কম্বল, তোমাকে না।' আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম।

'আমি ভালো আছি সেথ, তোমাকে ধন্যবাদ।' বেলা তাড়াতাড়ি বলল।

আমি এসমের আসার শব্দ শুনতে পেলাম। দেখলামও তাই। তিনি এক প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে এদিকেই আসছেন।

কিন্তু এগিয়ে এলেও কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়ালেন। কী বলবেন যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। লজ্জা মাখা গলায় তিনি বললেন, 'জ্যাকব, আমি জানি আমাদের তৈরি খাবার তোমার কাছে স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগবে না, আর তুমি এখানে খেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে না। কিন্তু তবুও আমি খুশি হব যদি তুমি এই প্লেট থেকে কিছুটা খাবার খাও। আমার খুব ভালো লাগবে। আমি জানি আমাদের কারণে তুমি বাড়িও ফিরে যেতে পারবে না। এটুকু প্রায়শ্চিত আমার হবে।'

আমি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

'ওহ্! নিশ্চয় নিশ্চয়! আর আমার মনে হয় লিহও নিশ্চয় ক্ষুধার্ত এখন।'

আমি হাত বাড়িয়ে যতটা সম্ভব খাবার নিয়ে নিলাম। পরে কোন গাছের নিচে পুতে ফেললে চলবে। আমি এ খাবার নিয়ে লিহ এর মনে কষ্ট দিতে চাই না।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। সে তো আবার মন পড়ুয়া! তাই আমি মনে মনে কথা বলতে লাগলাম যাতে করে সে বুঝে নেয়।

এসমেকে কিছু বলো না যেন! এমন ভান করো যেন সত্যি আমি তার খাবারগুলো খেয়েছি।

রক্তচোষাটা আমার কথা বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দিল।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জ্যাকব।' এসমে বললেন। মনে হলো তিনি এতটাই খুশি হয়েছেন যে খুশির চোটে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবেন।

'আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।' আমি খেয়াল করলাম আমার মুখটা তেতে গরম হয়ে গেছে।

'তুমি কী আবার ফিরে আসবে জ্যাক?' আমি চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই বেলা বলে উঠল।

'উম...সেটা তো ঠিক বলতে পারছি না।'

বেলা দাঁত দিয়ে ওর ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'চলে এসো। আমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

আমি ওর কথার উত্তর দিব কীভাবে বুঝলাম না। শুধু বললাম, 'দেখি চেষ্টা করে।'

'জ্যাকব?' এসমে আমাকে থামালেন।

'জ্যাকব, আমি পোর্চের কাছে লিহ এর জন্য কিছু পোশাক রেখে দিয়েছি। তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে পোশাকগুলো নিয়ে যেও।'

খেয়াল করলাম সেগুলো পরিষ্কার করে ধোয়া। কিন্তু তারপরও ভ্যাম্পায়ারদের গন্ধও তো লেগে আছে।

'নিশ্চয়।' আমি বিড়বিড় করলাম। তারপর আর সেখানে অপেক্ষা করলাম না। পাছে কেউ আবার আমাকে আর কিছু দেয়ার জন্য থামায়। এক দৌড়ে আমি কুলিনদের বাড়ির সীমানা পেরুতে চাইলাম।

পনেরো

'হেই জ্যাক, ভেবেছিলাম সন্ধ্যায় তুমি আমাকে ডাকতে এসেছিলে। তুমি লিহকে বলোনি কেন, সে আমাকে ডেকে দিত।'

'কারণ ভাবলাম তোমাকে লাগবে না। আমি তো ভালোই আছি।'

'কোনকিছুর জন্য?'

'না। তেমন কিছুর জন্যও নয়।'

'তোমাকে ছোটখাট কোন সাহায্য করা লাগবে?'

'হ্যাঁ। আসলে আমি কিছুদূরে দৌড়ে যেতে চাই। জানোই তো বোধহয়। কুলিনরা শিকারের দিকে যাচ্ছে বোধহয়...'

'বেশ ভালোই। যাবে নাকি সেদিকে?'

সেথ নাক বরাবর সোজা চলতে লাগল। ওর সাথে দৌড়াতে গিয়ে আমাকে বেগ পেতে হলো না। তবে ও লিহ এর মতোই ভালো দৌড়ায়।

মনে হয় আমাদের সোজা পশ্চিমে চলে যাওয়া উচিত? সেথ পরামর্শ দিল আরও গভীরের দিকে যেতে। হতে পারে সেখানেই ওরা আছে।

আমারও কেন যেন সেরকমই মনে হচ্ছে। আমিও ওর কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

ওদিকেই যাওয়া উচিত।

লিহ এর সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে। ওর খাবার আর জামা-কাপড় সব নদীর তলায়। আমি সেগুলো ওকে দিয়ে ওর মুড নষ্ট করতে চাই না। এর চেয়ে ওর সাথে শিকারই করব। যদিও লিহ কাঁচা মাংস খেতে খুব একটা পছন্দ করে না। সেদিন ছোটখাট একটা এলক ওর তৃপ্তি জোগাতে পারে নি।

আমার মাথায় আরও একটা চিন্তা কাজ করছিল। কুলিনরা যদি এখন শিকারে বের হয়েও থাকে তাহলে আমাদের উচিত ওর আশপাশে পাহারায় থাকা।

'একই সময়ে পাহারাও দিতে হচ্ছে আবার বেলার নিরাপত্তার কথাও চিন্তা করতে হচ্ছে।'

'ওহ, আমি তো এরই মধ্যে এ্যাডওয়ার্ডকে সে কথা জিজ্ঞেস করেছি।'

'কী?' আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

'আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কেন তারা বেলাকে তানিয়া বা সে রকম কাছের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আসছে না কেন। অতদূর তো স্যাম যাবে না। আচ্ছা? তারা কী

বলতে চায়?'

'না, তারা এ জায়গা ছেড়ে যাবে না।'

'এটা তো কোন ভালো কথা হলো না।'

''কেন নয়, তুমিও তো দেখি উল্টা পাল্টা বকছ।'

'আসলে।' সেথ গলায় অন্য রকম সুর এনে বলল, 'কার্লিসলের এখানে যেমন মেডিকেল যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। আর বেলার কেয়ার নেয়ার জন্য সেগুলোর সবগুলোই দরকার। যে কারণে তারা শিকারের ব্যাপারটায় মাথা ঘামাচ্ছে। আর বেলার জন্য তো ও নেগেটিভ রক্ত জমা করার প্রয়োজন হচ্ছে। কার্লিসল তো উল্টো ভাবছেন রক্ত কিনবেন। তুমি তখনই রক্ত কিনতে জানবে যদি তুমি নিজে ডাক্তার হও।'

'পাগলের মতো কথা বলো না। রক্ত আনাটা ওদের কাছে কোন ব্যাপারই না। ওরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারে, যা ইচ্ছে আনতে পারে।' বললাম আমি

'এ্যাডওয়ার্ড চায় না বেলাকে কোন কারণ বেশি নড়াচড়া করাতে।'

'সে আগে যেমন ছিল এখন তার চাইতেও ভালো আছে।'

'সিরিয়াসলি বলছি,' সেথ বলল। 'আচ্ছা, একটা ব্যাপার ভেবে দেখ, যে বাচ্চা সে পেটে ধরেছে সেই কিনা এত জোরে লাথি মারছে যে ওর পাঁজর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাহলে সেটা কেমন টাইপের মানুষের বাচ্চা।' সেথ এখন পুরোপুরি সংবাদ পরিবেশকের মতো কথা বলছে।

'তারপর থেকে বেলার জ্বর। কার্লিসল বুঝতে পারছেন না কী করবেন এখন। বেলার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে।'

'কিন্তু তারপরও তো ওর মুড ভালো ছিল। সে জানতো আমি এসব ব্যাপারে কৌতুহলি, কিন্তু এ নিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করিনি ওকে। আর মনে হচ্ছে আজই ওর জ্বর ভালো হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ। তবে আমার মনে হচ্ছে জ্বরের ব্যাপারটা একটা কাকতালীয় ঘটনা।'

'তারপরও সে ভালো মুডে ছিল, তার বাবার সাথে সহজভাবে গল্প করছিল—

'কী বললে? চার্লি? মানে তুমি বলতে চাচ্ছ চার্লির সাথে সে কথা বলছিল?!'

এবার সেথ নিজেই কিছুটা থমকাল। আর আমার অবাক হওয়াটাও ওকে চমকে দিল। আমি ধারণা করে নিলাম সে ফোনে ওর বাবার সাথে কথা বলেছে। মাঝ মাঝে ওর মা রেনেও ফোনে বেলার সাথে কথা বলে।

চার্লিকে আমার বলা উচিত যে পেটের বাচ্চাটা যে হারে ওকে কষ্ট দিচ্ছে তাতে করে যেন তারা খারাপ কোন সংবাদ শোনার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রাখেন। মনে মনে বললাম কথাগুলো।

সে কখনও মরতে পারে না, সেথও নীরবে ভাবল।

আমি লম্বা করে একটা শ্বাস নিলাম। নিজেকে শান্ত করতে চাইলাম।

নীরবে বেশ কিছু দূর দৌড়ে চললাম।

'আমাদের মনে হয় আর বেশিদূর যাওয়া উচিত হবে না।'

'কেন?' অবাক হয়ে বললাম আমি।

'মনে হচ্ছে বেলা খুব করে চাচ্ছে তুমি যেন ওদের বাড়িতে ফিরে যাও।'

আমি দাঁতে দাঁত ঘষলাম।

'এলিসও তোমাকে চাচ্ছে। বাদুড় যেমন গাছে ঝুলে থাকে, তেমনি সে দরজার কাছে তোমার অপেক্ষায় ঝুলে আছে।' খিক খিক করে হাসল সেথ। 'আমি এর আগে এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কথোপকথনের চেষ্টা করেছিলাম। বেলার শরীরের তাপমাত্রা একেক সময় একেক রকম দেখাচ্ছে। যাই হোক তুমি যদি যেতে না চাও তাহলে আমিই—'

'না। আমি যাব।' আমি সেথকে থামিয়ে দিয়ে বললাম।

'ঠিক আছে।' সেথ আর বেশি কথা বাড়াল না। আমিও এলাকাটার প্রতি মনোযোগী হলাম। সেথের সাথে বেশকিছুক্ষণ ধরে দৌড়ে চললাম।

এরপর ফেরার জন্য পথ ঘুরলাম। আমার যতদূর মনে হচ্ছে এটা একটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। এমন করার কোন দরকারই ছিল না। নিজেকে কেমন যেন বলদ বলে মনে হচ্ছে।

আমার মনের কথা টের পেয়ে সেথ বলল, তোমার উল্টা্পাল্টা চিন্তা করে কোন লাভ নেই। এটা কোন ভালো অবস্থা নয়।

'চুপ করবে প্লিজ, সেথ।'

'চুপ করলাম।'

এবার আমি সে বাড়িতে ঢোকার জন্য কোন রকমের দ্বিধা করলাম না। যেন সেটা আমার নিজেরই বাড়ি এ রকম মনে হচ্ছিল আমার।

ভেতরে ঢুকে রোজালি বা বেলা কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমার বুকের ভেতর দ্রিম দ্রিম করে বাজনা বেজে উঠল। কোন অজনা আশঙ্কায় আপনিতেই মনটা কেমন করে উঠল।

'সে ভালোই আছে।' একপাশ থেকে এ্যাডওয়ার্ড বলে উঠল। 'অথবা বলতে পার সে আগের মতোই আছে।'

এ্যাডওয়ার্ড মুখে হাত দিয়ে সোফায় বসে আছে। কথা বলার সময় সে মুখ তুলে তাকাল না। এসমে ওর সাথে বসে আছেন। উনার হাত এ্যাডওয়ার্ডে ঘাড়ে রাখা।

'হ্যাঁলো জ্যাকব।' তিনি বললেন 'তুমি ফিরে এসেছ দেখে আমার খুব ভালো লাগছে।'

'আমিও।' এলিস সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কোন একটা এপয়েন্টমেন্টে সে আসতে দেরি করে ফেলেছে।

'এই যে এলিস।' আমি যথা সম্ভব নিজেকে ভদ্র রাখার চেষ্টা করলাম।

'বেলা কোথায়?'

'বাথরুমে।' এলিস বলল আমাকে।

'ও আচ্ছা।'

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, পা ঠুকতে লাগলাম মেঝেতে।

'ওহ, চমৎকার।' রোজালি সিঁড়ির ওপাশ থেকে বেলাকে আকড়ে ধরে সাবধানে ধরে আনতে আনতে বলল।

'আমার নাকে বাজে কী একটার গন্ধ আসছিল, তখনই বুঝতে পারছিলাম এটা এখানে।' ঠোঁট বাকিয়ে কথাগুলো বলল রোজালি।

আমি ওর কথা গায়ে মাখলাম না। বেলাকে দেখতে থাকলাম। আমাকে দেখে সে হেসে ফেলল। ওকে দেখে মনে হচ্ছে খ্রিসমাসের ভোরে ওঠা ছোট্ট শিশু। আমি ওর জন্য বড় কোন উপহার নিয়ে এসেছি।

'জ্যাকব,' সে বলল। 'তুমি এসেছ?'

'হাই বেলস।'

এসমে আর এ্যাডওয়ার্ড দুজনই সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। কী ভীষণ সাবধানে যে ওরা সবাই মিলে বেলাকে সোফায় বসাল। বেলা সাবধানে নিঃশ্বাস আটকে রেখে বসল।

'তোমার শীত লাগছে?' এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল।

'আমি ভালোই আছি।'

'বেলা, তুমি কী জানো কার্লিসল তোমাকে কী বলেছেন।' রোজালি বলল। 'কোন কিছু অবহেলা না করতে। আর এটা তোমার যত্ন নিতেও সাহায্য করবে।'

'ঠিক আছে। বলছি। আমি আসলে... আমার খানিকটা শীত শীত লাগছে। এ্যাডওয়ার্ড, তুমি কী আমাকে কম্বলটা একটু এনে দেবে।'

'আমি থাকতে তা লাগবে কেন?' আমি নাকী শব্দ করে বললাম।

'কী বল, তুমি এইমাত্র কত কষ্ট করে বাইরে থেকে এলে,' বেলা বলল। 'দৌড়াতে হয়েছে কত। তোমার অন্তত কিছু সময় রেস্ট করা উচিত।'

আমি ওর কথায় পাত্তা দিলাম না। ও কথাগুলো বলার ফাঁকেই আমি ওর পাশে বসলাম। ওকে কীভাবে ধরব কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তাও আমি আলতো করে ওর পাশে হাত রাখলাম। জানি না এতে ওর ঠাণ্ডা লাগা কমবে কি না?

'ধন্যবাদ জ্যাক।' সে বলল, বলতে বলতেই আরেকবার কেঁপে উঠল।

'হুম।' আমি বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড বেলার পায়ের কাছে বসল। ওর চোখ সব সময়ই বেলার মুখের ওপর।

আশা করাটা ঠিক হবে না, তবুও পেটের মধ্যে খিদে মোচড় দিতেই আমার দুপুরের খাবারের কথাটা মনে হল।

'রোজালি, তুমি রান্নাঘর থেকে জ্যাকবকে একটু খাবার এনে দিতে পারছ না?' এলিস রোজালির উদ্দেশে বলল, যদিও ওকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। সোফার আড়ালে বসে আছে।

যেখান থেকে এলিসের এই কথাগুলো ভেসে আসল সেদিকে রোজালি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এলিস যে এমন কথা বলতে পারে সেটা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'যাই হোক, বলার জন্য ধন্যবাদ এলিস। আমি আসলে ওই সোনালী চুলোর হাতে ছোঁয়া জিনিস খেতে চাচ্ছি না। আমি বেট ধরে বলতে পারি, আমার পেটে সেগুলো হজম হবে না।'

'রোজালি আতিথেয়তার এমন ঘাটতে দেখলে অসন্তুষ্ট হবেন। সেটা নিশ্চয় সে হতে দেবে না।'

'অবশ্যই না।' মধুর স্বরে কথাগুলো বলল রোজালি। তারপর সে বাতাসের গতিতে ঝট করে ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে।

এ্যাডওয়ার্ড কি বুঝলো কী জানে বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'ও খাবারে কোন বিষ টিষ দিয়ে থাকলে তুমি আমাকে আগে থেকে বলে দিও।' আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বললাম কথাগুলো।

'হ্যাঁ, বলব।' ও কথা দিল।

অনেক কারণেই আমি ওর কথা এখন বিশ্বাস করি।

রান্নাঘর থেকে নানা রকমের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। যান্ত্রিক শব্দও ভেসে আসতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলল।

তারপর যেমন ঝড়ের গতিতে রোজালি রান্নাঘরে ছুটে গিয়েছিল তেমন ঝড়ের গতিতেই সে রান্না ঘর থেকে ফিরে আসল। ওর হাতে একটা সিলভার রঙের বোল। সে সেটা মেঝেতে রেখে বলল, 'খাবার উপভোগ কর মংগ্রেল কুকুর।'

আমি খাবারের বোলটার দিকে তাকালাম। সেটার শেপ খানিকটা কুকুরকে খাবার দেওয়া হয় যেমন বোলে তেমনটাই। ওর এই চাতুর্য দেখে আমি সত্যি অবাক হলাম।

খাবারটা অবশ্য অনেক ভালো দেখাচ্ছিল।

'ধন্যবাদ সোনালী চুল ওয়ালী।'

সে হুহ টাইপের শব্দ করল।

তারপর আমার দিকে মুখ ঝামটা মার্কা দৃষ্টিতে চেয়ে টিভির দিকে ফেরানো যে আর্মচেয়ার আছে সেটাতে বসে পড়ল।

যত যাই হোক খাবারটা ভালোই ছিল। যদিও খাওয়ার সময় বাতাসে ভ্যাম্পায়ারের একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাও খেতে মন্দ হয়নি। বলতে গেলে, আমি এমনটাই খাবার মনে মনে আশা করছিলাম।

খাবার শেষ করার পরও মনে হয়েছিল আরেকটু চেটেপুটে খাই। তারপরও রোজালিকে ক্ষেপানোর জন্য আমি মনে মনে আরও কিছু ভাবছিলাম বলব বলে, তখনই খেয়াল করলাম আমার ঘাড়ে বেলার পরশ। ওর আঙুল স্পর্শ করেছে আমার ঘাড়ের কাছের চুলগুলো।

'তোমার তো দেখি চুল কাটার সময় হয়েছে।' বলল সে।

'তুমি আগের চেয়ে লোমশও হয়েছ মনে হচ্ছে। হতে পারে—'

'এখানে কেউ একজন মনে হয় প্যারিসের বিখ্যাত সেলুনে নাপিতের কাজ করতো।'

'সম্ভবত।' ঠোঁট টিপে হেসে বলল বেলা।

সে সত্যি সত্যি অফার করার আগেই আমি বললাম, 'না। দরকার হবে না। আমি এভাবে আরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বেশ ভালো থাকব।'

আমি আরেকটা ব্যাপার ওকে বলব বলব ভাবছিলাম, কীভাবে বলব বুঝতে না পেরে শেষমেষ নিজের মতো করে বললাম, 'তাহলে...উম...তোমার ডেটটা কত। না মানে আমি বলতে চাচ্ছি ছোট্ট দানবটা আসতে আর কতদিন লাগবে?'

ও আমার প্রশ্নে ধরন শুনে এতটাই চমকে উঠল যে মুখে কিছু বলতে পারল না।

'আমি সিরিয়াসলি জানতে চাইছি,' বললাম ওকে। 'আমাকে আর কত দিন এখানে থাতে হবে?'

আর কতদিন তুমি এখানে থাকবে এই প্রশ্নটাও করব বলে ওর দিকে ঘুরে তাকালাম, দেখলাম ওর চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

'আমি জানি না।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'আসল ডেটটা কখন জানা নেই।

আমাদের কাছে নয় মাসের একটা মডেল অবশ্য আছে, আর আল্ট্রা সাউন্ডের ধার দিয়ে তো যাচ্ছি না তাই বলতে পারছি না। কার্লিসল আমার শরীর বাড়ার উচ্চতা মেপে সময় বের করেছেন। চল্লিশ সেন্টিমিটার যখন উচ্চতা হবে—'

বেলা ওর ফুলে ওঠা পেটের উপর আঙুল বুলাতে বুলাতে বলল। 'বাচ্চাটার পরিপূর্ণতা হবে তখনই। প্রতি সপ্তাহে এক সেন্টিমিটার করে বাড়ে। আমার এখন ত্রিশ সেন্টিমিটার।'

চল্লিশ হতে গেলে ওর আর কত সময় লাগবে? আমার সময়টা নির্ণয় করতে এক মিনিট লেগে গেল।

'তুমি কী ঠিক আছ? সে জনতে চাইল।

আমি মাথা নাড়লাম। কী বলব বুঝে উঠতে পারলাম না।

তবে আমি যে আসলে কী ভাবছিলাম সেটা এ্যাডওয়ার্ড ঠিকই বুঝতে পারছিল। এজন্য ওর নম্র মুখটা আবার বদলে গিয়ে রাগী চেহারায় রূপ নিল।

হিসেব মতে দাঁড়াচ্ছে আর চারদিন আছে বাকি।

বেলা আমার চিবুকে ওর হাতের পরশ বুলিয়ে দিল। ও যে জায়গাটায় হাত বুলাল সেটা কিছুটা ভেঁজা ছিল।

'সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলল সে।

'ঠিক।' আমি আস্তে করে উত্তর দিলাম।

বেলা আমার হাত আঁকড়ে ধরে আমার কাধে মাথা রাখতে রাখতে বলল, 'তুমি যে আসবে আমি ভাবতেই পারিনি, সেথ অবশ্য বলছিল, এ্যাডওয়ার্ডও বলছিল যে তুমি আসবে। কিন্তু আমি ওদের কারো কথাই প্রথমে বিশ্বাস করিনি।'

'কেন করনি?' আমি জানতে চাইলাম।

'তুমি এখানে থেকে মোটেও ভালো বোধ করছ না। কিন্তু যাই তুমি দেখ ঠিকই আসছো।

'কারণ তুমি চাও আমি এখানে থাকি।'

'আমি জানি। কিন্তু তোমার এখানে না থাকলেও চলবে। আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।

এক মিনিট নীরবতায় কেটে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড সোফায় হেরান দিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকল। রোজালি সেখানে একটার পর একটা চ্যানেল শুধূ পাল্টেই যাচ্ছে।

'এখানে আসার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ' বেলা ফিসফিসিয়ে বলল।

'আমি তোমাকে আরেক জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারি?' আমি জানতে চাইলাম।

'নিশ্চয়।'

এ্যাডওয়ার্ড এবার আমার মুখে দিকে পর্যন্ত তাকাল না, কারণ সে জানেই আমি কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। কিন্তু সে আমাকে বোকা বানাল না।

তাই প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করেই ফেললাম।

'তুমি আমাকেই কেন চাও যে আমি এখানে থাকি। সেথও তো তোমাকে উষ্ণ রাখতে পারে। লক্ষী একটা ছেলে। সে এ কাজটা করতে পারলে নিজেই খুশি হতো। আর তাছাড়া আমি যখন দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করি, তখন তোমার হাসিমুখটা দেখলে

মনে হয় আমার মতো কেউ যেন এই সারা পৃথিবীতেই নেই।'

'তুমি তাদের একজন।'

'এটা কোন উত্তর হলো না।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ।' আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। 'স্যরি।'

'কী কারণে? তুমি তো এখনও কিছু বলাই শুরু করনি।'

এ্যাডওয়ার্ড টিভির স্ক্রিন ছেড়ে এবার জানালার বাইরে উদাসীন দৃষ্টি মেলে দিল।

'তখন আমার মনে হয়... পরিপূর্ণ... আমার পরিবার পরিপূর্ণ হয়। আসলে আমার এতবড় পরিবার আগে কখনও ছিল না। এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার।' বলেই সে হেসে ফেলল। 'আসলে তুমি না থাকলে আমার ভালো লাগে না।'

'আমি কখনই তোমার পরিবারের অংশ হতে পারি না বেলা।'

'তুমি সব সময়ই আমার পরিবারের অংশ ছিলে।' সে দ্বিমত দিল।

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'এটা ফালতু উত্তর হল।'

'তাহলে ভালোটা কোনটা?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'দেখ জ্যাকব, সে এখন সারাদিনর ধকলের পর অনেক ক্লান্ত থাকে। ওর বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়ার নির্দেশ, তাও সে তোমার জন্য অপেক্ষা করে জেগে থাকে।'

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম না।

'সেথ বলছিল দানবটা বেলার আরেকটা পাঁজরের হাড় ভেঙেছে।'

'হ্যাঁ। এ কারণে বেলার শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।'

'বেশ।'

বেলার প্রথম বাচ্চা হবে, যদিও দানব বাচ্চাটাকে জন্ম দিতে গিয়ে বেলা বেঁচে থাকবে কিনা সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তারপরও চার্লিকে তো এমন একটা ব্যাপারে থাকতে বলা উচিত।

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল। 'কিন্তু সেটা ভালো কোন আইডিয়া হলো না।'

ভাগ্যিস বেলা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই এ্যাডওয়ার্ডের সাথে খোলাখুলি এই নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

'বেলা এই টেনশান নিয়ে চলতে পারবে না।'

'তাহলে এটাই ভালো হবে যদি—'

'না। কিছুই ভালো হবে না।' সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল। 'আমি বেলার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করব না। যদি বেলা চায় যে ওর বাবা উপস্থিত থাকবে তাহলে তিনি থাকবেন। আর যদি চায় তিনি উপস্থিত থাকবেন না তাহলে আমরা তাকে জানাব না। পরে জানাব।'

'কিন্তু তখন তো বেলা থাকবে না।'

'কেন থাকবে না, তুমি কী বলতে চাচ্ছ!' রেগে উঠল এ্যাডওয়ার্ড। 'সে অবশ্যই বেঁচে থাকবে।'

'কিন্তু মানুষ হয়ে তো নয়

তা নয়। কিন্তু চার্লিকে তো সে আবার দেখতে পাবে।'

'চার্লি দেখবে,' আমি শেষ পর্যন্ত না পেরে ওর মুখের দিকে তাকালাম। 'চার্লি দেখবে এমন বেলাকে যার চোখের রঙ উজ্জল লাল। দেখ আমি ভ্যাম্পায়ার নই। আর ভ্যাম্পায়ারের মতো হলে আমাকে অবাক করবে না। কিন্তু চার্লি কী অবাক হবেন না?

এ্যাডওয়ার্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'এক বছরের আগে তাকে কিছু বলব না। তাকে বলব বেলার স্পেশাল কেয়ার নেয়ার জন্য ওকে বিশ্বের সেরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা ফোনেই না হয় যোগাযোগ রাখব।'

'ব্যাপারটা কী পাপবোধ জাগাবে না?'

'হ্যাঁ। জাগাবে।'

'চার্লি এতটা বোকা নন। সে যদি তাকে খুনও না করে তারপরও কী তিনি বেলার মধ্যে পরিবর্তন দেখবে না? বুঝতে পারবে না সে একটা মানুষ নয়, ভ্যাম্পায়ারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে?'

'সে ওই সময় একটু সাবধানে থাকবে।'

আমি ওকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়ার জন্য চুপ করে তাকিয়ে থাকলাম।

'ওর বয়স আর বাড়বে না, সে নির্দিষ্ট একটা বয়সে আটকে থাকবে, এটা মনে হয় চার্লিকে বেশি মাথা ঘামাতে দেবে না।' বলেই সে একটু মুচকি হাসল। 'তোমার নিজেরও কী মনে পড়ে, শেষ যখন তুমি নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়েছিলে তারপর তিনি তোমাকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন কি না? তিনি কী কিছু আচ করতে পেরেছিলেন?'

আমার খোলা আঙুলগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল, 'বেলা তোমাদের এসব বলেছে?'

'হ্যাঁ। নিজের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য। সে চায় চার্লিকে ওর সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে না জানাতে। এটা তার জন্য খুবই খারাপ হবে। অবশ্য তিনি অনেক স্মার্ট আর সাহসী একজন।

বেলা মনে করছে তাকে আমরাই এক সময় নিজেদের মতো করে বোঝাব। ওর ধারণা কিছু না বুঝে পাছে আবার তিনি ভুল বোঝেন।' এ্যাডওয়ার্ড বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'পাপীর দল।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'সেটাই হয়তো।' এ্যাডওয়ার্ড আমার এ কথাতেও সায় দিল।

'আর কতদিন বাকি বেলার পেইন উঠতে? চারদিন?' আমি জানতে চাইলাম।

সে মাথা তুলে তাকাল না, 'কাছাকাছি।'

'তারপর কী হবে?'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

'ভেতরের বাচ্চাটা তো তোমাদের মতো ভ্যাম্পায়ারই তো হবে। সে জন্ম নেবে কী করে?'

'ছোট একটা গবেষণা বলে এধরনের বাচ্চারা দাঁত দিয়ে পেটের চামড়া কেটে নিজেরাই গর্ভ থেকে বের হয়ে যায়।' সে আস্তে করে বলল।

'গবেষণা।' আমি দুর্বল গলায় বললাম।

'যে কারণে তুমি এখন জেসপার আর এমেটকে দেখতে পাচ্ছ না। আর

কার্লিসলও এই বিষয়টা নিয়ে মেতে আছেন। পুরোনো গল্প গাথা আর মিথগুলোর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছেন। এমন কিছু যা আমাদেরই এই মানুষ আর ভ্যাম্পায়ারের দাম্পত্যের সৃষ্টি আচরণ সম্পর্কে কিছু বলবে। সাউথ আমেরিকায় এক মহিলা আছেন যিনি আমাদের মতো করেই সন্তান সৃষ্টি করেছিলে, তবে তিনি সতর্কও করে দিয়েছিলেন।'

'যে বাচ্চা আসবে সে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করার আগেই ওকে মেরে ফেলতে হবে।'

স্যামের চিন্তার মতোই দেখি। স্যাম কী তাহলে ঠিক বলেছিল?

'অবশ্যই। তাদের কিংবদন্তির খানিকটা আমাদেরটার মতোই। ওই বাচ্চাটার কারণে আমাদেরই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। দুইয়ে দুইয়ে চার।'

এ্যাডওয়ার্ড কাষ্ঠ হাসি হাসল।

'গল্পগুলো মায়েদের সম্পর্কে কী বলেছে?' জানতে চাইলাম আমি।

আমার প্রশ্ন শুনে ওর মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল। মুখে কিছু বলতে পারল না। ওর হয়ে রোজালিই বলল, 'প্রথমে খুব সাবধানে বাচ্চাটাকে বের করে আনতে হয়। এরপর মায়েদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় বাঁচার তা খুব কম মায়েরাই সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। বাচ্চাটাকে অনেকদিন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখতে হয়। সে ডাক্তার অবশ্যই ভ্যাম্পায়ারদের মধ্যেই হতে হয়, কেননা বাচ্চাটার মধ্যে ভ্যাম্পায়ারের গুনাবলি বিকশিত হচ্ছে কি না সেটা দেখতে হবে।'

রোজালির কথা শুনে আমার রাগ লাগল। বাচ্চা বাচ্চা করছে কেন ও এত। আমি জানতে চাচ্ছি বাচ্চার মায়ের কথা। যেন সে বেলা মরে গেলেই বুঝি খুশি হয়।

আমার চিন্তাটা যেন এ্যাডওয়ার্ডকেও প্রভাবিত করল। সে রেগে গিয়ে থাবা মারতে যাচ্ছিল রোজালিকে। আমি মনে মনে এ্যাডওয়ার্ডকে আদেশ দিলাম এমনটা না করতে।

সে শুনলো। অনেক কষ্টে নিজেকে থামাল।

আমি রোজলির দেয়া কাচের বোলটা খুব সাবধানে নিলাম। তারপর সেটা সরাসরি ওর মাথা লক্ষ করে এমন জোরে ছুড়ে মারলাম যে সেটা ওর লোহার মতো শক্ত মাথায় ঘা লাগতেই ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রোজালির কিছু হলো না। কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল যে বেলার ঘুম ভাঙল না। কেবল মোচড় মেরে উঠল।

'শালার সোনালী চুলের বাচ্চা!' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

রোজালি ধীরে ওর মাথাটা আমার দিকে ঘোরাল। যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তুমি। তোমার খাবার আমার চুলে ফেলেছ।'

আমার এত হাসি পাচ্ছিল যে হাসির কাঁপনির ফলে বেলার আবার ঘুম ভেঙে যায় না, সে ভয়ে আমি আস্তে করে বেলাকে সোফায় হেলান দিয়ে শুইয়ে দিলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠলাম।

কিন্তু লাভ হলো না। আসলে তাও জোরে হেসে ফেলেছিলাম। তাতে করে বেলা

জেগে উঠল

'কী এমন হয়েছে? এত হাসছ কেন?' ঘুম ঘুম জড়ানো গলায় বলল বেলা

'আমি ওর মাথায় খাবার ঢেলে দিয়েছি খিকখিক করে হাসতে হাসতে বললাম আমি।

'আমি এটা কখনই ভুলব না। কুত্তা কোথাকার!' রোজালি হিসিয়ে উঠে বলল।

'বোলটা ওর মগজ নষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। যেন একটা পালক লেগেছে ওর মাথায়।'

'মজার আর জায়গা পেলে না' বেলা ধমকে উঠে বলল।

'ওহ জ্যাক, রোজালিকে এ নিয়ে বিরক্ত করো না প্লিজ।' লাইনটা শুধরে নিয়ে বলল ও।

'কার্লিসল?' এ্যাডওয়ার্ড কথাটা বলে উঠতেই আমরা সবাই সে দিকে তাকালাম।

'এই যে, আমি এখানে।' বললেন তিনি।

বেলা তাকে দেখে বড় একটা নিঃশ্বাস নিল।

'হুমম।' শব্দটা উচ্চারণ করতে করতে তিনি আরেকটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তার চোখ জোড়া আমার দিকে চেয়ে আছে।

'কী হল?' আমি জানতে চাইলাম।

এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে খানিকটা ঝুকে আছে। বোধহয় এরই মধ্যে উনার মনে পড়া শুরু করে দিয়েছে।

'তুমি তো জানো জ্যাকব, আমি বাচ্চাটার জেনেটিক গঠন নিয়ে গবেষণা করছি। ওর ক্রোমসম নিয়েও।'

'ওগুলোর আবার কি হল?'

'বেশ, শোন তাহলে, ওগুলোর গঠন তোমার গঠনের সাথে খানিকটা মিল—'

'মিল?' আমি আতকে উঠলাম।

'ওর চমৎকার বেড়ে ওঠা, আর এলিসের বাচ্চাটাকে দেখতে না পাওয়ার ব্যাপারটা হিসেব করলে তাই দাঁড়ায়। সে যেমন তোমাকে দেখতে পায় না, তেমনি বাচ্চাটাকেও দেখতে পাচ্ছে না।'

আমার মুখ ফ্যাকাশে সাদাটে হয়ে গেল।

'বেশ, ব্যাপারগুলো যদি তোমার জিনের মতোই খেটে যায়, তাহলে কী করতে হবে সেটা আমাদের সবারই জানা।'

'চব্বিশ জোড়া ক্রোমজম।' এ্যাডওয়ার্ড নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলল।

'তুমি তো আন্দাজে এটা বলতে পার না।' বেলা এখনও এতটা অবাক যে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

'না। কিন্তু এটা নির্ণয় করাটা বেশ অদ্ভুত।' কার্লিসল ঠাণ্ডা গলায় বললেন 'বলতে পারো, ভীষণ আকর্ষণীয়।'

বেলা ভয়ে কেঁপে উঠল। কী কারণ সেটা সেই জানে।

আমি কেপে উঠলাম।

এ কারণে যে এ্যাডওয়ার্ডের মিথের কথাটা মনে পড়ে গেল। আমাদের নেকড়ে মিথ বলে বাচ্চা জন্মানোর সময় নিজেরাই নিজেদের পথ করে নেয়। সেটা দাঁত দিয়ে

পেটের চামড়া কেটে ছিড়ে বেরিয়েই হোক বা অন্য যেভাবে।

মিথ অনুসরণ করলে সম্ভাব্য ঘটনা তো এমনই দাঁড়ায়— বেলার সন্তান হবে ভ্যাম্পায়ার, ওর দাঁত এমনিতে তো শক্ত হবেই, তার উপর যদি আমার জিনের গঠনের খানিকটা পেয়ে থাকে তাহলে ওর দাঁত হবে চরম শক্ত।

এটা বেলার পেট মুহূর্তেই চিড়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট।

রোজালিসহ সবাই দ্রুত চিন্তা করে চলেছে কীভাবে বাচ্চাটাকে নিরাপদে বের করে এনে বেলাকে নিরাপদ করা যায়।

আমি জানি না সেটা আদৌ সম্ভব হবে কি না?

ষোলো

আমি অনেক সকালেই ঘুম থেকে উঠলাম। সূর্য ওঠার আগেই। সোফায় শুয়ে রাত কাটানোর কারণে কি না কে জানে আমি অনেক দুঃস্বপ্ন দেখলাম। এ্যাডওয়ার্ডই আমাকে জাগিয়ে দিল।

আমি মনে মনে কতগুলো পরিকল্পনা করে নিলাম। অনেক রেস্ট নেয়া হয়েছে। বাকি দিন যেটুকু পড়ে আছে তাতে বেশ ভালোভাবেই কাজ করতে পারব।

'ধন্যবাদ তোমাকে।' এ্যাডওয়ার্ড আস্তে করে বলল। 'যদি রুট ক্লিয়ার থাকে তাহলে তারা সহজেই যেতে পারবে।'

'আমি তোমাকে জানাব।'

আমি নেকড়েতে রূপান্তরিত হলাম। দুদার্ন্ত গতিতে বাইরে ছুটে বেরুলাম।

আমাকে দেখতে পেয়ে লিহ বলে উঠল, 'শুভ সকাল জ্যাকব।'

'শুভ সকাল, এত সকালে উঠে গেছ দেখছি। সেথ কী বের হয়ে গেছে?'

'না এখনও বের হয়নি। ঘুমাচ্ছে পড়ে পড়ে। কেন, দরকার তোমার? ডেকে দেব?'

'না তেমন কিছু নয়। চল কিছুক্ষণ দৌড়ানো যাক।' লিহকে একথা বলতে বলতে দেখি সেথও বেরিয়ে এল।

'কী খবর?' হালকা জগিং করতে করতে সেথ বেরিয়ে এল।

'তোমার তো এখন ভ্যাম্পায়াররাই আসল বন্ধু?' মজা করার ভঙ্গিতে বলল ও।

'হ্যাঁ। তো? কোন অসুবিধা আছে তাতে?'

'তা নেই। ওই রক্তচোষাদের মধ্যে কেউ তো আমার প্রেমিকা নেই!'

'না থেকে ভালোই হয়েছে। চল দেখি কেস আগে দৌড়াতে পারে?'

'ঠিক আছে। মনে হয় আমিই আগে পারব।'

শুরু করে দিলাম দৌড়।

লিহ দৌড়াতে গিয়ে কুলিনদের বাড়ির ধার সিলেক্ট করল। আমি গেলাম সোজা পশ্চিমে। আবার আমরা একত্রিত হলাম একটা পথে।

লিহ হেসে উঠল।

আমরা একটা পরিচিত পথ বেছে নিলাম।

সেখানকার পাহাড়গুলো অনেক পুরোনো। একবছর আগে ভ্যাম্পায়াররা ছেড়ে গেছে। লোকজনদের রক্ষা জন্য এটা পেট্রল রুট বানানো হয়েছে। অবশ্য কুলিনরা ফিরে আসলে এটা চুক্তির সীমানা হিসেবে কাজ করত।

আমরা পাহাড়ের আরও...আরও গভীরে ছুটতে লাগলাম। সেখানে আমাদের দলের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। বরং ভ্যাম্পায়ারদেরই অনেক ট্রেইল দেখতে পেলাম। গন্ধও। আমার অবশ্য ওদের সাথে থাকতে থাকতে সয়ে গেছে।

'আমরা অনেকদূর চলে এসেছি।' লিহ্ বলল।

'হ্যাঁ। স্যাম দি এ জায়গায় শিকারের জন্য আসত তাহলে আমাদের আরও অনেক আগে আসা হত। ওর ট্রেইল থাকত। অবশ্য সেটা কোন কথা নয়। আজ আমরাই অন্যদের জন্য ট্রেইল দিয়ে গেলাম। স্যাম অবাক হবে।'

'কোন কিছুতেই সে অবাক হবে না। সে ভালো করেই জানে আমরা রক্তচোষাদের এখন তিনটা এক্সট্রা চোখ আর পা দিচ্ছি। ওদের এখন অবাক করার মতো আমাদের ক্ষমতা নেই।'

'এটা একধরনের পূর্ব সতর্কতা।'

'আমাদের রীতি-নীতি সে জন্য বদলে দিতে হবে?'

'আমি তো সে কথা বলিনি।'

'তুমি আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছ, জ্যাকব।'

'আমি আগের যে লিহ্‌কে চিনতাম, যেমন ভালোবাসতাম তুমিও তো আর তেমন নেই।'

'সত্যি কথা বলেছ। আমি এখন পলের চেয়ে তোমাকে অনেক কম বিরক্ত করি।'

'আশ্চর্যজনকভাবে... সত্যি।'

'আরেব্বাহ্... কী উন্নতিই না হয়েছে আমার!'

'এজন্য তোমাকে অভিবাদন।'

আমরা নীরবে দৌড়াতে লাগলাম। কেউ কোন কথা বললাম না। আমরা ট্রেইল ধরে দৌড়াতে খুব মজা পাচ্ছিলাম। এতে অবশ্য আমাদের মাসলেরও ব্যয়াম হচ্ছে।

তাড়া নেই অত। কিন্তু লিহ্ এর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ও খানিকটা ক্ষুধার্ত।

সে নিজ থেকেই বলল, 'একটু শিকার হলে কেমন হয়?'

'নিশ্চয়।' আমি রাজি হয়ে গেলাম।

আমি বলার পর ও পরের কয়েক মিনিট কথা বলল না। তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠল।

'ধন্যবাদ।' ওই সময় ওর গলার টোনই ছিল অন্য রকম।

'কিসের জন্য?'

'আমাকে সাথে নিয়ে এখানে আসার জন্য। আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকার জন্য। তুমি আমার কাছে অনেক প্রিয় একজন, জ্যাকব।'

'ইয়ে, কোন অসুবিধে নেই। ঠিক আছে।'

'আমার কী মনে হয় জানো, তুমি এক সময় বড় একজন দলপতি হবে। ঠিক স্যামের মতো নয়। অন্যভাবে তোমার নিজের মতো।'

আমি বোকার মতো চুপ করে থাকলাম। সে মুহূর্তে ওর কথার কোন উত্তর দিতে

পারলাম না।

একটু পরে ধাতস্থ হলে বললাম। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ

সে কথা না বলে এগোতে লাগল। আমিও ওর সাথে সাথে চলতে লাগলাম

ও বোধহয় ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল, যে কুলিনরা চলে গেলে আমি বনে ফিরে আসব। আর সে এবং সেথ আমার দলে যোগ দেবে।

'আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।' লিহ বলল আমাকে।

আমি এতটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম যে আমার পা পর্যন্ত কেঁপে গেল আমি থমকে দাঁড়ালাম। যে কারণে সে আমার চেয়ে একটু এগিয়ে গিয়েছিল।

পরে সে হেঁটে আমার দিকে এল। আমি তখনও বরফের চাঙের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।

'আমি শপথ করে বলছি যে আমি তোমার দুঃখের কারণ হবো না। আমি তোমাকে সব সশয় ফলোও করব না। তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। আর আমিও আমার পথে যাব। শুধু... যখন আমরা দশজন নেকড়েতে রূপ নেব তখন আমরা একসাথে থাকতে পারি না? হয়তো এটা সব সময় হবে না।'

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

'তোমার দলের একজন হতে পেরে আমি অনেক খুশি।'

সেথও পায়ে পায়ে আমাদের পাশে এল।

'আমিও তোমার সাথে থাকতে চাই।' সেথ বলল।

আমি কিছু না বলে হাসলাম।

আমরা যখন কালো লেজ ওয়ালা হরিণের পিছে পিছে দৌড়াচ্ছি সূর্য তখন মাথার ওপর। চনমনে রোদ ছড়াচ্ছে। কখনও কখনও মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে। মেঘ ভাঙা রোদ্দুরে সব অপূর্ব লাগছে।

লিহ বড় সড় দেখে একটা হরিণ শিকার করল। অবুঝ প্রাণীটা কী ঘটছে বুঝে ওঠারও সুযোগ পেল না।

ওর দাঁত প্রাণীটার চামড়া কেটে মাংসে পৌঁছাল। আমাকে শিকার করতে হলে তাই করতে হয়। কিন্তু আমার সঙ্গি যদি মানুষ হতো তাহলে তো সে এটা করত না।

লিহ এখন যা করছে সেটা সম্পূর্ণই ওর প্রবৃত্তি। এর জন্য ওকে কোন কষ্ট করতে হচ্ছে না। আমিও হাত লাগালাম।

যতক্ষণ পর্যন্ত না ভরপেট হলো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খেয়েই চললাম।

'ধন্যবাদ।' নরম ঘাষে লিহ ওর থাবা মুছতে মুছতে বলল।

আমরা ফেরার জন্য তৈরি হলাম। পথে একটা নদী পরলে আমরা তাতে সাঁতার কাটলাম। ভালোই হলো। আমাদের গোসলও সারা হয়ে গেল।

সেথকে মনে হলো সে ঝিমুচ্ছে।

'তুমি চাইলে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারো সেথ।' আমি বললাম ওকে।

'মনে হচ্ছে সেটা করলে ভালোই হবে।' বলতে বলতে সে ভালো জায়গা দেখে শুয়ে পরল। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পরল।

'তুমি কী এখন রক্তচোষাদের ওখানেই ফিরে যেতে চাচ্ছ?' লিহ জানতে চাইল।

'সম্ভবত।'

'তোমার সেখানে থাকতে কষ্ট হবে। আমি তো জানি, একগাদা ভ্যাম্পায়ারদের সাথে থাকাটা কেমন বিরক্তিকর।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'তারপরও জানি তুমি যাবে, যদিও সব তোমার জন্য খারাপ বয়ে আনে তাও যাবে। আমি বেলাকে পছন্দ করি না তো কী হয়েছে... সে তোমার সব। তুমি এক জীবনে যা চেয়েছ এবং এক জীবনে যা পাওনি— তাই সে।'

আমি এবারও ওর কথার কোন উত্তর দিলাম না।

'আমি জানি এভাবে চলতে থাকলে একদিন না একদিন তুমি ঠিক বিপদে পড়বে। স্যাম কি এখন আমাদের সাথে থেকে ভালো নেই? বেঁচে তো অন্তত আছে। আমি চাই তারও ভালো হোক।' সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'তুমি কী এ নিয়ে আরও কথা বলতে চাও।'

'আমাদের কথা বলা উচিত। আমি শুধু এটাই চাই যে তোমার ভালো হোক।'

'গোল্লায় যাক সব। আমি এত কথা বলছি কেন, কোন মুখরা রমণী তো আমাকে জন্ম দেয়নি।'

'কে জানে, অত অতীতে তো আমি যেতে পারছি না।' বললাম আমি।

এরপর দুজনেই হেসে উঠলাম।

লিহ্ এখন আমার সাথে মানসিক যোগাযোগ করতে পারে। এমনকি আমি যখন কুলিনদের ওখানে থাকি তখন কী কী ঘটছে সেটা সে এখানে বসেই আমার মস্তিষ্কে সংযোগের মাধ্যমে জানতে পারে। সে ও বাড়ির যত সব হাস্যকর কাণ্ড ঘটে তাও জানে। আমি যে রোজালির কথাবার্তায় ক্ষেপে যাই তাও জানে।

কিন্তু লিহ্ এর চেহারা দেখে মনে হলো সে ব্যাপারটাকে সাধারণ জোক হিসেবে দেখছে না। ওকে ভীষণ সিরিয়াস দেখাচ্ছে। আমার মনে কেমন যে সন্দেহের দোলা দিয়ে গেল।

'আমার মনে হয় সোনালী চুলো ওই মেয়েটাকে তুমি খুব ঘৃণা কর— এই দৃশ্যটা মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাই।

আমি থ হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রথমে ভাবলাম ও বোধহয় নিম্ন রুচির জোক করছে। পরে যখন দেখলাম, না, ও সত্যি সত্যি সিরিয়াসলি একথা বলছে তখন ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়লাম আমি। ভালো হয়েছে যে আমরা দৌড়াতে বের হয়েছি। না হলে নিজের এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যেত। আমি ওর কাছ থেকে দূরত্ব তৈরি করলাম।

'একটু অপেক্ষা কর! আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও!'

'আমার কোন কিছু শোনার দরকার নেই। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!

'এই আলোচনা এখানেই থাক। আমি এ নিয়ে আর কোন কথা বলতে চাই না। ঠিক আছে'

এবার লিহ্ যেমন থমকে দাঁড়িয়েছিল তেমনি থাকল।

আমি দৌড়াতে দৌড়াতে সেই জায়গায় আসলাম যেখানে নেকড়েতে রূপান্তরিত

হওয়ার সময় আমি আমার কাপড়-চোপর রেখে গিয়েছিলাম। আমি সেগুলো পরে নিয়ে আবার মানুষে রূপ নিলাম। এরপর হাঁটতে লাগলাম। একটু আগে লিহ্ এর সাথে আমার যে কথাগুলো হয়েছে সেগুলো আমি আর মনে করতে চাইলাম না। কিন্তু এটা করা যেন আসলেই শক্ত। লিহ্ মাঝে মাঝে মানসিক ভাব আমার সাথে যোগাযোগ করে এ নিয়ে আলোচনা করতেই পারে। ওকে ঠেকানোর ক্ষমতা আমার নেই।

আমি চুপচাপ কুলিনদের বাড়ির দিকে চললাম।

আমি যখন ওখানে পৌছুলাম তখনও অনেক সকাল। মনে হয় বেলা তখনও ঘুমাচ্ছিল। আমি আমার মানসিক শক্তি ব্যয় করে দেখলাম লা পুশে কী হচ্ছে। সবাই শিকার করতে বের হচ্ছে।

ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সে জায়গায় ফিরে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত না লিহ্ ঘুমিয়ে পড়বে।

ভেবেছিলাম বেলা ঘুম। কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে মৃদু গুঞ্জনের শব্দ আসছে। তার মানে বেলা জেগে আছে। যান্ত্রিক শব্দও পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এক্স্রের মেশিন।

আমি ভেতরে ঢুকতে যাব অমনি দরজা খুলে গেল।

এলিসই খুলল, 'এই যে নেকড়ে কোথাকার।'

'কী খবর, মিস ঝগড়া-রাণী। উপরের ঘরে কী হচ্ছে?' নিচের এই বড় ঘরটা ফাঁকা। যা শব্দ হচ্ছে ওপরতলা থেকেই আসছে।

এলিস ওর কাধ নাচাল, 'মনে হয় আরেকটা ভেঙেছে।'

'পাঁজরের হাঁড়?' আমি জানতে চাইলাম।

'না। এবার কোমরের হাড়।'

এলিস আমার হাতের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে দেখতে পেল সেগুলো কাঁপছে।

আমরা উপরের ঘর থেকে রোজালির ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'শোন, আমি বলেছি যে আমি কোন হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পাইনি। তুমি শুনলে শুনতে পার। আর এ জন্য মনে হয় তোমার কান পরীক্ষা করানো উচিত।'

কেউ কোন উত্তর দিল না।

এলিস মুখ গোমড়া করে রাখল। বলল, 'আমার মনে হয় এ্যাডওয়ার্ড চাইলেই রোজালিকে কুঁপিয়ে পার্ট পার্ট করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। আমি অবাক হচ্ছি যে সে এই বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। মনে করছে এমন হলে তো ওর এমেটই ওকে বাঁচাতে আসবে।'

'আমিও এমেটকেই সাহায্য করব বাঁচাতে।' আমি বললাম ওকে। 'তুমি চাইলে এ্যাডওয়ার্ডের সাথে পার্ট পার্ট করা দায়িত্ব নিতে পার।'

এলিস মৃদু হাসল।

লোকজন সব দোতলা থেকে নিচতলার দিকে নেমে আসতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড বেলাকে ধরে রেখেছে। ওর দুহাতে শক্ত করে ধরে রাখা রক্ত ভর্তি কাপ। ওর মুখ যেন রক্ত শূন্য। প্রতিটি পদক্ষেপ সে সাবধানে দিচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে কী?

'জ্যাক,' সে ফিসফিস করে বলল, ব্যথার মধ্যেও সে হাসার চেষ্টা করল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। কিছু বললাম না।

এ্যাডওয়ার্ড বেলাকে ওর সোফায় বসিয়ে দিয়ে নিজেও ওর মাথার কাছে মেঝেতে বসে পড়ল। আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না ওরা বেলাকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে না কেন। পরে বুঝতে পারলাম এটা বেলারই আইডিয়া। সে হাসপাতালের ঝামেলা পোহাতে চাচ্ছে না। আর এ্যাডওয়ার্ড বেলার যা নিয়ে যত মানসিক উদ্বিগ্নতা আছে সব কমাতে চাচ্ছে।

কার্লিসল সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে এলেন। তিনি শেষ জন যিনি এতক্ষণ ওপর তলায় ছিলেন। বাকিরা সব নিচে নেমে এসেছে। উনার মুখে কেমন যেন দুঃশ্চিন্তার ছাপ দেখলাম। তাকে কেমন যেন বৃদ্ধ ডাক্তারের মতোই দেখাচ্ছিল।

'কার্লিসল,' আমি বললাম। 'আমরা সিয়াটলের দিকে অর্ধেক পথ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে দলের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। আপনার সেদিক দিয়ে গেলে ভালো হবে।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জ্যাকব। একেবারে ঠিক সময়ে এসেছে। আমাদের আরও অনেক কিছুর দরকার আছে।' তিনি বেলার কাপের দিকে তাকালেন যেটা সে শক্ত করে ধরে আছে।

'সত্যি বলছি। আপনিসহ মোট তিনজন সহজেই সে পথ ধরে যেতে পারবেন। স্যাম লা পুশেই আছে এখন। আমি একশভাগ নিশ্চিত হয়েই কথাগুলো বলছি।'

কার্লিসল সায় জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম এত দ্রুত তিনি আমার উপদেশ গ্রহণ করলেন!

'তুমি যদি তাই মনে কর তাহলে আমি এলিস এসমে আর জেসপার যাব। তাহলে পরে এলিসই এমেট আর রোজালিকে—'

'কোন সুযোগ নেই,' রোজালি হিসিয়ে উঠল। 'এমেট এখনই আপনাদের সাথে যাবে।'

'তোমার তো শিকারে যাওয়া উচিত।' কার্লিসল অমায়িক গলায় বললেন।

'আমি শিকার করব যখন সেও করবে।' রোজালি গর্জে উঠল। তারপর এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে চুল দোলালো।

কার্লিসল একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

জেসপার আর এমেট সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে লাগল। এলিসও তাদের সাথে যোগ দিলে এসমেও চলতে শুরু করলেন।

কার্লিসল আমার বাহুতে হাত রাখলেন। উনার ঠাণ্ডা স্পর্শ আমাকে কাঁপিয়ে দিল। তাও অবশ্য ছিটকে সরে গেলাম না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিকটা অবাক হওয়ার কারণে। আর তার মনে কষ্ট দিতে চাই না বলে।

'তোমাকে আবারও ধন্যবাদ জ্যাকব।' তারপর তিনি আর কোন কথা না বলে দরজার কাছে অপেক্ষা করতে থাকা বাকি চারজনের সঙ্গে যোগ দিলেন।

তারা লন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত আমি তাদের চলার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর বড় করে একটা শ্বাস নিলাম।

এক মিনিট পর্যন্ত আমি কোন ধরনের শব্দ শুনতে পেলাম না। কিন্তু আমি না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম কেউ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি জানি সে রোজালি। তবে আমি ওকে পাত্তা দিলাম না। বেলা বসে আছে যে

সোফায় সেটার সাথে লাগানো আরেকটা সোফায় আমি হেলান দিয়ে বসলাম। পা তুলে দিলাম। ফলে আমার মাথা থাকলো বেলার দিকে পা একেবারে ওর মুখ বরাবর।

মনে হয় এতে সে রেগে গেল।

'কেউ এই কুকুরটাকে বের করে দিতে পারে না?' নাক কুঁচকে বলল সে।

'কেউ কী কখনও এমন শুনেছে?' আমি বলতে শুরু করলাম। 'মাথামোটা এই সোনালী চুলের মেয়েটার মাথার সব ব্রেইন সেলই নষ্ট হয়ে গেছে।'

রোজালি কোন উত্তর দিল না।

'বেশ, তুমি কী পাঞ্চ লাইন কী তা জানো?'

রোজালি টিভির দিকেই তাকিয়ে থাকল। আমাকে মোটে পাত্তা দিল না।

'আমি কী বলেছি সেটা কী সে শুনতে পাচ্ছে?' আমি এবার এ্যাডওয়ার্ডকেই জিজ্ঞেস করলাম। সে দুশ্চিন্তা মাখা চোখ নিয়ে বেলার দিকে তাকিয়ে ছিল, চোখ না ফিরিয়েই সে উত্তর দিল, 'না।'

'আশ্চর্য তো, ঠিক আছে তাহলে তোমরাই শোন। এই যে পাশে সোনালী চুলো যে রক্তচোষাটা আছে ওর ব্রেইনের কোষগুলো এবার একাই মরে যাচ্ছে।'

রোজালি এবারও আমার দিকে তাকাল না। তবে বলল, 'আমার একশ বারের চেয়েও বেশি খুন করার অভিজ্ঞতা আছে, সেটা অন্তত ভুলে যেও না, শালার পশু কোথাকার।'

'হতে পারে কোন একদিন। সুন্দরী রাণী, আমাকে এভাবে হুমকি দিতে দিতে তুমি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে যে খুন করারই এনার্জি থাকবে না। তাও আমি সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।'

'যথেষ্ট হয়েছে জ্যাকব।' বেলা ধমকের স্বরে আমাকে বলল। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছে কাল যেমন ভালো মুড ছিল সেটা এখন আর নেই।

আমি ওর সাথে ঝগড়া করতে চাচ্ছি না।

'তুমি চাও আমি এখান থেকে চলে যাই?' আমি জানতে চাইলাম।

ও যেন থতমত খেয়ে গেল। অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। বোঝা গেল এধরনের সমাপ্তি সে মোটেও চায় না।

'না! অবশ্যই না!'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। এ্যাডওয়ার্ডকেও দেখলাম আস্তে করে নিঃশ্বাস ফেলতে। কেন কে জানে? আমি বেলাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলাম না, পাছে কী বলতে আবার কী বলে ওর মুড নষ্ট করে দেই।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' বেলা বলল।

'মৃত্যুর হুমকি পেয়েছি তো, তাই।' আমি বললাম।

'হুমকি দেখি এবার কার্যকর করতে হচ্ছে।' রোজালি এত আস্তে বলল কথাগুলো যে বেলা শুনতেই পেল না।

আমি আরও আয়েশ করে সোফায় গড়াগড়ি দিয়ে শুলাম। আমার খালি পা রোজালির গায়ের কাছাকাছি। সে নাক কুঁচকাল। কয়েক মিনিট পর সে রোজালিকে বলল ওর খালি হয়ে যাওয়া রক্তের পাত্র ভরে দিতে।

এরপর আমি যা দেখলাম সেটা হলো একটা বাতাস মুহূর্তে দোতলায় উঠে গেল।

আবার মুহূর্তেই নেমে এসে বেলার খালি পাত্র পূরণ করে দিল।

হঠাৎ এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল, 'তুমি কী কিছু বলেছ?' ওর গলায় দ্বিধা।

কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের কান আমার মতোই তীব্র শ্রবণ শক্তির। সে অবশ্যই শুনতে পেয়েছে। বেলার দিকে অবাক হয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও। বেলাও ওর দিকে সেভাবে তাকিয়ে থাকল। ওদের দুজনকেই কনফিউজড দেখাচ্ছে।

'আমি?' কয়েক সেকেন্ড পরে বলল ও। 'আমি তো কিছুই বলিনি।'

এ্যাডওয়ার্ড হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর কাছে ঝুকল। পুরো চেহারাটাই বদলে গেল ওর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

ওর এমন দৃষ্টি দেখে আমিও ভড়কে গেলাম।

'তুমি ঠিক এই মুহূর্তে কী ভাবছ?' এ্যাডওয়ার্ড সন্দেহ নিয়ে বলল কথাগুলো।

বেলা ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। 'কিছুই না। কেন? আচ্ছা কী হচ্ছে বলবে আমাকে?'

'তাহলে এটা বল ঠিক এক মিনিট আগে তুমি কী নিয়ে ভাবছিলে?' সে জানতে চাইল।

'এই... এসমেদের দ্বীপ...আর পালক।'

'আরও কিছু বল। অন্য কিছু।' সে ফিসফিসিয়ে বলল।

'কেমন? এ্যাডওয়ার্ড প্লিজ।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখটা আবারও বদলে গেল। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু ওর চোয়াল ঝুলে পড়ল। কিছু একটা বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না। আমি আমার পেছনে আতকে উঠতে শুনলাম কাউকে। জানতাম রোজালি।

এ্যাডওয়ার্ড ওর হাতটা আলতো করে বেলার বিশাল হয়ে ওঠা পেটের উপর রাখল। খুব আস্তে করে।

'বা...বাচ্চাটার গলা একেবারে তোমার মতো।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলতে পারল না। আর আমি তো নড়াচড়াও করতে পারলাম না। পলকও ফেলতে ভুলে গেছি যেন।

'অবাক কাণ্ড! তুমি ওর কথা শুনতে পাচ্ছ!' বেলা চিৎকার করে বলল। হঠাৎ ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড ওর পেটের চূড়া আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল, সেখানে যেখানে সম্ভবত বাচ্চাটা লাথি দিয়েছে।

'শশশ..' সে বিড়বিড় করে বলল। 'তুমি তোমার ছেলেকে চমকে দিয়েছ।'

এ্যাডওয়ার্ড চোখ গোল গোল করে সেদিকে তাকিয়ে রইল। বেলা ওর পেটে হাত বুলিয়ে বাচ্চাটাকে আদর করতে লাগল যেন।

'স্যরি, বেবী।'

এ্যাডওয়ার্ড কান খাড়া করল। কোন কিছু শোনার চেষ্টা করছে যেন।

'আমার ছেলে কী চিন্তা করছে এখন?' বেলা আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল।

'বুঝতে পারছি না সে ছেলে না মেয়ে, কিন্তু... সে বেলার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। বলল, 'সে এখন আনন্দিত।'

এ্যাডওয়ার্ড ব্যথা ভরা চোখে বেলার দিকে তাকিয়ে থাকল। কারণ বেলার চোখ

বেয়ে এরই মধ্যে ঝর ঝর করে অশ্রু পড়তে শুরু করেছে। যদিও তখনও ওর মুখে হাসি ছিল।

পেটে হাত বুলাতে বুলাতে সে বলল, 'অবশ্যই তুমি সুখে থাকবে আমার ছোট্ট বাবা, অবশ্যই থাকবে।'

তারপর চিবুক বেয়ে অঝোরে ঝরতে থাকা চোখের পানি হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিয়ে বলল, 'কেন থাকবে না, তুমি নিরাপদে থাকবে, আদরে থাকবে, সবার ভালোবাসায় থাকবে। আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি আমার ছোট্ট ইজে, তুমি অবশ্যই আনন্দে থাকবে।'

'তুমি ওকে কী বলে ডাকলে?' এ্যাডওয়ার্ড সন্দেহ মেশানো গলায় বলল।

বেলা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। 'ই তে তো এ্যাডওয়ার্ড হয়, অবশ্য তুমি চাইলে... বেশ তুমিই জানো।'

'ইজে?'

'তোমার বাবার নামও কী এ্যাডওয়ার্ড?'

'হ্যাঁ। তাই। কেন—?'

এ্যাডওয়ার্ড থামিয়ে দিল, 'হুমম।'

'কী?'

'সে আমার ভয়েসও পছন্দ করেছে।'

'অবশ্যই সে করবে। না করে উপায় আছে।' বেলার কণ্ঠস্বর এখন অনেক আনন্দে ভরা। 'তোমার গলার স্বর এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্বর। কেউ ভালো না বেসে থাকতে পারবে?'

'তোমার কী নাম নিয়ে আরও অনেক পরিকল্পনা আছে?' সোফায় বসতে বসতে বলল। ওর চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

'যদি সে ছেলে না হয় মেয়ে হয়?'

বেলার মুখে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করল।

'আমি অবশ্য এটা নিয়ে ভেবেছিলাম। রেনে আর এসমের নাম দিয়ে। আমি ভেবে রেখেছি নামটা হবে রেনেসমি।'

'রেনেসমি?'

'রে-নে-স-মি। নামটা কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছে না?'

'না। আমার কিন্তু এটা বেশ পছন্দ হয়েছে।' রোজালি বলল। 'সুন্দর নাম। কেমন মায়া মায়া ভরা। একেবারে মানিয়ে গেছে।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ও এ্যাডওয়ার্ডই হবে।'

এ্যাডওয়ার্ড ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে মেঝেতে পায়চারী করতে লাগল।

'কী হল?' বেলা জানতে চাইল। ওর মুখে একটু আগেও যে আনন্দের রেশ ছিল সেটা মিলিয়ে গেছে। 'কী বলছে এখন ও?'

প্রথমে সে উত্তর দিতে চাইল না। আমাকে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিল। বেলার পেটে আলতো করে হাত বুলাল।

'তোমার ছেলে তোমাকে ভালোবাসে।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিসিয়ে বলল। 'অসম্ভব ভালোবাসে।'

ঠিক সে মুহূর্তে আমার কেমন যেন লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমি একা। বড় একা। আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

আমার নিজেকে নিজে লাথি কষাতে ইচ্ছে করল। কেন আমি এই ফালতু ভ্যাম্পায়ারদের পেছনে সময় নষ্ট করছি। এতটা স্টুপিড হলাম কী করে আমি। এই জোকগুলোকে বিশ্বাস করছি কী করে? যে সন্তান আসছে ওর সে কী আমাকে ভালোবাসতে পারবে। হবে তো একটা দানব।

সে তো তার ভ্যাম্পায়ার পরিবার নিয়েই খুশি থাকবে। তাহলে আমি কার জন্য এখানে পড়ে আছি?

বিষয়টা চিন্তা করতেই আমার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। অচিন একটা ব্যথা খামচে ধরল বুকের ভেতরটা। ফালা ফালা করে ফেলছে ব্লেডের মতো। এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না।

বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি উঠে দাঁড়াতে পারবো কী না, পা এতটাই জমে গিয়েছিল।

আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে তিনটা মাথাই আমার দিকে ঘুরে তাকাল। এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরের চাপা ব্যথাটা আরও চেপে বসল।

'আহ,' এ্যাডওয়ার্ড সে আফসোসের শব্দ করল।

আমি কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্ল্যান করছি ছুটে পালাব, এও কী সম্ভব!

তারপর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুলেটের গতিতে উঠে দাঁড়াল এ্যাডওয়ার্ড। এক ঝটকায় ড্রয়ারে কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল। শূন্যে কিছু একটা ছুঁড়ে দিল আমার উদ্দেশ। সাবধানে লুফে নিলাম সেটা।

'যাও জ্যাকব, এখান থেকে এখনই চলে যাও।' ও মুখে এ কথা বলল না। কিন্তু যেভাবে সে জিনিসটা ছুড়ে দিল তাতে তো এ কথাই বোঝায়। আমি এখান থেকে এই মুহূর্তে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেভাবে ছটফট করছিলাম সেটা হয়তো এ্যাডওয়ার্ডের জানা হয়ে গিয়েছিল।

তাই সে জিনিসটা বের করে দিল আমার জন্য।

আমার হাতে ধরা জিনিসটা হচ্ছে, গাড়ির চাবি।

সতেরো

কুলিনদের গ্যারেজের দিকে যেতে যেতে আমি কোন মতে পরিকল্পনাটা সাজাতে পারলাম। কিন্তু সামনে যা দেখলাম তা দেখে আমি থমকে গেলাম। রক্তচোষাগুলোর সবকটার গাড়ি এখানে। আমার পথে।

আমি আরও হতভম্ব হয়ে গেলাম যখন আমি রিমোটের বাটন চাপলে এ্যাডওয়ার্ডের ভলভোর বদলে আরেকটা গাড়ির লাইট জ্বলে উঠল। গাড়ির সারির মধ্যে থাকাটা ওই গাড়িটা দরজার পাল্লা খুলে গেল।

সে ইচ্ছে করেই আমাকে এটা দিয়েছে নাকি ভুল করে এটার রিমোট আমাকে

দিয়েছে?

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার জন্য থামলাম না। নিজেকে ওই গাড়িটারই সিল্ক সিটের মধ্যে গুটিয়ে নিলাম। ততক্ষণে ইঞ্জিন চালু করে ফেলেছি। হুইলে আমার হাত আর হুইলের নিচে আমার হাটু। অন্য যে কোন গাড়ি হলে কথা ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছে আজ এটা চালাতে গিয়ে আমাকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

আমি খেয়াল করলাম পায়ে চাপ দিয়ে পিছনে শরীরটা টান টান করতে গেলে সিটটা আপনা আপনিই পেছনে হেলে যাচ্ছে। যেন বাতাসে ভাসার মতো অনুভূতি।

চমৎকার তো।

আমি একবার শুধু চারপাশটা দেখে নিলাম। তারপর ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছুটালাম।

ওরে বাবা! আমি যেভাবে চিন্তা করছি গাড়ি দেখি সেভাবে চলছে। যেন আমি হাত দিয়ে নয় মন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ি চালাচ্ছি! হাইওয়ে ধরে যেতে যেতে আমি একটা সবুজ টানেলে পড়লাম। ভিউ মিররে মনে হলো লিহ এর মুখটা একবার দেখতে পেলাম। কী মনে করে সে আমাকে? আমি ওকে পরোয়া করলাম না। প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি ছুটয়ে দক্ষিণে চললাম।

ফেরী বা ট্রাফিক বা আর কিছুর চিন্তা বা ধৈর্য এখন আমার নেই। আমি প্যাডালে চাপ দিয়ে স্পীড আরও বাড়াতে লাগলাম।

যত যাই হোক, আজ দিনটা ছিল আমার জন্য শুভ একটা দিন। কিন্তু শুভ মানে যদি এটা বোঝানো হয় যে ঘন্টা ত্রিশ মাইলের চেয়ে বেশি স্পীডে মোট দুশো মাইল গাড়ি চালানোর পরও আমি ট্রাফিক পুলিশের হাতে পড়িনি, তাহলে তাই। কিন্তু তারপরও একটা লাইসেন্স প্লেট গাড়ির ভেতরে ছিল। নিশ্চয় এ্যাডওয়ার্ড ওর মতো করে সেটা কিনেছে।

আমি অবশ্য গাড়ি চালানোর সময় বনের মধ্যে মধ্যে একটা গাঢ় বাদামী পশমের কোন একটা জন্তুকে আমার পিছু পিছু আসতে দেখেছি। বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত সেটা আমার সাথে সাথেই এসেছিল। দক্ষিণ ফরকস পর্যন্ত। কুইলের মতোই মনে হয়েছিল।

আমি ইউ আকৃতির হাইওয়ে ধরে অনেকখানিই এগিয়ে ছিলাম। আমার লক্ষ ছিল আমি বড় সড় একটা শহর খুঁজে পাব। সেটাই মূলত আমার প্রথম পরিকল্পনা।

খেয়াল করলাম যে জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম সেটা টাকোমা আর সিয়াটলের একটা অংশ। আমি গাড়ির গতি কমালাম। আমি চাইনি কোন নিষ্পাপ পথচারীদের শুধু শুধু খুন করার।

কিন্তু মনে হলো আমার প্ল্যানটা ছিল আসলেই একটা স্টুপিড প্ল্যান। পুরোটাই ভেস্তে গেল।

আমাকে আসলে প্রভাবিত করতে হবে। কাউকে জোর করে আঘাত করা যাবে না।

মনে হচ্ছে এ জায়গা থেকে মেয়েরা সব উধাও হয়ে গেছে। আমার বয়সী একটা মেয়েকেও তো চোখে পড়ছে না।

আরও বড় কোন জায়গায় গেলে কেমন হয়? ভীড় হবে এমন জায়গা?

শপিং মলে যাব নাকি? সেখানেই তো মেয়েরা যেতে পছন্দ করে। কিন্তু মলে ঘুর ঘূর করে যে সব মেয়ে তাদের কী আমি প্রভাবিত করতে পারব?

আমি না পেরে উত্তরের দিকে চললাম। যতই এগোতে লাগলাম ততই আরও ভীড় পেতে লাগলাম।

অবশেষে আমি একটা বড় পার্ক পেয়ে গেলাম। যেখানটা বাচ্চা কাচ্চা আর তাদের পরিবারে ভর্তি। কেউ স্কেটবোর্ড নিয়ে মেতে আছে, কেউবা বাইক আবার কেউ কেউ ঘুড়ি উড়াচ্ছে। আমি তখনও বুঝতে পারিনি দিনটা ছিল আসলেই সুন্দর। সূর্যদীপ্ত আকাশটা ছিল পরিষ্কার। লোকেরা তাই উদযাপন করছে। নীল আকাশ উদযাপন।

আমি গাড়ি পার্ক করে একটা টিকেট কিনলাম। সে প্রচণ্ড ভীড়ে মিশে যাওয়ার ইচ্ছে হলো। গেলামও।

কয়েক ঘণ্টা আগে আমি যা খুঁজছিলাম তাই এখানে খুঁজতে লাগলাম। আমার সম বয়সী মেয়ে। অনেক্ষণ ধরে খুঁজছিলাম। আমার আশপাশ দিয়ে যত মেয়েরা যেতে লাগলো আমি সবার মুখটা একবার করে দেখে নিলাম। কে দেখতে সুন্দর, যে নীলময়না, কে দেখতে আটসাট, আর কে কড়া মেকআপ নিয়ে আছে।

কিন্তু আমি কারও মুখে ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে পেলাম না। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আমি আসলে যেমনটা চাচ্ছিলাম, টিকালো নাক থাকবে, সুন্দর চুলগুলো হয়তো চোখের ওপর ছড়ানো। ঠোঁটে লিপিস্টিক থাকলেও সেটা মুখের সাথে মানানসই।

ওরা কেউ কেউ পেছন ফিরে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। কখনও তারা ভয় পাওয়া চোখে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। তারা আমার দিকে তাকিয়ে কী এমন দেখছে। হতে পারে আমার ভেতর ওরা একটা বন্যতার ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছে।

ঠিক সে সময় আমি একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম। কোন সন্দেহ নেই সে এ পার্কের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে, শুধু পার্ক কেন? হতে পারে এ শহরেরই সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে। সে ভীষণ কৌতুহল নিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি অবশ্য তেমন কিছু অনুভব করলাম না।

কিছুটা সময় যেতেই আমি আসল ব্যাপার ধরতে পারলাম। মেয়েটা দেখতে অনেকটা বেলার মতো। সে রকম চুলের রং। চোখের আকৃতিও অনেকটা তাই।

এমনকি চিবুরে খাজটাও অনেকটা বেলারই মতো।

আমি মেয়েটা চোখের ওপর কপালের মাঝখানে কুঁচকে থাকতে দেখলাম। অর্থাৎ সে এখন চিন্তা করছে...

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। কারণ একরম স্টুপিডিভাবে ব্যাপারটা সম্ভব নয়। আমি সাধারণভাবে এদিক ওদিক এলোমেলোভাবে হাঁটতে লাগলাম। আমার সোলমেট পাওয়ার ভরসা একদম শেষ।

যাই হোক, মনে হচ্ছে তাকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি স্যামের কথা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমার জেনেটিক ম্যাচ হবে লা পুশেরই কারো সাথে।

আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতে দিতে আনমনে ভাবতে লাগলাম।

আমি নিজেকে মনে করি লিহও। মৃতের চেয়েও অন্য রকম। আলাদা একটা প্রজাতি।

'হেই, তুমি ঠিক আছ? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? এই যে চুরি করা গাড়িতে যে বসে আছ।'

আমার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল পুরো ব্যাপারটা বুঝতে। আসলেই কেউ আমার সাথে কথা বলছে? কে?

একটা চেনা চেনা চেহারার মেয়ে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টি কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত। আমি বুঝতে পারলাম কেন এই মেয়েটাকে এতক্ষণ চেনা চেনা লাগছিল। আমি আমার ক্যাটালগের মধ্যে এই মেয়েটিকেও ফেলেছিলাম।

হালকা লালচে সোনালী রঙের চুল। উজ্জল ত্বক, আর চোখ যেন সিনামোন।

'এটা ধারে নেয়া, চুরির নয়।' আমার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছে কেমন অদ্ভুত শোনাল। মনে হচ্ছিল কান্না কান্নাভাব কিংবা বিব্রত।

'নিশ্চয়, সেটা তো কোর্ট দেখবে।'

আমি ধমকে উঠলাম, 'এই, কী চাও তুমি?'

'কিছুই না। আমি তোমার কারটা নিয়ে মজা করছিলাম। আসলে... তোমাকে খুব মনমরা দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা নিয়ে খুব হতাশ। যাই হোক, আমি লিজি।' মেয়েটা ওর হাত বাড়িয়ে দিল।

ও যতক্ষণ পর্যন্ত না হাত সরিয়ে না নিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'যাক সে সব কথা... সে বিশ্রীভাবে বলল। 'আমি আসলে ভাবছিলাম তোমাকে সাহায্য করা যায় কিনা? মনে হচ্ছিল তুমি কাউকে খুঁজছিলে।' সে পার্কের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল।

'বল?'

সে শোনার জন্য অপেক্ষা করল।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। 'আমার সাহয্যের কোন দরকার নেই, সে এখন এখানে নেই।'

'ওহ। আমি দুঃখিত তাহলে।'

'আমিও।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

মেয়েটার দিকে তাকালাম। লিজি। খুব সুন্দরী। বোকা সোকা এক পথিককে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট চমৎকার। তাহলে ওকে কেন লিস্টের মধ্যে রাখছি না? চমৎকার হাসি খুশি মেয়ে? তাহলে কেন নয়?

'তোমার গাড়িটা খুব সুন্দর।' সে বলল। 'কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত যে গাড়ির বডি স্টাইলটা এত সুন্দর সেটার...

আরে। চমৎকার মেয়ে তো! গাড়ি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানে দেখছি। ওয়াও। আমি আরও ভালো করে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওহ জ্যাক। এখনই সময়। ওকে প্রভাবিত কর।

'এটা চালাতে কেমন?' সে জানতে চাইল।

'মনে হয় তুমি বিশ্বাস করছ না।' আমি ওকে বললাম।

সে বাকা ঠোঁটের হাসি দিল। আমিও ওকে পাল্টা হাসি দিলাম।

মেয়েটার মাতাল করা হাসি যেন আমার শরীরের প্রতিটি কোষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। আমরা কী কিছুক্ষণ এখানে একসাথে থাকতে পারি না?

অবশ্য লিহ এখানেই কোথাও আছে। যেখানে ও নাক গলাতে আসছে সেখানে

ব্যাপারটা হয়তো সহজ হবে না। আর হয়তো আমি সাধারণ মানুষের মতো প্রেমে পরতেও পারব না। কারণ এক সময় পরেছিলাম। যখন আমি মানুষ ছিলাম। যখন বেলাকে একেবারে আপন করে চেয়েছিলাম।

কিন্তু সেট দশ বছর আগের কথা।

আচ্ছা, আমি লিজিকে তো আমার সাথে রাইডে যেতে বলতে পারি। গাড়ির মডেল নিয়ে কথা বলতে বলতে ওর সম্পর্কেও অনেক জেনে নেয়া যাবে। অবশ্য আমাকে যদি ওর সে রকম মানুষ বলে মনে হয়।

আর এটাও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখন সম্ভব নয়।

লিজি অপেক্ষা করছে। হয়তো সে আমার সাথে এই গাড়িতে চড়তে চায়।

'আমি আসলে... এই গাড়ির যে মালিক তাকে গাড়িটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।' আস্তে করে কথাগুলো বললাম।

মেয়েটা আবারও তার সেরা হাসিটা দিল। 'তুমি এভাবে সোজাসুজি কথা বলছ দেখে ভালো লাগল।'

'হ্যাঁ, কী করব বল, তুমি তো আমাকে একেবারে পটিয়ে ফেলেছ।'

আমি গাড়ি চালিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলাম তখনও মেয়েটা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। হাতও নেড়ে দিল।

কিন্তু আমার ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। সেই বন, সেই বাড়ি। আমার একাকী থাকতেই ভালো লাগছিল।

কিন্তু সেটা নাটকীয় হয়ে যাবে। আমি সম্পূর্ণ একা থাকতে পারব না। সেটা খারাপও দেখাবে।

লিহ আর সেথ আমার কারণে কষ্ট পাবে।

লিহ এর কথা মনে হতেই আমি বড় একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। লিহ আমার কাছ থেকে কী চায় সেটা আমি জানি। আর এটাও আমি জানি যে আমি ওর জীবনটাকে অনেক সহজ করে তুলতে পারি। আর আমি এটাও জানি যদি আমাদের পথ ভিন্ন দিকেও চলে যায় তাও সে ওর যতটুকু সম্ভব আমার জন্য করে যাবে।

যদিও এটা ইন্টারেস্টিং শোনাচ্ছে— অদ্ভুতও, যে লিহকে একজন সাথী হিসেবে, একজন বন্ধু হিসেবে পাওয়া। আমরা গা ঘেষাঘেষি করে থাকবো। দুজনে একত্রে গড়াগড়ি খাব— যদিও জানি সে সেটা করতে দেবে। ব্যাপার আমার কাছে ভালো মনে হয়। আমার এমন একজনকে দরকার আমাকে তখন কিল ঘুষি দেয়। মজা করে। আমাকে বুঝতে পারে।

আমি কখনও একা হবো না।

নাহ। এসব ভাবতে আর ভালো লাগছে না।

আমি আরও জোরে গাড়ি চালিয়ে নিতে লাগলাম।

আমি দেখতে পেলাম স্যাম আর জারেড রোডের একপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমি তাদের সাথে ফরকস এর দিকে ছুটলাম। ওরা ঘন গাছপালার আড়ালে চলে গেল। আমি ওদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম।

কুলিনদের ড্রাইভওয়েতে যখন গাড়িটা ঢোকাচ্ছিলাম তখনও আমি লিহ আর সেথকে দেখতে পেলাম। আকাশে অনেক ঘন মেঘ ছিল। কিন্তু তারপরও ওদের হেডলাইটের

মতো চোখ আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

যাই হোক। পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য পরে আমি যথেষ্ট সময় পাব।

এ্যাডওয়ার্ডকে গ্যারেজের কাছে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখে আমি খুব অবাক হলাম। এ কদিন বেলার কাছ থেকে একবারও দূরে থাকতে দেখিনি ওকে। ওর চেহারা দেখে আন্দাজ করছি, বেলার কিছু হয়নি। কারণ আগের চেয়ে এখন বরং ওকে অনেক বেশি শান্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু ওর এই শান্ত থাকার কারণ বের করতে গিয়ে আমার পেটটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল।

আমি কেন ওর কারটার বারোটা বাজাইনি। ও ব্যাটার এত সুন্দর গাড়িটা নষ্ট করে দিলে কেমন হতো? অবশ্য বলে লাভ নেই। পারতাম না। সুন্দর কখনও ধ্বংস করা যায় না। আমি অন্তত পারি না।

'কয়েকটা কথা বলব জ্যাকব।' আমি গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করতেই ওর এ কথা শুনতে পেলাম।

'গাড়িটা আজকে ধার দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।' আমি হালকা স্বরে বললাম। মনে হয় পরে এটা অন্যভাবে শোধ করতে হতে পারে।

'তুমি কী চাচ্ছ বলত?' আমি বললাম।

'প্রথমত... আমি জানি যে তুমি তোমার দলের ওপর নিজের কতৃত্ব ফলাতে চাও না। কিন্তু...'

আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম, 'কী বলছ?'

'তুমি লিহকে কন্ট্রোল করতে পার বা, না পার সেটা তোমার ব্যাপার, তা না হলে আমি–'

'লিহ?' আমি এ্যাডওয়ার্ডের কথায় বাঁধা দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম। 'কী করেছে সে?'

এ্যাডওয়ার্ডের মুখ শক্ত হয়ে গেল।

'সে দেখতে এসেছিল কেন তুমি এমন তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেলে। আমি ব্যাখ্যা করে ক্লান্ত হয়েছি। এটুকু হলে তাও সারা যেত।'

'আর কী করেছে সে?'

'সে মানুষের রূপ ছেড়ে নেড়ের রূপ নিল আর—'

'কী বলছ? সত্যি?' আমি আবারও তাকে বাঁধা দিলাম।

'সে চেয়েছিল... সে চেয়েছিল বেলার সাথে কথা বলবে।'

'বেলার সাথে?'

এ্যাডওয়ার্ড এবার হিসিয়ে উঠল। 'আমি চাই না সে এভাবে বেলাকে আর বিরক্ত করুক। লিহ নিজেকে কী মনে করে সেটা জানার আমার দরকার নেই। আর যদি এমন ঘটে তাহলে আমি ওকে এ বাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলে দেব— একেবারে নদীর ওপার পৌঁছে যাবে সে—'

'একটু থাম। সে বলেছেটা কী?' ওর ওসব কথায় আমি আসল ব্যাপারটাই বুঝতে পারছিলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড বড় করে একটা শ্বাস নিল।

'লিহ অপ্রয়োজনেই কর্কশ ব্যবহার করেছে। আমি তাকে এটা বুঝতে দেই নি কেন

বেলা তোমাকে যেতে দিল। কিন্তু আমি তো অন্তত জানি সে তোমার সাথে ওরকম ব্যবহার করে তোমাকে কষ্ট দিতে চায়নি। সে নিজেই খুব কষ্ট পাচ্ছিল। সে চাচ্ছিল তুমি যেন চলে না যাও। থাক। কিন্তু লিহ্ ওকে যা বলেছে সেটা আমি তোমাকে বলতে পারব না। সে বেলাকে কাঁদিয়েছে—'

'দাঁড়াও— লিহ্ বেলার সাথে চিৎকার চেচামেচি করেছে।'

'আমি তো তাই জানি।'

আমি একটুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলাম। অবশ্যই সে জানে। সে সব জানে।

কিন্তু লিহ্ এর সম্পর্কে কতটুকু জানে? কে এমন কথা বিশ্বাস করবে? লিহ্ একা রক্তচোষাদের এখানে এসেছিল, মানুষের বেশে তাদের কাছে নালিশ করেছে এ কারণে যে তারা আমার উপর কেমন অবিচার করছে সেটার জন্য।

'আমি এখনই কথা দিতে পারছি না যে লিহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব কী না?' আমি ওকে বললাম।''তবে আমি এটুকু কথা দিচ্ছি যে এ ব্যাপারে আমি ওর সাথে কথা বলব। আর এ নিয়ে চিন্তা করো না। ভবিষ্যতে এরকম আর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটবে না।'

'আমিও তোমাকে সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। তাই কর।'

'যাই হোক, আমি বেলাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে সে তখন মন খারাপ করতে পারবে না। সে তো আমার মতোই একজন।'

'আমি ওকে সে কথা এরই মধ্যে বলেছি।'

'সেটা আমি জানি, সে ভালো আছে?'

'ঘুমাচ্ছে এখন। রোজও আছে ওর সাথে।'

মাথা পাগলের নাম আবার রোজ হয় কখনও। সে আমার এই চিন্তাটাকে পাত্তা দিল না, বরং আমার প্রশ্নটার একটা সুন্দর উত্তর দিল।

'বেলা আসলে... অনেক দিক দিয়ে ভালো আছে। লিহ্ কেবল ওকে একটু মন খারাপ করিয়ে দিয়েছিল।'

'সবচেয়ে বড় কথা।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল। 'আমি এখন ওর পেটের বাচ্চাটার মন পড়তে পারি। জানি না বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে, কিন্তু ওর মানসিক বৃদ্ধি চমৎকারভাবে হচ্ছে। সে সব বুঝতে পারে।'

আমার চোয়াল ঝুলে পরল। 'তুমি সত্যি বলছ? এ কী করে সম্ভব?'

'সে ভালো করেই জানে সে বেলার কাছে আছে। সে এরই মধ্যে ওকে ভালোবেসে ফেলেছে।'

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। উত্তেজনা ওর চোখে মুখে স্পষ্ট।

আমার মাথায় নতুন আরেকটা চিন্তা খেলে গেল। বেলা যা ভালোবাসে সে সেটা ঘৃণা করবে না। তাহলে তো সে আমাকেও খুব পছন্দ করবে।

আমি কী ভাবছি না ভাবছি সেটাতে এ্যাডওয়ার্ড বিশেষ একটা পাত্তা দিল না। ও ওর মতো কথা চালিয়ে যেতে লাগল।

'ওর এমন উন্নতি হবে যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারছি না। কার্লিসল এসে যখন শুনবেন—'

'ওরা এখনও ফেরে নি?' আমি সাবধানে কথা কাটালাম। মনে হচ্ছে স্যাম আর জারেড রাস্তার ওপার থেকে আমাকে দেখছে। হয়তো ওরা কৌতুহলী হয়ে পড়ছে কী

ঘটছে সেটা দেখার জন্য।

'এলিস আর জেসপার এসেছে। কার্লিসল যেখানে যত রক্ত সংগ্রহ করেছেন সব ওদের দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো আশানুরুপ নয়। বেলার যখন ক্ষুধা বাড়বে তখন সে আরও পেতে চাইবে। কার্লিসল সে জন্য সেখানে রয়ে গেছেন যেন কয়েক জায়গায় চেষ্টা করতে পারেন। অবশ্য আমার মনে হয় না এখনই এসব করা লাগবে। তবে কার্লিসল আগে থেকেই সব প্রস্তুত রাখতে চান।'

'কেন এটুকু কী পর্যাপ্ত নয়? ওর আরও লাগবে?'

সে আমার প্রতিক্রিয়া খুব সাবধানে দেখতে লাগল। 'আমি বলেছি তাকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে যাতে করে বাচ্চাটার ডেলিভারী তাড়াতাড়ি করাতে পারি।'

'কী?'

'বাচ্চা মনে হচ্ছে নড়াচড়া কম করছে। এটা তাহলে কঠিন হয়ে পরবে। আর বাচ্চাটাও যে টুকু আয়তনের হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বড় মনে হচ্ছে। কার্লিসল যে টুকু ধারণা করেছিলেন তার চেয়েও বেশি বেড়েছে ও। বেলা এটা নিয়ে খুব ভয়ে আছে।'

আমি নিজের পা কাঁপানো বন্ধ করলাম। কী ভয়ঙ্কর কথা।

আমি একটু ধাতস্থ হলে ওর দিকে তাকালাম। ওর চেহারায় আরেকটা পরিবর্তন খেয়াল করলাম।

'তুমি তাহলে মনে করছ সে তাড়াতাড়িই ডেলিভারী করাতে চাচ্ছে।' আমি ফিস ফিস করে বললাম।

'হ্যাঁ। আরেকটা বিষয় নিয়ে আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

আমি নিজ থেকে এবার আর কিছু বললাম না। সেও কিছু বলল না। প্রায় এক মিনিট এভাবেই কেটে গেল। তারপর সে বলতে শুরু করল।

'হ্যাঁ। আমরা যদি বাচ্চাটাকে আরেকটু তৈরি হতে সময় দেই তাহলে সেটা অনেক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌছাবে। আর সে রকম করলে এতবেশি দেরি হয়ে যাবে যে আমাদের কিছু করার থাকবে না। আমাদের যা করার তাড়াতাড়িই করতে হবে। আর যে পথে আমরা এগোতে চাচ্ছি সেটা যদি ভালো হয় তাহলে কেন আমরা এগোব না। বেলা আর রোজালি আমার কথায় মতো দিয়েছে। তাছাড়া বাচ্চাটা মন পরতে পারা অবিশ্বাস্য রকমের কাজে দিয়েছে। এটাই ভালো হবে যদি আমরা বাচ্চাটাকে তাড়াতাড়ি বের করে আনি।'

'কার্লিসল কখন ফিরছেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'আগামীকাল দুপুরে।'

আমার পা কেঁপে গেল। আমি কোন মতে কারটাকে ধরে রেখে নিজেকে মাটিতে ধপাস করে পরতে দিলাম না।

'আমি দুঃখিত,' সে আস্তে করে কথাগুলো বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত তোমাকে এভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য। যদিও তুমি আমাকে অনেক ঘৃণা কর, কিন্ত আমি তোমাকে সেভাবে করি না। আমি আসলে... তোমাকে আমরা ভাই-ই মনে করি। বলতে পারো আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী। আমি আবারও ক্ষমা চাচ্ছি যে খবরটা তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু আরও অপেক্ষা করলে বেলাকে এর পরিণামে আরও অনেক কষ্ট ভোগ করতে

হবে।' কথাগুলো বলতে বলতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। 'আর আমি এটাও জানি তোমার ক্ষেত্রে কী ঘটতে যাচ্ছে।'

সম্ভবত সে সত্যি বলেছে। আমার মাথা বন বন করে ঘুরছে।

'এখনই এ কাজ করতে আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই আমি কী তোমার কাছে কিছু চাইতে পারি—ভিক্ষেও বলতে পারো।' সে আমার কাধে হাত রাখল।

'আমার দেয়ার মতো সত্যি কিছু আছে কী?'

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার কাধের ওপর রাখা হাতটা সরিয়ে নিল, 'তুমি অনেক একটা বড় জিনিস আমাকে দিতে পারো। আর সেটা শুধু তুমিই পারো। আমি চাচ্ছি আমাদের ভেতর একসময় যে চুক্তি হয়েছিল সেটা নিয়ে কথা বলতে। তুমি এখন পুরো এফরেইমের উত্তরাধিকারী।'

আমি এতখানি অতীত সময়ে চলে গেলাম যে ওর কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

'আমি তোমার অনুমতি চাচ্ছি জ্যাকব। আমি তোমার কাছে বেলার প্রাণ ভিক্ষে চাচ্ছি। এ মুহূর্তে বাচ্চাটার জন্ম নিয়ে চুক্তি নষ্ট করে তোমাদের সাথে বিরোধে জড়াতে চাই না।'

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম। সে এসব কথা আমাকে বলছে কেন। এগুলোতো সে স্যামকেও বলতে পারত।

সম্ভবত সে আমার মন পড়ে ফেলেছে। তাই সাথে সাথে উত্তর দিল, 'না। স্যামের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে। এটা এখন তোমার উপরই বর্তায়।'

এটা আমার ডিসিশান কী করে হবে।

'একমাত্র তুমিই পারো এখন। তোমার মুখের কথাই আমাদের এখন রক্ষা করবে চুক্তি বাঁচাতে। সে আমাদের পুরো পরিবারের জন্যও সুফল বয়ে আনবে। '

আমি কিছু চিন্তা করতে পারছি না। কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

'আমাদের হাতে এখন বেশি সময় নেই।' সে বাড়ির দিকে হাঁটা দিতে দিতে বলল। কয়েক দিন এখন কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেছে।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু ভাবতে দাও। অন্তত এক মিনিট সময় দাও। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

আমি বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। সে আমার পিছুপিছু আসতে লাগল। আমি কী পাগল হয়ে গেলাম। একা এভাবে চলেছি, তার উপর পেছনে একটা ভ্যাম্পায়ার। নিজের জীবনের উপর এত বড় একটা রিস্ক নিচ্ছি কী করে?

হঠাৎ লনের পাশে বড় ঝাড়টাতে আমি কিছু একটা নড়াচড়া দেখতে পেলাম। তারপর মৃদু হুশহশানি। সেথ সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল।

'এই ছেলে, কী করছ এখানে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম। সে মাথাটা নিচু করলে আমি ওর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিলাম।

'সব ঠিকঠাক আছে।' আমি ওকে মিথ্যে বললাম। 'আমি পরে সব তোমাকে খুলে বলব।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'এই, তোমার বোনকে বল এখান থেকে চলে যেতে। ঠিক আছে? যথেষ্ট হয়েছে।'

সে এবারও মাথা নাড়ল।

আমি ওর কাধ চুলকে দিলাম। 'কাজে ফিরে যাও। আমি একটু পরে তোমার সাথে যোগ দিচ্ছি।'

সে এক লাফে আবার গাছের আড়ালে চলে গেল।

'ওর অনেক খাটি, দয়ালু আর কর্তব্যপরায়ণ মানসিকতা, এমনটা আমি আগে কোথাও দেখিনি।' সেথ যখন গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছিল এ্যাডওয়ার্ড আস্তে আস্তে বলল কথাগুলো। 'তুমি অনেক ভাগ্যবান যে এমন একটা সাথী পেয়েছ সব শেয়ার করার।'

'আমি সেটা জানি।' বললাম।

আমরা দুজনেই কুলিন বাড়ির দিকে চললাম। হঠাৎ স্ট্র দিয়ে কিছু পান করার শব্দ শুনতে পেয়েই এ্যাডওয়ার্ডে হাঁটার গতি আরও বেড়ে গেল। আমিও ওর সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত ওদের বাড়ির দিকে চললাম।

'বেলা, আমার ভালোবাসা, আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।' আমি ওকে বলতে শুনলাম। 'তোমাকে ওভাবে ছেড়ে যাওয়াটা আমার উচিত হয়নি।'

'তুমি অত ভেব না তো। আমরা হঠাৎ তৃষ্ণা পেয়ে গিয়েছিল— তাই ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। মনে হয় কার্লিসল আরও নিয়ে আসার যে প্ল্যান করেছেন সেটা ভালোই হবে। বাচ্চাটা যখন জন্ম নেবে তখন সে আরও পেতে চাইবে।'

'সত্যি কথা। এটা একটা ভালো পয়েন্ট।'

'আমি ভয় পাচ্ছি সে যদি আবার আরও কিছু চায় কি না।' বেলা অস্পষ্ট স্বরে বলল।

'আমার মনে হয় সে যা চাইবে সেটা আমরা ওর জন্য খুঁজে পাবো না সেটা হতে পারে না।'

আমি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম।

এলিস বলল, 'উনি এলেন শেষ পর্যন্ত।'

আমাকে দেখে বেলার চোখ উজ্জল হয়ে উঠল। মুখে একটা অন্যরকম হাসির আভা খেলে গেল। তারপর হঠাৎই সেটা বদলে গেল। মনে হলো সে এখনই বুঝি কান্না করে দেবে। আমার ইচ্ছে বজ্জাতী লিহ এর মুখে গদাম করে একটা ঘুষি মেরে আসি।

'হেই বেলস।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। 'কেমন আছ তুমি?'

'অনেকটা ভালো আছি।' সে বলল।

'বড় একটা দিন কেটেছে, অনেক কাজের লোক দেখি তোমার!'

'চিন্তা করো না, তোমাকে তা করতে বলব না জ্যাকব।' সে হেসে কথাগুলো বলল।

'তুমি কী বলছ তুমি সেটা জানো?' আমি ওর বসে থাকা সোফার হাতলে বসলাম। আর এ্যাডওয়ার্ড বসল ওর পায়ের কাছে মেঝেতে।

সে আমার দিকে অনুশোচনার এক দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

'আমি আসলে–' সে কথাগুলো বলতে যাচ্ছিল। আমি ওর ঠোঁটে আঙুল ছুইয়ে ওকে বলতে দিই না।

'জ্যাক,' পরে সে বিড়বিড় করে আমার হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলল।

ওকে অনেক দুর্বল লাগছিল।

'তুমি যদি স্টুপিডের মতো আচরণ করতে না চাও তাহলে কথাগুলো বলবে না।' আমি বললাম।

'বেশ, আর বলব না। স্যরি।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমি পার্কে যা খুঁজছিলাম তার সব কিছুই এই চেহারায় আছে।

কাল সে হয়তো অন্য মানুষ হয়ে যাবে। সেই একই চোখ থাকবে। একই মুখ। একই ঠোঁটে সেই চেনা একই হাসি।

হয়তো লিহ আমার ভালো সাথী হবে, হবে আমার সত্যিকারের বন্ধু— যে বিপদে আপদে সব সময় আমার পাশে পাশে থাকবে। কিন্তু সে বেলার মতো তো কখনও হতে পারবে না।

তাছাড়া আমি বেলাকে যেমন ভালোবেসেছি তেমন করে তো ওকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসতে পারব না।

আগামীকাল হয় বেলা আমার শত্রু হবে, না হয় সে আমার বন্ধু থাকবে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'বেশ! আমার শেষ জিনিসটাও আমি তোমাদের জন্য তুলে দিলাম। এগিয়ে যাও। বেলাকে বাঁচাও। এফরেইম এর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি অনুমতি দিচ্ছি, আমি বলছি এতে চুক্তির কোন ব্যতিক্রম হবে না। হয় হোক আমার দলেও বাকিরা আমাকে এজন্য তিরস্কারও যদি করে তাও আমি তোমাদের অনুমতি দিলাম।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে এতটাই আস্তে করে বলল যে বেলা শুনতেই পেল না।

'তাহলে,' বেলা বেশ সাধারণভাবেই জানতে চাইল 'দিনটা কেমন কাটালে?'

'চমৎকার। ড্রাইভ করেই কাটিয়েছি সারাবেলা। পার্কে গিয়েছিলাম।'

'ইশ, শুনতে কী যে ভালো লাগছে।'

হঠাৎ বেলার মুখ কেমন বদলে গেল। অজানা একটা শঙ্কা এসে ভর করল যেন। হালকাভাবে রোজালিকে ডাকল ও, 'রোজ?'

রোজালি আফসোসের শব্দ করল। 'আবারও?'

'আমার মনে হয় গত দুই ঘণ্টায় আমাকে দুই গ্যালনেরও বেশি পান করতে হয়েছে।' বেলা বলল।

এ্যাডওয়ার্ড আর আমি ওকে তুলে ধরলাম। আর রোজালি আমাদের কাছ থেকে বেলাকে নিতে গেল। বাথরুমে যাবে ও।

'আমি হাঁটতে পারব তো?' বেলা বলল। 'আমার পা কেমন কেন করছে। শক্ত হয়ে গেছে যেন। মনে হচ্ছে হাঁটতে গেলে পড়ে যাব।'

'ঠিক বলছ তো?' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'রোজালি, আমি পড়ে যাওয়ার আগে আমাকে ধরো।'

রোজালি ওর দুপায়ের পাতা নিজের পায়ের ওপর রাখল আর হাত রাখল কাধে।

'এবার ভালো লাগছে। হাঁটতে পারছি।' সে বলল। 'আহ। আমি সাইজে কী বিশাল

হয়েছি।'

সত্যি সে অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। ওর পেটটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড় দেখাচ্ছিল।

'আর মাত্র একটা দিন। ওপসস...ও হোওওও... না!'

ও যেন ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিল না।

ও ধাপাস করে মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে রোজালি ওকে ধরে ফেলল।

'বেলা?' এ্যাডওয়ার্ডের চোখে শঙ্কা।

বেলা ব্যথায় কাতরাতে লাগল। মুখে কিছু বলল না। মুখ দিয়ে গোঙানির মতো অস্পষ্ট শব্দ হতে লাগল শুধু। রোজালির হাতে ও ক্রমশ কুকড়ে যেতে লাগল।

তারপর হঠাৎ করে বমি করে দিল। বমির সাথে বেরিয়ে এল রক্ত।

আঠারো

বেলার শরীর থেকে রক্তের ধারা বইতে লাগল। সে এমনভাবে রোজালির হাতের ওপর মোচড়াতে লাগল আর ঝাঁকি খেতে লাগল যেন ওকে ইলেক্ট্রিক শক দেয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা ওর দৃষ্টি কেমন একেবারে ফাঁকা— কিছু বুঝে উঠতে পারছে না যেন।

রোজালি আর এ্যাডওয়ার্ড একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। তারপর একেবারে বরফ জমার মতো জমে গেল। ওদের দৃষ্টি দেখলে মনে হবে ওদের সব আশা ভরসা একেবারে শেষের পথে। রোজালি বেলার শরীরকে ওর বুকে জড়িয়ে ধরল। আর চিৎকার করে ওকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল। এ্যাডওয়ার্ড ছুটে সিঁড়ির দোতলায় গিয়ে আবার রোজালির উদ্দেশে চেচিয়ে বলল, 'মরফিন!'

'এলিস— কার্লিসলকে ফোনে খবর দাও! রোজালিও এলিসের উদ্দেশে চিৎকার করে কথাগুলো বলল।

আমিও ছুট লাগালাম তাদের সাথে।

তারপর যে রুমে গেলাম সেটা লাইব্রেরিতেই। মাঝখানে টেবিল দিয়ে সেটাকে অপারেশান টেবিলের মতো করা হলো। সেটাকে অনেকটা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের মতোই লাগছে। ভীষণ কড়া আর উজ্জ্বল আলো শুইয়ে রাখা বেলার মুখে পড়ছে। দৃশ্যটা ভৌতিক দেখাচ্ছে। আর ও এমন তড়পাচ্ছে যেন জলের মাছ ডাঙায় তোলা হয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ড শক্ত করে ওকে ধরে রাখল। রোজালি ওর জামা ছিড়ে ফেলল।

'কী হয়েছে এ্যাডওয়ার্ড?'

'বাচ্চাটা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।!'

'সম্ভবত প্লাসেন্টাকে আলাদা করতে হতে পারে!'

ঠিক ওই সময় মনে হলো বেলা একটু সাড়া দিল। সাড়া দিল ওদের কথায় ভয় পেয়েই।

'ওকে এখনই বের কর!' বেলা ওর সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে চি চি করে বলল। 'ও নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। এখনই কর!'

দেখলাম ওর চোখ লাল হয়ে গেছে।

'মরফিন দাও—' এ্যাডওয়ার্ড গর্জে উঠল।

এলিস দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। রোজালির কানে নীল রঙা একটা ইয়ারফোন লাগিয়ে দিল। কার্লিসল তাকে হয়েতো অনেক নিদের্শনা দিচ্ছেন। শুনতে শুনতে ও নিজেই গুঙিয়ে উঠল।

এত উজ্জল আলোতেও বেলাকে অনেক কালচে মনে হচ্ছিল। ঠিক কালচে নয়। রুপালি। রোজালি একটা স্কালপেল হাতে বেলার পেটের কাছে এগিয়ে আসল।

'মরফিনটাকে আগে ছড়াতে দাও না!' এ্যাডওয়ার্ড আবারও গর্জে উঠল।

'কোন সময় নেই!' রোজালিও প্লাটা হিসিয়ে উঠে বলল। 'বাচ্চাটা মরতে বসেছে!'

ওর হাত বেলার পেটের কাছে নেমে এল। সেখানে সে স্কালপেল দিয়ে আচড় দিতেই ফিনকি ছুটে রক্ত বের হলো। ক্রমে সেটা এতটাই বাড়ল যে মনে হলো রক্তে ভর্তি একটা বালতি উপুর করে দেয়া হয়েছে।

বেলা কিন্তু চিৎকার করল না। দেখতে পেলাম নিঃশ্বাস না নিতে পারার যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে।

রোজালিকে মনে হলো ওর কী করণীয় সেটাই সে ভুলে গেছে। ওকে কেমন বিভ্রান্ত মনে হলো। যেন রক্তের তৃষ্ণায় সে নিজেও ছটফট করতে শুরু করেছে। বেলার রক্ত ওর তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছে। সে জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো। তৃষ্ণা যেন ওর চোখেও।

'না! রোজ!' এ্যাডওয়ার্ড আতকে উঠলো। ও কিছু করতে পারছিল না। কারণ ওর হাত বেলার মুখটাকে উঁচু করে ধরে রেখেছে। যাতে করে শ্বাস নিতে পারে।

তাই আমি নিজেই রোজালিকে সামলাতে ছুটে ওর পাশে গেলাম। ওকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিলাম। সে ধাক্কা খেয়ে দরজার গায়ে পড়ল। ওর পাথরের মতো শক্ত শরীরে কিছু হলো না, কিন্তু ওর হাতে থাকা স্কালপেলটা ছিটকে আমার বাহুতে লাগল। ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল পলকেই। সে আমার রক্তপাতের স্থানে চোয়াল শক্ত করে আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি জমে গেলাম। তাও আমি প্রাণ পণে নিজেকে শক্ত রাখলাম। তৈরিও থাকলাম ও এগিয়ে আসলে যেন ওর পেটে কষে একটা লাথি লাগাতে পারি।

করলামও তাই। আমার লাথির চোটে একেবারে সে দরজার বাইরেই ছিটকে পড়ল। ওর কানে থাকা ছোট্ট এয়ার পিসটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এবার এলিসকে আসতে দেখলাম। মনে হয় না সে রোজালির মতো কিছু একটা করে বসবে। আমি আমার হাত থেকে স্কালপেলের ব্লেড বের করতে লাগলাম।

'এলিস! ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে!' এ্যাডওয়ার্ড চিৎকার করে বলল। 'রোজালিকে জেসপারের কাছে নিয়ে যাও। জ্যাকব তোমাকে আমার দরকার!'

এলিস কী করছে না করছে সেদিকে মাথা না ঘামিয়ে আমি অপারেশান টেবিলে কাছে ফিরে গেলাম। বেলা নীল হয়ে গেছে। ওর চোখ বড়বড় আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'সিপিআর জানো?' এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছে জানতে চাইল, সেই জানতে চাওয়াটা অনেকটা আদেশের মতো।

'হ্যাঁ!' বললাম আমি

আমি ওর মুখটা ভালো করে পরীক্ষা করলাম। রোজালির মতো ও না আবার কিছু করে বসে। সে রকম কোন লক্ষণ দেখলাম না। তবে ওকে খুব আতঙ্কগ্রস্ত মনে হল।

'ওকে তাহলে শ্বাস দাও মুখ দিয়ে! তার আগে আমি বাচ্চাটাকে বের করি—'

আমরা ওর শরীরের ভেতর হঠাৎ করে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। অনেক জোরে। আমরা দুজনে বরফের মতো জমে গেলাম। চাইলাম বেলা কোন কিছু বলছে কি না। না।

'ওর মেরুদণ্ড,' এ্যাডওয়ার্ড ভয়ে গুঙিয়ে উঠে বলল।

'বাচ্চাটাকে এখনই বের কর!' আমি চিৎকার করে বললাম, ওর দিকে স্কালপেলটা ছুড়ে দিলাম। 'সে এখন কোন কিছুই অনুভব করছে না!'

আমি ওর মুখে মুখ রেখে প্রাণপণে ফু দিলাম যাতে করে ওর ফুসফুসটা বাতাসে পরিপূর্ণ হয়। ওর বুকটা ফুলে উঠল। যাক, কোন কিছু ওর গলার কাছে আটকে নেই। ফুসফুসের রাস্তাটা ক্লিয়ার আছে।

আমি ওর হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পেলাম। ধুক পুক করছে। চালিয়ে যাও বেলা, হার্টবিট করতে থাক। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে। তোমাকে কথা রাখতেই হবে।

আমি কোমল একটা শব্দ শুনতে পেলাম। স্কালপেলটা ওর পেটে চিড়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর্দ্র একটা শব্দ শুনতে পেলাম।

মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

পরে যে শব্দটা শুনতে পেলাম সেটা শুনে আমি ভীষণ উদ্বেলিত হয়ে পড়লাম। এমন আশ্চর্য, এমন স্তম্ভিত আমি কখনই হই নি। নতুন অথিতির কান্নার শব্দ আমাকে এলোমেলো করে দিল। আমি আরও বেশি করে বাতাস বইয়ে দিলাম ওর ফুসফুসে।

'তুমি থাক আমার সাথে বেলা!' আমি দু' হাতে আকড়ে ধরে ওকে বললাম। 'তুমি কী আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? থাক! তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পার না। হার্টবিট চালিয়ে যেতে থাক!'

কিছুক্ষণ পর ওর চোখ মেলে গেল। সে আমার দিকে বা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল ঠিকই কিন্তু মনে হল সে কিছুই দেখছিল না। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার হাতের নিচে ওর শরীরটা অনেকটা পাথরের মতো ভারী মনে হল। ওর হৃৎস্পন্দন তো শুনতে পাচ্ছিলামই, তারপরও আমার মনে হলো শব্দটা বাইরে থেকে আসছে। এবার আমি বুঝতে পারলাম হৃস্পন্দনের শব্দ কোথা থেকে আসছে।

নতুন অতিথির কাছ থেকে।

এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল, 'রেনেসমি।'

তাহলে বেলা ভুল করেছিল, ভুল কল্পনা। সে ভেবেছিল ছেলে হবে।

সে লাল দু' চোখ মেলে হাত বাড়িয়ে দিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেগুলো এখনও ভীষণ দুর্বল।

'আমাকে... বেলা ভাঙা গলায় বলল। 'ওকে আমার কাছে একটু দাও।'

এ্যাডওয়ার্ড এখনই ওর কাছে দেবে কী দেবে না সেটা আমি আঁচ করতে পারলাম। এখনও পর্যন্ত এমন কোনদিন হয়নি যে এ্যাডওয়ার্ডের কাছে বেলা কিছু চেয়েছে অথচ সে দেয়নি। তাই আমি ওকে থামালাম না।

আমার হাতের মধ্যে ওর শরীরটা হঠাৎ গরম লেগে উঠল।

এমন তো কখনও হয়নি কোন কিছুই আমার কাছে গরম লাগে না। মানুষের উষ্ণ ত্বক তো নয়ই।

আমি ভাবার ফুরসুরৎ পেলাম না। বেলা কথা বলতে বলতে হঠাৎ কুঁকড়ে যেতে লাগল।

'রেনে...স...মি... খুউব...সুন্দর।'

সে আরও কুকড়ে যেতে লাগল। ব্যথা করছে কী ওর? সে ব্যথার চোটে শ্বাস নিতে পারছে না ও।

আমরা যখন ব্যাপারটা খেয়াল করলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমরা বাচ্চাটাকে ওর কোল থেকে সরিয়ে আনলাম। দেখলাম বাচ্চাটার মুখ ভরে আছে তাজা রক্তে। আর রক্তের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখলাম বেলার ডান স্তনে দুটো অর্ধচন্দ্রাকৃতির দাগ। সেখান থেকে রক্ত ঝরছে।

'না রেনেসমি।' এ্যাডওয়ার্ড এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন সে কোন দানবকে আচার রীতিনীতি শেখাচ্ছে।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম না। ওর বাচ্চার দিকেও না। আমি দেখতে থাকলাম বেলার চোখ। সেগুলো আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি ওর হৃৎস্পন্দ শোনার চেষ্টা করলাম। না। কোন শব্দ পেলাম না।

মনে হয় সে হার্টবিট মিস করছে। আমি গুনে গুনে ওকে সিপিআর দিতে লাগলাম মুখ দিয়ে। বাতাস বইয়ে দিতে লাগলাম। এক দুই তিন চার।

কয়েক সেকেন্ড একটু বিরতি নিলাম। পরে আবার দিলাম। এক দুই তিন চার।

ওর হৃৎস্পন্দন কেমন ভোতা শোনাচ্ছে। আমি আমারইটা বেশ ভালো শুনতে পাচ্ছিলাম। ধুকপুক করছে ক্রমাগত। যেন বুক ফেটে বেরিয়ে যাব এখনই।

আমি আরও জোরে বেলার মুখের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে বাতাস বইয়ে দিলাম।

'তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছ?' আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বললাম। 'ওর হার্ট পাম্প কর!'

'তাহলে বাচ্চাকে না হয় ধর।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'ওকে জানালা দিয়ে ছুড়ে নিচে ফেলে দাও। গাধা ওটা। নিজের মাকে কামড় দেয়।' এক দুই তিন চার।

'ওকে আমার কাছে দাও।' একটা নিচু গলার শব্দ শুনে সেদিকে তাকালাম। যাকে দেখলাম তাতে আমি আর এ্যাডওয়ার্ড দু' জনেই হিসিয়ে উঠলাম। এক দুই তিন চার।

'আমি আমার অবস্থাটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি।' রোজালি কথা দিল আমাদের। 'আমার কছে বাচ্চাটাকে দাও। বেলা সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি ওর...'

আমি রোজালির দিকে মনোযোগ না দিয়ে বেলার শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে বেশি নজর দিলাম। ওর হার্টের ধুপ ধুপ শব্দ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

'তোমার হাতটা একটু সরাও তো জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড বলল আমাকে।

আমি বেলার সাদাটে হয়ে আসা চোখের দিকে তাকালাম। সেটুকুর জন্যও মনে হয় ওর হার্ট পাম্প করছে।

এ্যাডওয়ার্ডের হাতে একটা সিরিঞ্জ, পুরোটাই সিলভার রঙের। দেখে মনে হচ্ছে পুরোটা স্টিলের তৈরি।

'কী ওটা?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে আমাকে এত জোরে ধাক্কা মারল যে আমি প্রায় উড়ে গিয়ে অনেক দূরে আছড়ে পড়লাম। আমার আঙুলগুলো মচমচ করে উঠল। যেন ভেঙে গুড়ো হয়ে গেছে। ওর এমন আচরণ করল কেন সেটা বুঝতে যেই আমি মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছি তখনই দেখলাম সে সিরিঞ্জের সুইটা সরাসরি ওর হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দিল!

'ওটা আমার শরীরের রক্ত।' সে কঠিন গলায় বলল।

আমি এতটাই হতভম্ব হলাম যে নড়াচড়া করার কথাও মনে থাকল না।

'হার্ট বিট করা চালিয়ে যাও!' সে আদেশ করল। ওর গলার স্বর অনেক শীতল, মৃতের মতো। পুরোপুরি যন্ত্র হয়ে গেছে ও।

আমি আমার আঙুলের ব্যথা উপশমের সময় নিলাম না। ওর মুখে ফুঁ দিতে লাগলাম। এবার ব্যাপারটা আমার জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছিল ওর ভেতরে রক্ত জমাট বেধে যাচ্ছে। আর অনেক ধীর গতিতে রক্ত বইছে।

আমি হঠাৎ থমকে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ডের কাণ্ড দেখতে লাগলাম। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল সে বেলার গলায়, ওর কবজিতে, ওর হাতে চুমু খাচ্ছে। পরে দেখলাম ব্যাপারটা তা নয়। সেখানে স্পষ্ট কামড়ের দাগ। আর আমি নিজেও শুনতে পেলাম। বেলার কোমল ত্বক চিড়ে এ্যাডওয়ার্ডের শক্ত দাঁত বসে যাচ্ছে। বারবার সেটা করতে লাগল। যেন ওর দূষিত রক্ত বেলার শরীর ছেয়ে ফেলে। পরেই দেখলাম সে জ্বিভ দিয়ে ক্ষতস্থান চেটে দিচ্ছে আর তাতে ক্ষত বুজে যাচ্ছে।

আমি সেটা সহ্য করতে পারছিলাম না। ক্রমেই রেগে উঠছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম সে কী করতে চাচ্ছে?

আমি বেলার মুখে আরও জোরে বাতাস বইয়ে দিলাম। কিন্তু ওর ফুসফুস কোন কাজ করল না। আমি ওর হার্ট পাম্পিং করা শুরু করে দিলাম। কিন্তু মনে হলো আর কোন কিছু বুঝি কাজে দিল না।

সে জায়গায় আমি আর এ্যাডওয়ার্ড ছাড়া আর কেউ ছিল না।

সব চেষ্টা ভেস্তে গেল। আমরা আর বেলাকে বাঁচাতে পারলাম না।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে মৃত এখন। আমি নিশ্চিত হলাম কারণ ওর শরীরের কোথাও পালস পাচ্ছি না।

আমার খুব কষ্ট লাগছিল। ওর মৃত দেহ আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল দূরে কোথাও চলে যাই অনেক দূরে। আর কখনো ফিরে আসবো না।

'তাহলে যাও না চলে!' এ্যাডওয়ার্ড গর্জে উঠল।

'সে এখনও মরে নি।' চিৎকার করে কথাগুলো বলল সে। 'সে ভালো হয়ে উঠবেই।'

এরপর সে আমার সাথে দ্বিতীয় কোন কথা না বলেই রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমিও বেলার মৃতদেহটাকে রেখে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলাম। আমার পা মনে হচ্ছিল আর চলবে না। আমি জোরে চলতে পারব না কোনদিন। পা যেন গেথে যাচ্ছে রুমের মেঝেতে।

আমার ভেতরটা কেমন শূন্য শূন্য লেগে উঠল। কত চেষ্টা করেছি ওকে বাঁচানোর

জন্য। পারলাম না। ওকে আর বাঁচাতে পারলাম না। সব শেষ হয়ে গেছে।

যেই আমি সিঁড়ির অর্ধেক পর্যন্ত নেমে গেছি তখনই হঠাৎ পেছন থেকে একটা হার্টবিটের শব্দ শুনতে পেলাম। যেন কোন মৃত ভীষণ চেষ্টায় নিজের ভেতর প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পারলাম কী ঘটতে চলেছে। বেলা ভ্যাম্পয়ারে পরিণত হচ্ছে। ওর ভেতরের দানবটা জেগে উঠছে। যে দানবীয় বিষ একটু আগে এ্যাডওয়ার্ড ঢুকিয়েছে ওর শরীরে।

আমি দৌড়ে সিঁড়ি ছেড়ে ছুটে যেতে চাইলাম অনেক দূরে। কিন্তু পারলাম। গুণে গুণে দশ সেকেন্ডে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মতো। একটুও নড়তে পারলাম না। মনে হচ্ছিল আমার পুরো শরীরই বুঝি লোহায় গড়া। পা চালিয়ে নিতে এমন কষ্ট আমার আগে কখনও হয়নি। বৃদ্ধের মতো কাঁপা কাঁপা পায়ে টলতে টলতে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত নেমে আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে দৌড় লাগালাম।

যেতে যেতে দেখতে পেলাম রোজালি সাদা সোফার এক কোণে বসে হাতে। ওর হাতে ছোট্ট কম্বলে মোড়া কিছু একটার সাথে সে বিড়বিড় করে কথা বলছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু সে সেটা খেয়ালও করল না। সে অবশ্যই আমার থেমে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে।

মনে হয় রোজালি খুশিই হবে। যেহেতু সে কখনও মা হতে পারবে না সেহেতু সে বেলার বদলে নিজেই মাতৃত্ব ভোগ করতে পারবে। বেলা আর কখনই ওর মাতৃত্ব চাইতে আসবে না।

আমি খেয়াল করলাম। বাতাসে রক্তের গন্ধ। মানুষের রক্ত। রোজালি ওর কোলে থাকা দানব বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে। কেনই বা হবে না। ওই তো শত্রুর মতো নিজের মাকেই কামড়ে দিয়েছিল। বোতলে সে কী খাচ্ছে? বেলার রক্ত?

হতেও পারে।

আমি আমার শরীরে আমার আগের শক্তি ফিরে পেলাম। সেদিকে এগোতে লাগলাম। সামনে বড় একটা পাথর পড়লো। আমি মোটেও পাত্তা দিলাম না। সেটাই বরং লাথি মেরে সারিয়ে দিয়ে এগোতে লাগলাম।

রাগে ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। রোজালি বাচ্চাটাকে নিয়ে এতটাই মেতে ছিল যে আমার আসার দিকে ওর কোন মনোযোগই ছিল না।

আসতে আসতে অনেক কষ্টে নিজেকে দমালাম। যত যাই হোক সে বেলারই তো সন্তান।

হঠাৎ খেয়াল করলাম আমি আবারও হার্ট বিটের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এটা তো বেলার হার্টের শব্দ নয়। বাচ্চাটারই হার্টবিটের শব্দ।

আমি বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। ও অর্ধেক ভ্যাম্পায়ার আর অর্ধেক মানুষ।

ভেবেছিলাম আমি দূরে কোথাও চলে যাব। যেখানে বেলা নেই সেখানে আমার থাকারও কোন ইচ্ছে নেই। কিন্তু বাচ্চাটার মায়া ভরা মুখটা আমাকে সেটা করতে দিল না।

ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। ভয়ঙ্কর যে রাতের আঁধার আমাদের ছেয়ে ফেলেছিল সেটা তাদের পায়ের শব্দেই আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমরা মরতে যাচ্ছি। ভীষণ কষ্ট নিয়ে আমাদের মরতে হবে।

ভূতুরে পাগুলো আরও এগিয়ে আসছে। তাদের হালকা নড়াচড়া আধার আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পেলাম তাদের হাত রোমশ আর হাড়ের মতো সাদাটে রং তাদের থাবার। বিভিন্ন দিক থেকে তারা এগিয়ে আসছে। তারা সংখ্যায়ও অগণিত। সব বুঝি এবার শেষ হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি...

পুরো দৃশ্যটাই এবার পাল্টে গেল। অবশ্য তেমন পরিবর্তন হয়নি। ভলচুরিরা তখনও আমাদের আশেপাশেই ছিল। ঘিরেছিল চারদিক থেকে। খুন করার জন্য তারা প্রত্যেকেই তৈরি।

এবার আমি আমার নিজেকেই দেখতে পেলাম। আমাকে ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছে। আমি নিজেও ওদের আক্রমণের জন্য মুখিয়ে উঠলাম।

আমার ঠোঁটের কোণায় হাসির আভাস। কারণ আমি এ মুহূর্তেই ওদের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে যাচ্ছি। ভীষণ একটা গর্জন করে আমি আমার ধারাল দাঁত বের করলাম।

উনিশ

ব্যথাটা ছিল হতবুদ্ধিকর।

আমি নিজেও ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলাম। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, মাথায়ও কিছু ঢুকছিল না যে আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে।

ব্যথাটা উপেক্ষা করে যাওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে করতে আমার শরীরই একসময় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি বারবার হাবুডুবু খেতে লাগলাম। সেই কয়েক সেকেন্ড কিংবা হতে পারে মিনিট, আমার মনে হয়েছিল আমি মৃত্যু যন্ত্রণার দ্বারগোড়ায় উপস্থিত হয়েছি। আমি বাস্তবে আছি কী নেই সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। বাস্তবের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে বড় কষ্ট হয়ে পড়েছিল।

আমি মনে মনে সেগুলো আলাদা করার চেষ্টা করলাম।

অবাস্তবতা হচ্ছে কালো, অন্ধকার। সেটা আমাকে তেমন কষ্ট দিচ্ছিল না।

বাস্তবতাটা হচ্ছে লাল। আর সেটাতে আমার এমন এমন অনুভূতি হয়েছে যে, আমি ধারালো করাতে দ্বিখণ্ডিত হচ্ছি, বাসে প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছি, ষাঁড়ের গুতো খাচ্ছি, এসিডে গলে ক্ষয়ে যাচ্ছি। একই সাথে সমস্ত অনুভূত হলো যেন।

যদিও আমি নড়তে চড়তে পারছিলাম না, তাও মনে হলো বাস্তবতা আমার ভেতরটা একেবারে দুমড়েমুচড়ে ফেলছে।

এক মুহূর্ত পর, যেমন সব ছিল আবার তেমনই হয়ে গেল। আমি দেখতে পেলাম আমার ভালোবাসার সব মানুষেরা আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে।

হাসিমুখে। যেভাবে হোক, আমার মনে হচ্ছিল, যা কিছুর জন্য আমি লড়েছিলাম সেটা আমি পেতে যাচ্ছি।

এবং পরক্ষণেই মনে হল একটা ছোট কিন্তু ধারাবাহিকতাহীন কিছু একটার কারণে আমার মনে হল ব্যাপারটা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

কাপ উল্টে যাওয়ার সময় আমি দেখতে পেলাম কালো রক্ত ছলকে পড়ছে, লজ্জা পেলাম পর মুহূর্তে যখন খেতে পেলাম সেখানটা পুরোপুরি সাদা। আমি আপনাআপনিই আসন্ন দুর্ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

আমার ভেতরের কিছু একটা আমাকে যেন সতর্ক করে দিচ্ছে।

ভেতরে ভেতরে আমি মৃত্যু যন্ত্রণার শেষ লগ্নে উপস্থিত হলাম যেন।

আবার চোখের সামনে কালো ঢেউ খেলে গেল। সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা যেন মুছে যেতে লাগল। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আগের চেয়েও আমি বেশি ক্লান্ত অনুভব করছিলাম। গলার কাছে যেন এতটাই গরম অনুভূত হতে লাগল যেন আগুনের উল্কা ছুটছিল।

ভেতরটায় আমি যেন ছিড়েখুড়ে যাচ্ছিলাম।

আরো... আরো অন্ধকার।

আমার ব্যথা আবার চরম হয়ে উঠল। তখনই শুনতে পেলাম কারো চিৎকার। 'প্লাসেন্টাকে এখনই বের করে আনতে হবে।'

হঠাৎ আমার মনে হল ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা আমার ভেতরটা চিরে দিল। কথাগুলোকেই মনে হল এতক্ষণ সয়ে আসা যন্ত্রণার চাইতেও আরও ভয়াবহ। প্লাসেন্টা আলাদা করতে হবে— আমি জানি এর মানে কী। এর মানে হচ্ছে আমার ভেতরে আমার বাবুটা মারা যেতে বসেছে।

'ওকে বের করে আন!' আমি চিৎকার করে এ্যাডওয়ার্ডকে বললাম। তাহলে সে এখনও পর্যন্ত এ কাজটা করছে না কেন? 'বাবুটা শ্বাস নিতে পারছে না! এখনই বের কর!'

'মরফিন—'

যেখানে আমাদের বাবুনী মরতে বসেছে সেখানে সে আমাকে পেইনকিলার দেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে চাইল?

'না! এখনই—' আমি হাসফাস করে উঠে বললাম কিন্তু কথা শেষ করতে পারলাম না।

আমি বেশ বাজে অনুভব করলাম— চেষ্টা করলাম আমার গর্ভাশয়কে বাঁচাতে, আমার বাবুনীটাকে বাঁচাতে, আমার এতটুকুন ছোট্ট এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবকে। কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে আমি ভীষণ দুর্বল ছিলাম। আমার ফুসফুসে কোন জোর পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত অক্সিজেন যেন ফুরিয়ে গেছে।

ব্যথাটা যেন ধীরে ধীরে অনেক কমে যাচ্ছে। তবে কী আমার সোনামণিটা মরে যাচ্ছে...

কতটা সময় কাটল?

সেকেন্ড নাকি মিনিট?

ব্যথা তো দেখি চলে গেছে। না। আমি আসলে কিছুই অনুভব করতে পারছি না। আমি কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। কিন্তু আমি শুনতে পেলাম। আমি আবারও ফুসফুসে বাতাসে পূর্ণ করতে পারলাম। আমার গলার কাছে যেন বুদবুদ উঠছে।

'তুমি আমার সাথে থাক বেলা! আমার কথা কী শুনতে পাচ্ছ? থাক! তুমি কোনভাবেই আমাকে ছেড়ে যেতে পার না। শ্বাস নিতে থাক ভালো করে!

জ্যাকব? জ্যাকব এখানে? এখনও সে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে?

অবশ্যই। আমি ওকে একথাই বলতে চাইলাম যে আমি তো ওদের দুজনের কাছে প্রতীজ্ঞা করেছি। বেঁচে আমাকে থাকতেই হবে।

কিন্তু আমার মনে হল আমার হৃৎপিণ্ডটা কোথা সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছি, হারিয়ে ফেলেছি আমার শরীরের ভেতরেই কোথাও। কোন কিছু অনুভব করতে পারছি না। ডান পাশে কী আছে তাও না। কেবল চোখ পিটপিট করলে বুঝতে পারলাম আমার চোখ আছে। আমি আলো দেখতে পেলাম। কিন্তু যেমন অস্পষ্ট দেখলাম তা দেখার চাইতে না দেখাও ভালো ছিল।

ভীষণ সংগ্রাম করে হলেও আমার চোখ সব সয়ে নিল। এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল, 'রেনেসমি।'

রেনেসমি?

আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই আনন্দের বন্যায় ভেসে গেলাম।

'দাও... আমার মেয়েকে আমার কাছে একটু দাও।'

এ্যাডওয়ার্ডের হাতের খ্রিস্টাল বিকিরণে আলো নেচে উঠল। আমি ওকে নিলাম। লাল পিণ্ড হয়ে আছে ও। চামড়ায় রক্ত লাগানো। ওকে কোলে নেয়ার সময় ওর ভেঁজা ত্বক আমার ত্বকের সাথে লাগতেই মনে হল ওর চামড়া গরম— ঠিক যেমন জ্যাকবের।

আমার চোখ নিবদ্ধ হলো। সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

রেনেসমি কান্না করল না। কিন্তু জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ওর চোখ খোলা ছিল। ওর ভাবখানা দেখে এমনই মনে হল যে ও যেন একবারে শকড। খুব মজার দেখাচ্ছে ওকে।

ওর ছোট্ট গোল মাথার তালুর অনেকখানি জায়গা জুড়ে রক্তের ঘন আবরণ। ওর চোখের পাপড়ি দেখে পরিচিত মনে হল— সেই সাথে অবাকও হলাম— সেগুলো চকোলেট বাদামি। রক্তের আবরণের নিচে ওর চামড়ার রঙটা মনে হল হাতির দাঁতের সাদার সঙ্গে ক্রিমি রঙের একটা মিশেল।

ওর পাতা মুখটা একেবারে পারফেক্ট। আমার মেয়েটা ওর বাবার চাইতেও সুন্দর হয়েছে। অবিশ্বাস্য। অসম্ভব।

'রেনেসমি...' আমি ওর কানে কানে বললাম। 'খুব... সুন্দর।'

ওর অসম্ভব অবিশ্বাস্য মুখটায় হঠাৎ হাসি দেখতে পেলাম— চওড়া হাসি। পাতলা ঠোঁটের নিচে ওর মাড়ি দেখতে পেলাম। কল্পনায় সেগুলো ধবধবে সাদা দুধ দাঁতে ভরে উঠল।

মেয়েটা আমার বুকের কাছে মাথা ঘষতে চাইল যেন উষ্ণতা পেতে চাচ্ছে।

আমি হঠাৎ পেটে আবারও সে ব্যথা অনুভব করলাম। যেন আগুনের উল্কা। আমি খাবি খেতে লাগলাম। আমার বাচ্চাটা নেই। আমার অমন ফেরেশতার মতো বাবুটা

কোথাও নেই। আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। অনুভবও করতে পারছিলাম না।

না! আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলাম। ওকে আমার কাছে দাও!

আমি এতটাই দুর্বল ছিলাম যে পারলাম না। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হচ্ছিল আমার হাত দুটো বুঝি রবারের নেতানো হোস পাইপ। এছাড়া আমি আর কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কারো অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পাচ্ছিলাম না। এমনকি আমারও না।

অন্ধকার আমার চোখে আরও ভালোভাবে গেড়ে বসল।

সে অন্ধকারে আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম। কোন গভীর অতলে। আমি নামছি তো নামছিই। কোন এক অচিনপুরে— যেখানে চিন্তা নেই, দুঃখ নেই, কোন ভয় নেই।

এ্যাডওয়ার্ড। এ্যাডওয়ার্ড। আমার আর ওর জীবন একই সুতোয় গাথা। একজনকে কাটা মানে দুজনকেই একসাথে কাটা। যদি সে কোনদিন চলে যায় তাহলে আমি কোনভাবেই জীবনটাকে চালিয়ে নিতে পারব না। সেভাবে আমিও যদি চলে যাই তাহলে তো ও কষ্ট পাবে। এ্যাডওয়ার্ড ছাড়া এ পৃথিবীটা বড় নিঃস্ব দেখাবে।

জ্যাকব— যে আমাকে চিরদিনের মতো বিদায় জানিয়েছিল সেও আজ আমার বিপদের সময় উপস্থিত। ওর সাথে সব সময় ক্রিমিনালের মতো আচরণ করেছি। আজ আবার আমি ওকে কী করে আঘাত করব। তাহলে কী সেটা বেশি খারাপ হয়ে যাবে না? সে আমার জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছু ফেলে। শুধু এ কারণে যে আমি দূরে হারিয়ে যাব না। ওর জন্য হলেও বেঁচে থাকব।

কিন্তু চারপাশ এত অন্ধকার যে আমি ওদের দুজনের কারোরই চেহারা দেখতে পেলাম না।

আমি অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়তে চাইলাম। যদিও পুরোটা একটা প্রতিবর্তীক্রিয়ার ব্যাপার। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। চেষ্টা করেই যেতে লাগলাম। নিজেকে ভেঙে পড়তে দিলাম না।

আমার জীবনের ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি কখনওই কোন কিছু প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করিনি। কোন শত্রুকে আক্রমণ কিংবা বিতারিত করার ক্ষমতাও নয়। দুঃখ এড়িয়ে চলতাম। একজন মানুষ যেমন করে, দুর্বল মানুষ। আমি না পারতাম কোন কিছু চালিয়ে নিতে, না পারতাম লড়তে।

আমি জানতাম এ্যাডওয়ার্ড ওর সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করবে। সে হাল ছেড়ে দেবে না। আমিও না।

আমি অস্তিত্বহীনতার অন্ধকারে ইঞ্চি ইঞ্চি করে হারাতে লাগলাম। আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কেবল এ্যাডওয়ার্ডের মুখটা আমার চোখের সামনে একবার ভেসে গেল। বড় অস্পষ্টভাবে। আর কাউকে দেখতে পেলাম না। না জ্যাকব, না এলিস অথবা রোসালি অথবা চার্লি অথবা রেনে অথবা কার্লিসল অথবা এসমে... কাউকে না। এটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। আমি ভাবলাম এবার বুঝি বেশ দেরি হয়ে গেল। আর বোধহয় সময় নেই।

আমি টের পেলাম আমি ক্রমশ ঘুমের অতলে হারিয়ে যাচ্ছি— কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না।

না! আমাকে লড়তে হবে! লড়তে হবে! এ্যাডওয়ার্ড বড় আশা করে আছে।

জ্যাকব। চার্লি এলিস রোসালি কার্লিসল রেনে এসমে...

রেনেসমি।

শত চেষ্টাতেও আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু হঠাৎ আমি কিছু অনুভব করতে পারলাম। আমি যেন আমার হাতের অনুভূতি ফিরে পেতে শুরু করেছি। কিছু একটা ছোট আর শক্ত কিছু। গরম। খুব গরম। আমার বাবুনী। আমার ছোট জাদুর কণা।

আমি... আমি তাহলে পেরেছি! প্রতিকুলতা জয় করতে পেরেছি। আমার সোনামণিকে আমার কোলে রাখতে পেরেছি।

আমি আমার অবশ হাতে আস্তে আস্তে সাড়া ফিরে পাচ্ছিলাম। আমি সেটা কুঁকড়ে কাছে আনলাম। এখানে। এই যে আমার হৃদয়। আমি মধুর স্মৃতির মতো আকড়ে ধরলাম আমার মেয়েকে।

এই ছোট্ট উষ্ণতার পাশে থেকে আমার হৃদয়ও উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আরও জীবন্ত। উষ্ণ থেকে আরও উষ্ণতর। তপ্ত।

আরও গরম লাগছে এখন।

এতটাই গরম যে বেশ অস্বস্থি লাগছে। অনেক বেশি উত্তপ্ত।

মনে হচ্ছিল গরম ইস্ত্রি যেন আমার হাত ঝলসে দিচ্ছে। আমার ভুল ভাঙল। আমার হাতে আসলে কিছুই ছিল না। আর আমার হাত বুকের কাছে কুঁচকেও ছিল না। মৃতের মতোই সেগুলো পড়েছিল দেহের দুপাশে কোথাও। উত্তাপটা আসলে আমার ভেতরই।

জ্বলা আরও বাড়ছিল। শরীরের ধমনী দিয়ে যেন তরল আগুন ছুটে যাচ্ছিল। আমি এবার সত্যিই আমার হার্ট খুঁজে পেলাম, এজন্য নিজেকে আমি উইশ করার মতো আর কিছু খুঁজে পেলাম না। কুৎসিত অন্ধকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি এজন্য নিজেকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত মনে করলাম। আমি চাইলাম হাতটা উঁচাতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। আমার হাতের কোন অনুভূতিই পেলাম না। আর অদৃশ্য আঙুলও নাড়াতে পারলাম না।

আমি বুঝতে পারলাম অন্ধকার নয়, আমার নিজের শরীরের ভারই আমাকে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে।

হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে জ্বালাপোড়া এখন কাধ গলা পেট সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি কেন নড়তে চড়তে পারছি না। কেন আমি চিৎকার করতে পারছি না।

যত যাই হোক আমার মাথাটা পরিষ্কার ছিল, যে কারণে বুঝতে পারলাম— আমার না নড়ার রহস্য। আমাকে মরফিন দেয়া।

আমি মোটেও এটা জানতাম না যে মরফিনের এই বৈশিষ্ট্য। যখন আমার ভীষণ জ্বালাপোড়া হবে তখন আমাকে নড়তে দেবে না। আমাকে প্যারালাইজড এর মতো করে রাখবে।

আমি সব গল্প শুনেছিলাম। কার্লিসল যখন কোন কারণে ব্যথা পেতেন তখন চেষ্টা করতেন না চিৎকার করতে। রোসালিও বলে চিৎকার করাটা কোন শোভন কিছু নয়। আমি এটাই মনে মনে চাই সে রকম কিছু হলে কখনও চিৎকার করব না,যাতে করে এ্যাডওয়ার্ড মনে মনে কষ্ট পায়।

হাস্যকর হলেও সত্য যে আমার মনের সেই ইচ্ছাটা এখন পূরণ হয়েছে।

কিন্তু চিৎকার না করলে আমি ওকে কিভাবে বলব যে— আমাকে খুন কর। আমি তো আর পারছি না। আমাকে মরতে দাও! মরতে দাও! মরতে দাও!

আমার শরীরের নিচের অংশ যেটা মরফিন দেয়ার কারণে অবশ হয়েছিল সেটাও হঠাৎ আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

বিচ্ছিন্ন সংযোগগুলো যেন আবার চালু হলো। মনে হলো যেন এ জ্বলুনী সীমাহীন।

সময় কিভাবে কাটছিল জানি না। সেকেন্ডে নাকি দিনে, নাকি সপ্তাহে নাকি বছরে, কিন্তু একসময় মনে হল সময় এর মানে দাঁড়িয়েছে।

তিনটা জিনিস একসাথে ঘটছে। কিন্তু আমি বলতে পারব না কোনটা আগে ঘটছে। তবে এটা বুঝতে পারলাম মরফিনের প্রভাব ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। অনুভব করলাম, চেষ্টা করলে হয়তো শরীরটাকে নাড়াতে চাড়াতে পারব। সময় পেরুনোর সাথে সাথে আমি কিছুটা সক্ষম হয়ে উঠতে লাগলাম। আশা করলাম আবার আগের মতো পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা নাড়াতে পারব কিংবা হাতের আঙুলগুলোকে মুষ্ঠিবদ্ধ করতে পারব।

ধীরে ধীরে আমার হৃৎস্পন্দন আমার নিজে কাছেও স্পষ্ট হতে লাগল। স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্টতর। আমি আরও নিচুলয়ের আরেকটা হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলাম। আমার খুব কাছ কোথাও।

আমি মনোসংযোগের চেষ্টা করলাম। আমার এলোমেলো চিন্তাভাবনাগুলো আরও সংগঠিত করার চেষ্টা করলাম। ঠিক তখন আমি নতুন শব্দ শুনতে পেলাম।

হালকা পদধ্বনি শুনতে পেলাম। যেন বাতাসে বহূদূর থেকে ভেসে আসল ফিসফিসানি। দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ পেলাম। পায়ের শব্দ আরও কাছে এল। আমি আমার কবজিতে কোন কিছুর চাপ অনুভব করলাম। আমি আঙুলের কোন ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলাম না। আগুন তখন শরীরের সর্বত্র ছোটাছুটি করছিল।

'এখনও কোন পরিবর্তন হয়নি?'

'না।'

আমার জ্বলতে থাকা চামড়ায় বসে থাকা আঙুল হালকা ভাবে বসল।

'মরফিন এর প্রভাব এখনও শরীর ছেড়ে যায়নি মনে হচ্ছে।'

'আমি জানি।'

'বেলা? তুমি কী আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

সব স্বত্ত্বেও আমি জানতাম আমি যদি কপাটি লেগে থাকা আমার দাঁতের পাটি খুলতে না পারি তাহলে সব হারাতে হবে। আমি হা করার চেষ্টা করলাম। চোখ খোলারও চেষ্টা করলাম।

'বেলা। বেলা, আমার ভালোবাসা। তুমি কী চোখ খুলতে পারছ? হাত নাড়তে পারছ?'

আমার কোন উত্তর না পেয়ে কারো হাত আমার আঙুলকে আরও চেপে ধরল।

'হতে পারে...বাবা, হয়তো আমিই খুব দেরি করে ফেলেছি।' ওর গলার স্বর আর্দ্র শোনাল।

আমি মনে মনে থমকালাম।

'ওর হৃৎস্পন্দন শোন, সে সময় এমেটেরও তা এত জোরালো ছিল না। আমি খারাপ কোন কিছুর লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমি আশা করছি ও সুস্থ হয়ে যাবে।'

হ্যাঁ। আমি চিৎকার না করে সে সময় ভালোই করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি—

চিৎকার করলে বেচারা আরও মুসড়ে পড়ত। আমি চাইনা ওর কোন কষ্ট হোক। কখনই চাই না।

'আর ওর— ওর মেরুদণ্ড?'

'ওর ইনজুরিটা তেমন মারাত্মক নয়। এসমের তো আরও খারাপ অবস্থা হয়েছিল। ওর ধমনী আবার ঠিকটাকভাবে কাজ করতে শুরু করবে।'

'কিন্তু সে তো এখনও তা করছে না। আমার মনে হয় আমি খারাপ কিছু করে ফেলেছি।'

'এটা না বলে বলো ভালো কিছু, আমার লক্ষী বাবা। আমি যা চেয়েছি তুমি তাই ঠিকঠাক করেছ। বলতে পারি, আরও বেশিই করেছ। এখন বকবক থামাও। বেলা সুস্থ হয়ে উঠবেই।'

ভাঙা গলা শুনতে পেলাম, 'ও নিশ্চয় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে।'

'আমরা সেটা জানতে পারছি না। ওকে প্রচুর মরফিন দেয়া হয়েছে। আমরা এটাও জানি না, ও মরফিনের কারণ জনিত অনুভূতির সাথে পরিচিত কিনা?'

কনুই এর কাছেও একটা হালকা চাপ অনুভব করলাম। 'বেলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি বেলা, আমি দুঃখিত।'

অনেক স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসতে লাগল। কিন্তু আমার বাবুনী। আবার বাবুনী কোথায়? ওরা ওকে এখানে রাখেনি কেন? কেন ওকে নিয়ে বিন্দুমাত্র কোন কথা বলছে না।

'না! আমি এখানেই থাকব।' কারও ইশারার উত্তরে এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল।

একটা চুকচুক টাইপের শব্দশোনা গেল। 'আমি শিউর সে আমাকে সারপ্রাইজড করবে। সে সব সময়ই তা করে।'

কার্লিসলের পদশব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের নিঃশ্বাস গোণা শুরু করলাম যাতে করে বুঝতে পারি সময় থেমে নেই। এগিয়ে যাচ্ছে।

দশ হাজার নয়শত তেতাল্লিশটা নিঃশ্বাস পার হয়েছে এমন সময় রুমের মধ্যে অনেকগুলো পদশব্দ আর ফিসফিসানির শব্দ টের পেলাম। অনেক হালকা শব্দ আর ছন্দময়। আশ্চর্য, আমি পায়ের শব্দটা চিনতে পারলাম। যদিও আগে কখনও এমন লক্ষ্য করিনি। আজকের আগে এমন শুনিনিও নি।

'আর কতক্ষণ লাগবে?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল।

'তেমন বেশি সময় লাগবে না।' এলিস ওকে বলল। 'আমি ওকে কিছুটা সুস্থ দেখতে পাচ্ছি।' সে হাসল।

'এখনও কী খারাপ বোধ করছে বেলা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত এ কারণে যে সে ধীরে ধীরে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারছে। সে বলল। 'আমি ভ্যাম্পায়ার হিসেবে আমার সর্বোচ্চটাই দেখি। আমি মানুষের ভালো মন্দ দেখতে পাই কারণ আমি একসময় তা-ই ছিলাম।'

'এলিস, বেলার কথা বল।'

'ঠিক বলেছ। ও এখন চেষ্টা করলেই সব দেখতে পাবে।'

এক মুহূর্ত নীরবতা দেখলাম। তারপর এ্যাডওয়ার্ডের লজ্জিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

স্বরটা কিছুটা আনন্দিতও।

'তাই তো। সে তাহলে ভালো হয়ে উঠছে।' সে শ্বাস নিল।

'অবশ্যই সে তা পারবে।'

'তুমি দুদিন আগেও তো এমন আশাবাদী ছিলে না।' এখন সে সব ভয় থেকে মুক্ত।'

'তুমি কী আমার জন্য একবার মনোসংযোগ করবে। ঘড়ির সময় হিসেবে। আমাকে মোটামুটি আন্দাজ করে একটা সময় বলো।'

এলিস একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'তুমি আসলেই একটা অধৈয ছেলে। সময় দাও এক সেকেন্ড...

সে শ্বাস ফেলতে লাগল।

'ধন্যবাদ এলিস।' সে শঙ্কাহীন গলায় বলল।

কত সময়। শুনতে পেলাম নাতো? বেশি সময় কী?'

কত সময় যেন আমি গুনেছিলাম এর আগে, কত সেকেন্ড? দশহাজার? বিশ? আরেকদিন— ছিয়াশিহাজার, চার শত? নাকি তার চেয়েও বেশি?

'সে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেবার মতোই একটা মেয়ে।'

এ্যাডওয়ার্ড একটা নিচু শ্বাস ফেলল, 'সে সব সময়ই সেটা করে এসেছে।'

এলিস নাকী শব্দ করল। 'তুমি কী বুঝতে পেরেছ আমি কী বোঝাতে চেয়েছি, ওর দিকে তাকাও।'

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না। কিন্তু এলিসের কথা আমার মনে সাহস যোগাল। আমার ভেতরের সব সেল যেন আস্তে আস্তে কার্যকর হয়ে উঠতে লাগল। আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি শুনতে পেলাম এলিসের রুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার শব্দ। পায়ে পায়ে ঘষা লাগার শব্দ। সিলিং এ থাকা লাইটটার বিজবিজানীও কানে আসছিল। আমি শুনলাম মৃদু একটা বাতাস রুমের ভেতর বয়ে এল। আমি সব... সব শুনতে পাচ্ছিলাম।

সিঁড়ির মুখে বসে কেউ বল খেলা দেখছিল। মেরিনাররা দু রানের ব্যবধানে জিতে গেল।

'এবার আমার পালা,' আমি শুনতে পেলাম রোসালি একথা কাউকে বলছে। এবং এর সামান্যই রেসপন্স হলো।

'এই, এবার কিন্তু,' এমেট কাউকে সাবধান করে দিল।

কেউ একজন হিসহিস করে উঠল।

আমি আরও কিছু শুনলাম। কিন্তু সেগুলো খেলারই শব্দ। বেসবল আমার ব্যথা ভুলে থাকার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই আমি এ্যাডওয়ার্ডের নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ গুনতে লাগলাম। সেকেন্ড ধরে।

একুশ হাজার নয়শো সতেরো বার গুনতেই আমি টের পেলাম ব্যথাটা বদলে যাচ্ছে।

ভালোই মনে হচ্ছে। আঙুলের ডগা আর গাট থেকে সেগুলো ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আমি ব্যথা থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে গেলাম।

কিন্তু নিজেই আরেকটা খাবার আবিষ্কার করলাম। আমার গলাটা শুকনো হাড়ের মতো শুকিয়ে গেছে। ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে। বুক গলা জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে।

আরও একটা খারাপ ব্যাপার ধরতে পারলাম। বুকের ভেতর জ্বলুনী আর উত্তাপ আরও বেড়ে গেছে।

এগুলো কীভাবে সম্ভব?

আমার হার্টবিটও যেন আরও দ্রুততর হয়ে গেছে। আমার হাতের তালুর উত্তাপও কমে ঠাণ্ডা হলো।

'কার্লিসল।' এ্যাডওয়ার্ড ডাকল। ওর গলার স্বর নিচুলয়ের কিন্তু পরিষ্কার। কিন্তু আমি জানতাম কার্লিসল পাশের ঘরে থাকলেও এই শব্দ শুনতে পাবেন।

তা-ই হলো। কার্লিসল রুমে প্রবেশ করলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এলিসও তারপাশে ছিল। কার্লিসলের চেয়ে একপা এগিয়ে।

'শোন।' এ্যাডওয়ার্ড তাদের বলল।

কী বলল তা আর শুনতে পেলাম না। কেবল আমার হার্টের শব্দই সে সময় সবচেয়ে জোরাল শব্দ ছিল।

'আহ,' কার্লিসল বললেন। 'এটা প্রায় শেষের পথে।'

'শিগগিরই।' এলিস আগ্রহের সাথে বলল। 'আমার মনে হয় আরও কাউকে ডেকে আনা উচিত। রোজালিকে কী ডাকব?

'হ্যাঁ– বাচ্চাটাকে দূরে রাখ।'

কী? না! না! কী বলছে সে। বাচ্চাকে দূরে রাখার মানে কী? সে করছেটা কী?

পুরো রুম জুড়ে নীরবতা নেমে এল। আমার হাতুরির মতো পেটাতে থাকা হৃৎস্পন্দনও যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।

একটা হাত আমার হাতের ওপর এল। 'বেলা? বেলা আমার হৃদয়?'

আমি চিৎকার করে ওঠা ছাড়া কি ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব? আমি একটু ভাবলাম। আমার কনুই এর কাছ থেকেও জ্বালা কমে এল কিন্তু বুকের ভেতর জ্বলুনীটার কোন হেরফের হলো না।

'আমি ওদের এখনই ডেকে আনছি।' এলিস বলল। সে বাতাসের গতিতে দৌড়ে চলল।

আর তারপর— ওহ!

আমার মনে হলো হার্টের ভেতর যেন হেলিকপ্টারের ব্লেড ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমি পরে আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। কোন ধরনের না। না নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। এমনকি আমারটাও না।

ভেতরের এক প্রণোদনায় আমি চোখ খুললাম আর অবাক হয়ে গেলাম।

বিশ

সবকিছু ভীষণ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

তীক্ষ্ম। আর আলাদা।

আলোর উজ্জলতা ধরতে পারছিলাম। বাল্ব এর ভেতরের ফিলামেন্টও আমি পরিষ্কার আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছিলাম। সাদা আলোর বিচ্ছুরণের মধ্যে যে রঙধনুর সাত রঙের বিচ্ছুরণ হয় আমি সেটাও দেখতে পাচ্ছিলাম। শুধু তাই নয়। অষ্টম আরেকটা রঙও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। যার কোন নাম জানি না।

লাইটের পেছনে অন্ধকার কাঠের সিলিংও আমি আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছিলাম। বাতাসে ভেসে থাকা ধূলোর কণাও দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি নিঃশ্বাস নিলাম। বাতাস হুইসেলের মতো শব্দ করে আমার গলা দিয়ে নিচে নেমে গেল। কিন্তু আমি তেমন ভালো বোধ করলাম না। আমি বুঝতে পারলাম আমার বাতাসের কোন দরকার নেই। আমি ফুসফুস এর জন্য অপেক্ষা করে নেই। নিঃশ্বাস আমার শরীরে কোন প্রভাবই ফেলল না।

খোলা দরজা দিয়ে আমি চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে টের পেলাম, যেটা আমার গলার জ্বলুনীকে আরও তীব্র করে তুলল। শরীরের শিরা উপশিরাগুলো নেচে উঠল। গন্ধটাকে মনে হলো ক্লোরিন আর অ্যামোনিয়ার মিশ্রণে কোন গন্ধ। আমি আলাদা আলাদা করে গন্ধগুলো ধরতে পারলাম। মধু, লাইলাক সহ আর সব গন্ধ।

আরও কারো কারো শব্দও শুনতে পেলাম। তাদের নিঃশ্বাস থেকে আরও সব গন্ধ পেলাম, সিনামোন, হায়সিন্থ, পিয়ার, পাইন, ভেনিলা, চামড়া, আপেল, শেওলা, লেভেন্ডার, চকোলেট...। সবগুলো গন্ধই আমি স্পষ্ট এবং আলাদা করে ধরতে পারলাম।

নিচতলার ঘরের টিভির শব্দ কমে গেল। রোসালি কী আসছে এ ঘরের দিকে?

আমি হালকা আরেকটা শব্দ শুনতে পেলাম। কোথাও রাপ মিউজিক বাজছে। আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে গেলাম। জানালা দিয়ে একটা কার পার্কিং করার শব্দ ভেসে এল।

প্রথম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু আমার হাত স্পর্শ করে আছে যে তাকে তো চিনতে পারলাম না। যে স্পর্শ আমি সব সময় আশা করি,এ তো সে নয়। স্পর্শ করে থাকা হাতটার চামড়া আগের মতো কোমল হলেও সে রকম বরফশীতল তো নয়।

আমি প্রচণ্ড আতঙ্কে থমকে গেলাম। বাতাস আমার গলার কাছে পাক দিয়ে উঠল যেন মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। আমার শরীরের প্রতিটি মাংসপেশীতে অজানা কোন এক শক্তি ভর করল। মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম, এ্যাডওয়ার্ডের স্পর্শ আমার কাছে আর আগে মতো ঠাণ্ডা লাগছে না, কারণ আমরা দুজনেই একই তাপমাত্রার হয়ে গেছি।

আরও অল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার সেন্স কাজে লাগাতে পারলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে অপারেশন টেবিলে ঝুকে আছে। ওর একহাত আমার দিকে আগানো। ওর চোখে মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখটা এখন আমার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলেও আমার আপনা-আপনিতেই সাবধানী হয়ে ওঠা ইন্দ্রিয় চারপাশটা দেখে নিল। বিপজ্জনক কিছু আছে কি না।

আমি দেখতে পেলাম দরজার কাছে আমার ভ্যাম্পায়ার পরিবার শঙ্কা ভরা মুখে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এমেট আর জেসপার সামনে আছে। আমার মনে হলো সেটাই বিপদ। আমার নাক উৎসুক্য হয়ে বিপদের গন্ধ খুঁজল। কিন্তু পেল না। রুচিকর গন্ধ ঝাঁঝালো কেমিক্যাল মেশানো কিছুর ক্ষীণ গন্ধ আমার গলার জ্বলুনীকে আবার জাগিয়ে তুলল।

এলিস জেসপারের কনুই চেপে আছে। ওর চোখ মুখে চাপা অভিব্যক্তি। আলোর

বিচ্ছুরণ ওর দাঁতে প্রতিফলিত হতেই আমি অষ্টম সেই রংটা দেখতে পেলাম। জেসপার আর এমেট সবার সামনে, যেন আমি কারো বিপদের কারণ না হই। আমি সহজেই বুঝে ফেললাম, বিপদ আমার জন্য নয়, আমিই সবার জন্য বিপদ।

সবাই এপাশে দাঁড়ানো। আমার সেন্সের বেশিরভাগটুকু কাজ করছে এ্যাডওয়ার্ডের মুখের ওপর।

আমি আগে তো এমন দেখিনি।

কত সময় আমি এভাবে তাকিয়ে থেকে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আমার জীবনের কত শত ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, আমি এই স্বপ্নেই কেবল বিভোর থাকতাম যে এমন পরিপূর্ণ আমি কি কখনই হতে পারব না? আমি মনে করতাম এ্যাডওয়ার্ড আমার চাইতেও অনেক... অনেক বেশি সুন্দর। সেই সুন্দরের দিকেই সব সময় তাকিয়ে থাকতাম অপলক। ওর শারীরিক ব্যাপার বলতে এই একটা বিষয় সবচেয়ে মুখ্য ছিল আমার কাছে। ওর মায়াভরা মুখটা।

কিন্তু মনে হয় এখন আমার চোখেরই জ্যোতিই বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে।

এই প্রথমবারের মতো আমি এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। আমি আমার শব্দের জগৎ তন্ন তন্ন করে হাতড়েও আসল শব্দটা খুঁজে পেলাম না। ভালো কোন শব্দই মাথায় আসলো না অনুভূতিটাকে ব্যাখ্যা করার।

আর যা কিছু দেখছি সমস্তই এক মুহূর্তেরও কম সময়ে। আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম। আশ্চর্য। মনে হলো আমার শরীর অনেক আগে থেকেই তৈরি। আমি দাঁড়াব চিন্তা করতে করতে ততক্ষণে দেখি সটান দাঁড়িয়ে পড়েছি। নড়াচড়ার জন্য আমাকে তেমন কোন শক্তি খরচ করতে হচ্ছে না।

আমি একটুকুও না নড়ে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলাম। সে ধীর গতিতে পা ফেলে এগিয়ে আসল ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটা এক সেকেন্ডেরও অর্ধেক সময়ের মধ্যে।

আগে কখনও দেখতে পাইনি, কিন্ত এখন আমার নতুন চোখে সব স্পষ্ট।

'বেলা?' সে নিচুলয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ঠিকই, কিন্তু আমার নাম উচ্চারণের সময় ওর মধ্যে এক ধরনের দুশ্চিন্তা কাজ করছিল।

আমি তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে পারলাম না। আমার মনে হলো ওর কোমল গলা হারিয়েছে। যে তরঙ্গ আগে ওর গলায় শুনতে পেতাম এখন আর সেটা শুনতে পাচ্ছি না।

'বেলা, ভালোবাসা আমার? আমি দুঃখিত, আমি জানি এসবকিছু তোমাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে, কিন্তু দেখ— তুমি ঠিক আছ। সবকিছুই আগের মতো আছে।'

সবকিছু? আমি মনটা আগের স্মৃতিতে চলে গেল, বিগত কয়েক ঘণ্টায় যখন আমি মানুষ ছিলাম। কিছু স্মৃতি বলে গেছি যেটা মনুষ্য স্মৃতি ছিল। কেবল এটুকুই মনে আছে যে আমার চোখের সামনে একটা কালো পর্দা ভাসছিল। কিছুটা অন্ধের মতোই তো ছিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড একটু আগে যখন বলছিল সবকিছু ঠিকঠাক আছে তখন কী সে রেনেসমিকে কেন্দ্র করেও এ কথা বলেছিল। কোথায় সে? রোসালির সাথে? রোসালির চেহারাটা শত চেষ্টাতেও মনে করতে পারলাম না। শুধু এটুকু মনে আছে যে সে দেখতে খুব সুন্দর। মনুষ্য স্মৃতির অনেকটাই দেখি আমার মনে নেই। ওর মুখটা আবছা

অবস্থাভাবে ভাসছে।

জ্যাকব কোথায়? সে কী ভালো আছে? আমি যে এত কষ্ট দিয়েছি সবার মনে, অপেক্ষার যন্ত্রণা দিয়েছি এজন্য কী সে আমাকে ঘৃণা করবে?

সে কী স্যামের দলে ভীড়ে গেছে। কিংবা সেথ অথবা লিহ এর সাথে?

আমার এই বদলে যাওয়া কী ওকে ওর দলের সাথে বিরোধ বাঁধিয়ে দেবে? এ্যাডওয়ার্ডের কম্বলটা কী ঠিকমত সব ঢাকতে পেরেছিল? আমাকে শান্ত করার চেষ্টাই চালিয়ে গিয়েছিল।

আর বাবা? তাকে আমি এখন কী বলব। যখন আমার জ্বালাপেড়া হচ্ছিল তখন অবশ্যই তাকে ডাকা উচিত ছিল। এরা তাকে কী বলেছিল? আমার যা হয়েছে সেটা সম্পর্কে।

আমি খুব অল্প সময় ব্যয় করলাম কোন প্রশ্নটা আগে করব সেটা জিজ্ঞেস করতে। এ্যাডওয়ার্ড আমার চিবুকে ওর আঙুল রাখল। সাটিনের মতো মসৃণ। পালকের মতো নরম। আর অবশ্যই সে স্পর্শ আমার ত্বকের সাথে মানানসই। ওর স্পর্শের অনুভূতিটা আমার হাড়ের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে খেলে গেল।

আমি নতুন জন্মানো ভ্যাম্পায়ার। আমার গলার শুষ্কতাই এর প্রমাণ। আর আমি এটাও জানি একটা নতুন জন্মানো ভ্যাম্পায়ারের উত্তরাধিকারের মতো কী প্রাপ্য। আমি অবশ্য তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারছি না।

আমি আমার সেই প্রিয় মানুষটির বুকে মাথা রাখলাম। সে ভার সামলাতে একটু পেছনের দিকে ঝুকলো। আমি ভয় আতঙ্ক আর দ্বিধায় পড়ে ওর দিকে তাকালাম।

'উম... সাবধানে বেলা, আও।'

আমি আমার চেপে রাখা হাতটা সরিয়ে নিলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম এই ভেবে যে কীভাবে এতটা শক্তিশালী হলাম।

'ওপস্,' আমি মুখে বললাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কিন্তু সে হাসির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখে আমার মনে হল আমার হৃৎযন্ত্র যদি সচল থাকত তাহলে সেটা থেমে যেত।

'মনে কষ্ট পেও না, বেলা।' সে বলল। ওর আঙুল আমার ঠোঁট ছুঁয়ে গেল। 'তুমি এ মুহর্তে আমার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী, বেলা।'

আমার ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল। আমি তাহলে ওকে এমন জোরে চাপ দিয়েছি যে সে আও বলতে বাধ্য হয়েছে।

আমি মনোযোগী হলাম, আমি যে আসলে কী বলতে চাচ্ছিলাম সেটাই ওকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম। আমি সাবধানে ওর চিবুক স্পর্শ করলাম। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললাম আর এই প্রথম নিজের কথা শুনতে পেলাম।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' আমি বললাম। আর তখনই টের পেলাম আমার কথাগুলো যেন গানের মতো শোনাল, বেলের মতো প্রতিধ্বনি ভরা তরঙ্গে বাতাসে ভেসে বেড়ালো।

সে দুহাতের তালুতে আমার মুখটা নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকলো, খুব ধীরে যাতে আমার মনে পড়ে সাবধানী হওয়ার কথা। সে আমাকে চুমু খেল। প্রথমে খুব আলতো করে, তারপরই আরও কঠিনভাবে, আরও জোরালো। আমি ভুলে যাচ্ছিলাম যে ওর সাথে

স্বাভাবিক আচরণ করার কথা। আর এমন তৃপ্তি ভরা আবেগের সময় আমি বাকি সবকিছুই ভুলে যাচ্ছিলাম।

ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটল যেন এর আগে আমরা কেউ কাউকে চুমু খাইনি। এটাই আমাদের প্রথম চুমু খাওয়া। আর সত্যি কথা বলতে কী, সে আমাকে এমন করে আগে কখনও চুমু খায়নি।

যদিও আমার আগের মতো আর অক্সিজেন লাগছিল না। তারপরও আমার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুতলয়ের হয়ে গিয়েছিল। অন্য রকম একটা আগুন আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

কেউ কেশে গলা পরিষ্কার করল। এমেট। আমি ধরতে পারলাম শব্দটা ছিল কৌতুক এবং বিরক্তির সমন্বয়ে।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এখানে আমরা একা নই। যেভাবে আমি এ্যাডওয়ার্ডকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সেটা সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়। বিব্রতবোধ করলাম। সরে কিছুটা এগিয়ে গেলাম।

এ্যাডওয়ার্ডও আমার সাথে এগিয়ে এল। আমার কোমড়ে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। ওর মুখ এখন অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমি এমনিতেই একটা বড় শ্বাস নিয়ে নিজের অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে নিজেকে ঠিক করলাম।

কী অন্যরকমই না চুমুটা ছিল!

'তুমি আমাকে একেবারে চেপে ধরেছিলে।' আমি সুরেলা গলায় ওকে বললাম।

সে হাসল। 'ওটা সে সময় দরকার ছিল।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল। 'এবার তোমার পালা, আমাকে ভেঙে পড়তে দেবে না।' সে হাসতে হাসতে বলল।

আমি খেয়াল করলাম শুধু সে না, সবার মুখে মুচকি হাসি।

কার্লিসল এমেটকে ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার চেহারায় হালকা দুশ্চিন্তার ভাব। তার এমনরূপে আমি আগে তাকে কখনই দেখিনি। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছি।

'তুমি এখন কেমন বোধ করছ বেলা?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

একথার উত্তর ভাবতে আমার এক সেকেন্ডের চৌষট্টিভাগেরও কম সময় লাগল।

'উচ্ছ্বসিত। আমার মনে হচ্ছে...' কথা বলতে গিয়ে আমি থেমে গেলাম। আমার সুরেলা কণ্ঠের অনুরণ শুনতে লাগলাম।

'হ্যাঁ। প্রথম দিকে এরকম একটু আধটু মনে হবে।'

আমি দ্রুত সায় জানালাম। 'সবকিছু যেন, এক ধরনের, আমি আসলে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার কোমড়ে হালকা চাপ দিল। 'এমন যে হবে তা তো তোমাকে আমি আগেও বলেছিলাম সোনা।' সে আস্তে করে বলল।

'তুমি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।' কার্লিসল আশ্বস্ত হওয়ার মতোই মাথা নাড়লেন। 'আমি যা ভেবে রেখেছিলাম তার চেয়েও অনেক বেশি। তুমি যে এত চমৎকারভাব নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে গেছ সেটাই আশ্চর্যের। বোধহয় তুমি আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলে বলে।'

আমি বললাম, 'সেটা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই।'

এ্যাডওয়ার্ড সিরিয়াসলি মাথা নাড়ল। ওর চোখ তরলসোনার মতো চকচক করে উঠল। 'তাহলে কী এটাই ঠিক হয়েছে যে আমরা সময় মতোই মরফিন দিয়েছিলাম বলে? আচ্ছা বেলা, বলতো বদলে যাওয়ার সময়টায় কীভাবে তুমি বদলেছিলে সেটা তোমার মনে আছে?'

আমি একটু দ্বিধান্বিত বোধ করলাম, 'সবকিছুই ছিল... আবছা অন্ধকার। এটুকু মনে পড়ছে বাবুনীটা নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না...

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। আমার স্মৃতির বর্ণনা তাকেও একটু ভীত করল।

'রেনেসমি এখন খুব ভালো আছে, তুমি ওকে নিয়ে ভেব না।' সে আমাকে আশ্বাস দিল। ওর বলার মধ্যে এক ধরনের গাম্ভীর্য লক্ষ করলাম। সাধারণত এমনভাবে লোকে বলে যখন লোকে ঈশ্বরের কথা বলে। 'এরপর তোমার আর কী কী মনে আছে?'

আমি আমার বিবেকের দিকে তাকালাম। মিথ্যে বলাটা উচিত হবে না। তাও বললাম। আমি এ্যাডওয়ার্ডের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। কখনও চাই না সে মনে কষ্ট পাক। 'এটা বলা কঠিন। প্রথমে ভীষণ অন্ধকার ছিল। আর তারপর... আমি চোখ খুললাম,আর সবকিছু দেখতে পেলাম।'

'অবাক কাণ্ড।' কার্লিসল শ্বাস নিলেন। তার চোখ উজ্জল হয়ে বড়বড় হয়ে গেল।

আমার চিবুক লাল হয়ে উঠতে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলাম। পরেই বুঝতে পারলাম, আমি এখন আর আগের মতো লজ্জায় লাল হয়ে যাব না। সম্ভবত এটুকুর কারণে সত্যি মিথ্যে সংক্রান্ত ব্যাপারে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধরতে পারবে না।

এবং এ কারণেই মিথ্যে বলতে গিয়ে আমি খেয়াল করলাম আমার কষ্ট হচ্ছে না।

'আমি আসলে চাচ্ছি তুমি একটু ভাব— স্মরণ কর তুমি আর কী কী মনে করতে পারছ?' কার্লিসল উত্তেজিত হয়ে বললেন। আমি আর বেশি মিথ্যে বলতে চাইলাম না যদি পরে ধরা খেয়ে যাই। আর তীব্র জ্বলুনীটার কথা আর চিন্তা করতে চাইলাম না।

'ওহ, আমি দুঃখিত বেলা.' তিনি ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললেন। 'আমি জানি ওই সময় তোমার যে তৃষ্ণা বোধ হয়েছিল সেটা খুবই মারাত্মক ছিল। তোমার এই চুপ করে থাকাতেই বুঝতে পারছি তোমার কেমন লেগেছিল। দুঃখিত, সত্যিই দুঃখিত।'

আমার মনে হচ্ছিল আমার মাথার ভেতর অনেকগুলো আলাদা আলাদা কক্ষ হয়ে গেছে যেগুলো আমার ভেতরকার জ্বলুনী নিয়ন্ত্রণ করে। আমার পুরোনো ব্রেইন কেবল আমার শ্বাস প্রশ্বাস আর চোখের পলক নিয়ন্ত্রণ করে।

এবার কার্লিসলের কথা শুনে আমার জ্বলুনী আবার বেড়ে গেল। অনুভব করলাম আমার গলায় ভীষণ তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে। আমি গলায় হাত দিলাম। অনুভব করলাম আমার গলার চামড়া ভীষণ নরম। কোমল। কিন্তু আমর হাতে ভীষণ শক্তি। এ্যাডওয়ার্ড আমার আরেক হাত ধরল। 'চল, শিকারে যাই বেলা।'

আমার চোখ বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল। সাথে সাথে তৃষ্ণাও বেড়ে গেল।

আমি? শিকারে? এ্যাডওয়ার্ডের সাথে? কিন্তু... কিভাবে? আমি তো জানি না কীভাবে এটা করতে হয়।

ও আমার মুখ দেখে সেটা বুঝতে পারল।

'এটা একদম সোজা, চিন্তা করো না। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব।'

আমাকে না নড়তে-চড়তে দেখে সে হেসে ফেলল। ভ্রু কুঁচকে বলল, 'মনে আছে, তুমি সব সময় চাইতে আমি কিভাবে মিকার করি তা তুমি দেখবে বলে।'

আমি হেসে ফেললাম।

'আসবে কী?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল। ওর হাত আমার চিবুক ছুয়ে গলার কাছে নামতে লাগল। 'আমি কখনই চাইব না তুমি আঘাত পাও।' সে নিচু স্বরে বলল। আগে হলে এমন নিচু স্বরে বলা কথা আমি বুঝতে পারতাম না।

'আমি এখন ভালোই আছি। কোন সমস্যা হবে না। আগে একটু অপেক্ষা কর।'

অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিল। কোনটা আগে করব না পরে করব সেটা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার অবস্থা দেখে কার্লিসল বললেন, 'কিছু বলবে কী?'

'আমি ওকে একটু দেখতে চাই, আমার রেনেসমিকে।'

আমার আজ থেকে তিন দিন আগেকার কথা মনে পড়ল। সে সময় আমার কেমন অনুভূতি হয়েছিল সেটা মনে পড়তেই আমার হাত এ্যাডওয়ার্ডের হাত ছেড়ে দিল। আপনাআপনি সে হাত চলে এল আমার পেটের উপর। সেটা এখন খালি।

আমি এখন জানি আমার ভেতরে আর কিছু নেই। কিন্তু এক সময় ছিল সেটা আমিই তো জানি। আমার সেই রক্তাক্ত দৃশ্য মনে পড়ে গেল। আমার এখন মনে হচ্ছে আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। না। স্বপ্ন বললে ভুল হবে, বলা যেতে পারে মধ্যরাতের দুঃস্বপ্ন।

যখন আমি এসব ভাবছিলাম তখন দেখতে পেলাম কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ড একে অন্যের দিকে সাবধানী চোখে তাকাচ্ছে।

'কী হল?' আমি জানতে চাইলাম।

'বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড কোমল স্বরে বলল। 'সেটা কোন ভালো কাজ হবে না। সে অর্ধ মানব। ওর হার্ট বিট করছে, ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে টাটকা রক্ত। তোমার তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত...তুমি নিশ্চয় চাও না ও কোন বিপদে পড়ুক, তাই চাও?'

আমি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলাম না। কারণ আসলে আমি তাই চাই। আমাকে এখন ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।

যদিও কথাগুলো শুনতে ভালো শোনাচ্ছে না। আমি ওকে চোখের দেখা না দেখা পর্যন্ত আমার মন তো শান্ত হবে না। আমার মনে হচ্ছে আমি এখনও স্বপ্নের ঘোরে আছি।

'সে এখন কোথায়?' যদিও অস্পষ্ট কিন্তু তারপরও আমি শুনতে পেলাম আমারই ঠিক নিচ বরাবর নিচতলায় একজনে হার্ট বিটের শব্দ, আর একজনের নিঃশ্বাসের শব্দ। নিঃশ্বাসের সে শব্দ শুনে মনে হলো সেও আমার কথা শুনতে পেয়েছে।

হৃৎস্পন্দনের শব্দটা এতটাই মধুর আর রুচিকর মনে হতে আমার জিভে জল চলে এল। তাই ভাবলাম আগে শিকার করে নেই, তারপর আমার সোনামণিকে দেখব।

'রোসালি কী ওর সাথে আছে?'

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড ছোট্ট করে উত্তর দিল। আর খেয়াল করলাম সে যেন কোন কারণে হতাশ বোধ করল। আমি কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগে সে পেটের ওর রাখা হাতটা ধরে বাইরে যাবার জন্য টান দিল।

'আর একটু দাঁড়াও,' আমি ওকে আবার থামালাম। 'জ্যাকব কেমন আছে? আর

বাবা? যা যা আমি মিস করেছি দয়া করে সেগুলো আমাকে বল। কত সময় পর্যন্ত আমি অচেতন ছিলাম?'

আমার শেষ কথাগুলো এ্যাডওয়ার্ডের মনে কোন প্রভাব ফেলল না। বরং আমি দেখলাম সে কার্লিসলের দিকে আবার দ্বিধার চোখ তাকাল।

'কোন সমস্যা?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'না, কোন সমস্যা না।' কার্লিসল আমাকে বললেন, শেষের শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন তার কথা জড়িয়ে গেল। 'আসলে তেমন কিছুই বদলায়নি। আসলে— তুমি পুরো দুদিন ধরে অচেতন অবস্থায় ছিলে। আসলে পুরো সব ব্যাপার খুব দ্রত ঘটে গেছে। এ্যাডওয়ার্ড একটা চমৎকার কাজ করেছে। ব্যাপারটা প্রায় নতুন আবিষ্কারের মতো। সে যেমন ইঞ্জেকশানটা সরাসরি তোমার হৃৎপিণ্ডে দিয়েছিল।' তিনি একটু থেমে ছেলের দিকে গর্বের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'জ্যাকব এখনও এখানে আছে। আর চার্লি এখনও জানে তুমি খুব অসুস্থ। সিডিসি গিয়েছ টেস্ট করাতে। তিনি এসমের সাথে কথা বলেছেন।'

'আমার তো তাহলে এখনই তাকে ফোন করা উচিত...' আমি বিড়বিড় করে বললাম ঠিকই, আবার একই সাথে নিজের কণ্ঠের অনুরণও শুনলাম।

'থাম— জ্যাকব এখনও এখানে আছে?'

তাদের মধ্যে আবারও দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড দ্রুত বলল। 'এসব বলার সময় পরেও অনেক পাওয়া যাবে। এখন আমরা তোমার একটু যত্ন নেব। না না হলে তোমাকে এমন কষ্টই ভোগ করে যেতে হবে।'

ও বলার সাথে সাথে আমি আবারও তৃষ্ণার প্রচণ্ডতা বুঝতে পারলাম। কিন্তু জ্যাকবের কথাও ভুলতে পারলাম না। 'কিন্তু জ্যাকব—'

'আমাদের এই পৃথিবীর সবটুকু সময় পড়ে আছে ব্যাখ্যা করে বলার জন্য, প্রিয়তমা।' সে আমাকে আবারও মনে করিয়ে দিল।

তা ঠিক। আমি আরও কিছু জানতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তৃষ্ণা আমার গলা এতটাই আকড়ে ধরল যে আমি আর কিছু বলার মতো কথা খুঁজে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বললাম, 'ঠিক আছে।'

'থাম, থাম, থাম,' এলিস দৌড়ে গেল দরজার কাছে। ওর মুখ খুব উজ্জল দেখাচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসলকে প্রথম দেখে যেমন অবাক হয়েছিলাম। এখন এলিসকে দেখেও অবাক লাগল। ওর ভ্যাম্পায়ার রূপে ওকে অসম্ভব রূপবতী লাগছে।

'তুমি কথা দিয়েছিলে যে প্রথম এ সময়ে আমি থাকতে পারব! যদি তোমরা প্রতিবিম্বের মতোও দৌড়ে যাও তাও।'

'এলিস—' এ্যাডওয়ার্ড বাধা দেয়ার চেষ্টা করল।

'এই এক সেকেন্ড সময় লাগবে!' বলেই এলিস রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'ও কিসের কথা বলছে?'

উত্তর পাওয়ার আগেই এলিস ফিরে আসল। ওর হাতে রোজালির রুম থেকে নিয়ে আসা একটা বড় আয়না। যেটা উচ্চতায় ওর দ্বিগুণ আর চওড়ায়ও তেমন কম না।

জেসপার নীরবে কার্লিসলের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব দেখছিল। এবার এলিসের সাথে হাত লাগাল। কিন্তু তখনও ওর সাবধানী চোখ আমার দিকে সূক্ষ্মভাবে নজর রাখছিল। কারণ আমি এ জায়গায় মূর্তিমান বিপদ।

আমিও নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখলাম। জেসপার হয়তো আমার মনের ভাবনা বুঝতে পেরেছে, ওর মুখে ধূর্তের একটা হাসি দেখতে পেলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলেই দিয়েছিল যাতে করে আমি যেন বিয়ের আগে তোমাকে আয়নার সামনে না আনি।' এলিস বলল। 'কিন্তু এখন আমি একথা আর জাবর কাটতে চাই না?'

'জাবর?' ওর ভ্রু কুঁচকে গেল।

'হতে পারে আমি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছি,' সে আয়না সেট করতে করতে বলল।

'তুমি তো এমনই।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

এলিস ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচাল।

আমি আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলাম। দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। আমার দেহের প্রতিটি ইঞ্চির সৌন্দর্য এলিস অথবা এসমের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আয়নায় থাকা বেলাটাকে আমার খুব আকর্ষণীয় সুন্দরী মনে হলো।

কিন্তু দ্বিতীয়বার ভালো করে দেখতেই আমি চমকে উঠলাম।

আয়নায় এটা কে? আমি তো নই। আয়নার বেলার চোখ তবে আমার মতো নয় কেন? এমন ভৌতিক লালচে!

'ওই চোখ?' আমি ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। আমার চোখ বলতে খুব কষ্ট হলো। 'কতক্ষণ ধরে এমন থাকবে?'

'তোমার চোখের রঙ কালো হতে কয়েক মাস লাগবে।' এ্যাডওয়ার্ড কোমল গলায় বলল।

'পরিমিত মানুষের রক্তের তুলনায় পশুর রক্ত বরং তোমার চোখের রঙ বদলে দেবে। প্রথমে সে রঙ হলদে বাদামি হবে, তারপর সোনালী।'

আমার চোখ এমন ভয়ঙ্কর লাল রঙা থাকবে কয়েক মাস ধরে?

'কয়েক মাস?' আমার গলা এখন আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ। আমার নিজের ভ্রু কুচকে যেতেই খেতে পেলাম আয়নাতেও লালচে ওই চোখ দুটোর উপরের ভ্রুও কুচকে গেল।

জেসপার কয়েক পা এগিয়ে আসতেই আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। আমার অবচেতন মন আমাকে সতর্ক করে দিল। কারণ সে নতুন ভ্যাম্পায়ারকে বেশ ভালো করেই চেনে।

কেউ আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। আমি অপ্রয়োজনীয় হলেও একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'তোমরা কেউ আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। আমি ভালোই আছি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আবার আয়নার দিকে ফিরলাম, চোখের দিকে তাকালাম, 'আমার কেবল এই একটা ব্যাপার...'

'আমি জানি না।' এডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

আমার সাথে সাথে আয়নাতেও লাল চোখের ওপর ভ্রু কুঁচকে গেল। 'এই, আমি কী

কোন প্রশ্ন মিস করেছি?' জানতে চাইলাম।

এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'জেসপার খুব অবাক হয়েছে যে তুমি কীভাবে এটা করতে পারছ?'

'কী করতে পারছি?'

'তোমার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছ, বেলা।' জেসপার বলল। 'আমি নতুন জন্মানো ভ্যাম্পায়ারকে কখনও এমন করতে দেখিনি। তুমি আপসেট থাকছো, আবার আমাদের সাথে উল্লসিত হতে পারছ। তুমি তোমার ওপর নিজের প্রভাব খাটাতে পারছ। আমি চেয়েছিলাম এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করব। এখন তুমি নিজেই দেখি এটা বেশ করতে পারছ।'

'আমি কী কোন ভুল-টুল করছি?' আমি জমে যাওয়া গলায় বললাম।

'না।' সে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার একটা হাত ওর হাতের সাথে জড়িয়ে নিল। 'এটা খুবই অবাক করার মতো বেলা। অবশ্য আমার এটা বুঝতে পারছি না, তুমি কতক্ষণ পর্যন্ত এমন থাকতে পারবে?'

আমি বেশ অল্পক্ষণ চিন্তা করে দেখলম, এ মুহূর্তে আমার কী করা উচিত? কিংবা পরবর্তীতে কী হয়ে যাওয়ার আশংকা করছে ও? দানব?

'তুমি কী ভাবছ বেলা? এলিস আয়নার দিকে তাকিয়ে অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি নিজেও তা জানি না।' আমি কাউকে জানতে দিতে চাইলাম না যে আমি আসলেই ভয় পাচ্ছি।

আমি আয়নার সুন্দর অথচ ভঙ্ককর চোখে বেলার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর সেটা থেকে চোখ সরিয়ে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম।

'তুমি কী হতাশ?' আমি জানতে চাইলাম।

সে হেসে ফেলল। 'হ্যাঁ।' বলতে বলতে সে সবার উপস্থিতি উপেক্ষা করেই আমার শীতল বাহু আকড়ে ধরল। আমার চিবুকে চুমু খেল।

আমি তখনই বেশ ভালো বোধ করলাম।

'চল, শিকারে যাই।' আমি বললাম, একটা নতুন থ্রিলার আর পেটের মধ্যে কিছু একটা মোচড় দিয়ে উঠল। আয়নার সুন্দরীটাকে আরেক পলক দেখে নিয়ে আমি এ্যাডওয়ার্ডের হাতে হাত রেখ বেরিয়ে পড়লাম।

একুশ

'জানালা দিয়ে?' দোতলা সিঁড়ি পরিমাণ উচ্চতা থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে নেমে আমি আতকে উঠলাম। উচ্চতা আমার কখনও ভয় করে না। কিন্তু নিচে এতবড় থেবড় পাথরে জায়গা। আর উচ্চতাও তো খারাপ না। আর পাথরের মুখগুলোও কেমন তীক্ষ্ম আর ধারালো।

এ্যাডওয়ার্ড হেসে ফেলল। 'সহজে বাড়ি থেকে বের হবার এটাই সবচেয়ে ঝামেলাহীন ব্যাপার। তুমি যদি ভয় পাও তাহলে আমি তোমাকে কোলে নিতে পারি।'

'আমি আসলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে চাচ্ছিলাম।'

এ্যাডওয়ার্ড হালকা গুঙিয়ে উঠে বলল, 'রেনেসমি আর জ্যাকব নিচতলায়...

'ওহ!'

ঠিকই বলেছে সে। আমি এখন দানবের পর্যায়ে। আমার মনের ভেতর যেন বন্যতা জেগে উঠতে না পারে সেজন্য আমাকেই খেয়াল রাখতে হবে।

'রেনেসমি কী...জ্যাকবের সাথে... ভালো আছে?' আমার মনে হলো সে সময় আমি যে হৃৎস্পদন শুনেছিলাম সেটা জ্যাকবেরই ছিল। 'সে ওকে পছন্দ করছে না।'

এ্যাডওয়ার্ড অন্যরকমভাবে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'আমার বিশ্বাস কর বেলা। সত্যি বলছি, ও ভালো আছে। আর আমি এটাও ঠিক জানি জ্যাকব এ মুহূর্তে কী ভাবছে।'

'অবশ্যই, তাই তো।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। নিচের দিকে তাকালাম।

'ভয় পাচ্ছ?' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'কিছুটা তো পাচ্ছি। এটা তো জানি না কিভাবে...'

আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমার পেছনে আমার পরিবার নীরবে দেখছে। আর আমি আমার পোশাক নিয়েও চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। এই পোশাক কখন সে বদলে দিয়েছে? হতে পারে যখন আমি জ্বালা পোড়ার মধ্যে অচেতন ছিলাম তখন। এ পোশাক পরে আমি না পারব লাফাতে না শিকার করতে? কেমন আট-শাট আকাশী রঙা সিল্ক এর জামা। সে বেছে বেছে কেন এটাকেই মনে করল আমার উপযুক্ত পোশাক? পরে কী কোন ককটেল পার্টি আছে নাকি?

'আমাকে দেখ।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তারপর এক পা এগিয়ে গেল জানালার কিনারা বরাবর। নিচের দিকে দিল এক লাফ।

আমি ভালো করে খেয়াল করলাম। এঙ্গেল আর হাঁটুর অবস্থানও দেখে নিলাম। ওর নামার শব্দটা খুব আস্তে হলো। যেন কোন দরজা আস্তে করে লেগে গেল, অথবা টেবিলের ওপর একটা বই রাখার মতোই শব্দ।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করলাম। ওর সাধারণভাবে নিচে নামার পদ্ধতিটা মাথায় আওড়ালাম।

হাহ! আমার মনে হচ্ছিল নিচে কোন মাটি বলে কিছু নেই। আমি লাফ দেব কোথায়! যাও চোখে দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছিল সেটা যেন দুলছিল। এটা আবার কী জুতো পরিয়ে দিল এলিস। যাক এসব ভেবে লাভ নেই।

আমি নিজেকে তৈরি করে নিলাম। লাফিয়ে পড়লাম নিচের দিকে।

আশ্চর্য! মনে হলো আমি যেন সিঁড়ির একটি ধাপ নেমেছি যেন। ব্যাপারটা এত সোজা হবে আমি ভাবতেও পারিনি।

আমি ওর দিকে তাকালাম।

'ঠিক এইভাবে। তাই না।'

'হ্যাঁ।' সে হাসল। 'বেলা?'

'বল?''

'এটা এতটাই অবাক করার মতো যে কী বলব— এমনকি একটা ভ্যাম্পায়ারের জন্যও।'

ও কী বলল সেটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। পরক্ষণেই আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম। ও এই মুহূর্তে যে কথাটা বলল সেটা যদি এমেট শুনে তাহলে সেও হাসবে। এ কথার চেয়ে হাসির আর কী আছে?

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।' আমি হাসি চেপে বললাম।

এরপর আমি আমার জুতোগুলো খুলে ফেললাম। তারপর দুটোই একসাথে জানালার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। সেটা উপরের ঘরে মেঝেতে পড়ার আগেই কেউ লুফে নিল।

এলিসের গলা শোনা গেল। রাগে গজ গজ করছে। 'মেয়েটা ব্যালেন্স রাখার ব্যাপারে উন্নতি করলেও ফ্যাশনের ব্যাপারে নিজেকে উন্নত করতে পারল না।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাতটা ধরল। আমরা নদীর দিকে ছুটে গেলাম। এর জন্য আমাকে তেমন কোন শক্তি ব্যয় করতে হলো না। আমরা খুব সহজে দৌড়ে চললাম।

'আমরা কী সাঁতার কাটব?' আমরা নদীর কাছে থামতেই এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। তুমি তোমার এই সুন্দর ড্রেসটা নষ্ট কর আর কি, আমরা এটা লাফিয়ে পার হব।'

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম, এই নদীটা প্রায় পঞ্চাশ গজের মতো চওড়া। গভীরও।

'তুমি প্রথমে।' আমি বললাম।

সে আমার চিবুক স্পর্শ করল। তারপর সে দু পা পিছিয়ে গেল। আমি ভালো করে ওর নড়াচড়া খেয়াল করতে লাগলাম। সে ঠিকই এক লাফে নদীর ওপার পৌঁছে গেল। তবে সে নিজেকে ঠিক মতো সামলাতে পারলো না। বনের গাছের সাথে বাড়ি খেল।

এবার আমার পালা।

আমি পাঁচ কদম পিছিয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার একটু চিন্তা হলো। নিজের জন্য নয়, নিজে আঘাত পাবো সে জন্যও নয়— বরং বনের গাছগুলোর ক্ষতি হবে কিনা সেটা ভেবে। কেননা, আমি আমার ভেতরে একটা অন্য রকম শক্তি টের পাচ্ছিলাম। আমার মাংসপেশীগুলো নেচে উঠল। আমি বেশি সময় নিলাম না।

আমার মনে হচ্ছিল আমার চারপাশটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেছে।

কী হবে এখনও বলতে পারছি না। আশা করছি এই নদীর ধারে এসমের কোন প্রিয় গাছ টাছ নেই। না হলে সেটার ওপর পড়ে আমি যদি নষ্ট করে ফেলি নিজেকে দায়ী মনে হবে।

লাফ দেয়ার জন্য আমি এক পা উঠাতেই এলিসের দেয়া জামাটা হাঁটুর উপর প্রায় ছয় ইঞ্চির মতো ছিঁড়ে গেল। এলিস! ও যে কী মনে করে না। মনে করে, আমার সব জামা ওয়ান টাইম ইউজের মতো। একবার পরেই আমি ডাস্টবিনে ফেলে দেব, তাই ওর পোশাকটা নিবার্চনও সে রকম। যেমনটা হল এ জামাটার বেলায়ও।

আমি ফেড়ে যাওয়া জামার ও জায়গাটা সমান করে ছিড়ে ফেললাম। পাশেও সমান করে ছিঁড়ে ফেললাম।

এবার অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

আমি খিক খিক করে হাসার শব্দ শুনলাম। হাসিটা যে বাড়ি থেকেই ভেসে আসছে সেটাতে কোন সন্দেহ নেই। হাসি উপর তলা থেকেও আসছে। নিচতলা থেকেও। সব

হাসির মধ্যে একটা হাসি আমি আলাদা করে ধরতে পারলাম।

ওটা জ্যাকবের। তাহলে সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না সে এখনও কীভাবে এখানে রয়ে গেছে। আর ভাবছেই বা কী? সে কী আমাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে?

তবে আমি আমার আবেগকে বেশি পাত্তা দিলাম না।

'বেলা?' বনের ভেতর থেকে এ্যাডওয়ার্ডের ডাক ভেসে এল। 'আমি কী তোমাকে আবার দেখিয়ে দেব?'

মনে হয় সেটার আর দরকার হবে না। আমি এ্যাডওয়ার্ডের লাফ দেয়ার ভঙ্গিমাটুকুর সবটাই মনে করতে পারছি। এক সেকেন্ডেরও কম সময় নিয়ে আমি লাফ দিলাম। আমার শরীর বাতাসে ভাসল। আমার মনে হল পঞ্চাশ গজ দূরত্ব খুব সামান্যই একটা ব্যাপার।

ব্যাপারটা অবাক করার মতো ব্যাপার হলেও উত্তেজনাকর। আমি আমার পায়ের অবস্থান ঠিক রাখলাম। এবং নামার সময় পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে নামলাম।

পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে চমৎকার লাগল।

আমি টের পেলাম এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে দৌড়ে আসছে। আমি আরও এক লাফে ওর কাছে পৌঁছে গেলাম। ওর চোখে আনন্দে উদ্ভাসিত।

'কেমন পারর্ফম করলাম?' আমি শ্বাস নিতে নিতে বললাম।

'খুব...খুব চমৎকার।' ওর হাসিতে প্রশংসা ঝড়ে পড়ল।

'আমরা কী এটা এখন আবার করব?'

'কী যে বল না বেলা, আমরা এখানে এসেছি শিকার করতে, নাকি?'

'ও। তাই তো।' আমি মাথা নাড়লাম।

'আমাকে ফলো কর... পারবে কী?' এবার ও কৌতুকের হাসি হাসল। হাসিটা খানিকটা চ্যালেঞ্জেরও।

খেয়াল করলাম ঘটনা সত্যি। ও আমার চেয়ে অনেক দ্রুত গতির। আমি বুঝতে পারলাম না। ও এত দ্রুত গতিতে দৌড়াচ্ছে কিভাবে। ওর পা-ই তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমি পাশাপাশি দূরত্বে ছিলাম। কখনও আর আগেও চলে যাচ্ছিলাম। যাইহোক, মনে হচ্ছিল আমার গতি শক্তিও মোটামুটি খারাপ না কারণ ওর তিন পদক্ষেপ পরিমাণ দূরত্ব আমি এক পদক্ষেপেই পার হতে পারছি। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা নেশার মতো লাগছিল। সবুজ বনানী ধরে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছি। আমি প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। যদিও হাসির কারণে আমার ছোটার গতিতে কোন হের-ফের হচ্ছিল না।

আর আমি এটাও বুঝতে পারলাম, কেন এ্যাডওয়ার্ড দৌড়ানোর সময় কোন গাছ স্পর্শ করছে না। আর এই প্রশ্নটা এক সময় আমার কাছে রহস্যের মতো ছিল।

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে তৃপ্তিকর একটা ব্যাপার মনে হলো। গতির কারণে আমার কাছে বাতাস তপ্ত বলে মনে হল।

বনটা আমার কাছে অনেক জীবন্ত মনে হলো— এর আগে যেটা কখনওই মনে হয়নি। পাতার প্রতিটি পোকা থেকে শুরু করে বনের সব শব্দ আমার কানে আলাদা আলাদা করে বাজছিল। কিন্তু যখন ওরা আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল তখন ভয়ে ওদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল ওরা চুপও করে ছিল। ওরা একটা

মানুষের গন্ধের চাইতে একটা ভ্যাম্পায়াদের গন্ধ আলাদা করে বুঝতে পারে। এটা আমার ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ফেলল।

'বেলা।' সে শুষ্ক গলায় বলল। ওর শব্দ ছাড়া আমি সেখানে আর কিছু শুনতে পেলাম না।

আমি এই মৌনতা ভীষণ অনুভব করতে পারছিলাম।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে ওর কাছে এক লাফে প্রায় একশ গজ দূরত্ব পার করে এলাম। সে ভ্রু নাচিয়ে মুচকি হাসল। ওকে এত সুন্দর লাগছিল যে আমি ওর দিকে তাকিয়েই থাকলাম।

'তুমি কী এদেশে থাকতে চাচ্ছ?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল। 'নাকি আজ বিকালটা কানাডাতেই কাটাতে চাও।'

'এটা মনে হয় ভালোই হবে।' আমি রাজি হয়ে গেলাম। বনের সবকিছুই আমার নতুন চোখে প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে। 'আচ্ছা আমরা এ বনে কী শিকার করব?'

'এলক, আর আমার মনে হয় তুমি প্রথমবারের মতো শিকার করতে তাই তোমার এটাই শিকার আগে করা উচিত...'

আমি ওর সঙ্গে এ কথার কোন তর্ক করলাম না। আমি অনেক তৃষ্ণার্ত ছিলাম। শিকারের কথা শুধু কল্পনা করতে আমার গা হু হু করে জ্বলতে লাগল। এত শুষ্ক হয়ে এল যেন আমি আর কথাই বলতে পারব না। তারপরও অনেক কষ্টে বললাম।

'কোথায়?' আমার গলায় অধৈর্যের সুর।

'এক মিনিট স্থির হয়ে একটু দাঁড়াও।' সে আমার কাধে হাত রেখে বলল।

ওর স্পর্শে আমার তৃষ্ণার কিছুটা কমে গেল। মনে হলো যেন এ মুহূর্তে এটাই দরকার ছিল।

'তোমার চোখ বন্ধ কর তো।' সে বিড়বিড় করে বলল। আমি ওর কথা শুনে চোখ বন্ধ করলাম। ওর একটা হাত আমার মুখে বুলাল, চিবুকে বুলাল। আমার মনে হচ্ছিল বোধহয় জোরে শ্বাস ফেলতে শুরু করেছি। আমার এটাও জানা ছিল, লজ্জা পেলেও আমি আগের মতো আর লাল রাঙা হব না।

'শোন।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'কিছু শুনত পাচ্ছ?'

সবকিছু। সব শুনতে পাচ্ছি। ওর গলার স্বর, ওর নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ, কথা বলা থামানোর পর ঠোঁট কামড়ে ধরার শব্দ। পাখিদের ফিসফিস, ওদের পালক ঝাপটানোর শব্দ, তাদের ছোট্ট হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ। অবশ্য আমি বুঝতে পারছিলাম ও বিশেষ কোন একটা শব্দ খেয়াল করার জন্য বলছিল। আমি আমার শব্দ শোনার রেঞ্জ আরও ছড়িয়ে দিলাম, যাতে করে আমাকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাণের আরও শব্দ শুনতে পাই।

বুঝতে পারলাম সামনে খোলা চত্বর আছে। সেখানে বড়বড় ঘাসের শব্দ শুনতে পেলাম। সে জায়গাটাও পাথরে। পানির শব্দও শুনতে পেলাম। নদীর একটা খাড়ি আছে সেখানে। চুক চুক করে কিছু একটা জিভ দিয়ে পানি পান করার শব্দ করছে। সেটার বড় হৃৎপিণ্ড ধুপ ধুপ করছে। রক্ত পাম্প করছে...

আমার মনে হলো তৃষ্ণায় আমার গলা বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

'উত্তর পশ্চিম দিকে নদীর খাড়িতে?' আমি চোখ বন্ধ অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ।' ওর গলায় অনুমোদনের সুর। 'এখন... বাতাস বয়ে আসার জন্য একটু অপেক্ষা কর... এবার তুমি কিসের গন্ধ পাচ্ছ?'

আমি আসলে ওর গায়ের গন্ধই পাচ্ছিলাম— ওর গায়ের অদ্ভুত গন্ধ, মধু, লাইলাক এসবের। এছাড়াও আমি পৃথিবীর গন্ধও পাচ্ছিলাম। কিছুর পচাগলা গন্ধ আর শেওলার গন্ধ। গাছের চূড়ায় পাকা বাদামের গন্ধ। পরিষ্কার টলটলে পানির গন্ধ। আমি পানির দিকে মনোযোগ দিলাম। সেখানে কুই কুই টাইপের শব্দ পেলাম। সেই সাথে হৃৎপিণ্ডের শব্দ। আরেকটা উষ্ণ গন্ধ, তীব্র আর স্পর্শকাতর। আর সব গন্ধের চেয়ে প্রখর। আমি আমার নাক উচালাম।

এ্যাডওয়ার্ড চুক চুক টাইপের শব্দ করল। 'প্রথম দিকে একটার বেশি থাকল তোমার গন্ধ নির্ণয়ে বিড়ম্বনা হবে।'

'তিনটা আছে ওখানে?' আমি অনুমান করে বললাম।

'পাঁচটা। আর দুটো গাছের পেছনে।'

'আমরা এখন কী করব?'

ওর গলার স্বর শুনে মনে হলো ও যেন হাসছে। 'তোমার কী মনে হয় কী করা উচিত?'

গন্ধ শোকার জন্য আমার তখনও চোখ ছিল, সে অবস্থাতেই আমি ভাবলাম কী করা যায়, তাছাড়া আমার প্রচণ্ড তৃষ্ণাও আমাকে টিকতে দিচ্ছিল না। আমার জ্বিভে জল চলে এল। আমি চোখ খুলে ফেললাম।

'এত চিন্তার দরকার নেই।' সে বলল। আমার কাধের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে পিছিয়ে গেল। 'তোমার যেটা প্রবৃত্তি হচ্ছে সেটাই কর।'

আমি টের পেলাম একটা বড় হরিণ। দুই ডজন শিং দিয়ে ওটার মাথা ভরা। এ রকম আরও চারটাকে অলস গতিতে হেঁটে বেড়াতে দেখলাম। ওদের গায়ে ফুটকি ফুটকি।

আমি একটা পুরুষ হরিণ এর প্রতি আমার লক্ষ ঠিক করলাম। মাত্র ত্রিশ গজ দূরে। আমি লাফ দেয়ার জন্য তৈরি হলাম। আমি দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু আমার মাংসপেশীও তৈরি হয়ে নিচ্ছিল। বাতাস এখন আরও জোরে বইছে। আমার নাকে আরও একটা গন্ধ বেশি লাগল। এটার গন্ধ আরও বেশি চমৎকার। কোনটা শিকার করব যে বিষয়টার প্ল্যানটা আবার পরিবর্তন করছে ইচ্ছে করল। আমার মনে হলো এটাই বুঝি বেশি জরুরি।

আমার চিন্তা বদলানোর কারণ বুঝতে পেরেছি। আমার প্রবৃত্তিই আমাকে ঠিক করে দিচ্ছিল কোন ঠিক হবে নাকি হবে না। বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করার এটাও একটা প্রক্রিয়া।

আমার প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে এমন সময় বাতাসের দিক বদলে গেল। এবার বাতাস বইতে শুরু করল আমি আরও চমৎকার একটা গন্ধ পেলাম সেদিক থেকে। গন্ধটা এতটাই রুচিকর মনে হলো যে আমার মাথায় আরেকটা চিন্তা খেলে গেল। এটা তো মানুষের গায়ের গন্ধ!

আমি বরফ জমার মতো জমে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। সে আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে। ওকে ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো। আমার আতঙ্কগ্রস্ত

মুখ দেখে সেও সাবধান হয়ে গেল।

আমার খুব ইচ্ছে জাগল মানুষটাকে আক্রমণ করি। নিজেকে প্রবল ঝাঁকুনী দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। সে আমার দিকে এক পা এগিয়ে এল।

'আমি এখান থেকে চলে যাব।' আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম।

ও আহত চোখে বলল, 'তুমি পারবে এ জায়গা ছেড়ে যেতে?'

ওর কথার মানে বোঝার মতো অত সময় আমার ছিল না। আমার মাথার ভেতর যেটা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছিল সেটা থামানোর জন্য আমি জোরে দৌড় লাগালাম। আমার মাথার ভেতর থেকে গন্ধটা পুরোপুরি দূর করে দিতে চাচ্ছিলাম। যাতে সেটা পুরোপুরি হারিয়ে যায়। আমি নিজেও যেন মানুষের গন্ধটা আর খুঁজে না পাই। জানি না সে অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব কিনা।

আবার আমি খেয়াল করলাম আমার পিছু পিছু একটা গন্ধ ভেসে আসছে। বুঝতে পারলাম গন্ধটা পরিচিত। ওটা আমার এ্যাডওয়ার্ডের গন্ধ। আমি প্রথমে ওকে যেভাবে দৌড়াতে দেখেছিলাম এখন সে তার চেয়েও দ্রুত দৌড়াচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে আমার কাছে চলে আসল।

আমি থামলাম। আমার মনে হল আমি এখানে মোটামুটি নিরাপদ।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তুমি কিভাবে এটা পারলে?' সে জানতে চাইল।

আমি ওর কথার উত্তরে হাসলাম।

মুখ হা করে নিঃশ্বাস নিলাম। আমি বাতাসের স্বাদ পেলাম। আমার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিতে পারে এমন কোন গন্ধের অস্তিত্ব আর খুঁজে পেলাম না। আমার উত্তর না পেয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ও বলল,

'কীভাবে এটা তোমার পক্ষে সম্ভব হলো?'

'কোনটা? দৌড়ে চলে আসাটা?' আমি নিঃশ্বাস নিলাম।

'তুমি শিকার করা কিভাবে থামাতে পারলে?'

'তুমি কী তখন আমার পেছনে ছিলে... আমি সে জন্য দুঃখিত।'

'কেন তুমি আমার কাছ থেকে ক্ষমা চাচ্ছ? আসল ভুল তো আমার হয়েছিল। আমারই আগে দেখে নেয়া উচিত ছিল আশে পাশে কোন মানুষ আছে কি না। এত বড় ভুল আমি কিভাবে করলাম? এজন্য ক্ষমা চাওয়ার তো কিছু নেই।'

'কিন্তু আমি তোমার দিকে গর্জে উঠেছিলাম।' আহত গলায় প্রশ্ন করলাম।

'করেছ তো বেশ করেছ। এটা তোমার প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার। কিন্তু এটার সাথে দৌড়ে চলে আসার সম্পর্ক কী?'

'এছাড়া আমার আর কী-ই বা করার ছিল। আমার মনে হয়েছিল সে এমনই একজন যাকে আমি চিনি!

সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। পরক্ষণেই সে দম ফাটানো হাসিতে ফেটে পরল। বনের গাছগুলোর শাখায় শাখায় সে হাসি প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।

'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে এভাবে হাসছ কেন?'

সে তক্ষণাৎ থেমে গেল। আমি ওর মুখে দুঃশ্চিন্তার রেখা দেখতে পেলাম।

সব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, আমি নিজেকে নিজে অটোসাজেশান দিলাম।

'আমি তোমার কারণে হাসছিলাম না বেলা। আমি হাসছিলাম কারণ আমি অনেক বেশি শক হয়েছি। এতটাই শক যে আমার এখন হাসি পাচ্ছে। আর... শক কী জন্য হয়েছিলাম জানো?'

'কী জন্য?'

'কারণ আমি পুরোপুরি অভিভূত।'

'অভিভূত কী কারণে?'

'কারণ এ অবস্থায় কেউ তোমার মতো এ কাজ কখনোই করতে পারবে না। এতটা স্বাভাবিক তো কখনোই না। এত শান্তভাবেও কথা বলা, শান্ত থাকা... পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে আশ্চর্যের মনে হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তুমি বাতাসে মানুষের রক্তের গন্ধ পেয়েও নিজেকে শিকারের ইচ্ছে থেকে দমিয়ে রেখেছ। পরিণত ভ্যাম্পায়ারদেরও এ অবস্থায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্ট হয়ে পড়ে। বেলা, তোমার এই আচার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স প্রায় শতাব্দী পেরিয়ে গেছে।'

'ওহ্।' আমিই জানি ব্যাপারটা কত কষ্টের ছিল।

ও ওর হাত আমার মুখে রাখল। চোখে রাজ্যের বিস্ময়। 'আমার কেন এ সময় তোমার মন পড়তে পাড়ার ক্ষমতা হলো না সেটাই কষ্ট লাগছে।'

ক্ষমতাময় আবেগ।

যখন আমি দূর... আরও দূরে আমার মনোযোগ দিচ্ছিলাম নতুন কোন শব্দ শোনার জন্য তখন এ্যাডওয়ার্ড ওর হাতটা ছেড়ে দিল। এমনকি সে শ্বাসও পর্যন্ত নিচ্ছিল না। একটা অপরিচিত গন্ধ ভেসে আসছে পশ্চিম থেকে...

আমার চোখ ঝট করে খুলে গেল। কিন্তু তখনও তীক্ষ্ম ইন্দ্রিয় কাজ করছিল। আমার পিচ আর রেসিনের গন্ধ মিশ্রিত কিছু একটার গন্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। এর গন্ধের চেয়েও সেটা আরও প্রখর আর রুচিকর। নরম থাবা ফেলে সেটা এগিয়ে আসতে লাগল। গন্ধ তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হলো। সেটা আয়তনেও অনেক বড়। ওর আশে পাছে অনেক গাছ। আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। গাছ পেরিয়ে কিভাবে ওটাকে আয়ত্ত করা যায় সেটাই ভাবছিলাম। তৃষ্ণায় আমার এখন আধ পাগল অবস্থা।

আমি দূরত্ব পরিমাপ করে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। এক সেকেন্ড সময় নিয়ে সবঠিক আছে কিনা শেষবারের মতো দেখে নিয়ে আমি লাফ দিলাম।

আমার এমন হঠাৎ আবির্ভাবে সিংহটা আতকে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে আমি ওকে বাগে নিয়ে আসলাম। ওটার ওজন আমার কাছে কিছুই মনে হলো না। সিংহটা হাত পা ছুড়চিল, মাথা মোচড়াচ্ছিল। কিন্তু ওটার দাঁত আমার কাধ কিংবা গলা স্পর্শ করতে পারল না।

আমার ব্লেডের মতো ধারালো দাঁত ওটার গলায় বসে গেল। এতটা সহজে যেন আমার মনে হলো আমি এক টুকরো মাখনের গায়ে দাঁত বসালাম। পলকেই ওটার পশম আর চর্বির আস্তরণ কেটে দাঁত বসে গেল রক্তের ধারায়।

কিন্তু স্বাদটা আমার ভালো লাগল না। রক্ত গরম আর ভেঁজা। আর আমার তৃষ্ণা এতটাই ছিল যে আমি কোন কিছু বাছ বিচার করে তৃষ্ণার্তে মতো পান করে যেতে লাগলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমার সারা শরীর গরম হয়ে উঠছে। এমন কি পায়ের আঙুল পর্যন্ত।

সিংহটাকে নিঃশেষ করার পরও আমার মনে হলো আমার তৃষ্ণা তখনও কমেনি। আমি ভেবে পেলাম না আস্ত একটা সিংহ নিঃশেষ করার পরও কেন তৃষ্ণা রয়ে যাবে।

আমি এলোমেলো অবস্থা থেকে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করলাম। আমি হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিলাম। জামাটাও ঠিকঠাক করার চেষ্টা করলাম।

'হুমম।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। গাছের ওপর থেকে পালক খসার মতো করে ওকে নামতে দেখলাম। ওর চোখে মুখে বিজ্ঞের একটা ভাব।

'আমার মনে হয় এবারের ব্যাপারটা ভালো করেছি। নাকি বল?' আমি ধূলোয় একেবারে মাখামাখি হয়ে ছিলাম। চুল অবিন্যস্ত। জামাটাও রক্তের কারণে নোংরা দেখাচ্ছে।

'তুমি একেবারে নিখুঁতভাবে করেছ।' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। 'আসলে...তোমাকে নজরে রাখাটা আমার পক্ষে প্রায় কঠিন হয়ে পড়েছিল।'

আমি ভ্রু নাচালাম। দ্বিধায় পড়ে গেলাম।

'তোমাকে সিংহের সাথে দেখে আমার তো বুক কাঁপছিল। ভাবছিলাম কখন না ওটা আবার তোমাকে আঘাত করে ফেলে।'

'বোকা।'

'আমি জানি। পুরো অভ্যেস সহজে মরতে চায়না। যাই হোক তোমার ড্রেসের এই স্টাইলটা আমার পছন্দ হয়েছে।'

মানুষ হলে আমার এতক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম, 'আচ্ছা, আমি এখনও তৃষ্ণার্ত কেন?'

'কারণ তুমি অনেক অল্প বয়স্ক।'

আমি নিঃশ্বাস ফেললাম। 'আমার মনে হয় না, কাছে পিঠে আর কোথাও পাহাড়ী আছে বলে মনে হয় না।'

'প্রচুর হরিণ আছে।'

আমি নাক কুঁচকালাম। 'ওদের গন্ধ আমার ভালো লাগেনি।'

'তৃণভোজী বলে। মাংসাশী সব প্রাণীদের গন্ধ প্রায় মানুষের গন্ধের মতো।' সে ব্যাখ্যা করে বলল।

'মানুষ তো আর নয়।'

'চল আমরা না হয় আজ ফিরেই যাই।' ও এ কথা বলল ঠিকই কিন্তু ওর গলার স্বরে বিদ্রুপের আভাস।

আমি চোখ বন্ধ করে একটু নিঃশ্বাস ফেললাম। 'চল, আমরা কটা তৃণভোজীই শিকার করি।'

আমরা বাড়ির দিকে ফেরার পথে কয়েকটা হরিণ পেলাম। এবার ও আমার সাথেই শিকার করল। প্রতিবারই আমি মনে মনে চাচ্ছিলাম শিকারের সময় যেন এ্যাডওয়ার্ড পেছনে থাকে। ওকে শিকার করতে দেখার বিভৎস দৃশ্য আমি দেখতে চাই না। ভয়ানক এই ব্যাপার এড়িয়ে চলতে আমি পেছনে তাকাতে চাইলাম না।

কিন্তু তারপরও তাকালাম। কারণ আমি নিখুঁত আর পরিচ্ছন্নভাবে শিকার পদ্ধতিটা দেখতে চাচ্ছিলাম। শিকারের পুরো ব্যাপারটা একজন ভ্যাম্পায়ারের জন্য তেমন কোন অসুবিধার নয়। কিন্তু মানুষ থাকার সময় আমার কিছু মনুষ্য পছন্দ অপছন্দ এখনো রয়ে

গেছে, সেগুলোর কারণে আমি এতে কোন সৌন্দর্য খুঁজে পেলাম না।

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের শিকার পদ্ধতি আলাদা। ওকে একেবেঁকে এগোয় একেবারে সাপের মতন। ও হাত লক্ষের দিকে নিবিষ্ট। অনেক শক্তিশালী। ও নিজেই একটা চমৎকার সৌন্দর্য। আমার হঠাৎ গর্ব বোধ হল। ও এখন শুধুই আমার। কোন কিছুই এখন আমাকে আর ওর কাছে থেকে আলাদা করতে পারবে না।

সে খুব ক্ষীপ্র গতির। ওর শিকার শেষ করে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী? এখন আর আগের মতো তৃষ্ণা লাগছে না?'

আমি কাধ ঝাকালাম। 'তুমি তো আমাকে হতাশ করলে। আমার চাইতে তো তোমার পারফর্মেন্স আরও অনেক ভালো।'

'শতাব্দী ধরে প্র্যাকটিস বলে কথা।' সে হেসে ফেলল।

'মাত্র এক শতাব্দী।' আমি সংশোধন করে দিলাম।

সে আবার হাসল, 'আর তুমি বুঝি মাত্র এই একদিনের জন্য। সারাজীবন ধরে এমন করে যেতে হবে।'

'মনে তো হয় তাই করব।' আমার নিজেকে বেশ টইটম্বুর মনে হলো। গলার জ্বলুনীটাও অনেক কমে গেছে। তাহলে... এই তৃষ্ণাই এখন আমার সব সময়ের সাথী।

আমার মনে হলো সবকিছু নিয়ন্ত্রণে। আজ যদি সেই অচেনা অদেখা আগন্তুককে খুন করার ইচ্ছা দমাতে না পারতাম তাহলে কী আমি আমার ভালোবাসার নেকড়েমানব আর আধা ভ্যাম্পায়ার বাচ্চাকে ভালোবাসতে পারতাম?

'আমি রেনেসমিকে একটু দেখতে চাই।' আমি বললাম। এখন আমার তৃষ্ণা অনেক কমে গেছে (পান করার মতো কোন প্রাণী এখন আর আশপাশে নেই বলে)। এখন মাথায় নতুন চিন্তা ভর করেছে। ভালোবেসে যাকে গর্ভে আগলে ছিলাম তাকে বুঝি এক নজর দেখতে পাব না? অদ্ভুত হলেও সত্যি কথা, ও আমার গর্ভে না থাকার কারণে নিজেকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

এ্যাডওয়ার্ড সে সময় ওর হাত সরিয়ে নিয়েছিল, আমি সেটা আবার তুলে নিলাম। আর অনুভব করলাম ওর ত্বক আগের চেয়েও অনেক উষ্ণ। চিবুকের কাছটা হালকা লাল। চোখের নিচে যে ছায়ার মতো কালো দাগ ছিল সেগুলোও মিলিয়ে গেছে।

আমি ওকে অনুরোধের পর অনুরোধ করে যাচ্ছিলাম। চাচ্ছিলাম ওর তরল সোনার মতো সোনালী চোখে অনুমোদনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি না?

আমি ওকে আমার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলাম। খুব হালকা করে। সেও আমাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আমার মতো করে নয়।

সে আমার কোমড়ে হাত রেখে ঝট করে আমাকে কাছে টেনে আনল। বুকের কাছে চেপে ধরল কঠিন আলিঙ্গনে। দেখলাম ওর ঠোঁটজোড়া নেমে আসছে আমার ঠোঁটের দিকে।

এরপর আমি নিজেকে আর খুঁজে পেলাম না। ওর কোমল ঠোঁট মুহূর্তে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠল। আমাকে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে লাগল। আমার নিজের ঠোঁটেরও আর কোন অস্তিত্ব রইল না।

আগের মতোই আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে আছি, আমার হাতে ওর হাত, আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট আর ওর বুকের কাছে আমি। তবুও এমন উত্তেজনা আমি আগে কখনও

অনুভব করিনি।

আমার আগের মন এতটা ভালোবাসা ধারণ করতে পরত কিনা আমার জানা নেই।

আমার আগের হৃদয় ওর এতটা শক্তি প্রয়োগ সহ্য করতে পারত কিনা তাও আমার জানা নেই।

হতে পারে এটাই আমার জীবনের এখন সাধনা। কার্লিসল এসমের প্রতি সহযোগী মনোভাব প্রদর্শন, আর কার্লিসলের প্রতি এসমের আত্মোৎসর্গ যেমন। আমি হয়তো এ্যাডওয়ার্ডের মতো ইন্টারেস্টিং আর বিশেষভাবে ভালোবাসতে পারব না। কিন্তু চেষ্টা করব ওকে কখনও যেন দুঃখ না দেই। আর এটাও চেষ্টা করব এমন ভালোবাসতে যেমন ভালোবাসা এ পৃথিবীতে আর কেউ কখনও বাসেনি।

আমি সেভাবেই বেঁচে থাকতে চাই।

আমি খেয়াল করলাম— আগের মতোই আমার পেঁচানো আঙুল ওর চুলের ভেতর, আমার বুক ওর বুকের সাথে মেশে গেছে আগেও যেমনটা হতো। কিন্তু একটা জিনিস নতুন। চুমুর এই বিশেষ অনুভূতি। এ্যাডওয়ার্ড এখন আমাকে চুমু খাচ্ছে একেবারে ভয়হীনভাবে, আর অনেক শক্তি প্রয়োগ করে। আমি তাল সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পড়ে গেলাম।

'অপস।' ও আমার নিচে চাপা পড়ে গেল। 'আমি তোমাকে এভাবে সামাল দিতে চাই, তুমি কী ঠিক আছ?'

সে আমার মুখে একটা টোকা দিল, 'ভালোর চেয়ে ভালো বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটাই।' তারপর ওর মুখে একটা প্রশান্তির ছায়া দিল। 'রেনেসমি?'

আমি সায় দিলাম, 'আমাদের রেনেসমি।'

বাইশ

রেনেসমির চিন্তা আমাকে খুব করে পেয়ে বসল, এটাই আমার এখন মূল চিন্তা। অনেক প্রশ্ন একসাথে আমার মনে উদয় হলো।

'আমাকে বল ওর কথা।' ও যখন আমার হাতটা ওর কাছে নিচ্ছিল তখন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম।

'এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে ও এর কোনটার মতোই নয়।' সে আমাকে বলল। এবারও লক্ষ করলাম ধর্মীয় বাক্য উচ্চারণ করার সময় যেমন শান্ত ও গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করা হয়, সেও তেমন করে বলল।

আমি খানিকটা গর্ব এবং ঈর্ষা অনুভব করলাম। অবশ্য এটা কোন ব্যাপার না।

'আচ্ছা, ও দেখতে কেমন হয়েছে? তোমার মতো? নাকি আমার মতো? নাকি আমি আগে যেমন ছিলাম তেমন?'

'তেমন নয়। ও স্বর্গের চেয়েও সুন্দর।'

'সে তো উষ্ণ রক্তের ছিল।' আমি মনে করিয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ। ওর হার্টবিটও আছে। যদিও সেটা মানুষের হৃৎস্পন্দন এর চাইতে অনেক দ্রুত। ওর গায়ের উষ্ণতাও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক গরম। সে ঘুমায়ও।'

'সত্যি?'

'একজন নতুন ভ্যাম্পায়ারের জন্য এটা অনেক ভালো। পৃথিবীর সব বাবা মা-ই এ সময় ঘুমাতে পারে না তাদের বাচ্চার কারণে। অথচ আমাদের বাচ্চা কি সুন্দর ঘুমায়।' সে হেসে ফেলল।

ও যেভাবে আমাদের সন্তান বলে উঠল তাতে ওকে আরও বাস্তব সম্মত বলে মনে হলো।

'ওর চোখ একেবারে তোমার চোখের মতো– তাই মনে হয় না হতাশ হওয়ার কিছু আছে, অন্তত একটা কিছু তো পেয়েছে।' সে হেসে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। 'সেগুলো অনেক সুন্দর।'

'আর ওর ভ্যাম্পায়ার অংশগুলো?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওর ত্বক হয়েছে আমাদের মতোই। না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না।

আমি চোখ পিটপিট করে ওর দিকে তাকালাম।

'অবশ্যই সে এমন হয়েছে, বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?' সে দ্বিতীয়বারের মতো আমাকে আশ্বস্ত করল।

'ওর খাবার সম্পর্কে যদি শুনতে চাও... বেশ বলছি। ও আসলে রক্তপান করতে খুব পছন্দ করছে। কিন্তু বাবা ওকে শিশু খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে এটা তেমন পছন্দ করছে না। আমি ওকে বোঝতে চেষ্টা করেছি এটা মানুষের খুব পছন্দের খাবার, কিন্তু এটা পছন্দই করছে না।'

আমি ওর কথা শুনে অবাক হলাম। ও এমনভাবে বলছে যেন ও রেনেসমির সাথে কথাই বলেছে। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ওকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে?'

'সে খুবই বুদ্ধিমতি। ভীষণ অবাক করার মতো। সে কথা বলতে পারে না ঠিক— কিন্তু ওর যোগাযোগ করার ক্ষমতা অসাধারণ।'

'এখনও কথা বলতে পারে না।'

সে হাঁটার গতি কমাল। আমাকে অনুধাবন করার সময় দিল।

'ওর যোগাযোগ করার অসাধারণ ক্ষমতা তুমি কিভাবে বুঝলে?' আমি জানতে চাইলাম।

'সেটা তো তুমিই ভালো বলতে পারবে, তুমি কী নিজের ভেতর সে ক্ষমতা অনুভব করতে পারছ না?'

আমি ওর কথা মানলাম। আমার আসলে ওকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য আমি এখনও নিশ্চিত না ওকে দেখতে পারার ক্ষমতা আমার এখনও হয়েছে কি না? তাই আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম।

'জ্যাকব এখনও ওখানে আছে কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'সে কিভাবে সেখানে থাকতে পারছে?' আমার গলা কেঁপে উঠল। 'আর কত কষ্ট পেতে চায় সে?'

'জ্যাকব কষ্ট পাচ্ছে না।' সে অদ্ভুত গলায় বলল। 'যদিও আমি ওর নেকড়ে অবস্থার বারোটা বাজাই তাও না।' সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

'এ্যাডওয়ার্ড!' আমি হিসহিস করে উঠলাম। (আমি ভেতরে খুব খারাপ উত্তেজনা বোধ করলাম) 'তুমি কিভাবে এটা বলতে পারলে? জ্যাকব আমাদের রক্ষা করার জন্য

ওর সব ছেড়েছে। কেন আমি তা হতে দেব–!' আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম। আমার হঠাৎ মনে হল জ্যাকবকে না হলে আমার চলবে না।

আবার হঠাৎ করেই সে আবেগটা সম্পূর্ণ চলে গেল। বুঝতে পারলাম এটা আমার মনুষ্য আবেগ ছিল।

'তুমি নিজেই দেখতে পাবে কিভাবে আমি বলতে পারি।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'আমি ওকে কথা দিয়েছি যে ওকে ব্যাখ্যা করতে দেব। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে, আমি করব এক— তুমি বুঝবে আরেক। আর এটাও ঠিক যে আমি সবসময় তোমার চিন্তার বিপরীতে যাই। ঠিক কি না বল?' সে ঠোঁট কামড়ে ধরে আমার দিকে তাকাল।

'কী ব্যাখ্যা করবে?'

এ্যাডওয়ার্ড ওর মাথা নাড়ল। 'আমরা কথা দিয়েছিলাম, যদিও আমি জানি না সত্যি আমি ওর কাছ থেকে কিছু ধার নিয়েছিলাম কি না... ওর আবার দাঁতে দাঁত ঘষল।

'এ্যাডওয়ার্ড, আমি কিছু বুঝতে পারছি না' আমি হতাশায় মাথা নাড়লাম।

সে আমার চিবুকে মৃদু আঙুল বুলাল। তারপর হেসে ফেলল। 'তোমার বুঝতে যেমন কঠিন লাগছে মূল ব্যাপারটা তারও চেয়ে কঠিন। আমি জানি বলেই বলছি।'

'আমাকে দেখে কি এটাও মনে হচ্ছে না যে আমি বিভ্রান্ত?'

'আমি বুঝতে পারছি। এজন্যই তো বলছি আগে ঘরে চল, তাহলে তুমি নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

সে বাড়ি যাওয়ার কথা বলতে বলতে আমার ছেড়া জামার দিকে তাকাল। ভ্রু কুঁচকে ফেলল।

'হুমম।' পলকে সে ওর শার্টটা খুলে ফেলল। আমার গায়ে পরিয়ে দিল। ওর শার্টটা বড় হওয়ার কারণে আমার গা থেকে কেবল খসে পড়তে লাগল। আমি সেটা হাত দিয়ে সামাল দিতে দিতে বললাম, 'দৌড়ে পারবে এবার আমার সাথে?' আমি চ্যালেঞ্জের মতো করে বললাম।

ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'শুরু হোক তাহলে...'

বাড়ির পথ খুঁজে পাওয়া আমার জন্য তেমন কষ্টের কিছু ছিল না। এ্যাডওয়ার্ডের গন্ধই আমার জন্য সূত্র হলো। আমি যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়াতে লাগলাম।

যখন লাফিয়ে নদী পার হওয়ার পালা আসলো, তখন আমি আমার এক্সট্রা পাওয়ার কাজে লাগালাম। আমি আমার ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে জোরে লাফ দিলাম।

'হা হা!' প্রথম আমার পা-ই ঘাসের ডগা স্পর্শ করল।

ঠিক তখনই আমি কিছু একটা শব্দ শুনতে পেলাম যেটা আমি আশা করিনি। এতজোরে আর এতকাছে হবে তাও না। সে সময় এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে থামল। ওর হাত আমার হাতকে শক্ত করে চেপে ধরল। ধুপ ধুপ হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনলাম।

'নিঃশ্বাস নিও না।' ও আমাকে সাবধান করে দিল।

আমি দম বন্ধ করে ফেললাম। বরফ জমার মতো জমে গেলাম। নড়াচড়ার মতো যদি কিছু ছিল তাহলে সেগুলো ছিল আমার চোখ। ওগুলো এদিক ওদিক ঘুরছিল শব্দের উৎস খোঁজার জন্য।

কুলিনদের লনের শেষে দিকে জ্যাকব দাঁড়িয়ে আছে, বুকের কাছে দু হাত ভাজ করে। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। কিন্তু গাছপালার কারণে ওকে দেখা যাচ্ছিল না।

আমি এখন মোট দুটো হৃৎস্পন্দনের শব্দ অনেক জোরে শুনতে পাচ্ছি।

'সাবধানে জ্যাকব' এ্যাডওয়ার্ড ওকে সাবধান করে দিল। ওর গলার স্বর অতিরিক্ত রকমের ঠাণ্ডা। 'আমার মনে হয় না এটা কোন আসল উপায়–'

'তোমার কী তাহলে এটাই ভালো উপায় মনে হয়েছে যে আগে ওকে বাচ্চার কাছে নিয়ে যাওয়া?' সে বাধা দিয়ে বলল। 'ওর সাথে দেখা করার আগে আমার সাথে দেখা কাটাই ওর উচিত। তাতে করে পরে সমস্যা হবে কি না সেটাও দেখে নেয়া যাবে।'

এটা একটা পরীক্ষা? তার মানে কী এটা দাঁড়াচ্ছে জ্যাকবকে খুন করার চেষ্টা না করলে আমি আমার রেনেসমি সোনাকেও খুন করার চেষ্টা করব। আমার মাথার মধ্যে সবকিছু যেন ঘুরপাক খেতে লাগল। এটা কী এ্যাডওয়ার্ডের আইডিয়া?

আমি ওর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম। ওকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো। কিছু না বলে শুধু কাঁধ ঝাকাল ।

আমার মনে হলো এ্যাডওয়ার্ড আর জ্যাকব আসলে বন্ধু ভাবাপন্ন। আমিই উল্টো তাদের ভুল বুঝেছি।

কিন্তু এটাই বা কী করল। রেনেসমিকে রক্ষা করার জন্য নিজে কেন বলি হতে চাইল?

এটাই আসলে আমার মাথায় ঢুকছে না। এটা করার কখনও প্রশ্নই আসে না যদিও আমাদের বন্ধুত্বও কখনো কখনো হুমকির সম্মু...

আমার চোখ জ্যাকবের উপর পড়তেই আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এখনও ওকে আমার আগের সেই বন্ধু বলে মনে হচ্ছে— যাকে সাথে নিয়ে আমি অনেকটা পথ চলেছি। সে না বদলালেও আমি তো বদলাছি। ওর চোখে আমাকে এখন কেমন দেখাচ্ছে?

ও সেই পরিচিত হাসি হাসল। আমার মনে হলো আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধন এখনও অটুট আছে। আগের মতোই, যখন আমরা হাতে বানানো গ্যারেজটায় বুঁদ হয়ে থাকতাম।

জ্যাকব আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাক সিটকাল। কেমন যেন কেঁপে উঠল 'আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম...মানে... তোমাকে খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে বেলস।'

এ্যাডওয়ার্ড ক্ষেপে গেল। 'নিজের চেহারাটা আগে দেখ কুত্তা।'

বাতাস আমার পেছন থেকে বইলো বলে আমি সাবধানে শ্বাস নিচ্ছিলাম, যে কারণে এতক্ষণে আমি কথা বলতে পারলাম। 'না। সে ঠিকই বলেছে। আমার চোখগুলো কী সত্যিই কেমন যেন লাগছে না, বল?'

'ভীষণ গা ছমছমানো। কিন্তু এটা আসলে এমন নয় যেমন আমি কল্পনা করেছিলাম।'

'বাপরে— ধন্যবাদ তোমাকে এমন পিলে চমকানো বক্তব্যের জন্য!'

জ্যাকব চোখ মুদলো। 'আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পেরেছ আমি আসলেই আমি কী বুঝিয়েছি। কিন্তু যেমনই হোক... তুমি তো সেই বেলা।' সে আবার হেসে আমার দিকে তাকাল।

এরপর সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল।

'ধন্যবাদ,' সে বলল। 'প্রমিজ কর আর নাই কর, আমি এখনও জানি না তুমি ওর

কাছ থেকে জিনিসটা দূরে রাখতে পারবে কি না? এমনিতেই তো তুমি, ও যা চায় তা সবই দিয়ে দাও।'

'আশা করছি তোমার এ কথা শোনার পর ও এখনই এটা নিয়ে তোমার মাথা খাওয়া শুরু করবে।' এ্যাডওয়ার্ড মাথা নেড়ে বলল।

জ্যাকবও নাক কুঁচকাল।

'হচ্ছেটা কী হ্যাঁ? তোমরা কী আমার কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করছ?' আমি জানতে চাইলাম।

'আমি পরে তোমাকে এটার ব্যাখ্যা করব।' সে আনমনে এটা বলল। মনে হলো সে আসলেই এটা নিয়ে কোন প্ল্যান করে রাখেনি। সে বিষয় পরিবর্তন করল।

'আগে, রাস্তার এই শো-টা দেখ।' সে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে আমাকে যেন চ্যালেঞ্জ করে বসল।

ওর পেছনে গাছের আড়াল থেকে লিহ এর ধূসর শরীর দেখতে পেলাম। আরেক লম্বা শরীরের বালু রঙা আরেকটা নেকড়ে দেখে বুঝতে পারলাম ওটা সেথ।

'শান্ত থাক সবাই।' জ্যাকব বলল। 'আর ওর কাছ থেকে দূরত্ব রাখ।'

আমার খুব মজা লাগছিল যে ওরা জ্যাকবের কথা শুনল না। বরং ওর দিকেই এগিয়ে এল।

বাতাস এখনও বইছে। সে বাতাস গন্ধকে সরিয়ে নিচ্ছে না বরং আরও কাছে টেনে আনছে।

জ্যাকবও আমার এতটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে আমি ওর উত্তাপ পর্যন্ত টের পাচ্ছি। ওর আমার মধ্যবর্তী দূরত্বে বাতাস পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে। আমার গলা হঠাৎ জ্বলে উঠল।

'থেমে আছ কেন বেলা? দেখ তুমি কেমন ক্ষতি করতে পার।'

লিহ হিস হিস করে উঠল।

আমি শ্বাস নিতে চাইলাম না। কিন্তু এটাও তো ভালো যুক্তি বলেও মনে হলো না। আমি শ্বাসের মাধ্যমে গন্ধ না নিলে বুঝবো কী করে আমার মধ্যে খুনের ইচ্ছে জাগছে কিনা। কিভাবে বুঝবো আমি রেনেসমিকে খুন করব কি না?

'আমি এখানে সবচেয়ে বয়স্ক বেলা,' সে মাথা নাড়ল। 'না মানে, টেকনিকালি নয়, আসলে তুমি নিজেই একটা ধারণা পাবে। নাও, জোর করে একটা শ্বাস নাও।'

'আমাকে ধরে থাক।' আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বললাম। সে আমাকে ওর বুকের মাঝে রেখে শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরল।

আমি ভয়ে ভয়ে ছোট্ট একটা শ্বাস নিলাম। হঠাৎ আমার গলা চিৎকার দিয়ে উঠল। কিন্তু মানুষ কিংবা পাহাড়ী সিংহের মতো জ্যাকবের গায়ের গন্ধটা, তেমন বেশি কিছু নয়। কিন্তু তারপরও ওর ভেজা আর গরম হৃৎপিণ্ডটার জন্য আমার লোভ জেগে উঠল। যদিও ওর গন্ধের কারণে আমি নাক কুঁচকে ছিলাম, কিন্তু সময় পেরুতেই আমি ধীরে ধীরে গন্ধটার সাথে মানিয়ে নিয়ে ধাতস্থ হতে লাগলাম। ওর হৃৎপিন্ডের শব্দ আর ধমনী দিয়ে বয়ে যাওয়া উষ্ণ রক্তের গন্ধ আমাকে তেমন পীড়া দিচ্ছিল।

আমি আরেকটা শ্বাস নিলাম এবং আরও রিলাক্স হলাম। 'হাহ। সবাই আমাকে ভাবছে কী, অত সোজা নয়। তোমার গায়ে দুর্গন্ধ জ্যাকব, না হলে দেখতে!'

এ্যাডওয়ার্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে ওর হাত এতক্ষণ ধরে থাকা আমার কোমড় বাহু সব ছেড়ে দিল। সেথও দেখি খুক খুক করে কাশির মতো শব্দ সৃষ্টি করে এ্যাডওয়ার্ডের হাসিতে তাল মেলাতে লাগল। লিহও পায়ে পায়ে মাটিতে লাফাতে লাগল। যেন সেও খুব মজা পেয়েছে।

ঠিক তখনই আমি যেন কারও নিচু স্বরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হলো যেন এমেটের।

'দেখ কে কথা বলছে।' জ্যাকব ওর নাক উচিয়ে বলল।

তখন এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ও এ মুহূর্তে এমন কথা কেন বলল জানি না। তবে জ্যাকব চাপা রাগে হিস করে উঠল। আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝেছি।

'ঠিক আছে, অনেক হলো। আমি পরীক্ষায় পাস করেছি। তাই তো?' আমি বললাম। 'এবার আমাকে ঠিক করে বল তো তোমরা কী এমন গোপন বিষয় লুকাচ্ছ আমার কাছে?

জ্যাকবের আচরণ বেশ নার্ভাস লাগল। 'তোমার এখনই এসব ভেঙ্গে পড়ার কোন দরকার নেই...'

আমি এমেটের চুক চুক টাইপের শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি সেদিকে মনোযোগ দিলাম। আমি আরও অনেক শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম মোট সাতজন লোক নিঃশ্বাস ফেলছে। কেউ একজনের ফুসফুস আর সবার চাইতেও দ্রুত বেগে চলছে। কেবলমাত্র একটা হৃৎপিন্ডই খুব দ্রুত আওয়াজ তুলছে। যেন কোন পাখি পাখা ঝাপটাচ্ছে, হালকা এবং দ্রুত।

আমি পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে গেলাম। আমার মায়ের দূরত্ব কেবলমাত্র সামনের ওই পাতলা দেয়ালটা পরিমাণ। কিন্তু আমি ওকে মোটেও দেখতে পাচ্ছি না। আলো প্রতিফলন কাঁচের দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে, আয়নার মতোই কাজ করছে ওটা। যেখানে আমি কেবল আমাকেই দেখতে পাচ্ছি। আসলেই অদ্ভুত সাদা লাগছে আমাকে।

'রেনেসমি।' আমি ফিসফিস করে বললাম। মানসিক চাপ আবার আমাকে মূর্তির মতো বানিয়ে দিল। আমি নড়তে চড়তে পারলাম না। রেনেসমির গা দিয়ে কিন্তু কোন পশুর গন্ধ আসছিল না। আমি কী তাহলে এ অবস্থায় ওকে বিপদে ফেলব?

'আসো। দেখ তোমার রেনেসমিকে।' এ্যাডওয়ার্ড আস্তে করে বলল। 'আমি জানি তুমি পুরো ব্যাপারটা বেশ ভালো করেই হ্যান্ডেল করতে পারবে।'

'তুমি কী আমাকে সাহায্য করবে?' আমি আড়ষ্ট ঠোঁট নিয়ে বললাম।

'অবশ্যই আমি করব।'

'আর এমেট আর জেসপার— এ ব্যাপারটায়?'

'আমরা তোমার দিকে খেয়াল রাখব বেলা। চিন্তা করো না। আমরা সবকিছুর জন্য তৈরি আছি। আমরা কেউই রেনেসমির কোন ক্ষতি হতে দেব না। আর তুমি ওকে দেখে ভীষণ অবাক হবে— ও এরই মধ্যে হাতের আঙুল দিয়ে আকড়ে ধরতে শিখে গেছে। যাই হোক না কেন, সে পুরোপুরিই নিরাপদে আছে।

আমি রেনেসমিকে দেখার জন্য আকুল হয়ে ছিলাম। এক পা বাড়াতে জ্যাকব

আমাদের পথ আটকে দিল।

ভীষণ তেজী গলায় বলল, 'তুমি কী একেবারেই নিশ্চিত রক্তচোষা? যে রেনেসমির কোন ক্ষতি হবে না?' সে এ্যাডওয়ার্ডের কাছে জানতে চাইল। আমি কোনদিন ওকে এ্যাডওয়ার্ডের সাথে এমনভাবে কথা বলতে দেখিনি।

'আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না। বেলাকে আরেকটু অপেক্ষা করা উচিত—' সে রুক্ষ গলায় বলল।

'তোমার পরীক্ষার ফলাফল তো তুমি পেয়েই গেছ জ্যাকব।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা জ্যাকবের পরীক্ষা ছিল।

'কিন্তু—' জ্যাকব আরও কিছু বলতে চাচ্ছিল। এ্যাডওয়ার্ড মাঝখানে বাঁধা দিল।

'কিন্তু কিছুই না। বেলার অবশ্যই উচিত আমাদের সন্তানকে দেখা। ওর সামনে থেকে সরে যাও।'

জ্যাকব আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আমাদের আগে আগে বাড়ির দিকে চলল।

এ্যাডওয়ার্ড গর্জে উঠল।

আমার ওদের কাণ্ডকীর্তি কিছুই মাথায় ঢুকছে না। আমার চোখে কেবল আবছা আবছাভাবে ভাসছে আমার মেয়ের ছবি।

'আমরা কী তাহলে সেটাই করব?' এ্যাডওয়ার্ড বলল, ওর গলা আবার ভদ্র শোনাল।

আমি ভয়ে ভয়ে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম।

ও আমার হাত শক্ত করে ধরল। বাড়ির দিকে চললাম দুজনে।

দেখতে পেলাম, বাড়ির ভেতরে সবাই অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে মিষ্টি হাসি। কিন্তু তা স্বত্বেও, সবাই আত্মরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা দুটার জন্যই প্রস্তুত আছে বলে মনে হলো। রোসালি হচ্ছে সবার পেছনে। একেবারে দরজার কাছে।

সে একা ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্যাকব ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রোসালির কোলে ছোট দুটো হাত নড়তে চড়তে দেখলাম। ঠিক তখন ওই হলো আমার এক মাত্র আকর্ষণ।

'আমি মাত্র দুদিন ওর চোখের আড়াল ছিলাম?' আমি হাসফাস করে উঠে বললাম। দেখতেই কেমন যেন অবাক লাগছে।

রোজালির কোলে যে অদ্ভুত শিশুটিকে দেখতে পাচ্ছি সেটাকে এক সপ্তা বয়সী বলে মনে হচ্ছে। এক মাস বললেও হবে না। মরফিন নেয়া অবস্থায় আধো তন্দ্রায় যে শিশুটিকে আমি দেখেছিলাম সেটার চেয়ে এ শিশু প্রায় দ্বিগুণ বড়।

আমার মেয়ে ওর ছোট্ট দু হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি দেখলাম, ওর গোঞ্জ রঙা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। আর ওর চকোলেট বাদামি রঙা চোখে কোন শিশুসুলভ সারল্য নেই, ও চোখে পূর্ণ বয়স্কতার ছাপ। ও আমার সন্তান!

হ্যাঁ। ওর মুখের আদল এ্যাডওয়ার্ডের মতো। চোখ আর চিবুকও সে রকম। চুলও হয়েছে বাবার মতো কোকড়া। গায়ের রঙও এ্যাডওয়ার্ডের সাথে মিল যাচ্ছে। অবশই ও আমারই সন্তান।

রোজালি বাচ্চাটার ঘাড়ে চুমু খেয়ে বলল। 'হ্যাঁ, ওই তো সে।'

রেনেসমির চোখ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর ও ওর বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমার দিকে অর্থপূর্ণভাবে হাসল। ওর চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। আর কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে ওর সাদা দাঁতগুলো।

আমি দ্বিধা নিয়ে এক পা এগুলাম। সবাই খুব দ্রুত নিজেদের স্থান পরিবর্তন করল।

এমেট আর জেসপার পাশাপাশি, একেবারে আমার কাধে কাধ মিলিয়ে দাঁড়াল। ওদের হাতও প্রস্তুত।

এ্যাডওয়ার্ডের হাত আমাকে আরও শক্ত করে খামচে ধরল। এমনকি কার্লিসলের এসমেও এমেট আর জেসপারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। রোজালি দরজার দিকে এক পা পিছিয়ে গেল। ওর হাত রেনেসমিকে ভালো করে আকড়ে ধরল। জ্যাকবও নিরাপদ দূরত্ব রেখে সামান্য সরে দাঁড়াল।

এলিসই একমাত্র ওর জায়গা ছেড়ে নড়ল না। বলল, 'আহা তোমরা কেউ ওকে ধন্যবাদ দিচ্ছ না কেন।' সে সবার প্রতি চিৎকার করে বলল। 'সে খারাপ কোন কিছু তো করতে যাচ্ছে না। ওকে কাছ থেকে দেখতে দেয়া উচিত।'

এলিস ঠিকই বলেছে। আমি নিজেও জানি, আমি নিজের নিয়ন্ত্রণে। আর বনের মধ্যে থাকার সময় মানুষের যে গন্ধ পেয়েছিলাম সেটার চেয়ে এটা ভীষণ আলাদা। এটা মনে হচ্ছে ভীষণ সুন্দর একটা পারফিউম আর মজাদার কোন খাবারে গন্ধের মিশ্রণ। আর মানুষের গন্ধের চাইতে ভ্যাম্পায়ারের গন্ধই বেশি লাগছে।

আমি সব সামলে চলতে পারব। ঠিক পারব।

'আমি ঠিক আছি।' এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত চাপড়ে দিল। আমি নিজে আসলে একটু দ্বিধাগ্রস্ত, তারপরও ওকে বললাম। 'কাছেই থাক। দূরে যেও না যেন।'

জেসপারের চোখ আমার দিকে শক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকল।

আমার বাবুনীটা, আমার আদরের রেনেসমি আমার গলার স্বর শুনেই রোজালির কোলে ছটফট করতে লাগল। যেন ছুটে আমার কাছে চলে আসবে। ওর চোখে অধৈর্য।

'জেসপার, আমরা না হয় ওকে যেতেই দিই। বেলা ঠিক পারবে।'

'কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড, ঝুকি তো...' জেসপার বলল।

'অনেক কম। জেসপার, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। আজ শিকারের সময় বোধহয় হাইকিং করতে এসেছিল এক অভাগা, বেছে বেছে একেবারে ও শিকারের জায়গাই আশ পাশে। সে মানুষের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল।'

আমি শুনতে পেলাম কার্লিসল আতকে উঠে নিঃশ্বাস ফেললেন। এসমের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। জেসপারে চোখ ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেল। সে সভয়ে মাথা নাড়ল। জ্যাকবের মুখ হা হয়ে গেল। এমেট দু হাত দেহের দুপাশে ঝুলিয়ে দিল। এমন কি রোজালি কিছুক্ষণের জন্য বাচ্চা সামলানো ভুলে গেল।

'এ্যাডওয়ার্ড!' কার্লিসল চিঁ চিঁ টাইপের শব্দ করলেন। 'তুমি কিভাবে এটা পারলে? এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীনই বা হলে কী করে?'

'আমি জানি একটা মূর্খের মতো কাজ করে ফেলেছি। আমার আসলে জায়গাটা নিরাপদ কী কী আগে দেখে নিতে হতো।'

'এ্যাডওয়ার্ড।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমার আসলে খুব বিব্রত লাগছিল, সবাই যেভাবে আমার চোখের রঙের পরিবর্তনের দিকে তাকাল।

'উনি আমাকে বকে ঠিক কাজটাই করছেন বেল।' এ্যাডওয়ার্ড অনুতপ্ত গলায় বলল। 'আমি বেশ বড় ধরনের একটা ভুল করে ফেলেছি। তবে মনে হয় ভালোই করেছি। তা না হলে আমার এটা তো জানা হতো না যে তুমি আমাদের সবার চেয়ে সব দিক থেকে শক্তিশালী।'

এলিস টিটকারী দিয়ে উঠল। 'ধাপ্পা মারার আর জায়গা পাও না?'

'আরে জোক-টোক না। সত্যি বলছি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। বেলা কী মানুষটাকে খুন করেছে?'

'সে প্রায় তাই করতে পারত,' এই বলে এ্যাডওয়ার্ড রহস্যপূর্ণভাবে তাকাল। 'সে শিকারে মনোযোগ দিল।'

'শিকার? মানুষ শিকার?' কার্লিসল আঁতকে উঠে বললেন। উনার চোখজোড়া বড়বড় হয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে ঘুরে গেল, 'বললে বিশ্বাস করতে কঠিন হবে, যখন সে বুঝতে পারল আশপাশে কোন মানুষের অস্তিত্ব আছে তখনই সে সাবধান হয়ে গেল। আমি আগে কাউকে এরকম প্রথম অবস্থায় এ আচরণ করতে দেখিনি। এমন কঠিন কাজ এবারই প্রথম ওকে করতে দেখলাম। কী ঘটতে চলেছে সেটা বুঝতে পেরে ও সাথে সাথে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বেদম এক ছুট লাগাল।'

'ওয়াও,' এমেট বিড়বিড় করে বলল। 'সত্যি সত্যি?'

'সে সবটা সত্যি বলছে না' আমি বিড়বিড় করে বললাম। কথাটা বলতে গিয়ে আমি আসলে আগের চাইতেও বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। 'আমি যে ওর প্রতি গর্জন করেছিলাম সে অংশটা সে ছেড়ে গেছে।'

'তারপর তুমি কী লোকটাকে সুবিধামতো ধোলাই দিয়েছিলে?'

'না! অবশ্যই না।'

'না, কেন না? তুমি সত্যি ওকে আক্রমণ করনি?'

'এমেট!' আমি তিক্ত স্বরে বললাম।

'আও। কী অপচয়,' এমেট গুঙিয়ে উঠল। 'আমি হলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। ঠিক ওর মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেতাম।'

এ্যাডওয়ার্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'ওর সে রকম একটা সুযোগ এসে গিয়েছিল প্রায়।'

আমি ওর দিকে কটমট করে তাকালাম, 'আমি কখনওই ও কাজ করতাম না।'

জেসপারের চোখে মুখে বিরক্তি। সেটা খেয়াল করে এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'আশা করি এত কথাবার্তার পর তুমি বুঝতে পেরেছ আসলেই আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি?'

'কিন্তু এটা তো প্রকৃতিগত নয়।' জেসপার আস্তে করে বলল।

'সে তো একেবারে তোমায় বয়সী হয়ে গেছে তাহলে— যদিও ওর আসল বয়স মাত্র কয়েক ঘণ্টা!' এসমে বুকের কাছে হাত রেখে বললেন। 'ওহ, আমাদের আসলে উচিত ছিল তোমার সাথে যাওয়া।'

আমি আর ওদের প্রতি মনোযোগ দিলাম না। ওরা যত হাসি ঠাট্টা করুক। আমার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হলো দরজার কাছে ওই সুন্দর বাচ্চাটার উপর। যে এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝি আপনিতেই জেনে গেছে আমি ওর কে। ও ওর

ছোট্ট দু হাত আমার দিকে বাড়াতে চাচ্ছে। আমার হাতও আপনিতেই ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড?' আমি আস্তে করে বললাম। 'প্লিজ?'

জেসপারের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সে নড়ল না।

'জেসপার, এমন তো না যে তুমি বাচ্চার কাছে মায়ের ছুটে যাওয়া আগে কখনও দেখনি। ওকে যেতে দাও। কিছুই করবে না ও।' এলিস শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।'

আমি এক মুহূর্ত দেখলাম কেবল জেসপারের মাথা নাড়ানো। তারপরই সে আমার সামনে থেকে সরে গেল। সরে যেতে যেতে সে আমার কাধে একবার হাত রাখল। তারপর আমি যেভাবে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম সেভাব সেও আমার সাথে সাথে আসতে লাগল।

প্রতি পদক্ষেপে আমি নিজেকে পরিমাপ করতে লাগলাম। আমার মুডকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। তেমন তৃষ্ণা পাচ্ছে কি না অথবা গলা জ্বলছে কি না? আমার চারপাশের সবাই কেন সর্তক হয়ে আছে... যাতে করে কোন ধরনের অঘটন না ঘটে। তারাও আমার পাশাপাশি আসতে লাগল। আমি আমার পেছনে একটা মিছিল নিয়ে আমার মেয়ের দিকে এগুতে থাকলাম।

আর রোজালির কোলে থাকা উচ্ছল শিশুটি আমার দিকে তাকিয়ে আরও অস্থির হয়ে উঠছিল। একেবারে ঝাপিয়ে পড়ার মতো। আওয়াজ করে উঠল।

প্রত্যেকে থমকে গেল।· আমিও। যেন মাটির সাথে গেথে গেছি। রেনেসমির গলা এর আগে কেউ শোনেনি।

ওর কান্নার আওয়াজ আমার বুকে বড় বাজছিল। আমার চোখ ছল ছল করে উঠল। মনে হলো তখনি কেঁদে ফেলল।

আমি ছাড়া আর সবাই ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'কী হল? ও কী আঘাত পেয়েছে? হচ্ছেটা কী?'

খানিক দূর থেকে জ্যাকবের গলা আরও তেতে উঠল। সে কোন কিছু ভালো করে লক্ষ না করে দৌড়ে রোজালির কাছে এল। এক ঝটকায় রেনেসমিকে ওর কাছে নিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু রোজালি ওকে বোঝাল।

'না, চিন্তা করো না। ও ভালোই আছে।' সে ওকে আবার আশ্বস্ত করল।

রোজালি জ্যাকবকে আশ্বস্ত করছে। ভেবে অবাক লাগল।

রেনেসমি জ্যাকবকে আদর করে দিল। ওর চিবুত আলতো করে হাত রাখল। তারপর আমার কথা মনে পড়তে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আবার ছুটে আসতে চাচ্ছিল।

'দেখেছ?' রোজালি তাকে বলল। 'ও বেলাকেই চাচ্ছে।'

'সে আমাকে চাচ্ছে?' আমি আনমনে বললাম।

রেনেসমির চোখ আমার চোখের দিকে অধৈর্য হয়ে তাকিয়ে আছে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার পিঠে হাত রাখল। তারপর আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঠেলল।

'সে তোমার জন্য প্রায় তিন দিন ধরে অপেক্ষা করে আছে।' সে বলল।

আমরা এখন ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে। তাপ বিকিরণ হচ্ছে খুব। কে জানে, হতে পারে এটা জ্যাকবের গা থেকেই আসছে। জ্যাকব না পেরে দু হাতে রেনেসমিকে আগলে রাখছিল। এটা যদিও আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি থমকালাম। জ্যাকবকে দেখে খুব অস্থির মনে হচ্ছিল।

'জ্যাক— আমি ভালো আছি।' আমি ওকে বললাম।

ওর চিৎকার করে কান্না, এত পরিচিত চোখ, সব আমাকে ওর দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল যেন। আমি শেষ পদক্ষেপটা শেষ করে ফেললাম।

আমি রেনেসমির কাছে পৌছাতেই জ্যাকব রেনেসমিকে আমার কাছে তুলে দিচ্ছিল। রেনেসমিকে কোলে নিয়ে আমি আরও চমকালাম। একবারে জ্যাকবের গায়ের তাপমাত্রার মতো। বড়জোর দু এক ডিগ্রি এদিক ওদিক হবে। মনে হচ্ছে একটা গরম চুল্লী আমি হাতে ধরে আছি।

রেনেসমি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগল। ওর দাঁত দেখা যাচ্ছিল। তারপর সে যা করল তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ওর মুখটা আমার মুখের কাছে আনল। চুমুর ভঙ্গিতেই। হাত রাখল আমার চিবুকে।

আর তখনই আমার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল। আমার ভেতর দু ধরনের অনুভূতি কাজ করতে লাগল। আমি খুব চেষ্টা করতে থাকলাম নিজেকে শান্ত রাখার। অনেক স্মৃতি ভীড় জমাতে লাগল মনের অচেনা গলিতে। আমি পলকের জন্য দেখতে সেই মুহূর্ত যখন প্রথম রেনেসমিকে আমার কোলে দেয়া হলো। আমি রক্তের গন্ধ পেলাম।

রেনেসমির হাত আমার চিবুক থেকে পড়ে গেল। সে আনন্দে লাফাতে লাগল।

সারা ঘর জুড়ে ওর আর জ্যাকবের হৃৎস্পন্দনের শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। অনেক জোরে স্পন্দিত হচ্ছিল্ যেন কিছু বলতে চাচ্ছে।

'ওটা...ওটা কী হচ্ছে?' আমি কোন মতে বললাম।

'তুমি কী দেখতে পেলে?' রোজালি কৌতুহল ভরে জিজ্ঞেস করল। 'ও তোমাকে কী দেখিয়েছে বল তো?'

'সে আমাকে ওই দৃশ্য দেখিয়েছে?' আমি অবাঁক হয়ে বললাম।

'আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, ওর যোগযোগ ক্ষমতা যে কেমন সেটা ব্যাখ্যা করা কঠিন ছিল। এখন তো বুঝলে?' এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছ ফিসফিস করে বলল। 'তবে যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা খুব কার্যকর।'

'কী ছিল ওটা?' জ্যাকব প্রশ্ন করল।

আমি চোখ পিটপিট করে বললাম, 'ও আমাকে আমার ছবি দেখিয়েছে মনে হলো। কিন্তু আমাকে এত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল কেন।'

'ওটাই ছিল ওর একমাত্র স্মৃতি, সে সময় এক নজরে তোমাকে যে টুকু পেয়েছিল।' এ্যাডওয়ার্ড পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলল। 'সে তোমাকে এটা বুঝতে দিতে চায় যে সে জানে তুমি ওর সম্পর্কে কী হও?'

'কিন্তু সে কিভাবে এটা করতে পারছে?'

'যেমন করে আমি সবার চিন্তা পড়ে ফেলতে পারি, এলিস যেভাবে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।' তারপর সে সামান্য কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, 'এঁটা ওর প্রকৃতি প্রদত্ত।'

'এটা একটা চমৎকার ব্যাপার।' কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ডকে বললেন। 'সে তোমাদের চমৎকার সহযোগী হতে পারবে একসময়।

'আসলেই চমৎকার,' এ্যাডওয়ার্ড সায় জানাল। 'আমি আসলে ভেবে ভীষণ অবাক হয়েছি...

আমি আমার ছোট্ট সোনামণির দিকে তাকালাম। ওকে দেখে মনে হলো ও আমার কাছে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর মুখ।

ওর শরীরের উত্তাপে আমার কোলটাই গরম হয়ে উঠল।

'আমি তোমাকেও স্মরণ করতে পারছি,' আমি আস্তে করে ওকে বললাম।

বলেই আমি ওর কপালে একটা চুমু খেলাম। ওকে ভীষণ খুশি খুশি মনে হলো। ওর শরীরর থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে। জ্বিভে জল আনার মতো। আমি খেয়াল করলাম আমার গলা জ্বলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমি সহজেই সেটা উপেক্ষা করতে পারছিলাম। এই ছোট্টমণিটার জন্যই তো আমি মুরু থেকেই লড়ে গেছি। ওকে আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসি। ও অর্ধেকটা এ্যাডওয়ার্ডের মতো– সুন্দর এবং লাবণ্যময়। আর অর্ধেকটা হয়েছে আমার মতো।

'সে ভালোই আছে।' এলিস আস্তে করে বলল। অনেকটা জেসপারকেই শুনিয়ে। এখন উপস্থিত সবাই আমাকে দেখে বিব্রত, আমাকে বিশ্বাস করেছিল বলে।

'একদিন হিসেবে আমরা কী অনেক বেশি পরীক্ষা করে ফেলেনি?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল। 'ঠিক আছে বেলা সব সামলে উঠতে পেরেছে, কিন্তু তাই বলে এভাবে বারবার পরীক্ষা করা উচিত হবে না। তাই নয় কী?'

আমি ভীষণ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। 'তোমার সমস্যাটা কী জ্যাকব?' আমি বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলাম। ওর হাত তখনও রেনেসমিকে ধরে রাখা ছিল। আমি ঝটকে সরে আসলাম। জ্যাকব দূরে সরে গেল না। হাত সরিয়ে নিল শুধু। আবার কাছেও দাঁড়িয়ে থাকল রেনেসমির গা ঘেঁষে। যে কারণে রেনেসমি আমাদের দুজনের বুকের ওপর হাত রাখতে পারল।

এ্যাডওয়ার্ড ওর দিকে তাকিয়ে হিস করে উঠল। 'আমি শুধু এটুকু করছি না, তার মানে এই নয় যে তোমাকে বাইরে ছুড়ে ক্ষমতা আমি রাখি না। একটা জিনিস দেখ জ্যাকব, বেলা সবকিছু অনন্য সাধারণভাবে করতে পারছে। ওর এমন সুন্দর মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করে দিও না।'

'আমি ওকে সাহায্য করব কুত্তা' রোজালির গলা তিক্ত শোনাল। 'যাতে করে খুব সহজে ও তোমার পাছায় লাথি কষাতে পারে।' আমি ভেবেছিলাম সর্ম্পক বুঝি উন্নত হয়েছে। এখন দেখছি তার উল্টো।

আমি চিন্তিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখ রেনেসমির দিকে নিবদ্ধ। এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে এতদিন অন্ধ ছিল, আজ প্রথমবারের মতো সূর্য দেখে ওর চোখ ঝলসে গেছে।

'না!' আমি আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলাম।

জেসপারের শ্বদন্ত দুটোই বেরিয়ে এল, এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধনুকের মতো আকড়ে ধরল। জ্যাকব আর রেনেসমি একই সময়েই আমার কাছ থেকে ছিটকে গেল। আমিও ইচ্ছে করে ওকে আর কোলে রাখলাম না। জ্যাকবের কোলে থেকে ও আমার দিকে চেয়ে

আছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ক্রোধে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত চেতনা।

আমার মনে হচ্ছিল, সবাই এতক্ষণ যা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল সেটা এখন সবাই দেখতে পাবে। আমার কাছ থেকে এটাই তো সবাই দেখতে চেয়েছিল আমি কিভাবে কামড়াই! তাই তো!

'রোজ' আমি ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বললাম। 'রেনেসমিকে নাও।'

রোজালি হাত বাড়াতেই জ্যাকব রেনেসমিকে ওর হাতে দিল। ওদের দুজনই আমার সামনে থেকে সরে গেল।

'এ্যাডওয়ার্ড, আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না, তাই বলছি দয়া করে আমাকে যেতে দাও।' সে দ্বিধার গলায় বলল।

'রেনেসমির সামনে থেকে সরে দাঁড়াও।'

আমি এক পা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে শিকারির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।

'যা বলছি তুমি কিন্তু তা করছ না,' আমি ওর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলাম।

সে ঠিক সেভাবেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল যেমনটা আমি বললাম।

'তুমি তো জানোই, এটা এমন কিছু নয় যে আমি নিয়ন্ত্রণ করত পারি না।'

'তুমি একটা স্টুপিড! কিভাবে তুমি পারলে এটা? ও আমার সন্তান!'

সে দরজা দিয়ে দ্রুত বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতেও অর্ধেকে থমকে দাঁড়াল। 'এটা আমার বুদ্ধি ছিল না বেলা!'

'আমি ওকে এতদিন ধরে পেটে ধরেছি, আজ মাত্র কোলে নিয়েছি, আর এরই মধ্যে তুমি ভেবে নিলে তুমি ওর উপর শক্তিহীন নেকড়ের প্রভাব ফেলতে পারবে? না, সে আমার মেয়ে।'

'তোমার মেয়ে হলে তাও কী আমি শেয়ার করতে পারি না?'

'তোমাকে এর জন্য ফল ভোগ করতে হবে।' এমেট রাগী গলায় বলল।

'তোমার সাহস কত বড় আমার বাচ্চার উপর নেকড়ের প্রভাব ফেলতে চাও? মাথাই কী নষ্ট হয়ে গেছে তোমার?'

'ওটা আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না!' সে গাছের কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল।

সে একা ছিল না। গাছের আড়াল থেকে আরও দুটো নেকড়ে বেরিয়ে আসল। লিহ আমার দিকে তাকাল। গর্জে উঠল।

'বেলা, তুমি শুধু এক সেকেন্ড আমার কথা একটু শুনবে? প্লিজ?' জ্যাকব করুণ গলায় আর্তি জানাল। 'লিহ, সরে যাও,।'

'আমি কী শুনব?' আমি উঠলাম, আমার মাথার মধ্যে ক্রোধ যেন উম্মাদ নৃত্য নাচছে।

'কারণ তুমিই সেজন যে আমাকে একথা বলেছিলে। তোমার কী মনে পড়ে? তুমি বলেছিলে আমরা একে অন্যের জন্য বাঁচব, ঠিক? যেন একেবারে এক পরিবারের মতো। তুমি সে কথা বলেছিলে বলেই আমি... ঠিক আছে, তাই হবে তুমি এখন যা চাচ্ছ।'

আমি ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম। আমি আমার আগের স্মৃতি মনে করতে চাইলাম। কিছু মনে পড়ছে তো কিছু মনে পড়ছে না। শেষে বিরক্ত হয়ে ওর দিকে আমার চরম বাক্য বাণীটা ছুড়লাম।

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ, তুমি কী আমার পরিবারের অংশ হতে চাও মেয়ের জামাই হয়ে!'

এমেট আমার কথা শুনে হেসে ফেলল।

'ওকে থামাও এ্যাডওয়ার্ড।' এসমে বিড়বিড় করে বললেন। 'রেনেসমি খুব আঘাত পাবে যদি সে জ্যাকবকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে।'

'না!' জ্যাকব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। 'তাহলে তুমি কিভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পার? ও এখনও এত ছোট যে যখন তখন চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেবে।'

'ওটা আমার ব্যাপার!' আমি শ্বাস নিয়ে বললাম।

'তুমি যা ভাবছ, আমি ওর দিকে তাকিয়ে সেটা ভাবছিলাম না! আমি শুধু ওকে এটুকুই আর্শীবাদ করে দিচ্ছিলাম যে ও যেন নিরাপদে থাকে...ভালো থাকে– খুব খারাপ কিছু করেছি কী? তুমি এর বেশ খারাপ ব্যাখ্যাই দাঁড় করালে।' সে চিৎকার করে বলল।

'তুমি সবসময় ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে।' আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম।

'আমি সেটা কখনও করতে পারব না।' জ্যাকব দূর থেকে বলল।

আমিও দাঁতে দাঁত ঘষে পাল্টা বললাম, 'এখন থেকেই চেষ্টা কর।'

'এটা কখনওই সম্ভব নয়। তোমার কী মনে পড়ে না তিনদিন আগেও তুমি আমার কতটা আপন ছিলে? এখন কী দূরে সরে যাওয়া এতটাই সহজ হবে? আর যেতে হচ্ছে শুধু তোমার কারণেই, তাই নয় কী?'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বুঝতে পারছিলাম না কী বলা উচিত।

'যতক্ষণ পার দৌড়াতে থাক। থামবে না।' আমি ওকে হুমকি দিলাম।

'এমন করছ কেন বেলা, নেসি সোনা আমাকেও খুব পছন্দ করে।' সে পাল্টা বলল।

আমি জমে গেলাম। নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেলাম। আমি পেছনে আমার পরিবারে কারও কারও গলায় ভয় পাওয়ার স্বর শুনতে পেলাম।

'কী বললে... কী নাম ধরে ডাকল ওকে?'

জ্যাকব এক পা পিছিয়ে গেল। আমার অবস্থান সাবধানে দেখে নিচ্ছে।

'না মানে...' সে তোতলাতে তোতলাতে বলল। 'আসল নামটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে আর—'

'তুমি আমার মেয়েকে লচ নেস দানবের ডাকনামে ডেকেছ?' আমি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেলাম।

ওর গলা লক্ষ করে ঝাপিয়ে পড়লাম ওর উপর।

তেইশ

'আমি খুব দুঃখিত সেথ, আমার উচিত ছিল ওর আরও কাছে থাকা।'

এ্যাডওয়ার্ড সেথের কাছে বারবার ক্ষমা চাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না সেটা কি ভয়ে নাকি অন্য কারণে। অন্যদিকে এ্যাডওয়ার্ডও কেন যেন রেগে যায় নি, আগে যেমন করত। সে পুরোপুরি ঠাণ্ডা। ও জ্যাকবের মুণ্ডুপাতও করতে চাইল না। আর

জ্যাকব— আমাকে দৌড়ে আসতে দেখে সেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য সরে গেল না। মাঝখান দিয়ে সেথ দৌড়ে আসলো আমাদের মাঝে। ওর কাঁধ আর কলারবোন ভেঙে গেছে।

আমারও কী ক্ষমা চাওয়া উচিত না? আমি তাই করার চেষ্টা করলাম।

'সেথ আমি—'

'চিন্তা করো না। আমি পুরোপুরি ঠিক আছি।'

ঠিক সে সময়ে এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'বেলা, প্রিয়া, তোমাকে এখন কেউ বিচার করছে না। তুমি খুব ভালো করছ।'

ভালো করছি... এটা আবার কী? কী বোঝাতে চাচ্ছে সে। আমি আমার রাগ কমিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনতে পাচ্ছি বলে? একজন নতুন জন্মগ্রহণকারী ভ্যাম্পায়ার হিসেবে যেটা ওরা কারো কাছ থেকে আশা করতে পারে না।

আমি ভেতর থেকে আমার রাগ একেবারে কমিয়ে ফেললাম। দেখলাম ব্যাপারটা আসলে সহজ নয়। যখন শুনলাম জ্যাকব রেনেসমির সাথে বাইরে আছে তখনই আমার মাথায় আবার রাগ চড়ে গেল।

কার্লিসল সেথের কাধে বাধন দিতেই সেথ ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল।

'দুঃখিত...আমি সত্যি দুঃখিত!' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'ভয় পেও না বেলা।' সেথ বলল। সে ওর ভালো হাতটা দিয়ে আমার হাঁটুর কাছটায় হাত বুলিয়ে দিল। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখল।

'আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভালো হয়ে যাব।' সেথ বলল। 'জ্যাকব আর নেস—' সে মাঝখানে কথা থামিয়ে দিল। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম এক্ষেত্রে তুমি ছাড়া আর কেউ হলে সেও তাই করত। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তো তুমি আমাকে কামড়ে দাওনি।'

ওর কথা শুনে আমি নিজেই কেঁপে উঠলাম। ব্যাপারটা ঘটার একটা সমূহ সম্ভাবনা ছিল। খুব সহজেই আমি ওটা করতে পারতাম। নেকড়ে মানবদের কাছে আমরা বিষের মতন।

'আমি আসলই একটা খারাপ মেয়ে।'

'তুমি মোটেও সেটা নয়। তোমার আসলে—' এ্যাডওয়ার্ড আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আমি থামিয়ে দিলাম।

'থাম তো এবার!' আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'শোন, সৌভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে নেস...ইয়ে মানে রেনেসমির মধ্যে ওটা নেই। সে যখন তখন জ্যাককে কামড়াচ্ছে।'

দু হাত অবশ হয়ে দুপাশে এলিয়ে পড়ল। 'সে তাই করছে বুঝি?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে সেথ।' সোফা থেকে দূরে যেতে যেতে কার্লিসল বললেন। 'আমার যতদূর সম্ভব আমি করেছি। এবার তুমি খুব করে চেষ্টা করবে নড়চড়া কম করতে। অন্তত এক ঘণ্টার আগে তো নয়ই। একেবারে মূর্তির মতো হয়ে থাক।'

সেথ একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে চোখ বুজলো।

আর... কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

একেবারে জ্যাকবের মতো। জ্যাকবও একইরকমভাবে চাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে যেতে পারত।

আমি জানালার কাছে গেলে এ্যাডওয়ার্ডও পাশে এল। আমার হাতটা ধরল।

দেখলাম। লিহ নদীর তীরের কাছে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। সেটা কী ভাইয়ের জন্য দুশ্চিন্তায় নাকি আমার কারণে বুঝতে পারলাম না। ওর চোখে মুখে অশান্ত দৃষ্টি, একবারের খুনি দৃষ্টি।

আমি জ্যাকব আর রোজালির কণ্ঠস্বরও শুনতে পেলাম। ওর যে রকম একটাকে দু চোখে দেখতে পারে না, সে অবস্থায় এক সাথে আছে কী করে সেটাই ভাবছি। ওরা রেনেসমিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে।

বাড়ির চারপাশের পরিবেশও কেমন নিঝুম হয়ে আছে। এসমে, এমেট আর এলিস শিকারে গেছে। সেথও খুব ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। দূরে লিহ পায়চারী করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছে। জেসপার আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। এ্যাডওয়ার্ডও চুপ।

আমি এই নীরবতার সুযোগ ব্যবহার করলাম। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলাম যখন কার্লিসল সেথের হাত ঠিক করতে করতে বলেছিলেন আর এ্যাডওয়ার্ডও সে সময় বলছিল। যে রেনেসমির জন্মের সময় আমি অনেক কিছুই মিস করেছি।

কী কী মিস করতে পারি? নাহ! কিছুই মাথায় আসছে না।

একটা ব্যাপার হতে পারে, আমার এই সময়টা তারা বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছে। তারা মনে করেছে আমার মারা যাওয়ার খবর দেয়াটাই সবচেয়ে ভালো রাস্তা। কিন্তু বাবা-মা যখন আমার মৃতদেহ দেখতে আসবে আর আমার কফিনের সামনে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে তখন কী আমি পারব নিজেকে ধরে রাখতে? পারব শান্ত হয়ে কফিনে শুয়ে লাশের অভিনয় করতে?

আর আমার যেটা ইচ্ছে ছিল— বাবার সাথে এক নজর দেখা করা। বাবাকে এটুকু অন্তত বলা যে আমি ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেলেও এখন বেশ ভালো আছি। সেটাও মনে হচ্ছে ভালো হতো না। কারণ, আমার এখন যে অবস্থা আর চোখেরও যে ভয়ঙ্কর অবস্থা, তাতে করে বাবা আরও ভয় পেয়ে যেত। তাছাড়া বাবার সাথে দেখা করার মতো যে যোগ্যতা আমার হয়েছে কিনা সেটাও কী করে বুঝব?

কতদিনে আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাব? আর কতদিন লাগবে আমার চোখে রং বদলাতে?

'কী হয়েছে বেলা?' আমার ভেতরে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে দেখে জেসপার ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

'কেউ তোমার উপর রেগে নেই।' সে নিচু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাটা বলল। কিন্তু নদীর পাড় থকে ভেসে আসা লিহর গর্জন সে কথাগুলোকেও ছাপিয়ে গেল। সে পুরোপুরি সেটা উপেক্ষা করে আবার বলল, 'বরং এটা বলতে পার, ব্যাপারটা আশ্চর্যের। তুমি যা করতে পারছ আসলেই সেটা পুরোপুরি আশ্চর্যের ব্যাপার। আসলে, আমরা সবাই বেশ অবাক হয়ে গেছি। তুমি এত দ্রুত কিভাবে সব বুঝে ফেললে? চমৎকার করেছ বেলা। এর আগে কেউই এমন করতে পারে নি। কখনোই না।'

যখন সে কথাগুলো বলছিল তখন সারা ঘর শান্ত হয়েছিল। নীরব নিঝুম। কেবল সেথের খুব ধীর গতির নিঃশ্বাস ছাড়া। আমি ভেতরে ভেতরে অনেক প্রশান্তি অনুভব করলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তাও পুরোপুরি মাথা থেকে বিদায় করতে পারছিলাম না।

'আমি আসলে বাবাকে নিয়ে চিন্তায় আছি।'

'আহ,' জেসপার বিড়বিড় করে বলল।

'আমাদের আসলে চলে যেতে হবে তাই না বল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'এক মুহূর্তে জন্য এটা ভাবত দেখি, মনে কর আমরা এখন আটলান্টা বা এরকম কোথাও।'

আমি খেয়াল করলাম এ্যাডওয়ার্ড চোখমুখ শক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমি তাকিয়ে ছিলাম জেসপারের দিকে। একমাত্র সেই ভারী গলায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

'হ্যাঁ। এটাই তোমার বাবার কাছ থেকে দূরে থাকার একমাত্র পথ। তোমার বাবাকে রক্ষা করার একমাত্র চাবি।'

আমি পলকের জন্য চমকে উঠলাম। 'আমি তাকে খুব মিস করব। এখানকার সবাইকে খুব মিস করব।'

মনে হয় জ্যাকব আমার চাইতেও বেশি মিস করবে আমাকে। সেই তো আমাকে আমার পরিবর্তন স্বত্বেও ভুল বোঝেনি। বরং এখনও আমার বন্ধু আছে। এমনকি রেনেসমিকেও আপন করে নিয়েছে। যদিও সেও এক ধরনের দানবের পর্যায়েই পরে।

আমি ওকে আক্রমণের আগে ও যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো মনে পড়ল। বলেছিল আমরা একটা পরিবারের মতোই।

আমি ভাবনায় ডুবে যেতে লাগলাম। পেছনে... আরও পিছাতে লাগলাম। আমার সেই সময়টায়, যখন আমি মানুষ ছিলাম। আমি অনেক কষ্টে স্মরণ করলাম, সে সময় এ্যাডওয়ার্ডের কোন চিহ্নই ছিল না। আর আমরা ছিলাম একে অন্যের খুব কাছের বন্ধু। পরিবার... হ্যাঁ পরিবারের মতোই। আমার এটুকুই মনে পড়ল। আমি জ্যাকবকে আমার ভাইয়ের মতোই ভাবতাম, যাতে করে ওর আমার বন্ধুত্ব আর মেলামেশা একটা দেয়াল থাকে, আর এর কারণে আমরা যেন কখনো কোনদিন দ্বিধায় না পড়ি কিংবা কখনো কষ্ট না পাই। পরিবার। কিন্তু তখন আমার কোন সন্তান ছিল না। আরও সেও এই সমীকরণের মধ্যে আসে না।

আমি মাথা ঝাকালাম। এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্নসূচক ভ্রু নাচাল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে আরেকবার মাথা ঝাকালাম।

আমি আমার বন্ধুকে এখন এতটাই মিস করছি কিন্তু এটাও ঠিক জানি এখানে বেশ বড় একটা সমস্যা আছে। স্যাম অথবা জারেড অথবা কুইল কী তাদের সংকল্পে স্থির প্রতিজ্ঞ? এমিলি, কিম আর ক্লেয়ার, তারাও? তারা যদি রেনেসমির কাছ থেকে জ্যাকবকে দূরে চলে আসতে বলে তখন কী হবে? ও কী কষ্ট পাবে?

এরকম কিছু ঘটার চিন্তায় আমার দুঃখ পাওয়ার চাইতে আনন্দই লাগল। যাক, এভাবে হলেও তো রেনেসমিকে জ্যাকবের কাছ থেকে দূরে রাখা যাবে।

আমি সামনের চত্বরে কারো চলাফেরা করার আওয়াজ পেলাম। আমি শুনতে পেলাম তারা উপরে উঠে আসছে। তারা একেবারে প্রায় দরজার কাছাকাছি। এমন সময় কার্লিসলও ঢুকলেন। তার হাতে অদ্ভুত সব জিনিস। এই— পরিমাপের টেপ, একটা

স্কেল এসব। জেসপার আমার পাশে তৈরি। আমার মনে হতো আমি কোন সিগনাল মিস করেছি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম রিহ হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ওর চোখের চাউনি দেখে মনে হচ্ছে, এমন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যার সাথে ও পরিচিত। আর সেটা নিরানন্দের ব্যাপার।

'সম্ভবত ছয়।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'হলো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার চোখ তখন জ্যাকব, রোজালি আর রেনেসমি দিক স্থির। তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রেনেসমি রোজালির কোলে। রোজকে দেখে চিন্তত মনে হচ্ছে। জ্যাকবকেও কেমন যেন বিধ্বস্ত লাগছে।

রেনেসমিকে আগের মতোই অধৈর্য আর সুন্দর দেখাচ্ছে।

'নেস.. ইয়ে মানে রেনেসমিকে মাপার সময় হয়েছে।' কার্লিসল ব্যাখ্যা করলেন।

'ওহ। আপনি কী এটা প্রতিদিন করেন?'

'উহু, দিনে চারবার।' তিনি ধীর স্থিরভাবে বললেন। আমার কেন যেন মনে হলো রেনেসমি একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'চারবার? প্রতিদিন? কেন?'

'সে এখনও প্রতিদিন খুব দ্রুত বাড়ছে।' এ্যাডওয়ার্ড আস্তে করে আমাকে বলল। ওর কণ্ঠস্বর শান্ত এবং একটানা নিচুলয়ের। সে আমার হাতটা ওর হাতের তালুতে নিয়ে ঘষল। আমার কোমড়টা এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যেন আমাকে সবকিছু থেকে নিরাপদে রাখতে চায়। আসলে সে আমি খুব নিরাপত্তা বোধ করছিলাম।

আমি রেনেসমির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

ওকে সত্যি খুব ফিট আর স্বাস্থ্যজ্জোল দেখাচ্ছিল। ওর ত্বকও যেন জৌলুস ছড়াচ্ছিল। চিবুকের কাছটা যেন ফুটন্ত গোলাপের পাপড়ি।

এমন সুন্দর কিছু আমি এর আগেও কখনও দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না।

কিন্তু আমি কী ওর এই সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছি? আমার মনে তো ভয়ও কাজ করছে। আচ্ছা, ওর মনে কী ভয় কাজ করছে না? এবং এটাও তো সত্যি যে পৃথিবীতে আমিই একমাত্র ওর জন্য ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

আর রেনেসমি বিগত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেক র্ধৃত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা ধরতে পারা কঠিন।

ওর শরীর আগের চেয়ে কিছুটা শক্ত হয়েছে। আর শুকিয়েছেও মনে হচ্ছে। আর মুখও আগের মতো ডিম্বাকৃতির গোল নয়। কার্লিসল যখন রোজালির কোলে রেনেসমির শরীর লম্বার মাপ নিচ্ছিলেন তখন সে নিজেই খেলার ছলে শরীরটাকে টানটান লম্বা করে দিল। এতে যেন তার সুবিধাই হলো। আমি বুঝতে পারলাম না, রেনেসমি এটা ইচ্ছে করেই করল নাকি খেলার ছলেই। কিন্তু সেটাও বা কী করে সম্ভব?

ওর এমন দ্রুত বৃদ্ধি দেখে মনে হচ্ছে জন্মের মাত্র এ কয়েকদিনের মধ্যেই ও হাঁটি হাঁটি পা পা করবে।

'আমরা কী করতে যাচ্ছি?' আমি জানতে চাইলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের ধরে রাখা হাত আমার হাতের উপর শক্ত করে চেপে বসল। সে বুঝতে পারল আসলেই আমি কী জানতে চাচ্ছি। তবুও সে বলল, 'আমি জানি না।'

'আরে, এবার তো ধীরে হচ্ছে।' জ্যাকব আস্তে করে বলল।

'আমাদের আরও কয়েকটা পরিমাপ নিয়ে তারপর সব বিবেচনা করতে হবে জ্যাকব, এখনই কিছু বলা শক্ত।'

'গতকাল সে দুই ইঞ্চি বেড়েছিল। আজ সে তুলনায় অনেক কম।'

'এক ইঞ্চির বত্রিশভাগ, আমি পরিমাপ যদি খাঁটি হয়ে থাক তবে এই হল মাপ।'

'ঠিকভাবে মাপুন ডক্টর।' জ্যাকব তেজী গলায় বলল। ওর হুমকি মাখা কণ্ঠস্বর শুনে রোজালি অসন্তোষের নাকী শব্দ করল।

'তুমি তো জানই আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।' কার্লিসল তাকে আশ্বস্ত করল।

জ্যাকব একটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'আর আমিও তো কতকিছুই বলতে পারি।'

রেনেসমিকেও দেখলাম অনেক অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে। কেমন কাঁদো কাঁদো একটা ভাব। রোজালির দিকে সে হাত নাড়ল। রোজালি মাথা ঝুকাল। যাতে করে ও তার মুখ স্পর্শ করতে পারে। কয়েক সেকেন্ড পর রোজালি একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'সে কী চাচ্ছে?' জ্যাকব জানতে চাইল। সে আবারও আমার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বলল।

'বেলার কথাই অবশ্যই।' রোজালি তাকে বলল। ওর কথা শুনে আমার ভেতরটা কেমন উষ্ণ হয়ে উঠল। রোজালি আমার দিকে তাকাল। 'তুমি এখন কেমন বোধ করছ?'

'চিন্তিত।' আমি বললাম। এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

'আমরা সবাই এখানে আছি। মানে আমি সে অর্থে বলছি না।'

'আমি আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে আছি।' আমি বললাম।

আমি রেনেসমির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে আসতে দেখে রোজালির কোল থেকে সেও আমার কোলে ঝাপিয়ে পড়ল। তারপর সে তার ছোট্ট উষ্ণ হাত রাখল আমার চিবুকে।

আমি সাথে সাথে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমি জানি ও এখন আমাকে ওর তৈরি করা দৃশ্য দেখাবে। চিন্তা করতে না করতেই আমি আমার মাথার ভেতর এক ধরনের দৃশ্য দেখতে পেলাম। ঠিক দৃশ্যও না, কেমন যেন স্বচ্ছ টাইপের। উজ্জ্বল আর রঙিন।

সে আমাকে তখনকার সময়ের দৃশ্য দেখাচ্ছে যখন আমি জ্যাকবের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছিলাম আর সেথ আমার দুজনের মাঝে এসে পড়ল। সে সব দেখেছে আর শুনেছে একেবারে পরিষ্কারভাবে। আমি হিসেবে যাকে দেখলাম সে যেন আমি নই, ধনুক থেকে ছোটা কোন তীর। আমি দেখলাম, আমার ছুটে আসার সময়ও জ্যাকব হাত তুলে প্রতিরক্ষা ছাড়াই দাঁড়িয়ে ছিল।

ওর হাত একটুও কাঁপছিল না।

এ্যাডওয়ার্ড চুকচুক টাইপের শব্দ করল। সেথকে এগিয়ে আসতে দেখে রেনেসমিও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। আর ওরা শুদ্ধ সেথের হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেল।

রেনেসমি সে সময় রোজালির কোলে থেকেই খুব হেসে উঠল। যেন জ্যাকবের কোন কিছু হয়নি দেখে সে খুশিই হয়েছে। আর সে মূলত এজন্যই খুশি হয়েছে যে সেথ এসে জ্যাকবকেই বাঁচিয়েছে। সে কোনভাবেই চায় না জ্যাকব কোন আঘাত পাক।

'ওহ। চমৎকার।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'একেবারে পারফেক্ট।'

'এটা এ কারণেই দেখাল যে জ্যাকব আমাদের সবার চাইতেই মজার।' এ্যাডওয়ার্ড আমার চিন্তা ধরতে পেরে বলল। খানিকটা বিরক্তি নিয়েই সে কথাগুলো বলল।

রেনেসমি আমার মুখে আবার হাত বুলাল— অধৈর্যের মতন। বুঝতে পারলাম ও আমার মনোযোগ আর্কষণ করতে চাচ্ছে। আরেকটা স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল

রোজালি আলতো করে তার কোকড়ানো চুলে চিরুণী বুলাচ্ছে। দেখতে খুব সুন্দর লাগছে।

কার্লিসল টেপ নিয়ে ওকে মাপতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সে নিজের শরীরকেও টান টান করছিল না বা স্থির হয়েও থাকছিল না। ওসব তখন আর ওর ভালো লাগছিল না।

'আসলে ও তোমাকে সেসব দৃশ্য দেখাতে চায় যেগুলো তুমি মিস করেছ।' এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে বলল।

রেনেসমি আমার বেশি কাছে ঘেষলে আমি নাক উচিয়ে ঘ্রাণ নিলাম। এবার ওর গা দিয়ে কেমন অদ্ভুত ধাতব কিছুর গন্ধ পাচ্ছি। না সেটাও না, আরেকটা গন্ধ, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বুঝি একেবারে তাজা মাংসের গন্ধ। আমার গলা ভীষণ জ্বলে উঠল।

আউচ।

কেউ রেনেসমিকে আমার কোল থেকে নিয়ে নিল। ওরা আমার পিঠের দিকে সরে গেল। আমি জেসপারের সাথে ধস্তাধস্তি করলাম না। শুধু এ্যাডওয়ার্ডের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আমি কী করেছি?'

এ্যাডওয়ার্ড একবার জেসপারের দিকে তাকাল আরেকবার আমার দিকে।

'সে তোমাকে আবারও তৃষ্ণার্ত হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছিল।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। 'সে তোমাকে মানুষের রক্তের স্বাদের কথাও মনে করিয়ে দিতে চাইছিল।'

জেসপার আমাকে পেছন থেকে ঠেলা দিল। আরও জোরে। আমার মস্তিষ্কের যে অংশ পুরো ব্যাপারটা নোট করে নিল সেটা আসলেই বাজে একটা ব্যাপারে পরিণত হলো। আর জেসপার যে আমাকে সরে যাওয়ার জন্য পেছন থেকে ঠেলছে আমি চাইলেই ওর সাথে লড়াই বাধিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার তা করতে একটুও ভালো লাগছিল না।

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' আমি শান্ত থাকলাম। 'এরপর।'

এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ডর জন্য আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে হেসে ফেলল, 'তারপর কিছুই না। মনে হচ্ছে এবার রিয়েকশানটা আমারই বেশি হয়ে গেল। যাই হোক, জেসপার, তুমি ওকে ছেড়ে দাও।'

আমার বাহু ধরে রাখা জেসপারের হাতটা অবশের মতো পড়ে গেল। আমি মুক্ত হতেই রেনেসমির দিকে ছুটে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ড কোন ধরনের দ্বিধা ছাড়াই ওকে আমার কাছে দিয়ে দিল।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' জেসপার বলল। 'আমি কিন্তু এর কোন দায়ভার নেব না।'

জেসপার ঝড়ের গতিতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

রেনেসমি আবার আমার গালে হাত রাখল। যেন ছুটে যাওয়া দৃশ্যের অংশ পুনরায়

দেখাতে চায় আমাকে। আমি ওর প্রশ্নগুলো এখন সব বুঝতে পারছি।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ করে জেসপারের আবার কী হল?

'ও আবার ফিরে আসবে,' এ্যাডওয়ার্ড বলল। ওর এ কথা আমি বা রেনেসমি কেউই বুঝতে পারলাম না। 'পুরোপুরি মানিয়ে নিতে ওর কিছু সময় একা থাকতে হচ্ছে।'

আমার আরেকটা মনুষ্য সময়কার স্মৃতি মনে পড়ল। এ্যাডওয়ার্ড একবার সে সময় বলেছিল— জেসপার নাকি বলেছিল ভ্যাম্পায়ারে রূপান্তরিত হওয়ার প্রথম বছরে আমি অনেক মানুষ খুন করব, সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিতে আমার বেশ কঠিন একটা সময় পার করতে হবে।

'ও কী আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে?' আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল। 'না, ও এটা কেন করবে?'

'তাহলে ও এমন করবে কেন?'

'সে নিজের উপরই খুব হতাশ। তোমার উপর নয় বেলা। আসলে... এতদিন ও যা ভাবত এখন তার ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছে। সে নিজেই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।'

'তাহলে কী?' কার্লিসল জিজ্ঞেস করলেন।

'সে এতদিন ভাবত নতুন জন্মানো ভ্যাম্পায়ার এর পাগলামি সৃষ্টিছাড়া হয়। আমরাও তাই ভাবতাম। অনেকেই তো তাই করে। কিন্তু তুমি হচ্ছ তাদের সবার চেয়ে আলাদা। আচরণ করছ একেবারে স্বাভাবিক। যেটা ভ্যাম্পায়ারের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সেটা যদি করা যায় তাহলে সেও কী পারবে? এসমস্ত ভ্যাম্পায়ারের প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নকে আরও হতাশ করে তুলছে, এই যা। তুমি ওর মনে অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছ, বেলা।'

'কিন্তু এটা তো অনৈতিক।' কার্লিসল বললেন। 'কেউ না কেউ অন্যরকম তো হয়ই। প্রত্যেকের কিছু নিজস্ব প্রকৃতি থাকে। আর বেলার ক্ষেত্রে যা ঘটছে এসব ক্ষমতাকে প্রকৃতিরই উপহার বলা চলে।'

আমি এতটাই অবাক হলাম যে বরফ জমার মতো জমে গেলাম। রেনেসমি আবার আমাকে স্পর্শ করল। আমাকে দেখাল কেন আমি অবাক হলাম।

সত্যি বলতে কী, জেসপারের মতো আমি নিজেও খানিকটা হতাশ। কেন? এই যে এ্যাডওয়ার্ডের যেমন সবার মন পড়ে ফেলার ক্ষমতা আছে, কিংবা এলিসের— ভবিষ্যত দেখার ক্ষমতা। আমার রেনেসমি সোনারও কত সুপার পাওয়ার। আর আমার পাওয়ার কেবল নিজেকে সবকিছু থেকে নিয়ন্ত্রণ রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

'আপনি কী কখনও দেখেছেন কাউকে এমন টেলেন্ট হতে যে নিজেকে এমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?' এ্যাডওয়ার্ড কার্লিসলকে জিজ্ঞেস করল। 'আপনি কী এটাও মনে করে যে এই উপহারটা তার সব প্রিপারেশন হিসেবে গণ্য?'

কার্লিসল কাঁধ ঝাকালেন, 'আসলে ওর ব্যাপারটা সিওভান এর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। মেয়েটা যদিও এটাকে প্রকৃতির বিশেষ উপহার বলতো না।'

'সিওভান, আপনার সেই আইরিশ বন্ধু?' রোজালি জিজ্ঞেস করলেন। 'আমার তো মনে হতো না সে বিশেষ ক্ষমতা দেখাতো। এদিকে বলতে গেলে মেজাই অনেক উপরে।'

'হ্যাঁ। সিওভানও তাই ভাবত। সে তার লক্ষে দিকে একেবারে ঠিক ছিল। সে সব সময় পরিকল্পনাতেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত। মেজাই এর সাথে যখন ওর পরিচয় হল,

এক অর্থে লিয়ামের সাথেও, তখন সিওভান ওর কাজ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করত আর সেটা ক্ষমতা প্রয়োগ করেই।'

এ্যাডওয়ার্ড, কার্লিসল আর রোজালি চেয়ারে বসলেন আর তাদের আলোচনা চলিয়ে গেলেন। জ্যাকবও না পেরে সেথের পাশে বসল। সেটা এখন ওর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। ওর চোখে বিরক্তি এবং অনিশ্চয়তা। খুব ধীরে ওর চোখ পলক ফেলল। ঘুমুতে চায় নাকি?

আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার চিন্তাভাবনা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। রেনেসমি এখনও আমাকে ওর কথা শুনাতে চেষ্টা করছে। আমি ওকে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাত আপনিতেই ওকে দোল দিচ্ছিল। তখন আমরা মা মেয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমি বুঝতে পারলাম অন্যদের বসার কোন কারণ ছিল না। তবু তারা এমনিতেই বসেছে। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতেই কোন ক্লান্তি বোধ করছি না। আমার মনে হচ্ছে আমি কোন নড়াচড়া ছাড়াই আরও এক সপ্তাহ এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।

এরা নিশ্চয় অভ্যাসের কারণে বসেছে। এটা হয়তো মনুষ্য প্রবৃত্তির কারণেও। কয়েক ঘণ্টা পর পর তাদের হয়তো বসার কথা মনে পড়ে। তখনই তারা বসে।

এখনও পর্যন্ত রোজালি চুলে আঙুল বুলাচ্ছে। আর কার্লিসলও কেমন পায়ের ওপর পা তুলে বসেছেন। কে বলবে এরা ভ্যাম্পায়ার? কোন আড়ষ্টতা নেই এদের মধ্যে।

আমাকে এসবের প্রতি খুব মনোযোগী হতে হবে, জানতে হবে কিভাবে এরা এরকম করা শিখলো।

আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে শরীর আলগা করলাম। নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছিল।

হতে পারে আমার সন্তানের সাথে কিছুটা মুহূর্ত একা কাটানোর জন্যই ওরা ওভাবে সরে বসেছে। এখন আমি একা থাকলেও নিরাপদ— এ কথা এতক্ষণে বুঝে গেছে।

সারাদিনে যা ঘটছে রেনেসমি তার প্রতিটাই পুঙ্খানুপুঙ্খ আমাকে জানানোর চেষ্টা করেই যাচ্ছে। আমি যা দেখেছি সেগুলোও সে আমাকে প্রতিটা সেকেন্ড রিপ্লে দেখাচ্ছে। ওর এটাই মাথা ব্যথা যে আমি কিছু মিস করেছি কিনা। যেমন, একটা চড়ুই পাখি কাছে ঘেষছে, সেটা আর কারও কাছেই ঘেষছে না। রোজালির কাছেও না। শুধু ওকে কোলে নিয়ে দাঁড়ানো জ্যাকবের কাছেই ঘেষছে চড়ুইটা। তারপর দেখা গেল কার্লিসল একটা কাপে করে কী একটা নিয়ে এলেন রেনেসমিকে খাওয়ানোর জন্য। সেটা খেতে বিচ্ছিরি। ময়লা টক স্বাদযুক্ত। অথবা এ্যাডওয়ার্ড এর সেই গুনগুন করে গাওয়া গানটাও। সে ওটা খুব পছন্দ করেছে। আমাকে দুবার শোনাল।

আমি চমকে উঠলাম। ওর স্মৃতিতে আমাকেও দেখা যাচ্ছিল, আমাকে যেমন যেন জম্বির মতো দেখাচ্ছে। একদৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে আছি দূরে কোথাও।

প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। বাকিরা সেই এক আলোচনাতেই কাটিয়ে দিল। সোফায় পড়ে সেথ আর জ্যাকব একই তালে নাক ডাকিয়ে যাচ্ছে। এদিকে রেনেসমিরও স্মৃতির ভাণ্ডার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। একটা স্মৃতি শুরু হতেই সেটা আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আমি রেনেসমির দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম আসল ঘটনাটা। সে ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে ওর হাত আমার মুখের ওপর থেকে ছুটে গেল। এলিয়ে

পড়ল আমার গায়ে। ওর আঁখি পল্লব যেন ল্যাভেন্ডার রঙের। এতটাই স্নিগ্ধ যেন বর্ষার মেঘমাল্লার মতো। আমি ওকে বিরক্ত না করে নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওর চোখের পাপড়ি মাঝে মাঝে পিটপিট করে উঠল। মনে হলো ওগুলো যেন পাপড়ি নয় কোন পাখা মেলা প্রজাপতি।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ও কী স্বপ্ন দেখছে। সেগুলো নির্দিষ্ট কোন দৃশ্য নয়। বরং খাপছাড়া। এই এর ওর মুখ।

এবার আমি বুঝতে পারলাম, কিভাবে এ্যাডওয়ার্ড সারারাত জেগে আমার পাশে বসে থাকত, আর বিরক্তিকর রাতটা একভাবেই কাটিয়ে দিত। আমি অনন্তকাল ধরে এভাবে তাকিয়ে থাকতে পারব।

এ্যাডওয়ার্ডের গলা শুনে আমার মনোযোগ সেদিকে চলে গেল। সে বলছিল, 'শেষ পর্যন্ত।' বলেই সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জানালার বাইরে ধূসর কালো রাত নেমে এসেছে। তারপরও আমি অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। যেন অন্ধকার আমার কাছ থেকে প্রকৃতির কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারে নি। সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু কেমন যেন একটু রং বদলিয়েছে মাত্র।

লিহ্ এখনও গুঙিয়ে যাচ্ছে। এলিসকে দেখতে পেয়ে সেটা আরও বেড়ে গেল।

এলিস নদীর ওপারে। শিকার শেষ করে এসেছে। নদীটা লাফিয়ে পার হওয়ার তাকে খুব চমৎকার দেখাল। সে শরীরটাকে বাঁকিয়ে নিল। তবে এসমের লাফটা অনেক বেশি সুন্দর। তিনি তো একবারে ঠোঁট কামড়ে ধরে লাফ দিলেন। এমেটও লাফ দিল। কিন্তু সে কিছুটা পানির ওপর পড়ল। এতজোরে পানি ছিটকালো যে সামান্য ছিটা জানালার গায়েও লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, জেসপারও আসছে সবার পেছন পেছন।

অদ্ভুত লাগল— সবাই আমার সাথে চোখাচোখি হতেই প্রত্যেকে মিষ্টি হাসি উপহার দিল। রুমের মধ্যে কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ড ওরাও দেখি মিটমিট করে হাসছিল।

এলিস সবার আগে রুমে ঢুকল। এখন ওর পরনে সাটিনের কাপড়ের পোশাক। একটা চাবি নাচাতে নাচাতে সে ঘরে ঢুকল।

'শুভ জন্মদিন,' সে বলল। বলেই আমার দিকে চাবিটা ছুড়ে দিল। আমি এক হাতে রেনেসমিকে আগলে রেখে অন্য হাতে চাবিটা লুফে নিলাম।

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। 'আমার জন্ম ঠিক কোন সময়ে সেটাই বা বের করলে কী করে এলিস? রূপান্তরের সময় তো আমি নির্দিষ্ট কোন সময় মেনে চলিনি।'

এলিস আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচাল। 'আমরা তোমার ভ্যাম্পায়ার জন্মের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি না। ভুলে গেছ। আজ সেপ্টেম্বরের তের তারিখ বেলা। শুভ উনিশতম জন্মদিন!'

চব্বিশ

'না না। কোনভাবেই নয়।' আমি অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়ালাম। খানিকটা লজ্জা লজ্জা নিয়ে আমি আমার সতের বছর বয়স্ক স্বামীর মুখের দিকে তাকালাম।

না। এভাবে গুনলে তো হবে না। আমার বয়স তিন দিন আগেই থেমে গেছে। আমি চির জীবনের মতো আঠারো।'

'তাতে কী?' এলিস বলল। মুহূর্তেই আমার প্রস্তাব প্রত্যখ্যান করে দিল। 'আমরা প্রতিবছর এটা উদযাপন করব। তারে মনে রাখার জন্য!'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। এলিসের সাথে তর্কে যাওয়া মুশকিল।

'তুমি কী প্রস্তুত তোমার উপহারটা খোলার জন্য?' এলিস বলল।

'উপহারটা নয় উপহারগুলো।' এ্যাডওয়ার্ড শুধরে দিল। বলতে বলতে সেও পকেট থেকে আরেকটা চাবির গোছা বের করল।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি জানি ওই চাবিটা কিসের। গাড়ির না হয়ে যায় না। আমার খেয়াল হল এখন আমার উত্তেজিত হওয়া উচিত। ভ্যাম্পায়ার হয়ে সব আবেগ ভুলতে বসেছি নাকি?

'আমারটা আগে।' সে কচু দেখাল এ্যাডওয়ার্ডকে।

'আর আমারটা সবচেয়ে কাছে।' এ্যাডওয়ার্ডও পাল্টা বলল।

'কিন্তু দেখ ওর পোশাকের কি ছিরি করে রেখেছে।' সে আস্তে করে বলল। 'ওটা আমাকে আজ সারাদিন খুচিয়েছে। মনে হয় ওর জন্য আমার উপহারে যোগ্যতা বেশি।'

আমার ভ্রু কুঁচকে গেল। একটা চাবি কী করে আমার ডেস আনবে? ওর কী আমার জন্য বাক্স বোঝাই কাপড় এনে রেখেছে নাকি?

'আমার মনে হচ্ছে— তোমাকে এখন একটু খেলানো উচিত।' এলিস মাথা নেড়ে বলল। 'আইডিয়া— কাগজ কাটার কাঁচি আনলে কেমন হয়।'

জেসপার চুকচুক টাইপের শব্দ করল। এ্যাডওয়ার্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'তুমি কেন বলছ না যে আসলে কে জিতেছে?' ওর গলায় কৌতুক।

এলিস পাল্টা বলল। 'আমার মনে হয় আমারটাই চমৎকার হবে।'

'শুধু তাই না মনে হয় তার জন্য আমাকে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' সে ধূর্তের হাসি হাসল। সে জ্যাকব আর সেথের দিকে তাকাল। ওরা বোধহয় আজ সারারাতের জন্য ঘুমের দেশে হারিয়ে গেছে। 'ওরা জাগলে আরও মজা হতো।'

'ঠিক,' এলিস বলল। 'বেলা, নেস— ইয়ে রেনেসমিকে রোজালির কাছে দাও।'

'আমার সোনামণিটা কোথায় ঘুমায়?'

এলিস কাঁধ ঝাকাল। 'রোজালির কোলে, না হয় জ্যাকবের কোলে, আর না হলে এসমের কোলে। সময় যাক, তুমি নিজেই দেখতে পাবে। ওর এটুকু জীবনে ওকে একবারের জন্যও বসা লাগেনি।'

রোজালি যখন দক্ষতার সাথে রেনেসম্মিকে কোলে নিচ্ছিল এ্যাডওয়ার্ড তখন হেসে ফেলল। আমাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে চোখ মটকে দিল। আমিও পাল্টা হাসি দিলাম।

'আরে চল চল চল।' এলিস তাড়া দিল।

'ওটা কী বাইরেই আছে?'

'তা কিছুটা।' এলিস বলতে বলতে আমাকে পেছন থেকে ঠেলা দিল।

'তোমার উপহার উপভোগ কর।' রোজালি বলল। 'এটা আমাদের সবার পক্ষ থেকে। বিশেষ করে এসমের পক্ষ থেকে।'

তোমরা কী কেউ আসবে না?' কাউকে নড়তে চড়তে না দেখে প্রশ্নটা করলাম।

'আমরা তোমাকে একাকী প্রশংসা করার সুযোগ দিলাম।' রোজালি বলল। 'তুমি

পরে আমাদের বলো।'

এমেট হু হু টাইপের একটা আওয়াজ করল। আমার পেট ফেটে হাসি পাচ্ছিল। আমি নিজেও জানি না সেটা কী কারণে।

রূপালী রাতের মধ্য দিয়ে যখন হেঁটে চলছিলাম তখন এলিস ওর কনুই দিয়ে আমাকে একটা গুতো দিল। আর এ্যাডওয়ার্ডই শুধু এল আমাদের সাথে।

'আমার নিজের ভেতরই কেমন যেন উত্তেজনা লাগছে।' এলিস আস্তে করে বলল। ওর গলায় খুশির একটা আমেজ। সে নদী পার হলো এক লাফে। ওপারে গিয়েই সে হাক ছাড়ল।

'এবার এসো বেলা।'

ঠিক যে সময়ে আমি লাফ দিলাম ঠিক সে সময়ে এ্যাডওয়ার্ডও লাফ দিল। এক মুহূর্তেই আমরা ওপারে পৌছে গেলাম। সন্ধ্যের পর এখন রাতেই বেশি মজা লাগছে। রাতের অন্ধকারে সবকিছু রং যেন পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে এবার রং আরও গাঢ় হয়েছে।

এলিসের হিলের শব্দ শুনে শুনে বেশ এগিয়ে যেতে পারছিলাম। ওর পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে স্পষ্ট আমার কানে আসছিল। তাছাড়া গায়ের গন্ধও সে রেখে যাচ্ছিল। গাছপালার আড়াল থেকেও আমি স্পষ্ট ওর চলার শব্দ পাচ্ছিলাম।

চলতে চলতে ও হঠাৎ থেমে পড়ল। এতদ্রুত গতিতে ওর দিকে আসছিলাম যে আরেকটু হলে ওর গায়ের ওপর পড়তাম।

'আমাকে আবার আক্রমণ করে বসো না যেন।' সে আমাকে সাবধান করে দিল।

'তুমি কী করতে চাচ্ছ?' আমি জানতে চাইলাম।

উত্তরে সে আমার পেছনে এসে আমার চোখ ধরল। আমি ওর সাথে এ নিয়ে তর্ক করতে পারতাম কিন্তু করলাম না।

'আমি এটা নিশ্চিত হতে চাই যে তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ না।'

সে এ্যাডওয়ার্ডকে বলল, 'তুমি ওর হাত ধরে ওকে এগোতে সাহায্য কর।'

'এলিস আমি—'

'বিরক্ত করো না বেলা, আমি আমার মতো করে এগোচ্ছি।' সে আমাকে আর কোন কথা বলতে দিল না।

আমি অনুভব করলাম এ্যাডওয়ার্ডের আঙুল আমার ভেতরে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলছে। 'এই তো, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর সে আর কাউকে বিরক্ত করার মতো যথেষ্ট সময় পাবে।' সে বলল।

'আমার নামের প্রশংসা একটু কম হয়ে গেল না!' ওর প্রতি টিটকারী মেরে কথাগুলো বলল এলিস। 'যেটা পাবে সেটা ওর জন্য যেমন দরকার হবে ঠিক তেমন তোমারও।'

'তাই নাকি। তাহলে তোমাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ এলিস।' সে বলল।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। শোন,' এলিস কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে জোর গলায় বলল। 'এখানেই থাম। ওকে আরেকটু ডান দিকে সরাও। হ্যাঁ ওখানে। ঠিক আছে। তুমি কী প্রস্তুত?' সে উল্লসিত কণ্ঠে জানতে চাইল।

'আমি প্রস্তুত।' ওর গায়ের গন্ধ যেখান থেকে ভেসে আসছে সেদিকে লক্ষ্য করে আমি কথাগুলো বললাম।

শুধু তাই না আমি আরও কিছু নতুন গন্ধ পাচ্ছিলাম। সেগুলো আমার কৌতুহল আরও বাড়িয়ে তুলল। বনের গন্ধ নয়। বাগান বিলাস ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ, ধোয়ার মতো গন্ধ। গোলাপ আর কাঠের গুড়ার মতো গন্ধ। কিছুটা ধাতব গন্ধও। মাটির সাদা ন্ধও পাচ্ছি। আমার চোখ খুলে দেয়া হলো।

আমি এবার বেগুনী রঙা আধারের দিকে তাকালাম। পাতার ফাঁক দিয়ে পাথরের কুচির দেখতে পাচ্ছিলাম। আঁধারের মধ্যে ধোঁয়াটে সাদা ল্যাভেন্ডারের ফুলগুলো যেন এক একেকটা তারা। বাগানবিলাস ছাদের উপর উঠে গেছে।

আমি নীরবে ঘরের দরজা লক্ষ করে এগিয়ে যেতে থাকলাম।

'কেমন লাগছে বলো তো?' সে চাপা স্বরে বলল। 'মনে হচ্ছে না রূপকথা দৃশ্য উঠে এসেছে। কেমন শান্ত নিস্তব্ধ।

আমি মুখটা খুললাম। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না।

'এসমে মনে করে আমাদের প্রত্যেকেরই এক রকম বিচ্ছিন্ন ঘর থাকা উচিত, শুধু নিজের জন্য। কিন্তু তিনি অবশ্য চাননি যে ঘরটা এতটা দূরে হবে।' এ্যাডওয়ার্ড আস্তে করে বলল। 'আর উনি যে কোনভাবে একটু খ্যাতি পেতে চান। বাড়িটা এক শতাব্দী ধরে দোমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায় পড়েছিল।

আমার মুখ মাছের মুখের মতো গোল গোল হয়ে গেল।

'তোমার কী এটা পছন্দ হয়নি?' এলিস মুখ কালো করে জিজ্ঞেস করল। 'আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, তুমি যেমন চাইবে সেভাবেই আমরা আবার এটা তৈরি করে দেব। এমেট চাইছিল এটাকে দোঁতলা করে সিঁড়ি-টিড়ি দিয়ে, খিলান দিয়ে আর চারপাশে আরও নতুন কিছু জায়গা যোগ করে পুরো বদলে ফেলা। কিন্তু এসমে তা চাননি। তিনি বলেছেন এর স্বাভাবিক সৌন্দর্যই তোমার বেশি পছন্দ হবে।' ওর গলার স্বর শান্ত কিন্তু দ্রুত গতিতে কথাগুলো বলছিল। 'তাহলে আমি বরং ফিরেই যাই। সবাই হাত লাগালে বেশিক্ষণ সময়—'

'শশ্শশ্!' আমি ওকে চুপ করিয়ে দিলাম।

ও ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপ করে থাকল। আমাকে ধাতস্থ হতে সময় দিল।

'তুমি আমাকে জন্মদিন উপলক্ষ্যে এ বাড়িটা দিয়েছ?' বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলাম।

'শব্দটা তোমারই হলে মনে হয় ভালো শোনাবে।' এ্যাডওয়ার্ড শুধরে দিল। 'আর এটাকে একটা কুটির হিসেবে বিবেচনা করে একটা বিশ্রামঘর বললেও খারাপ শোনাবে না।'

'আমার এঘরে দরজার করাঘাতের কোন ব্যাপারই নেই দেখছি।' আমি ফিস ফিস করে ওকে বললাম।

'তুমি এটা পছন্দ করেছ?' এলিসের গলায় দ্বিধা।

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

'ভালোবাসছ?'

আমি তাও মাথা নাড়লাম।

'ওহ আমার ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে এক্ষুণি এসমেকে বলি!'

'উনি আসেন নি কেন?'

এলিসের মুখ থেকে হাসির রেখা ধীরে ধীরে মুছে গেল। হয়তো আমার এর প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা ওর জন্য কঠিন হয়েছে। 'আসলে ব্যাপারটা জানো... তারা বুঝতে পারছিল না এ উপহার তোমার পছন্দ হবে কী হবে না।'

'কী যে বল! আমার অনেক অনেক পছন্দ হয়েছে।'

'তারা তোমার এ খুশি নিজের চোখে দেখতে পেলে আরও খুশি হতেন।' বলতে বলতে সে আমার হাত ধরে এগোতে লাগল। 'যাই হোক ওখানে ক্লসেটে তোমার জামাকাপড় আছে। ঠিকভাবে সেগুলো ব্যবহার করো। আর... এই হল তোমার উপহার।'

'তুমি কী ভেতরে আসবে না?'

'মনে হয় না। আর শোন, কাপড়গুলো তোমার গায়ে ফিট না হলে আমাকে বলো। আমি বদলে দেয়ার ব্যবস্থা করব। ও হ্যাঁ। জেসপার শিকারে বের হবে। চলি এখন।'

সে বুলেটের গতিতে গাছপালার আড়ালে চলে গেল।

'একেবারে জাদুর মতো।' সে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেলে বললাম।

'আমি কী এটা খারাপ একটা কাজ করে ফেললাম না? ইস। আমার নিজেরই এখন কেমন লজ্জা লাগছে। আমি এলিসকে একটা ধন্যবাদও দিলাম না। আর এসমেও বা কী মনে করবে। আমার এখনই বাড়ি ফেরে গিয়ে এসমেকে—'

'বেলা, বোকার মতো কথা বলো না। কেউই এটা ভেবে নেই যে—'

'কী?'

'শোন, তোমাকে একাকী থাকতে দেয়াটাও তাদের আরেকটা উপহার। এলিস এজন্যই তাড়াতাড়ি চলে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'চল ভেতরে ঢুকে দেখি ওরা কেমন কী করে রেখেছে।' সে বলল। আমার হাত ধরল। আমার মনে হলো সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

আমরা দরজার নকের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি চাবিটা ঢুকিয়ে মোচর দিলাম। খট করে শব্দ করে নক খুলে গেল। আমি নকটা মোচড় দিয়ে দরজা খুলে ফেললাম।

'তুমি এই প্রকৃতির মতোই সুন্দর বেলা। তাই এসবটুকু তোমার জন্য। তোমার কেমন লাগবে বুঝতে পারছি না।'

'হেই!'

'চৌকাঠের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর।' সে আমাকে বুঝিয়ে দিল।

'কিন্তু আমার দেখতে তো ভালোই লাগছে। তোমাদের কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!' আমি আনন্দিত হয়ে বললাম।

'ভালো লাগছে?'

'সবকিছু। আমার মনে হচ্ছে রূপকথার বইয়ে পাতা থেকে উঠে এসেছে বাড়ি। এত সুন্দর করে সব সাজানো।'

কাঠের দেয়াল, পাথরের মোজাইক। ফায়ারপ্লেসটাও কী দারুণ। শুকনো কাঠ থেকে চমৎকার আগুন হচ্ছে।

এ বাড়িটাতে ইলেকট্রিসিটিরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সব এমন স্বাভাবিকভাবে সাজানো যে কোন রকমের দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে না। দেয়ালে সাজানো প্রাচীন ছবিগুলোর

কয়েকটা আমি চিনতে পারলাম।

এ জায়গাটা দেখলে যে কেউ মনে করবে এখানে জাদু ছাড়ানো। স্নো হোয়াইট যেন হেটে চলেছে এখানে। ওর হাতে আপেল আছে।

আমি যখন সব মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব দেখছিলাম তখন এ্যাডওয়ার্ড এর গলা শুনতে পেলাম।

'আমরা আসলে অনেক ভাগ্যবান, এসমে ভাগ্যিস বুদ্ধি করে আরেকটা বাড়তি রুম সাজিয়ে দিয়েছিল। কেউ তখন নেস— ইয়ে মানে রেনেসমির জন্য ভাবেনি। এসমেরই প্রথম এ কথা মাথায় আসে।'

'আমি ওর দিকে দুষ্টু দুষ্টু চোখে তাকালাম।

'কেন, তোমার বুঝি মাথায় ছিল না?'

'স্যরি প্রিয়া, সত্যি কথা বলতে কি, জানই তো আমি সবার মনের ভেতরটা আগে টের পাই, তাই এ খবরটাও টের পেয়ে গিয়েছিলাম।'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'আমি নিশ্চিত তোমার এখন ক্লসেটটা দেখার ইচ্ছে হচ্ছে। আর এলিস এত করে বলল যখন। আমার মনে হয় তোমার ভালো লাগবে।'

'আমার কী ভয় পাওয়া উচিত?'

'ভীষণ।'

সে আমাকে সিলিং ঘেষে পাশের ছোট ঘরটাতে নিয়ে এল। পুরো ঘরের কাঠামো দেখে মনে হচ্ছিল এটা যেন একটা প্রাসাদের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

'এটা হবে রেনেসমির ঘর।' আসবাবহীন কাঠের মেঝের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

'ক্ষুব্ধ নেকড়ে মানবদের সাথে পাল্লা দিয়ে এটুকুর বেশি আর করা হয়ে ওঠেনি।'

আমি নীরবে হাসলাম। আমি ভেবে অবাক হলাম, যে সবকিছু কেমন করে এত দ্রুত বদলে গেল।

'আর এটা হচ্ছে আমাদের রুম।'

আমাদের রুমের দিকে তাকিয়েও আমি অবাক হলাম। বিছানাটা ভীষণ বড়, আর ধকধবে সাদা। মনে হচ্ছিল আকাশের এক টুকরো মেঘে এই কাঠের মেঝেতে লুটোপটি খাচ্ছে। মেঝের রঙটাও খুব সুন্দর মানিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বালুকা বেলা। আর দেয়ালে নীল সাদা রঙও মনে হচ্ছে রৌদ্রোজ্জল সকাল ডানা মেলেছে যেন।

পেছনের বড় জানালাটা খুলতে একটা বাগান দেখতে পেলাম। গোলাপ ঝাড়ে ঘেরা ছোট্ট পুকুর। বহু দূরে একটা শান্ত সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

'ওহ!' আমি এতটাই অবাক হয়েছি যে একুটুই শব্দ করতে পারলাম।

'আমি জানি।' সে ফিসফিস করে বলল।

আমরা এক মিনিটের মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম। আর ক্লসেটের দিকে তাকিয়ে আমি আতকে উঠলাম। বিশাল দুই দরজার সেটা।

সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আমার আসলে এটার সাইজ সম্পর্কে আগেই ধারণা দেয়া উচিত ছিল।'

ওর নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ে পড়ছিল। ওর ঠোঁট মাত্র দু' ইঞ্চি দূরে।

আমি ওর দিকে ফিরলাম। ও তাকিয়ে রইল আমার চোখের দিকে। আমাদের

ভেতরটাই কেমন যেন ওলট পালট হয়ে যেতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পর আমরা আবিষ্কার করলাম। বিছানা আগের মতো আর পরিপাটি নেই। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করার মতো মুড আমাদের ছিল না।

এটা আমাদের সেকেন্ড হানিমুন হলেও একেবারে প্রথমবারের মতো অনুভুত হলো।

আজকের মতো এমন চমৎকার আর কোনদিন আমার জীবনে এসেছিল আমি সেটা মনে করার চেষ্টা করলাম।

আমার নতুন চোখে এ্যাডওয়ার্ডের দেহের প্রতিটা ভাঁজ আমি নিখুঁত দেখতে পাচ্ছি। এতটা সুন্দর ও! নিখুঁত মুখ, পেটানো শরীর। আর ওর চামড়া কেমন অদ্ভুত রকমের সিল্কি।

আমরা আবেগের কোন অতলে তলাতে থাকলাম কেউ জানি না। এক সময় খেয়াল হলো আমরা চন্দনকাঠের মেঝেতে পড়ে গেছি। কিন্তু আমরা আমলে নিলাম না। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগলাম একে অন্যকে।

'আমার অবশ্য খেয়াল ছিল যে এখন আমার গায়ে অনেক শক্তি। যে কোন সময় আমি ওকে আঘাত করে ফেলতে পারি। তাই ওটুকু নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আমাদের আর সবটুকু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। আগে বুঝিনি প্রেম এত আনন্দের হতে পারে।

আমাদের এখন নিঃশ্বাস নেয়া লাগছে না। রেস্ট নেয়া লাগছে না। এমন কি বাথরুমেও পর্যন্ত যাওয়া লাগছে না। এখন শুধু ও আর আমি। আর আমাদের একান্ত ভালোবাসা। যার দৈহিক প্রকাশ কতক্ষণ ধরে চলছে আমরা কেই জানি না। কতক্ষণ চলবে তাও জানি না।

কিন্তু যখনই আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল আর দূরের ক্ষীণ সমুদ্রতটের রেখা কালচে থেকে ধূসর হতে শুরু করল, তখন টের পেলাম ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। কাছে কোথাও গানের পাখি লার্ক সুর করে শিস দিচ্ছে। নিশ্চয় গোলাপ বাগানের ধারে ওর বাসা আছে।

'তুমি কী এটা মিস করছ না?' ওটার গান থেমে গেলে আমি এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম।

কালরাতের পর এটাই আমাদের প্রথম আলাপন নয়। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কথা বলতে পারিনি।

'কী মিস করার কথা বলছ?' সে বিড়বিড় করে বলল।

'পুরো ব্যাপারটা— এই উষ্ণতা, কোমল চামড়া, সুন্দর গন্ধ...আমি কোন কিছুই মিস করিনি, কিন্তু তুমি তো তা এতদিন আমার কাছে পাওনি।'

সে হেসে ফেলল। মুচকি হেসে বলল, 'শোন, সুখ দুঃখের হিসাব করা শক্ত। তবে তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার আগে পরে নেই।'

'তুমি কিন্তু প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ।'

সে ওর দু হাতের তালু আমার দু গালে ধরল, 'তুমি আগের চেয়ে একটু উষ্ণ হয়েছ।'

সে ঠিক বলছে জানি, কিন্তু আমার কাছে ওর হাতই বরং অনেক উষ্ণ বলে মনে হলো। অবশ্য জ্যাকবের মতো ওরকম আগুনের চুল্লীর মতো গরম না। অনেক আরামদায়ক আর অনেক প্রাকৃতিক।

ওর হাত ধীরে ধীরে আমার গালে আঙুল বোলাতে লাগল। সে আঙুল চিবুক বেয়ে নিচে নেমে যেতে লাগল। এরপর গলায়...তারপর আরও নিচে... কোমড়ে আসতেই আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম।

'তুমি অনেক কোমল।'

ওর সাটিনের মতো কোমল আঙুল আমার ত্বকের উপর পরশ বুলিয়ে যেতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম সে এ কথা দিয়ে কী বুঝাতে চাচ্ছে?

'শুধু সুন্দর গন্ধটার কথাই বলতে পারি যে আমি সেটা তোমার মানুষ থাকা অবস্থায় মিস করেছিলাম। শিকারে যখন গিয়েছিলে তখন হাইকিং করতে আসা লোকদের গন্ধ তোমার নাকে লেগেছিল মনে আছে?'

'আমি তো যতটা সম্ভব গন্ধ না নিতেই চেষ্টা করেছিলাম।'

'সেটার সাথে তখনকার চুমু খাওয়াটা কল্পনা কর।'

আমার গলা দিয়ে একটা আগুন গরম বাতাস নেমে গেল যেন।

'ওহ।' আমি আঁতকে উঠে বললাম।

'সত্যি করে যদি বলি তাহলে উত্তরটা দাঁড়ায়, না। আমি এখন আনন্দে টইটম্বুর। আমার এখন মিস করার মতো কিছুই নেই। আর আমি এখন যা করছি সেটা তো তখন করতে পারিনি।' বলেই সে দুষ্টু হাসি হেসে আবার আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

এ কথাটার আরেকটা ব্যাপার আমি ওকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ঠোঁট সে সুযোগ পেল না। মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এ্যাডওয়ার্ডের চুমুর কারণে।

সূর্যে আলোর বিকিরণে যখন পুকুরের পানির রং রূপালি বর্ণ ধারণ করল তখন আমি ওকে আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছিলাম।

'আর কত সময় ধরে এমনটা চলবে? না মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, কার্লিসল আর এসমে, এমেট আর রোসালি, আর এলিস আর জেসপারও কী তাদের পুরো সময়টা এমন দরজা বন্ধ করে কাটিয়ে দেয়? কিন্তু ওদের যে দেখি বেশ ফিটফাট জামা কাপড় পরে জনসমক্ষে যাতায়াত করতে? তাহলে কী... আমরা যে দেরি করে উঠলাম এর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে...' আমি লজ্জায় কুকড়ে গেলাম। আমি আসলে শিউর নই ওকে যা বোঝাতে চেয়েছি সত্যি সে সেটা বুঝতে পেরেছে কি না?

'আসল এটা বলা কঠিন। প্রত্যেকেই যার যার মতো করে অন্য রকম। তার উপর নতুন রূপান্তরিত হওয়া ভ্যাম্পায়ারদের কথা তো আলাদা। তুমি তো প্রথম বছর তাদের মতো করে চলতে পারবে না। তোমাকে এখন কেবল শিখতেই হবে। বলতে পার, প্রথম এই বছরটা তোমার শেখার স্টেজ। তোমাকে এখন কেউ কোন বিষয়ে চাপ দেবে না। অতএব তুমি একেবারে তোমার জন্য নিশ্চিত থাকতে পার।'

'কতদিন পর্যন্ত?'

সে হেসে ফেলল। নাকী শব্দ করল। 'রোজালি আর এমেটের কথাই যদি বলি তাহলে বলব ওদেরও অনেক সময় লেগেছিল সব বুঝে উঠতে। এমনকি কার্লিসল আর এসমেকেও এক সময় এমন সয়ে পার করতে হয়েছিল। রোজালির বেলায় এসমে তখনও একটা নতুন ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও তিনি জানতেন রোজালি কেমন পছন্দ করে, তোমার ক্ষেত্রে যেমন বুঝলেন।

'তারপর সবাই আবার নরমাল হয়ে যায়? যেমন এখন ওরা?

এ্যাডওয়ার্ড আবার হাসল। 'আসলে, আমি ঠিক শিউর নই নরমাল বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ? তুমি এখন এটা ভাবছ, যে আমাদের এই পরিবারটা কি সুন্দর আর দশটা মানুষের পরিবারের মতোই ঘোরাফেরা করছে আর তুমি রাতে শুয়ে কাটাচ্ছ।'

সে আমার নাক টিপে দিল। 'এখনও এমন অনেক সময় পড়ে আছে যখন তোমাকে ঘুমাতে হবে না। ওই সময়টা তুমি বই পড়ে বিজ্ঞানচর্চা করেও কুলিয়ে উঠতে পারবে না। আরও অনেক সময় থেকে যাবে। এমেট বিশ্বাস করে আমার সময়টুকু আমি কেবল সবার মন পড়েই কাটাই।'

আমরা দু জন একত্রে হেসে উঠলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এই হাসিতেই আমরা একে অন্যের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে পারলাম।

পঁচিশ

যখন এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আমার দরকারী জিনিসগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

সেই সাথে আরেক কথাও বলল, 'রেনেসমি...'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। সে নিশ্চয় এতক্ষণে জেগে গেছে। এখন বোধহয় সকাল সাতটার মতো বাজে। সে কী আমাকে খুঁজছে? ওর কথা মনে হতেই আমি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন আকুতি বোধ করলাম। সে আজ দেখতে কেমন হয়েছে?

এ্যাডওয়ার্ড আমার মানসিক চাপের কথা বুঝতে পারল।

'সব ঠিকঠাক আছে বেলা। চল আমরা পোশাক পরে নেই । আর দু সেকেন্ডের ভেতর আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব।'

ওর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আধো আলো আধো অন্ধকার হয়ে আছে। তাও স্তিমিত আলো ওর গায়ে এমন হীরার মতো কিরণ দিতে লাগল যে আমি হা করে ওর দিকে তাকিয়েই থাকলাম। মনে হয় তখন আমাকে দেখতে কার্টুনের মতো দেখাচ্ছিল।

যাই হোক, আমরা দুজনে ক্লসেটের দিকে গেলাম। সেটা খুলতেই আমাদের দু জনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'এলিস!' আমরা দুজনেই একসাথে হতাশ হয়ে ওর নাম উচ্চারণ করলাম। একি কাণ্ড করে রেখেছে সে। এমন কিছু নেই যে এখানে রাখতে ভুল করেনি। দেয়াল জোড়া বিশালাকৃতির ক্লসেটের দিকে তাকিয়ে আমি আবারও হতাশ হলাম। তাকের পর তাক জুড়ে সমস্ত দামি দামি কাপড় ভাঁজ করে রাখা। প্রত্যেকটা নানা রকমের গার্মেন্ট ব্যাগে মোড়ানো।

'এর মধ্যে কোনটা আমার?' আমি ফোঁস ফোঁস করে বললাম।

'সব...সব তোমার।'

'এগুলো সব?'

সে কাধ ঝাকাল।

'বেশ,' আমি বিড়বিড় করে বললাম। ক্লসেটের পুরোটা খুলে আমি এখন পরার মতো কোন কাপড় খুঁজে পেলাম না। যাও একটা সাধারণ মতো দেখে হাত বাড়িয়েছি, কাছে আনতেই দেখি ওটা গোলাপি রঙা গাউন।

সাধারণ ব্যবহারের জন্য পরতে চাইলে সেটা খুঁজতে বোধহয় আজ সারাদিন লেগে যাবে।

'দাঁড়াও। আমি সাহায্য করছি তোমাকে,' সে বলল। সে বাতাসে কিছু একটার গন্ধ নিল এবং সেটা অনুসরণ করল। সে একটা লম্বা রুমের দিকে গেল। সেখানে পৌঁছে সে একটা ড্রেসার দেখতে পেল।

সে আবারও নাক উঁচাল। গন্ধ শুকে একটা ড্রয়ার খুলল। আমাকে চমকে দিয়ে সে একজোড়া চমৎকার ফেড ব্লু জিনস বের করে আনল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। 'তুমি এটা কেমন করে খুঁজে বের করতে পারলে?'

'ডেনিমের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। এবার বল... সুতির কিছু চাও?'

সে গন্ধ শুকে উপরের তাক থেকে একটা ফুলহাতা টি শার্ট বের করে দিল।'

'অনেক ধন্যবাদ!' আমি কৃতজ্ঞতার সাথে বললাম।

ওর নিজের কাপড় খুঁজে বের করতে ওর দু সেকেন্ডও লাগল না। পরেও ফেলল মুহূর্তেই। কালরাতে ওভাবে ওকে কাপড় ছাড়া অবস্থায় না দেখলে বুঝতে পারতাম না সে এত সুন্দর। একটা খাকি রঙা পুল ওভার চড়াল সে।

লুকানো বাগান থেকে আমরা বেরিয়ে বাড়ির উদ্দেশে দৌড় দিলাম। ও আমার হাতটা ছেড়ে দিল। যাতে করে আমি জোরে দৌড়াতে পারি।

রেনেসমি জেগেই ছিল। সে মেঝেতে বসে ছিল। রোজালি আর এমেটের সাহায্য নিয়ে। ওরা পেছন থেকে আলতো করে ধরে আছে। রূপালী রঙের সাটিনের জামায় ওকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। সে ডান হাতে একটা চামচ ধরে আছে। যখনই সে গ্লাসের বাইরে আমাদের দেখতে পেল তখনই সে হাতের চামচটি মেঝেতে ঠকাঠক আওয়াজ তুলল। আর ওটা দিয়ে অধৈর্য হয়ে আমাদের দিকে ইঙ্গিত করছিল।

ওখানে যারা বসে ছিল— এলিস, জেসপার, এসমে আর কার্লিসল সবাই যেন একটা হাসির মুভি দেখছে এমনভাবে হেসে উঠল।

ওদের হাসির মধ্যেই আমি এগিয়ে গিয়ে রেনেসমিকে কোলে নিলাম। ও আর আমি একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম।

সে কিছুটা বদলেছে। তবে ততটা নয়। ওর চুল প্রায় এক ইঞ্চির মতো বেড়েছে। মাথা নাড়ালে স্প্রিং এর মতো কোকড়া চুল খুব সুন্দর দোল খাচ্ছে।

রেনেসমি আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিল। আমি চমকে উঠলাম। সে আরও ঘন ঘন হাত বুলাল।

'কতক্ষণ হলো সে উঠেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হবে কয়েক মিনিট।' রোজালি বলল। 'আরেকটু হলে আমরাই তোমাকে ডাকতে যেতাম। ও তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছিল। চাইছিল শব্দটা ব্যবহার করলেই মনে হয় ভালো হবে। এসমে উনার সেকেন্ড বেস্ট সিলভার সার্ভিসটা ওর আনন্দের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন।' রোজালি হেসে বলল। 'কিন্তু পরে ভাবলাম তোমাকে আর ডিস্টার্ব করব না।'

আমি পেছন থেকে এমেটের খুকখুক টাইপের চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

রোজালিও পেট ফেটে আসা হাসি সামাল দিতে অন্যদিকে তাকাল।

আমি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে রেনেসমিকে বললাম, 'তুমিও কটেজটা দেখলে

খুব পছন্দ করবে সোনা। একেবারে জাদুর মতন।'

আমি এসমের দিকেও তাকালাম, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসমে। আমার পছন্দের সাথে একেবারে মিলে গেছে।' এসমে আমার কথার উত্তরে কিছু বলার আগেই এমেট এবার শব্দ করেই হেসে উঠল।

'তোমরা দুজন কাল কী করেছিলে? মনে হয় জাতীয় বিতর্কে অংশ নিয়েছিলে?' সে আবারও ফিচেলমার্কা হাসি হাসল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে নিজের রাগ সামাল দিলাম। এমেটকে নিশ্চয় সেথের মতো ভর্তা বানাতে পারব না...

আরে? নেকড়ে দুটোকে তো আজ দেখতে পাচ্ছি না। গেল কোথায়? আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। লিহ্ এর কোন চিহ্নও দেখতে পেলাম না।

'জ্যাকব অনেক সকাল সকাল চলে গেছে।' রোজালি বলল, খেয়াল করলাম ওর কপালের কিছুটা অংশ কুঁচকে আছে। 'সেথ ওকে ফলো করে সাথে সাথে গেছে।'

'ও কী নিয়ে এতটা হতাশ ছিল?' রেনেসমির কাপ নিয়ে ফিরে আসতে আসতে এ্যাডওয়ার্ড বলল। রোজালির স্মৃতি ঘাটলে নিশ্চয় আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

আমি রেনসমিকে রোজালির কোলে দিয়ে দিলাম। আমি ওকে খাওতে পারব না জানি। এখন তো নয়ই।

'আমি আসলে পুরো ব্যাপারটা জানি না—' রোজালি ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'সে ঘুমন্ত রেনেসমিকে বোকার মতো হা করে দেখছিল। তারপর সে আমার আসার ব্যাপারটা টের পেতেই লাফিয়ে সরে দাঁড়াল। তারপর ছুটে বের হয়ে গেল। ও চলে যাওয়াতে আমি খুশিই হয়েছি।'

'রোজ,' এসমে তাকে মৃদু শাসালেন।

রোজালি ওর চুল ঠিক করল। 'আমার মনে হয় এটা কোন ব্যাপারই নয়। আমরা তো আর এখানে বেশিদিন থাকব না।'

'আমি তো এখনও বলছি চল জিনিসপত্র বেধে-ছেদে সোজা নিউহ্যাম্পশয়্যারে চলে যাই।' এমেট বলল। এছাড়া এও বলল, 'বেলা তো এখন এরই মধ্যে ডার্টমাউথে রেজিস্ট্রেশন নিয়েই ফেলেছে। মনে হয় ওখানে সে ভালোই পারফরমেন্স করতে পারবে।' তারপর সে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'আমি শিউর তুমি তোমার ক্লাসগুলো ভালোভাবে হ্যাঁন্ডেল করতে পারবে। তাছাড়া রাতের বেলায়ও পড়াশুনা করার যথেষ্ট সময় পাবে। এছাড়াও ইন্টারেস্টিং আর কোন কাজ থাকতে পারে নাকি?'

রোজালি ওর ফাজিল মার্কা কথা শুনে খিকখিক করে হেসে ফেলল।

মেজাজ নষ্ট করো না, আমি নিজেকে প্রবোধ দিলাম। কিছুক্ষণ পর আমি নিজেই নিজের উপর যথেষ্ট তৃপ্ত হলাম। চমৎকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি।

তবে এবার আমি অবাক হলাম এ কারণে যে এ্যাডওয়ার্ড আমার নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল না। ও ভ্রু কুঁচকে জানালার বাইরে তাকাল। ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল বড় কোন একটা ঝড় এগিয়ে আসছে দূর থেকে।

আমরা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই এলিস ফোঁস ফোঁস করে উঠল।

'গাধাটা করছে কী? আমি বুঝতে পারছি না সামান্য একটা কুত্তার যাওয়া কিংবা

আসা নিয়ে কেন আমাদের দিন মাটি করতে হবে? আমি তো এমন কিছু করার কোন মানেই দেখতে পাচ্ছি না। মোটেই না!'

তারপর সে আমার দিকে হাড়ভস্ম করা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। 'তোমার নিজের অবস্থাটা দেখেছ একবার! শেষ পর্যন্ত এত দামি দামি কাপড়ে ভরা ক্লসেটটার এমন ব্যবহার মাথায় এল?'

হঠাৎ খেয়াল করলাম এ্যাডওয়ার্ড এর হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল। ঘোৎ ঘোৎ টাইপের শব্দ করল।

'জ্যাকব তোমার বাবার সাথে কথা বলেছিল। ও যদিও একা এখানে আসছে, তারপরও তোমার বাবা ওর পিছু পিছু এ জায়গা পর্যন্ত চলে আসতে পারে। আজকেই।'

এলিস মুখ দিতে বিদঘুটে একটা শব্দ করল।

'ও... ও বাবাকে বলেছে, সব!' আমার নিঃশ্বাস আটকে আসল যেন, 'কিন্তু— ওর সামান্য বুদ্ধিশুদ্ধিও কি মাথায় ছিল না? কিভাবে ও কথাগুলো বলতে পারল?'

আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। সে বাবাকে আমার সর্ম্পকে সব বলে দিয়েছে! আমি যে ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছি এটা সম্পর্কেও! না জানি বাবা এটা শুনে কত না কষ্ট পেয়েছে। তার বুক নিশ্চয় কষ্টে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে?

এ্যাডওয়ার্ড দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'জ্যাকব এখন এদিকেই আসছে।'

আমার মনে হল এক দৌড় দিয়ে ওর কাছে ছুটে যাই। ওকে বলি চলে যেতে। যাতে করে বাবা এদিকে আর পথ চিনে আসতে না পারে। কিন্তু তার আগেই দেখলাম বৃষ্টিতে ভেজা কুকুরের মতো মাথার চুল ঝাকাতে ঝাকাতে সে ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকছে। মাথার চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি কাপের্টে পড়তে লাগল। ওর কালো ঠোঁটের মাঝে দাঁত ঝিক করে উঠল। ওর চোখজোড়া উত্তেজনায় ঝিকমিক করে উঠল। সে দুলকি তালে এগিয়ে আসতে লাগল। ওর ভাবখানা এমন যে আমার বাবার হৃদয় ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে ও কিচ্ছু জানে। ভেজা বেড়াল একেবারে।

'এই যে সবাই, সে আমাদের অভিবাদন জানাল।

কিন্তু আমরা কেউই কিছু বললাম না।

লিহ আর সেথকেও দেখা গেল ওর পেছনে। এবার ওরা ওদের মানুষের বেশে আছে।

'রোজালি,' আমি রেজালির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, রোজালিও আমার কাছে রেনেসমিকে দিয়ে দিল। ওকে কোলে নিয়ে আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, জ্যাকবকে খুন করার চিন্তাটা কি নিছক আমার রাগের বশে নাকি এটাই ওর উচিত শিক্ষা হবে।

রেনেসমি আমার কোলে স্থির এবং শান্ত হয়ে রইল। কে জানে, সে হয়তো আমার মন পড়ার চেষ্টা করছে। সে কতটা বুঝতে পেরেছে?

'চার্লি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এসে পড়বেন।' জ্যাকব বেশ শান্ত হয়ে বললেন। 'আশা করছি তোমার ওই চোখ ঢাকার জন্য এলিস এ মুহূর্তে কোন সানগ্লাস-ফ্লাস এনে দিতে পারে।'

'তোমার আশা করার পথটা অনেক বেশি লম্বা করে ফেলেছ জ্যাকব।' আমি দাঁত দাঁত ঘষে বললাম। 'তুমি কল্পনাও করতে পারছ না তুমি কী করে বসে আছ

জ্যাকবের হাসি আরও বিস্তৃত হলো। পরক্ষণেই সেটা মুছে গেল।

'রোজালি আর এমেট আজ সকালে এই বলে আমাকে জাগাল যে তোমরা নাকি শীঘ্র এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ। আমি চলে যেতে পারতাম, চেষ্টা করলে এক সময় সবই সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু চার্লির ব্যাপারটা মনে হলো এখানে এটা বড় ইস্যু। ঠিক কিনা বল? বেশ তো, এতটুকুই ছিল আমার মাথা ব্যথা।'

'তুমি কী এখনও বুঝতে পারছ না তুমি কী করে বসে আছ? বাবাকে এখানে নিয়ে আসটা যে কত বড় বিপদ তাও তুমি বুঝতে পারছ না?'

সে নাক দিয়ে শব্দ করল।

'আমি তো তাকে বিপদে ফেলিনি। তুমি হলে একটা সম্ভাবনা আছে। অবশ্য তোমার তো আবার সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। অবশ্য আমি বলব মন পড়ে ফেলার ক্ষমতার মতো বড় নয় এটা। উত্তেজনাও কম।

এ্যাডওয়ার্ড ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। যদিও সে জ্যাকবের চেয়ে দু-তিন ইঞ্চি খাটো। তাও সে ওর দিকে কিছুটা রাগী ভঙ্গিতে ঝুকল।

'তুমি কী মনে কর কুত্তা এটা একটা থিওরি,' সে রাগে গর গরটাইপের শব্দ করল। 'আর সে থিওরির প্রাকটিক্যালটা করতে চাও চার্লির ওপর? যদিও ওর সহ্য ক্ষমতা আছে তাও তুমি কী এটা বিবেচনায় আনছ না যে তুমি বেলাকে শারীরিকভাবেও কষ্ট দিতে যাচ্ছ? সে সাথে মানসিক কষ্টও। আমার মনে হয় বেলার এখন যে রূপান্তরিত ক্ষমতা সেটা তোমাকে এখনো সাবধান করতে পারেনি!' শেষের শব্দগুলো সে বেশ জোর দিয়ে বলল।

শেষ পর্যন্ত মনে হলো এ্যাডওয়ার্ডের কথায় ওর আতে ঘা লেগেছে। মুখটা সে হাড়ির তলার মতো কালো করে রাখল।

'বেলা কষ্ট পাবে?'

'ঠিক তেমন যেমনটা গরম ইস্ত্রি গলার মধ্যে ঢোকালে যেমন!'

মানুষের রক্তের গন্ধের কথা মনে হতেই আমি আবারও চমকে উঠলাম।

'আমি এটা জানতাম না।' জ্যাকব প্রায় ফিসফিসানির মতো করে বলল।

'এটা অন্তত কাজের কাজ হতো যদি তুমি আমাদের একটু জিজ্ঞেস করে নিতে।'

'তুমি তো পারতে আমাকে থামাতে।'

'তোমাকে আসলেই থামাতে পারত—'

'তুমি নিশ্চয় আমার কথা বলছ না' আমি বাধা দিয়ে বললাম। আমি তখন কোলে রেনেসমিকে নিয়ে লোহার মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। 'কথাটা চার্লিকে নিয়ে, জ্যাকব। তুমি এভাবে তাকে বিপদের মধ্যে আনতে পারলে? তুমি কী এখন তাহলে বুঝতে পারছ, সামনে পুরো ব্যাপারটাই তার জন্য এখন হয় মৃত্যু না হয় ভ্যাম্পায়ার হিসেবে রূপ নেয়া এই দুটো পথ। বাবা আমার সামনে এলে আমি কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করব! নিজের পিতার জন্য রক্ত পিয়াসা...' চোখের জলের কারণে আমার গলার স্বরও কেঁপে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকেও স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। সেখান থেকেই সে বলল, 'রিল্যাক্স বেলা। আমি জানি তুমি প্ল্যান করেছিলে যে তুমি উনাকে কিছু জানাবে না, সেজন্য আমি তাকে কিছু বলিনি।'

'কিন্তু সে তো তোমার পিছু পিছু এখানে আসছে!'

'একটা বুদ্ধি বের করতে–'

'তুমি আসলেই একটা পাগলা কুত্তা। তুমি তাকে হার্ট এটাকের পর্যায়ে ফেলবে।'

'না শোন, তিনি তোমার মতোই সাহসী। তুমি শুধু ওনাকে কয়েক মিনিট সময় দেবে। তিনি আসলে দেখতে চান যে তুমি এখানে বেশ ভালোভাবেই আছ।'

'শোন, তোমাকে ত্রিশ সেকেন্ড সময় দেয়া হলো। এর মধ্যে তুমি ভালোভাবে গুছিয়ে বলবে চার্লির সাথে তোমার আসলে কি ঘটেছে? তুমি নিশ্চয় এটাই চাও যে তোমার মাথাটা কাঁধের ওপর নিরাপদে থাকুক?'

'জেসপার, বেলা, আর কোন নাটকীয়তার দরকার নেই।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'জ্যাকব তোমার ছাব্বিশ মিনিট বাকি।'

জ্যাকব ওর চোখ মুদে কাছাকাছি চেয়ারটায় বসে পড়ল। লিহ্ আমার সামনেই ছিল। কিন্তু জ্যাকবের প্রটেকশানের কারণে কিনা কে জানে ওরা দুটোই জ্যাকবের কাছে পিঠে রইল।

'শোন তাহলে, আজ সকালে আমি তোমার বাবার দরজায় নক করেছিলাম আর তাকে আমার সাথে হাঁটতে আসতে বলেছিলাম। তিনি একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু যখনই আমি তাকে এটা বললাম তুমি শহরে ফিরে এসেছো তখনই তিনি আমার সাথে সাথে বনে এলেন। আমি তাকে এটা বলেছি যে তুমি এখন আর অসুস্থ নও। কিছুটা দুর্বল কিন্তু ভালোই আছ। তিনি তখনই রওনা হতে চাইছিলেন তোমাকে দেখতে আসার জন্য। কিন্তু আমি তাকে বললাম যে আমি তাকে প্রথমে একটা জিনিস দেখাতে চাই। আর তারপর আমি আমার নেকড়ের আকার ধারণ করলাম।' এতটুকু বলেই জ্যাকব থামল। কাধ ঝাকাল।

আমি দাঁত কিড়মিড় করে হিসিয়ে উঠলাম। 'শালার দানব, আমি বলছি যা যা ঘটেছিল, তুমি বাবার সাথে আর কী কী বলেছিলে তার প্রত্যেকটা শব্দ আমি শুনতে চাই।'

'বেশ তো, কিন্তু তুমি তো বলেছিলে যে আমাকে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড দেয়া হয়েছে। এটুকুর মধ্যে আর কীই বলব। আচ্ছা– ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে।'

আমার আচরণ এমন শীতল ছিল যে সে আমার সাথে ইয়ার্কি করার আর কোন উৎসাহ পেল না।

সে জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কথা বলা শুরু করল।

'বললাম, শুনুন চার্লি, আপনি যে পৃথিবীতে বাস করছেন সে পৃথিবীটা আসল কোন পৃথিবী নয়। এর বাইরেও আলাদা একটা জগৎ আছে। কিন্তু ভালো একটা খবর কী জানেন, গুটি কয়েক ছাড়া এ জগতের খবর আর কেউ জানে না।'

'আমি তাকে ধাতস্থ হতে কয়েক মিনিট সময় দিলাম। নিজেও আবার মানুষের বেশে রূপ নিলাম। তারপর তিনি এটাও জানতে চাইলেন যে তোমার কী কোন ধরনের রেয়ার টাইপের অসুখ করেছে কি না। আমি তাকে বললাম তুমি একেবারে সুস্থ— কিন্তু সুস্থ হওয়ার পথে তোমার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তারপর তিনি জানতে চাইলেন 'পরিবর্তন' বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছি। তখন আমি তাকে বললাম যে আগে দেখতে রেনের মতো ছিলে এখন দেখতে হয়েছ এসমের মতো।'

এ্যাডওয়ার্ড হিস করে উঠলে আমি আতঙ্ক নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, একটু এদিক ওদিক হলে ব্যাপারটা বিপদের দিকে মোড় নিতে পারে।

'কয়েক মিনিট একেবারে শান্ত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কী আমার মতো পশুতে রূপ নিতে শুরু করেছ কি না?

আর আমি বললাম, 'না, সে ভালোই আছে!' জ্যাকব টুকটুক টাইপের একটা শব্দ করল।

রোসালি বিরক্তির একটা শব্দ করল।

'আমি তাকে নেকড়েমানবদের সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম। তিনি আমার কথা পুরোটাই শুনে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি কী এই অবস্থায় এসেছি তোমার সাথে এ্যাডওয়ার্ডের বিয়ের পরেই কি না? আর এ বিষয়টা তুমি জানো কি না?

আমি বললাম তুমি আমার প্রতিটা নাড়ি-নক্ষত্র জানো। একেবারে যখন থেকে প্রথম ফরকসে আসলে তখন থেকে। তিনি অবশ্য সাময়িকভাবে পুরো ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না। আমি তাকে সময় দিলাম ধাতস্থ হওয়ার জন্য।'

আমি জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম। 'তিনি আর কী কী জানতে চাইলেন?'

জ্যাকব হাসল।

আমি আবারও জানতে চাইলাম, 'উনি রেনেসমির ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলেন না?'

'ও হ্যাঁ। আমি বলেছি যে তোমার আর এ্যাডওয়ার্ডের খেতে দেয়ার আরেকটা নতুন মানুষ জোগার হয়েছে।' সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। 'আমার মনে হয় না তোমরা এখন আমাকে আর বলবে যে আমি মিথ্যে বলছি। যা বললাম এসবই হলো আসল কথা যা তোমরা আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলে।'

জ্যাকব বলে যেতে লাগল, 'তিনি অবশ্য রেনেসমিকে দেখে অবাক হবেন। এত অল্প সময়ে এ বাচ্চা এত বড় হয়ে গেছে যে তাকে দেখে তিনি এটা আবার যেন ভেবে না বসেন যে তোমরা কোন বাচ্চা দত্তক-টত্তক নিয়েছ কি না? কিন্তু এটা বেশ খেয়াল করলাম নিজেকে দাদা ভাবতে তিনি বেশ খুশি খুশিই বোধ করছিলেন। তাই দেখে আমি তাকে বলে উঠলাম, 'আপনাদে অভিবাদন নানাভাই, আমার কথা শুনে উনি মুচকি মুচকি হাসছিলেন।'

জ্যাকব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তার হাসি দেখে মনে হয়েছে যে উনি অতি শীঘ্রই রেনেসমির সাথে দেখা করতে আসবেন।

'কিন্তু ও তো অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'আমি তাকে এটাও বলেছি আমরা যারা আছি আমাদের সবার চাইতে সে একটু অন্যরকম।' জ্যাকব নরম গলায় বলল। আমি পায়চারী করতে লাগলে সেও আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। লিহ আর সেথও আসতে যাচ্ছিল কিন্তু সে হাত নেড়ে মানা করে দিল।

জ্যাকবকে কাছাকাছি দেখে রেনেসমি ওর কাছে ঝাপিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আমি

জোর করে ওকে বুকে চেপে রাখলাম।

জ্যাকব এসব পাত্তা না দিয়ে বলে যেতে লাগল, 'দেখুন আমি যা বলছি এসব ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেন। রেনেসমি হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুখ।'

জ্যাকব হেসে আমার দিকে তাকিয়ে একটু অপেক্ষা করল।

'আমি তোমাকে এজন্য ধন্যবাদ দিতে পারছি না।' আমি বললাম। 'তুমি এখন বাবাকে বিপদের মুখে ফেলেছো।'

'আমি দুঃখিত যে তুমি সব শুনে মনে কষ্ট পেয়েছ বলে। এমন যে হবে আমি ভাবতে পারি নি বেলা। এখন তোমার অবস্থার একটু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেটা বাদ দিলে তো তুমি আমার অনেক দিনের প্রিয় বন্ধু। আমি সব সময়ই তোমাকে ভালোবাসি। এখন যেমন ভালোবাসছি তেমন সারাজীবন ধরে বাসবো। আমি এটাও জানি আমরা দুজকে ছাড়া দুজন বাঁচব না।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে চির চেনা হাসিটি দিল।

'আমরা এখনও বন্ধু তো?' ওর হাসিটা উপেক্ষা করা আমার জন্য সহজ হল না। আমি পাল্টা হাসি ছুড়ে দিলাম।

সে আমার দিকে অফার করার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি লম্বা একটা শ্বাস নিলাম। রেনেসমিকে অন্যহাতে নিলাম। আমাদের দুজনের হাত একত্রিত হলো। আশ্চর্য, আমার ঠাণ্ডা ত্বকের স্পর্শে ও একটুও চমকে উঠল না।

'আজ রাতে যদি আমি বাবাকে খুন না করি তবেই আমি তোমাকে ক্ষমা করব।'

'যদি তুমি চার্লিকে খুন না কর তাহলে আমি আজ যা করলাম তার জন্য সারা জীবন আমার কাছে ঋণী থাকবে।'

ও দুহাত রেনেসমির বাড়িয়ে দিকে অনুরোধ করল, 'আমি কী ওকে একটু কোলে নিতে পারি?'

'আমি আসলে এ কারণেই ওকে কোলে নিয়ে আছি। কারণ আমার হাত খালি থাকলে আমি নিশ্চিত তোমাকে খুন করব, জ্যাকব, পরে নিও।'

ঠিক এই সময় এলিসকে দেখা গেল দরজার ওপাশে। ওর হাত ভর্তি জিনিস পত্র। জ্যাকবকে দেখই সে মুখ খিচিয়ে উঠল।

'ওহ, শুধু তুমি, তুমি আর তুমি। তুমি ছাড়া দেখি চোখে আর কিছু দেখতে পাব না!' ভীষণ বিরক্তি নিয়ে কথাগুলো বলল সে।

'তোমার আসলেই এখানে থাকা উচিত, আর বেলা তুমি ওকে বরং রেনেসমিকে দিয়েই দাও। তোমার হাতটা আসলেই খালি থাকা উচিত। ওর জন্য এটাই প্রাপ্য।'

জ্যাকব ওর দিকে চেয়ে চাপা রাগে গরগর টাইপের শব্দ করল। আমার খুব কষ্ট লাগল।

'ওকে নাও।' আমি রেনেসমিকে ওর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললাম।

'আমি কী এখন যেতে পারি?' লিহ বলল। সে এখন ওর মানুষের রূপ নিয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ও সেটাতে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। ওকে এবারও দেখলাম সেই আগের মতোই পুরোনো নোংরা টিশার্ট আর শর্ট স্কার্ট পরা অবস্থায়।

'অবশ্যই যেতে পার।' জ্যাকব বলল।

'পশ্চিম দিক দিয়ে যাবে চার্লির পথ যেন ক্রস না কর।' এলিস পাল্টা বলল।

লিহ ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। সে ঝড়ের গতিতে ছুটে ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে এসে দাঁড়াল। 'তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ? আমরা তো আছিই তোমার পাশে। দেখ, কিচ্ছু হবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করব।'

সে কোমল গলায় বলল, 'আমরা এখনও জানি না চার্লির সামনে তুমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে কি না? যদি পার তাহলে তো ভবিষ্যতে তোমার আর কষ্ট হবে না। তাকে ছেড়ে থাকার যে কষ্ট তুমি এখন ভোগ করছ সেটাও করতে হবে না।'

আমি আমার দ্রুত হয়ে ওঠা শ্বাস প্রশ্বাস থামাতে চাইলাম।

এলিস আমার সামনে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ও মুঠিতে একটা ছোট বক্স ধরে আছে।

'এটা তোমার চোখ ঢাকতে সাহায্য করবে। তোমার কষ্ট হবে না। শুধু একটু ঝাপসা দেখতে পারো। অবশ্য বিরক্তিও লাগতে পারে। আর আগের চোখের রঙের সাথেও ম্যাচ করবে না। কিন্তু তা হলেও, এ রকম উজ্জল লাল রঙের চেয়ে কী সেটা ভালো হবে না?

সে ওটা উপরের দিকে ছুড়ে দিল। আমি লুফে নিলাম।

'তুমি কখন এসব করলে—'

'যখন তোমরা হানিমুনে গিয়েছিলে। আমি কিছু কিছু ভবিষ্যতের জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকি।'

আমি মাথা নেড়ে বাক্সটা খুললাম। আমি এর আগে কখনই কনট্যাক্ট লন্স পরিনি। তবু মনে হচ্ছে এটা পরা কঠিন কিছু হবে না।

আমি সেটা সহজেই পরে ফেললাম। সবকিছু ভালো দেখতে পাচ্ছি তো বটেই, যে লেন্স পরে আছি সেটা গঠনও দেখতে পাচ্ছি।

'এবার আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কিসের কথা বলছিলে।'

আমি চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলাম। পরে বললাম। 'আচ্ছা আমাকে দেখতে কেমন লাগছে?'

এ্যাডওয়ার্ড হেসে ফেলল, 'গর্জিয়াস, আর—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে তো সব সময়ই গর্জিয়াস দেখায়।' এলিস অধৈর্য গলায় বলল। 'এটা লালের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। অনেক কষ্ট হয়েছে এটা মেলাতে। শেষ মেষ খুঁজে পেলাম এই কাদামাটি রঙের বাদামি। তোমার চোখের বাদামিটা অনেক সুন্দর ছিল। ও হ্যাঁ। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, ওগুলো কিন্তু বেশিক্ষণ টিকবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার চোখ সেগুলো নষ্ট করে দেবে। আর চার্লি যদি বেশিক্ষণ থাকেন তাহলে তোমাকে যে কোন একটা ছুতত কেটে পড়ে পাল্টে আসতে হবে। এটা একদিক দিয়ে ভালো হবে। মানুষদের তো আবার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়।' বলতে বলতে সে মাথা নাড়ল।

'আমার আর কতক্ষণ সময় আছে?'

'ব্যাপারটা সহজ ভাবে নাও। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে।'

এসমে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন, 'প্রথমেই যে জিনিসটা মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে— খুব দ্রুত গতিতে চলবে না। বসবে না।'

'তিনি বসলে তুমিও বসবে।' এমেট বাধা দিয়ে বলল। 'মানুষরা সহজে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না।'

'আর ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড বা সে রকম সময় পর পর চোখের পলক ফেলবে।' জেসপার যোগ করল। 'অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকবে না।'

'পাঁচ মিনিট পরপর তুমি পায়ের অবস্থান চেঞ্জ করবে। হাত নাড়বে। শারীরিক সব নাড়াচাড়া করবে।'

'হাত পা নাড়ার কথা ভুলে গেলে চলবে না। চুল ঠিক করা বা অন্য কিছুর দিকে তাকানোর ছলে নিজের চোখকে সব সময় নিচু করে রাখবে তাহলে বেশি সমস্যা পোহাতে হবে না।'

'আমি এসমেকে বলছি।' এলিস নালিশ জানানোর ভঙ্গিতে বলল। 'একটু কী বৈশি ভড়কে দিচ্ছেন না ওকে?'

'না। কী বল? আমি এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি' আমি বললাম।

'বস, চারপাশে তাকাও। চোখ পিট পিট কর। হাত পা নাড়। এখনই প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও।'

'ঠিক বলেছ।' এসমে সায় জানালেন। তিনি আমার কাধে হাত বুলিয়ে দিলেন।

জেসপার ভ্রু কুঁচকে বলল, 'তুমি তো যতক্ষণ সম্ভব চেষ্টা করবে নিঃশ্বাস না নিতে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে কাঁধ নাড়বে, যাতে করে মনে হয় তুমি শ্বাস নিচ্ছ।'

আমি আবারও হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে ঝুকল। 'আমি জানি তুমি পারবে।' সে আমার কানে ফিসফিস করে বলল।

'আর দু মিনিট আছে।' এলিস বলল। 'মনে হয় তোমার এখনই সোফায় বসে পরা উচিত। তুমি অসুস্থ ছিলে সেটাই তিনি জানেন। সেটা হলে তিনি তোমাকে দ্রুত গতিতে চলাফেরা করতে দেখবেন না।'

এলিস আমাকে জোর করে সোফায় বসিয়ে দিল। আমি অনেক আস্তে করে বসতে চাইলাম। কিন্তু আমার ভ্যাম্পায়ারের শক্তি বাধ মানল না। এলিস আফসোসে ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। তার মানে আমি আসলেই দ্রুত করে ফেলেছি।

'জ্যাকব আমার রেনেসমিকে দরকার।' আমি বললাম।

জ্যাকব ভ্রু কুঁচকে তাকাল কেবল, নড়ল না।

এলিস মাথা নাড়ল।

'বেলা, তাহলে তো আমি দেখতে পাব না।'

'কিন্তু আমার যে ওকে দরকার। সে আমাকে অনেক শান্ত রাখে।'

'ঠিক আছে।' এলিস বলল।

জ্যাকব একটা নিঃশ্বাস ফেলে রেনেসমিকে আমার কাছে দিয়ে দিল।

এ্যাডওয়ার্ড ওর দিকে ঝুকল।

'রেনেসমি সোনা। বিশেষ একজন তোমাকে আর তোমার আম্মুকে দেখতে আসছেন।' ওর কণ্ঠস্বর অনেক শান্ত শোনাল। সে এমনভাব বলছে যেন রেনেসমি তার প্রতিটা কথার অর্থ বুঝতে পারছে। সত্যি কী সে তা পারে?

'কিন্তু আমাদের মতো কিংবা জ্যাকবের মতো নয়। উনার সাথে যখন থাকবে তখন বেশ সাবধানে থাকবে। তুমি যেভাবে আমার মুখে হাত রেখে যোগাযোগ কর, ছবি দেখাও, তাকে সেভাবে দেখাবে না।'

রেনেসমি ওর মুখ ছুয়ে ওকে কিছু বোঝাতে চাইল।

'ঠিক তাই।' সে বলল। 'উনাকে দেখলে তুমি তৃষ্ণার্ত বোধ করবে কিন্তু তুমি কিন্তু কামড়ে দেবে না। উনি জ্যাকবের মতো মুহূর্তেই ভালো হয়ে উঠতে পারবেন না।'

'সে কী তোমার কথা বুঝতে পারছে?' আমি ফিসফিস করে জানতে চাইলাম।

'সে সব বুঝতে পারে। তুমি খুব সাবধান থাকবে তাই না রেনেসমি?'

সে আবারও এ্যাডওয়ার্ডকে স্পর্শ করল।

'না। আমি কিছুই মনে করব না। তুমি যত খুশি জ্যাকবকে কামড়াতে পার।'

জ্যাকব আফসোসের একটা শব্দ করল।

'মনে হয় তোমাকে এখন চলে যেতে হবে জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল।

বাবার গাড়ি আসার শব্দ আরও কাছে শোনা গেল। আমি ততক্ষণে নিজের পায়ের ভাঁজ করার কসরত আর চোখ পিটপিট করতে লাগলাম।

ইঞ্জিন বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। গাড়ির দরজা খুলে গেল।

ঘাসের উপর বাবার পায়ের শব্দ পেলাম। মূল দরজার কাছে এসে সেটা থামল। একটু নীরবতা।

বাবা দুটো নিঃশ্বাস নিলেন।

ঠক ঠক ঠক।

আমি লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম। সেটাই বোধহয় আমার তখনকার মতো শেষ নিঃশ্বাস ছিল। রেনেসমি আমার কোলের ভেতর গুটিয়ে গেল।

কার্লিসল তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছুটে গেলেন। তার টেনশানে ভরা কণ্ঠস্বর পাল্টে গিয়ে উল্লাসের স্বর শোনা গেল।

'হ্যাঁলো চার্লি।' তিনি বললেন।

'কার্লিসল!' বাবা তাকে বুকে আলিঙ্গন করলেন। 'বেলা কোথায়?'

'এই তো এখানে বাবা।'

আমার দিকে এসেই বাবা থতমত খেয়ে গেলেন। তার ফাঁকা দৃষ্টি দেখেই আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা উল্টা পাল্টা করে ফেলেছি। নাকি আমার কণ্ঠস্বর বাবার অন্য রকম লেগেছে।

বাবার মুখে এখন যে আবেগ আমি তার প্রত্যেকটা পড়তে পারছি।

শক। অবিশ্বাস। ব্যথা। রাগ। ভয়। সংশয়। এবং আরো...আরও অনেক কষ্ট।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। এবং নিঃশ্বাস আটকে রাখলাম।

'তুমি এখন কেমন আছো সোনা?' বাবা আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন। আমি উঠে দাঁড়ালে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। রেনেসমিকে দেখও তিনি ভীষণ অবাক হলেন।

'তোমরা দেখছি আমাকে অল্প বয়সেই নানা বানিয়ে ফেললে।'

এ্যাডওয়ার্ড হেসে ফেলল। 'এ আর এমন খারাপ কী? কার্লিসলও তো দাদা হয়েছেন।'

তিনি প্রথমে একটা নাকী শব্দ করলেন। তারপর হো হো করে হেসে ফেললেন। আমরা তা হাসির সাথে তাল মিলিয়ে হেসে ফেললাম।

ছাব্বিশ

'আমি জানি না, রেনেকে এ বিষয়ে কতটুকু বলব?' দরজা থেকে এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে করতে বাবা বলল। তিনি শরীরটা টান টান করলে তার পেট গুড়গুড় করে ডেকে উঠল। আমি সে শব্দও স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

আমি মাথা নাড়লাম। 'আমি জানি, আমি ওকে ওর মর্জি মতো চলতে দিতে চাই না। বরং চাই ওকে প্রটেক্ট করতে। তাছাড়া ব্যাপারটা দুর্বল হৃদয়ের জন্য নয়।'

উনার ঠোঁট অনুতপ্তের মতো বেকে গেল। 'আমার যদি উপায়টা জানা থাকত তাহলে আমি নিজেই তোমাকে রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে তুমি দুর্বল হৃদয়ের লোকদের ক্যাটাগরিতে পড় না। ঠিক কী না?'

আমি হেসে ফেললাম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দাঁতে দাঁত চেপে ভেতর থেকে ঠেলে আসা অগ্নিশিখাটাকে দমন করলাম।

বাবা নিজের অজান্তেই নিজের পেটে হাত বুলালেন। 'আমার মনে হয় আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করার আরও সময় পাব। ঠিক?'

'ঠিক,' আমি বললাম।

বেশ কয়েকভাবে হলেও সময়টা বেশ দীর্ঘ হয়েই কাটল। অবশ্য আর সবার কথা আলাদা। তাদের কাছে সময়টা বেশ ছোট ছিল। বাবা ডিনারের জন্য দেরি করে আসতেন— স্যু ক্লিয়ার ওয়াটার তার জন্য আর বিলির জন্য রেধে দিতেন। যদিও ব্যাপারটা আমার কাছে খারাপ লাগত, কিন্তু পরে এটা ভেবে আশ্বস্ত হতাম যে এ জন্য বাবাকে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে না।

সারাদিন এতটাই টেনশান হতে যে সময়ই যেন কাটতে চাইতো না। এককেটা মিনিট যেন এককেটা ঘণ্টা। বাবা কখনোই নিজের কাধকে বিশ্রাম দেন না। কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রেও কোন তাড়াহুড়া করেন না। বরং খেলার ব্যাপারটাই তার কাছে অনেক আকর্ষণীয়। খেলা শেষ হলে সেটার বর্ণনা শোনা, তারপর খবর শোনা, সেথ তাকে উঠার কথা মনে না করিয়ে দিলে তো ওঠার কথা মনেই থাকে না।

মেঘ পাতলা হয়ে আসল, বৃষ্টিও থেমে গেল। সময় আরেকটু কাটতেই সূর্যের আভাস পাওয়া গেল।

'Jake says you guys were going to take off on me, (page 21)
বাবা প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন।

'আমি এটা এখনই হতে দিতে চাই না যদি না আর কোন উপায় থাকে। আর আমরা তো এখনও এখানে আছি।'

'সে বলছিল তুমি অল্প সময়ের জন্য থাকবে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বারোটা বেজে যাবে। আর সেটা সম্ভব হবে যদি আমি আমরা মুখটাকে কোনভাবে বন্ধ রাখতে পারি।'

'হ্যাঁ...কিন্তু আমি এখনই কোন প্রমিজ করতে পারছি না যে আমরা এ জায়গা ছেড়ে যাব না, বাবা। এটা যথেষ্ট জটিল একটা ব্যাপার...

'আমার তো তাহলে সেটাও জানা উচিত,' তিনি আমাকে বললেন।

'ঠিক আছে।'

'চলে যেতে যখন চাইছ যাবে। একদিক দিয়ে তোমার ভ্রমণও হবে।'

'আমি কথা দিচ্ছি, বাবা। তুমি এখন যা দেখছো যথেষ্ট দেখছ। আমার মনে হয় এতেই চলে যাবে। আর আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব তোমার কাছাকাছি থাকতে।'

তিনি কয়েক সেকেন্ডর জন্য নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রইলেন। তারপর ধীরে আমার দিকে তাকালেন। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি রেনেসমিকে বাহাতে ধরে রইলাম। দাঁত কামড়ে ধরে, নিঃশ্বাস আটকে রেখে সাবধানে তার বুকের কাছে গেলাম।

'এভাবে কাছে থাক রে মা, এভাবে কাছে থাক,' তিনি বিড়বিড় করে বললেন। 'এভাবে সত্যিকারে কাছে থাক।'

'তোমাকে ভালোবাসি বাবা,' আমি দাঁতে দাঁত পিষে রাখার পরও ফিসফিস করে বললাম।

তিনি কেঁপে উঠলেন। তারপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। তিনি রেনেসমির দিকে এগিয়ে এলেন। ওর গোলাপি আভায় ভরা চিবুকে হাত বুলালেন। 'ও দেখতে একেবারে তোমার মতো হয়েছে।'

আমি আমার আচরণ স্বাভাবিক রাখলাম। 'আমার উল্টো মনে হয় ও হয়েছে এ্যাডওয়ার্ডের মতো।' আমি এবার দ্বিধা বোধ করলাম। সেই সাথে যোগ করলাম, 'ও কিন্তু তোমার চুলের মতোই কোকড়ানো চুল পেয়েছে।'

তিনি চমকে উঠলেন তারপর হু হু টাইপের শব্দ করলেন। 'আরে তাইতো! হাহ্ দাদার মতো হয়েছে।' তারপর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন, 'আমি কী একবারও ওকে কোলে নিয়েছি?' বলতে বলতে তিনি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমি চোখ পিটপিট করে উনার দিকে তাকালাম, বুঝতে পারছিলাম না উনার কাছে দেয়াটা ভালো হবে কি না? রেনেসমিকেও দেখলাম উনার কাছে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে প্রায়। আমি নিজেকে আর পুরো পরিস্থিতিকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিলাম।

'এই নাও।' আমি রেনেসমিকে বাবার হাতে দিলাম।

আমি নিশ্চিত তার নিজের ত্বক ওর শরীরের মতো এত গরম নয়। আমি ঢোক গিললাম। মাথার ঝিল্লীতে একধরনের উত্তাপ অনুভব করলাম। কেন এমন হলো বুঝলাম না। কোন অজানা কারণে আমার নিজের শরীরেরও উত্তাপ বাড়ছে নাকি এটা শরীরের নিজেরই কোন ব্যাপার-স্যাপার সেটাও বুঝলাম না।

বাবা আবার তাড়াতাড়ি ওকে আমার হাতে দিয়ে দিলেন। মনে হলো তিনি আর ওকে

কোলে নিতে পারছেন না। 'ও তো... ভারী।'

আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম। ওকে তো আমরা হালকাই মনে হয়। হতে পারে আমরা এ অবস্থায় কোন ওজনই এখন ওজন মনে হবে না। আর এ্যাডওয়ার্ড তো তখন বলছিলই। আমি নাকি এখন ওদের চেয়েও শক্তিশালী।

'ভারীই ভালো।' আমার ভ্রু কুঁচকানো দেখে বাবা বললেন। তারপর তিনি নিজে নিজে বিড়বিড় করে বললেন। 'ওকে সব কঠিন আর উন্মুত্ত ব্যাপারগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে।

তিনি ঢেউ খেলিয়ে হাত ঝাকালেন। 'এমন সুন্দর বাচ্চা আমি আগে দেখিনি।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন। 'কথাটা তোমাকে নিয়েও বলেছি। তুমি অনেক সুন্দর হয়ে গেছ আমার লক্ষীসোনা। দুঃখিত কথাটা বলার জন্য, কিন্তু কথাটাতো সত্যি।'

আমি অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালাম।

'আমি কী কাল এখানে আসতে পারি?' বাবা জানতে চাইলেন।

'নিশ্চয় বাবা। অবশ্যই আসবে। আমরা এখানেই থাকব।'

'ততদিন পর্যন্ত ভালো থেক।' তিনি শান্তমুখে রেনেসমির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল দেখা হবে নেসি।'

'শেষ পর্যন্ত তুমিও!'

'কী?'

'ওর নাম রেনেসমি। যেমন রেনে আর এসমে একটা নাম। দুটো এক করলেও তো কোন পার্থক্য নেই। ওই নামে ডাকলেই তো হয়।' নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভুলেও শ্বাস নিলাম না। 'তুমি কী ওর মাঝের নামটা জানতে চাও?'

'নিশ্চয়,'

'কার্লি। সি তে কার্লিসল আর চার্লি এই নাম মিলিয়ে,'

বাবার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, তাকে খুব খুশি খুশিও মনে হলো।

'ধন্যবাদ। বেলস।'

'তোমাকেও ধন্যবাদ বাবা। তুমি অনেক বদলে গেছ। আমার মাথা এখনও চরকার মতো ঘুরছে। আমি যদি এখন তোমাকে না পেতাম তাহলে কিভাবে বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরতাম।' খেয়াল করলাম বাবার পেট গুড়গুড় কর ডেকে উঠল।

'খেতে যাও বাবা, আমরা সেখানে থাকব।'

বাবা মাথা নাড়লেন। তিনি বাসা থেকে বেরুনোর সময় পেছন ফিরে আরেক বার তাকালেন। বড় উজ্জল রুমটার দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটো ঈষ্যৎ জ্বলে উঠল। জ্যাকবের পাশে সে রুমে আরো অনেকে ছিল। রান্নাঘর থেকে ফ্রিজের খোলার শব্দ ভেসে আসছিল। সিঁড়ির উপরে জেসপারের মাথা কোলে নিয়ে এলিস বসে ছিল। তাদেরও শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কার্লিসলের কোলে মোটাসোটা একটা ভারী বই। রোজালি আর এমেটও একসাথে আছে। এ্যাডওয়ার্ড আপন মনে পিয়ানোতে সুর তুলছে। দিনটা যে এগিয়ে আসছে সেটা নিয়ে দেখি এদের কোন মাথা ব্যথাই নেই। মনে হয় সন্ধ্যের পর অন্যান্য কাজের প্রস্তুতি চলবে। মনে হচ্ছে অভাবনীয় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে পরিবেশে।

কেন এমন মনে হচ্ছিল তা জানি না। তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। শুধু বাবাকে দেখলাম কেপে উঠতে। তিনি তার মাথা ঝাকালেন। তারপর একটা

নিঃশ্বাস ফেললেন, 'কাল দেখা হবে বেলা।' তিনি ভ্রু কুঁচকালেন। এবার বললেন, 'আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, আমি যে এইমাত্র ভ্রু কুঁচকালাম এটা এ কারণে যে তোমাকে দেখতে খারাপ দেখাচ্ছে। আসলে এটা আমার মুদ্রাদোষের মতো হয়ে গেছে।'

'ধন্যবাদ বাবা।'

বাবা মাথা নাড়লেন, তারপর চিন্তা করতে করতে তার গাড়ির দিকে এগোলেন। দেখলাম তিনি গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। তার গাড়ির চাকা ফ্রি ওয়ের পথ স্পর্শ করার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম না যে আমি শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছি।

আমি বাবাকে কোনভাবে আঘাত করিনি। আমার সেটা নিজেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ওফ! কেমন যেন লাগছে আমার। আমার নিজের নিশ্চয় কোন সুপার পাওয়ার আছে।

যাক, ভালোই হলো। তাহলে তো আমি আমার পুরোনো সব বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারব তো বটেই, আর নতুনদের সাথেও বন্ধুত্ব করতে কোন সমস্যা হবে না।

'ওয়াও!' আমি ফিসফিসয়ে বললাম। আমি বোকার মতো চোখ পিটপিট করে চারপাশ তাকালাম।

হঠাৎ খেয়াল করলাম পিয়ানোর সুর থেমে গেছে। এ্যাডওয়ার্ডের হাত কোমড় জড়িয়ে ধরল। ওর চিবুক আমার কাঁধ স্পর্শ করল।

'তুমি আমার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছ। কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'এ্যাডওয়ার্ড, আমি শেষ পযন্ত পেরে গেছি!'

'হ্যাঁ, তুমি পেরেছ সোনা। অবিশ্বাস্যভাবে। নতুন জন্মানো ভ্যাম্পায়ার হিসেবে যে সব ভয় ছিল তুমি তার প্রত্যেকটাই সুন্দরভাবে পেরিয়ে গেছ।' সে নীরবে হাসল।

'আমার মনে হয় ও কোন ভ্যাম্পায়ারই না। ভ্যাম্পায়ার তো এমন হয় না।' সিঁড়ির গোড়া থেকে এমেট বলল। 'ও ভীষণ পানসে।'

আমি মন্তব্যগুলো দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিলাম। হতে পারে এটা কারণে যে আমি রেনেসমিকে কোলে নিয়ে ছিলাম। আমি চাপা গজরালাম।

'ওরে বাবারে...ভয় পেয়েছি!' এমেট হেসে উঠল। আমার কোলে রেনেসমি কয়েক মুহূর্ত পিটপিট করে তাকিয়ে থাকল। সে চারপাশে ভীষণ দ্বিধা নিয়ে তাকাতে লাগল। ওর দৃষ্টি কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ওর হাত আমার মুখের ওপর রাখল।

'বাবা কালই আসবেন সোনা।' আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম।

'চমৎকার,' এমেট বলল। রোজালিও এবার ওর সাথে হেসে উঠল।

'এত বুদ্ধিমান সাজার দরকার নেই, এমেট।' এ্যাডওয়ার্ড তাচ্ছিল্যের সাথে কথাগুলো বলতে বলতে রেনেসমিকে নেয়ার জন্য হাত বাড়াল। আমি মেয়েকে ওর কাছে দিলাম।

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?' এমেট জানতে চাইল।

'তুমি কী সামান্য হলেও বুঝতে পারছ না, যে তুমি এ ঘরের সবচেয়ে শক্তিশালী ভ্যাম্পায়ার এর বিরোধিতা করছ?'

এমেট একটু পিছিয়ে গেল, একটা শব্দ করল। 'প্লিজ!'

'বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'তুমি কয়েক মাস আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলে, তুমি যখন অমর হবে তখন তুমি আমাকে কিভাবে উপকার করতে চাও?'

ঠিক তখনই ঝট করে আমার মনে পড়ে গেল মানুষ হিসেবে থাকার সময় সেদিনের

সেই কথোপকথনগুলো। কিছুক্ষণ পর আমি আওয়াজ করতে পারলাম।

'ওহ, হ্যাঁ!'

এলিস হাসির চোখে গলা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। ঘরের এক কোণে বসে মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে জ্যাকব গোল গোল মুখ করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল।

'কী?' এমেট গুঙিয়ে উঠল।

'সত্যি?' আমি এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাকে বিশ্বাস করতে পার।'

আমি বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলাম। 'কেমন লাগবে যদি তোমার সাথে আমার একটা বেট হয়ে যায়?'

সে জায়গাতেই লাফিয়ে উঠল। 'অদ্ভুত তো! তাহলে এখনই হয়ে যাক।'

আমি এক সেকেন্ডের জন্য ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। ও তো গায়ে গতরে ভীষণ বড় সড়।

'যদি না তুমি তা করতে ভয় পাও...' এমেট বলল।

আমি কাধ ঝাকিয়ে নিজেকে ঝেড়ে ফেললাম। 'তুমি আর আমি। ডাইনিং রুমের টেবিলের ওপর আমাদের একটা পাঞ্জা লড়াই হোক তাহলে। এখনই।'

এমেটের মুখে একটা বাকা হাসি খেলে গেল।

'একটু শোন বেলা..আসলে,' এলিস মাঝখান থেকে বলে উঠল। 'টেবিলটাকে ধ্বংস না করলেই কী নয়? এটা এসমের খুব প্রিয়। অনেক পুরোনো এন্টিকও।'

'ধন্যবাদ।' এসমে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন।

'কোন সমস্যা নেই। এমেট হাসিটাকে আরও চওড়া করে বলল। 'এদিকে এসো বেলা।'

আমি ওকে অনুসরণ করে ওর পিছু পিছু এগোতে লাগলাম। পথটা মনে হলো গ্যারেজের দিকে গেল। আমার পেছন পেছন যারা আসছে তাদের না দেখে তাদের পায়ের শব্দ শুনেই আমি বলে দিতে পারছি কে কে আসছে। নদীর তীরে যেতেই দেখতে পেলাম সেখানে ছড়ানো ছিটানো পাথরের মধ্যে বিশাল একটা গ্রানাইট শিলা আছে। মনে হচ্ছে সেটাই এখন এমেটের লক্ষ। পাথরটা বিশালাকৃতির এবং গোলাকার। মনে হয় এটা কাজে দেবে।

এমেটে সেখানে কনুই রেখে হাত দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে ইশারায় আমাকে আসতে বলল।

এমেটের ফুলে ওঠা শক্তিশালী মাংসপেশী দেখে কিছুটা দমে গেলাম, তবুও মুখটাকে স্বাভাবিক রাখলাম। এ্যাডওয়ার্ড কিছুক্ষণ আগে সবাইকে বলেছে যে আমি আর সবার চাইতে শক্তিশালী। এখনও ওর এই আত্মবিশ্বাস এতটুকুও কমেনি।

পাথরের উপর কনুই রাখতে রাখতে বোকা বোকা চোখে তাকালাম।

'ঠিক আছে এমেট। আমিই জিতব। তুমি দয়া করে আর কাউকে বিশেষ করে রোসালিকে আমার সেক্স লাইফ সম্পর্কে বলার চেষ্টা করবে না। কোন ধরনের প্রলুব্ধ করা তো নয়ই। কোন ধরনের বাজে কথাও নয়– কিচ্ছু না।'

ওর চোখ সরু হয়ে গেল। 'ঠিক আছে ডিল। জানি না কী ক্ষতি এবং কার ক্ষতি হতে চলেছে।'

'তুমি খুব সহজেই হেরে যাবে। প্রিয় ছোট্ট বোনটি আমার।' এমেট চুকচুক টাইপের

শব্দ করল। 'আমি তোমার সাথে বেশি লড়াইয়ে যাব না। আর তোমার কটেজের একটু ক্ষতিও হতে দেব না।' সে হেসে উঠল।

'এ্যাডওয়ার্ড কী তোমাকে বলেছে যে আমি আর রোজালি এ পর্যন্ত কতখানি ঘরবাড়ি নষ্ট করেছি।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে ওর বিশাল হাতের পাঞ্জা আঁকড়ে ধরলাম। 'এক, দুই—'

'তিন,' সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল।

কিছুই ঘটল না।

ওহ্ প্রথম দিকে ওর কী চাপটাই না ছিল । ভীষণ পরিশ্রমের হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরো ব্যাপারটা। সে যতই প্রেসার বাড়াচ্ছিল ততই আমার মনে হচ্ছিল একটা দশমণি ট্রাকের সাথে আমি পাঞ্জা লড়ছি। সেটা যেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেড়ে ধেয়ে আসছে। সিক্সটিও হতে পারে? সম্ভবত।

অবশ্য এটা আমাকে জায়গা থেকে নাড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। সে আরও শক্তি বাড়াতে লাগল যেন আমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়ার ইচ্ছে ওর। আমি ধরে নিলাম এটা একটা নিয়তির খেলা। তাই আমি নিজেকে আরও সতর্ক রাখলাম।

এমেট দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল। ওর কপাল কুঁচকে গেল। আমার অনড় হাতের সাথে লড়তে গিয়ে ওর নিজেকেও কিছুটা নড়তে হলো। ও একেবারে ঘেমে গেল। কিন্তু তারপরও আমাকে এক ইঞ্চিও নাড়াতে পারলো না।

আমার প্রথমে খুব মজা লাগছিল ওর কাণ্ড দেখে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমার নিজেরই বিরক্ত লেগে উঠল। শেষে না পেরে ওর হাত এক ইঞ্চি দাবিয়ে দিলাম।

আমি হেসে উঠলাম। আর এমেটের মনে হচ্ছিল ওর প্রাণ ফেটে বের হয়ে যাচ্ছে। মুখে অদ্ভুত হিসহিস টাইপের শব্দ বের হতে লাগল।

আমি ওকে ধমক দিলাম। 'তোমার মুখটা দয়া করে একটু বন্ধ করবে কী?' তারপর আমি ওর হাত দুম করে শিলার ওপর একেবারে শুইয়ে দিলাম। এমন শব্দ হলো যে বনের মধ্যে পর্যন্ত এর প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল। পাথরটা পর্যন্ত কেপে উঠল। ওটার ফাটল উঠে নিচের ভূমিও কাঁপিয়ে দিল, যে কারণে এমেট আর আমার পা-ও পর্যন্ত কেঁপে গেল।

আমি শুনতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড আর জ্যাকব হো হো করে হেসে উঠল। এমেট ভীষণ ক্রোধে পাথরটা নিয়ে নদীর উপর ছুড়ে দিল। সেটা ও পাড়ে গিয়ে একটা কচি ম্যাপল গাছকে টুকরো করে আরেকটা গাছের উপর গিয়ে পড়ল।

'কাল আরেকবার খেলা হবে।'

'এত দ্রুত তোমার ক্লান্তি শেষ হবে না।' আমি বললাম, 'আমার মনে হয় তোমার আরও এক মাস সময় নেয়া উচিত।

এমেট দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'কালই।'

'এই, তুমি আরেক জনের জন্য লাফাচ্ছ কেন, আজ আনন্দের কী এমন ঘটল?' এ্যাডওয়ার্ড ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল।

এ কথা শুনে সে রাগের চোটে ফাটল ধরা গ্রানাইট শিলার গায়ে এমন ঘুষি বসাল যে সেটা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। এটা পরিষ্কারভাবে একটা ছেলেমানুষির মতো কাজ হলো।

আমি আমার নিজের শক্তি দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি আমার আঙুলগুলো

একবার সঙ্কুচিত আর প্রসারিত করে ফিট করে নিলাম। তারপর নিচু হয়ে এমেটের গুড়িয়ে দেওয়া গ্রানাইট শিলার টুকরো থেকে তালুর চেয়ে একটু ছোট সাইজের টুকরো তুলে নিলাম। আঙুল দিয়েই একেবারে পাউডারের মতো গুড়ো করে ফেললাম। আমার মনে হলো আমি সামান্য শক্ত একটা পনিরের টুকরো গুঁড়ো করলাম যেন।

'দারুণ।' আমি আস্তে করে বললাম।

আমি হাতের কাছে ও রকমই আরেকটা পাথর পেলাম। তারপর কারাতের কোপের মতো একটা কোপ দিলাম। প্রথমে আর্তনাদ করে উঠে পাথরটা একবারে চূর্ণ হয়ে গেল।

আমি আবারও খিলখিল করে হেসে উঠলাম।

আমি শিলা গুড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করার সময় পেছন থেকে যারা চুকচুক টাইপের শব্দ করছিল তাদের প্রতি মনোযোগ দিলাম না। আমার কাণ্ড কারখানা দেখে ওরা নিশ্চিত মজা পেয়েছে। আমি অবশ্য খানিকটা দূর থেকে খিল খিল করে হাসার শব্দ শুনতে পেলাম। আমিও আমার ফাজলামি বন্ধ করে সেদিকে তাকালাম।

'ও কী এইমাত্র হাসল?'

সবাই রেনেসমির দিকে তাকাল। ওদের সবার চেহারাও আমার মতো বোকা বোকা দৃষ্টির হলো।

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'এখানে এমন কেউ নেই যে হাসছিল না।' জ্যাকব চোখ বন্ধ করে বলল।

'সেটা অবশ্য আলাদা কথা।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'ও বেলাকে দেখে এমন হাসছে।'

'আমাকে কী খুব হাস্যকর দেখাচ্ছে?' আমি জানতে চাইলাম।

'কিছুটা।'

সবাই মিলে আরেকবার হাসির শব্দ তুলল।

আমার সত্যি ভীষণ অন্যরকম একটা অনুভূতি হলো। এই ভ্যাম্পায়ারের জীবন আমার অনেক ভালো লাগছে। আমার এখন যে শুধু আনন্দ হচ্ছে তাই না, ইচ্ছে করছে গলা ছেড়ে গান গাই। পৃথিবীতে সুখ বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটাই এখন আমি অনুভব করছি। এই পরিবেশে আমি একেবারে ফিট। আমি এতেই ভীষণ আলোকিত।

সাতাশ

ভ্যাম্পায়ার হওয়ার পর থেকে আমি আরো সিরিয়াসলি মিথলজির ব্যাপারগুলো নিলাম।

প্রায়ই, পিছনে ফিরে অমর হওয়ার প্রথম তিনমাসের কথা ভাবি। আমি কল্পনা করতে পারি কীভাবে আমার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। কে জানত যে এই ব্যাপারগুলোর অস্তিত্ব আছে? আমি নিশ্চয় হুমকির ব্যাপারটাই আমার জীবনের রঙ বদলে দিয়েছে। আমি ভাবি ব্যাপারটা সম্ভবত পেছন দিক থেকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। এখন আমি অবশ্যই ক্রিমসন অথবা উজ্জল চকচকে সোনার মতো তা অনুভব করি।

আমার চারিদিকে যে পরিবার আর বন্ধুবান্ধব আছে তারা সবাই অপূর্ব।

আমি নিজের জীবনের বিগত দিনের হুমকির ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্মিত হই। ওয়ারউলফগুলোর ব্যাপারে আমি সেরকম কিছু আশা করিনি। আমি জ্যাকব আর সেথ

কাছ থেকেও তা আশা করিনি। কিন্তু আমার পুরানো বন্ধু কুইল আর এমব্রিও জ্যাকবদের দলের অংশ হয়ে গেছে। এমনকি স্যাম আর এমলিও এখন অনেক বেশি আন্তরিক।

আমাদের পরিবারের উপর থেকে টেনশনটা চলে গেছে। বিশেষত বেশিরভাগই রেনেসমির কারণে। তাকে ভালোবাসাটা খুব সহজ।

স্যু আর লিহও আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে। এই দুজনকে আমি কোন মতেই আশা করিনি।

স্যুকে দেখে মনে হচ্ছে বাবার সব দায়দায়িত্ব কাধে নিয়ে আনন্দিত। সে বেশিরভাগ দিনই বাবার সাথে কুলিনদের বাড়িতে আসে। যদিও সে সত্যিই তার সন্তানদের এখানে প্রায় সময় দেখে স্বস্তিবোধ করে না। বিশেষত জ্যাকবের দলের সাথে।

স্যু বেশিরভাগ সময়ই কথা বলে। সে শুধু চার্লিকে রক্ষা করার জন্যই ব্যস্ত থাকে। আর তিনিই প্রথম মানুষ যে রেনেসমির কোন উল্টোপাল্টা কাজ সহজেই দেখতে পায়। যেটা প্রায়ই ঘটে। স্যু সেথের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে তার অর্থ আমাকে বলে দিতে বলে।

লিহ স্যুয়ের চেয়ে অনেক কম স্বস্তিতে থাকে। সেই আমাদের পরিবার একমাত্র ব্যক্তি যে এখনও মনের ভেতর শত্রুভাব পোষণ করে। যাইহোক, সে আর জ্যাকব এখন এতটাই কাছে চলে এসেছে যে আমাদের সবাইকেও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আমি এ ব্যাপারে দ্বিধার সাথে তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি তাদের মধ্যে উকি দিতে চাইনি। কিন্তু সেই সম্পর্কটা এতই ভিন্ন যে আমাকে কৌতুহলী করে তোলে। সে কাঁধ ঝাঁকাল এবং আমাকে বলল এটা গোটা দলের ব্যাপার। লিহ এখন তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তার 'বেটা' যা আমিই অনেক দিন আগে তাকে বলেছিলাম।

'যতদিন ধরে আমি আলফা থাকতে পারি ততদিন বাস্তবিকই থাকতে যাচ্ছি।' জ্যাকব ব্যাখ্যা করল। 'আমি তার চেয়ে ফরমালিটিজগুলো খতিয়ে দেখব।'

লিহয়ের উপর চাপানো নতুন দায়িত্ব তাকে প্রায়ই জ্যাকবের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে দেখা গেল। জ্যাকব প্রায় সবসময়ই রেনেসমির সাথে থাকে...

লিহ আমাদের কাছাকাছি থেকে সুখী নয়। কিন্তু সে ব্যতিক্রম। এখন আমার জীবনের প্রধান উপাদানই হচ্ছে সুখি থাকা। এতই বেশি যে জেসপারের সাথে আমার সম্পর্কটা এখন অনেক বেশি সহজ আর খুব কাছের যেটার স্বপ্নও আমি দেখেনি।

যদিও প্রথমে আমি বিরক্ত হয়েছিলাম।

'ইয়াহ!' আমি একরাতে এ্যাডওয়ার্ডের কাছে অভিযোগ করলাম। রেনেসমি যখন লোহার শিক বাকিয়ে ফেলল। 'যেহেতু বাবা অথবা স্যুকে এখনও হত্যা করি নি, সম্ভবত তা আর ঘটতে যাচ্ছে না। আমি আশা করছি জেসপার সব সময় আমার পিছে পিছে ঘুরে বেড়ানোটা বন্ধ করবে!'

'কেউ তোমার উপর সন্দেহ পোষণ করে না, বেলা। সামান্যতমও না।' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। 'তুমি জানো জেসপার কেমনটি—সে তেমন ভালোভাবে আবেগ সামলাতে পারে না। তুমি সবসময়ই এত সুখি আছো, প্রিয়তমা, সে কোনরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই তোমাকে অনেক উপরে তুলে রেখেছে।'

তারপর এ্যাডওয়ার্ড আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কারণ এই নতুন জীবনে এর চেয়ে আরো কোন কিছুতে আমি এত অধিক পুলকিত হই না।

আর বেশিরভাগ সময়েই আমি আনন্দে থাকি। দিনগুলো আর এখন আমার কাছে খুব বেশি বড় মনে হয় না। দিনটা আমার মেয়েকে সময় দিতেই কেটে যায়। রাতটা কেটে যায় এ্যাডওয়ার্ডের আদরে আদরে।

যদিও আনন্দের অন্যপাশে দুঃখ আছে। যদি সুন্দরের পাশটা উল্টে দেয়া যায় তাহলে সন্দেহ আর ভয়ের পাশটা বেরিয়ে আসে।

মাত্র এক সপ্তাহ বয়স হওয়ার সাথে সাথেই রেনেসমি তার প্রথম শব্দটি মুখ দিয়ে বের করল। শব্দটি ছিল মম্মা। যা শুনে আমি আনন্দিত হলেও তার বাড়ন্ত অবস্থা দেখে ভীত হয়ে পড়লাম। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। প্রথম শব্দ বলেই সে থামল না। একই সময়ে সে প্রথম বাক্যটাও এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল। 'মম্মা, দাদু কোথায়?' সে পরিষ্কারভাবেই আমাকে জিজ্ঞেস করল। সে কিছুটা জোরেই জিজ্ঞেস করল। কারণ আমি তার বিপরীত দিকে বসে ছিলাম। সে এরমধ্যে রোসালিকেও জিজ্ঞেস করেছে। যেন সে স্বাভাবিকভাবেই কথোপকথন করছে। যা আমার জন্য খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। রোসালি উত্তরটা জানত না। সেকারণে রেনেসমি আমার দিকে ঘুরল।

যখন সে প্রথমবার হাঁটল। সে একটানা বেশ কিছুক্ষণ এলিসের দিকে তাকিয়ে ছিল। এলিস তখন রুমের এককোণায় বসে ফুলের কাজ করছিল। রেনেসমি পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এমনকি কোনরকম টললও না। তারপর মেঝেতে হেঁটে এলিসের দিকে গেল।

জ্যাকব প্রংশসায় ফেটে পড়ল। আনন্দে হাততালি দিল। কারণ সে রেনেসমির কাছে এরকম সাড়াই আশা করছিল। সে রেনেসমিকে খুব যত্নে রেখেছিল। রেনেসমির যা দরকার হতো তার প্রথম সাড়া সেই দিত। কিন্তু আমাদের চোখাচোখি হলো। তার আনন্দ ধ্বনিতে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমিও হাততালি দিলাম। আমার চোখ থেকে ভয় লুকানোর চেষ্টা করলাম। এ্যাডওয়ার্ড শান্তভাবে আমার পাশে বসে হাততালি দিল। আমাদের কোনরকম কথা বলার দরকার ছিল না। কারণ তারা জানত তারা একই রকমের।

এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসল নিজেদের মধ্যে গবেষণায় লেগে গেল। যেকোন উত্তর খুঁজছিল। যেকোন কিছু আশা করছিল। তারা বলার মতো কিছুই পেল না।

এলিস আর রোসালি আমাদের দিনটা একটা ফ্যাশন শোয়ের আয়োজনে শুরু করল। রেনেসমি কখনও একই রকম পোশাক দুবার পরে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে সে এত দ্রুত বেড়ে উঠছে যে তার কোন পোশাকই দ্বিতীয়বার গায়ে আটে না। এলিস আর রোসালি একটা বেবি এ্যালবাম তৈরি করার চেষ্টা করছে। যেটাতে তার সপ্তাহগুলো বছরের চেয়ে যাচ্ছে। তারা হাজার খানিক ছবি তুলেছে। প্রতিটিতে তার শৈশবের প্রতিটি ধাপের ছবি।

তিন মাসে, রেনেসমি এক বছরের শিশুর চেয়ে বড় হয়ে উঠল। অথবা প্রায় দুবছরের মতো। সে টডলারের মতো কোন আকৃতি নিল না। সে বেশি শিখতে লাগল আর লাবণ্যময় হয়ে উঠল। সে বয়স্কদের অনুপাতে বেড়ে উঠতে লাগল। রেনেসমি তুখোড় গ্রামার একটানা বলে যেতে পারত। কিন্তু সে খুব কমই বিরক্ত করে। সে যা চায় শুধু তাই লোকজনকে বলে। সে শুধু হাঁটতে শিখল না সে দৌড়াতে আর নাচতে শিখে

গেল। সে এমনকি পড়তেও শিখে গেল।

একরাতে আমি তার কাছে টেনিসন পড়ে শোনালাম। কারণ কবিতার ছন্দ আর ভাবটা জানানোর জন্য। সে আমার চিবুক স্পর্শ করল। তারপর বইটা আকড়ে ধরল। আমি বইটা তার কাছে দিলাম। তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'এখানে খুব সুন্দর ছন্দ আছে।'

সে কোনরকম দ্বিধাদ্বন্ধ ছাড়াই পড়ে যেতে লাগল। 'ঘাসের উপর যেমন নরমভাবে গোলাপের পাপড়ি পড়ে, অথবা রাতের শিশির গ্রানাইটের উপর বিন্দু বিন্দু জল ধরে রাখে...

আমি যখন বইটি ফিরিয়ে নিলাম আমার হাত রোবটের মতো হয়ে গেল।

'যদি তুমি পড়তে থাকো, তাহলে কীভাবে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে?' আমি গলা না কাঁপিয়েই তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

কার্লিসলের হিসাব মতে, রেনেসমির বেড়ে ওঠাটা দিন দিন কমে আসছে। তার মনও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি যদি তার এই বেড়ে ওঠার কমতিটা থাকে তারপরও সে চারবছরের মধ্যেই পুর্ণবয়স্কর মতো হয়ে উঠবে।

আরো চার বছর পরে—

পনের বছরেই একজন বৃদ্ধাতে পরিণত হবে।

শুধু পনের বছরই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে খুবই স্বাস্থ্যবতী। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। আর হাসি খুশি। তার এখনকার সময়ের আনন্দটাই আমার কাছে সর্বক্ষণের সুখ। তার ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতের উপরেই ছেড়ে দিয়েছি।

কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ড তার ভবিষ্যত নিয়ে প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে আমাদের অপশনগুলো খতিয়ে দেখছে। জ্যাকব আশে পাশে থাকলে তারা কখনই এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করে না। কারণ এসব ব্যাপার শুনে জ্যাকব উত্তেজিত হয়ে পড়ুক তা ওরা চায় না। আমিও তা চাই না। খুবই বিপজ্জনক! আমার ভেতরের সত্ত্বা আমার মধ্যে চিৎকার করে ওঠে। জ্যাকব আর রেনেসমিকে অনেকদিক থেকে একই রকম লাগে। অনেক সাদৃশ্য। দুজনের অর্ধ—অর্ধ দিয়েই শুরু হয়েছে। একই সময়ে দুটো জিনিস। নেকড়ে আর মানুষ। ভ্যাম্পায়ার আর মানুষ...

কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ড তাদের গবেষণা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন আমরা আমাদের পুরানো কিংবদন্তী অনুসরণ করে উৎস খুঁজছি। আমদের ব্রাজিলে ফিরে যাওয়া দরকার। সেখান থেকেই শুরু করেছি। টিকানাসদের রেনেসমির মতো বাচ্চা ছিল....যদি অন্য বাচ্চাটা তার মতো থেকে থাকে, আর এখনও অস্তিত্ব থেকে থাকে, অর্ধ-অমর শিশুর জীবন-চক্র জানা দরকার। সত্যি কী তাদের জীবন আট দশ বছরে শেষ হয়ে যায়?

একমাত্র বাস্তবভিত্তিক প্রশ্ন হলো আসলেই কখন আমরা সেখানে যেতে পারি।

আমি হাল ছাড়লাম না। চার্লির জন্যই, আমি ফর্কের আশেপাশে ছুটির দিনে থাকতে চাই। কিন্তু তারচেয়েও বেশি, সেখানে অন্য ধরনের যাত্রা আছে যা প্রথমেই আসবে আমি জানি।

সেটার প্রথমে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

যদিও এটা একটা একাকী যাত্রা।

সেটাই একমাত্র তর্ক যেটা এ্যাডওয়ার্ড আমি করে থাকি, আমি ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাওয়ার পরে। তার প্রধান অংশটাই হচ্ছে এই একাকী অংশটুকু। কিন্তু ঘটনা হলো তারা সেখানে। আর আমার পরিকল্পনা হলো যুক্তিসংগতভাবে তাদের বোঝানো। আমার ভলচুরিদের সাথে দেখা করতে যাওয়া দরকার। আর আমার সেখানে পুরোপুরি একাকী যাওয়া দরকার।

এমনকি সেই পুরোনো দুঃস্বপ্ন মুক্ত হওয়ার পরে, ভলচুরিদের ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তারা আমাদেরকে কোন রকম মনে করিয়ে দেয়া ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে।

এ্যারোর উপহার দেয়ার সেই দিন থেকে, আমি জানি না এলিস ভলচুরির নেতাদের কাছে একটা বিয়ের ঘোষণা দিয়েছে। আমরা এসমের দ্বীপ থেকে অনেক দুরে আছি, যখন সে ভলচুরি সৈন্যদের দেখেছে। জেন আর এলেককে। সেই অতি ক্ষমতাধর জমজ। কেইয়াস আমাদের দিকে একদল শিকারি পাঠিয়ে দিয়ে দেখতে চাচ্ছে আমি এখন মানবী হিসাবে আছি কিনা। তো এলেক তাদের কাছে খবর পাঠিয়েছে ঘোষণাপত্র। তারা একদিন আসবে। সেটা নিশ্চিত।

উপহারটা কোন মতেই কোন হুমকির কিছু নয়। অতিরিক্ত দামি। হ্যাঁ। খুবই দামি। হুমকিটা এ্যারোর সুস্বাগত মতো সুচক নোট থেকেই এসেছে। কালো কালি দিয়ে সাদা কাগজে এ্যারোর নিজের হাতে লেখা।

আমি নতুন মিসেস কুলিনকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

উপহার প্রাচীন রত্নখচিত একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে দিয়ে এলো। রঙধনুর মতো মণিমানিক্যে খচিত সোনার মাঝখানে মাদার-অব-পার্ল, বড়ো মুক্তো। এলিস বলল যে এই বাক্সটাই নিজেই একটা অমূল্য সম্পদ।

'আমি সবসময়ে বিস্মিত হই রাজকীয় রত্ন ত্রয়োদশ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডের জনের কাছ থেকে কীভাবে হারিয়ে গিয়েছিল।'

কার্লিসল বললেন, 'এটা আমাকে বিস্মিত করে না যে ভলচুরিদের নিজেদের অংশ আছে।'

নেকলেসটা বেশ সাধারণই— সোনার সাপের মতোই। গলফ বলের মতো সাদা ডায়মন্ড একটা স্বর্ণের দণ্ডের সাথে ঝুলছে।

এ্যারোর নোট রত্নের চেয়ে চিরকুটের ব্যাপারে আমাকে আগ্রহী করে তুলল। ভলচুরিদের দেখা দরকার যে আমি অমর। তাহলে কুলিনরা ভলচুরিদের বাধ্যগত হয়ে আছে প্রমাণ হবে। আর তাদের সেটা খুব তাড়াতাড়ি দেখা দরকার। তারা ফর্কের কাছাকাছি আসার অনুমতি পাবে না। শুধুমাত্র এখানে আমাদের জীবন নিরাপদে আছে।

'তুমি একাকী যাচ্ছ না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

'তারা আমাকে আঘাত করবে না।' আমি শান্ত স্বরে বললাম। 'তাদের সেরকম করার কোন কারণ নেই। আমি একজন ভ্যাম্পায়ার। কেস খালাস।'

'না। পুরোপুরি না।'

'এ্যাডওয়ার্ড, এটাই রেনেসমিকে রক্ষা করার একমাত্র পথ।'

সে এ ব্যাপারে আমার সাথে কোন তর্কে গেল না। আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল।

এমন কি এই স্বল্পসময়ে আমি এ্যারো চিনতে পেরেছি। আমি দেখতে সমর্থ হয়েছি— সে একজন ক্যালেক্টর বা সংগ্রহকারী। আর তার অধিকাংশ সম্পদই হলো

জীবন্ত প্রজাতি। আর সৌন্দর্যের প্রতি তার লোভ করেছে। সুন্দর, মেধাবী আর দুর্লভ অমর প্রজাতির উপর। এটা আমাদের দুভার্গ্য যে সে এলিস আর এ্যাডওয়ার্ডের সার্মথ্যের উপরেও লোভ করতে শুরু করেছে। আমি কার্লিসলের পরিবারের উপর লোভী হতে আর তাকে কোনমতেই দেব না। রেনেসমি সুন্দরী। সে গিফটেড চাইল্ড। আর সে অদ্বিতীয়া– সে তার প্রজাতির একমাত্র সদস্যা। এ্যারো তাকে দেখার জন্য অনুমতি পাবে না।

আর একমাত্র আমার চিন্তাভাবনাই সে শুনতে পায় না। অবশ্যই আমি একা একা সেখানে যাব।

এলিস আমার যাত্রায় কোনরকম ঝামেলা দেখতে চায় না। কিন্তু সে তার নিজের দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে দ্বিধা করে। সে বলল তারা মাঝে মাঝে একইরকম অস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তাদের নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু সেটা আবার চলেও যায়। এই অনিশ্চয়তা এ্যাডওয়ার্ডকে আমি যা করতে চাই তাতে বাধা দিতে চাইল। সে আমার সাথে আসতে চাইল। লন্ডনের যতদুরই আমার পরিচয় থাক না কেন। কিন্তু আমি রেনেসমিকে তার বাবা-মা দুজনকে ছাড়াই রেখে যেতে পারি না। তার পরিবর্তে কার্লিসল এলেন। সেজন্য এ্যাডওয়ার্ড আর আমি কিছুটা স্বস্তিবোধ করলাম।

এলিস ভবিষ্যতের দৃশ্য খুঁজে যেতে লাগল। কিন্তু সে যা খুঁজছে সে সর্ম্পকিত তেমন কিছু পাচ্ছে না। স্টক মার্কেটের নতুন ধারা, ইরিনার ব্যাপার স্যাপার, রেনের কাছ থেকে ডাক আসা এইসব আর কি!

রেনেসমির তিন মাস বয়স হয়ে গেলে আমরা ইতালির জন্য টিকিট কিনলাম। আমি খুব ছোট্ট একটা ট্রিপের পরিকল্পনা করলাম। তো সে কারণে আমি বাবাকে এ সম্বন্ধে কিছুই বললাম না। জ্যাকব জানত। সেও এ্যাডওয়ার্ডের মতো চিন্তাভাবনা করল। যাইহোক, আজ ব্রাজিলের ব্যাপারে তর্ক হলো। জ্যাকব আমাদের সাথে আসতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমরা তিনজন, জ্যাকব, রেনেসমি আর আমি একসাথে শিকারে বের হই। প্রাণীর শরীরের রক্ত রেনেসমির প্রিয় খাবার নয়। আর সে কারণে জ্যাকব একাকী আসা নামার অনুমতি পেয়েছে। জ্যাকব তাদের দুজনের মধ্যে একটা প্রতিযোগীতা তৈরি করেছে। সেটা তাকে আরো বেশি ইচ্ছাশক্তির যোগান দিয়েছে।

রেনেসমি ভালো মন্দের পার্থক্যটা সম্বন্ধে পুরোপুরি পরিষ্কার, সচেতন। বিশেষত মানুষ শিকারের ব্যাপারে। সে শুধু ভাবে যে দান করা রক্ত অনেক বেশি ভালো জিনিস। মানুষের খাবার তার উদর পুর্তি করে এবং এটা তার শরীরের জন্য উপযুক্ত মনে হচ্ছে। কিন্তু সে সব জাতীয় শক্ত খাবারের সময় প্রতিক্রিয়া দেখায়, যেমন আমি যখন বাধাকপি আর সিম দিলাম। প্রাণীর রক্ত তার চেয়ে অনেক ভালো। তার দুরকমের প্রকৃতি আছে। জ্যাকবের চ্যালেঞ্জ তাকে শিকারে উত্তেজিত করে।

'জ্যাকব।' আমি বললাম। তাকে কারণটা বলতে চেষ্টা করলাম। রেনেসমি সে সময় তার প্রিয় গন্ধ পেয়ে ক্লিয়ারিংয়ের কাছে নেচে বেড়াচ্ছে। 'তোমার এখানে দায়িত্ব কর্তব্য বাধ্যতা আছে। সেথ, লিহ...

সে নাক টানল। 'আমি আমার দলের ধাত্রী নই। তারা সবাই যেভাবেই হোক লা পুশের দায়িত্ব কর্তব্য পেয়েছে।'

'কিছুটা কি তোমার মতো? তুমি কি অফিসিয়ালভাবে স্কুল ত্যাগ করেছো, তাহলে? যদি তুমি রেনেসমিকে তোমার সাথে রাখতে চাও, তোমাকে পরে অনেক পড়াশুনা করতে হবে।'

'এটা শুধু বিশ্রামের মতোই ব্যাপার মনে করো। আমি স্কুলে ফিরে যাব...যখন সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

সে যখন এটা বলল আমার দিক থেকে আমি মনোযোগ হারালাম। আমরা দুজনই অটোমেটিকভাবে রেনেসমির দিকে চলে গেল। সে তার মাথার উপর দিয়ে তুষারকণা দেখছে।

যখন আমরা দেখছিলাম, সে তৎক্ষণাৎ হামাগুড়ি দিল। তারপর আকাশের দিকে পনের ফিট লাফ দিয়ে উঠল। তার ছোট্ট হাত তুষারকণার কাছাকাছি মুষ্টিবদ্ধ হলো। তারপর সে আস্তে করে তার পায়ের উপর ভর দিয়ে নামল।

সে তার শক পাওয়া হাসি দিয়ে আমাদের কাছে এলো। সে তার হাতের মুঠ আমাদের সামনে এসে খুলল। সেখানে একটা তুষারের টুকরো যেখানে এটা এখনও গলে যায়নি।

'সুন্দর।' জ্যাকব প্রশংসার সাথে বলল। 'কিন্তু আমি চাই তুমি মাটির কাছাকাছি থাক, নেসি।'

সে জ্যাকবের পিছনে উঠে পড়ল। জ্যাকব হাত দিয়ে তাকে শক্তভাবে ধরল। রেনেসমি এরকম করে যখন তার কোন কিছু বলার থাকে। সে এখনও শব্দ করে কোন কিছু বলছে না।

রেনেসমি তার মুখ ছুয়েছে। কিছু একটা বলছে যেটা আমি শুনতে পাচ্ছি না।

'তুমি মোটেই তৃষ্ণার্ত নও, নেসি।' জ্যাকব কিছুটা বিদ্রুপাত্মক স্বরে উত্তর দিল। কিন্তু আরো শান্ত স্বরে বলল 'তুমি শুধু ভয় পাচ্ছ আমি বড়টা আবার ধরে ফেলতে পারব!'

সে এ্যাডওয়ার্ডের পিছন থেকে পিছলে নেমে পড়ল। খুব হালকাভাবে পায়ের উপর দাঁড়াল। চোখ ঘুরাল। যখন সে এরকম করে তাকায় তাকে অনেক বেশি এ্যাডওয়ার্ডের মতো লাগে। তারপর সে গাছগুলোর দিকে ছুটে গেল।

'নিয়ে নাও।' জ্যাকব বলল। আমি ঝুকে নিচু হয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। সে রেনেসমিকে জঙ্গলের ভেতরে যেতে দিয়েছে। আমি কাঁপছিলাম।

জ্যাকব বলল, 'তুমি চিটিং করলে এটা গুনতির মধ্যে ধরা হবে না।' সে রেনেসমকি ডেকে বলতে লাগল।

আমি হাসলাম যখন পাতার ভেতর তার মাথা দেখতে পেলাম। জ্যাকব মাঝে মাঝে রেনেসমির চেয়ে ছোট্ট শিশুটি হয়ে যায়।

আমি থামলাম। জ্যাকব ওর দিকে এগিয়ে গেছে। আমি খুব সাধারণভাবেই তাদের পিছু নিতে পারতাম। আর রেনেসমি আমাকে দেখলে বিস্মিত হতো।

আমি আবার হাসলাম।

সেই সরু তৃণভুমিটা খুবই শান্ত শূন্য। তুষারপাত পাতলা হয়ে এসেছে। পুরোপুরি চলে গেছে। এলিস দেখতে পেয়েছিল এটা কয়েক সপ্তাহ থাকবে না।

সাধারণত এ্যাডওয়ার্ড আর আমি এই জাতীয় শিকারে বের হই। কিন্তু আজ

এ্যাডওয়ার্ড কার্লিসলের সাথে আছে। রিও ডি জেনেরিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। জ্যাকবের অজান্তেই এই আলাপ চলছে। আমি ভুরু কুঁচকালাম। যখন আমি ফিরে আসব। আমি জ্যাকবের পাশে থাকব। সে হয়তো আমাদের সাথে আসবে।

আমি ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। আমি রুটিন চেকের মতো চারিদিকে তাকালাম। কোন বিপদ হলো কিনা। আমি সেরকম মনে করি না। আর ছোটখাট বিপদ হয়তো তার মনোযোগ আরো বাড়িয়ে দেবে।

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

সে পিছনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সে একজন ভ্যাম্পায়ার এটা সুপষ্ট। তার ত্বক মার্বেলের মতো সাদা। মানুষের ত্বকের চেয়ে হাজারগুণ উজ্জল। এমনকি মেঘের নিচেও, তার ত্বক চমকাতে লাগল।

একমাত্র ভ্যাম্পায়ার আর স্টাচুই এরকম মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

তার চুল বিবর্ণ, বিবর্ণ স্বর্ণালী।

সে আমার কাছে একজন আগন্তুক। আমি নিশ্চিত আমি আগে কখনো তাকে দেখেনি। এমনকি মানুষ থাকতেও নয়। আমার স্মৃতিতে এই জাতীয় কোন চেহারা নেই।

কিন্তু আমি তার গাঢ় সোনালী চোখ দেখে বুঝতে পারলাম আমি তাকে চিনি।

ইরিনা শেষ পর্যন্ত এদিকে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

যে মুহূর্তে আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম সেও আমার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। আমি হাত তুললাম। নাড়ালাম। কিন্তু তার ঠোঁট যেন কষ্টে বেকে গেল। তার চোখে মুখে শত্রুতার আভাস।

জঙ্গলের মধ্য থেকে রেনেসমির জয়ের কান্না শুনতে পেলাম। জ্যাকবের গর্জনের প্রতিধ্বনি। আর দেখলাম ইরিনার মুখ একইসাথে কেঁপে উঠল। তার চোখ অন্য দিকে তাকাল। আমি বুঝতে পারলাম সে কি দেখছে। একটা বিশাল সাইজের ওয়ারউলফ। সম্ভবত সেই একজনকে যে তার লরেন্টকে হত্যা করেছিল। সে কতক্ষণ ধরে আমাদেরকে লক্ষ করে যাচ্ছে?

তার মুখ ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ, আমার সামনে হাত ক্ষমা প্রার্থনার মতো করে অনুনয় করলাম। সে আমার দিকে ঘুরল। তার ঠোঁট বেকে গিয়ে দাঁত দেখা যাচ্ছে। সে গুঙিয়ে উঠল।

যখন শব্দটা আমার কানে এলো, সে এরই মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'গোল্লায় যাক!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

আমি রেনেসমি আর জ্যাকবের দিকে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে গেলাম। তাদেরকে আমার চোখের আড়াল হতে দিতে চাই না। আমি জানি না ইরিনা কোন দিকে গেছে। আর সে এই মুহূর্তে কতটা ক্ষেপে আছে।

পূর্ণগতিতে দৌড়ে, মাত্র দুসেকেন্ডেই আমি তাদের কাছে পৌছে গেলাম।

'আমারটা বড়।' আমি শুনতে পেলাম রেনেসমি বলছে।

জ্যাকবের কান খাড়া হয়ে গেল যখন সে আমার শব্দ শুনতে পেল। সে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এলো। তার চকচকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। তার শরীরে শিকারের রক্তের চিহ্ন।

রেনেসমিও আমাদের কাছে এলো।

সে আমার হাতের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল। তার হাত দিয়ে আমার চিবুক ছুয়ে দিল।

'আমি বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি।' আমি তাদেরকে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি মনে করি এটা ঠিক আছে। চালিয়ে যাও।'

আমি মোবাইল বের করলাম। স্পিড ডায়াল চাপলাম। এ্যাডওয়ার্ড প্রথম রিং হওয়ার সাথে সাথেই উত্তর দিল। জ্যাকব আর রেনেসমিও শুনছিল যখন এ্যাডওয়ার্ড কথা বলছিল।

'এসো। কার্লিসলকে নিয়ে এসো।'

আটাশ

আসল কথা এই— ইরিনাকে আরেকটুর জন্য ধরতে পারল না ওরা। তবে ওর পিছু নিয়েছিল।

কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ড ইরিনার চলার চিহ্ন ধরতে পারল না। শব্দও কেমন অস্পষ্ট হয়ে এল। তারা সোজা নদীর তীরের দিকে ছুটে গেল ওর ট্রেইল পাওয়ার জন্য। কিন্তু কয়েক মাইলের মধ্যেও ওর টিকি-টার নিশানাও পাওয়া গেল না।

সব আমারই দোষ। এলিসও ভবিষ্যৎ দেখেছে যে সে এসেছে এবং কুলিন পরিবারের সাথে আবার সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে। কেবল জ্যাকবের উপরই একটু রুষ্ট হয়ে আছে। জ্যাকব নেকড়ের রূপ ধারণ করার আগেই আমি ওকে আগে থেকে সাবধান করে দেব। আর আমি নিজেও চাইছি আমরা যেন কোথাও শিকারের জন্য যাই।

কিন্তু আমরা যা চাই তা মাঝে মাঝে হয় না। কার্লিসল তানিয়াকে এই হতাশাজনক খবরটা দিয়েছিল। তানিয়া আর কেট যখন থেকেই আমার বিয়েতে আসবে বলে ভেবেছিল তখন থেকেই ইরিনা লাপাত্তা। তারা ভেবেছিল সে খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে। কিন্তু যখন সত্যিই তার বাড়ি ফেরার কোন নামগন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন তারা এটা সহজভাবে মেনে নিতে পারল না।

যাই হোক এলিস ইরিনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্ষীণ মন্তব্য করতে পেরেছিল। সে ডেনালিতে ফিরে যায়নি, এটুকুই এলিস বলতে পেরেছিল। ও যে দৃশ্য দেখেছিল সেটা ছিল অস্পষ্ট। এলিসের ভাষ্যমতে ইরিনাকে তবুও কেমন হতাশ দেখাচ্ছিল। ওর চারপাশে কিছুটা বরফও দেখা গিয়েছিল। সেটাও অস্পষ্ট ছিল। তার মানে ও কী এখন দক্ষিণে? নাকি অন্য কোথাও।

দিনের পর দিন পেরুতে লাগলেও আমি ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। ইরিনার কথা আমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। চিন্তা করার মতো আরো জরুরি ব্যাপার আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ইতালির উদ্দেশে এদেশ ছেড়ে যাব। ফিরে এসে আবার দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হব। কিভাবে কী হবে সেটা বোধহয় এ পর্যন্ত একশোবারের উপরে আলোচনা হয়েছে।

এখন জ্যাকবও আমাদের সাথে আসতে পারবে। আর সেই তো এই প্ল্যানের মূল কারিগর।

আমাজনে কার্লিসলের বেশ কজন বন্ধু আছে। তারাও আমাদের যথেষ্ট তথ্য দিতে পারবে, অবশ্য যদি আমরা তাদের খুঁজে পাই। অথবা এটুকু সাজেশন যে আমরা যেন অন্তত প্রশ্নের উত্তরটুকু দিতে পারি।

এটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে তিনজন আমাজন ভ্যাম্পায়ার যা ইচ্ছা করতে পারে ঠিক যেমন ভ্যাম্পায়ার কিংবদন্তী তাদের মধ্যে বীজ বুনেছে। তার উপর তারা আবার সবাই মহিলা। তাই বুঝতে পারার কোন পথ নেই যে সময় কতটুকু লাগবে।

আমি এখনও বাবাকে এই লম্বা ভ্রমণের ব্যাপারে বলিনি। তবে মনে মনে ঠিক করছি, বাবাকে আসলে কী বলব।

আমি নিজের সাথেই নিজে যুক্তি তর্ক করার ফাঁকে রেনেসমির দিকে তাকালাম। ও এখন সোফায় কুন্ডুলী পাকিয়ে আছে। ধীর নিঃশ্বাস পড়ছে, তার মানে এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওর কোকড়ানো চুলগুলো মুখের পর এসে পড়েছে।। আমি আর এ্যাডওয়ার্ড মিলে ওকে তুলে কটেজে নিয়ে গেলাম। বিছানায় শুইয়ে দিলাম। কিন্তু ফিরে আসতে আসতে দেরি করে ফেললাম। যাই হোক ও আর কার্লিসল গভীর আলোচনায় ডুবে গেল।

ঠিক সেসময় আর কিছু হোক না হোক, এমেট আর জেসপার ওরা দুজনেই সেখানে শিকারের অপার সম্ভাবনা থাকার কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমাজনের ব্যাপারটা এসে পড়ায় আমাদের তর্ক বিতর্কে সাবজেক্টও পাল্টে গেল। জাগুয়ার আর প্যানথার নিয়ে। এমেটের বড় ইচ্ছে এ্যানাকোণ্ডার সাথে পাঞ্জা লড়বে। এসমে আর রোজালি মিলে প্ল্যান করেছে যে তারা দল দল হয়ে থাকবে।

এলিস মৃদু মন্দ পায়চারী করছে ঘরে। কখনো চুপ করে থাকছে আবার ক॰ া সতর্ক হয়ে থাকছে আবার ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। আমার কেন যেন মনে হলো ওর ভবিষ্যতে জ্যাকবও আছে। আছে রেনেসমিও। দৃশ্য সরে সরে যাচ্ছিল। ফোঁটা ফোঁটা, ঝাপসা। সাউথ আমেরিকায় আমাদের জন্য কিছু একটা অপেক্ষা করছে। ঠিক তখন পর্যন্ত সে এসব দেখছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না জেসপার ওকে ডাকল, 'বাদ দাও তো এলিস, ইরিনাকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কিছু নেই।'

পুরো ঘরটাই কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিলাম ইরিনাকে নিয়েই এলিস দুশ্চিন্তা করছে।

ও জ্বিভ দিয়ে চুকচুক টাইপের শব্দ করল। তারপর সাদা আর লাল গোলাপে ভরা খ্রিস্টাল ফুলদানীটা নিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

আমি রেনেসমির দিকে তাকালাম, আমি কিন্তু এটা দেখতে পেলাম না যে ওর হাত থেকে ফুলদানীটা পিছলে গেছে। আমি কেবল বাতাসে হুশ টাইপের একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তক্ষুণি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো মেঝেতে ঝলকানি তোলা ফুলদানীর আলোর প্রতিফলনের দিকে।

যখন সেটা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে শব্দ করে ছিটিয়ে পড়ল তখনও আমরা সবাই অনড়। কেবল তাকিয়ে তাথলাম এলিসের পিঠের দিকে।

আমি প্রথমে ধরে নিলাম এলিস আমাদের সাথে জোক করছে। এটা না ভেবে অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ একটা ফুলদানী এলিসের হাত থেকে পড়ে যাবে সেটা আমরা কেউই ভাবতে পারছিলাম না।

ফুলদানীটা যখন ওর হাত থেকে ছুটে গিয়ে বাতাসে শিষ তুলছিল তখন আমি চাইলে দৌড়ে সে রুমে গিয়ে সেটা লুফে নিতে পারতাম। কেননা সে রকম যথেষ্ট সময় আমার হাতে ছিল। কিন্তু আমি বা আমরা কেউই গেলাম না। কারণ আমরা সবাই জানতাম সেটা করার জন্য এলিস একাই যথেষ্ট।

এবারই ঘটনাটা প্রথম ঘটল। অন্তত আমার চোখে। এর আগে আমি কাউকে, কোন ভ্যাম্পায়ারকে দেখিনি যে তার হাত থেকে কিছু পড়তে। কখনই না।

আজ এলিস সেটা দেখিয়ে দিল।

বুঝতে পারলাম, সম্ভবত ওর দৃষ্টি কিছুটা এখানে এবং কিছুটা ভবিষ্যতের দিকে। ওর মুখেরও কেমন যেন পরিবর্তন হচ্ছে। কখনও কপাল কুচকাচ্ছে আবার সোজা হচ্ছে। ওর চোখে দিকে তাকিয়ে আমি যেন একটা অন্ধকার কবর দেখতে পেলাম। কেউ যেন আমাকে সেখানে ষড়যন্ত্র করে পুতে ফেলছে।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দম আটকে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। ছাড়া ছাড়া অস্পষ্ট।

'কী হল?' জেসপার গোঙানো স্বরে জিজ্ঞেস করল। সে ছুটে সেদিকে যেতেই খ্রিস্টালের টুকরো ওর পায়ের নিচে পড়ে মচমচ করে উঠল। জেসপার ওর কাধ ধরে জোরে ঝাকুনি দিল। সে তবুও চুপ করে রইল।

'কী হয়েছে এলিস?'

আমার দেখতে পাওয়া দৃশ্যের মধ্যে এমেটকেও দেখতে পেলাম। ওর দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, জানালার দিকে তাকিয়ে আছে ও। যেন কোন আক্রমণের সূচনা হতে যাচ্ছে।

কেবল এসমে, কার্লিসল আর রোজালিই চুপ করে রইল। কারণ তারা আমার মতোই স্তম্ভিত হয়ে আছে।

জেসপার আবারও এলিসকে নাড়া দিল, 'কী হয়েছে খুলে বল এলিস?'

'ওরা আমাদের দিকেই আসছে,' এলিস আর এ্যাডওয়ার্ড এবার ফিসফিস করে প্রায় এক সাথেই বলল, 'তাদের সবাই।'

সবাই চুপ।

এবার আমি দ্রুত সব বুঝতে পারলাম। কারণ ওদের বলা কয়েকটা শব্দ আমার দৃশ্যকল্পকে নাড়িয়ে দিল। তবুও আমি ভাবতে লাগলাম। আমার মাথার ভেতরই যেন দৃশ্যটা ভেসে উঠল। একটা কালো লাইন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষ অবস্থায় থাকার সময় যে দুঃস্বপ্নটা আমি প্রায় দেখতাম। শবের দেখতে তাদের রুবীর মতো চোখের উজ্জল্য হয়তো দেখতাম না, ভেজা ধারালো দাঁতের চকচক করাও দেখতাম না। কিন্তু আমি ঠিক জানতাম সেগুলো কেমন করে...

হঠাৎ আমার মনে হলো একটা জিনিস আমার লুকানো দরকার। আমি তাড়াতাড়ি রেনেসমিকে কোলে নিয়ে নিজের ভেতর লুকাতে চাইলাম। আমার ত্বকের ভেতর। আমার চুলের ভেতর। যেন কখনো ওরা খুঁজে বের করতে না পারে। আমি এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিলাম যে আমি রেনেসমির দিকে তাকাতেও পর্যন্ত পারছিলাম না।

আমি আমার মাথার মধ্যে ভয়ের একটা সংকেত পেলাম। সেটার কোন দরকার ছিল না। সেটা আমি এরই মধ্যে জেনে গেছি।

'ভলচুরিরা।' এলিস বিড়বিড় করে বলল।

'ওদের প্রত্যেকেই আসছে।' একই সময়ে এ্যাডওয়ার্ডও জানাল।

'কেন?' এলিস নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল যেন। 'এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'কখন?' এ্যাডওয়ার্ড আস্তে করে জানতে চাইল।

'কেন?' এসমেও যেন সবিস্ময়ে তাদের কথার প্রতিধ্বনি তুলল।

'কখন আসছে?' জেসপার বরফ শীতল গলায় বলল।

এলিস চোখের পলক ফেলল না, কিন্তু মনে হচ্ছিল দুটো চোখের সামনেই যেন অদৃশ্য একটা পর্দা ঝুলে আছে। দৃষ্টিও কেমন ফাঁকা ফাঁকা। মুখটা শুধু ভয়ঙ্কর কিছু দেখার মতো গোল গোল হয়ে আছে।

'বেশি দেরি নেই।' সে আর এ্যাডওয়ার্ড এক সাথে বলল। তারপর এলিস একাই বলল, 'আমি বনে আর শহরে কিছুটা বরফের দৃশ্য দেখেছি। তার মানে তাদের আসতে মাত্র একমাসের চেয়ে সামান্য কিছু সময় বাকি। কিংবা আরেকটু দেরি হতে পারে।'

'কেন?'এবারই প্রথম কার্লিসল কথা বলে উঠলেন।

এসমেই উত্তর দিলেন। 'নিশ্চয় তাদের কোন কারণ আছে। মনে হয় দেখার জন্য....'

'কিন্তু এটা বেলাকে দেখতে তো নয়।' এলিস আড়ষ্ট গলায় বলল। 'এ্যারো, কেইয়াস, মারকাস তার প্রত্যেকে তাদের স্ত্রীসহ আসছে।'

'তাদের স্ত্রীরা কখনই টাওয়ারে বাস করত না।' জেসপার নিচুগলায় পাল্টা বলল।

'কখনই না। দক্ষিণের বিদ্রোহের সময় তো নয়ই। রোমানিয়ারা যখন তাদের ছুড়ে ফিলে দিয়েছিল তখনও নয়। ওরা যখন অমর শিশুদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখনও নয়। কখনও নয়।'

'কিন্তু তারা সবাই এখন এদিকেই আসছে।' এ্যাডওয়ার্ড আস্তে করে বলল।

'কিন্তু আমার প্রশ্ন কেন? কার্লিসল আবারও বললেন। 'আমরা তো কিছুই করিনি! আর অলক্ষ্যে যদি করেও থাকি তাহলে আমাদর কী নিয়ে কী করতে চাচ্ছে?'

'আমরা এখানে সংখ্যায় অনেক।' এ্যাডওয়ার্ড বোকার মতো বলে বসল। 'তারা নিশ্চয় এটা বোঝাতে চাইছে যে...' সে আর শেষ করতে পারল না।

'এটা এই জটিল প্রশ্নের কোন যোগ্য উত্তর হলো না! আমি জানতে চাচ্ছি কেন?'

আমার কেন যেন মনে হলো আমি কার্লিসলর এই প্রশ্নে উত্তর জানি এবং কেমন করে জানি সেটা আমি নিজেও জানি না। হতে পারে রেনেসমির কারণে। এবং সত্যিই তাই।

যেভাবেই হোক এটা আমার জানা হয়ে গেছে যে ওরা আসছে রেনেসমির জন্যই। আমার অবচেতন মন আমাকে সতর্ক করে দিল যে রেনেসমি সোনা আমার কোলে রয়েছে। আর আমার শুধু এটাই মনে হচ্ছে— ভলচুরিরা আসছে দারুণ একটা ঝড়ের মতো— আমার সব শান্তি কেড়ে নিতে।

কিন্তু সেটাও প্রশ্নের আসল উত্তর হলো না।

'আরেকটু পেছাও এলিস,' জেসপার মিনতির স্বরে বলল। 'বন্দুকের ট্রিগারটা আগে খোঁজ।' এলিস ধীরে ওর মাথাটা নাড়ল। কাধ ঝাকিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। 'কোথাও না, জেস। আমি তাদের খুঁজছি না, আমাদের জন্যও না। আমি খুঁজছি হরিনাকে। ওকে যেখানে চাচ্ছি ও সেখানে নেই... এলিস চুপ করে গেল। দেখতে

পেলাম, ওর চোখ আবারও একদিকে নিবদ্ধ হলো। দীর্ঘক্ষণ সে একইভাবে তাকিয়ে থাকল।

তারপর সে হঠাৎ মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। চোখ যেন কষ্টে বন্ধ হয়ে গেল। আমি শুনতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে।

'সে ঠিক করেছে তাদের কাছে যাবে।' এলিস বলে উঠল। 'ইরিনা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে ভলচুরিতে যাবে। আর এরপর তারা সিদ্ধান্ত নেবে... ব্যাপারটা ঠিক এমন সে তারা নিজেরাও ইরিনার জন্য অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে তাদের পুরো সিদ্ধান্ত আগে থেকে তৈরি। তারা এখন শুধু ওর জন্য অপেক্ষা করছে কেবল...'

ব্যাপারটা হজম করতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় নীরবে কাটিয়ে দিতে হলো। ইরিনা তাদের কী বলবে যে এর কারণে পরবর্তীতে এলিসের ভবিষ্যত দেখার পরিবর্তন ঘটবে?

'আমরা কী ওকে থামাতে পারি না?' জেসপার জানতে চাইল।

'তার আর কোন পথ নেই। কারণ ও এরই মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে।'

'সে করছেটা কী সেখানে?' কার্লিসল জানতে চাইলেন, কিন্তু আমি তাদের কথপোকথনে বেশি মনোযোগ দিতে পারলাম না। আমার মাথার রাজ্যের যত চিন্তা ভীড় করছিল আমি সেগুলোতেই বেশি মনোযোগ দিলাম।

আমি মানষচক্ষে দেখতে পেলাম ইরিনা পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে দেখছে। সে কী দেখতে পেল? একটা ভ্যাম্পায়ার আর একটা নেকড়ে মানব যারা কিনা দুই বন্ধু। কিন্তু এটাই সব না সে যা দেখেছে।

সে একটা শিশুকেও দেখেছে। একটা অসম্ভব সুন্দর শিশু সে তুষারের মধ্যে খেলছে, একাকী। আসলে শুধু মানুষ হিসেবেই পরিচিত না।

ইরিনা একটা... একটা এতিমের বোন। কার্লিসল বলেছিলেন ভলচুরিদের আইনের কারণে তারা তাদের মাকে হারিয়েছিল। তানিয়া কেট আর ইরিনা এই আইনের আওতায় বেঁচে যায়।

কয়েক মিনিট আগে জেসপার নিজে নিজে যা বলছিল, অমর শিশু শিকারের কথা–অপুরণীয় পাপ, আর এক ঘরে করাও...

এই হলো ইরিনার অতীত, কিন্তু কেবল এটুকু দিয়ে এলিস কী কী দেখেছে? সে নিশ্চয় এখন এতটা কাছে নয় যে রেনেসমির হৃৎস্পন্দন শুনতে পাবে, ওর শরীরের উত্তাপের কাছাকাছি হতে পারে।

তার উপর কুলিনরা উয়্যারউলফদের সাথে একটা সন্ধির চুক্তিতে আছে। ইরিনার দিক দিয়ে ধরতে গেলে— কোনকিছুই আমাদের বিরুদ্ধে যায় না...

ইরিনা, তুষারাখা বনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দ্বিধা নিয়ে হাত মোচড়াচ্ছে, না, লরেন্টের শোকের কারণে নয়— কুলিনদের কাছে ফিরে আসার তার কর্তব্য এটা মনে করে। এবং দ্বিধা এ কারণে যে সে যদি কিছু করে তাহলে কুলিন পরিবারের কী অবস্থা হবে সেটা জানতে পেরে।

আর স্বভাবতই, ওর বিবেকবুদ্ধি শত বছরের বন্ধুত্বকে নাড়া দিচ্ছিল।

আর ঠিক সে সময় ভলচুরিদের সাড়া পাওয়ার ওর জন্য এক রকম উপকারও হয়েছে। আর এটা তো ভলচুরিদের মাধ্যমে নির্ধারিতই ছিল।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম আর আমার ঘুমন্ত রেনেসমি সোনার শরীরটা বুকের মধ্যে জাপ্টে ধরলাম। আমার চুল ওকে ঢেকে দিল।

'ভাব তোসে সন্ধ্যায় সে কী দেখেছিল,' এমেট কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে নিচু গলায় বললাম, 'অমর শিশুর কারণে সে তাদের মাকে হারিয়েছে, আর রেনেসমি কী বলতো?'

আমি মূল ব্যাপারটা ধরে ফেলার কারণে সবাই চুপ করে রইল।

'একটা অমর শিশু।' কার্লিসল ফিসফিসিয়ে বলল।

আমি টের পেলাম আমার ঠিক পেছনে এ্যাডওয়ার্ড এগিয়ে এসেছে। ও আমি আর রেনেসমি দুজনকেই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

'কিন্তু সে তো ভুল করছে,' আমি বলে চললাম। 'রেনেসমি তো অন্যসব শিশুদের মতো নয়। ওরা সব ঠাণ্ডা বরফের মতো শরীর আর আমার মেয়ে তো অনেক উষ্ণ। আর প্রতিদিন বাড়ছেও কত দ্রুত গতিতে।

ওই সব অমর শিশুরা তো প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে আর ও তো কত লক্ষ্মী। কাউকে আঘাত পর্যন্ত করেনি। বাবা সেথ কাউকে না। এমন কী তারা মনে কষ্ট পায় এমন কোন ভ্যাম্পায়ার ধর্মী আচরণ করেনি। সে নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে আর সব বয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশি স্মার্ট। হতে পারে এটার কারণ...'

আমি থেমে গেলাম, বুঝতে পারলাম পুরো রুম জুড়ে একটা থমথমে পরিবেশ চলছে। আমি যে কিসের কথা বলছি সেটা সবাই বুঝতে পারছে। আর বুঝতে পারছে বলেই এরা সবাই বরফের মতোই শীতল হয়ে আছে। পুরো রুমটাতেই যেন শীতলতা বিরাজ করছে। এমনকি কী আমিও চুপ করে গেলাম।

বাকিরা কেউ অনেক সময় পর্যন্ত কথা বলতে পারল না।

তারপর হঠাৎ আমার চুলের কাছে এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে উঠল, 'এটা কোন ক্রাইম না, তারা ভালোবাসার একটা পরীক্ষা করতে চাচ্ছে।' সে আস্তে আস্তে বলল, 'অ্যারো ইরিনার প্রমাণ তার চিন্তার মধ্য দিয়ে দেখেছে। তারা ধ্বংস করতে আসছে, হাত মেলাতে নয়।'

'কিন্তু তারা তো ভুল করছে।' আমি অধৈর্য হয়ে বললাম।

'ভুল ধরিয়ে দেয়ার মতো সময় তারা আমাদের দেবে না।'

ওর গলার স্বর তখনও কোমল আর বিনয়ী। কিন্তু তার মধ্যেও যে বেদনার স্বর ছিল সেটা কারো কান এড়ালো না।

'আমরা এখন কী করতে পারি?' আমি জানতে চাইলাম।

রেনেসমি আমার কোলে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে। আর কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ও যেভাবে দ্রুত বাড়ছে সেটা দেখে আমার নিজেরও খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

আর মাত্র এক মাস...

এটুকুই সময়, তারপর?

এমেটের কাছ থেকে আমার এই প্রশ্নের উত্তর মিলল।

'আমরা লড়াই করব,' সে শান্ত স্বরে বলল।

'কিন্তু তারপরও আমরা জিততে পারব না।' জেসপার গুঙিয়ে উঠে বলল। আমি না দেখে কেবল ওর গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছিলাম ওর মুখের অবস্থা কী, আর ক্রোধে

ওর শরীর কেমন কুঁচকে গেছে।

'বেশ, আমরা তো দৌড়ে পালাতে পারছি না। আর দিমেত্রির আশপাশে তো নয়ই।' এমেট নাক দিয়ে ভীষণ একটা বাজে শব্দ করে বলল।

'আর আমি এটাও বুঝতে পারছি না কেন আমরা জিততে পারব না,' সে বলল, 'বিবেচনায় আনার মতো কিছু অপশন তো আছে। আমরা তো আর একা লড়াই করছি না।'

আমার তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। 'একা নয় মানে? তুমি নিশ্চয় এটা বলছ না যে তুমি কুইলেটদের মৃত্যুর দিকে টেনে নিতে চাচ্ছ, এমেট!'

'শান্ত হও বেলা,' ওর অভিব্যক্তি হঠাৎ এমন আত্মরক্ষামূলক হলো যে সে এই মুহূর্তে একটা অ্যানাকোণ্ডার সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

'আমি আসলে তাদের পুরো দলের কথা বলছি না। একটু বাস্তবধর্মী হওয়ার চেষ্টা করো। শোন, তুমি কী মনে করছ এমন একটা খবরে জ্যাকব আর স্যাম চুপ করে শুধু মজা দেখবে? তার উপর আবার খবরটা রেনেসমিকে নিয়ে। ইরিনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। ওর বদৌলতে এ্যারোরও এখন জানা হয়ে গেছে যে কুইলেট দল এখন আমাদের মিত্র...কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের অন্য বন্ধুদের কথা।'

কার্লিসলের স্বর যেন আমার কানে প্রতিধ্বনি তুলল, 'অন্য বন্ধুদেরকেও নিশ্চয় মৃত্যুর দিকে ঠেলে পাঠানো কোন উচিত কাজ হবে না।'

'হেই, আমরা তাদের চিন্তা করার সুযোগ দেব।' এমেট পাল্টা বলল। 'আমি তো এটা বলছি না যে তাদের আমাদের সাথে লড়তে হবে।'

আমি ওর কথার মধ্যে কেমন যেন পরিকল্পনার আভাস পাচ্ছি।

'তারা যদি কেবল আমাদের পেছনেও থাকে তাহলে ভলচুরিরা কী দ্বিধাগ্রস্ত হবে না? আসলে বেলার কথাই ঠিক। আমরা কোনভাবে তাদের থামাতে পারব, বোঝাতে পারব। আর তারপরও যদি কোনভাবে পরিস্থিতি লড়াই এর দিকে...'

এমেটের মুখে হাসির আভাস পাওয়া গেল। আমি অবাক হয়ে গেলাম ওকে এখনও পর্যন্ত কেউ হিট করতে পারছে না। আমি তো মনে মনে তাই করছি।

'হ্যাঁ।' এসমে আগ্রহের সাথে বললেন। 'কাজের একটা কথা বলেছ এমেট। আমাদের সবাইকে ভলচুরিদের এক মুহূর্তের জন্য হলেও থামাতে হবে। অল্প সময়, কেবল কিছু কথা শোনানোর জন্য হলেও।'

'আমাদের এটুকু সুযোগ অন্তত নিতে হবে যাতে করে তারা আমাদের সাথের লোকদের দেখতে পায়।' রোজালি খসখসে গলায় বলল।

এসমে আগের মতোই মাথা নাড়লেন। রোজালির গলা স্বরের বদলে যাওয়াটা তিনি ধরতে পারলেন না।

'আমরা আমাদের আরও সব বন্ধুদের আসতে বলতে পারি। তারা কেবল আমাদের পেছনে থাকবে।'

'আর এজন্য এখনই তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে' এলিস বলে উঠল। মনে হচ্ছিল ওর চোখের সামনে এখনও এটা আবছায়া পর্দা ভাসছে। 'তাদের দেখতে হবে সাবধানে... খুব সাবধানে... যাতে করে ওরা যেন...

সে আর কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই জেসপার কথা বলে উঠল।

'দেখাতে হবে?'

এলিস আর এ্যাডওয়ার্ড দুজনেই রেনেসমির দিকে তাকাল। এলিসে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাটা থেমে গেছে।

'তানিয়াদের ফ্যামিলি,' সে বলল, 'সিওভানদের কভেন, আমাদেরও। যাযাবরদের কেউ কেউ যেমন গারেট আর মেরী, হতে পারে এলিস্ট্যারও।'

'পিটার আর চার্লোটের কথা বলছ না কেন?' জেসপার কিছুটা ভয় ভয় নিয়ে বলল।

'হতে পারে।'

'আমাজনদের কেউ কেউ হলে আপত্তি নেই তা?' কার্লিসল জানতে চাইলেন। 'কারিচি, জাফরিনা আর সেনা?'

উত্তর দেয়ার আগে এলিস লম্বা একটা দম নিয়ে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে লাগল। ঠিক যেন চিন্তা নয়, কিছু দেখার চেষ্টা। শেষে হঠাৎ সে কেপে উঠল। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে খানিক্ষণ চোখ পিটপিট করল।

কার্লিসলের বন্ধুদের বেলায় তার সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে। যেন সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

শেষে সে বলল, 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'কী বলছে সে?' সে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল। আমাদের তো তাদের খুঁজতে টুজতে যেতে হতে পারে কখনও। বন জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ কী?'

'না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' চোখের পলক না ফেলে সে আবার বলল। এবার এ্যাডওয়ার্ডের চোখে কিছুটা সন্দেহ দেখা গেল।

'আমাদের খুব দ্রুত সব করতে হবে। তুষার পরার আগেই। তাদের দেখাতে হলে তুষার পরার আগেই সবাইকে এখানে একত্রিত করতে হবে।' এলিস আবারও বলল, 'এলিয়াজারকে জিজ্ঞেস কর। অমর শিশুর চেয়ে বড় কোন ব্যাপার এতে জড়িত থাকতে পারে।

এলিস আরেকবার কথা বলার আগ পর্যন্ত নীরবতা ছড়িয়ে পরল ঘরময়।

কিছুক্ষণ পর সে পিটপিট করে চোখ খুলল।

'অনেক কিছুই ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের এখনই তৈরি হতে হবে।' সে নিচু স্বরে বলল।

'এলিস?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল। 'এটা কী খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে না— আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আর দেখলেটা কী—?'

'আমি কিচ্ছু দেখতে পাইনি!' সে বোমা ফাটানো গলায় চিৎকার করে উঠে বলল। 'জ্যাকব এরই মধ্যে এখানে!'

'আমি দেখছি ওকে—' বলে রোজালি সামনের দরজার দিকে এগুলো।

'না। ওকে ভেতরে আসতে দাও।' এলিস তাড়াতাড়ি বলল। সে জেসপারের হাত আকড়ে ধরে নিজেও দরজার দিকে এগুতে লাগল।

'আমার এখন নেসি সোনার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। আমার দৃষ্টিতে ভলচুরিরা সব দেখে ফেলবে। আমার যাওয়া উচিত। আমার আসলে সত্যি ভালো করে মনোসংযোগ করতে হবে। যতদূর সম্ভব আমাকে সব দেখতে হবে। চল জেসপার, নষ্ট করার মতো সময় এখন আমাদের হাতে নেই!'

আমরা সবাই সিঁড়িতে জ্যাকবের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এলিস অধৈর্য হয়ে জেসপারের হাত আকড়ে ধরল।

'তাড়াতাড়ি কর!' এলিস আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল। 'আমাদের সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে!'

'কী খুঁজে বের করতে হবে?' দরজা লাগাতে লাগাতে জ্যাকব জিজ্ঞেস করল। 'আর এলিসও বা কোথায় যাচ্ছে?'

কেউ কোন উত্তর দিল না। আমরা কেবল তাকিয়েই থাকলাম।

সে ঘাড় নেড়ে চুল ঝাড়ল। তারপর রেনেসমির দিকে তাকাল। 'হেই বেলস! আমি ভেবেছিলাম তোমরা সবাই কোথাও যাচ্ছ...

সে আমার দিকে খুব ভালো করে তাকাল। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা কিছুটা সে ধরতে পারল। কারণ এরই মধ্যে রুমের থমথমে পরিবেশ ওকে স্পর্শ করেছে। সে চোখ বড়বড় করে চারপাশ তাকাল।

তখনই মেঝের আর্দ্রতা ওর চোখ পরল। দেখ খ্রিস্টাল ফুলদানীর টুকরো টুকরো অংশও। এসব দেখে ব্যাপারটা ওর কাছে আরও ঘোলাটে হয়ে উঠল।

'কী?' সে শীতল গলায় জানতে চাইল। 'কী হয়েছে?'

আমি বুঝতে পারলাম না কোত্থেকে শুরু করব। বাকিরা বলার মতো কোন কথা খুঁজে পেল না।

সে তিন লাফে আমার আর রেনেসমির কাছে এগিয়ে আসল। চোখে মুখে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও ভালো আছে তো?'

সে ওর কপালে হাত দিয়ে দেখল। যেন সে হৃৎস্পন্দন দেখছে।

'আমার কাছে কিছু লুকাবে না বেলা, প্লিজ!'

'রেনেসমির কিছু হয়নি।' আমার নিজের উচ্চারিত শব্দ নিজের কাছেই কেমন অপরিচিত লাগল।

'তাহলে কে?'

'আমাদের সবাই ভালো নেই, জ্যাকব।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। এবার মনে হলো আমি কবরের ভেতর থেকে কথা বলছি।

'সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের এখন মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।'

উনত্রিশ

আমরা সেখানে সারারাত বসে রইলাম। আতঙ্কে আমরা একেবারে বিবশ হয়ে রইলাম। এমনকি এলিসও আর ফিরে আসল না।

সবাই ঠাণ্ডা হয়ে রইলাম। যেন একেকটা শীতল পাথরের মূর্তি।

কেবল কার্লিসলকেই দেখলাম কথা বলতে পারছেন। তিনি জ্যাকবকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললেন। কেউ কোন টু শব্দটিও করল না। এমন কি এমেটও চুপ করে বসে রইল।

সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত সময় এভাবেই কেটে যেতে লাগল। আমি জানি, আস

কিছুক্ষণের মধ্যে রেনেসমি আমার কোলে জেগে উঠবে। আমি ভেবে ভেবে অবাক হলাম কী এমন কারণ যার জন্য এলিস এত সময় নিচ্ছে। রেনেসমি তো ঘুম থেকে উঠে ওকে খুঁজবে। কী বলব ওকে?

সম্ভবত সারারাত টেনশানে কাটিয়ে আমার চেহারায় একটা ভীতির মুখোশ পরে গেছে। আর কোনদিনও বোধহয় আমি হাসতে পারব না। জ্যাকব কখন যে মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরও পাইনি। ওর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওর বিশাল দেহ যেভাবে পড়ে আছে মনে হচ্ছে একটা পাহাড় শুয়ে আছে ওখানে।

মনে হয় স্যাম এরই মধ্যে সব ঘটনা জেনে গেছে। কেননা এটা তো তাদের নেকড়েদেরই একটা যোগাযোগ মাধ্যম। একজনের মস্তিষ্ক থেকে আরেকজনের মস্তিষ্কে তথ্য সরবরাহ করা। এতে করে যেন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে পুরোদলের সবাই তৈরি থাকতে পারে।

জানালা ভেঙে রৌদ্র আসছে। এ্যাডওয়ার্ডের চামড়ায় সেটা প্রতিফলিত হয়ে চমৎকার আভার সৃষ্টি করছে। হতে পারে এলিসের চলে যাওয়ার পর থেকে, আমি ওপর থেকে চোখ সরাতে পারিনি। একে অন্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। আমি আরও আশ্চর্য হলাম যখন সূর্যের আলো আমার নিজের গায়ের উপর পড়ল। আমার ত্বক এ্যাডওয়ার্ডের ত্বকের মতো আলোর প্রতিফলন করছে!

আমার অবস্থা থেকে ও ভ্রু নাচাল। তারপর ঠোঁট বাকিয়ে হেসে ফেলল।

'এলিস' সে বলল। ওর স্বর যেন আইসক্রিম গলার মতো কোমল। সে একটু সরে বসল।

'ও অনেক সময় নিচ্ছে। করছে কী ও?' রোজালি বিস্ময় নিয়ে বলল।

'সে এ মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারে?' এমেট দরজার দিকে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বলল।

ও এগিয়ে যেতে চাইলে এসমে ওর হাত ধরে ফেললেন। 'আমাদের ওকে ডিস্টার্ব করাটা উচিত হবে না।'

'সে তো আগে এত দেরি করেনি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। নতুন আরেক চিন্তা এবার ওকে পেয়ে বসল। ওর চোখ মুখ দেখেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

'কার্লিসল, আপনি কী মনে করেন না– অন্যরকম কিছু ঘটছে, উল্টাপাল্টা কিছু? এলিস কি এজন্যই সময় চাচ্ছে যে সে দেখতে চায় ওর জন্য কাউকে পাঠানো হচ্ছে কীনা?

এ্যারোর মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আমি কেপে উঠলাম। সে চাইলেই এলিসের ভবিষ্যৎ দেখাটা কব্জা করে নিতে পারে। এলিস যা জানবে তার সবই সে—

হঠাৎ একটা গর্জন শোনা গেল। স্যামের। এমেট হঠাৎ এত জোরে লাফিয়ে উঠল যে ওর কাঁপুনি ঘুমন্ত জ্যাকবকেও নাড়িয়ে দিল। জ্যাকব কিছু বুঝে না উঠেই একটা গর্জন ছাড়লো। মাঠের মধ্যে স্যামের দলটা ওর ডাকের প্রত্যুত্তর করল। প্রতিধ্বনি ভেসে এলো।

'রেনেসমির সাথে থাক!' আমি জ্যাকবকে প্রায় আদেশের সুরে কথাটা বলে দরজার

দিকে ছুটে গেলাম, আর সবাই যেদিকে ছুটেছে।

আমি এখনও পর্যন্ত ওদের সবার মধ্যে শক্তিশালী। সেই শক্তিটা আমি দ্রুত দৌড়ানোর কাজে ব্যবহার করলাম। কয়েক লাফেই আমি এসমেকে ছাড়িয়ে গেলাম। এরপর রোজালিকেও। ঘন বনের মধ্য দিয়ে আমি দৌড়াচ্ছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমি এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসলকেও পেয়ে গেলাম।

'তারা কী ওকে সারপ্রাইজ করতে পারবে?' কার্লিসল জিজ্ঞেস করলেন। দ্রুত গতিতে দৌড়ানো স্বত্বেও মনে হলো যেন তিনি দাঁড়িয়েই কথা বলছেন– কথাটা তার এতটাই স্পষ্ট শোনা গেল।

'আমি জানি না কিভাবে দেখতে হয়,' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'কিন্তু এ্যারো আর সবার চেয়ে ওকে বেশ ভালো করেই চেনে। আমার চাইতে তো বটেই।'

'এটা কী কোন ট্র্যাপ?' এমেট আমার পেছন থেকে বলল।

'হতে পারে,' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'এলিস আর জেসপারের গন্ধই তো পাচ্ছি, কিন্তু ওরা চলেছে কোথায়?'

এলিস আর জেসপারের ট্রেইল অনেকদূর ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে গেল। এটা বাড়ির পশ্চিম দিকে আরও বেশি প্রসারিত হলো। পরে নদীর দিক থেকে ঘুরে আরো কয়েক মাইল দক্ষিণ দিকে গিয়ে আবার সেটা পশ্চিমে ফিরে এসেছে। আমাদের আবার নদীর পার হয়ে এপার হতে হল। পরবর্তী ছয় সেকেন্ড আমরা প্রত্যেকেই লাফিয়ে এপারে এলাম। ওর ট্রেইল এবার সোজা দক্ষিণ পশ্চিমে সরে গেল।

'এখন কী ওদের গন্ধ ধরতে পারছ?' এসমে চিন্তিত মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'মূল ট্রেইলটার দিকে নজর রাখ— আমরা প্রায় কুইলেট বর্ডারের কাছাকাছি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'আর একসাথেই থাকো সবাই। দেখ তারা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে কী না?'

আমি চুক্তির সীমানা সম্পর্কে কিছুই জানি না। ওরা কোনটাকে চুক্তিরেখা বলছে তাও বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি ব্রীজের ওপার থেকে নেকড়েদের গন্ধ ভেসে আসছে টের পেলাম।

অভ্যেসের বশেই এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসল নিজের গতি কমিয়ে আনল।

আমার হঠাৎ মনে হলো নেকড়ের গন্ধ আরো বেশি পাচ্ছি। বাকিরাও এটা খেয়াল করল। এ্যাডওয়ার্ড মাথা তুলে পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল। আমরা সবাই বরফ জমার মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'স্যাম?' এ্যাডওয়ার্ড শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল। 'এসব কী?'

কয়েকশো মাইল দূরে একটা গাছের আড়াল থেকে স্যামকে বের হয়ে আসতে দেখা গেল। সে এখন মানুষের বেশে। পেছনে আরও দুটো বড় নেকড়ে দেখা গেল। চিনতে পারলাম ওদের— পল আর জারেড।

আমাদের কাছে আসতে স্যামের মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেলাম। স্যামের মুখ দেখে ও ওর মন পড়ে ফেলতে পারল কি জেনেছে সে যে ওর মুখ অমন সাদা হয়ে গেল।

কী ঘটছে সেটা জানতে আমার আর ধৈর্যে কুলাচ্ছিল না। আমার এখন একটাই ইচ্ছা এ মুহূর্তে এলিসকে দু হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখি। যেন দেখি ও সুস্থ

আছে। ভালো আছে।

স্যাম আমাদের সামনে এল। এ্যাডওয়ার্ডকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে কেবল কার্লিসলের সামনে দাঁড়াল।

'ঠিক মধ্যরাতে এলিস আর জেসপার এ জায়গায় এসে আমাদের এলাকার সমুদ্রপথ ক্রস করার অনুমতি চেয়েছিল। আমি অনুমতি দিয়েছি তাদের। তারপর উপকূল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। তারা তখনই পানিতে নেমে গিয়েছিল। তারপর আর উঠে আসেনি। আর বলেছে আপনারা খুঁজতে আসলে এটা যেন আপনাদের দিই।' বলতে বলতে সে একটা ভাঁজ করা কাগজ কার্লিসলের দিকে বাড়াল। ছোট ছোট কালো অক্ষরে সেটা ছাপানো। ওটা ছিল বইয়ের একটা পাতা। অপরপাশ থেকে উল্টো দেখালেও আমি ঠিক পড়ে ফেললাম ওতে কী লেখা আছে।

যে অংশটা আমার দিকে ফেরানো ছিল সেটা মার্চেন্ট অব ভেনিসের একটা কপিরাইট অংশ। কার্লিসল সেটা শুকে দেখলেন। ওতে আমারই গন্ধ। কারণ সে বইটা আমারই।

আমি বাপের বাড়ি থেকে অল্পকিছু জিনিস এনেছিলাম, কটা নরমাল পোশাক, মায়ের হাতের চিঠি, আর আমার কটা প্রিয় বই। গতকাল সকালেও আমার কটেজের বুক শেলফে ওটা ছিল...

'এলিস আমাদের ছেড়ে চলে গেছে,' কার্লিসল ধীর গলায় বললেন।

'কী?' রেজালি আতকে উঠল।

কার্লিসল কাগজটা আমাদের সবার দিকে মেলে ধরলেন, যাতে করে আমরা সবাই সেটা পড়তে পারি।

"আমাদের খুঁজতে যেও না। সময় নষ্ট করো না। মনে রেখ: তানিয়া, সিওভান, আমান অলিয়েস্টার আর যাযাবরদের সবাইকে একত্রিত করতে হবে। আমরা যাওয়ার পথে পিটার আর চার্লোটকে খবর দিয়ে যাব। কোন কারণ ব্যাখ্যা ছাড়া, কোন বিদায় জানানো তোমাদের এভাবে ছেড়ে যেতে হচ্ছে দেখে আমরা খুবই দুঃখিত। এছাড়া আর কোন পথই খোলা ছিল না। এটাই শেষ রাস্তা ছিল। আমরা তোমাদের খুবই ভালোবাসি।"

আমরা সবাই নিশ্চুপ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর কোন শব্দ যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা নেকড়েদের হৃৎপিণ্ডের শব্দ। বেশ কিছুক্ষণ পর এ্যাডওয়ার্ডই সবার আগে কথা বলতে পারল।

'আমরা জানি না সে কী এমন দেখেছে' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'আমরা যা করতে যাচ্ছি তার জন্য ওর কাছেই বেশি তথ্য ছিল।

'আমরা তো আসলে ঠিক–' স্যাম নিচু গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল।

'তোমরা নিজেরা একে অন্যের জন্য দায়ী। এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের আলাদা ইচ্ছা আছে।।'

স্যামের চিবুক তির তির করে কেপে উঠল। আর মাঝে মঝেই তার চোখ চলে যাচ্ছিল পেছনের দিকে।

'তবে তোমাদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি।' এ্যাডওয়ার্ড বলে চলল। 'যা ঘটে চলেছে চাইলে তোমরা নিজেদের সংযুক্ত নাও করতে পার, এলিস যা দেখেছে তোমরা

এখনও সহজেই সেটা এড়াতে পারবে।'

স্যাম মৃদু হাসল। 'আমরা তো পালিয়ে যাচ্ছি না।' ওর পেছনে পল গরগর করে উঠল।

'বেশি গর্ব করতে যেয়ে নিজেদের পরিবারকে হত্যা করতে যেও না।' কার্লিসল মাঝখান থেকে বলে উঠলেন।

স্যাম তার দিকে আরও কোমল দৃষ্টিতে তাকাল। 'একটু আগে এ্যাডওয়ার্ড যা বলল, আমাদের সবার একই রকম স্বাধীনতা নেই যা আপনাদের আছে। রেনেসমি এখন আপনাদের যেমন একটা অংশ ঠিক তেমননি আমাদেরও। জ্যাকব ওকে ছাড়া থাকতে পারবে না। আর আমরাও জ্যাকবকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

এলিসের চিরকুটের দিকে তাকিয়ে ও সামান্য চোখ পিটপিট করল। নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'তুমি ওকে চিনতে পারনি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'আর তুমি?' স্যাম বোকার মতো বলে বসল।

কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ডের কাধে হাত রাখলেন। 'বাবা, এখনও আমাদের অনেক কিছু করার বাকি আছে। এলিস যাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকুক না কেন, ওর উপদেশই এখন মানতে হবে। ওর পেছনে অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। বাড়ি চল। কাজ শুরু করতে হবে।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়ল। ওর মুখ গাঢ় বেদনায় ছেয়ে আছে। আমি এসমের কান্নাহীন শোক অনুভব করলাম।

আমি নিজেও জানি না এই শরীর নিয়ে কিভাবে কাঁদতে হয়, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না। আমার মধ্যে কোন ধরনের অনুভূতিই কাজ করছিল না। আমার মনে হচ্ছিল আমি আমার মানুষ জীবনের সেই দিনগুলোতে ফিরে গেছি, যখন আমি প্রায় রাতেই দুঃস্বপ্ন দেখতাম। মনে হচ্ছে আমি এখন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছি।

'তোমাকে ধন্যবাদ স্যাম।' কার্লিসল বললেন।

'আমি দুঃখিত।' স্যাম উত্তর দিল। 'ওকে এভাবে যেতে দেওয়া আমাদের উচিত হয়নি।'

'না। তোমরা ঠিক কাজই করেছ।' কার্লিসল বললেন। 'এলিস নিজের একটা স্বাধীন আছে যা ইচ্ছে করার। ওর স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

আমি এতদিন ভাবতাম কুলিনরা একটা অদৃশ্য সংগঠনের মতো, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।

কার্লিসলই তো এ্যাডওয়ার্ড, এসমে, রোজালি, আর এমেটকে সৃষ্টি করেছিলেন। এ্যাডওয়ার্ড সৃষ্টি করেছে আমাকে। আমরা শারীরিকভাবেই রক্তের মাধ্যমেও যুক্ত। আমি ভাবতেই পারছি না এলিস আর জেসপার এভাবে ছেড়ে যেতে পারে। সত্যি সত্যি কথা এটা, এলিসই কুলিন পরিবারে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিল। সে ভবিষ্যৎ দেখতে পারত। সে আর জেসপার দুজনেই কুলিন পরিবারের বাইরের লোকদের অনেক বেশি জানত। সে কি দেখতে পেয়েছে কুলিনরা শেষ হয়ে গেছে, তাই কী সে আরেকটা নতুন জীবন শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছে।

আমাদের জীবনের শেষ দিন ঘনিছে এসেছে তাই না? আশার আর কোন রাস্তাই নেই।

এখন এই উজ্জ্বল সকালটাও আমার কাছে বেশ ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হলো। বোধহয় সেটা আমার হতাশা ভরা মনের প্রতিফলনের কারণেই।

'আমি লড়াই করা ছাড়া এমনিতে মরতে রাজি নই।' এমেট দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

'এলিস আমাদের বলে গেছে কী করতে হবে, চল আগে সেটাই করি।'

বাকি সবাই এতেই সায় দিল। এবার আমি বুঝতে পারলাম কেউ এখনও হাল ছেড়ে দেয়নি। তারা মৃত্যু জন্যই অপেক্ষা করছে।

হ্যাঁ। আমাদের সবাইকে লড়াই করতে হবে। এছাড়া আর কোন রাস্তাও তো নেই। আর এজন্য আর সবাইকেও এতে সংযুক্ত করতে হবে। এলিস তো চলে যাওয়ার আগে তাই বলে গেছে।

কিন্তু এলিসের শেষ বাণীটা কিভাবে অনুসরণ করব? নেকেড়েরাও রেনেসমির জন্য আমাদের সাথে লড়বে।

লড়াই আমরা করব ঠিকই, ওরাও লড়াই করবে, কিন্তু মরতে হবে আমাদের সবাইকেই।

এলিস চলে গিয়ে আমাদের সমস্যার হাত বাঁচাতে চেয়েছে। কিন্তু যে উপকার হয়েছে সেটা আসন্ন বিপদের তুলনায় ভীষণ সামান্য।

আমি স্যামের জটিলতায় ভরা মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কার্লিসলের বাড়ির দিকে চললাম।

আমরা এমনিতেই দৌড়াতে শুরু করেছি। আগের মতো কষ্ট আর এলিসকে খোঁজার উত্তেজনা নিয়ে নয়। নদীর কাছাকাছি হতেই দেখলাম এসমে নিচু হয়ে কিছু একটা দেখছেন।

'এখানে আরেকটা ট্রেইল। একেবারে টাটকা।'

'এটা দিনের খুব শুরুতেই হয়েছে। এলিসের পায়ের চিহ্ন। জেসপারকে ছাড়াই।' এ্যাডওয়ার্ড প্রাণহীনের মতো বলল।

এসমে ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা নাড়লেন।

আমি একটু ডান দিকে সরে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ডের কথাই ঠিক। ঠিক এই সময়ে... নাহ্, ও কিভাবে আমার বইয়ের পাতা ছিড়তে পারল?

'বেলা?' কিছুটা আবেগহীন আর কিছুটা দ্বিধা মেশানো গলায় ডাক দিল।

'আমি এই ট্রেইলটা ফলো করতে চাই।' এর আগে ট্রেইলে যদিও জেসপারের গায়ের গন্ধ মোশানো ছিল, তবুও সেখান থেকে জেসপারের গন্ধ বাদ দিলেই তো এলিসের গন্ধ পেয়েছি। আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।

এ্যাডওয়ার্ড একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ল। 'আমাদের মনে হয় এখন বাড়ি ফেরা উচিত।'

'আমি সেখানেই তোমাদের সাথে মিট করব।'

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তারা আমাকে একাই যেতে দিতে রাজী হয়েছে। কিন্তু এক পা এগুতেই পেছনের আরেক জনের অস্তিত্ব টের পেলাম।

'আমি আসছি তোমার সাথে,' এ্যাডওয়ার্ড ধীর গলায় বলল। তারপর কার্লিসলের

দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা বাড়ি ফিরে যান। আমরা সেখানেই আপনাদের সাথে একত্রিত হব।'

কার্লিসল মাথা নাড়লেন। তারপর ওরা সবাই বাড়ির দিকে রওনা দিল।

ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর এ্যাডওয়ার্ডের দিকে প্রশ্নসূচকভাবে তাকালাম।

'আমার আসলে তোমাকে একা যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না।' সে আমার প্রশ্নজাগানো দৃষ্টির উত্তরে বলল। 'তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ এটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।'

এত ব্যাখ্যা না করলেও আমি বুঝতাম। ওকে ছেড়ে যেতে আমারও সমান কষ্ট হতো। বিদায় তো দুজন দুজনকেই দেয়া লাগতো।

আমি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, ও আমার হাত ধরল।

'চল দ্রুত যাই।' সে বলল, 'রেনেসমি আবার জেগে উঠবে।'

আমি মাথা নাড়লাম, আবার দৌড়াতে শুরু করলাম।

পরে মনে হলো একেবারে বোকার মতো কাজ করছি। শুধুমাত্র কৌতূহলের কারণে আমি রেনেসমির সাথে কাটানোর সময়টুকুও নষ্ট করছি। চিরকুটের কথাটা মাথায় আসতেই আমার বিরক্তও লেগে উঠল।

ও এটা কোন কাজ করল। ও তো শিলার গায়ে অথবা বাসার কাছে গাছে গুড়ির গায়েও লিখে যেতে পারত। ঘরে কত প্যাড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেখানের একটা পাতা নিলেই তো সব মিটে যেত। বেছে বেছে আমার বইয়ের পাতা ছিড়ে চিরকুট লেখার বুদ্ধি ওর কেন যে এল। আর সে ওটা লিই বা কখন?

আমরা নিশ্চিত হলাম এলিসের ট্রেইল কার্লিসলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার কটেজ আর বনের সেই প্রান্ত—যেখান থেকে একটু আগে আমরা ফিরে এসেছি, ওটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ্যাডওয়ার্ডের ভ্রু কুঁচকে গেল। সে বুঝতে পারছিল না আর কোথায় এই ট্রেইল যেতে পারে।

সে কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'সে জেসপারকে অপেক্ষা করতে বলে এখানে একাই এসেছিল?'

আমরা ট্রেইল ধরে সোজা আমাদের কটেজের দিকে এগুতে লাগলাম। আমার কিছুটা অস্বস্তি জেগে উঠল। এ্যাডওয়ার্ড পাশে থাকাতে বেশ খুশিই হলাম। আমি আনন্দের সাথে ওর হাত ধরে রাখলাম। না হলে এখানে একাই আসতে হতো। আবার কান্নাও পেতে লাগল। আমার বই ছেঁড়ার মতো এমন একটা অদ্ভুত কাজও এলিস করতে পারল?

আমার হঠাৎ কেন যেন মনে হলো এভাবে লেখার পেছনে ওর একটা যুক্তি আছে। নিশ্চয় সে কোন একটা ম্যাসেজ দিতে চেয়েছে। আমরা কেউ সেটা বুঝতে পারছি না।

যেহেতু এটা আমার বই, তাই ভাবছি ম্যাসেজটা আমার জন্য কিনা? হয়তো এমন একটা কিছু যেটা সে অন্যদের জানতে দিতে চায় না, কেবল এ্যাডওয়ার্ডকেই জানাতে চায়। তাই এই ব্যবস্থা। তা না হলে ও বেছে বেছে এই বইয়ের পাতা ছিড়বে কেন...?

'আমাকে একটা মিনিট সময় দাও তো,' আমি বললাম। ওর হাত থেকে আমার হাত

সরিয়ে নিলাম। আমার ঘরের দরজার দিকে ছুটলাম।

'ওর কপাল কুঁচকে গেল। 'বেলা?'

'প্লিজ? মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড।'

আমি ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলাম না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা ঠেলে দিলাম।

সোজা বইয়ের তাকের দিকে চলে গেলাম। এলিসের গায়ের গন্ধ তখনও খুব স্পষ্ট। বড় জোর একদিনের মতো পুরোনো হয়েছে। ফায়ারপ্লেসে আমি আগুন জ্বালাই নি। কিন্তু তখনও সেটা গরম ছিল। কারণ তলায় তখনও নিভু নিভু আগুন ছিল।

তাকে মার্চেন্ট অব ভেনিস চোখে পড়তেই সেটা নামিয়ে আনলাম। প্রথম পাতা খুললাম। ছেড়া পাতার আগের পাতায় বইয়ের নাম ছিল— মার্চেন্ট অব ভেনিস বাই উইলিয়াম শেকসপিয়ার, তার নিচেই.একটা নোট।

'এটা পড়ার পর নষ্ট করে ফেল।'

তার নিচেই একটা নাম আর ঠিকানা লেখা। ঠিকানাটা সিয়াটলেরই।

দরজা ঠেলে এ্যাডওয়ার্ড যখন ঘরে ঢুকল তখন প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। ততক্ষণে আমি আমার বইটা আগুন উস্কে দিয়েছি। বসে বসে আমার বই পোড়া দেখছিলাম।

'কী হচ্ছে বেলা?'

'সে এখানে এসেছিল। আমার ওই বইতেই সে ওর ঠিকানা লিখে রেখেছিল।'

'কেন?'

'আমি জানি না কেন।'

'তুমি এটা আগুনেই বা পোড়াচ্ছ কেন?'

'আমি-আমি—' আমি ভ্রু কুঁচকে থাকলাম, কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। আমার হতাশা আমার কষ্ট আমার চোখে মুখেই প্রবল ছিল। আমার এটা জানা ছিল না সে আমাকেই কেন এসব জানাতে গেল। সে তো আমার আর রেনেসমির কাছ থেকেই নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল।

হতে পারে একটাই কারণে। আমিই একমাত্র যার মন এ্যাডওয়ার্ড পড়তে পারে না। সে ওকে জানতে দিতে চায় না বলেই এই ব্যবস্থা। হতে পারে এটা ভালো জন্যই।'

'এটাই এখন ভালো হয়েছে।'

'আমরা এখনও জানি না সে কী করতে চাচ্ছে,' সে শান্ত স্বরে বলল।

আমি আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমিই এখন একমাত্র একজন যে এ্যাডওয়ার্ডের সাথে সহজেই মিথ্যে বলতে পারবে। সে ক্ষমতা আমার আছে। এটাই এলিস আমার কাছ থেকে চাচ্ছে। ওর শেষ অনুরোধ।

'আমরা ইতালির প্লেন কখন ধরব?' আমি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এটা অবশ্য কোন মিথ্যে কথা বলা হলো না।

'পথে যাওয়ার সময় সে তোমাকে তুলে নেবে... আর সে চায় না জেসপার ভলচুরির সাথে মোকাবিলা করতে যেয়ে নিজের প্রাণ হারায়। ওকে বিপদে ফেলতে চায় না এলিস।'

এ্যাডওয়ার্ড কোন কথা বলল না।

'ওর কাছে ওর প্রায়োরিটিটা আগে।' আমি বললাম। আমার নিজের বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা খামচে ধরে আছে। এধরনের মিথ্যে কথাও আমি বলতে পারছি। কিন্তু হয়তো এটা মিথ্যাও নয়।

'আমি এটা বিশ্বাস করি না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে আমাকে বলার জন্য বলল না, যেন নিজেকে নিজে বলল,

'হতে পারে জেসপার বিপদে। ওর প্ল্যান হয়তো জেসকে বাঁচানোর জন্যই। আমাদের সাথে থাকলে তো ওকে মরতে হতো।'

'সে আমাদের এ কথা বলতে পারত। ওকে অন্য কোথাও পাটিয়ে দিতাম।'

'কিন্তু জেসপার যাবেই বা কোথায়? হতে পারে এলিস ওর সাথেও মিথ্যে বলছে।'

'হতে পারে,' আমি নয় জানানোর ভান করলাম। 'আমাদের এখন বাড়ি যাওয়া উচিত। হাতে আর সময় নেই।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত ধরল। আর আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম।

এলিসের নোট আমাকে আশাবাদী করতে পারল না। এমন কোন উপায় থাকত যে হত্যাকারীগুলোকে এড়ানো যেত, তাহলে নিশ্চয় এলিস এখানে থাকত। এছাড়া আমি আর কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। পালানো নয়, অন্যকিছু একটা সে আমাকে দিতে চেয়েছে। কী এমন যা আমি এখন বাঁচাতে পারি?

কার্লিসল আর অন্যান্যরাও আমাদের অনুপস্থিতে অলসের মতো বসে ছিল না। ওদের ছেড়ে আসার পর এখন আমাদের ফেরা পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মিনিট ব্যয় হয়েছে। আর এরই মধ্যে এরা সবাই বাড়ি ছাড়ার জন্য প্রস্তুত। এক কোণায় জ্যাকবও আছে রেনেসমিকে কোলে নিয়ে। তারা দুজনেই আমাদের দিকে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে।

রোসালি মোটা কাপড়ের শার্ট আর মোটাসোটা কাপড়ের জিন্স পরল। এসমে সাধারণ কাপড়ই পরলেন যা তিনি সব সময়ই পড়েন। কফি টেবিলের ওপর একটা গ্লোব ছিল। তার আমার জন্য অপেক্ষা করার সময় সেটার দিকেই তাকিয়ে রইল।

আবহাওয়া আগের চেয়ে এখন অনেক ঠিক হয়েছে। একসাথে যেতে পেরে এখন অনেক ভালো লাগছে। এলিসের নির্দেশমতো সবাই চলছে।

আমি গ্লোবের দিকে তাকালাম। ও যে জায়গাটা দেখাল সেটা দেখে আমি আতঙ্কে উঠলাম।

'আমাদের এখানে থাকতে হবে?' এ্যাডওয়ার্ড কার্লিসলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ওর কণ্ঠস্বরটা তেমন ভালো শোনাল না।

'এলিস বলেছিল যে আমাদের লোকজনের সামনে খুব সাবধানে রেনেসমিকে দেখাতে হবে।' কার্লিসল বললেন। 'আমরা যেমন করেই পারি তোমার এখানে কাউকে না কাউকে পাঠাবো। তুমি তোমার লোকদের খুঁজে নিও ততদিনে।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়ল, তখনও ওর মুখটা বেদনায় ভরা। 'অনেক কাজ বাকি।'

'রোজ আর আমি যাযাবরদের সন্ধানে যাব।'

'তোমারই এখানে অনেক কাজ।' কার্লিসল বললেন। 'তানিয়ারা কাল সকালের মধ্যেই এখানে চলে আসবে। তাদের কিছুই ধারণা থাকবে না। তুমি ধীরে ধীরে তাদের

পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। যেন ওরা ইরিনার মতো রিয়েক্ট না করে। আর এলিস ইলাজার এর কথা কী বলেছিল সেটার ভারও তোমার উপর। আর আমরা ফিলে আসলে বাকি কাজ শুরু করব।' কার্লিসল একটা নিঃশ্বাস ফেললেন 'জানি তোমার জন্য কাজটা বেশ কঠিন হয়ে গেল। কিন্তু একটু কষ্ট করো, কী আর করবে? আমরা খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।'

কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ডের কাধে হাত রাখলেন। আর আমার কপালে চুমু খেলেন। এসমে আমাদের দু জনকেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রোজালি আমার আর এ্যাডওয়ার্ডের দিকে হাসি ছুঁড়ে দিল। রেনেসমিকে চুমু খেল। আর জ্যাকবের দিকে চেয়েও একটু হাসার চেষ্টা করল।

'গুডলাক।' এ্যাডওয়ার্ড তাদের বলল।

'তোমাকেও।' কার্লিসল বললেন। 'আমাদের প্রত্যেকেরই এটা খুব করে দরকার।'

আমি তাদের চলে যেতে দেখলাম। মনে মনে তাদের প্রতি শুভকামনা জানালাম।

কিছুক্ষণ আমাকে কম্পিউটারের সাথে যুদ্ধ করেই কাটাতে হবে। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এই জে. জেঙ্ক লোকটা কে? আর এলিসও বা কেন এই লোকটার নাম আমার বইয়ের পাতায় লিখল।

রেনসমি জ্যাকবের চিবুক ছোয়ার জন্য মোচড়ামোচড়ি করতে লাগল।

'আমি জানি না কার্লিসলের বন্ধুরা আসবে কি না, যদিও মনে প্রাণে তাই-ই চাইছি। এখন মনে হচ্ছে আমরা সংখ্যায় একেবারে কম।' জ্যাকব বিড়বিড় করে রেনেসমিকে বলল।

তাহলে সেও জানে। কী ঘটছে এটা সম্পর্কে রেনেসমিও বুঝে গেছে পুরো ব্যাপারটা।

আমি ভালো করে ওর মুখটা খেয়াল করার চেষ্টা করলাম। ওকে ভীত দেখাচ্ছিল না। কিন্তু কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছিল। সে জ্যাকবের মুখে হাত রেখে ওর সাথে ওর নিজস্ব পদ্ধতিতে আলাপ চালিয়ে গেল।

'না। আমরা সাহায্য করতে পারব না। আমাদের এখানেই থাকতে হবে।' সে বলে চলল।

'ও সব লোকেরা তোমাকে দেখার জন্য আসছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য নয়।'

রেনেসমি ভ্রু কুঁচকে থাকল।

'না। আমি কোথাও যাব না।' সে রেনেসমিকে বলল। তারপর সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। ওর চোখে একটা সন্দেহ দোলা দিয়ে গেল। ভ্রু কুঁচকে গেল ওর।

'করব কী?'

'এ্যাডওয়ার্ড দ্বিধা বোধ করল।'

'ব্যাপারটা ছুঁড়ে ফেলল।' জ্যাকবের গলা টেনশানের কারণে কেমন কাঁপাকাঁপা শোনাল।

'ভ্যাম্পায়ারদের যারা এখানে আসছে ওরা ঠিক আমাদের মতো নয়।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'তানিয়ার ফ্যামিলি এক সময় মানুষ অবস্থায় থাকতে আমাদের খুব ভালো বন্ধু ছিল। এখনো আছে। আর তারা ওয়্যারউলফ আমাদের সাথে আছে এটা কল্পনাও করতে পারবে না। তাই এটা আসলে নিরাপদ হবে—'

'আমি নিজের নিরাপত্তা নিজেই রাখতে জানি।' জ্যাকব বাধা দিয়ে বলল।

'নিরাপদ হবে রেনেসমির জন্য।' জ্যাকবের কথার বাধা স্বত্বেও সে বলে চলল। 'আমি মনে করছি তারা সাধারণ আর সব বিষয়ে মোটামুটি শান্ত থাকবে। কিন্তু তোমাকে তো এটা বুঝতে হবে যে রেনেসমিকে ওরা সাধারণ চোখে দেখবে না। জানোই তো ইরিনা অমল শিশু নিয়ে... যাই হোক, কেন আমরা সুযোগ থাকা স্বত্বেও ব্যাপারটাকে তিক্ত করে তুলল। লড়াই করতে গেলে তাদেরও তো দরকার আছে।'

গতরাতে কার্লিসল জ্যাকবকে অমর শিশু সম্পর্কে যে আইন সেটা বলেছিলেন।

'অমর শিশুরা কী অমনই খারাপ প্রকৃতির হয়?' সে জানতে চাইল।

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তাদের দৌরাত্ব কতখানি। একদল ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে একজন শিশু ভ্যাম্পায়ারের ক্ষমতা অনেকখানি।'

'এ্যাডওয়ার্ড... ও এ্যাডওয়ার্ডের নাম মুখে উচ্চারণ করেছে দেখে আমার কানে সেটা ভীষণ অদ্ভুত শোনাল। কোন ধরনের তিক্ততা ছাড়াই সে এবার নামটা উচ্চারণ করল।

'আমি জানি জ্যাক। ওকে ছেড়ে থাকতে আমাদেরও খুব কষ্ট হবে। খুব মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে খেলতে হবে। আমরা প্রথমে দেখব তাদের রিয়েক্ট কেমন হয়। হতে পারে এ জন্য কয়েক সপ্তাহের জন্যও রেনেসমিকে ছেড়ে থাকতে হবে। ওদের সাথে পরিচয় করানোর আগে ওকে কটেজে সরিয়ে রাখতে হবে। আর তোমাকেও মূল বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে...

'আমি সেটা পারব। কিন্তু সকাল পর্যন্ত ওর সাথে থাকলে কোন সমস্যা আছে?'

'না। তুমি এখানে থাকতে পার। আর শোন. তানিয়া কিন্তু তোমার সম্পর্কে জানে। সেথেও সাথেও ওর চেনা জানা আছে।'

'ঠিক বলেছ।'

'তোমার আগে স্যামের সাথে কথা বলা উচিত। যে কিছু ঘটছে তা স্যামকে জানানো উচিত। বলো অল্প সময়ের মধ্যেই বনে আগন্তুক দেখা যাবে।'

'গুড পয়েন্ট। আমি শেষরাতের পর ওকে ডাকাডাকি করতেও মানা করব।'

'এলিসের কথা শুনে মাঝে মাঝে দেখি লাভও হয়।'

দাঁতে দাঁত চেপে সে স্যামের অনুভূতি শেয়ার করছে। স্যাম কথা বলছে এলিস আর জেসপারের চলে যাওয়ার নিয়ে। জানালায় দাঁড়িয়ে থেকেই আমি ওর চোখে দুশ্চিন্তার আভাস দেখতে পেলাম। এটা বুঝতে পারা আমার জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না।

আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিলাম। সেখান থেকে সরে আসলাম। শোবার ঘর ছেড়ে ডাইনিং এর দিকে আসলাম। সেটা পা হয়ে সোজা কম্পিউটারের রুমে চলে আসলাম।

আমি বনে যেমন দ্রুত গতিতে দৌড়াচ্ছিলাম, এখানে কী বোর্ডে তেমন করে আঙুল চালাতে লাগাম। অনেক অন্য মনষ্ক হয়েই কাজটা করলাম। সব ভ্যাম্পায়াররাই কী অন্য মনষ্ক হয়ে কাজ করে।

আমার মনে হলো কেউ এখন আর আমাকে দেখছে না। তাও আমি ভালো করে

নিশ্চিত হতে পারছি না। গোঙানির মতো শব্দ করে কম্পিউটার চালু হয়ে গেল। আমি আবার কী বোর্ডে হাত রাখলাম।

আমি জে. জেঙ্কস খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু পেলাম না। শেষ পর্যন্ত যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে জেসন জেঙ্কস। একজন আইনবিদ। আমি আবার কীবোর্ডে কী প্রেস করায় মনোযোগী হলাম।

জেসন জেঙ্কস এর চমৎকার একটি ওয়েবসাইট আছে তার খামার নিয়ে। কিন্তু ঠিকানা তো মিলল না। এলিস লিখেছিল সিয়াটল। কিন্তু এখানে লেখা ভিন্ন একটা জিপি কোড।

আমি ফোন নাম্বারটা টুকে রাখলাম আর কীবোর্ডে সমান তালে আঙুল চালিয়ে যেতে লাগলাম। ঠিকানা খুঁজলাম। কিন্তু ওখানে কোন ঠিকানা দেয়া নেই। আমি ম্যাপ দেখতে চাইলাম। আমার মনে হচ্ছে আমি আমার ভাগ্যকেই ধোকা দিচ্ছি। আমি আবার আঙুল চালিয়ে সব রিস্টে হিস্টোরি মুছে দিলাম।

হঠাৎ আমি মেঝেতে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। পেছন ফিরলাম। যাকে আশা করব ভেবেছিলাম তাকেই পেলাম। আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই রেনেসমি আমার কোলে চলে এল।

আমি জানি না পুরো ব্যাপারটা কিভাবে সহ্য করব। আমি নিজের জীবন নিয়ে যতটা না ভয়ে আছি। তারচেয়ে আমার এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে আরও ভয় লাগছে। ভয় লাগছে পরিবারের আর সবার জীবন নিয়েও। আমার মেয়ের কথা ভাবতেও আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। যে করেই হোক, ওকে বাঁচানোর একটা পথ বের করতে হবে। এটাই এখন আমার জন্য সবচেয়ে জরুরি।

রেনেসমির হাত আলতো করে আমার চিবুক স্পর্শ করল।

সে আমার পরিচিত মুখগুলোই বারবার দেখাতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড, জ্যাকব, রোজালি এসমে কার্লিসল এলিস জেসপার। ঘুরে ফিরে এগুলোই আরও দ্রুত গতিতে ভেসে উঠছিল আমার চোখের সামনে।

সেথ লিহ চার্লি স্যু আর বিলি। আবার। আবার। এভাবে বারবার। শেষে দেখালো আমাদের কথোপকথনের সেই অংশ যখন আমরা বলছিলাম— আমাদের আর কোন আশা নেই, এক মাস সময় আছে মাত্র। এরপর সবাইকেই মরতে হবে।

সে এলিসের ছবিটা স্থির করে রাখল। কিছুটা দ্বিধান্বিত যেন। হয়তো এটা জানতে চাচ্ছে এলিস কোথায় গেল?

'আমি জানি না মা।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'কিন্তু এলিস এমনই। সে সব সময় ঠিক কাজটাই করে।'

ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে চলে গিয়ে, সে এটা ছাড়া আর কোন বুদ্ধি বের করতে পারেনি?

রেনেসমি একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ওর চোখে কিছুটা বেদনা।

'আমিও ওকে মিস করছি সোনা।'

আমার খেয়াল হলো আমার মুখের ভাব ভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক দিন বুকের ভেতর যে শোকা চাপা পড়ে ছিল সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো আমার চোখ অনেক শুষ্ক হয়ে উঠেছে। জ্বালা করছে। আমি চোখ পিটপিট করে অদ্ভুত

ফিলিংসটাকে সামলাতে চাইলাম। আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। গলার কাছে মনে হলো কিছু একটা আটকে আছে। আমি ঢোক গিললাম।

রেনেসমি আমার দিকে তাকাল। ওর চোখে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম। আমাকে এখন দেখাচ্ছে এসমের মতো— আজ সকালে বনে এলিসের চলে যাওয়ার কারণে তার যে শোকাবস্থা হয়েছে ঠিক সে রকম। প্রচণ্ড কাঁদার ইচ্ছে অথচ কান্না নেই।

আসলেই আমার প্রচণ্ড কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে হাউমাউ করে কাঁদি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রেনেসমির চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। চোখ ভেজা চকচক করতে লাগল। কিন্তু সে চোখের পানি পড়তে দিল না। পাছে আমি কষ্ট পাই।

এবার আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের মধ্যে মা-মেয়ের একটা সমঝোতা আছে। ঠিক যেমনটা ছিল মায়ের সাথে আমার। অবশ্য সামনের ভীবষ্যৎ সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত নই।

শেষ পর্যন্ত রেনেসমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমি চুমু খেয়ে সেটা মুছে দিলাম। সে অবাক হয়ে ওর চোখে পানি স্পর্শ করল। আর নিজের আঙুলের ডগার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কেদো না সোনা।' আমি ওকে বললাম। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভালো থাকবে মা। আমি তোমাকে ভালো রাখবো।'

যদিও কথাগুলো বলল, কিন্তু আমার রেনেসমিকে বাঁচানোর মতো ঠিক পথ এখনো বের করতে পারিনি। এলিস হলে ঠিক বের করে ফেলত। কে জানে, হতে পারে এলিস সত্যি আমার জন্য রাস্তা রেখে গেছে, যার প্রমাণ বইয়ে লেখা। সে হয়তো এভাবেই আমার জন্য রাস্তা রেখে গেছে।

ত্রিশ

চিন্তা করার মতো আরও অনেক ব্যাপার ছিল।

প্রথমত আমি কিভাবে জে. জেঙ্কসকে খুঁজে বের করব। দ্বিতীয়ত, এলিস কী চায়, আমি তা সাথে দেখা করে কী করব? কী জানব?

এলিসের দেওয়া সে ক্লু-টা যদি রেনেসমিকে বাঁচানোর জন্য না হয়ে অন্য কোন কারণের জন্য হয়, তাহলে আমি আমার মেয়ে কিভাবে বাঁচাবো?

ঘটবে যে ব্যাপারগুলো তার সবগুলো আমি আর এ্যাডওয়ার্ড তানিয়ার পরিবারের কাছে কিভাবে খুলে বলব?

তারা যদি ইরিনার মতো বাজে প্রতিক্রিয়া দেখায়?

তারা যদি উল্টো আমাদের সাথেই লড়াইতে নামে?

আমি জানি না কিভাবে লড়াই করতে হয়। এই এক মাস আমি কী শিখব? শেষ পর্যন্ত কী এই হবে যে আমার মেয়ে ভলচুরিরই সদস্য হবে?

নাকি আমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাব? এসব ভাবার মতো অবস্থা আমার থাকবে?

আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দরকার। কিন্তু আমি প্রশ্নগুলো কাউকে বলারও সুযোগ পেলাম না।

আমি চাইছিলাম রেনেসমির সাথে আরও সহজ আচরণ করতে। কটেজে ওর সাথে কথা বলার চাইতে কটেজে রাতে শোয়ার সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওর সাথে গল্প করতাম। এ সময়ে জ্যাকব ওর নেকড়ে রূপে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করল। আমি এখানে থেকেই বেশ বুঝতে পারছিলাম সে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

রেনেসমি ঘুমিয়ে গেলে আমি ওকে আস্তে করে শুইয়ে দিলাম। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এসে এ্যাডওয়ার্ডের কাছে আসলাম। আমার প্রশ্নে উত্তরগুলো ওর কাছে জানতে চাইব।

যে করেই হোক ওর কাছ থেকে আমাকে সব জানতেই হবে।

সে আমার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আগুন উস্কে দিচ্ছিল। 'এ্যাডওয়ার্ড... আমি...

সে আমার দিকে ঘুরলো। আমি কিছু বলার আগেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ঠোঁট দিয়ে আমাকে পিষে ফেলতে লাগল।

আমার মনে হয় আজরাতে আর কোন প্রশ্ন করতে পারব না। মনে হয় ওর মুডও নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমারও সেটা মনে হচ্ছে।

হঠাৎ আমার মনে হলো কত হাজার বছর ধরে ওর শরীরের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য আমি অস্থির হয়ে আছি। যেন কতবছর পর কাঙালের মতো ওর ছোঁয়া উপভোগ করছি। আমার মনে হলো আমার ভেতর ওর জন্য এতখানি ভালোবাসা আছে মহাকালের যেটুকু সময় আমার জন্য বরাদ্দ সেটাও অনেক অল্প।

পরদিন সূর্য উঠে গেলে ওর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ল। এতখানি আবেগে তখনও ভাসছিলাম দুজনে। শরীরে শরীর ছুঁয়ে নতুন একটা স্বাদ খুঁজে চলেছিলাম আমরা।

কিন্তু কাজও তো পড়ে আছে অনেক। সে কাজ অনেক শক্ত। সময় আরও পেরুতেই আমাদের আবেগ আরও কমে আসতে লাগল। তখনই একমাত্র চিন্তা করার সময়টুকু পেলাম।

'আমার কী ইচ্ছা জানো, তানিয়াদের রেনেসমি সম্পর্কে বলার আগে এলিয়াজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।' এ্যাডওয়ার্ড নিজ থেকেই বলল।

আমরা তড়িঘড়ি করে ক্লসেট থেকে জামা বের করে পরতে লাগলাম।

'সব করতে হবে অবস্থা বুঝে।'

'উনাকে তো এসব বললে হবে।' আমি ওর কথায় সায় দিয়ে বললাম। 'আগে উনাকে সব খুলে বলাটা কি উচিত হবে?'

'আমি জানি না।'

আমি ঘুমন্ত অবস্থাতেই রেনসমিকে কোলে নিলাম। ওর চুল আমার মুখের কাছে এসে পড়ল। ওর সুন্দর গন্ধ আমার নাকে লাগল। আর সবগন্ধের চেয়ে সেটা খুবই প্রখর।

আজ দিনের একটা সেকেন্ডও সময় নষ্ট করা যাবে না। আমার প্রশ্নগুলোর উত্তরও জেনে নিতে পারলাম। আমি এখনও এটাও জানি না যে এ্যাডওয়ার্ড আর আমি কতক্ষণ আজ আলাদা থাকব। তানিয়াদের ফ্যামিলির সাথে বোঝাপড়া যদি খুব ভালোভাবে করা যায় তবেই আমরা এক সাথে থাকার সুযোগ পাবো।

'এ্যাডওয়ার্ড, তুমি কী আমাকে বলবে কিভাবে লড়াই করতে হয়?' দরজার দিকে

যেতে যেতে আমি টেনশান মেশানো গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

আমি যা আশা করেছিলাম তাই ঘটল। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেমন যেন একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখল। যেন সে জীবনে প্রথমবারের মতো আমাকে দেখছে। ও একবার আমাকে আরেকবার আমার ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাতে লাগল।

'যদিও লড়াই এর ব্যাপারটা এসে পড়ে তারপরও আমরা ওদের সাথে লড়ে পারব না।'

আমি আমার গলার স্বরকে যথাসম্ভব শক্ত রাখার চেষ্টা করলাম। 'আমাকে অন্তত আত্মরক্ষার কৌশলও কী শেখাবে না?'

সে গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। 'তুমি কখন শিখতে চাও... আমাদের সব কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে...যত দ্রুত সম্ভব।'

আমিও মাথা নাড়লাম। এরপর আমরা বড় বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম। এবার আর দৌড়ালাম না। ধীরেসুস্থেই এগোতে লাগলাম।

'আচ্ছা এ্যাডওয়ার্ড, তুমি তো বললে বা আমিও জানি তারা অনেক শক্তিশালী, তাদের সাথে লড়ে হারানোর মতো শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু তারপরও কী ওদের.. বিশেষ কোন দুর্বলতা নেই?'

এ্যাডওয়ার্ডকে বলতে হলো না যে আমি ভলচুরিদের কথাই বলছি। সে এমনিতেই বুঝতে পারল।

'এলেক আর জেন হচ্ছে তাদের মূল শক্তি,' সে যন্ত্রের মতো গলায় বলল। বাস্কেটবল খেলায় যেমন থাকে। আর তাদের জন্য ডিফেন্সে যারা আছে তাদের কখনও তাদের শক্তি প্রয়োগ করা লাগে না।'

'বুঝলাম যে জেন তোমাকে দগ্ধ করতে পারে— সামনাসামনি— মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে। আর এলেক কী করে? তুমি কখনও বলনি যে সে জেনের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর।'

'হ্যাঁ। সে রকমই। সে জেনের এন্টিডোট। জেন তোমাকে এমন ব্যথা দেবে যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আর সে হিসাব করলে এলেক কোন ব্যথাই দেবে না। কোন ধরনের অনুভূতি টের পাবে না তুমি। একেবারে কিছুই না।'

'অবশ করে দেয়? কিন্তু সেটা জেনের দেওয়া ব্যথার চেয়ে ভয়ঙ্কর হলো কী করে?'

'সে তোমার সব ধরনের ইন্দ্রিয় ক্ষমতা নষ্ট করে দেবে। কোন ব্যথা না, যেন তোমার দেখার ক্ষমতা শোনার ক্ষমতা ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা কিছু থাকবে না। অন্ধকারে তুমি একা থাকবে। তুমি এটাও অনুভব করতে পারবে না কেন তারা তোমাকে ব্যথা দিয়েছিল।'

আমি কেঁপে উঠলাম। এমনটা আমরা আমাদের নিজেদের জন্য আশা করতে পারি। দেখা নেই শোনা নেই। মৃত্যুর মতোই তো ভয়ঙ্কর এটা।

'এসব কারণে সে জেনের মতোই ভয়ঙ্কর।'

এ্যাডওয়ার্ডের আগের মতো শীতল গলায় বলে যেতে লাগল। 'যদি তোমাকে অসহায় করার তাদের ইচ্ছা থাকে তাহলে এরা দুজনে সহজেই তোমাকে অক্ষম করে দেবে। ওদের দুজনের তফাৎ হচ্ছে এ্যারো আর আমার মতো। এ্যারো সামনা সামনি একেকজন লোকের মন এক এক বার পড়তে পারে। জেনও ওর দৃষ্টি দিয়ে

সামনাসামনিই একজনকেই ব্যথা দেয়। আমি একই সময়ে সবার মন পড়তে পারি।'

এতটুকু বলতেই আমি বুঝে গেলাম এ্যাডওয়ার্ড কী বলতে চাচ্ছে। 'মানে তুমি বলতে চাচ্ছ এলেক একবারে সবাইকেই অক্ষম করে ফেলবে?' আমার গলা দিয়ে অনেক কষ্টে স্বর বেরুল।

'হ্যাঁ।' সে বলল। 'সে যদি ওর ক্ষমতা আমাদের উপর প্রয়োগ করে তাহলে আমরা সবাই অন্ধের মতো, বধিরের মতো, স্থানুর মতো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবো যতক্ষণ না তারা আমাদের খুন করে। হতে পারে প্রথমে তারা আমাদের একজনকে ব্যথা দেবে। বাকিরা কেউ লড়তে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেই তখন এই ব্যবস্থা। তখন একজনের কারণে সবাইকেই এলেকের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।'

আমরা কয়েক সেকেন্ড আর কথা বলতে পারলাম না। নীরবে হাঁটতে লাগলাম।

একটা আইডিয়া আমার মাথায় খেলা করছিল। ঠিক স্পষ্ট করে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আর কেমন ভালো সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

'আচ্ছা, তুমি কী মনে কর এলেক বেশ ভালো যোদ্ধা।' আমি জানতে চাইলাম। 'সেটা না হলে সে আর কী কী করতে পারে? না মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, সে কী ওর প্রাকৃতিক গিফট ছাড়া লড়াই করতে পারবে...?

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল। 'তুমি কী ভাবছ বলতো?' আমি সোজা ওর দিকে তাকালাম। 'বেশ, শোন, সে আমার উপর ওর শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, তাই নয় কী? এ্যারো আর জেন তোমার উপর তাদের শক্তি প্রয়োগ করেছিল। হতে পারে.. কিন্তু যখন ওকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত থাকতে হবে তখন? আমি নিজে একটা বুদ্ধি বের করেছি—'

'সে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভলচুরিদের সাথে আছে বুঝলে?' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কথা শেষ করতে দিল না। ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। আমি আমার মাথার মধ্যে যে দৃশ্য কল্পনা করছিলাম সম্ভবত সেও তা আঁচ করতে পেরেছে। আমি আসলে সে সময়কার একটা কল্পিত দৃশ্য ভাবছিলাম: এলেক এর প্রভাবের কারণে সবাই পিলারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কেউ নড়তে চড়তে পারছে না— শুধু আমি ছাড়া। আমার উপর সে কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। যেমন করে এ্যাডওয়ার্ড আমার উপর প্রভাব ফেলে আমার মন পড়তে পারে না। তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে যে আমিই পুরো কুলিন পরিবারের মধ্যে একজন যে লড়াই করতে পারবে।

'হ্যাঁ। তুমি সহজেই ওর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু তুমি এখন নতুন, বেলা। আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে শক্তিশালী যোদ্ধা বানিয়ে ফেলতে পারব না। আর আমি এটাও নিশ্চিত ওর নিজস্ব ক্ষমতা ছাড়াও ওর যুদ্ধেরও ট্রেনিং আছে।'

'হতে পারে। আবার নাও তো হতে পারে? এটাই আমি করতে পারব আর কেউ যা কখনই করতে পারবে না।'

'প্লিজ বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড ওর দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'এটা নিয়ে আর কোন কথা বলো না।'

'একটু বোঝার চেষ্টা করো।'

'আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করব আমার সব মেধা খাটিয়ে হলেও তোমাকে আত্মরক্ষা করব। কিন্তু প্লিজ, এটা যেন আমাকে দেখতে না হয় যে কেবল খেলার ছলে তুমি

তোমার প্রাণটা শেষ—' ওর কথা আটকে এল। পুরো লাইনটা আর শেষ করতে পারলো না।

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝেছি, আমার প্ল্যান আমাকেই করতে হবে। যদি সত্যি ভাগ্য আমার সহায় হয় তাহলে প্রথমে দেখে নেব এলেককে, তারপর জেনকে।

আমার মন খুব দ্রুতগতিতে এগুতে লাগল। আমি সত্যি তাদের সাথে পারব তো?

সত্যি কথা বলতে কি, এলেক অথবা জেন যার সাথেই লড়তে যাই না কেন, যুদ্ধের কৌশল আমাকে যে করে হোক শিখতেই হবে।

আমি কল্পনাও করতে পারছি না খিটখিটে স্বভাবের জেন তার সময়টুকু সত্যি যুদ্ধ কৌশল শিখতে ব্যয় করেছে কি না?

'আমাকে সব শিখতে হবে। এই মাসের আগেই যতটুকু পারো আমাকে শেখাবে।'

সে এমন ভান করল যে সে কিছুই শোনেনি।

প্রথমে আগে কাকে আক্রমণ করব সেটাও ভেবে নিতে হবে। কিভাবে আক্রমণ করব তাও। আমি জানি না বাকিরা যারা আছে তারাই বা কিভাবে লড়বে। তাদের সাথেও তো আমার বোঝাপড়া করতে হবে। তার উপর আবার আছে দিমিত্রি...

দিমিত্রির কথা ভাবার সময় তখনও আমার মুখটা স্বাভাবিক ছিল। সন্দেহ নেই সে অবশ্য একটা ভালো যোদ্ধা হতেই পারে। কারণ সেই ওদের যে কোন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। আর ও অনেক ভালো ট্র্যাকার। এ পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ ট্র্যাকার। এ্যারো নিজেও অদ্বিতীয়।

যদি দিমিত্রি না আসে তাহলে আমরা ভালো এগোতে পারব।

আমার মেয়ে আমার কোল উষ্ণ করে রেখেছে... ওর সাথে কে থাকবে, জ্যাকব অথবা রোজালি?

আর... যদি দিমিত্রি সত্যি না থাকে তাহলে এলিস আর জেসপার তো বেঁচেই যাবে। এটাই কী এলিস দেখেছিল সেদিন? আমাদের পরিবারের একটা অংশ দৈবাত বেঁচে যাবে। আমি কী এজন্য রাগ হব?

'দিমিত্রি...' সামনে দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে গেল।

'দিমিত্রি আমার ব্যাপার।' এ্যাডওয়ার্ড দাঁত মুখ শক্ত করে কঠিন গলায় বলল। আমি ঝট করে ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখে মুখে একধরনের প্রচণ্ড ঘৃণা দেখতে পেলাম।

'কেন?' আমি আস্তে করে জানতে চাইলাম।

সে প্রথমে উত্তর দিল না।যখন আমরা নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম তখনই সে মুখ খুলল। 'এলিসের জন্য। পরের পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত যদি ওকে ধন্যবাদ আমি দিতে চাই তাহলে দিমিত্রিকে শেষ করে দেয়াই হবে আসল ধন্যবাদ।'

যাক, ওর চিন্তা তাহলে আমার চিন্তার সাথে মিলে গেছে।

আমি ঠাণ্ডা মাটিতে জ্যাকবের ভারী পা ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। এক সেকেন্ডের মধ্যে আমি ওকে দেখতে পেলাম। ও নেকড়ে রূপেই আছে। ওর আধার কালো চোখ রেনেসমির দিকে নিবদ্ধ।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম। তারপর আমার প্রশ্নে চলে এলাম। সময় খুব কম।

'এ্যাডওয়ার্ড, এলিস আমাদের বলল ভলচুরি সম্পর্কে জানতে হলে আগে

এলিয়াজারের সাথে কথা বলতে, তুমি কী ভাবছ? উনি ইতালিতেই আছেন বা এরকম কিছু? তিনি কী এমন জানেন?'

'ভলচুরি সম্পর্কে উনি প্রায় সবই জানেন। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, তিনিও এক সময় ভলচুরিতে বেশ ভালো যাতায়াত করতেন। তাদের একজন ছিলেন।'

আমি হিস করে উঠলাম। জ্যাকবও আমার পাশে গুঙ্গিয়ে উঠল।

'কী বললে?' আমাদের বিয়ের সময় দেখা কালোচুলো লোকটার কথা মনে পড়ে গেল সেদিন ছাই রঙা আলখেল্লা পরে ছিল।

এ্যাডওয়ার্ড এখন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ হয়েছে। ওর মুখে হাসির আভাস। 'ইলিজার খুব ভদ্র এবং নম্র একটা মানুষ। তিনি নিজেও ভলচুরিদের সাথে থেকে তেমন সুখী ছিলেন না। কিন্তু তাকে আইনকে শ্রদ্ধা করতে হতো। এবং সেটাকেই আগে প্রাধান্য দিতে হতো। কিন্তু যখন তিনি কার্মেনকে পেলে তখন তার মনে হলো সত্যি এ পৃথিবীতে বাঁচার পরিবেশ পেলেন। কিছু লোক এখনও আছেন যাদের সাথে ভ্যাম্পায়ার প্রকৃতির প্রায় মিলে না।' সে আবারও মুচকি হাসল। 'তারা তানিয়া আর তার বোনদের সাথে পরিচিত হলেন, এরপর আর পিছন ফিরে দেখলেন না। নতুন জীবনের সাথে তারা বেশ মানিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি এমন হতো যে তানিয়াদের সাথে তাদের পরিচয় না থাকত তাহলেও তারা নিজেরাই কি করে মানুষের রক্তপান না করে বেঁচে থাকা যায় সেটা আবিষ্কার করে ফেলত।'

দৃশ্যটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি ঠিক মেলাতে পারছিলাম না। একজন ভলচুরি সেনা কী করে এত দয়াবান হয়?

জ্যাকব নীরবে ওকে কী প্রশ্ন করেছিল জানি না তবে এ্যাডওয়ার্ড সেটার উত্তর দিল।

'না। সত্যি কথা বলতে কি, সে যোদ্ধাদের কেউ ছিল না। ওর একটা শক্তি ছিল যার কারণে ভলচুরিরা উপকৃত হতো।'

পরের প্রশ্নটা কী হবে সেটা সহজেই এ্যাডওয়ার্ড বুঝতে পারল। তাই সে বলল, 'ওর এমন একটা শক্তি ছিল যা অন্য কোন ভ্যাম্পায়ারদের মধ্যে ছিল না।' এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবকে বলল। 'সে এ্যারো সেইসব লোক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারত যারা তার সাথে যোগ দিতে চাইত। তারা কেমন হবে, দলে যোগ দিলে কী উপকার হবে ইত্যাদি।

এটা উপকারে আসতে যখন পরবর্তীতে তারা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যেত। কে কোন কাজে লাগবে সেটা তখন ঠিক করা হতো। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রুপক্ষ তাদের ধ্বংস করার কোন পরিকল্পনা আটতো তখনও সে সাবধান করে দিতে এবং ফাঁদে পা দেয়ার আগে সর্তক করে দিত।

এটা অনেক বিরল ক্ষমতা। এমন কি মানুষের সাথে মনোসংযোগ করার তার দারুণ ক্ষমতা ছিল। দলে যোগ দেয়ার আগে তাকে দেখে দিতে হতো ভ্যাম্পায়ার হতে সে মানুষটা কেমন কাজে আসবে। এটা সত্যি যে, ভলচুরির দল থেকে বেরিয়ে আসার কারণে এ্যারো মনে অনেক কষ্টই পেয়েছিল।'

'তারা কেন তাকে যেতে দিল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'ওভাবে?'

সে হালকা হাসির ভান করল। 'তারা তাকে তাদের গোলাম মনে করত না যেমন সে তোমাকে মনে করবে। তারা আমাদের শান্তি আর সভ্যতার নিমার্তা। প্রত্যেক সদস্য তাদের সেবায় নিয়োজিত। এটা এক ধরনের গর্বের বিষয় ছিল। তারা ওখানে নিজের

ইচ্ছায় থাকে, কেউ তাদের জোর করে আটকে রাখে না।'

আমি মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তারা ভীষণ ভয়ানক এবং শত্রুর সাথে শয়তানের মতো বিরোধীতা করে, বেলা।'

'কিন্তু আমরা তো শত্রু নই।'

জ্যাকব হুফ করে সায় দেবার মতো একটা শব্দ করল।

'তারা সেটা জানে না।'

'তুমি কী মনে কর আমরা তাদের থামাতে পারব আর তাদের শোনাতে পারব?'

এ্যাডওয়ার্ড প্রথমে কিছুটা দ্বিধা করল। তারপর কাধ নেড়ে হ্যাঁ না টাইপের ভঙ্গি করল।

'যদি আমরা আমাদের পাশে পর্যাপ্ত বন্ধু পাই তাহলে একটা সম্ভাবনা আছে।'

হঠাৎ আমার গতদিনের চাইতেও তাড়না অনুভব করলাম। আমরা আরও দ্রুত গতিতে এগুতে লাগলাম। সেটাকে হাঁটা বলা চলে না। আমরা প্রায় দৌড়াতেই লাগলাম। জ্যাকবও আমাদের সাথে তাল মেলাল।

'তানিয়াদের আসতে বেশি সময় বাকি নেই।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'আমাদের এখনই প্রস্তুত হতে হবে।'

কিভাবে প্রস্তুত হব? আয়োজন না করে, চিন্তাভাবনা না করে।

রেনেসমিকে প্রথমে পুরোটাই দেখাবো? নাকি আংশিক দেখাবো? নাকি একেবারে লুকিয়েই রাখব? জ্যাকব কী রুমে থাকবে? নাকি বাইরে থাকবে? ওর দলকে আশে পাশে থাকতে বলেছিলাম। কিন্তু তাদের যেন দেখা না যায়। তারা কী সে রকমই এসেছে?

জ্যাকব এখানে কিছুক্ষণ মানুষের বেশেই ছিল, ওর কোলে রেনেসমি। চাইলেই যেন নেকড়েতে রূপান্তরিত হতে পারে এজন্য সে ওকে আমার কাছে দিয়ে দিল। আমি মূল দরজা থেকে একটু দূরে বড় ডাইনিংটার একটা পলিশড চেয়ারে বসে ছিলাম। ওই সময় রেনেসমিকে কোলে নিয়ে আমার ভালোই লাগল। কিন্তু কী হবে না হবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

আমি মনে মনে তানিয়া, কেট, কার্মেন আর ইলিজারের মুখ মনে করার চেষ্টা করছিলাম, বিয়েতে তাদের দেখেছিলাম কিন্তু তাদের চেহারা এখন আবছা আবছা ভাবে মনে পড়ছে। আমার শুধু একুটু মনে আছে তাদের চোখ ছিল অনেক মায়ায় ভরা।

এ্যাডওয়ার্ড জানালা দিয়ে ঝুকে মূল দরজার দিকে চোখ রাখল। ওর অবস্থা দেখে মনে হলো ওর সামনে এখন এই দরজা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই রুমটারও না।

ফ্রি ওয়েতে অনেক গাড়ির ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনটাই ধীর গতির হচ্ছিল না যেটা এ বাসার দিকে আসতে পারে।

রেনেসমি আমার ঘাড় ধরে নিজেকে তুলে ধরল। ওর ছোট্ট হাত রাখল আমার চিবুকে, কিন্তু কোন ছবি এবার আর দেখাতে পারল না। ওর মনের এখন যা অবস্থা সেটা বোঝানোর [illegible] ছবি ওর কাছে নেই।

'কী হবে যদি ওরা আমাকে পছন্দ না করে?' সে ফিসফিস করে বলল, আমরা সবাই ওর দিকে তাকালাম।

'অবশ্যই তারা—' জ্যাকব বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি এমনভাবে ওর দিকে তাকালাম যে ওকে থামতে হলো।

'তারা তোমাকে বুঝতে পারছে না, রেনেসমি, কারণ তারা কখনও তোমাকে আগে দেখেনি, তোমার মতো কারও সাথে মেশেও নি।' আমি ওকে বললাম, ওর সাথে মিথ্যে বলতে চাইলাম না। 'ওদের এটা বোঝানো এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আমি আমার মাথায় অনেকগুলো ছবি দেখতে পেলাম। একটা ভ্যাম্পায়ার, একটা মানুষ আরেকটা নেকড়েমানব। সে বোঝাতে চাইছে যে সবক্ষেত্রেই তো ও কোন অসুবিধা করছে না।

'তুমি ভীষণ অসাধারণ একটা মেয়ে, এটা নিশ্চয় খারাপ কিছু না।'

সে অসন্তুষ্টের মতো মাথা নাড়ল। আমার দুশ্চিন্তায় ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এটা আসলে আমারই ভুল।'

'না।'

জ্যাকব আমি আর এ্যাডওয়ার্ড তিনজনেই একসাথে বললাম। আমরা ওকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ঠিক সে সময় ফ্রিওয়েতে একটা গাড়িকে ধীর গতির হতে শুনলাম। ধুলে উড়িয়ে সেটা এদিকেই আসতে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ড দরজার দিকে গেল।

রেনেসমি আমার চুলের মধ্যে মুখ লুকালো। চেয়ারে বসে জ্যাকব আর আমি একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের দুজনের মুখেই শঙ্কার ছায়া।

চার্লি আর স্যু যেমন দ্রুত চালায় তার চেয়েও দ্রুত গতিতে কারটা ঘুরে এসে পোর্চে থামল। গাড়ির চারটা দরজাই খুলল আর বন্ধ হলো। দরজার কাছে আসার আগ পর্যন্ত তারা কথা বলল না। ওরা নক করার আগেই দরজা খুলে গেল।

'এ্যাডওয়ার্ড!' একটা মেয়ে উল্লাসভরা গলায় চেচিয়ে বলল।

'হ্যাঁলো তানিয়া, কেট, ইলিজার, কার্মেন।'

তিনটা বিড়বিড় টাইপের হ্যাঁলো শোনা গেল।

'কার্লিসল বলছিল যে এক্ষুণি এ বাসায় এসে কথা বলতে।' প্রথম গলাটা তানিয়ারই। আমি বাইরের সব কথাইস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আর আমার মনে হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তাদের প্রবেশ পথ আটকে আছে।

'কোন সমস্যা হয়েছে নাকি? নেকড়েমানবদের সাথে কোন সমস্যা?'

জ্যাকব ঠোঁট ওল্টাল।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'ওদের সাথে আমাদের চুক্তি বরাবরের মতোই আছে।'

আরেকটা নারী কণ্ঠ আফসোসের শব্দ করল।

'এই, তুমি আমাদের দাওয়াত করতে যাওনি কেন?' তানিয়া বলল। তারপর সে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, 'কার্লিসল কোথায়?'

'তাকে একটু বাইরে যেতে হয়েছে।'

একটু নীরবতা।

'হচ্ছেটা কী এ্যাডওয়ার্ড বলবে আমাকে?' তানিয়া জানতে চাইল।

'খুব ভালো হবে যদি তুমি আমাকে কয়েক মিনিট সময় দাও। তাহলে আমি পুরো

বিষয়টা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করতে পারব।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল। 'তোমাদের যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা ব্যাখ্যা করা আসলেই কঠিন, আর এজন্য তোমাদের নিজেদেরই আগে খোলা মনের হতে হবে।'

'কার্লিসল ভালো আছেন তো?' ভয় পাওয়া গলায় একটা পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল। সম্ভবত তিনি ইলিজার।

'আমাদের কেউই ভালো নেই, ইলিজার।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তারপর কিছু একটার গায়ে আলতো করে হাত বুলাল। হতে পারে সেটা ইলিজারেরই কাধ। 'কিন্তু শারিরীকভাবে তিনি সুস্থ আছেন।'

'শারীরিকভাবে?' তানিয়া জানতে চাইল। 'তুমি কী বলতে চাচ্ছ ঠিক করে বলতো এ্যাডওয়ার্ড, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি বলতে চাচ্ছি আমার পুরো পরিবারই এখন বিপদের মধ্যে। সব বলছি। কিন্তু তার আগে তোমাদের প্রমিজ করতে হবে যে সব মন দিয়ে শুনবে। আর শোনার পর তোমরা বাজে রিয়েক্ট করতে পারবে না। আমি মিনতি করছি আমার কথা আগে মন দিয়ে শোন।'

অনেক্ষণ নীরব হয়ে রইল ওরা। জ্যাকব একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আমারা দুজন দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। টেনশান সহ্য করতে না পেরে জ্যাকব ওর ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'ঠিক আছে, আমরা শুনছি।' তানিয়া শেষ পর্যন্ত বলল, 'আমরা বিচার বিবেচনা করার আগে মন দিয়ে শুনব।'

'ধন্যবাদ তানিয়া।' এ্যাডওয়ার্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, 'আমাদের হাতে যদি অন্য কোন সুযোগ থাকত , অন্য রাস্তা থাকত, তাহলে তোমাকে এই বাজে ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনতাম না।

এ্যাডওয়ার্ড দরজার ভেতরে ঢুকলো। ওর পেছন পেছন আরও কয়েক পদশব্দ ঘরের ভেতরে এল।

কেউ একজন ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'আমি জানি, ওই নেকড়েমানবগুলো মূল ব্যাপারটার মধ্যে আছে।' তানিয়া বিড়বিড় করে বলল।

'হ্যাঁ। তবে ওরা আমাদের পাশে আছে বন্ধুর মতো। এবারও।' সে নিশ্চুপ তানিয়াকে মনে করিয়ে দিল।

'তোমার বেলা কোথায়?' তাদর মধ্যে একজন নারী কণ্ঠ জানতে চাইল।

'সে আছে কেমন?'

'ও কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে যোগ দেবে। সে ভালোই আছে। এরই মধ্যে ও অনেক বিষয়ে জানা হয়ে গেছে।'

'কী বিপদ হয়েছে সেটা সম্পর্কে আমাদের বল, এ্যাডওয়ার্ড,' তানিয়া আস্তে করে বলল। 'আমরা তোমার কথা শুনবো, আর যেভাবেই হোক তোমার পাশে থাকার চেষ্টা করব।'

এ্যাডওয়ার্ড একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিল। 'তোমার আগ্রহ দেখে সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে। শোন, পাশের রুম থেকে তোমরা কোন শব্দ পাচ্ছ কী? শুনছো কিছু?'

প্রথমে নীরবতা শুনতে পেলাম। তারপর তাদের নড়াচড়ার শব্দ।

'আগে ভালো করে শোন প্লিজ এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'মনে হয় একটা নেকড়েমানব। আমি হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি তানিয়া বলল।

'আর কী শুনছ?' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

আবার একটু নীরবতা।

'কোন কিছুর ধুকপুক শব্দ?' কেট আর কার্মেন একসাথে বলল। 'ওটা কী কোন... পাখি বা এরকম কিছু..?'

'না। শুধু মনে রাখ যে কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ... যাই হোক গন্ধ শুকে বল যে ওয়্যারউলফের পাশে ওটা কী?'

'ওটা কী কোন মানুষ?' ইলিজার বলল।

'না।' তানিয়া বলল, 'মানুষ নয়... কিন্তু মানুষের গন্ধের কাছাকাছি। আবার আমাদের মতো গন্ধও। কী ওটা এ্যাডওয়ার্ড? আমার মনে হয় না এধরনের গন্ধ আমরা আগে কখনও শুকেছি।'

'মনে হয় না। তানিয়া, প্লিজ, একটু ভালো করে ভেবে দেখ তো তোমার কাছে কী নতুন কিছু ঠেকছে না?'

'আমি কথা দিয়েছিলাম যে আমি সব শুনবো, এ্যাডওয়ার্ড।'

'ঠিক আছে, বেলা, তুমি রেনেসমিকে নিয়ে ভেতরে আস।' আমি এ্যাডওয়ার্ডের গলা শুনতে পেলাম।

আমার পা কেঁপে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম আমার মাথার ভেতর সব উল্টা পাল্টা লাগছে। আমার পা নড়তে চাচ্ছিল না। তাও জোর করে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল মাটিতে পা গেঁথে যাবে। তখনই পেছন থেকে উষ্ণতার আভাস পেয়ে বুঝলাম জ্যাকব আছে আমার পেছনে। সে আমাকে সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করল।

আমি লম্বা একটা পদক্ষেপ নিয়ে রুমের ভেতরে ঢুকে গেলাম। তারপর ওদের দেখে একেবারে বরফ জমার মতো জমে গেলাম। আর এক পা-ও এগুতে পারলাম না। রেনেসমি লম্বা একটা শ্বাস নিল। তারপর পুট করে আমার চুলের ভেতর থেকে মুখ তুলে তাকাল। ওর কাঁধ তুলে তাকাল।

আমি যে কোন ধরনের রিয়েকশানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। অভিযোগ, চিৎকার, প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের কারণে তাদের স্থানুর মতো অবস্থা সবকিছুর জন্য।

তানিয়া চার পা পিছিয়ে গেল। কেট এক লাফে দেয়ালের কাছে পৌছে গেল। পালে জেন দেয়ালের গায়েই সেটে যেতে চায়। ওর মুখ থেকে হিস হিস টাইপের শব্দ বেরিয়ে এল। ইলিজার নিজেকে কার্মেনের সোফার পেছনে লুকিয়ে ফেলল।

'ও প্লিজ, এমন করবেন না।' জ্যাকব দাঁতে দাঁত চেপে অভিযোগ জানাল।

রেনেসমিকে হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'তোমরা কথা দিয়েছিলে যে সব শুনবে।' সে ওদের মনে করিয়ে দিল।

এটা যে এমন কিছু সেটা তো শুনে বুঝতে পারিনি!' তানিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল। 'তুমি কিভাবে এটা পারলে এ্যাডওয়ার্ড? তুমি জানো না এর মানে কী?'

'আমাদের সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।' কেট দুঃশ্চিন্তা ভরা গলায়

বলল ওর হাত দরজার নক।

'এ্যাডওয়ার্ড...' ইলিজার বলল

'একটু...একটু... এ্যাডওয়ার্ড ওর ভারী কণ্ঠে বলল। 'কী শুনেছিলে মনে আছে? কীসের গন্ধ শুকেছিলে তাও মনে আছ? তোমরা যা মনে করছ রেনেসমি তা নয়।'

'নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু নেই, এ্যাডওয়ার্ড, তানিয়া পেছন ফিরে বলল।

'তানিয়া,' এ্যাডওয়ার্ড তীক্ষ্ম গলায় বলল, 'ওর হার্টবিট শুনতে পারছ! আজে বাজে বকা থামাও আর একটু বুঝতে চেষ্টা কর এর মানে কী

'ওর হার্টবিট?' কার্মেন ফিসফিস করে বলল। ইলিজারের কাধের ওপর উকি দিল।

'সে পুরোপুরি ভ্যাম্পায়ার শিশু নয়।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'সে অর্ধেক মানুষ।'

চারটা ভ্যাম্পায়ারই এমনভাবে হা করে তাকিয়ে আছে যেন সে সম্পূর্ণ অন্য ভাষায় কথা বলছে যার বিন্দু বিসর্গও ওরা বুঝতে পারছে না।

'আমার কথা একটু শোন,' এ্যাডওয়ার্ডে গলা আবার ভেলভেটের মতো কোমল শোনাল।

'রেনেসমির ভেতর অনেক মায়া। আমি ওর বাবা। ওর স্রষ্টা নই। বায়োলজিক্যাল ওর বাবা।'

তানিয়ার মাথা এপাশ ওপাশ নড়ল।

'এ্যাডওয়ার্ড, তুমি আমাদের কাছ থেকে এটা আশা করতে পার না–' ইলিজার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল।

'দয়া করে এমন কোন যুক্তি দেখাও যেটার মানে আছে। তুমি এমনিতেই দেখতে পাচ্ছ, অনুভব করতে পারছ ওর শরীরে, ওর ধমনীতে রক্ত বইছে, ওর ত্বকও অনেক উষ্ণ, তুমি গন্ধও পাচ্ছ।'

'কিভাবে?' কেট নিঃশ্বাস নিয়ে বলল।

'কারণ বায়োলজিক্যালি বেলা ওর মা।' এ্যাডওয়ার্ড ওকে বলল। 'সে ওকে গর্ভে ধরেছে, লালন করেছে, এমনকি যখন সে ওকে জন্ম দিয়েছে তখনও সে মানুষই ছিল। পরে বেলাকে বাঁচাতে গিয়েই ওর এমন রুপান্তর করতে হয়েছে।'

'আমি এমন কথা আগে কখনও শুনিনি।' ইলিজার শীতল কণ্ঠে বলল।

'ভ্যাম্পায়ার আর মানুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক সাধারণ কোন বিষয় নয়।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল। 'মানুষের মধ্যে এমন লড়াই করে বেঁচে যাওয়ার এই সাক্ষী। তুমি কী আমার সাথে একমত হলে বোন?'

কেট আর তানিয়া একসাথে মাথা নাড়ল।

'এখন এদিকে আস ইলিজার। এখনই তোমরা এর প্রমাণ পাবে।

একমাত্র কার্মেনই এ্যাডওয়ার্ডের কথার সাথে সাথে এল। আমার পেছনে সে সাবধানে আসতে লাগল। কিছুটা ঝুকে রেনেসমিকে দেখতে লাগল।

'মনে হচ্ছে তুমি তোমার মায়ের মতো চোখ পেয়েছ।' সে নিচু গলায় বলল। 'কিন্তু দেখতে হয়েছ একেবারে এ্যাডওয়ার্ডের মতো।' তারপর সে রেনেসমির দিকে তাকিয়ে না হেসে ফেলে পারল না।

রেনেসমির হাসি মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো। সে কার্মেনের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে আমার মুখ স্পর্শ করল। সে কার্মেনের ছবি দেখাল আমাকে। সে এটাই ভাবছে

সব ঠিক হয়ে গেছে।

'তুমি কিছু মনে করবে রেনেসমি যদি তোমাকে ওর নিজের সম্পর্কে নিজেই বলে?' আমি কার্মেনের কাছে জানতে চাইলাম।

কার্মেন রেনেসমির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

'তুমি বুঝি একটু আধটু কথাও বলতে পার?'

'হ্যাঁ।' পরিষ্কার রিনরিনে কণ্ঠে বলল। তানিয়াদের পরিবারের সবাই ঝট করে ঘুরে তাকাল ওর দিকে ওর কণ্ঠ স্বর শুনেও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কার্মেন ছাড়া আর সবাই হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ পারি, কিন্তু কথা বলার চেয়ে আমি দেখাতে পারি অনেক।'

সে ওর ছোট্ট হাত কার্মেনের গালে রাখল।

সাথে সাথে যেন ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার মতো লাফিয়ে উঠল। ইলিজার এক লাফে ওর পাশে চলে এল যেন দেখতে চায় ও আঘাত পেয়েছে কি না। কার্মেন ওকেই ঠেলে সরিয়ে দিল।

'একটু দাঁড়াও।' কার্মেন নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলল।

জ্যাকব আমাকে আলতো করে ঠেলা দিল।

'নেসি ওকে কী দেখাচ্ছে?' সে ঠোঁট চেপে ফিসফিস করে বলল।

'সবকিছু।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

কয়েক মিনিট পরে সে কার্মেনের মুখে থেকে হাত সরিয়ে নিল। তারপর সে হতভম্ভ হওয়া ভ্যাম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিল।

'সে সত্যি তোমার মেয়ে তাই না?' কার্মেন নিঃশ্বাস নিয়ে বলল। 'চমৎকার প্রাকৃতিক গিফট। হতে পারে এই গিফট সে তোমার কাছ থেকেও পেয়েছে।' সে এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

'সে তোমাকে যা দেখিয়েছে তা তুমি বিশ্বাস করছ?' এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল।

'কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়াই।' কার্মেন সাধারণভাবেই বলল।

ইলিজারের মুখটা কেমন যেন দ্বিধান্বিত দেখাল। 'কার্মেন!'

কার্মেন নিজেই রেনেসমির হাত নিজের মুখের উপর রাখতে রাখতে বলল, 'নিজে না দেখলে কখনও বিশ্বাস করবে না। এ্যাডওয়ার্ড এক ফোটাও মিথ্যে বলেনি। দাঁড়াও, বাচ্চাটাকে তোমাকে দেখাতে দাও।'

ইলিজার কার্মেনের গা ঘেষলে সে রেনেসমিকে বলল, 'ওকে একটু দেখাও তো মি কুয়েরিদা,'

রেনেসমি খিলখিল করে হেসে উঠল। কার্মেন ওর দেখানো দৃশ্য দেখে মজা পেয়েছে বলে সে নিজেও আনন্দিত।

ও ইলিজারের কপালে আস্তে করে হাত রাখল।

'আই ক্যারাই!' সে ঝাকি খেয়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল।

'সে তোমাকে কী করেছে?' তানিয়া ওর কাছ থেকে জানতে চাইল। কেট এবারও ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'ও আমাকে যে গল্পটা দেখিয়েছে সেটা কিয়দংশ তোমাকে দেখিয়েছে।

'রেনেসমি ভ্রু কুঁচকে অধৈর্যের গলায় বলল, 'আগে দেখই না।' সে ইলিজারকে

আদেশ করল। ওর হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিল। ইলিজার অসহায়ের মতো কার্মেনের দিকে তকাল।

তারপর রেনেসমি যখন তার কপালে হাত রাখল তখন সে আবারও কেপে উঠল। কিন্তু এবার বেশ মনোযোগ দিল। ওর চোখ আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে এল। বেশ কয়েক মিনিট সে এরকম থাকল।

'আহ।' সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুলল।

'এই তাহলে ঘটনা।'

রেনেসমি তার দিকে তাকিয়ে হাসল। সে একটু দ্বিধা করে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল।

'ইলিজার?' তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'এগুলো সব সত্যি তানিয়া। ও অমর শিশু নয়। সে অর্ধ মানব। এসো। নিজেকে দিয়েই পরখ কর।'

নীরবে, কিছুটা টেনশান নিয়ে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। রেনেসমির প্রথম ছোয়ায় সেও আর সবার মতো শক খেল। কিন্তু আর সবার মতোই সে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে এখন আর আগের মতো দুঃশিচন্তার ছায়া নেই।

'কথা শোনার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।' সে সবাইকে বলল।

'কিন্তু এখন আমাদের ঘিরে তো বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।' তানিয়া বলল। 'এই শিশুর কারণে নয়, ভলচুরির কারণে। ওরা এর কথা জানলো কিভাবে? কখন আসছে ওরা?'

আমি তানিয়ার কথা শুনে অবাক হলাম না। এই বাস্তব। এখন আমাদের মতো ভ্যাম্পায়ারদের জন্য আতঙ্ক বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা ভলচুরি।

'ওরা জেনেছে সেদিন যেদিন ইরিনাকে বেলা পাহাড়ের উপর দেখেছিল।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'ওর কোলে সেদিন রেনেসমিও ছিল।'

কেট হিস করে উঠল। ওর চোখ সরু হয়ে গেল। 'ইরিনা এই কাজ করেছে? তোমার বিরুদ্ধে? কার্লিসলের বিরুদ্ধে? ইরিনা?'

'না।' তানিয়া বিড়বিড় করে বলল, 'আর কেউ...

'এলিস তাকে দেখেছে ওদের কাছে যেতে।' খেয়াল করলাম এলিসের কথা বলার সময় ওর মুখটা বেদনায় ভরে উঠেছে।

'সে এ কাজটা কিভাবে করতে পারল?' ইলিজার নিজে নিজে প্রশ্নটা করল।

'ধরে নাও সে দূর থেকে রেনেসমিকে দেখেছে। দেখার পর আর অপেক্ষা করল না। আজ যেমনটা তোমরা প্রথমে করতে চাচ্ছিলে।'

তানিয়ার চোখ বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল। 'সে কী মনে করেছে সেটা কোন ব্যাপার না... কিন্তু তোমরা তো আমাদেরই পরিবার।'

তানিয়া আর ইলিজার একে অন্যের দিকে আফসোসের দৃষ্টিতে তাকাল। কেট ভীষণ বিরক্তিতে ওর ভ্রু কুঁচকে রাখল।

'কত সময় আছে আর?' ইলিজার প্রশ্ন করল।

'তাদের সবাই আসছে। আর মনে হয় তারা প্রিপারেশান নিয়েই আসছে।'

ইলিজার নিঃশ্বাস আটকে বলল, 'ভেতরের দলবল শুদ্ধ?'

'না। কেবল গার্ডরা,' চোয়াল শক্ত করে এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'এ্যারো, কাইয়াস, মারকাস, এমনকি তাদের স্ত্রীও।'

সবার চোখে একধরনের বিষাদের ছায়া খেলে গেল।

'অসম্ভব,' ইলজার ফাঁকা গলায় বলল।

'দু দিন আগে হলে আমিও এমন কথা বলতাম।'

ইলিজার জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'কিন্তু তারা কেন এমনটা করতে যাবে? কেন তাদের স্ত্রীদের এমন বিপদের মধ্যে নিয়ে আসছে?'

'আপাতদৃষ্টিতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা শাস্তির চেয়ে বড় কিছু। এলিস বলল আপনাকে জানাতে। আপনি আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।' এ্যাডওয়ার্ড ইলিজারকে বলল।

'শাস্তির চেয়ে বড় কিছু? কিন্তু আর কী হতে পারে?' কথা বলতে বলতে তিনি দরজার দিকে গিয়েছিলেন, ভূত দেখার মতো চমকে উঠে তিনি আশে পাশে তাকালেন।

'কী ব্যাপার? এ্যাডওয়ার্ড? বাকিরা কোথায়? কার্লিসল এলিস আর সবাই? ওদের দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

এ্যাডওয়ার্ড কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ও প্রশ্নে আংশিক উত্তর দিল।

'ওরা বাকি বন্ধুদের খুঁজতে গেছে যারা আমাদের এই বিপদের সময়ে সাহায্য করতে পারে।'

তানিয়া কোমড়ে হাত রেখে ঠোঁট কামড়ে ধরে এ্যাডওয়ার্ডের কাছে গেল।

'শোন, আমরা যতই বন্ধুদের একত্রিত করি না কেন, কখনই জিততে পারব না। কেবল মরতে হবে। আর এ ব্যাপারটা অবশ্যই তুমি জানো। কিন্তু ইরিনা যা করে ফেলেছে সেটার ভার আমাদের উপরও বর্তায়।'

এ্যাডওয়ার্ড দ্রুত ওর মাথা নাড়ল। 'না। আমি তোমাদেরকে আমাদের সাথে লড়তে বলছি না, মরতেও বলছি না, তানিয়া। তুমি এটাও জানো কার্লিসল কখনই এ কথা বলতে পারেন না।'

'তাহলে কী এ্যাডওয়ার্ড?'

'আমরা এটুকু আশায় বুক বেঁধে আছি যে তাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য থামাতে পারব। তারপর তারা যদি আমাদের ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয় তাহলে... সে রেনেসমির চিবুক স্পর্শ করল। 'এখনই সব বলা কঠিন, চোখে না দেখলে বলতে পারছি না।'

'তুমি কী মনে করছ যে রেনেসমির অতীতের বিষয় কোন কাজে দেবে?'

'না, ওর ভষ্যিতের ইঙ্গিত তো দেবে। আইনে যে ব্যাপারটা আমাদের রক্ষার জন্য আছে সেটা কতটা অক্ষুণ্ন থাকবে সেটাই তাদের বোঝাব। জানি এতটা সময় তারা আমাদের দেবে কি না?'

'আমি নিশ্চয় অতটা বিপজ্জনক নই।' রেনেসমি রিনরিনে কণ্ঠে বলল। 'আমি দাদাভাই, আর স্যু বিলিকে কখনই আঘাত করিনি। আমি মানুষদের ভালোবাসি। আর আমার জ্যাকবের মতো নেকড়েমানবদেরও ভালোবাসি।' সে জ্যাকবের গায়ের ওপর ওর হাত বুলাল।

তানিয়া আর কেট দ্রুত তাদের দৃষ্টি বিনিময় করল।

'তানিয়া যদি এত তাড়াতাড়ি ফিরে না আসত তাহলে আমরা এই সমস্যাটা এড়াতে পারতাম। রেনেসমি ভীষণ দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এক মাসের মধ্যেই ও ছয়মাস বয়সের মতো বৃদ্ধি পেতে পারত।'

'বেশ, আমরা তাহলে কিছুটা হলেও আশা করতে পারি।' কার্মেন এমনভাবে কথাটা বলল যেন সে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

'আমরা কথা দিচ্ছি যে সাক্ষ্য দেয়ার সময় যদি আমাদের সুযোগ আসে তাহলে বলব সে আমাদের মতোই যথেষ্ট ম্যাচিউড। কিন্তু ভলচুরি কী সেটা আদৌ হতে দেবে?'

ইলিজার বিড়বিড় করে বলল, 'কিভাবে করব?'

'হ্যাঁ। আমরা তোদের আশার আলো দেখাতে পারি।'তানিয়া বলল। 'কিন্তু আমাদের যা করতে হবে। খুব ভেবে চিন্তে করতে হবে।'

'তানিয়া' এ্যাডওয়ার্ড বাধা দিয়ে বলল 'আমরা কখনই এটা চাই না যে তোমরা আমাদের সাথে লড়বে'

'কিন্তু যদি ভলচুরিরা আমার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে তাহলে তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।' তানিয়াও পাল্টা বলল। 'আর অবশ্যই, কথাটা আমার জন্য হিসেব করেই বলছি।'

কেট নাক দিয়ে ঘোৎ ঘোৎ টাইপের শব্দ করল।

'আমাকে নিয়ে কী তোমার কোন সন্দেহ আছে বোন?'

তানিয়া ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, 'না নেই। কিন্তু ভুলে যেও না এটা আত্মহত্যার সামিল।' চোখ মটকে বলল ও।

'তাও আমি সঙ্গে আছি।' কাঁধ ঝাকিয়ে আত্মবিশ্বাসীর মতো বলল ও।

'আমিও আছি। বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য যা করতে হয় আমি তার সবটুকু করতে প্রস্তুত।' কার্মেনও রাজী হয়ে গেল। সে রেনেসমির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি কী তোমাকে কোলে নিতে পারি, বেইবে লিন্ডা?'

রেনেসমি বেশ আগ্রহ নিয়ে ওর কোলে গেল। ওকে কোলে নিয়ে কার্মেন স্প্যানিস ভাষায় কিছু বলল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো আমরা যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি তা হয়তো সফল হলেও হতে পারে।

তখনই আমার মনে পড়ে গেল এলিস আমাদের জন্য যা রেখে গেছে... যেভাবে দপ করে আমার আশা জ্বলে উঠেছিল... সেভাবে দপ করেই নিভে গেল।

একত্রিশ

'এখানে নেকড়েদের ভূমিকা কী?' জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে তানিয়া জানতে চাইল।

এ্যাডওয়ার্ডের আগেই জ্যাকব উত্তর দিল।

'ভলচুরিরা নেসি, মানে আমি বলতে চাচ্ছি রেনেসমির কথা যখন শুনতে চাইবে না তখন আমাদের কাজ শুরু। আমরা থামাবো তাদের।'

'চমৎকার বাছা, কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন তোমার চাইতেও শক্তিশালী আর দক্ষ কেউ থাকলে তখন ' ইলিজার বললেন।

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তারা কেমন শক্তিশালী। আর আমাদের ক্ষমতাও তোমার অজানা।'

তানিয়া বলল, 'অবশ্য এটা তোমার নিজের জীবন, তুমি যেমন খুশি তেমন করেই এটা খরচ করতে পার।'

জ্যাকব রেনেসমির দিকে তাকাল সে কার্মেনের কোলে। কখনও কখনও কেট তাকে উড়ুশূণ্যি করে দোলা দিয়ে আবারও তার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

'সে ছোট হলেও অনেক অন্যরকম।' তানিয়া আনন্দিত স্বরে বলল। 'ওকে পাত্তা নেয়া দেয়া বেশ কঠিন একটা ব্যাপার।'

'এদের পরিবারটাই একটা মেধাবী পরিবার।' ইলিজার বিড়বিড় করে বললেন। 'পিতার কারণে সে মন পড়তে পারে, আর মায়ের দিক থেকে হয়েছে ঢাল। আমাদেরকেও জাদু দিয়ে কেমন বশীভূত করেছে। দুষ্টু পাখিটা! মনে হয় এটা ভ্যাম্পায়ারের হাইব্রিড!' হাসতে হাসতে বললেন উনি। 'এমন আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। এমন একটা ভ্যাম্পায়ার হাইব্রিড!, হা হা হা।'

'এক্সিউজমি,' এ্যাডওয়ার্ড ধারাল গলায় বলল। 'আপনি এইমাত্র আমার স্ত্রীকে কী ডাকলেন?'

যেন তিনি ভুলের গিয়ে হঠাৎ মনে করলেন তেমনভাবেই বললেন, 'ও হ্যাঁ। একটা ঢাল। সে আমার দিকে পাথরের মতো চেয়ে আছে তাই আমি এখন শিউর হতে পারছি না।'

আমি ইলিজারের দিকে তাকালাম। সন্দেহ ভরা আমার ভ্রু কুঁচকে গেল। ঢাল? কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব। আর আমি তাকে ব্লক করে দিয়েছি এর মানেটাই বা কী? আমি তো উনার পাশেই ছিলাম। আমার তো নিজেকে রক্ষা করার তেমন প্রয়োজন পড়ে নি।

'একটা ঢাল?' এ্যাডওয়ার্ড অবিশ্বাসের গলায় কথাটা আবার উচ্চারণ করল।

'এদিকে এসো এ্যাডওয়ার্ড! আমি ওর মন পড়তে পারছি না। আমার ধারনা তুমিও সেটা পার না। তুমি এখন ওর মনটা পড়তে পারছ? ঠিক এখন।' ইলিজার জানতে চাইলেন।

কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল, 'না।' বিড়বিড় করে বলল। 'কিন্তু আমি আজকের আগে কখনও ওর মন পড়তেই চাইনি। পরিও নি। ও যখন মানুষ ছিল তখনও না।'

'কী বল? কখনই পড় নি?' ইলিজার চোখ পিটপিট করলেন। 'আশ্চর্য তো। কিন্তু এটার মানে কী দাঁড়ায় জানো? এর মানে হচ্ছে ওর ভেতর প্রচুর মেধা। এই মেধাটা ওর ভ্যাম্পায়ারে রূপান্তরিত হওয়ার আগে থেকেই ছিল।

আর আমি এ জন্যই অনভুব করতে পারছি ও অনেক কিছু থেকেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু কয়েক মাস পেরুলো ও এখনও অনেক কাচা।' ইলিজার বেশ উত্তেজনা নিয়ে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। 'আর সে যা করতে পারছে মন থেকেই করতে পারছে।' উত্তেজনায় উনার কথা কেঁপে যেতে লাগল।

'পুরোটাই ওর অবচেতন মনের। আহারে এ্যারো আমাকে পৃথিবীর কত প্রান্তেই না পাঠিয়েছিল এমন মেধা খুঁজতে। ঘটনা চক্রে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কেমন শক্তি তোমার ভেতরে আছে।' ইলিজার বিশ্বাস করতে পারছে না এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। 'আপনি কিসের কথা বলছেন? কিভাবে আমি একটা ঢাল হতে পারি, আর এটার মাধ্যমে আপনি আমাকে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?' আমার মাথার ভেতরটায় সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

ইলিজার এমনভাবে মাথা কাত করে আমাকে দেখতে লাগলেন যেন তিনি আমাকে পরখ করছেন।

'আমি ভাবতাম বুদ্ধিমত্তার শ্রেণী বিভাগ করাটা আসলে একটা বাজে ব্যাপার কারণ প্রত্যেকের বুদ্ধিমত্তাই স্বতন্ত্র।

কিন্তু তোমার কথা আলাদা বেলা। তোমার মধ্যে যে ক্ষমতাগুলো আছে তার সব কটাই তোমাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করে। প্রতিরক্ষাময় সব ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বাহকে আমরা সাধারণত ঢাল বরে থাকি। আচ্ছা বেলা, তুমি কি কখনও আমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এমন পরিক্ষা করিয়েছ?

পুরো প্রশ্নটা বুঝতে আমার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। আমার নতুন ব্রেইন ব্যাপারটাকে সাজাতে শুরু করল।

'অল্প কয়েক জায়গায় বোধহয় কাজে দিয়েছে,' আমি তাকে বললাম। 'আসলে... কী বলব, আমার মাথাটা তো প্রাইভেট বিষয়। যাই হোক, জেসপার আমার মুড নষ্ট করে দিলে কিংবা এলিসকে যখন আমার ভবিষ্যৎ দেখানোর হাত থেকে যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম না তখন ভীষণ রাগ হতো। কিন্তু আমি কখনই সেটা তাদের বুঝতে দেই না।'

'এটা পুরোপুরি মানসিক প্রতিরক্ষা।' ইলিজার মাথা নেড়ে বললেন। 'সীমিত কিন্তু অনেক শক্তিশালী।'

'এ্যারো ওর মনের কথা শুনতে পারে নি।' এ্যাডওয়ার্ড বাধা দিয়ে বলল। 'দিও তখন সে মানুষই ছিল।'

ইলিজারের চোখ বড়বড় হয়ে গেল।

'জেন আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নি।' আমি বললাম। 'এ্যাডওয়ার্ড বলছিল দিমিত্রি আমাকে খুঁজে পাবে না, আর এলেকও ওর প্রভাব আমার উপর খাটাতে পারবে না। এটা কেমন হবে?'

ইলিজার আবারও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন।

'খুব ভালো হবে।'

'একটা ঢাল হিসেবে!' এ্যাডওয়ার্ড তৃপ্তি নিয়ে বলল।

'আমি এর আগে এমন কারো সাথে মিশিনি। একমাত্র রেনেটাই ছিল একটু অন্য রকম।' ইলিজার বলল।

'রেনেটা আবার কে? কী করত ও?' আমি জানতে চাইলাম। রেনেসমিও যেন জানতে উৎসুক্য হলো।

'রেনেটা ছিল এ্যারোর ব্যক্তিগত বডিগার্ড।' ইলিজার আমাকে বলল। 'ঢাল কা বলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আর ভীষণ শক্তিশালী।'

আমি সেদিনের স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করলাম ছোট জটলাটায় অনেক লোকজন ছিল, নারী পুরুষ অনেকে। আমি আলাদা করে কোন নারী অবয়ব মনে করতে না। হবে হয়তো তাদের মধ্যে কেউ।

'আমি ভেবেছিলাম...' ইলিজার আস্তে করে বলল। 'তাকে সব রকমের আক্রমণের হাত থেকে ঠেকাতে সে ঢালের মতো কাজ করত। ওর মধ্যে এমন একটা শক্তি কাজ করত যে সে অন্য শক্তির প্রভাবকে সহজেই ফিরিয়ে দিতে পারত।

'যখন দরকার পড়ত তখন মারকাস আর কাইয়াসকেও সে রক্ষা করত তবে এ্যারোই ছিল ওর জন্য মুখ্য।'

'ওর আসলে শারীরিক কসরত ছিল না, আমাদের যেমন অনেক রকমের মানসিক শক্তি আছে ওর তেমন ছিল। তুমি যদি ওর প্রভাবকে ঠেকিয়ে রেখে ওকে দুর্বল করে ফেলতে পার তাহলে ধারণা করতে পারি কে জিতবে।' তিনি মাথা নাড়লেন। 'আমি এমন কথা কখনও শুনি নি আগে যে এ্যারো বা জেনের প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখার সামর্থ কারো আছে।'

'আম্মু, তুমি অসাধারণ' রেনেসমি কোন ধরনের আশ্চর্য হওয়া ছাড়াই বলল।

আমি কেমন যেন অস্থির বোধ করলাম। আমার যে শক্তি আছে সেটা কী আমি জানি? শুধু একটু জানি যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চমৎকার একটা শক্তি আছে আমার ভেতর। সে শক্তির কী কোন নাম আছে?

'তুমি কী পরীক্ষা করেছ আগে?' কেট বলল।

'পরীক্ষা?'

'নিজে নিজে ভেতর থেকে শক্তিটাকে বের করে আনা।' কেট ব্যাখ্যা করে বলল। 'কারও সামনে ঢাল হিসেবে থাকা।'

'আমি আসলে ঠিক জানি না। আমি আগে কখনও চেষ্টা করে দেখিনি। আমি জানতাম না যে আমার মধ্যে সে ধরনের শক্তি আছে।'

'ওহ। তাহলে তো তুমি পারবে না।' কেট বলল।

'কেটের নিজেরও কিন্তু ক্ষমতা আছে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'অনেকটা জেনের মতো।'

আমি চমকে উঠলাম। লাফিয়ে সরে গেলাম।

আমার অবস্থা দেখে সে হেসে ফেলল।

'আমাকে শিখিয়ে দেবে কী করতে হবে!' কেটের হাত ধরে আমি বললাম।

'আমাকে তোমার দেখাতে হবে কিভাবে করতে হবে!'

কেট মুখ কুকড়ে ফেলল, 'তা হয়তো পারব। কিন্তু তার আগে তো আমার হাতের হাড় গুড়িড়ে দিয়ে কিভাবে হবে?'

'ওপস, স্যরি!'

'তুমি এখন ঢালের কাজ করছ নিজেকে একটা প্রভাব থেকে রক্ষা করছ,' কেট বলল। 'তুমি আমার গায়ে যেভাবে হাত রাখলে তাতে করে তোমার ছিটকে পড়ার কথা ছিল। তুমি কী এই মুহূর্তে কিছু অনুভব করতে পারছ না?'

'এটার আসলেই কোন দরকার নেই, কেট। ও তো ইচ্ছে করে এটা করে নি এ্যাডওয়ার্ড দাঁতে দাঁত চেপে বলল। আমাদের কেউই ওর কথাকে গুরুত্ব দিলাম না

'না। সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না কিছু অনুভব করতে পারছি না। তুমি কী কোন বৈদ্যুতিক শক্তির মতো কিছু ব্যাবহার করছ?'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই। আমি এমন কাউকে পাইনি যে এটা ধরতে পারে নি। সে অমর হোক বা আর কিছু হোক।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি এটা সংরক্ষণ করছ, নিজের চামড়ায়?'

কেট হ্যাঁ সূচত মাথা নাড়ল। 'ব্যাপারটা আমি হাতের তালু দিয়ে করি। ঠিক যেমন এ্যারো করে।'

'অথবা রেনেসমি যেমন।' এ্যাডওয়ার্ড মাঝে বলে উঠল।

'কিন্তু অনেক প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। আমি এখন শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে পারি। এটা একধরনের ভালো প্রতিরক্ষা। যারাই আমাকে ছুতে চেষ্টা করবে তারা এমনভাবে ছিটকে পড়বে যেন কাটা মুরগী। আর এজন্য সময় লাগবে মাত্র এক সেকেন্ড। কিন্তু এর স্থায়ীত্ব হবে অনেক্ষণ।'

আমি কেটের কথা কিছু শুনছিলাম কিছু শুনছিলাম না। আমার মনের ভেতর ঝড়ের গতিতে চিন্তা খেলে যাচ্ছিল, সত্যি আরেকটু চেষ্টা করলে হয়তো আমি আমার পরিবারকে রক্ষা করতে পারব।

আমার মনে হচ্ছে আমি এর আগে এমন করে কখনও কিছু চাইনি। আমার ভালোবাসার মানুষগুলোকে এমনভাবে রক্ষা করতে।

'আপনার সংকল্পগুলো প্রায়ই সময়ই বেস্ট হয়, ইলিজার,' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'এটা ব্যাপার হলো? আমি কী এমন করেছি? আমি কেবল কটা প্রাণ...'

তানিয়া ওর হাতটা ইলিজারের কাধে রাখল। 'আমরা কী আপনাকে চিনি না? খারাপ কোন কিছু আপনি কখনও করেন নি।'

'ওহ, তাই কী?' ইলিজার বিড়বিড় করলেন।

তানিয়া এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুরো প্ল্যানটা আমাদের খুলে বল তো।'

'তাদের প্যাটার্নটা কী হবে?' কার্মেন জিজ্ঞেস করল।

'এ্যারো সাধারণত নিজে শাস্তির পর্বে অংশ গ্রহণ করে না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'সে সব সময় নিজের মর্যাদা নিয়ে সতর্ক থাকে।'

'আমার মনে হয় প্ল্যান দাঁড় করাতে কষ্ট হবে।'

'হ্যাঁ!' ইলিজার শব্দ করল।

'এ্যারোর গার্ডদের মধ্যে একজন আছে' এ্যাডওয়ার্ড বলে যেতে লাগল। 'সে মেয়ের নাম চেলসি। লোকেদের মধ্যে যে আবেগের বন্ধন আছে সেটার উপর সে প্রভাব ফেলতে পারে। সে আবগে যেমন চূর্ণ করতে পারে, তেমন আবেগ গড়েও দিতে পারে। এমনও করতে পারে সে তার প্রভাব খাটিয়ে কাউকে ভলচুরিদের আজ্ঞাবাহী করে ফেলতে পারে। তখন এ্যারোর আদেশ পালনই হবে সেই জনের মূল কজ।'

'ওরে বাবা। ওর এত শক্তি!' তানিয়া বলল।

'ওরা সব সময় নিজেদের কাছে এমন লোক রাখে যারা এসব নানা রকমের শক্তির অধিকারী আর তারা চায় এলিসকে তাদের দলে যোগ দেয়াতে

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল আমি একরাতে এমনই দুঃস্বপ্ন দেখেছিল

এ্যাডওয়ার্ড আর এলিস কালো আলখেল্লা পড়ে আছে। তাদের চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল। শরীর আর তাদের দৃষ্টি দুটোই বরফের মতো শীতল। ছায়ার মতোই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ওদের হাত ধরে রেখেছে এ্যারো। এটাই কী এলি সাম্প্রতিক সময়ে দেখেছে?

সে কী এটা দেখেছে যে চেলসার প্রভাব এর কারণে এ্যারো, কাইয়াস আর মারকাসের আজ্ঞাবাহী হয়েছে। 'এলিস কী এজন্যই চলে গিয়েছে?' ওর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার গালে হাত রাখল। 'আমার ধারণা সেটাই। এ্যারো সবার আগে যেটা চায় সেটা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। নিজের হাতের মুঠোয় সমস্ত শক্তি রাখাটাই এ্যারোর ইচ্ছা।'

আমি শুনতে পেলাম তানিয়া আর কেট বোকা বোকা গলায় কথা বলছে। তারা এলিসের এ কথাটা জানে না।

'সে চায় তুমিও তার আজ্ঞাবাহী হও?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড ঠোঁট উল্টে বলল, 'এত বেশি না। ওর যা আছে তার চেয়ে বেশি আমি তাকে দিতে পারব না। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে আমার উপর কতটা চাপ প্রয়োগ করে সে আমাকে তার ইচ্ছে মতো চালাতে চায়। সে আমাকে চেনে, সে এটাও জানে যে সে রকম করতে তাকে বেগ পেতে হবে।'

ইলিজার ভ্রু কুঁচকালেন। 'সে তোমার দুর্বলতা সম্পর্কেও জানে।' আমার দিকে তাকিয়ে আমাকেই লক্ষ্য করে কথাটা বললেন তিনি।

'এটা কিন্তু আমাদের এখনকার আলোচনা বিষয় নয়' এ্যাডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি বলল।

ইলিজার তার সঙ্কেত কে পাত্তা দিল না। বরং বলে যেতে লাগল। 'সে সম্ভবত তোমার স্ত্রীকে একটুও গণ্য করবে না। সে নিশ্চয় এমন ষড়যন্ত্র পাকাতে পারে যাতে করে তুমি বাধ্য হও তার কথামত কাজ করতে।'

এ্যাডওয়ার্ড এধরনের আলোচনায় ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। পছন্দও করছিল না। এটা তো সত্যিই– আর বিপরীতও হতে পারে। সে এ্যাডওয়ার্ডকে কব্জা করে আমাকে হুমকি দেবে, আর তখন আমাকে যা করতে বাধ্য করবে তা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

এ্যাডওয়ার্ড প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আমারও সেটা মনে হচ্ছে— ওরা এধরনের কোন ছলনার আশ্রয় নেবে। আর তারা পরিকল্পনা ভালো করে ভেবে চিন্তে তবেই এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর ইরিনা ধরিয়ে দেয়ার আগেই এলিস তাদের ডিসিশান কী হবে সেটা জানতে পেরেছিল।'

হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম হাইওয়েতে ব্রেক কষে একটা গাড়ি এদিকেই টার্ণ নিল।

'ওহ্ খোদা, বাবা!' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড ফাঁকা গলায় বলল। ওর চোখ যেন অনেক দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বাবা নয়।'

তারপর সে আমার দিকে তাকাল। 'এলিস পিটার আর চার্লোটকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার দ্বিতীয় পর্বের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

বত্রিশ

কুলিন বাড়ি অনেক বড়। যে কারণে এত বেশি গেস্টদের কারণে একটুও জনাকীর্ণ মনে হলো না। আর এটা এ কারণেও সম্ভব হলো যে তাদের কাউকেই ঘুমাতে হচ্ছে না সবাই এজন্য মূল ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পেল।

জ্যাকবকে দেখলাম মন খারাপ করে বসে আছে। যতই রেনেসমির বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে, ততই সে আরও মুষড়ে যাচ্ছে। যদিও সে এবং তার দল বাইরে আছে সব সময়ের পাহারায়। জ্যাকব চুপচাপ বসে আছে। ভ্যাম্পায়ারদের দিকে তাকাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। অবাক হয়েছি যে ভ্যাম্পায়াররাও কিভাবে সহজে ওর উপস্থিতি মেনে নিল।

সেথ, লিহ, কুইল আর এমব্রি স্যামের সাথে বাইরে মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যাকব চাইলে ওদের সাথে সহজে যোগ দিতে পারে। শুধু এখানে রেনেসমির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আর রেনেসমি ওর কাছেও নেই। নতুন আগত অতিথিদের নিয়ে ওর আগ্রহের শেষ নেই।

পিটার বলছিল, এলিস ওদের বিস্তারিত কিছুই খুলে বলেনি। এমন কি বিদায় নেয়ার সময় আবার দেখা হবে এটাও বলে যায় নি। শুধু বলেছে এখানে আসতে।

পিটার কিংবা চার্লেট কেউই কোনদিন অমর শিশু দেখেনি। কিন্তু সেটার আইন সম্পর্কে জানত। তারাও প্রথম দিকে অন্যরকম আচরণ করেছিল, কিন্তু সেটা তানিয়াদের মতো করে নয়। তাদের বরং কৌতুহলটাই বেশি ছিল। যে কারণে তারা রেনেসমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত শুনতে চাইল। এবং সব শুনে তারাও তানিয়াদের মতো সংকল্প করল যে তারা আমাদের সাথে থাকবে এবং যুদ্ধে জয়ী হবে।

কার্লিসল আয়ারল্যান্ড আর মিশর থেকেও তার বন্ধুদের পাঠালেন।

কিন্তু আইরিশ বন্ধু ক্লানই আগে এসে পৌছালেন। তিনিও আশ্চর্যভাবে পুরো ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিলেন।

সিওভান নামের এক মহিলা এল। দেখতে অনেক সুন্দরী। সিওভান আর লিয়াম রেনেসমিকে স্পর্শ করা ছাড়াই পুরো গল্পটা ম্যাগি এর মুখ থেকে শুনলো। এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করল।

আমান হলেন কার্লিসলের আরেকজন মিশরীয় বন্ধু। তার পরিবারের অল্প বয়স্ক বেনজামিন আর টিয়া।

বেনজামিন ছিল আরে অর্থে অমর শিশু। ওকে সৃষ্টি করেছে আমান। সে অসাধারণ হবে সেটা সে জানত।

'ও কী কী করতে পারে?'

'এমন কিছু যা ইলিজার কখনই আগে দেখেনি। এমন কিছু যা আগে আমি নিজেও শুনিনি।' আমান খিকখিক টাইপের হাসি হাসলেন। 'সে আসলে প্রাকৃতিক উপাদানকে প্রভাবিত করতে পারে– মাটি, বাতাস পানি আর আগুন। বেনজামিন নিজেই এখন এসব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিন্তু দেখ ও কেমন স্বাধীন।

'আপনি ওকে পছন্দ করেন।' আমি ভয়ার্ত গলায় বললাম

'কোনটা ভুল আর কোনটা সঠিক সেটা বিচারের ওর যথেষ্ট ভালো ক্ষমতা রয়েছে।

ওর এই এটিচ্যুটকে আমি পছন্দ করি।'

এমেট আর রোজালিকে আলাদা আলাদা করে যাযাবর বন্ধুদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

গ্যারেটই আসলো প্রথমে। তিনি অনেক লম্বা। রুবির মতো চোখের রঙ। লম্বা বালু রঙা চুল। একেবারে পারফেক্ট ভ্যাম্পায়ার।

তিনি তানিয়াসহ সবার সাথে কুশল বিনিময় করলেন।

ম্যারি আর র‍্যান্ডাল এলেন। তারা নিজেরাও বন্ধু। তবে এসেছিলেন আলাদা আলাদাভাবে।

তারা প্রত্যেকেই আর সবার মতো রেনেসমির কথা শুনলেন। আর এটারও আশা পোষণ করলেন যে যদি ভলচুরিরা আমাদের কথা শোনার জন্য না থামে তাহলে তাদের একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

আর জ্যাকবকে তো আগত সবার সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়েছে।

এলিস্টার, যে কিনা ঘোর মানুষ বিদ্বেষী, সে আবার এক শতাব্দীতে একবারও কার্লিসলের সাথে দেখা করেন নি, তিনিও এলেন।

তিনি রেনেসমির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল সেটা সম্পর্কে শুনলেন।

অবশেষে কার্লিসল ফিরে এলেন।

'কার্লিসল,' সবাই তাকে সম্ভাষণ করলেন।

পরে আরও দুজন লম্বামত মহিলা এলেন। তাদের দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। পশুর চামড়ায় তৈরি টাইট প্যান্ট, সেটা আবার দুদিকে ফিতা। আর অদ্ভুত জামা। তাদের এই প্রাচীন পোশাক শুধু তাদের সম্পর্কেই ধারণা দিল না বরং তারা যে জায়গা থেকে এসেছে সেটাও একটা পরিচয় দিল। আমি এর আগে এত সামাজিকতাহীন পোশাকে আর কোন ভ্যাম্পায়ারকে দেখিনি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এলিস তাদের পাঠিয়েছে। তার মানে এলিস এখন সাউথ আমেরিকায়? শুধু এ কারণে যে কেউ তাকে আমাজনের গহীনে খুঁজতে যাবে না?

'জাফরিনা, সেনা! কিন্তু কারিচি কোথায়?' কার্লিসল জানতে চাইলেন। 'আমি তো তোমাদের তিনজনের একজনকেও আলাদা কোনদিন দেখিনি।'

'এলিস বলেছে যে আমাদের আলাদা আলাদাভাবে যেতে।' জাফরিনা উত্তর দিল। তার গলা কেমন যেন বন্য শোনাল। 'যদিও আলাদা আলাদাভাবে এখানে আসতে আমাদের ভীষণ অস্বস্তি হয়েছে... কিন্তু এলিসই বলল যে আমাদের আপনার দরকার আছে। সে আমাদের বার বার করে বলে দিয়েছে যেন তাড়াতাড়ি আসি...? বাক্য বলতে গিয়ে জাফরিনার কথা প্রশ্নে পাল্টে গেল। খানিক নার্ভাস হলো যেন আমাকে আর আমার কোলে রেনেসমিকে দেখে।

আমার এলিসের কথা শুনতে অদ্ভুত ভালো লাগছিল। একদিক দিয়ে সে নিজের মিশনে গেছে। অন্য দিক দিয়ে সে এ্যারোর হাত থেকে নিজেকে রক্ষার করার উপায় বের করেছে।

এ্যাডওয়ার্ড আমাজনের লোকদের আমাদের সাথে পেয়ে খুব রোমাঞ্চিত বোধ করছে। আরেক কারণেও, জাফরিনা অনেক দিকে থেকে মেধাবী, ওর যে ক্ষমতা আছে সে ভীষণ ভয়ঙ্কর।। এ্যাডওয়ার্ড পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর সাহস পেল

না। যদি ভলচুরিদের থামানো না যায় আমাদের রেনেসমি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা শোনার জন্য, তাহলে এর পরের দৃশ্য কী হবে সেটা ভেবে শিউরে উঠছি।

'ও খুব ভালো দৃশ্য দেখাতে পারে। মনে হবে যেন একেবারে জীবন্ত। মনে কর ওকে আমাকে দেখাল আমি একটা রেইন ফরেস্টে একা দাঁড়িয়ে আছি মনে হবে যেন সত্যি আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই, কিন্তু এই যে তুমি আমার হাত ধরে আছ সেটার অনুভূতিও তখন থাকবে এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'এটা অবিশ্বাস্য।' সে আবারও বলল

রেনেসমি এতক্ষণ আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, এবার গুটি গুটি পায়ে একেবারে নির্ভয়ে জাফরিনার দিকে এগিয়ে গেল।

'আমি কী দেখতে পারি?' সে জানতে চাইল।

'তুমি কী দেখতে চাও?' জাফরিনা বলল।

'তুমি যা বাবাকে দেখিয়েছ।'

জাফরিনা মাথা নাড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম রেনেসমি ফাঁকা দৃষ্টি তাকিয়ে আছে। যেন ওর দৃষ্টি দূরে কোথাও ছড়িয়ে গেছে। ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'আরো দেখব।' সে একেবারে আদেশ করে বসল।

আর কী.... এরপর জাফরিনার কাছ থেকে রেনেসমিকে সরানো মুশকিল হয়ে গেল। সে সুন্দর সুন্দর ছবি দেখতেই থাকল। জাফরিনার সব ছবিগুলো অতটা সুন্দর ছিল না। কিন্তু সে চেষ্টা করছিল। আমার তো ভেবে ভালো লাগছিল যে সে রেনেসমিকে আনন্দের মধ্যে রাখছিল।

আমার প্রথম ধাপ লড়াই করতে শেখা তেমন ভালো হলো না।

সে আমার সাথে ফটি করার বদলে আমার রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছিল। আমার দিকে তেড়ে আসার বদলে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকছিল। যুদ্ধের কৌশল শেখার কচুটা হলো। আমরা দুজন দুজনের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকলাম।

'আমি দুঃখিত বেলা।' সে বলল।

'না আমি তো ঠিকই আছি।' আমি বললাম। 'চল আবার শুরু করি।'

'আমি পারব না।'

'কী বলছ তুমি, পারব না মানে? আমরা তো শুরুই করলাম কেবল।'

সে কোন উত্তর দিল না।

'দেখ, আমি নিজেই জানি যে আমি এক্ষেত্রে মোটেই ভালো না। এখন তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর তাহলে আমি কী করে শিখব?' আমি বললাম।

সে এবারও কোন উত্তর দিল না খেলাচ্ছলে আমি ওকে গুতো দিলাম। ও কোন প্রতিবাদই করল না। যখন আমরা দুজন গড়িয়ে পড়লাম তখনও না। এমনকি আমি যখন ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোয়ালাম তখনও না।

'আমি জিতে গেলাম।' আমি ঘোষণা দিলাম।

ওর চোখ মুদে এর কিন্ত কিছু বলল না।

'এ্যাডওয়ার্ড? কী হয়েছে তোমার? তুমি কী আমাকে কিছু শেখাবে না?'

পুরো এক মিনিট সে কিছুই বলল না।

'আমি আসলে এটার দায় দায়িত্ব নিতে চাচ্ছি না... এমেট আর রোজালি পর্যন্ত আমার চেয়ে ভালো পারে। সম্ভবত তানিয়া আর ইলিজারও পারে। তুমি আর কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

এটা কোন কথা হলো না! তুমি অবশ্যই ভালো। তুমি এর আগে জেসপারকে সাহায্য করেছিলে এছাড়া তুমি লড়াইও করেছিলে। কিন্তু আমার সাথে এখন করছ না কেন? আমি কী এমন করেছি?'

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'যেই তোমার টিচার হোক না কেন শেখানো আর না শেখানো এখন সমান কথা। আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় নেই। আর যে কেউ তোমাকে বেসিক কৌশলগুলো শিখিয়ে দেবে।'

সে আমার নিচের ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলল। 'আর আমরা তো ভলচুরিদের থামাতে পারবই। আমার মনে হয় ওরা থামবে। আমরা তাদের বোঝাতে পারব।'

'আর তারা যদি না থামে তখন তো আমাকে লড়তে হবে। জেনে রাখতে হবে লড়াইয়ের কৌশল।'

'তাহলে অন্য একজনকে শিক্ষক হিসেবে বেছে নাও।'

আমি এর আগে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ওকে এতটা কঠিন হয়ে থাকতে দেখিনি।

যাই হোক, অতিথিদের অনেকেই আমাকে নানাভাবে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দিল। যাযাবর গারেট আমাকে কয়েকটা প্যাঁচ শিখিয়ে দিল। সত্যিকার অর্থে তিনি একজন ভালো শিক্ষক। এমনকি জাফরিনাও এগিয়ে এল, আমাকে চমৎকার কয়েকটা কৌশল শিখিয়ে দিল।

জ্যাকবের কোলে থেকে রেনেসমি অবাক হয়ে আমাকে দেখতে থাকল। আমি এতগুলো শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কৌশল আর প্যাঁচ শিখে নিলাম। তারপরও সেগুলো ছিল বেসিক। আমার কোন ধারণাই নেই আমি সেগুলো এলেক আর জেনের বিরুদ্ধে কিভাবে কাজে লাগাবো। আমার শুধু এটুকুই সান্তনা যে এগুলো আমাকে নিজের প্রতিরক্ষার কাজে সামান্য হলেও সহযোগীতা করবে।

পরের দিন আমি সারাটা দিন রেনেসমিকে নিয়ে কাটাই নি অথবা লড়াইয়ের কৌশল শিখেও নয়। সেদিন সারাদিন কেটকে সাথে নিয়ে আমার অফুরন্ত চেষ্টা ছিল নিজের শক্তি কিভাবে বের করা যায়। কিভাবে আমার প্রভাব দিয়ে অন্যকে রক্ষা করা যায়। এই ট্রেনিং এ এ্যাডওয়ার্ড আমাকে সাহায্য করল।

ব্যাপারটা একটু কঠিন ছিল।

কেট তার বৈদ্যুতিক কষ্ট দেয়ার ক্ষমতা এ্যাডওয়ার্ডে উপর প্রয়োগ করবে আমার কাজ হবে ওকে প্রটেকশান দেয়া। কখনও পারছিলাম কখনও পারছিলাম না। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডকে এ জন্য যথেষ্ট কষ্ট পেতে হলো। অসম্ভব বেদনায় আমার মন ছেয়ে যাচ্ছিল। আমার কারণে বেচারাকে কত কষ্টই না করতে হচ্ছে।

কিন্তু বার বার চেষ্টায় আমি নিজেকে যথার্থই একটা ঢালের মতো তৈরি করতে পারলাম, ভেতর থেকে একটা পাওয়ার আনতে চেষ্টা করলাম যেটা এলেক বা জেনের

পাওয়ারকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। এখন রাখছে কেটের প্রভাবকে। এটা একেকবার এক ঘণ্টার মতো থাকে আর পুরোটাই একটা মানসিক ব্যাপার।

'হেই।' এ্যাডওয়ার্ড ওর ভেতরের বিধ্বস্ত অবস্থাকে লুকিয়ে রেখে বলে উঠল, 'তুমি তো বেশ ভালোই করছ বেলা।'

আমি একটা বড় নিঃশ্বাস নিলাম। বোঝার চেষ্টা করলাম আসলেই আমি ভালো কী এমন করেছি।

'আবার কেট,' আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম।

কেট আবার এ্যাডওয়ার্ডের ঘাড়ে ওর হাতের তালু রাখল।

এ্যাডওয়ার্ড এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এবার আর আগের মতো লাগছে না, বেশ ভালো বোধ করছি।'

কেট ভ্রু কুঁচকাল। 'কী করে? আমি তো আগের চেয়ে আরও বেশি পাওয়ার তৈরি করছি।'

'ভালো।' আমি ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

'তৈরি হও।' বলে সে আবার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

এবার এ্যাডওয়ার্ড কেমন যেন কেঁপে উঠল। চাপা একটা শ্বাস ফেলল। ব্যথা পেয়েছে কী ও?

'স্যরি! স্যরি! স্যরি!' আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

'তুমি অল্প সময়ে অনেক ভালো শিখে গেছ বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ওর কাছে টেনে নিতে নিতে বলল।

'তুমি তো কয়েক দিন খুব খাটছ ওকে নিয়ে। তুমিই বল, ও কেমন করছে?'

কেট বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না। সে অনেক ক্ষমতার অধিকারী। আমরা সে ক্ষমতার কেবল টিকির নাগাল পেয়েছি। সে আরও ভালো করতে পারবে। ওর ক্ষমতার আরও ভালো ব্যবহার করতে পারবে। তবে মনে হচ্ছে ওর কিছুটা উদ্দীপনার অভাব আছে।'

আমি অবিশ্বাসী চোখে ওর দিকে তাকালাম। আমার মুখ হা হয়ে গেল। এ্যাডওয়ার্ড যেখানে আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সে কী করে ভাবল যে আমার উদ্দীপনার অভাব?

আমি প্র্যাকটিস করার সময় আশপাশে অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল। ইলিজার, কার্মেন তানিয়াসহ আরো সবাই। আমি সেখান থেকে একটা গুঞ্জন শুনতে পেলাম। তৃতীয়তলা থেকে গারেট বেনজামিন টিয়া সিওভান আর ম্যাগীও দেখছিল। সবাই এ্যাডওয়ার্ডের সাথেই একমত হলো যে আমি আসলে ভালোই করছি।

'কেট... এ্যাডওয়ার্ড সতর্ক করে দেয়ার মতো করে বলল।

কেট দূরে তাকাল। সেখানে নদীর তীর ধরে রেনেসমি জাফরিনার হাত ধরে হাঁটছে। সাথে সেনাও আছে। আর কয়েকফুট দূরে জ্যাকব ছায়ার মতো হয়ে পিছে পিছে আছে।

'নেসি,' কেট ডাক দিল। নুতন যারা এসেছে তারা দেখি ওর নিক নেম ধরে ডাকতে শুরু করেছে। 'তুমি কী তোমার মাকে একটু সাহায্য করবে?'

'না!' আমি গুঙিয়ে উঠে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য আমাকে জড়িয়ে ধরল জাফরিনা সেনা

রেনেসমি আর জ্যাকব ডাক শুনে এদিকেই এগিয়ে আসতে থাকল।

'কখনই তা করতে দেব না কেট।' আমি উঠে বললাম।

রেনেসমি আমার কাছে চলে এল। আমি দুহাত বাড়িয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম।

'মা, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।' যেন সে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। সে আমার মুখে হাত রেখে আমাকে একটা ছবি দেখাল। আমরা মা মেয়ে দুজন মিলে একটা টিম করেছি।

'না।' আমি পিছিয়ে গিয়ে বললাম। কেট ওর হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

'আমাদের কাছ থেকে দূরে থাক, কেট।' আমি ওকে সতর্ক করে দিলাম।

'না, থাকব না।' সে এমনভাবে হাসল যেন সে আমাদের শিকার করতে নেমেছে।

রেনেসমিকে আমি আমার পেছনে সরিয়ে দিলাম। সে আমার পেছনের জামা আকড়ে ধরল। আমার হাত দুটো খালিই ছিল। আমি নিজের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলাম।

কেট জানে না, একজন মায়ের কাছে সন্তান কী জিনিস। সে কতদূর এগিয়ে গেছে সে কল্পনাও করতে পারছে না। আমি জানি আমার দৃষ্টি এখন বন্য হয়ে গেছে। চারপাশ আমি লাল দেখতে শুরু করেছি।

আর আমার জিভ... সেটাকে মনে হচ্ছিল যেন কোন পোড়া ধাতব।

আপনাআপনি আমি অনুভব করলাম আমার শক্তি আরও বাড়াতে হবে। রেনেসমি সোনার গায়ে আমি একটু আচড়ও বসাতে দেব না। আমি আমার চারপাশে একটা আবরণ সৃষ্টি করতে পারলাম। পাতলা একটা রক্ষা পর্দা যেন আমাকে আর আমার মেয়েকে ঘিরে আছে। মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সেটা ঢেকে ফেলেছে। রেনেসমি পুরেপুরি সে পর্দার ভেতরে। যে কারণে কেট আমাদের ছুতেও পারল না।

কিন্তু সে পাশে দাঁড়ানো এ্যাডওয়ার্ডের দিকে মোড় নিল। আমি আতকে উঠলাম। ওকে এখন রক্ষা করব কী করে?

'তুমি কী নেসির কাছ থেকে ব্যথা পাওয়ার কোন শব্দ শুনতে পেয়েছ?' কেট বলল।

'মনে হয় না।' এ্যাডওয়ার্ড ওকে জানাল। 'এবার মনে হয় বেলাকে একটু রেস্ট নিতে দেওয়া উচিত, কেট। তুমি একেবারে ওকে এত বেশি চাপ দিতে পার না। আর ওর বয়সও তো বেশি হয়নি। মাত্র তিন মাস।'

'সত্যি কথা বলতে কী, সামনের সময় হিসেব করলে আমাদের আর বেশি সময় নেই। ওকে আমাদের চাপ দিতেই হবে। তাহলেই সে নিজের ক্ষমতাকে আরও বাড়াতে পারবে—'

'অন্তত এক দু মিনিটের জন্য তো থামবে, নাকি?'

রেনেসমি আমার হাঁটু খামচে ধরে আমাকে ছবি দেখাতে লাগল। আমার আবরণীর মধ্যে এ্যাডওয়ার্ড ছিল বলে ওর আঘাত লাগেনি। এখন সে আবরণীর বাইরে। আর যদি কেট ওর তালু দিয়ে ছোয় তাহলে সে নিশ্চিত বড় রকমের আঘাত পাবে।

আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে পড়ে গেল কেটের কথা। সে বলেছিল, আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার চাইতে আমার রাগই বরং আমার

শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

'কেট,' আমি গর্জে উঠলাম। আমি খেয়াল করলাম আমার আবরণী পর্দা আগের চেয়ে মজবুত আর নমনীয় হতে শুরু করেছে। আমি মনে প্রাণে চেষ্টা করতে থাকলাম যেন পর্দাটাকে আরও ছড়িয়ে দিতে পারি।

'ঠিক আছে, কেট।' আমি বললাম। এ্যাডওয়ার্ডকে ছোবে শুধু।'

সে মাথা নাড়ল। তারপর হাত রাখল ওর ঘাড়ে।

'কোনকিছুই অনুভব করছি না।' এ্যাডওয়ার্ড হেসে বলল।

'আর এখন?' কেট জানতে চাইল।

'এখনও কিছু অনুভব করছি না।'

'এবার?' কথাটা বলার সময় ওর গলার স্বর কেঁপে গেল।

'একটুও না।'

কেট মৃদু গোঙানির শব্দ করে পিছিয়ে গেল।

'দেখেছ কী কাণ্ড? তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ?' আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে জাফরিনা অবাক করা গলায় বলল।

'আমি তো কিছুই দেখছি না।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল।

'আর তুমি রেনেসমি?' জাফরিনা তাকেও জিজ্ঞেস করল।

জাফরিনা তা চেয়ে মিষ্টি হেসে না সূচক মাথা নাড়ল।

'কেউই ব্যথা পেল না।' যারা আমাদের দেখছিল তাদের প্রতি জাফরিনা বলল।

'আমি দেখতে চাই ও কতদূর শক্তি ছড়াতে পারে?' কেট বলল।

সেখানে উপস্থিত যারা ছিল— ইলিজার, কার্মেন, তানিয়া, গারেট, বেনজ্ঞামিন, টিয়া, সিওভান, ম্যাগী— সবাই চমকে উঠে গুঞ্জন শুরু করে দিল। শুধু সেনা বাদে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত। বাকিরা সবাই দুশ্চিন্তা নিয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল।

জাফরিনা নির্দেশ দিল। 'এবার বেলা, দেখাও দেখি তুমি কতখানি আবরণী সৃষ্টি করতে পার?'

আমি একটা নিঃশ্বাস নিলাম। কেট হচ্ছে আমার কাছে। যেমন কাছে রেনেসমি আর এ্যাডওয়ার্ড। সেনা কিন্তু দশ ফিট দূরে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিললাম। সে ওর হাত বাড়িয়ে দিল।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলাম। আগে গারেটের দিকে আগে আমার আবরণী পাঠালাম, কারণ তিনি কেটের সবচেয়ে কাছে। আঘাত তাকেই আগে করতে পারবে।

'চমৎকার।' জাফরিনা বললেন। আমি আমার আবরণীটাকে আরও বাড়াতে লাগলাম যেন ওটা রবারের কোন পর্দা। আমি একে একে অনেককেই রক্ষা করলাম।

'আমি কী এক মিনিট ছাড় পেতে পারি?' আমি কাকুতি জানালাম। ঠিক যখন থেকে আমি ভ্যাম্পায়ার হয়েছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে এক সেকেন্ডের জন্যও বিশ্রাম নিতে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এক মিনিট একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হতো।

'অবশ্যই,' জাফরিনা বলল।

একটা বিরতি নিতে হলো।

'কেট,' গারেট বিড়বিড় করে ডাকল। আমার মনে হয় সেই একমাত্র ব্যক্তি আমাদের মতো কোন এক্সট্রা পাওয়ার নেই। একেবারে সাধাসিধে একটা ভ্যাম্পায়ার।

'আমি বলছি কেটের দিকে যাবেন না, গারেট।'

তিনি এ্যাডওয়ার্ডের কথা পাত্তাও দিলেন না। বরং কেমন একটা চ্যালেঞ্জ করার মতো ভঙ্গিতে বললেন— 'আমি এমনটা কখনও দেখিনি আগে, তালুর মধ্যে বিদ্যুৎ!'

'কেন, দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?'

'অনেকটা সেরকম।'

তারপর কেট ওর তালু এগিয়ে দিল। গারেট তর্জনী আঙুল দিয়ে সেটা স্পর্শ করতে ঝাকি খাওয়ার মতো লাফিয়ে উঠলেন। হৃদয় বিদারক একটা দৃশ্য।

'আমি আপনাকে বলেছিলাম আগেই।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

তিনি চোখ মুদে খানিক্ষণ পড়ে থাকলেন মাটিতে। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালেন।

'উও উ!' তিনি মুখ দিয়ে হাফ ছাড়ার মতো একটা আওয়াজ করলেন।

'আপনি কী এটা উপভোগ করেছেন?'

'উপভোগ! এতটা পাগল নিশ্চয় আমি নই।' তিনি হাঁটুতে হাত দিয়ে নিচু হলেন, তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তবে আমি নিশ্চত বেশ ভালো রকমের জিনিস এটা।'

'আমি যা শুনছি আপনারাও কী তাই শুনছেন?' বলতে বলতে এ্যাডওয়ার্ড চোখ বন্ধ করল।

দূরের আঙিনা থেকে হালকা শব্দ ভেসে এল। আমি কার্লিসলকে দেখতে পেলাম বুদবুদের মতো শব্দে কথা বলছেন কারো সাথে।

'এলিস কী তোমাকে পাঠিয়েছে?' তিনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন। তার মুখটা কেমন অপ্রস্তুত দেখাল। একজন অনাকাঙ্খিত অতিথি।

এ্যাডওয়ার্ড বাড়ির দিকে ছুটে গেল, অনেকেই তার পিছে পিছে গেল।

আমি রেনেসমিকে কোলে নিয়ে ধীরে সুস্থে এগুতে লাগলাম। আমি আসলে কার্লিসলকে কিছুটা সময় আগতের পেছনে ব্যয় করার সুযোগ দিচ্ছিলাম।

'আমাদের কেউ পাঠায়নি।' একটা ভারী ফিসফিসানো কণ্ঠস্বর উত্তর দিল। আমি সে স্বরটা শুনে বরফের মতো জমে গেলাম। গলাটা মনে হলো কেইয়াস বা এ্যারো কণ্ঠের মতো।

আমি জানি মূল দরজাটার সামনে বড়সড় ভীড়। সবাই নতুন আগত অতিথিদের দেখতে ভীড় জমিয়েছে। কিন্তু সেখানে থেকে বেশি শব্দ আসছিল না।

কার্লিসলের স্বর তখন কেমন সন্দেহ প্রবণ শোনাল, 'তাহলে তোমরা এখানে কিভাবে এলে?'

'বিশ্ব ভ্রমণ করতে করতে,' ভিন্ন আরেকটা কণ্ঠ উত্তর দিল। 'আমরা শুনতে পেয়েছি ভলচুরিরা তোমাদের বিরুদ্ধে লাগতে আসছে আমরা এটাও শুনতে পেয়েছিলাম আপনি একা নন, আর এখানে দেখলাম সত্যিই তাই। অবিশ্বাস্য একটা জমায়েত।'

'তার মানে এই না যে আমরা ভলচুরিদের চ্যালেঞ্জ করছি।' কার্লিসল গম্ভীর কণ্ঠে

বললেন।

'তাহলে এখানে একটা ভুল বোবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। এটাই যা। বড়সড় রকমের একটা ভুল বোঝাবুঝি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা এখানে। আমরা এটাই চাইব যে ভলচুরিরা যেন আপনাদের কথা শোনে। আমরা–'

'আমরা এটার পরোয়া করি না তারা কী বলল না বলল।' প্রথম জনের কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলাম, 'সেরকম কিছু দেখলে আমরা নিজেরই তাদের পরাজিত করার জন্য আপনাদের সাহায্য করব।' আরেকটা কণ্ঠ একটু থেমে বলল, 'যদি মনে হয় যে জেতার একটা সম্ভাবনা আছে।'

'বেলা?' এ্যাডওয়ার্ড কঠিন গলায় আমাকে ডাকল। 'রেনেসমিকে এখানে নিয়ে এসো প্লিজ। মনে হয় আমাদের রোমানিয়ান অতিথিদের একটু পরীক্ষা করা লাগবে।'

একটা কথা সবারই জানা ছিল, রেনেসমি যদি রোমানিয়ানদের তুষ্ট করতে নাও পারে তাহলে এখানে যারা আছে তারা সবাই ভলচুরিদের পরাজিত করতে লড়াই করবে। আমার কিন্তু তাদের গলার স্বর ভালো লাগল না। তারপরও আমাকে এগোতে হলো।

বেশিরভাগ ভ্যাম্পায়াররাই অতিথির মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে, কিন্তু কার্মেন, তানিয়া, জাফরিনা আর সেনা এরা কিছুটা প্রতিরক্ষা মূলক ভঙ্গিতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি তাদের দেখতে পেলাম। তারা একেবারে সাধারণ কালো পোশাক পরে আছে যা কিছুটা প্রাচীন ধাচের।

তাদের একজন বলল, 'বাহ্, বাহ্ কার্লিসল, তুমি মজা করেছ, তাই না?'

'তুমি যা মনে করেছিলে সে তা নয় স্টিফেন।'

'আমিতো আগেই বলেছি আসল কথা জানতে পারলে আমরা ওদের কথায় কান দেব না।'

'তাহলে অবজার্ভ করার জন্য তোমাকে স্বাগতম ভ্লাদিমির। কিন্তু তোমাকে আবারও বলছি ওদের চ্যালেঞ্জ করার কিন্তু আমাদেরও প্ল্যান ছিল না।'

'তাহলে আঙুল তো একটু বাকা করতেই হবে।' স্টিফেন আবার বলল।

'মনে হয় আমাদের ভাগ্য ভালোই হবে।' ভ্লাদিমির বলল।

শেষ পর্যন্ত আমাদের শুভার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল সতের জনে। আইরিশরা হলো সিওভান, লিয়াম আর ম্যাগী; মিশরীয়রা হলো আমান, কেবি, আর বেনজামিন ও টিয়া; আমাজনরা হলো জাফরিনা আর সেনা; এবং রোমানিয়ানরা হলো ভ্লাদিমির আর স্টিফেন। এদিকে যাযাবররা হলো চার্লোটি, পিটার, গারেট, এলিস্টার, মেরী আর রেন্ডাল। আর তাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সাতজন।

অবশ্য তানিয়া, কেট, ইলিজার আর কার্মেনকে আমাদের পরিবারের সদস্য হিসাব করেই।

তেত্রিশ

'বাবা, একটু ঝামেলার মধ্যে আছি। এ সময় আপনার এখানে বেড়াতে আসাটা কেমন দেখাবে না? তারচেয়ে বরং এক কাজ করি, রেনেসমিকে আপনার ওখানে পাঠিয়ে দিই। আমি জানি বাবা, আজ প্রায় এক সপ্তাহ আপনি ওকে দেখেননি।'

বাবা অনেটা সময় নীরব রইলেন, আমি বুঝতে চেষ্টা করলাম উনি আমার কথায় আবার আঘাত পেয়েছেন কি না।

তিনি কিছু না বলে দুটো শব্দই কেবল বিড়বিড় করে বললেন, 'কেমন দেখাবে... হাহ,'

'ঠিক আছে সোনা।' বাবা বললেন। 'তুমি কী আজ সকালে ওকে নিয়ে আসবে?'

'আজ সকালটা চমৎকার। ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

'জ্যাক কী আসবে তোমাদের সাথে?'

'সম্ভবত।'

'মনে হয় বিলিকে একদিন দাওয়াত করতে হবে, কিন্তু হুমম... পরে অন্য কোন একদিন।'

'ঠিক আছে বাবা, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।' আমি লাইন কেটে দিলাম।

আমি নিজ থেকেই রেনেসমিকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে করে বাবা এখানে আসতে না পারে। এ বাড়ি ছেড়ে ও বাড়ি যে পারারও একটা ছতত। যাই হোক আমি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা দেব।

'আমরা কেন তোমার ফারারিটা ব্যবহার করছি না?' আমাকে গ্যারেজের দিকে যেতে দেখে জ্যাকব নালিশের সুরে বলল।

ততক্ষণে আমি রেনেসমিকে নিয়ে এ্যাডওয়ার্ডের ভলভোতে উঠে পড়েছি।

'দেখ, আমার পায়ে হেঁটে যাওয়াতেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমি এভাবে যেয়ে বাবাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।'

জ্যাকব গোঙানীর মতো শব্দ করল। কিন্তু সিটেও উঠে বসল। রেনেসমি লাফিয়ে ওর কোলে চলে গেল।

'তুমি এখন কেমন বোধ করছ?' গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের করে হাইওয়েতে চালিয়ে নিতে নিতে আমি জানতে চাইলাম।

'তোমার কী মনে হয়?' জ্যাকব হেয়ালি করে বলল। 'এই রক্তচোষাগুলোকে এতদিন ধরে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত।, সে আমার প্রতিক্রিয়া খেয়াল করল। আমি কিছু বলার আগেই বলল, 'হ্যাঁ। আমি জানি। তারা ভালো লোক , এসেছে তোমাদের সাহায্য করতে, আমাদের সবাইকে সাহায্য করতে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

আমি আরেকটু হলে হেসে ফেলতে যাচ্ছিলাম। রোমানিয়ানদের আমার কেন যেন ভালো লাগেনি। 'এজন্যই তো আমি বলেছিলাম তোমার সেখানে থাকার দরকার নেই।'

রেনেসমি মাথা নাড়ল কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। সেও রোমানিয়ানদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে।

আমরা নীরবে গাড়ি চালাতে লাগলাম। বাতাসের ঝাপটা আসছে। খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

মনে হচ্ছে তুষারপাত হতে বেশিদিন বাকি নেই।

আমার চোখের রঙের অনেক বেশি পরিবর্তন হয়েছে। উজ্জল ক্রিমসনের বদলে এখন সেগুলো ফ্যাকাশে কমলা লাল। আমি কনট্যাক্ট ল্যান্স পরতেই সেগুলোর রঙ এ্যাম্বার কালার হয়ে যায়। আমি আশা করছি বাবা এই পরিবর্তনে তেমন হতাশ হবে না।

মনে হয় বাবা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আমি দরজায় নক করার আগেই দরজা খুলে গেল।

'এই যে সবাই! ইস তোমাদের কতদিন যে দেখিনি! আমার নেসি সোনা! ভেতরে এসো নানুভাই! তুমি এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছ! আর কেমন রোগা দেখাচ্ছে।'

একটানা কথাগুলো বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

'ওকে কী খাওয়াও না?'

'বাবা ও আকারে বাড়ছে বলে এমন হচ্ছে।' আমি আস্তে করে বললাম। 'এই যে স্যু, আছেন কেমন?' আমি বাবার কাধের উপর দিয়ে স্যুকে ডাকলাম। রান্নাঘর থেকে মুরগী টমেটো আর রসুনের গন্ধ আসছিল। আমি ফ্রেশ পাইনেরও গন্ধ পাচ্ছিলাম।

'বেশ ভালো, ওভাবে ঠাণ্ডায় আছ কেন, ভেতরে ঢোক, আমাদের জামাইবাবু কোথায়?'

'ওর বন্ধুরা এসেছে, ওদের সময় দিতে হচ্ছে' বলতে বলতে সে নাকী শব্দ করল। কারণ আমি ওকে বাবার চোখে আড়ালে একটা গুতো দিলাম।

'সে দাঁতে দাঁত চেপে শব্দ হতে দিল না।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ গল্প গুজব করলাম।

'টেবিলে লাঞ্চ দিয়েছি!' রান্নাঘর থেকে স্যু এর গলা শোনা গেল।

'বাবা, এখন তাহলে আসি' আমি জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলাম। তারপর বাবাকে কোন ধরনের বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়েই আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। রেনেসমিকে রেখে গেলাম বাবার কাছে। ওরা ক্রিসমাসের শপিং করবে।

মনে হচ্ছে আজ আমার আর প্র্যকটিস করা হবে না। অবশ্য কয়েকদিনে আমি যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করেছি। কেট এখন মনে করে না যে আমাকে অনুপ্রাণিত করার দরকার আছে। আমি নিজ থেকেই এখন আবরণ সৃষ্টি করতে পারি। আর সেটার জন্য আমাকে রাগতে হয় না। এমিনতেই পারি।

বেশিরভাগটা সময় আমি জাফরিনার সাথে কাজ করেছি। তিনি আমাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন।

আমি এখন আমার ক্ষমতা নিয়ে মোটামুটি তুষ্ট। আমি প্রায় দশ ফুটের মতো আমার আরবণ শক্তিকে ছড়িয়ে দিতে পারি। যদিও এতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়, কিন্তু, জাফরিনা মনে করে এতে আমার এক্সারসাইজ হচ্ছে। আর মাত্র দু সপ্তাহ বাকি আছে। এর মধ্যে আমি নিজেকে তৈরি করতে পারব?

গাড়ি চালাতে গিয়ে খেয়াল করলাম রাস্তা অনেক পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত। যে কোন মুহূর্তে এক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই মনোযোগ সেখানেই দিতে হচ্ছিল বেশি।

কিন্তু তারপরও আমার মন চলে যাচ্ছিল মার্চেন্ট অব ভেনিসের পাতায়– জে, জেঙ্কস এর নামটায়। আর সেটা উদঘাটন করতেই এখন চলেছি।

ম্যাপে জায়গাটা দেখে নিয়েছিলাম। সেখানে এড্রেসটার কোন বালাই চল না আঙ

আমাকেই খুঁজতে হবে।

শেষ পর্যন্ত সে জায়গাটায় এলাম সেটা বেশ সঙ্কীর্ণ। আমার পুরোনো শেভি গাড়িটাকেও এখানে বেশ স্বাস্থ্যকর দেখাবে। বিল্ডিংগুলো সব তিনতলা টাইপের। চাপা রাস্তা। বৃষ্টির কারণে পানি জমে পুকুর হয়ে গেছে। সবকিছু কেমন পুরোনো দেখাচ্ছে। ছাই রঙা বিবর্ণ।

যেসব বিল্ডিংগুলোর নিচতলায় বার ছিল সেগুলো বেশ ব্যস্তই ছিল। জানালাগুলো কালো রঙ অথচ নোংরা। এক জায়গায় তাসের চিহ্ন, হাতের মধ্যে কার্ড ধরা। আরেক জায়গায় ট্যাটু পার্লার। ডে কেয়ার এর সাইনবোর্ডও দেখি আছে। জানালার পাশে একজনকে দেখতে পেলাম পেপার পড়ছে।

ভেতর থেকে আলোর কোন আভাস দেখতে পাচ্ছি না। মেঘলা থাকার কারণে সবকিছু কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। তাছাড়া গাড়ি থেকে বোঝা যাচ্ছে না ভেতরটা কেমন। মনে হয় এখানে এরা হাতে তৈরি বাতিই বেশি ব্যবহার করে।

দূরে কোথাও থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসছিল। যেন লোকজনের গুঞ্জন। টিভি চলছে নাকি কোথাও।

আরে জানালার ধারে আমি বেশ কজন লোককে তাসের শাফলিং করতে দেখলাম। সেদিকের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ল' অফিস।

কে যেন শিষ দিয়ে উঠল।

'এই যে ভদ্র মহিলা।' যে শিষ দিয়েছে সেই বোধহয় ডাকল আমাকে।

আমি গাড়ির জানালার কাঁচ নামালাম। যিনি পেপার পড়ছিলেন তিনি। হাতের পেপারটা সরিয়ে রেখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তার পোশাক দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি অনেক ভালো পোশাক পরে আছেন। ভদ্র এবং মার্জিত।

'মনে হয় এ জায়গায় গাড়ি পার্ক করাটা উচিত হবে না, কারণ রেখে কোথাও গেলে ফিরে এসে সেটাকে নাও দেখতে পার।'

'সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ।' আমি বললাম।

আমি ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে বের হলাম। আমার ছাই রঙা ছাতাটা খুললাম। যদিও এটার কোন দরকার ছিল না। বৃষ্টির বেগ আমাকে তেমন অসুবিধা করছিল না। তবু একজন মানুষ হলে যা করত আমাকেও তো তাই করতে হবে।

যিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি টের পেলাম ওর হৃৎস্পন্দন অনেক দ্রুত গতির হয়ে গেছে।

'আমি আসলে একজনকে খুঁজছি।' আমি বললাম।

'আমিই সে জন।' সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। 'আমি তোমার জন্য কী করতে পারি সুন্দরী?'

'আপনি কী জে জেঙ্কস?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ওহ,' লোকটা যেন সব বুঝতে পেরেছে এমনভাবে মাথা নাড়ল। 'তুমি জে কে খুঁজছ কেন?'

'সেটা আমার ব্যাপার।' বললাম, 'আপনিই কী জে?'

'না।'

আমরা দুজন দুজনের দিকে বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। লোকটা তীক্ষ্ম চোখ আমার রূপালি রঙের জামার উপর দিয়ে উঠানামা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে দৃষ্টি আমার মুখে উপর স্থির হলো— 'তোমাকে দেখে তো নিয়মিত কাস্টমার মনে হচ্ছে না।'

'আমি নিয়মিত কাস্টমার নই বলেই।' আমি তাকে জানালাম। 'কিন্তু তার সাথে দেখা করাটা আমার জন্য বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে।'

'আমি আসলে বুঝতে পারছি না কী করব?' লোকটাও পাল্টা বলল।

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

লোকটা বলল, 'ম্যাক্স।'

'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগল ম্যাক্স। কিন্তু আমাকে বলবেন আমি যদি বলতাম আমি নিয়মিত তাহলে কী করতেন?'

লোকটা ভ্রু কুঁচকে তাকাল। 'উহু, যারা জে এর ক্লায়েন্ট তারা একরকম পোশাক আষাক পরে না।'

'দেখুন, তো এই ঠিকানা উনার কি না?' আমি তাকে ঠিকানা দেখালাম।

'হ্যাঁ। ঠিকানা ঠিক আছে।'

'আমি এটা অনেক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে পেয়েছি। আপনি হয়তো আমাকে এর আগে দেখেন নি, কিন্তু আমার বোন উনার কাছে অনেকবার এসেছে।'

'জে তোমার বোনকে চেনে?'

'আমার তো সেটাই মনে হয়।'

'আমি তাকে আপনার সম্পর্কে কী বলব?'

'বলবেন আমার নাম কুলিন।'

'কুলিন... তাই না?'

উনি বোধহয় ফোন দিলেন কাউকে।

'হেই,আমি ম্যাক্স। আমি জানি আপনার এ নম্বরে বেশি ইমার্জেন্সি না হলে ফোন দেয়ার নিয়ম নেই। আপনি যোগাযোগের সহজ সরল পদ্ধতি বেছে নেন না কেন?'

'কারণ সেটা আমার পছন্দ নয় তাই। লোকটি এসেছে তার পরিচয়পত্র আছে কী?!'

'না তবে–'

'তাহলে তো তুমি নিশ্চিত হতে পারবে না কে। তাকে দেখে কী কুবারেভদের মতো লাগছে–?'

'না– আমাকে তো আগে বলতে দিন। সে বলছে তার বোন আপনাকে চেনে।'

'মনে হচ্ছে না। সে দেখতে কেমন?'

'সে দেখতে...' সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'সে আসলে দেখতে একেবারে সুপার মডেলদের মতো।'

আমি লোকটা কথা শুনে হেসে ফেললাম।

'চমৎকার ঢেউ খেলানো দেহ, গাঢ় বাদামি চুল এবং সেটা কোমড় পর্যন্ত, চোখ দেখে মনে হবে অনেকদিন ঘুমায়নি— কী এসব পরিচিত মনে হচ্ছে?'

'না তো। আর মেয়েটার প্রতি তোমার এমন দুর্বলতা তো আমার ভালো ঠেকছে না। নাম কী ওর?'

লোকটা যেন ভুলে গেছে এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাম...?'

'বেলা কুলিন।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'ওহ হ্যাঁ। সে বলছে তার নাম বেলা কুলিন। এবার ধরতে পেরেছেন?'

ফোনের ওপাশে বেশ খানিকক্ষণ মৃতের মতো নিরবতা শুনতে পেলাম। এরপর ওপাশ থেকে বেশকিছুক্ষণ বকাবকির শব্দ শুনতে পেলাম। বকার বেগ একটু কমলে তখনই কথাবলার সুযোগ পেল ম্যাক্স।

'আপনি তো প্রথমে আমাকে নামের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেননি তাই তো!' লোকটার কণ্ঠে সাময়িক বেদনা।

আবার ও পাশ থেকে গালি বষর্ণ।

'কিন্তু আপনি তো শহরতলীর লোকেদের ছাড়া আর কোন ক্লায়েন্ট দেখেন না। তাও বৃহস্পতিবারে— ঠিক আছে! ঠিক আছে! নিয়ে আসছি।' সে ফোনের শাটার বন্ধ করল।

'তিনি কী আমাকে দেখতে চেয়েছেন?' আমি উল্লাসিত গলায় জানতে চাইলাম।

ম্যাক্স গুঙিয়ে উঠে বলল, 'তুমি তো আমাকে বলতে পারতে যে তুমি বিশেষ ক্লায়েন্ট।'

'তাই নাকি? আমি তো নিজেই সেটা জানি না। আপনাকে বলব কী করে?'

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি আবার পুলিশ-টুলিশ কি না? কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়েছে তুমি কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছ। দৃষ্টি কেমন আচ্ছন্ন। ড্রাগ ট্রাগ নাও নাকি?'

'না, দুঃখিত। ড্রাগ আমার পছন্দ নয়। আমার হাসবেন্ডেরও না। আমি আসলে বলতে চাচ্ছি, আমি এসবের ধারে কাছেও নেই।'

'তাহলে কী মাফিয়ার লোক তুমি?'

'জ্বি না।'

'হীরা স্মাগলিং এর কেউ?'

'প্লিজ! এইসব লোকেদের সাথে ডিল করেন নাকি আপনারা। মনে হয় এবার নতুন কাজ খুঁজতে শুরু করা উচিত।'

'তুমি যে কত বড় খারাপ একটা বিষয়ে একটু পরে জড়াতে যাচ্ছ তা তুমি নিজেও জানো না।'

'আমার সেটা মনে হয় না।'

তিনি আমাকে একটা নতুন ঠিকানা দিলেন আর কিছু বেসিক নির্দেশনাও দিয়ে দিলেন। তারপর দেখলেন আমি তার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছি।

আমি কিন্তু জেমস বন্ডের ভিলেনদের মতো কাউকে মনে মনে আশা করলাম।

হঠাৎ ছোট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ায় আমি গাড়ি থামালাম। জেসন স্কট, উকিল।

ঘরের ভেতরটায় একটু বনেদি বনেদি ভাব। সবুজ রঙের প্রাধান্য বেশি। যাই হোক ভেতরে কোন ভ্যাম্পায়ারের গন্ধ না পাওয়ায় বেশ স্বস্তিবোধ করলাম।

দেয়ালে মাছের একটা ট্যাঙ্ক। তেমন খারাপ লাগছিল না। মানুষগুলোই অপরিচিত এই যা। ডেস্কে একজন সুদর্শনা মেয়েকে বসে থাকতে দেখলাম।

'হ্যালো।' সে আমাকে সম্বোধন করল। 'আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি এখানে মি. স্কটের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'আপনার কী এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?'

'ঠিক সে রকম নয়।'

মেয়েটা মৃদু হাসল। 'তাহলে যে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ একটু বসবেন কী–' বলতে বলতে সে ইন্টারকম ধরতেই ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল– 'এপ্রিল!' একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম। 'একজন এলে ভেতরে পাঠিয়ে দাও– শর্টকাটে তার নাম মিসেস কুলিন।'

আমি মনে মনে হাসলাম।

'ওকে পাঠিয়ে দাও। বুঝতে পেরেছ আমি কী বলছি?'

'জ্বি। তিনি এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন।' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এপ্রিল বলার চেষ্টা করল।

'কী বললে? তাহলে এতক্ষণ অপেক্ষা করছ কেন। এক্ষুণি ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও!'

'এক্ষুণি পাঠাচ্ছি মি, স্কট!' মেয়েটা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে হাত দিয়ে একটা সরু হল ধরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। যেতে যেতে জানতে চাইল চা বা কফি কিছু খাব কি না? তারপর স্কটের রুমের কাছে বলল, 'এই যে এখানে।' সে একটা দরজা খুলে দিল।'

'দরজা বন্ধ করে দাও।' একটা রাশভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

এপ্রিল থতমত খেয়ে দরজা বন্ধ করছিল তখন আমি ভালো করে লোকটাকে পরখ করলাম। লোকটা ছোটখাট। বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। সাদানীল স্ট্রাইপ দেয়া শার্টের সাথে লাল সিল্কের একটা টাই পরে আছেন।

ডেস্কের উপর দিয়ে তিনি হ্যাঁন্ডশেখ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'মিসেস কুলিন। আমি কী যে খুশি হয়েছি আপনাকে দেখে সেটা বলে বোঝাতে পারব না।'

আমি উনার সাথে হাত মেলাতেই উনি কিছুটা চমকে উঠলেন। আমার ঠাণ্ডা ত্বকের স্পর্শের চেয়ে আমাকে দেখে উনি বেশি অবাক হয়েছেন বলে ধাক্কাটা সামলিয়ে উঠতে পারলাম।'

'আমি মি. জেঙ্কস, নাকি স্কট কোনটা ডাকবো?

'তোমার যা ইচ্ছা।'

'কেমন হয় যদি আপনি আমাকে বেলা বলে ডাকেন আর আমি আপনাকে জে বলে ডাকি?'

'একেবারে পুরোনো বন্ধুদের মতো।' তিনি সায় দিলেন।

তারপর আমাকে বসতে বলে নিজেও বসলেন। 'আমাকে জানতে হচ্ছে– আমি কী মি. জেসপারের সুন্দরী স্ত্রীর সাথে কথা বলছি?'

আমি চমকে উঠলাম। 'জ্বি! তা নয়। আমি আসলে সম্পর্কে ওর ভাবী হই।'

আমি যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম, তিনিও তেমন অপ্রস্তুত হলেন।

'যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক।'

'আসলে একটা কাগজ–' আমি বলতে যাচ্ছিলাম মার্চেন্ট অব ভেনিসে এলিস কিভাবে উনার নাম লিখে রেখেছিল সে কথা তার আগে উনি বলে উঠলেন, 'অবশ্যই অবশ্যই। বার্থ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্টস, সোশাল সিকিউরিটি কার্ডস কোনটার দরকার...?'

আমি মনে মনে ভীষণ হতাশ হলাম। আমি ভেবে রেখেছিলাম এলিস হয়তো রেনেসমিকে রক্ষার জন্য এখানে এই লোকের সাহায্যে কোন ব্যবস্থা করে রাখবে। সে আমাকে ওর শেষ উপহার দিতে চেয়েছিল। কিন্ত সে কী এটা জানে না, যে আমার কাছে আমার মেয়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কিছুই নেই?

আমার মনে হচ্ছে আমার বুক ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তারপরও মনে হচ্ছে হয়তো আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু ঠিকই রেনেসমির জন্য এলিস কিছু একটা ব্যবস্থা করে গেছে। আমার দৃষ্টি প্রদীপ জ্বলে উঠল।

কেন তাহলে সে আমাকে এখানে আসতে বলবে?

এটাও হতে পারে, এলিস চায় না আমরা যখন যুদ্ধ করব তখন রেনেসমি ওদের রোষানলে পড়ুক। তাই হয়তো চায় রেনেসমিকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু কার সাথে পাঠাবো? বাবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

হঠাৎ ঝট করে আমার মাথায় পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'দুটো বার্থ সার্টিফিকেট, দুটো পাসপোর্ট আর একটা ড্রাইভারের লাইসেন্স।' আমি নিচু গলায় বললাম।

উনি আমার দিকে সরু চোখে তাকালে আমি নিজেকে হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করলাম।

'নামগুলো কী কী?'

'জ্যাকব ওলফি আর ভেনেসা ওলফি।' ইচ্ছে করেই রেনেসমির নাম ভেনেসা দিলাম। নিক নেম নেসি এতে চমৎকার খেটে যাবে।

তিনি আইনের খাতার প্যাডে কলম চালাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন।

'মধ্যের নামগুলো কী কী?'

'মিলিয়ে আপনি নিজেই একটা কিছু বসিয়ে দিয়েন।'

'বয়স?'

'লোকটার বয়স সাতাশ আর মেয়েটা পাঁচ।' রেনেসমির এতটাই বেড়েছে যে এখন সহজেই পাঁচ বছরের মেয়ে বলে চালিয়ে দেয়া যায়। অবশ্য ওর তুলনায় জ্যাকবের বয়সটা অনেক কম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সৎ বাবা।

'যদি নিখুঁত কাগজপত্র পেতে চাও তাহলে ছবি লাগবে।'

'একটু অপেক্ষা করুন।' আমি বললাম।

আমি সঙ্গে রাখা ওয়ালেটটা খুঁজলাম। সাথে সাথে পেয়ে গেলাম আমার পারিবারিক ছবি। আমার ভাগ্যটা আসলেই ভালো।

'বেশ চলে যাবে।'

জে ছবিগুলো বেশ ভালো করে দেখতে থাকলেন।

'তোমার মেয়ে অনেকটাই তোমার মতো হয়েছে দেখতে।

'আমি টেনশানের কারণে বলে ফেললাম, 'কেন, নেসি তো হয়েছে ঠিক ওর বাবার

মতো।

'তাহলে এই লোকটা কে?' জ্যাকবের ছবির উপর হাত দিয়ে দেখালেন তিনি।

'আসলে... সে আমাদের পরিবারের খুব কাছের বন্ধু।'

'ক্ষমা করে দেবেন।' তিনি এবারও বিব্রত স্বরে বললেন। 'আপনার ঠিক করেন তো তাড়াতাড়ি কাগজপত্র লাগবে?'

'এক সপ্তাহের মধ্যে পাব না?'

'এটা তাহলে বেশি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। আমার দু' সপ্তাহের মতো লাগতো। যাই হোক কুলিন পরিবার বলে কথা, পেয়ে যাবে। ও, আমি ভুলে গিয়েছি আপনার নামটা, কার সাথে যেন এতক্ষণ কথা বলছিলাম?'

সে বুঝি কেবল জেসপারকেই ভালো করে চেনে?

'আপনি টাকার অঙ্কটাও লিখে দিন।'

তিনি এজন্য খানিকটা দ্বিধা করছেন। কুলিন পরিবারকে তিনি বেশ ভালো করেই চেনেন। ব্যস্ত হাতে তিনি ল'প্যাডে টাকার পরিমাণ লেখেন।

আমি সেটা দেখে বুঝলাম এর চেয়ে বেশি টাকা এখন আমার সঙ্গে রয়েছে।

আমি ওয়ালেট খুলে অঙ্কের টাকাটা বের করে তার হাতে দিলাম।

'এই নিন।'

'আহ বেলা, আমি নেবার জন্য টাকার পরিমাণটা লিখিনি। তুমি লিখতে বলেছ বলে লিখেছি। কুলিন পরিবারের কাছ থেকে আমি টাকা নিতে পারি না। আর তাছাড়া কাগজপত্র ঠিকঠাক মতো করে দিতে পারছি কি না সেটাও তো দেখতে হবে?'

আমি নার্ভাস হয়ে যাওয়া লোকটার দিকে তাকালাম।

'আমি বিশ্বাস করছি আপনাকে জে। এটা আমি আসলে আপনাকে অগ্রিম দিয়ে রাখলাম। কারণ ভবিষ্যতে আমি আবারও কাগজ করার জন্য আপনার কাছেই আসব।'

'ঠিক আছে তাহলে, পরের সপ্তাহ একই সময়ে?' আমি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম।

'আসলে আমি ব্যবসার খাতিরে এক জায়গায় একবারই ডিল করি। জায়গাটা অন্য কোথাও হলে ভালো হতো না?'

'আচ্ছা। ঠিক এক সপ্তাহ পরে প্যাসিফোতে। ইউনিয়ন লেকের ধারে। রাত আটটায়। সেখানে খাবার দাবারেরও সুন্দর ব্যবস্থা আছে।'

'ও, বেশ হবে তাহলে।'

আমি তার সাথে হাত মেলালাম। এবারও তিনি চমকালেন না। তবে তার মধ্যে আমি নতুন দুঃশ্চিন্তার ছায়া দেখতে পেলাম।

'ঠিক আছে, এক সপ্তাহ পরেই আমি আসব।'

চৌত্রিশ

গাড়ি থেকে নামার আগেই আমি মিউজিকটা শুনতে পেলাম। এলিস চলে যাওয়ার পর থেকে এ্যাডওয়ার্ড পিয়ানো স্পর্শও করে নি।

আমি গাড়ির দরজা লাগালাম। জ্যাকবকে বাবার ওখানে রেখে এসেছি। আমার কোলে রেনেসমি বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। আমার কেন যেন মনে হলো, আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্যই এ্যাডওয়ার্ড সুর তুলছে পিয়ানোতে।

আমার কেন যেন কান্না পাচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্য বাজাচ্ছে।

আমি যখন দরজা দিয়ে ঢুকলাম তখন সে হেসে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু পিয়ানো বাজানো থামালো না।

'বাসায় স্বাগতম' সে বলল, যদিও এটা আর সব দিনের মতোই সাধারণ একটা দিন ছিল।

'তুমি চার্লির সাথে কেমন দিন কাটালে?'

'হ্যাঁ। ভালো। কিন্তু আমি অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছি তাই না? আসলে রেনেসমির জন্য ক্রিসমাস শুপিং করতে গিয়েছিলাম। যদিও জানি এর অনেক দেরি আছে। কিন্তু... আমি কাধ ঝাকালাম।

এ্যাডওয়ার্ড আনমনে ঠোঁট কামড়ালো। কিন্তু তখনও সে পিয়ানোতে সুর তুলে যাচ্ছিল।

এমেট আর রোজালিও দেখি এসে পড়েছে। ওরা সোফায় বসে বসে টিভি দেখছে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসি দিলাম।

'আমি আসলে এসব চিন্তাও করিনি। তুমি কী এটা বড় করে উদযাপন করতে চাচ্ছ?' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'না।' আমি সহজ থাকার চেষ্টা করলাম। 'আমি আসলে চাই না ওর কোন উপহার প্রাপ্তি ছাড়াই দিনটা কাটুক।'

'আমাকে দেখাবে?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই। এটা বেশ সামান্য একটা জিনিস।'

রেনেসমি ঘুমে একেবারে কাঁদা হয়ে আছে আমার ঘাড়ের উপর। আমি সাবধানে ব্যাগ খুললাম। ওতে টাকা এখনও আছে সেটা ওকে দেখতে দিলাম না। সাবধানে সেখান থেকে ভেলভেট কাপড়ে মোড়া জুয়েলারির বাক্সটা তুলে ওর হাতে দিলাম।

'একটা এন্টিক এর দোকান থেকে জিনিসটা কিনেছি।'

ওর হাতের তালুতে সোনালী লকেটটা জ্বলজ্বল করছে। চারপাশে সুন্দর বর্ডার দেয়া গোলাকৃতি টাইপের। এ্যাডওয়ার্ড ওটা খুলতে পারল। দুপাশে ছবি রাখার জায়গা আছে ভেতরে। ফ্রেঞ্চ ভায় নির্দেশিকাও আছে।

'তুমি কী জানো এটার মানে কী?' সে ভিন্ন রকমের একটা গলায় প্রশ্ন করল।

'দোকানি বলেছিল it says somthing along the line of more than my own life, সে কী এটা ঠিক বলেছে?'

'দোকানি ঠিকই বলেছে।' সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতে হাত রেখে বলল।

'সে এটা পছন্দ করবে তাই না?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'অবশ্যই করবে।' সে হালকা হাসি দিয়ে বলল।

'চল ওকে বাড়িতে নিয়ে যাই।' সে বলল।

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

'কী হল?' সে জানতে চাইল।

'আমার আসলে এমেটের সাথে একটু প্র্যাকটিস করা বাকি...' আমি আজ সারাদিন একটুও প্র্যাকটিস করতে পারিনি।

এমেট রোজালির সাথে বসে টিভি দেখছিল আর রিমোটও ছিল ওর হাতে। সে শব্দ একটু কমিয়ে দিয়ে বলল, 'বেশ ভালো হবে তাহলে। বন জঙ্গল পাতলা করে ফেলব একেবারে।'

এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকে প্রথমে এমেটের দিকে তাকাল তারপর আমার দিকে।'

'কাল তো যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।' সে বলল।

'এমন করছ কেন? আমি ওকে বললাম। 'যথেষ্ট সময় তুমি কোথায় দেখছ? আমাকে তো আরও অনেক শিখতে হবে আর—'

'কালকে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে থামিয়ে দিল।

ওর সাথে আর তর্ক করলাম না। এ্যাডওয়ার্ড একটা জিনিস বিশ্বাস করতে চায় না যেটা কার্লিসল করেন। অদম্য ইচ্ছে সব খারাপ অবস্থাকে দমিয়ে রাখে। আমিও মনে মনে সেটাই লালন করতে লাগলাম।

আমার পরের দিনগুলো একেবারে পাল্টে গেল। আমি আগের চেয়েও আরও বেশি পরিশ্রম করে নিজেকে তৈরি করতে লাগলাম। যতই দিন ঘনিয়ে আসছিল ততই মনে হচ্ছিল... পারব তো?

ক্রিসমাসের দিন আমরা সবাই মিলে বাবাকে দেখতে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ড আমি রেনেসমি আর জ্যাকব। জ্যাকবের দলের সবাই ছিল, আর স্যাম, এমিলি এবং স্যু তো ছিলই।

আমি রেনেসমিকে যে লকেটটা দিয়েছিলাম সে সেটা গলায় পরে ছিল আর পকেটে ছিল একটা এম. পি. থ্রি প্লেয়ার। ছোট্ট একটা জিনিস অথচ ওতে গান ধরবে পাঁচ হাজার। এরই মধ্যে এ্যাডওয়ার্ড ওর প্রিয় গানগুলোর সব কটাই ওতে দিয়ে দিয়েছে।

ওর আঙুলে কুইলেটদের প্রমিজ রিং। এ্যাডওয়ার্ড ওটা দেখে খুব রাগ করল। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। জ্যাকবই এখন আমার রেনেসমিকে রক্ষা করতে যাচ্ছে। যার উপর আমি এতখানি নির্ভর তাকে কী করে আমি রাগাতে পারি?

এ্যাডওয়ার্ড অবশ্য বাবার জন্য গিফট নিজেই কিনেছিল। আগের দিন সেটা বাবাকে দিয়েছি। বাবা সেটা পেয়ে সেদিন সারাদিন মাছ ধরার সোনার সিস্টেমের এর ম্যানুয়াল বই পরেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ উৎসবে স্যু অনেক মজার মজার জিনিস রেঁধেছেন। অবশ্য খেয়ে দেখার মতো অবস্থা আমার নেই।

আমার হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। মা আজ সেখানে থাকলে কতই না ভালো হত। সেই যে বিয়ের সময় মাকে দেখলাম এরপর আর চোখেই দেখলাম না।

সেদিন সারাদিন আমরা সবাই মিলে বেশ মজা করলাম।

পরে বাড়ি ফিরে এলে আমি যখন গাড়ির দরজা খুলে নামছিলাম তখন কুলিন বাড়ির ভেতর থেকে গুঞ্জন শুনতে পারলাম। আমরা বেশ দুশ্চিন্তা নিয়ে একে অন্যের দিকে তাকালাম।

জ্যাকবের মুখের ভাবভঙ্গি বদলে গেল। মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। তথ্যের জন্য

স্যামকে দরকার হতে পারে।

'এলিস্টার চলে গেছে।' সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে এ্যাডওয়ার্ড বলল।

রুমের ভেতরে ঢুকে দেখলাম সবাই এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছে। তিনজন ভ্যাম্পায়ার এনিয়ে তর্ক করেই যাচ্ছে। এসমে, কেবি আর টিয়া সেই তিনজনের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

এ্যাডওয়ার্ড চোয়াল শক্ত করে এসমের পাশে দাঁড়াল। আমি ওর পাশে রেনেসমিকে বুকে চেপে দাঁড়ালাম।

'আমান, তুমি যদি চলে যেতে চাও তাহলে কেউ তোমাকে জোর করে আটকে রাখবে না।' কার্লিসল শানত স্বরে বললেন।

'তুমি আমার অর্ধেক কভেনটাকেই বিপদে ফেলছ!' বেনজামিনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমান বলল। 'এজন্যই কী তুমি আমাকে এখানে আসতে বলেছিলে? ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে?'

কার্লিসল একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, আর বেনজামিন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে চোখ মুদল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ভলচুরির সাথে একটা যুদ্ধ হবে, যে যুদ্ধে তার পরিবারকে বাঁচানো জন্য.. উনি আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রলুব্ধ করছেন। আমি কেন শুধু শুধু তার জন্য মরতে যাব, তাই তো?' ব্যাঙ্গ করে কথাগুলো উঠল বেনজামিন। 'একটা কথা বোঝার চেষ্টা করুন, আমি যা করছি ঠিক কাজ করছি এবং নিজের ইচ্ছাতে করছি। আমি আর কোথাও যাব না। এখানে থাকব। আপনার যা খুশি করুন গে... একথা তো কার্লিসলও আপনাকে বলেছে একটু আগে।'

'এটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।' আমান গর্জে উঠলেন। 'এলিস্টার একমাত্র এখানে সুস্থ মস্তিষ্কের যে কারণে সে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আর বুঝতে পেরেছে বলেই সে চলে গেছে। আমাদের সবাইকেও চলে যাওয়া উচিত।'

'কাকে সুস্থ মস্তিষ্কের কথা বলছেন আগে নিজেই ভেবে দেখেন।' টিয়া নিচু গলায় বলল।

'আমরা সবাই পশুর মতো মরতে যাচ্ছি!' আমান চিৎকার করে বললেন।

'আমি তো বলছি না যে যুদ্ধ হবে' কার্লিসল দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

'তুমি বলেছ!'

'বলেছি এটা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, আমান, আর যা করছ মনে হয় ভলচুরিরা এজন্য তোমাকে স্বাগত জানাবে।'

আমান তার দিকে তাকিয়ে মুখ খিচালেন।

'আর এটাই কী সব কথার শেষ কথা?'

কার্লিসল উত্তর দিলেন কোমল স্বরে, 'আমি তোমার সাথে বিরোধে জড়াতে চাই না আমান। আমরা অনেক কাল থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি কখনই বলব না যে তুমি আমার কারণে মরে যাও।'

আমানের কণ্ঠস্বর আরও নিয়ন্ত্রিত মনে হল, 'তুমি আমাকে না নাও, কিন্তু বেনজামিনকেও তো নিয়ে যাচ্ছ।'

কার্লিসল আমানের কাঁধে হাত রাখলেন। সে ঝট করে সরিয়ে নিল।

'আমার আসলে এমেটের সাথে একটু প্র্যাকটিস করা বাকি...' আমি আজ সারাদিন একটুও প্র্যাকটিস করতে পারিনি।

এমেট রোজালির সাথে বসে টিভি দেখছিল আর রিমোটও ছিল ওর হাতে। সে শব্দ একটু কমিয়ে দিয়ে বলল, 'বেশ ভালো হবে তাহলে। বন জঙ্গল পাতলা করে ফেলব একেবারে।'

এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকে প্রথমে এমেটের দিকে তাকাল তারপর আমার দিকে।'

'কাল তো যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।' সে বলল।

'এমন করছ কেন? আমি ওকে বললাম। 'যথেষ্ট সময় তুমি কোথায় দেখছ? আমাকে তো আরও অনেক শিখতে হবে আর—'

'কালকে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে থামিয়ে দিল।

ওর সাথে আর তর্ক করলাম না। এ্যাডওয়ার্ড একটা জিনিস বিশ্বাস করতে চায় না যেটা কার্লিসল করেন। অদম্য ইচ্ছে সব খারাপ অবস্থাকে দমিয়ে রাখে। আমিও মনে মনে সেটাই লালন করতে লাগলাম।

আমার পরের দিনগুলো একেবারে পাল্টে গেল। আমি আগের চেয়েও আরও বেশি পরিশ্রম করে নিজেকে তৈরি করতে লাগলাম। যতই দিন ঘনিয়ে আসছিল ততই মনে হচ্ছিল... পারব তো?

ক্রিসমাসের দিন আমরা সবাই মিলে বাবাকে দেখতে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ড আমি রেনেসমি আর জ্যাকব। জ্যাকবের দলের সবাই ছিল, আর স্যাম, এমিলি এবং স্যু তো ছিলই।

আমি রেনেসমিকে যে লকেটটা দিয়েছিলাম সে সেটা গলায় পরে ছিল আর পকেটে ছিল একটা এম. পি. থ্রি প্লেয়ার। ছোট্ট একটা জিনিস অথচ ওতে গান ধরবে পাঁচ হাজার। এরই মধ্যে এ্যাডওয়ার্ড ওর প্রিয় গানগুলোর সব কটাই ওতে দিয়ে দিয়েছে।

ওর আঙুলে কুইলেটদের প্রমিজ রিং। এ্যাডওয়ার্ড ওটা দেখে খুব রাগ করল। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। জ্যাকবই এখন আমার রেনেসমিকে রক্ষা করতে যাচ্ছে। যার উপর আমি এতখানি নির্ভর তাকে কী করে আমি রাগাতে পারি?

এ্যাডওয়ার্ড অবশ্য বাবার জন্য গিফট নিজেই কিনেছিল। আগের দিন সেটা বাবাকে দিয়েছি। বাবা সেটা পেয়ে সেদিন সারাদিন মাছ ধরার সোনার সিস্টেমের এর ম্যানুয়াল বই পরেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ উৎসবে স্যু অনেক মজার মজার জিনিস রেঁধেছেন। অবশ্য খেয়ে দেখার মতো অবস্থা আমার নেই।

আমার হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। মা আজ সেখানে থাকলে কতই না ভালো হত। সেই যে বিয়ের সময় মাকে দেখলাম এরপর আর চোখেই দেখলাম না।

সেদিন সারাদিন আমরা সবাই মিলে বেশ মজা করলাম।

পরে বাড়ি ফিরে এলে আমি যখন গাড়ির দরজা খুলে নামছিলাম তখন কুলিন বাড়ির ভেতর থেকে গুঞ্জন শুনতে পারলাম। আমরা বেশ দুশ্চিন্তা নিয়ে একে অন্যের দিকে তাকালাম।

জ্যাকবের মুখের ভাবভঙ্গি বদলে গেল। মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। তথ্যের জন্য

স্যামকে দরকার হতে পারে।

'এলিস্টার চলে গেছে।' সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে এ্যাডওয়ার্ড বলল।

রুমের ভেতরে ঢুকে দেখলাম সবাই এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছে। তিনজন ভ্যাম্পায়ার এনিয়ে তর্ক করেই যাচ্ছে। এসমে, কেবি আর টিয়া সেই তিনজনের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

এ্যাডওয়ার্ড চোয়াল শক্ত করে এসমের পাশে দাঁড়াল। আমি ওর পাশে রেনেসমিকে বুকে চেপে দাঁড়ালাম।

'আমান, তুমি যদি চলে যেতে চাও তাহলে কেউ তোমাকে জোর করে আটকে রাখবে না।' কার্লিসল শানত স্বরে বললেন।

'তুমি আমার অর্ধেক কভেনটাকেই বিপদে ফেলছ!' বেনজামিনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমান বলল। 'এজন্যই কী তুমি আমাকে এখানে আসতে বলেছিলে? ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে?'

কার্লিসল একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, আর বেনজামিন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে চোখ মুদল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ভলচুরির সাথে একটা যুদ্ধ হবে, যে যুদ্ধে তার পরিবারকে বাঁচানো জন্য.. উনি আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রলুব্ধ করছেন। আমি কেন শুধু শুধু তার জন্য মরতে যাব, তাই তো?' ব্যাঙ্গ করে কথাগুলো উঠল বেনজামিন। 'একটা কথা বোঝার চেষ্টা করুন, আমি যা করছি ঠিক কাজ করছি এবং নিজের ইচ্ছাতে করছি। আমি আর কোথাও যাব না। এখানে থাকব। আপনার যা খুশি করুন গে... একথা তো কার্লিসলও আপনাকে বলেছে একটু আগে।'

'এটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।' আমান গর্জে উঠলেন। 'এলিস্টার একমাত্র এখানে সুস্থ মস্তিষ্কের যে কারণে সে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আর বুঝতে পেরেছে বলেই সে চলে গেছে। আমাদের সবাইকেও চলে যাওয়া উচিত।'

'কাকে সুস্থ মস্তিষ্কের কথা বলছেন আগে নিজেই ভেবে দেখেন।' টিয়া নিচু গলায় বলল।

'আমরা সবাই পশুর মতো মরতে যাচ্ছি!' আমান চিৎকার করে বললেন।

'আমি তো বলছি না যে যুদ্ধ হবে' কার্লিসল দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

'তুমি বলেছ!'

'বলেছি এটা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, আমান, আর যা করছ মনে হয় ভলচুরিরা এজন্য তোমাকে স্বাগত জানাবে।'

আমান তার দিকে তাকিয়ে মুখ খিচালেন।

'আর এটাই কী সব কথার শেষ কথা?'

কার্লিসল উত্তর দিলেন কোমল স্বরে, 'আমি তোমার সাথে বিরোধে জড়াতে চাই না আমান। আমরা অনেক কাল থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি কখনই বলব না যে তুমি আমার কারণে মরে যাও।'

আমানের কণ্ঠস্বর আরও নিয়ন্ত্রিত মনে হল, 'তুমি আমাকে না নাও, কিন্তু বেনজামিনকেও তো নিয়ে যাচ্ছ।'

কার্লিসল আমানের কাঁধে হাত রাখলেন। সে ঝট করে সরিয়ে নিল।

'আমি থাকব কার্লিসল। তোমার যেন ক্ষতি না হয় সে জন্যই ওদের সাথে থাকব। তাদের সাথে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করতে হয় করব তোমরা সব বোকার দল কি না ভাবছ ভলচুরিদের হারাতে পারবে।'

তারপর বেনজামিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম, তুমি সেটা ধরে রাখতে পারলে না।

বেনজামিনের মুখটা এমন শীতল হয়ে গেল যে এরকম আমি আর কখনও দেখিনি। সে বলল, 'আমি অনেক কৃতজ্ঞ যে আপনি আমাকে কেবল জীবনই দিয়েছিলেন, আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আমার ভেতরে বপন করে দেননি। তার জন্য বেঁচে থাকলে আমি সারাজীবনই আপনার সন্তুষ্ট থাকব।'

আমান চোখ সরু করে একবার তাকাল শুধু। তারপর কেবিকে সাথে নিয়ে বের হয়ে গেল।

'সে কিন্তু একেবারে চলে যাচ্ছে না।' এ্যাডওয়ার্ড নিচু স্বরে আমাকে বলল, 'সে আমাদের সাথে একটা দূরত্ব রাখছে। আর ভলচুরিদের সাথে যোগ দেবে যে কথাটা বলেছে সেটা পুরোপুরি ভূয়া।'

'এলিস্টার চলে গেছে কেন?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'সবাই তো আর সমান হয় না। তিনি অবশ্য কোন নোট ফোট দিয়ে যান নি। কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধ এড়ানো অসম্ভব। সে এটাও মনে করেছিল যে আমরা যদিও তাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য থামাতে পারি, সব শোনাতে পারি, তারা যে কোন একটা অযুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ করবেই।'

উপস্থিত যত ভ্যাম্পায়াররা ছিল সবাই একে অন্যের দিকে আতঙ্ক নিয়ে তাকাল। তাদের অবস্থা দেখে এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা বেশ হতাশ বোধ করছে।

কিন্তু রোমানিয়ানরা আসার সময়ই যেমন আমাদের অনুপ্রাণিত করা কথা বলেছিল এখনও বলল।

'আমাদের যতটুকু সাধ্য আমরা লড়ে যাবই।' স্টিফেন বলল।

'আমরা যুদ্ধ করবই।' ভ্লাদিমিরও সায় দিল তাতে।

'আমরাও যুদ্ধ করব। টিয়া বলল। ওর কণ্ঠে উত্তেজনা।

'আর আমাকে তো যুদ্ধ করা লাগবেই, বাধ্যতা মূলক।' বেনজামিন বলল।

'মনে হয় না এটা শাষকের শোষণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রথম লড়াই।' গারেট টিটকারীর ভাষায় বলল। তারপর বেনজামিনের পিঠ চাপড়ে বলল, 'এই ছেলেটা তার শাষকের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা কী জিনিস আমাদের তা দেখিয়ে দিল।'

'আমরা অবশ্যই কার্লিসল পাশে দাঁড়াবো।' তানিয়া বলল। 'আর তাদের সাথে থেকেই যুদ্ধে লড়ব।

'আমি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।' পিটার বলল।

'আমার ব্যাপারটাও তাই।' র‍্যান্ডাল বলল

'আমিও, আসলে বুঝতে পারছি না।' ম্যারী বলল।

'আমার পুরো দলই কুলিনদের জন্য লড়াই করে যাবে।' জ্যাকব বলে উঠল। 'ভ্যাম্পায়ারদের আমরা পরোয়া করি না।'

'দুধের শিশু বলে কী?' পিটার বলল।

'অবুঝ।' র‍্যান্ডাল শুধরে দিল।

জ্যাকব তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিচাল।

'বেশ শোন তাহলে, আমি কিন্তু আছি কুলিনদের সাথে।' ম্যারী বলল। তারপর কার্লিসলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কার্লিসলের ভাগ্যে যা হতে চলেছে সেটা আমি তার একার হতে দিতে চাই না।

সিওভান তার দলের ছোট্ট সদস্যের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'কার্লিসল।' তিনি আস্তে করে বললেন, 'আমি চাই না যে যুদ্ধ হোক।'

'আমিও সেটা চাই না সিওভান। আর তুমি তো এটাও চাও শেষ পর্যন্ত আমরা কী চাই।' কার্লিসল মুচকি হাসার চেষ্টা করলেন।

'আপনি জানেন সেটাতে কোন কাজ দেবে না।'

'আমি সবাইকে এটুকু আশ্বস্ত করতে পারি যে কেউ আঘাত পাবে না।' কার্লিসল বললেন।

অবস্থা একটু প্রশমিত হলে আমরা অনেকেই বাইরে হাঁটতে বের হলাম। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। পাউডারের মতো সূক্ষকণা ভরা তুষার পড়ছে। গায়ে পড়ার আগেই সেগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমি থমকে গেলাম।

'কী হল?' বনের দিকে চারপাশ একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'রেনেসমি।' আমি নিঃশ্বাস আটকে বললাম।

'সে তো বনের কাছাকাছিই আছে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, 'আমি ওর আর জ্যাকবের মনের কথা পড়তে পারছি। ওরা দুজনেই ভালো আছে।'

'না। আমি সে কথা বলতে চাই নি।' আমি বললাম। 'আমি আসলে আমার প্রতিরক্ষা আবরণী নিয়ে ভাবছি। আমি সেটা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত জাফরিনা বেনজামিন এদেরকে না হয় রক্ষা করলামই, কিন্তু যদি এমন হয় আমি ব্যর্থ হলাম বা আবরণী দিয়ে ওদের ঠিক মতো ঢাকতে পারলাম না। তখন কী হবে!' আমার কণ্ঠ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত শোনাল।

'বেলা, কেন শুধু শুধু এসব ভাবছ? তুমি তোমার শক্তি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পার এটা ঠিক আছে, কিন্তু অন্যকে বাঁচানোর জন্য তো তুমি দায়ী নও। কেন বোকার মতো নিজেকে ভেঙেচুরে ফেলছ।'

'যদি এমন হয় যে কোন কোন শক্তি আমার আবরণী ঠেকাতে পারল না তখন–' আমি আর কথা বলতে পারলাম না।

'শস্‌স্‌' সে আমাকে কাছে টেনে নিল। 'এত কষ্ট পাচ্ছ কেন, এলেককে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। জেন অথবা জাফরিনা যা করতে পারে ওর ক্ষমতাও সে রকম। সে শুধু মাথার মধ্যে এক ধরনের ছবি তৈরি করতে পারে।'

'শোন মেয়ে।' সে শক্ত করে আমার কাঁধ আকড়ে ধরল। 'আমরা শেষ সত্যটা এ্যারোকে দেখাতে চাই।'

'কিন্তু সেই সত্য কী এ্যারোকে থামাতে পারবে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

এবার এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিতে পারল না।

পঁয়ত্রিশ

'এখনই বেরুবে?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল। তারপর নিজেই রেনেসমিকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দৌড়ে আমার কাছে আসতো দেখি।'

'সব সময়ই তাই করি।'

সে কি আজ সকালে যখন এলিস চলে গিয়েছিল অদ্ভুত কিছু করেছিল? আমার বইগুলো আগুনে পুড়িয়েছিল? আমি জানি না সে এই জাতীয় কিছু করেছে কিনা।

এখন শুস্ক সন্ধেবেলা। এরই মধ্যে রাতের মতো অন্ধকার নেমে গেছে। আমি বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম। গাঢ় মেঘের দিকে তাকিয়ে আছি। আজ রাতে কি তুষারপাত হবে? এলিসের দৃষ্টিসীমানায় সে দৃশ্য কি সে দেখতে পাবে? এ্যাডওয়ার্ড আশা করছে আমাদের আরো দুটো দিন থাকা হতে পারে। তারপর আমরা ক্লিয়ারিংয়ে যেতে পারি। সেখান থেকে ভলচুরিতে আমাদের পছন্দের জায়গার দিকে এগুতে পারি।

যখন আমি অন্ধকার বনের মধ্যে যেতে থাকলাম, আমার সিয়াটলের শেষ ট্রিপের কথা বিবেচনা করতে হলো।

আমি ভাবলাম এলিসের আমার এখানে পাঠানোর কারণটা আমি জানি। যেখানে জে জেনক তাকে ওই ক্লায়েন্টের কাছে রেফার করেছিল। যদি আমি তার অন্য অফিসে যেতাম, তাহলে কি তাকে আমি কখনও ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে পারতাম? যদি আমি জেসন জেনক অথবা জেসন স্কটের সাথে দেখা করতাম, আইনগত ল ইয়ার, আমি কি কখনও জে'এর ব্যাপারে জানতে পারতাম।

আমি সেই রুটেই গেলাম যেখানে স্পষ্টত জানি কোন ভালো কিছু হবে না। সেটাই ছিল আমার সুত্র।

চারিদিকে অন্ধকার। আমি রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটের সামনে থামলাম। কয়েক মিনিট আগেই এসেছি। প্রবেশ পথের ভেলভেটকে কোনরকম তোয়াক্কা করলাম না। আমি কন্টাকের কথা জানালাম। তারপর রেষ্টুরেন্টের ভেতরে জের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার এই ব্যাপারটা নিষ্পত্তির ব্যাপারে অনেক তাড়া ছিল। আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়া দরকার। জেকে তার নিজের প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদায় ধরে রাখতে বেশ সর্তক দেখা গেল। আমার সেজন্য অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো।

আমি পোডিয়ামে জেক্রের নাম দিলাম। আমাকে একজন এসে উপরের তলার একটা ছোট প্রাইভেট করে নিয়ে গেল। সে আমার কাছ থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা ওভারকোটটা খুলে নিল যেটা আমি এলিসের আইডিয়ায় ছদ্মবেশের জন্য পরে এসেছি। তারপর দ্রুত আমার সাটিনের ককটেইল ড্রেসটা ধরল। আমি কিছুটা তোষামোদি না হয়ে পারলাম না। আমি এখনও আমার সৌন্দর্য সবার কাছে উন্মোচিত করি না শুধু এ্যাডওয়ার্ডের কাছে ছাড়া। স্টুয়ার্ড রুম থেকে যাওয়ার সময় সৌজন্যতা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ফায়ার প্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার হাতের আঙুলগুলো অগ্নিশিখার উপরে ধরে তপ্ত করে নিলাম যাতে হ্যান্ডশেক করতে পারি। এটা

তাই নয় যে জে সুস্পষ্টত কুলিনদের বিষয়ে যে কিছু একটা আছে তাতে সচেতন নয়। কিন্তু এখন প্রাকটিসের জন্য তা খুব ভালো অভ্যাস।

এক সেকেন্ডের মধ্যে, আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম আমার মনে হলো যেন আমি আগুনের মধ্যে হাত দিয়েছি। অনুভূতিটা ঠিক পুড়ে যাওয়ার অনুভূতির মতোই...

জের প্রবেশ আমার মৃত্যুচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। স্টুয়ার্ড আগের মতোই জের কোর্ট নিয়ে নিল। তা থেকে প্রমাণিত হয় আমিই শুধুমাত্র এই সাক্ষাৎকারের জন্য পরিপাটি হয়ে আসিনি।

'আমি দুঃখিত, আমার দেরি হয়ে গেছে।' আমরা একাকী হতেই জে বললেন।

'না। আমি ঠিক সময়েই এসেছেন।'

তিনি তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমরা হ্যান্ডশেক করলাম। হ্যান্ডশেকের সময় বুঝতে পারলাম তার হাত আমার হাত থেকে অনেক উষ্ণ। আমি তাকে বিরক্ত হতে দেখলাম না।

'তোমাকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে। যদি আমি ঠিক ততটা সাহসী হয়ে থাকি, মিসেস কুলিন।'

'ধন্যবাদ, জে। দয়া করে আমাকে বেলা বলেই ডাকুন।'

'আমি অবশ্যই বলব। আপনার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জন্য ভিন্ন। ভিন্ন জেসপারের সাথে কাজ করার থেকে। কিছুটা অন্যরকম...' তিনি দ্বিধার সাথে হাসলেন।

'সত্যিই? আমি সবসময়ই জেসপারকে খুব শান্তিময়ভাবে পেয়ে থাকি।'

তার চোখের ভুরু কাছাকাছি চলে এলো। 'সেটা কি তাই?' তিনি ভদ্রভাবে বিড়বিড় করে বললেন। যখন গলাখাকারি দিচ্ছিলেন তখনও স্পষ্টত অসম্মতির লক্ষণ। কতই অদ্ভুত! জ্যাসপার এই মানুষটার সাথে কি করেছে?

'আপনি কি জেসপারকে অনেক দিন ধরে চেনেন?'

তিনি শ্বাস নিলেন। দেখে কিছুটা অস্বস্তিতে আছে মনে হলো। 'আমি মিস্টার জেসপারের সাথে বিশ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছি। আর আমার পুরোনা পার্টনার তাকে পনের বছরেরও বেশি সময় ধরে চেনেন তার আগে... তিনি কখনও পরিবর্তিত হন না।' জে ভদ্রভাবে বললেন।

'হ্যাঁ, জেসপারকে সেই দিক দিয়ে বেশ মজার মানুষ মনে হয়।'

জে এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন মাথা নেড়ে মাথা থেকে কোন দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলছেন। 'আপনি কি একটু বসবেন না, বেলা?'

'প্রকৃতপক্ষে, আমার কিছুটা তাড়া আছে। আমাকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ ড্রাইভ করতে হবে।' যখন আমি কথা বলছিলাম, আমার ব্যাগ থেকে সাদা খামের মোটা এনভেলাপটা বের করলাম যেখানে তার জন্য বোনাস রয়েছে। সেটা তার হাতে দিলাম।

'ওহ,' তিনি বললেন। তার কণ্ঠস্বরে কিছুটা অনিচ্ছুকের ভঙ্গি ফুটে উঠল। তিনি এনভেলাপটা হাতে নিয়ে তার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। কোন রকম পরিমাণটা দেখার বিরক্তিতে গেলেন না। 'আমি আশা করছি আমরা এক মুহূর্তের জন্যও একটু কথা বলতে পারব।'

'কোন ব্যাপারে?' আমি কৌতুহলের সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

'বেশ, প্রথমে আপনি আপনার জিনিসগুলো আপনাকে দিতে চাই। আমি আপনাকে

নিশ্চিত করতে চাই আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।'

তিনি ঘুরলেন। তার ব্রিফকেসটা টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর ব্রিফকেসটা খুললেন। তিনি একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করলেন।

যদিও আমার কোন ধারণাই নেই যে ওটা থেকে আমি কি দেখতে যাচ্ছি। আমি খামটা খুলে ফেললাম। ভেতরের উপাদানগুলোতে কৌতুহলের সাথে একবার চোখ বুলালাম। জে জ্যাকবের ছবিটা পরিবর্তন করে ফেলেছে। রঙগুলোও এমনভাবে পরিবর্তিত করেছে যেটা অদ্ভুত। এটা তৎক্ষণাৎ বোঝার কোন উপায় নেই যে এটাই তার পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্সের সেই একই ছবি। দুটোই আমার কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু সেটা খুব অল্প কিছুই। আমি এক পলকের জন্য ভেনেসার পাসপোর্টের ছবির দিকে তাকালাম। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলাম। আমার গলার কাছে যেন কিছু একটা বেধে গেছে।

'ধন্যবাদ।' আমি তাকে বললাম।

তার চোখ কিছুটা ছোট ছোট হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম এত অল্প সময়ে আমার পরীক্ষা করে দেখায় তিনি কিছুটা আশাহত হয়েছেন। 'আমি আপনাকে নিশ্চিয়তা দিতে চাই, প্রতিটি ছবিই পারফেক্ট। সবগুলোই সবচেয়ে ধুরন্ধর সিকিউরিটি অভিজ্ঞ দিয়ে যাচাই করা হয়েছে।'

'আমি নিশ্চিত ওগুলো সেরকমই। আপনি আমার জন্য যা করেছেন আমি সত্যিই তার জন্য আপনাকে প্রশংসা করি।'

'এটা আমার আনন্দ, বেলা। ভবিষ্যতে, কুলিনদের পরিবারের জন্য যা কিছু লাগে তার জন্য আমার কাছে কোন সংকোচ ছাড়াই চলে আসবেন।' তিনি আমাকে সেই জাতীয় কোন সংকেতও দেননি। কিন্তু তার কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি জেসপারের ওখানে আমাকে আমন্ত্রণ করছেন।

'আপনি কি আমার সাথে কোন কোন বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চান?'

'ইয়ে, হ্যাঁ। এটা কিছুটা অন্যরকম...' তার মুখে পাথরের পাশে বসার অনুনয় দেখতে পেলাম। আমি পাথরের এক কিনারে বসলাম। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন।

তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিতে লাগল। তিনি তার পকেট থেকে একটা নীল রঙা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন।

'আপনি মিস্টার জেসপারের স্ত্রীর বোন? অথবা তার ভাইকে কি আপনি বিয়ে করেছেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'তার ভাইকে বিয়ে করেছি।' আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করলাম। বিস্মিত হয়েছি তিনি কোন দিকে কথা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন এটা ভেবে।

'তাহলে আপনি সম্ভবত মিস্টার এ্যাডওয়ার্ডের স্ত্রী হবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

তিনি ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন। 'আমি এইসব নামগুলো অনেকবার দেখেছি আপনি জানেন। দেরিতে হলেও আমার কংগ্রাচুলেশন গ্রহণ করুন। এটা খুবই সুসংবাদ যে এতদিন পরে মিস্টার এ্যাডওয়ার্ড একজন হৃদয়গ্রাহী জীবন সঙ্গিনী পেয়েছেন।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তিনি থেমে গেলেন। আবার কপালের ঘাম মুছলেন। 'এতগুলো বছর ধরে, আপনি সম্ভবত কল্পনা করে নিতে পারেন, আমি মিস্টার জেসপার এবং তার পরিবারের সাথে একটা সুসম্পর্ক বজায় রেখেছি।'

আমি সতকতার সাথে মাথা নোয়ালাম।

তিনি গভীরভাবে শ্বাস নিলেন এবং কোন কিছু না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'মিষ্টার জে, দয়া করে আমাকে বলুন আপনার কি বলার আছে।'

তিনি আবার শ্বাস নিলেন এবং তারপর খুব তাড়াতাড়ি বিড়বিড় করে বললেন, 'যদি আপনি শুধু আমাকে এটুকু নিশ্চয়তা দেন যে আপনি ওই ছোট্ট মেয়েটাকে তার পিতার কাছ থেকে কিডন্যাপের কোন পরিকল্পনা করেননি, আমি আজ রাতে তাহলে ভালোভাবে ঘুমাতে পারব।'

'ওহ।' আমি হতবুদ্ধির মতো বললাম। তিনি কি বলতে চেয়েছেন তার উপসংহারে পৌঁছুতে আমার কিছুটা সময় লাগল। 'ওহ না। ব্যাপারটা আদৌ সেরকম কোন কিছু নয়।' আমি দুর্বলভাবে হাসলাম। তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। 'আমি সাধারণভাবে মেয়েটার জন্য একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি, যদি কোন কারণে আমার স্বামী আর আমার কোন কিছু ঘটে যায়, এই কারণে।'

তার চোখ সরু হয়ে গেল। 'কোন কিছু ঘটতে পারে?' তার মুখে লজ্জায় লাল রঙ খেলা করছে। তারপর ক্ষমা চাইল, 'এটা আসলে আমার বলার কোন ব্যাপার না।'

আমি লক্ষ করলাম লাল রঙ তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি খুশি হলাম। আমি কোন সাধারণ নিউবর্ণের মতো নই। জেকে দেখে খুব ভালো একজন মানুষ মনে হচ্ছে। তাকে হত্যা করাটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার হবে।

'আপনি কখনই জানবেন না।' আমি শ্বাস নিলাম।

তিনি ভুরু কুঁচকালেন। 'সেক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে ভালোটাই আশা করতে পারি। বেস্ট অব লাক। আর দয়া করে এ ব্যাপারটা বাইরে আলোচনা করবেন না, মাই ডিয়ার। কিন্তু....যদি মিস্টার জেসপার আমার কাছে আসে এবং জিজ্ঞেস করে আমি এই ডকুমেন্টের উপর কি নাম দিয়েছিলাম...

'অবশ্যই, আপনি তাকে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা জানাবেন। আমাদের গোটা ব্যাপারটা জেসপারের জানানোর চেয়ে ভালো কিছু দেখতে পাই না।'

আমার কথাগুলো তাকে অনেক সহজ করে তুলল।

'খুব ভালো।' তিনি বললেন, 'এবং আমি কি আপনাকে ডিনারের জন্য থাকতে বলতে পারি না?'

'আমি দুঃখিত। আমার সময়ের খুব অভাব আছে।'

'তাহলে, আবার, আমার সর্বোচ্চ আশা থাকবে আপনার সুখ আর স্বাস্থ্যের জন্য। কুলিন পরিবারের জন্য যা কিছু লাগবে, দয়া করে সেটার জন্য আমাকে ডাকতে দ্বিধা করবেন না, বেলা।'

'ধন্যবাদ জে।'

আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম জে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার অভিব্যক্তিতে একই সাথে উদ্বিগ্নতা আর দুঃখ খেলা করছে। ফিরে আসার ট্রিপ খুব কম সময়ই নিল। গাঢ় অন্ধকার রাত। সে কারণে আমি গাড়ির হেডলাইট অফ

করে দিলাম এবং এটা নিচে নামিয়ে দিলাম। যখন আমি বাড়িতে ফিরে এলাম, আমাদের অধিকাংশ গাড়িই, এলিসের পোর্শে আমার ফেরারী হারিয়ে কোনটাই নেই। ঐতিহ্যগত ভ্যাম্পায়াররা তাদের তৃষ্ণা মেটাতে যত দুরে যাওয়া সম্ভব সেদিনে গেছে। আমি আজ রাতে তাদের শিকারের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে মনে কাদেরকে শিকার করতে পারে সেটাও ভাবতে চাইলাম না।

শুধুমাত্র কেট আর গ্যারেট সামনের রুমটাতে ছিল। তারা জন্তুর রক্তের পুষ্টিমান নিয়ে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম গ্যারেট তার শিকারের ট্রিপটা নিরামিশাষী হিসাবে কাটাতে চাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে ব্যাপারটা খুব কঠিন।

এ্যাডওয়ার্ড অবশ্যই রেনেসমিকে বাড়িতে ঘুম পাড়ানোর জন্য নিয়ে গেছে। কোন সন্দেহ নেই, জ্যাকব কটেজের ধারে বনের মধ্যে আছে। আমাদের পরিবারের বাকি সদস্যরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শিকার চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্ভবত তারা ডেনালির অন্যদের সাথেই বাইরে বেরিয়েছে।

যেটা ব্যাসিক্যালি আমাকে বাড়িতে নিজের মতো করে থাকতে দিচ্ছে। আর আমি তাড়াতাড়ি এই সুবিধাটা নিতে যাচ্ছি।

আমিই যে প্রথমে দীর্ঘ সময় পরে এলিস আর জেসপারের রুমে ঢুকেছি তা গন্ধ শুকেই বুঝতে পারলাম। হতে পারে যে রাতে তারা বাইরে গেছে তার পরে আমিই প্রথম। আমি তাদের বিশাল ক্লজেটের কাছে নিঃশব্দে গেলাম একটা পছন্দমত বড় ব্যাগ খুঁজে নেয়ার জন্য। পেলামও। এটা অবশ্যই এলিসেরই হবে। এটা একটা ছোট আকারের চামড়ার কালো ব্যাকপ্যাক। এই জাতীয় ব্যাগই পার্স হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রেনেসমিকে বহন করে নেয়ার জন্য যথেষ্টই বলা যায়। তারপর আমি তাদের ক্যাশ টাকার দিকে হাত বাড়ালাম। গড়পড়তা আমেরিকানদের দুবছরের সংসার চালাতে যেরকম খরচ লাগে সেরকম পরিমাণ নিয়ে নিলাম। আমি অনুমান করছি আমার এই চুরিটা অনেক কম নজরে পড়বে এই বাড়ির যেকোন জায়গার চেয়ে, যদিও এই ব্যাপারটা সবাইকে দুঃখিত করবে। ভুয়া পাসপোর্ট আর পরিচয়পত্রের খামটা আমি টাকাগুলোর উপরে রাখলাম।

তারপর আমি এলিস আর জেসপারের বিছানার কিনারায় বসলাম। খুব দুঃখের সাথে আমার প্যাকেজগুলোর দিকে তাকাতে লাগলাম যেগুলো আমার মেয়েকে দেব। আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু তার জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহার করবে। অসহায়ের মতো আমি বিছানার গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

কিন্তু এই ছাড়া আমি আর কি করতে পারি?

আমি সেখানে কয়েক মিনিট দুহাঁটুর মাঝে মাথা গুজে বসে থাকলাম। তারপর একটা ভালো ধারণা আমার মাথায় চলে এলো।

যদি...

যদি আমি এরকম কোন ধারণা তৈরি করতে পারি যে জ্যাকব আর রেনেসমি পালিয়ে যেতে চাচ্ছে, তাহলে এরকম ধারণাও সংযুক্ত করতে পারি যে ডিমিট্রি মারা পড়তে পারে।

তাহলে কেন এলিস আর জেসপার জ্যাকব আর রেনেসমিকে সাহায্য করবে না? যদি তারা আবার একত্রিত হয়, তাহলে রেনেসমির জন্য কল্পনাতীত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

তৈরি হয়ে যাবে। সেখানে কোন কারণ নেই যে কেন সেটা ঘটতে পারে না শুধুমাত্র ঘটনাটা হলো জ্যাক আর রেনেসমি দুজনেই এলিসের জন্য ব্লাইন্ড স্পট। কিভাবে সে তাদের দেখতে শুরু করবে?

আমি এক মুহূর্তের জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। তারপর রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। কার্লিসল আর এসমের ঘরের পাশ দিয়ে বেরুলাম এসমের ডেস্কের উপর নানানরকম পরিকল্পনা আর তার ব্লুপ্রিন্ট আছে। সবকিছুই এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। ডেস্কের উপর জিনিসপত্রের শেষ নেই। একটা বক্সের ভেতর স্টেশনারীর নানা জিনিসপত্র আছে। আমি একগুচ্ছ সাদা কাগজ আর একটা কলম তুলে নিলাম।

তারপর আমি পুরো পাঁচ মিনিট ধরে সাদা কাগজের উপর তাকিয়ে রইলাম। আমার সিদ্ধান্ত গুছিয়ে লেখার ব্যাপারে মনোযোগ দিচ্ছিলাম। এলিস সম্ভবত জ্যাকব অথবা রেনেসমি কাউকে দেখতে সমর্থ হবে না। কিন্তু সে আমাকে দেখতে পাবে। তার এই মুহূর্তটি দেখার ব্যাপারটা আমার চোখে ভেসে উঠল। বেপরোয়াভাবে আশা করছি সে এতটাই ব্যস্ত থাকবে যে এসব ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার সময় পাবে না।

ধীরে ধীরে, সুচিন্তিতভাবে, আমি এই শব্দগুলো লিখলাম।

রিও ডি জিনেরিও

পুরো পৃষ্ঠা জুড়ো অক্ষরগুলো খুব বড়বড় করে দিলাম।

রিওই তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য সর্বোত্তম জায়গা হবে। এটা এখান থেকে অনেক বেশি দূরে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, এলিস আর জেসপার এরই মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গেছে। এটা আমাদের আগের সেই পুরোনো সমস্যাগুলোর মতো নয়। এখন সমস্যাটা আগের সমস্যার চেয়ে আরো খারাপ। এখনও রেনেসমির ভবিষ্যত ঘিরে অনেক রহস্য ঘনীভুত হয়ে আছে। তার দুদান্তভাবে বেড়ে ওঠার ব্যাপার-স্যাপারে।

আমাদের যে করেই হোক দক্ষিণের দিকে যেতে হবে। এখন এটা জ্যাকবের আর আশা করতে পারিও এলিসেরও কাজ হবে সেই কিংবদন্তীকে খুঁজে বের করা।

আমি মাথা বারবার নিচু করতে লাগলাম আমার ফুপিয়ে কান্না বন্ধ করার জন্য। আমার দাঁতে দাঁত চেপে রাখলাম।

এটা এখন ভালো যে রেনেসমি আমার সাথে যাচ্ছে না। কিন্তু আমি এরই মধ্যে তাকে অনেক বেশি মিস করছি। তাকে ছাড়া আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা হচ্ছে না।

আমি বড় করে শ্বাস নিলাম। তারপর নোটটা ব্যাগের একেবারে উপরে রাখলাম যাতে এটা খুব সহজেই জ্যাকবের চোখে পড়ে।

এখন আমার আর কিছুই করার নেই শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া।

দুদিনের জন্য, এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসলে ক্লিয়ারিং ছিল যেখানে এলিস দেখেছিল ভলচুরিরা পৌঁছে গেছে। এটা সেই একই হত্যাযজ্ঞের স্থান যেখানে গত সামারে ভিক্টোরিয়া তার নিউবর্ণদের নিয়ে আক্রমণ করেছিল। আমি বিস্মিত এটা যদি কার্লিসলের কাছে পুনরাবৃত্তির মতো মনে হয়। আমার জন্য, পুরো ব্যাপারটাই নতুন কিছু। এইবার এ্যাডওয়ার্ড আর আমি আমাদের পরিবারের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে পারব।

আমরা শুধুমাত্র কল্পনা করতে পারি ভলচুরিরা হয় এ্যাডওয়ার্ড না হয় কার্লিসলের পিছনেই ট্রাকিং করবে। আমি বিস্মিত হতে পারি যে এটা তাদের সারপ্রাইজ দেবে যদি তাদের প্রার্থনায় কাজ না হয়। সেটা কি তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলবে? আমি কল্পনা

করতে পারি না যে ভলচুরিদের কোন কিছুর জন্য সর্তকতার প্রয়োজন আছে।

যদিও আমি আশা করছি— দিমিত্রির কাছে অদৃশ্য, আমি এ্যাডওয়ার্ডের সাথে থাকতে পারি। অবশ্যই। আমাদের শুধুমাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে একত্রিত হওয়ার জন্য।

এ্যাডওয়ার্ড আর আমি ফেয়ারওয়েলের শেষ দৃশ্যে নেই। আমি সেরকম কোন পরিকল্পনাও করিনি। এই কথাটা বলা মানেই ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলা। ব্যাপারটা পান্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা টাইপিংয়ের মতোই। সুতরাং আমরা পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়নি। আমরা একে অন্যের খুব কাছাকাছি থেকেছি। একে অন্যকে স্পর্শ করেছি। যেকোন প্রান্তেই আমাদের পাওয়া যাক না কেন, কেউ আমাদেরকে পৃথক দেখতে পাবে না।

প্রতিরক্ষা ফরেস্ট থেকে কয়েক গজ দুরে আমরা রেনেসমির জন্য একটা তাবু গড়ে তুললাম। জ্যাকবের সাথে এর আগে যখন বনে ক্যাম্পিং করেছে তখনকার চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা। ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য গত জুনের পর থেকে কত কিছুই কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সাত মাস আগে, আমাদের ত্রিভুজ সম্পর্ক অসম্ভব বলে মনে হতো। তিনজন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের হৃদয় ভঙ্গের গল্পের মতো, যেটা এড়ানো সম্ভব নয়। এখন সবকিছুই খুব ভালোভাবে ভারসাম্য রেখে চলেছে।

নিউ ইয়ার ইভের আগের রাতে আবার তুষারপাত হতে শুরু করল। এইবার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারের কণা ক্লিয়ারিংয়ে পড়েই মিলিয়ে যাচ্ছিল না। রেনেসমি আর জ্যাকব শুয়ে ছিল। জ্যাকব এত জোরে নাক ডাকাচ্ছিল যে এর মধ্যে রেনেসমি না জেগে উঠে কিভাবে ঘুমাচ্ছে। তুষার মাটির উপরে প্রথমে একটা পাতলা বরফের আবরণ সৃষ্টি করেছে। তারপর তার উপরে আরেক পর্দা মোটা বরফের আবরণ। সূর্য উঠে গেলে, এলিসের দৃশ্যমানতা পুরোপুরি স্পষ্ট হবে। এ্যাডওয়ার্ড আর আমি একে অন্যের হাত ধরলাম যখন আমরা সাদা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছিলাম। আমরা কেউ কোন কথা বলছিলাম না।

যদিও খুব সকালে, অন্যেরা একত্রিত হয়েছে, তাদের চোখে নীরবে নানা রঙ খেলা করছে। কারোর চোখে সোনালী আলো, কারো ক্রিমসন রঙ। যত তাড়াতাড়ি আমরা সবাই মিলিত হলাম, আমরা বনের মধ্যে নেকড়ের গর্জন শুনতে পেলাম। জ্যাকব তাবুর ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। রেনেসমিকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখেই সে নেকড়েদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য বেরিয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসলে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ভুমিকাটা কিছুটা দর্শকের মতোই মনে হচ্ছে।

আমি দুর থেকে দেখতে লাগলাম। তাবুর সামনে অপেক্ষা করছিলাম রেনেসমির জেগে উঠার জন্য।

যখন সে জেগে উঠল, আমি তাকে পোশাক পরতে সাহায্য করলাম। এই পোশাকগুলো আমি তার জন্য দুদিন আগে জোগাড় করেছি।

পোশাকগুলো দেখতে মেয়েলি হলেও সেগুলো আসলে খুব বেশি কিছু নয়। এমনকি সেগুলো পরে কেউ যদি একটা নেকড়ের উপর চড়ে বসে তাহলেও খুব কম লোকেই সেটা খেয়াল করবে। তার জ্যাকেটের উপর চামড়ার ব্যাকপ্যাকটা চড়িয়ে দিলাম যার মধ্যে সেই ডকুমেন্টগুলো আছে। আছে টাকাপয়সা আর যোগাযোগের সুত্র। তার আর জ্যাকবের জন্য আমার ভালোবাসায় সিক্ত চিঠি। চার্লি আর রেনের জন্য। রেনেসমি এতই

শক্তিশালী যে এই ব্যাগ তার কাছে কোন বোঝার মতো মোটেই মনে হবে না।

তার চোখ বড়বড় হয়ে গেল যখন সে আমার মুখের মধ্যে যন্ত্রণার চিহ্ন দেখতে পেল। কিন্তু সে এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছে এখন এসব ব্যাপারে আমার কাছে জিজ্ঞেস না করাটাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আমি তাকে বললাম, 'যেকোন কিছুর চেয়ে বেশি।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, মা।' সে উত্তর দিল। সে তার গলার লকেট স্পর্শ করল। যেখানে তার, এ্যাডওয়ার্ডের আর আমার তিনজনের একত্রের একটা ছোট্ট ছবি ঝুলছে। 'আমরা সবসময়েই এক সাথে থাকব।'

'আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আমরা সবসময়েই একসাথে থাকব।' আমি শ্বাস নিতে নিতে ফিসফিস করে তার কথাটা সংশোধন করে দিলাম। 'কিন্তু যখন আজ সেই সময় এসে গেছে, তোমাকে এখন চলে যেতে হবে।'

তার চোখ আরো বড়বড় হলো। সে তার হাত দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করল। তার সেই নিস্তব্ধতা যদি সে চিৎকার করে উঠত তা এর চেয়ে জোরালো হতো না।

আমি কান্না চাপার জন্য লড়াই করতে লাগলাম। আমার গলার কাছটা ভারী হয়ে উঠল। 'তুমি কি এটা আমার জন্য করবে? প্লিজ?'

সে তার আঙুল দিয়ে আমার মুখের উপর জোরে চেপে ধরল। 'কেন?'

'আমি তোমাকে সেটা বলতে পারব না।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'কিন্তু তুমি খুব তাড়াতাড়িই সেটা বুঝতে পারবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।'

আমার মাথার মধ্যে, আমি যেন জ্যাকবের মুখ দেখতে পেলাম।

আমি মাথা নোয়ালাম। তার আঙুল টেনে সরিয়ে দিলাম। 'ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করো না।' আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম। 'আমি তোমাকে যেতে না বলা পর্যন্ত জ্যাকবকে এটা বলো না, ঠিক আছে?'

এইবার সে বুঝতে পারল। সেও মাথা ঝুকাল।

যখন রেনেসমির জিনিসপত্র প্যাকিং করছিলাম, আমার চোখের মধ্যে অপ্রতাশিত ঝলক খেলে গিয়েছিল। স্কাইলাইট দিয়ে সূর্যের আলো একটা প্রাচীন মূল্যবান বক্সের উপরের গহনার উপর আলো ছড়াচ্ছিল। জিনিসটা একটা কোণের দিকের শেলফে ছিল। আমি এক মুহূর্তের জন্য ব্যাপারটা বিবেচনা করলাম। তারপর শ্রাগ করলাম। এলিসের সব সূত্র একত্রিত করে, আমি আশা করতে পারি না সামনের যে বিপদটা আসছে সেটা শান্তিপূর্ণভাবে এড়ানো যাবে। কিন্তু কেন আমরা যতটা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সেটা সমাধান করা যায় তার চেষ্টা করি না কেন? আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম। আঘাতটা কিভাবে আসতে পারে? তো আমি অনুমান করালাম সবকিছুর পর কিছু আশা তো অবশিষ্ট থাকেই। অন্ধ আশা। সে কারণেই আমি তাকের উপর থেকে এ্যারোর বিয়ের উপহারটা আমার কাছে নিলাম।

এখন আমি সেই মোটা সোনার চেইনটা আমার গলার মধ্যে পরলাম। ভারী জিনিসটার শেষ প্রান্তের ডায়মন্ডটা আমার গলার খাজের কাছে পড়েছে।

'খুব সুন্দর।' রেনেসমি ফিসফিস করে বলল। তারপর সে তার হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমি তাকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে চাপ দিতে লাগলাম এভাবে জড়িয়েই থাকলাম। আমি তাকে নিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে ক্লিয়ারিংয়ের দিকে চলে

এলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ভুরু উচিয়ে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু সে আমার অথবা রেনেসমির অতিরিক্ত জিনিসগুলোর দিকে খেয়াল করল না। সে শুধু তার হাত দিয়ে আমাদের দুজনকেই একত্রে দীর্ঘ সময় জড়িয়ে ধরে থাকল। তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আমাদেরকে যেতে দিল। আমি তার চোখের মধ্যে কোথাও বিদায় জানানোর চিহ্ন দেখতে পেলাম না। হতে পারে যে জীবনে এখন সে তারচেয়ে বেশি কিছু আশা করে থাকতে পারে।

আমরা আমাদের জায়গা নিয়ে নিলাম। রেনেসমি আমার পিছনে চেপে বসল আমার দুহাত মুক্ত করে দেয়ার জন্য। আমি তাদের কয়েক ফিট পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেখানে কার্লিসল, এ্যাডওয়ার্ড, এমেট, রোসালে, তানিয়া, কেট আর এলিজার ছিল। আমার খুব পাশাপাশি বেনজামিন আর জাফরিনা। তাদেরকে প্রতিরক্ষা করা আমার কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সে কাজের জন্য সমর্থ।

তারা আমাদের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক অস্ত্র। যদি ভলচুরিরা সে রকম হয়ে থাকে যারা দেখতে পারছে না, এমনকি শুধুমাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যও, তাহলে সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

জাফরিনা শক্ত আর হিংস্রভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মধ্যে যেন সেনার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হচ্ছিল।

বেনজামিন মাটিতে বসে ছিল। তার হাতের তালুতে শক্ত করে ডার্ট ধরা। ফল্ট লাইনের কাছে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল। গতরাতে, প্রাকৃতিক দেখতে কয়েকটা বোল্ডার সে নিয়ে এসেছে। এখন এই বরফ আচ্ছাদিত তৃণভূমিতে রাখা আছে। সেগুলো একটা ভ্যাম্পায়ারকে আহত করার জন্যও যথেষ্ট নয়। কিন্তু আশা করা যায় একজনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যথেষ্ট।

সাক্ষীরা আমাদের ডানে বামে আছে। কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় অনেক কাছে। যারা নিজেদেরকে খুব কাছাকাছি যাওয়ার জন্য ঘোষণা করেছে। আমি লক্ষ করলাম সিওভান তার ঘাড় ঘষছে। তার চোখ মনোযোগ দেয়ার জন্য বন্ধ হয়ে আছে। সে কি কার্লিসলের কথা চিন্তা করছে? চেষ্টা করছে একটা ডিপ্লোম্যাটিক সমাধানের?

আমাদের পেছনে গভীর বন। অদৃশ্য নেকড়েগুলো সেখানে আছে। তারা প্রস্তুত। আমরা শুধুমাত্র তাদের জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি তাদের হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ওঠাপড়ার শব্দ।

আকাশে মেঘের জটলা। সূর্যের আলোকে এমনভাবে আড়াল করে ফেলছে যেন মনে হচ্ছে এখন হয় সকাল না হয় সন্ধ্যা। এ্যাডওয়ার্ডের চোখ চারিদিকের দৃশ্যপট অবলোকন করার জন্য স্থির হয়ে আছে। আমি নিশ্চিত সে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রকৃত বিষয়টা জানার চেষ্টা করছে। প্রথমবার এলিসের মতো দৃষ্টিপাত করছে। ব্যাপারটা যখন ভলচুরিরা পৌছাবে তখনকার মতো দেখাচ্ছে। আমাদের আর মাত্র কয়েক মিনিট বা সেকেন্ড সময় আছে।

আমাদের গোটা পরিবার আর তাদের সঙ্গী সাথীরা প্রস্তুত হয়ে আছে।

বনের দিক থেকে, বিশাল আকৃতির আলফা লেভেলের নেকড়ে সামনের দিকে এগিয়ে আমার পাশে এল। তার জন্য রেনেসমির কাছ থেকে দুরত্ব বজায় রাখা কঠিন

হয়ে পড়েছে। যখন সে এই জাতীয় বিপদের মধ্যে আছে।

রেনেসমি তার আঙুল দিয়ে নেকড়ের বিশাল কাঁধের পশম আকড়ে ধরল। তার শরীর একটু সময়ের জন্য রিলাক্স হলো। সে জ্যাকবের কাছাকাছি আসায় শান্ত হয়েছে। আমি কিছুটা তিক্ততাও অনুভব করলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত রেনেসমি জ্যাকবের সাথে থাকবে ততক্ষণ সে ঠিক থাকবে।

কোন রকম পিছনের দিকে না তাকিয়ে, এ্যাডওয়ার্ডের আমার পিছনে চলে এলো। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম যাতে তার হাত ধরতে পারি। সে আমার আঙুলে চাপ দিল।

আরেকটা মিনিট চলে গেল, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে নানান রকম শব্দ শুনতে পেলাম।

এবং তারপর এ্যাডওয়ার্ড শক্ত হয়ে গেল। তার দাঁতে দাঁত ঘষার ফাঁক দিয়ে হিসহিসানির শব্দ বেরিয়ে এলো। তার চোখ বনের দিকে যেখান থেকে দক্ষিণে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সে কি করছিল। এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম শেষ সময় অতিবাহিত হওয়ার জন্য।

ছত্রিশ

তারা শান্তিপুর্ণভাবে চলে এলো।

তারা শক্তভাবে এলো। ফর্মালভাবেই। তারা একত্রে স্থানান্তরিত হতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারটা সৈনিকদের মার্চের মতো নয়। তারা খুব সুন্দরভাবে ছান্দিকভাবে বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। কালো অভঙ্গুর আকৃতি সাদা বরফের উপরে কয়েক ইঞ্চি, সেটা এতই সুন্দর যে অগ্রগতির মতোই।

বৃত্তের বাইরের রঙটা ধুসর বর্ণের। বৃত্তের ভেতরে আস্তে আস্তে খুব গাড় কালো। প্রতিটি মুখ যেন ছায়ায় আচ্ছন্ন।

তাদের পায়ের ছান্দিক ধীরলয়ের মিলিয়ে যাওয়া শব্দ এতটাই ছান্দিক যেন সেটা কোন সংগীতের মুর্ছনা। একটা জটিলতর সংগীত যেটা কখনও মুছে যাবে না।

কিছু কিছু চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না। অথবা সম্ভবত সেখানে কোন সাইন ছিল না। শুধুমাত্র বছরের পর বছর ধরে প্র্যাকটিসের ফল। তাদের সংখ্যাটা বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের গতি খুব শক্তপোক্ত। এমন ধারাবাহিকভাবে যেন কোন কুড়ি থেকে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে। যদিও তাদের রঙটা দেখে মনে হয় এটা যেন কোন পাখার ঘুর্ণন। খুবই কেন্দ্রিক। ধুসর বর্ণের আলখাল্লা পরিহিতরা বাইরের দিকে যখন গাঢ় রঙের তাদের ভেতরের দিকে। প্রতিটি নড়াচড়া খুব কাছ থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এমনটি।

তাদের অগ্রগতি খুব ধীর কিন্তু সুচিন্তিতভাবে। কোন তাড়াহুড়ো নেই। কোন দুশ্চিন্তা নেই। কোন উদ্বিগ্নতা নেই।

তাদের অপ্রতিরোধ্য চলার ছন্দ।

ব্যাপারটা প্রায় আমার সেই পুরোনো দুঃস্বপ্নের মতোই শুধুমাত্র যে পার্থক্যটা তা

হলো আমি স্বপ্নে যে মুখগুলো দেখেছিলাম তা আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। দুর থেকে, ভলচুরিরা এতটাই শৃঙ্খলাবদ্ধ যে তাদের মুখে ভাবাবেগের কোন চিহ্নই বোঝা যাচ্ছে না। তারা অবশ্য কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ করছে না। তাদের যেসব ভ্যাম্পায়াররা এখানে অপেক্ষা করছে তাদের জন্যও না। তাদের ভ্যাম্পায়ার গুষ্ঠি হঠাৎ দেখে মনে হয় অনিয়ন্ত্রিত আর অপ্রস্তুত অবস্থায় আছে। তারা তৃণভুমির মাঝখানে দাঁড়ানো বিশাল নেকড়েটাকে দেখেও কোন বিস্ময় প্রকাশ করছে না।

আমি তাদেরকে না গুনে পারলাম না। তারা সেখানে বত্রিশজন আছে। যদি আপনি তাদের খুব পিছনের দুজন কালো আলখাল্লা পরাকে গুনতির মধ্যে না ধরেন, যারা ভেসে ভেসে আসছে। যাদের আমি স্ত্রী হিসাবেই ধরে নিলাম। তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান দেখেই বোঝা যায় তারা এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে আসছে না। আমরা এখনও সংখ্যায় কম। আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র উনিশজন আছে যারা আক্রমণে যেতে পারে। আর সাতজনের বেশি আছে যারা শুধু আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখতে পারে। এমনকি যদি ওই দশটা নেকড়েকেও আমাদের মধ্যে ধরি। তাও তারা আমাদের চেয়ে বেশি আছে।

'লালকোটেরা চলে আসছে। লালকোটেরা চলে আসছে।' গ্যারেট নিজে নিজে রহস্যময়ভাবে বিড়বিড় করতে লাগল। তারপর শব্দ করে হাসল। সে কেটের কাছে এক ধাপ এগিয়ে এলো।

'তাদেরকে আসতে দাও।' ভ্লাদিমির স্টিফেনের কাছে ফিসফিস করে বলল।

'স্ত্রীরা।' স্টিফেন পেছন তাকিয়ে হিসহিসিয়ে বলল। 'সমস্ত গার্ডেরা। তারা সবাই তাদের সাথে আছে। এটাই ভালো হয়েছে আমরা ভলটেরায় যেয়ে চেষ্টা করিনি।'

এবং তারপর, যেন তাদের সংখ্যা খুব যথেষ্ট নয়, যখন ভলচুরিরা ধীরে ধীরে এবং রাজকীয়ভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের পেছনে আরো অনেক ভ্যাম্পায়ার ক্লিয়ারিংয়ের ভেতর প্রবেশ করতে লাগল।

এইসব ভ্যাম্পায়ারদের মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ভলচুরিদের হাজার বছরের ঐতিহ্যের নিয়মানুবর্তিতার কারণে এমনটি হয়েছে। তারা যেন অভিব্যক্তিহীনতার মুখোশ পরেছে। একেবারে প্রথমে যখন তারা দেখতে পেল তাদের জন্য অনেকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, তাদের অভিব্যক্তিতে প্রথমে শক তারপর উদ্বিগ্নতা চলে এল। কিন্তু সেই ভাবভঙ্গি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। তারা তাদের অতিরিক্ত সংখ্যা নিয়ে নিরাপত্তার মধ্যে ছিল। তাদের অবস্থান নিয়েও নিরাপদ ছিল। আমরা তাদেরকে বিস্মিত করার আগেই তাদের মুখে আবার আগের অভিব্যক্তি ফিরে এলো।

তাদের মনের গড়ন বুঝে ওঠা এজন্যই বেশ সহজ।

বেশ রাগান্বিত অবস্থা। তারা ন্যায়বিচার এবং উন্মত্ত অবস্থার মধ্যে আছে। আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি না ভ্যাম্পায়ারের জগতে তাদের অমর বাচ্চাদের নিয়ে কোন অনুভূতি খেলা করে। আমি যদি তাদের মুখগুলো এখন না দেখতাম।

এটা এখন পুরোপুরি পরিষ্কার যে, এই বিশাল বিচ্ছিন্ন ভ্যাম্পায়াররা— যারা সংখ্যায় চল্লিশজনের মতো হবে, ভলচুরির নিজস্ব প্রকৃতির সাক্ষ্য আছে। যখন আমরা মারা যাব, তারা তাদের মতানুসারে বলতে পারে, ক্রিমিনালরা দূর হয়েছে। ভলচুরিরা কিছুই করবে না স্বজনপ্রীতি ছাড়া। অধিকাংশই তারা শুধুমাত্র একটা সাক্ষীর সুযোগ নেয়ার আশায়

আছে— তারা চোখের জল ঝরাতে আর পোড়াতে সাহায্য করতে চায়।

আমাদের প্রার্থনাও করা হয়নি। এমনকি যদি আমরা কোনভাবে ভলচুরির সুযোগগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারি, তারপরও তারা আমাদের দেহগুলোকে কবর দিতে পারবে। এমনকি যদি আমরা দিমিত্রিকে হত্যা করি, জ্যাকব সেটার ব্যাপারে কোন কিছুই করতে পারবে না।

আমি একইরকম অনুভূতি আমার ভেতরে খেলে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারি। বাতাসের ওজন বুঝে, আগের চেয়ে আমাকে আরো বেশি চাপের মধ্যে রেখেছে।

বিপরীত দিকের একজন ভ্যাম্পায়ারকে দেখে মনে হলো না সেই এই পার্টির ব্যাপারে খুব আগ্রহী। আমি ইরিনাকে চিনতে পারলাম যখন সে দুদলের মাঝখানে পড়ে দ্বিধা করছিল। তার অভিব্যক্তি অন্য সকলের চেয়ে অন্যরকম। ফ্রন্ট লাইনে তানিয়ার বিপরীতে দাঁড়ানো ইরিনার মুখে ভয় খেলা করছে। এ্যাডওয়ার্ড খুব নিচু স্বরে দাঁত মুখ খিচিয়ে রুক্ষ শব্দ করল।

'এলিস্টারই ঠিক বলেছিল।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে কার্লিসলকে বলল।

আমি দেখতে পেলাম কার্লিসল প্রশ্নবোধক মুখে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন।

'এলিস্টার ঠিক?' তানিয়া ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

'তারা— কেইয়াস আর এ্যারো— ধ্বংস আর অর্জনের জন্য এসেছে।' এ্যাডওয়ার্ড নিঃশব্দে শ্বাস নিয়ে বলল। শুধুমাত্র আমাদের পাশ থেকেই তা শোনা যাচ্ছে।

'এরই মধ্যে তারা অনেকগুলো পর্বে তাদের স্ট্রাটেজি ঠিক করে ফেলেছে। যদি ইরিনার ধারণা কোনভাবে মিথ্যে প্রমাণিত হয়, তারা আর অন্য কোন ছুততনাতায় আক্রমণের জন্য স্থির চিত্ত। কিন্তু তারা এখন রেনেসমিকে দেখতে পারে। তো তারা এখন প্রকৃতভাবেই তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে আশাবাদি। আমরা এখনও তাদের আক্রমণের প্রতিরোধের ব্যাপারে অবস্থান নিয়ে আছি। কিন্তু প্রথমে তাদের থামতে হবে। রেনেসমির ব্যাপারে সত্যটা জানার জন্য।' তারপর, আরো নিচু গলায় বলল, 'তাদের ব্যাপারে করার কিছুই দেখছি না।'

জ্যাকব অদ্ভুত স্বরে একবার শ্বাস টানল।

এবং তারপর, অপ্রত্যাশিতভাবে, দুই সেকেন্ড পর, গোটা বাহিনী থেমে গেল। হঠাৎ করে যেন নিচুলয়ের সংগীত মুর্ছনা নৈঃশব্দে ঢেকে গেল। তাদের অপুর্ব নিয়মানুবর্তিতা ভেঙে গেল। ভলচুরিরা বরফ জমার মতো জমে দাঁড়িয়ে গেছে।

তারা আমাদের থেকে একশ গজ দুরে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমার পিছনে, আমার পাশ থেকে, আমি বিশাল হৃৎপিণ্ডের বিটের শব্দ শুনতে পেলাম। আগের চেয়ে এখন আরো বেশি কাছে। আমার চোখের কোণ দিয়ে দুপাশে দেখার ঝুকিটা নিলাম যে কি ভলচুরিদের এরকমভাবে থামিয়ে দিয়েছে।

নেকড়েগুলো আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

আমাদের অসমান লাইনের অন্য পাশে, নেকড়েগুলো লম্বা সারিতে বেরিয়ে আসছে। আমি শুধুমাত্র এক পলক দেখেই বুঝে ফেললাম সেখানে দশটারও বেশি নেকড়ে আছে। ওদের মধ্যে কতগুলো চিনি সেটার দেখার জন্য তাকাতে বুঝতে পারলাম একটাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। সেখানে ষোলটি নেকড়ে আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে— সব মিলিয়ে সতেরটা। জ্যাকবকেও ধরলে। তাদের উচ্চতা আর পায়ের সাইজ দেখে বোঝা

যাচ্ছে নতুন জন্মগ্রহণকারীরা খুবই ইয়াং। আমার মনে হলো আমি আগেও তাদের দেখেছি। অনেক ভ্যাম্পায়াররা তাদের আশেপাশে ক্যাম্প করে, যেটা নেকড়েদের মধ্যে খুব কমই হয়।

অনেক শিশু মারা যাচ্ছে। আমি বিস্মিত কেন স্যাম এগুলোকে অনুমোদন দিচ্ছে। তারপর আমি বুঝতে পারলাম তারা আর অন্য কোন উপায় নেই। যদি কোন একটা নেকড়ে আমাদের পক্ষে দাঁড়ায়, ভলচুরিরা বাকিগুলোকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবে। তারা শুধু এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

এবং আমরা হারতে যাচ্ছি।

বেপরোয়াভাবে, আমি ভয়ংকর রাগান্বিত হয়ে উঠলাম। হিংস্রতার পাশাপাশি, আমি খুনির মতো উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। আমার আশাহত অবস্থা হঠাৎ করে মুছে গেল। আমার সামনে একটা লালরঙা মূর্তি এক ঝলক দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। এখন এই মুহূর্তে আমার যেটা ইচ্ছে করছে এই সুযোগে তাদের রক্তের মধ্যে আমার মুখ ডুবিয়ে দিতে। তাদের শরীর থেকে টেনে টেনে হাত পা ছিড়ে ফেলতে। তারপর সেগুলো একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেলতে। আমি এতটাই উন্মত্ত হয়ে উঠলাম যে চারিদিকে ঘুরে নেচে উঠলাম। তাদের শরীর যখন আগুনে পুড়ে ছাই হবে সেই ছাই নিয়ে আমি আনন্দিত হবো। আমার ঠোঁট স্বতস্ফুর্তভাবে বেকে গেল। আমার গলার ভেতর থেকে নিচুলয়ের গর্জন বেরিয়ে এলো। আমি বুঝতে পারলাম আমার ঠোঁটের কোণ বেকে সেখানে হাসির ঝলক চলে এসেছে।

আমার পাশে, জাফরিনা আর সেনা আমার গর্জনের সাথে গলা মিলিয়ে গর্জন করল। এ্যাডওয়ার্ড তার তখনও ধরে রাখা আমার হাতে চাপ দিল। আমাকে সতর্ক করল।

এখনও বেশির ভাগ ভলচুরির মুখ অভিব্যক্তি বিশেষত যারা ছায়ার মধ্যে আছে। শুধুমাত্র দুজোড়া চোখ আদৌ কোন অভিব্যক্তির ধরা দিচ্ছে না। তারা একেবারে কেন্দ্রের মধ্যে, একে অন্যের হাত স্পর্শ করে আছে। এ্যারো আর কেইয়াস হঠাৎ করে থেমে গেছে। তাদের সাথে সাথে গোটা গার্ডবাহিনীও থেমে গেছে। হত্যার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা দুজন একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু এটা সুস্পষ্টত যে তারা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। মারকাস, যদিও এ্যারোর অন্য হাত ধরে আছে, দেখে মনে হচ্ছে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করছে না। তার অভিব্যক্তি গার্ডদের মতো নিরাবেগ নয়। কিন্তু এটাও শূন্যতার মতোই। যেন অন্য সময়ের মতো, আমি তাকে দেখতে পেলাম আগের মতোই বিরক্তকর অবস্থার

ভলচুরির সেইসব সাক্ষীর দেহ আমাদের দিকে ঝুকে আছে, তাদের চোখজোড়া হিংস্রভাবে রেনেসমির উপর পতিত এবং আমার উপরেও। কিন্তু তারা জঙ্গলের কাছাকাছি, তাদের নিজেদের মধ্যে একটা বিস্তৃত ফাঁকা বজায় রেছে তাদের আর ভলচুরির যোদ্ধাদের মধ্যে। শুধুমাত্র ইরিনা ভলচুরিদের কাছাকাছি আছে। তাদের মেয়েমানুষের কাছ থেকে মাত্র কয়েক পা দুরে। যে মহিলা দুজনেরই সাদা চুলের পাউডারের মতো ত্বক এবং ফিল্মের মতো চোখ এবং তাদের দুজন পেশীবহুল বডিগার্ড।

সেখানে একজন মহিলা ছিল যে খুব গাঢ় ধুসর রঙের আলখাল্লা পরেছিল, যে ঠিক এ্যারোর পিছনে ছিল। আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সে এ্যারোর

পিছনের দিকটা ধরে আছে। সেই কি সেই আরেকজন, রেনাটা? আমি বিস্মিত, যেমনটি ইলিজারও, যদি সে আমার উপরে কোনরকম প্রতিশোধ নিতে চায়।

কিন্তু আমি আমার জীবন এ্যারো আর কেইয়াসকে পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য ব্যয় করতে পারি না। আমার আরো গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট আছে।

আমি তাদের জন্য লাইনটা খোঁজ করলাম। কোনরকম কষ্টকর কিছু করতে হলো না। গাঢ় ধুসর আলখাল্লাধারী দলের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। এলেক আর জেন, এই গার্ড দলের সবচেয়ে ছোটখাট সদস্য, মার্কাসের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। দিমিত্রির আশে পাশে। তাদের ভালোবাসাময় মুখ মসৃণ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তারা গাঢ় রঙের আলখাল্লা পরে আছে। সেই ডাইনী জমজ, ভ্লাদিমির তাদেরকে ডেকেছে। তাদের কাজ নিজেদের শক্তিমত্তা প্রয়োগ করে ভলচুরির আক্রমাণাত্মক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এ্যারোর সংগ্রহের সবচেয়ে উজ্জ্বল মণিমুক্তা।

আমার মাংসপেশী বেকে যেতে লাগল, শিরায় রক্ত উঠে মুখে রক্ত উঠে গেল।

এ্যারো আর কেইয়াস আমাদের লাইনের উপর দিয়ে তাদের চোখ ভেসে এলো। আমি এ্যারোর মুখে হতাশার চিহ্ন দেখতে পেলাম। তার চোখের দৃষ্টি সবগুলো মুখের উপর দিয়ে বারবার ঘুরে আসতে লাগল। কোন একজন হারিয়ে যাওয়াকে খুঁজে ফিরছে।

জোর করে ঠোঁট চেপে ধরল।

এই মুহূর্তে, আমি কিছুই না কিন্তু কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম যে এলিস ছুটে আসছে।

যখন সে থেমে গেল, আমি এ্যাডওয়ার্ডের নিঃশ্বাসের দ্রুতগতিতা বুঝতে পারলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড?' কার্লিসল জিজ্ঞেস করলেন। তার কণ্ঠস্বর নিচু আর উদ্বিগ্ন।

'তারা নিশ্চিত নয় কীভাবে তারা এটা করবে। তারা অপশনগুলোকে খতিয়ে বিবেচনা করে দেখছে। আসল টার্গেটটাই পছন্দ করছে— আমাকে, অবশ্যই। তুমি, এলিজার, তানিয়া। মারকাস আমাদের শক্তিমত্তার ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখছে, আমাদের দুর্বল পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। রোমানিয়ানদের উপস্থিতি তাদেরকে উত্তেজিত করছে। তারা যেসব মুখ চিনতে পারছে না তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। জাফরিনা আর সেনা বিশেষভাবে বলতে গেলে। আর নেকড়েগুলোর ব্যাপারেও, স্বাভাবিকভাবে। তারা এর আগে এতবেশি সংখ্যায় কখনও আসেনি। তাহলে কি তাদেরকে থামিয়ে দিয়েছে।'

'সংখ্যায় বেশি?' তানিয়া ফিসফিস করে সন্দেহের সুরে বলল।

'তারা তাদের সাক্ষীগুলোকে সংখ্যায় গুনছে না।' এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল। 'তারা অসীম নয়। গার্ডগুলো তাদের কাছে অর্থহীন। এ্যারো শুধু শ্রোতাদের পছন্দ করে।'

'আমি কি কথা বলে দেখতে পারি?' কার্লিসল জিজ্ঞেস করলেন।

এ্যাডওয়ার্ড দ্বিধা করতে লাগল। তারপর মাথা উপর নিচ করে সম্মতি দিল। 'এটাই একমাত্র সুযোগ যেটা আপনি পেতে যাচ্ছেন।'

কার্লিসল তার কাধ ঝাকালেন। আমাদের ডিফেন্সিভ লাইন থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। আমি তাকে এরকম একাকী নিরাপত্তাহীন দেখতে ঘৃণা করি।

তিনি তার হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তার হাত এমনভাবে বাড়িয়ে দিলেন যেন তিনি তাদের সাথে অভিবাদন বিনিময় করতে যাচ্ছেন।

'এ্যারো, আমার পুরানো বন্ধু। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে।

সাদা ক্লিয়ারিংয়ে এক মুহূর্তের জন্য কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। আমি টেনশনটা বুঝতে পারলাম। কার্লিসলের কথার কারণে এ্যারোর ভেতর দিয়ে যেটা আমাদের সবার কাছে পৌঁছেছে। সময় অন্যরকমভাবে পার হচ্ছিল।

এবং তারপর এ্যারো ভলচুরির সেনাদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলো। শিল্ড, রেনাটা তার সাথে এগিয়ে এলো। যেন সে তার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আলখাল্লার উপর ভর দিয়ে আছে। প্রথমবারের মতো, ভলচুরির সবাই প্রতিক্রিয়া দেখাল। বিড়বিড় ধ্বনি গোটা লাইনের ভেতর দিয়ে বিজবিজানির মতো বয়ে গেল। যেটা কিছুটা বকুনির মতো শোনাল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। কয়েকজন গার্ড হামাগুড়ির ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুকে দাঁড়াল।

এ্যারো তাদের দিকে তাকিয়ে এক হাত উঁচু করে দেখাল। 'শান্তি!'

সে আরো কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। তারপর এক পাশে মাথা ঘুরাল। তার দুধ সাদা চোখে কৌতুহল ঝলমল করছে।

'ভালো কথা, কার্লিসল।' সে হালকা নিচু পাতলা স্বরে বলল।

'তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা জায়গা থেকে চলে এসেছে। তোমার সৈন্যদের দেখে মনে হচ্ছে তারা আমাকে হত্যা করার জন্য একত্রিত হয়েছে। একত্রিত হয়েছে আমার প্রিয় মানুষদেরকে হত্যা করার জন্য।'

কার্লিসল দুদিকে মাথা নাড়লেন। তারপর সামনের দিকে হাত বাড়ালেন যদিও তখন সামনে প্রায় তাদের দুজনের মাঝখানে একশ গজ দুরত্ব। 'তোমাকে আমার হাত ধরতে হবে এটা জানতে যে আমরা কখনও এরকম দৃঢ়সংকল্প ছিলাম না।'

এ্যারো ধুর্ত চোখ সরু হয়ে গেল। 'কিন্তু কীভাবে তোমার সংকল্প সেটার ব্যাপার হতে পারে, প্রিয় কার্ল। তুমি যেটা করেছো তার মুখোমুখি হতে?' সে ভুরু কুঁচকাল। তার মুখে দুঃখের ছায়া খেলা করছে। এটা আসল অথবা নকল যাই হোক না কেন। আমি তা বলতে পারব না।

'তুমি এখানে আমাকে যে শাস্তি দেয়ার জন্য এই জাতীয় ক্রাইম করতে পারো না।'

'তাহলে সামনে চলে এসো এবং আমাদের সেজন্য শাস্তি দাও। বিশ্বাস করো কার্ল, কোন কিছুই আমার সন্তুষ্ট করবে না আজকে তোমার জীবনের জন্য।'

'কেউ আইন ভাঙতে পারে না, এ্যারো। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও।' আবার কার্লিসল তার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

এ্যারোর উত্তর দেয়ার আগে, কেইয়াস ভেসে ভেসে এ্যারোর পাশে চলে এলো।

'অনেকগুলো নিষ্কর্মা নিয়মকানুন আছে, তার বেশি নিষ্ফল আইনকানুন তুমি নিজে নিজেই তৈরি করে নিয়েছো, কার্লিসল।' সাদা চুলের প্রবীণ মানুষটি হিসহিসিয়ে উঠল। 'এটা কীভাবে সম্ভব যে তুমি একটা আইন ভঙ্গ করে সেটাকে আবার ডিফেন্ড করতে চাচ্ছ?'

'আইন ভাঙা হয়নি। যদি তুমি সেটা শুনতে চাও...

'আমরা শিশুটিকে দেখেছি, কার্লিসল।' কেইয়াস দাঁত মুখ খিচিয়ে বলল। 'আমাদেরকে বোকা মনে করো না।'

'সে কোন অমর শিশু নয়। সে একজন ভ্যাম্পায়ার নয়। আমি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা খুব সহজেই প্রমাণ করে দিতে...

কেইয়াস তার কথা থামিয়ে দিল। 'যদি সে একজন নিষিদ্ধ শিশু না হতো, তাহলে কেন তুমি তাকে রক্ষা করার জন্য এই বিশাল ব্যাটেলিয়ান নিয়ে এসেছো?'

'এরা সাক্ষী, কেইয়াস। আর তুমিও তো তোমার বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছো।' কার্লিসল অনুমান করলেন বনের ভেতরে কেউ কেউ রাগে গোঙাচ্ছে। কেউ কেউ তাদের কথোপকথনে সাড়া দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। 'তোমাদের মধ্যের কোন একজন বন্ধু শিশুটি সম্পর্কে সত্য কথা বলতে পারে। অথবা শুধু তুমি তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, কেইয়াস। দেখ, তার মুখে, ঠোঁটে, চিবুকে মানুষের রক্তচ্ছটা রক্তিমাভ হয়ে উঠছে।'

'এটা তোমার ছল! কৌশল!' কেইয়াস থাপ্পড় মারার মতো করে বলল। 'কোথায় সেই তথ্যদাঁতা? তাকে সামনে নিয়ে এসো!' সে ঘাড় ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল যতক্ষণ না স্ত্রীদের পেছনে ইরিনাকে চোখে পড়ল।

'তুমি! সামনে এসো!'

ইরিনা তার দিকে অস্বস্তিকরভাবে তাকাল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ এই মাত্র দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। দুঃস্বপ্নের রেশ এখনও কাটেনি। অধের্যের সাথে কেইয়াস তার একহাত দিয়ে আরেক হাতে চাপড় দিল। একজন স্ত্রীর বিশালদেহী দেহরক্ষী ইরিনার পাশে চলে এলো এবং তার পিছনে খারাপভাবে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলতে লাগল। ইরিনা দুবার চোখের পলক ফেলল। তারপর ঘোরের মধ্যে কাইয়াস্লের দিকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। সে কয়েক গজ সামনে থেকেই থেমে গেল। তার চোখ এখনও তার বোনের উপর।

কেইয়াস তাদের মাঝখানের দুরত্ব কমিয়ে এগিয়ে গেল এবং তার মুখে চপেটাঘাত করল।

এতে সে আহত হলো না কিন্তু সেখানে সাথে সাথেই সেই প্রতিক্রিয়ায় কিছু একটা যেন হলো। এটা এমনটি যেন কেউ কুকুরকে লাথি মারছে সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা। তানিয়া আর কেট একই সাথে রাগে হিসহিসিয়ে উঠল।

ইরিনার গোটা শরীর পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। তার চোখ শেষ পর্যন্ত কাইয়াসের দিকে সোজাসুজি তাকাল। কেইয়াস রেনেসমির দিকে এক আঙুল তুলে দেখাল। যেখানে রেনেসমি আমার পিঠে ঝুলছিল। তার আঙুল দিয়ে এখনও সে জ্যাকবকে আকড়ে ধরে আছে। কেইয়াস লাল হয়ে উঠল আমার হিংস্র ভাবভঙ্গি দেখে। জ্যাকবের বুকের ভেতর থেকে গোঙানি বেরিয়ে এলো।

'ওই যে শিশুটিকে তুমি কি দেখেছিলে?' কেইয়াস জানতে চাইল। 'ওই বাচ্চাটি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি কিছু।'

ইরিনা উকি দিয়ে আমাদেরকে দেখল। ক্লিয়ারিংয়ে প্রবেশের পর এই প্রথমবারের মতো রেনেসমিকে পরীক্ষা করে দেখল। তার মাথা একপাশে বেকে গেল, মুখের ভেতর দ্বিধার ছায়া।

'বেশ?' কেইয়াস দাঁত মুখ খিচিয়ে বলল।

'আমি...আমি নিশ্চিত নই।' ইরিনা বলল। তার গলার স্বরে হতবুদ্ধি ভাব।

কেইয়াস তাকে হেচকা টান দিল যে সে আবার ইরিনাকে থাপ্পড় কষাবে। 'তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' সে এখনও ফিসফিসানির স্বরে বলছে।

'সে একই রকম নয়। কিন্তু আমার মনে হয় এটা সেই একই শিশু। আমি যেটা বোঝাতে চাইছি, সে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই শিশুটি অনেক বড় আমি যাকে দেখেছিলাম তার চেয়ে। কিন্তু...

হঠাৎ কাইয়াসের নগ্ন দাঁত দেখে তার হিংস্রতা স্পষ্ট হলো। ইরিনা কথা শেষ না করে থেমে গেল। এ্যারো ভেসে ভেসে কেইয়াসের পাশে চলে এলো। তার একটা হাত কাইয়াসের কাধে রাখল।

'নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নাও, ভাই। আমাদের এসব করার জন্য যথেষ্ট সময় আছে। এখনই তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।

মনে মনে অপ্রসন্ন হলেও, কেইয়াস ইরিনার কাছ থেকে সরে এলো।

'এখন, সুইটি' এ্যারো উষ্ণ স্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি কি বলার চেষ্টা করছো সেটা আমাকে দেখাও।' এ্যারো তার হাত দিয়ে হতভম্ব ভ্যাম্পায়ারের হাত বাড়িয়ে দিল।

অনিশ্চিতভাবে, ইরিনা এ্যারোর হাত ধরল। এ্যারো তার হাত মাত্র পাঁচ সেকেন্ড ধরে থাকল।

'তুমি দেখেছো, কেইয়াস?' এ্যারো বলল, 'এটা খুব সহজ ব্যাপার যে তুমি যা চাও তা কীভাবে পেতে হয়।'

কেইয়াস তার কথার কোন উত্তর দিল না। তার চোখের কোণা দিয়ে, এ্যারো একবার দর্শক শ্রোতার দিকে তাকাল, তার নিজের লোকদের দিকে। তারপর কার্লিসলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'এবং তো আমাদের হাতে এখন একটা রহস্যময় ব্যাপার রয়েছে। দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে শিশুটি বেড়ে উঠছে। যদিও ইরিনার প্রথম স্মৃতি অনুযায়ী এটা পরিষ্কার যে সে একজন অমর শিশু। কৌতুহলের ব্যাপার।'

'সেটাই প্রকৃত ব্যাপার যেটা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।' কার্লিসল বলল। তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম এটা স্বস্তিকর ব্যাপার। সেখানে এক মুহূর্তের নিরবতা।

আমি কোন স্বস্তি পেলাম না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাগে পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছি। এটাই সেই স্ট্রাটেজি যেটার প্রতিজ্ঞা এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছে করেছিল।

কার্লিসল তার হাত আবার বাড়িয়ে দিলেন।

এ্যারো এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল। 'আমি এরকম কারোর কাছ থেকে ব্যাখ্যাটা শুনতে আগ্রহী যে ঘটনাটার একেবারে কেন্দ্রে ছিল, আমার বন্ধু। আমি কি ভুল কিছু বলেছি? এই আইন ভঙ্গটা তো আর তুমি করোনি?'

'সেখানে আইন ভঙ্গের কোন ব্যাপার নেই।'

'এটা সেরকম হতে পারে। আমি প্রতিটি ব্যাপারে সত্যটার মুখোমুখি হতে চাইব।' এ্যারোর হালকা স্বর কঠোর হয়ে গেল। 'এবং তার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, ব্যাপার আমি সরাসরি সব কিছুর সাক্ষ্য হিসাবে থাকা তোমার মেধাবী ছেলের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি।' সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে সরাসরি ঘুরে গেল। 'যেহেতু শিশুটি তার খুব ঘনিষ্ট নিউবর্ণ সাথীর, আমি অনুমান করছি এ্যাডওয়ার্ড ব্যাপারটা সাথে জড়িত।'

অবশ্যই সে এ্যাডওয়ার্ডকে চাইতে পারে। যদি সে একবার এ্যাডওয়ার্ডের মনের ভেতরে যেতে পারে, সে আমাদের সব চিন্তাভাবনা জেনে যাবে। শুধুমাত্র আমারটা ছাড়া।

এ্যাডওয়ার্ড খুব দ্রত ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার কপালে চুমু খেল। তারপর রেনেসমির। আমার চোখের দিকে তাকাল না।

তারপর সে বরফাচ্ছাদিত মাঠের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল। কার্লিসল তার কাধে মৃদু চাপড় দিয়ে দিল। আমি শুনতে পেলাম পেছনের দিক থেকে কেউ যেন নাকি সুরে কাঁদছে। এসমের ভয় কান্না হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুয়াশার মধ্য দিয়ে ভলচুরি সেনাদের লাল রঙ আগের চেয়ে আরো বেশি স্পষ্ট হচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ডের একাকী ফাকা জায়গাটা দিয়ে যাওয়া আমি দেখতে পারলাম না। কিন্তু আমি রেনেসমিকে নিয়ে আর এক পাও সামনে এগিয়ে যেতে পারি না। বিপরীত দিক থেকে আমাকে ছিড়ে খুড়ে ফেলার জন্য আসছে। আমি এতটাই শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম যে মনে হতে লাগল আমার হাড়গুলো শরীরের উপর চাপ ফেলছে।

আমি দেখতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড মাঝখানটা অতিক্রম করতেই জেন হাসল। যখন সে ওদের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল সে আমাদের কাছেই ছিল।

তার সেই ছোট্ট পরিছন্ন হাসিতে কাজ হলো। আমার ক্রোধ বাধ ভেঙে গেল। রক্তপিয়াসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। বুঝতে পারলাম নেকড়েগুলো কীভাবে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আমি নিজের জিহবায় উন্মত্ততার ছোয়া টের পাচ্ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল রাগটা স্রোতের মতো আমার ভেতর দিয়ে শক্তিমত্তা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। আমার মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে গেল। আমি স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ শুরু করলাম। আমার হাতে রাখা শিল্ডটা সর্বশক্তি দিয়ে সামনের দিকে ছুড়ে মারলাম। একজন জ্যাভেলিন খেলোয়াড়ের চেয়ে দশগুণ বেশি দুরত্বে গিয়ে এটা পরল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের হাপানির মতো হতে লাগল।

শিল্ডটা আমার থেকে একটা দুরত্বে মাশরুমের ক্ষেতের উপর পরল। এটা একটা জীবন্ত জিনিসের মতো এগিয়ে গেল। একেবারে শেষ মাথায়।

সেখানে এখন আর কোন ইলাস্টিক ফ্রেবিক নেই, আমার এই উন্মত্ত শক্তির কারণে উড়িয়ে দেয়া শিল্ডটা আর সেখানে নেই। এটা কমপক্ষে পঞ্চাশ গজ দুরত্বে দিয়ে পড়েছে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এ্যাডওয়ার্ডের উজ্জল আলো— আমার প্রতিরক্ষার কাজে আছে যখন বুঝতে পারলাম। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

এক সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ্যাডওয়ার্ড এখনও এ্যারোর রদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সবকিছুই প্রকৃতভাবেই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি ছাড়া কেউ সেদিকটা খেয়াল করেছে বলে মনে হলো না। আমি চমকে উঠলাম নিজের হাসির শব্দে। কিন্তু কেউ সেটা লক্ষ করেনি। আমি অনুভব করলাম অন্যরা আমার দিকে এক পলক তাকাল। দেখতে পেলাম জ্যাকব ব্লাক আমার দিকে এমন ভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এ্যাডওয়ার্ড এ্যারো থেকে কয়েক পা দুরে থেকেই থেমে গেল। আমি বুঝতে পারলাম এক ধরনের মনোবেদনা সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই রকমের কিছু ঘটে যাওয়া থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারি না।

'আমাদের সমস্ত প্রস্তুতির এটাই একটা পয়েন্ট। আমাদের গল্প শোনার জন্য এ্যারোর পাশে যাওয়ার ব্যাপারে। এটা করা প্রায় পুরোপুরি শারীরিকভাবে যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু

অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি আমার বর্মটা যেন ফিরিয়ে নিলাম আর এ্যাডওয়ার্ডকে সামান্য বাড়তে দিলাম। আমার হাস্যকর মনোভাব চলে গেল। আমি পুরোপুরি এ্যাডওয়ার্ডের উপর মনোনিবেশ করলাম। এই মুহূর্তেই প্রস্তুত আছি তার কাছে বর্ম হস্তান্তর করতে যদি কোনকিছু ভুলভাবে হতে থাকে।

এ্যাডওয়ার্ডের চিবুক অহংকারীভাবে উঁচু করে তুলল। সে তার হাত এমনভাবে এ্যারোর দিকে তুলল যেন সে তাকে খুব সম্মান জানাচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ডের এই ভাবভঙ্গিতে এ্যারোকে বেশ প্রফুল্ল মনে হলো। কিন্তু তার প্রফুল্লতা সার্বক্ষণীকের ছিল না। রেনাটা এ্যারোর ছায়ায় তোষামোদীর ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল। কেইয়াস চোখে মুখে রোষ প্রকাশ করে কাগজের মতো সাদা মুখে এ্যারোর দিকে তাকাল। তার স্বচ্ছ ত্বকে ভাঁজ পরল। ছোট্ট জেন তার দাঁত খিচাল। তার পাশে এলেক মনোসংযোগের চেষ্টা করছে। আমি অনুমান করলাম সেও আমার মতো প্রস্তুত হয়ে থাকতে চাচ্ছে।

এ্যারোর কোনরকম না থেমেই সামনের দুরত্বটা অতিক্রম করল। এবং সত্যিই— তার ভয় পাওয়ারই কি আছে? ধূসর রঙের আলখাল্লার বিশালাকার ছায়ার মধ্যে ফেলিক্সকে দেখা গেল। কয়েক গজ দুরেই আছে সে। জেন আর তার প্রকৃতিপ্রদত্ত আগুন ছোড়ার ক্ষমতা এ্যাডওয়ার্ডকে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে পারে। এলেক তাকে অন্ধ করে দিতে পারে। তাকে পরাজিত করতে পারে সে এ্যারোর দিকে কোনরকম কিছু করার আগেই। কেউই জানে না কি তাদের শক্তিমত্তাকে থামাতে পারে। এমনকি এ্যাডওয়ার্ডও না।

ভ্যাবাচ্যাকা ধরনের হাসি হেসে এ্যারো এ্যাডওয়ার্ডের হাত নিজের হাতে নিল। তার চোখ হঠাৎ একবারের জন্য পলকে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তার কাধ কিছুটা সামনের দিকে কুজো হয়ে গেল গোপন তথ্য নেয়ার ভঙ্গিতে।

প্রতিটি গোপন চিন্তাভাবনা, প্রতিটি যুদ্ধ পরিকল্পনা, প্রতিটি কৌশল-স্ট্রাটেজি, প্রতিটি অর্ন্তদৃষ্টি— সবকিছুই, গত কয়েক মাসে এ্যাডওয়ার্ড যা কিছু শুনেছে জেনেছে তার মনের ভেতর যা কিছু আছে— তা সবই এখনও এ্যারোর। এবং কিছুটা পিছনের দৃশ্যাবলি থেকে— এলিসের প্রতিটি দৃষ্টিক্ষমতা, আমাদের পরিবারের প্রতিটি নিঃশব্দ মুর্হুতও, রেনেসমির মস্তিস্কের ভিতর গচ্ছিত প্রতিটি ছবি, প্রতিটি চুমু, এ্যাডওয়ার্ড আর আমার মাঝের প্রতিটি স্পর্শ...সবকিছুই এখন এ্যারোর মস্তিষ্কে।

আমি হতাশায় হিসহিস করে উঠলাম। আমার উত্তেজনায় শিল্ডটা দুমড়েমুচড়ে গেল। এটার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেল।

'সহজ হও, বেলা।' জাফরিনা আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল।

আমি দাঁত দাঁত চেপে কিচকিচ শব্দ করলাম।

এ্যারো এ্যাডওয়ার্ডের স্মৃতিতে মনোযোগ চালিয়ে যেতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ডের মাথাও নিচু হয়ে আছে। তার ঘাড়ের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যেন আটকে গেছে। এ্যারো তার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর এ্যারোও যেন সেই সাথে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

এই দুই পদ্ধতিতে কিন্তু অসমান কথোপকথন অনেক সময় ধরে চলতে লাগল। এমনকি গার্ডেরাও অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। নিচুলয়ের বিড়বিড়ানি তাদের মধ্যে চলতে লাগল, যতক্ষণ না কেইয়াস তাদেরকে চুপ থাকার জন্য গর্জে উঠল। জেন এরকমভাবে

সামনের দিকে চলে এসেছে যেন সে নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারছে না। রেনাটার মুখ কষ্টে পাথর হয়ে গেছে। এক মুহুর্তের জন্য, আমি এই শক্তিশালী শিল্ডটাকে পরখ করে দেখলাম যেটা এখন দুর্বল হয়ে গেছে। যদিও সে এ্যারোর জন্য প্রয়োজনীয়, আমি এটুকু বলতে পারি যে সে কোন যোদ্ধা নয়। তার কাজ যুদ্ধ করা নয় শুধু প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা। তার মধ্যে কোন রক্তপিয়াসা নেই। সে এতটাই সরল যে, আমি জানি যদি এটা তার আর আমার মধ্যকার ব্যাপার হতো, আমি তাকে সরিয়ে দিতে পারতাম।

আমি সোজাসুজিভাবে আবার এ্যারোর দিকে তাকালাম। তার চোখ খুলে গেছে। তাদের অভিব্যক্তি ভীতিপূর্ণ এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে এ্যাডওয়ার্ডের হাত ছেড়ে দেয় নাই। এ্যাডওয়ার্ডের মাংসপেশী ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছে।

'আপনি দেখেছেন?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল। তার মখমলের মতো কণ্ঠস্বর শান্ত।

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি, প্রকৃতপক্ষে।' এ্যারো একমত হলো। আশ্চর্যজনকভাবে, তার কণ্ঠস্বর আনন্দিত। 'আমার সন্দেহ আছে, দেবতা এবং মরণশীলদের মধ্যে এর আগে আমি এত পরিষ্কারভাবে কোন কিছু দেখেছি।'

তার প্রশিক্ষিত গার্ডরা একই রকম অবিশ্বাস্যতা দেখাল বলে আমার মনে হলো।

'তুমি আমাকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছো, তরুণ বন্ধু।' এ্যারো বলে চলল, 'আমি যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।' এখনও তিনি এ্যাডওয়ার্ডের হাত ছেড়ে দেননি। আর এ্যাডওয়ার্ডেরও টান টান হয়ে তার কথা শুনতে আগ্রহী দেখা গেল।

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না।

'আমি কি তার সাথে দেখা করতে পারি?' এ্যারো জিজ্ঞেস করলেন। যেন অনুনয় করছেন। হঠাৎ করে কিছুটা আগ্রহ সহকারে। 'আমি আমার শতাব্দি ধরে এই জাতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে সেটা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের ইতিহাসে একটা আশ্চর্যজনক সংযোজন!'

'এইটা কোন বিষয়ে, এ্যারো?' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দেয়ার আগেই কেইয়াস ফট করে জিজ্ঞেস করলেন। এই প্রশ্নের পরপরই রেনেসেমিকে পিঠের থেকে আমার দুবাহুর মধ্যে নিয়ে নিলাম। আমার বুকের মাঝে চেপে ধরে তাকে প্রতিরক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

'এমন কিছু একটা যেটা তুমি কখনো স্বপ্নেও ভাবোনি, আমার বাস্তববাদী বন্ধু। একটা মুহূর্ত গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার জন্য রাখো। যে ন্যায়বিচার আমরা এখানে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম তার দীর্ঘমেয়াদি কোন প্রয়োগ নেই।'

এ্যারোর কথা শুনে কেইয়াস বিস্ময়ে হিসহিস করে উঠল।

'শান্তি, ব্রাদার।' এ্যারো শান্তভাবে সতর্ক করল।

সেটা তাহলে একটা ভালো খবর হবে। এই কথাগুলোই আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম। আমরা কখনও সত্যিই ভাবিনি এটা সম্ভব। এ্যারো সত্যটা শুনেছিলেন। এ্যারো স্বীকার করেছিলেন যে কোনমতেই আইন ভঙ্গ করা যাবে না।

কিন্তু আমার চোখজোড়া এ্যাডওয়ার্ডের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে রইল। আমি দেখতে পেলাম তার ঘাড়ের মাংসপেশী আবার শক্ত হয়ে গেছে। কেইয়াসের প্রতি এ্যারোর শান্ত হয়ে থাকার কথা আমি আবার পুর্নবিবেচনা করলাম। তখনই আমি সেটার দ্বৈত অর্থ বের

করে ফেললাম।

'তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?' এ্যারো আবার এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন।

এই নতুন কথা প্রকাশ করার পর শুধু কেইয়াসই হিসহিসিয়ে উঠল না।

এ্যাডওয়ার্ড অনিচ্ছুকভাবে মাথা নোয়াল। এবং তখনই, রেনেসমি অন্য আরো অনেকের নজরে পড়ে গেল। এ্যারোকে সবসময়ই প্রাচীনদের দলনেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যদি তিনি রেনেসমির পাশে থাকেন তাহলে কি অন্যরা তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে পারবে?

এ্যারো তখনও এ্যাডওয়ার্ডের হাত ধরে রেখেছিল এবং সে একটা প্রশ্নের উত্তর দিল যেটার উত্তর আমরা অন্যরা শুনতে পেলাম না।

'আমি মনে করি এইক্ষেত্রে একটা সমঝোতার ব্যাপার গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, আমরা একেবারে মাঝখানে সাক্ষাৎ করতে পারব।'

এ্যারো এ্যাডওয়ার্ডের হাত ছেড়ে দিল। এ্যাডওয়ার্ড পিছন ফিরে আমাদের দিকে ঘুরল। এ্যারো তার সাথে যোগ দিলেন। তিনি এত স্বাভাবিকভাবেই এ্যাডওয়ার্ডের কাঁধের উপর একহাত ফেলে রাখলেন যেন তিনি তার সবচেয়ে ভালো বন্ধুর সাথে আছে। এই ফাঁকে তিনি এ্যাডওয়ার্ডের ত্বকের সাথে তার যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তারা মাঠ পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে শুরু করল।

গোটা রক্ষীবাহিনী তাদের পিছনে পা বাড়াল। এ্যারো একহাত উঁচু করে তাদের না দেখেই অবহেলা করলেন।

'দাঁড়াও, আমার প্রিয় তরুণ। সত্যিই, আমরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে থাকি তাহলে তারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

রক্ষীবাহিনী আগের চেয়ে আরো বেশি হিসহিসিয়ে উঠল। আরো বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাল। তারা প্রতিবাদ করতে চাইল। কিন্তু নিজেদের অবস্থানেই থাকল। রেনাটা, আগের চেয়ে এ্যারোর অনেক কাছে ভেসে ভেসে চলে এলো। উদ্বিগ্নতায় নাকি সুরে কথা বলল।

'প্রভু।' সে ফিসফিস করে বলল।

'ভয় পেয়ো না, আমার প্রিয়া।' তিনি সাড়া দিলেন। 'অল ইজ ওয়েল। সব ঠিক আছে।'

'সম্ভবত আপনি আপনার কয়েকজন গার্ডকে আমাদের সাথে নিয়ে আসতে পারেন।' এ্যাডওয়ার্ড উপদেশ দিল। 'এটা তাহলে তাদেরকে আরো বেশি স্বস্তিকর অবস্থায় রাখবে।'

এ্যারো মাথা নিচু করলেন যেন এই জ্ঞানী কথোপকথনের চিন্তা তিনি নিজেও করেছিলেন।

তিনি দুহাত তুলে হাততালি দিলেন। 'ফেলিক্স, দিমিত্রি।'

তৎক্ষণাৎ সেই দুই ভ্যাম্পায়ার তার দুইপাশে চলে এলো। তাদের দুজনকে শেষবার যেমনটি দেখেছিলাম তেমন মূল্যবানই মনে হলো। দুজনেই বেশ দীর্ঘাকায় এবয় কালো চুলের। দিমিত্রি বেশি কঠোর এবং তরবারির ব্লেডের মতো ঝুকে আছে। ফেলিক্স লোহার শিকের মতো লকলক করছে।

তারা পাঁচজন বরফের মাঠের ঠিক মাঝামাঝি এসে থেমে দাঁড়াল।

'বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড ডাকল। 'রেনেসমিকে নিয়ে এসো...আর কয়েকজন বন্ধুকে।'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। আমার শরীর অমৃতের কারণে শক্ত হয়ে গেল। সংঘর্ষের একেবারে মাঝখানে রেনেসমিকে নিয়ে যাওয়ার ধারণা...কিন্তু আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বিশ্বাস করি। এই ক্ষেত্রে এ্যারো যদি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে সেটা এ্যাডওয়ার্ড তো আগেই জানতে পারবে।

এ্যারো দুপাশে তিনজন প্রতিরক্ষক আছে। সেকারণেই আমি আমার সাথে দুজনকে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'জ্যাকব? এমেট?' আমি শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম। এমেটকে নিলাম কারণ সে যাওয়ার জন্য যেন মরে যাচ্ছে।

জ্যাকবকে নিলাম, কারণ অনেক কিছু করার সামর্থ্য রাখে।

দুজনেই সম্মতি দিল। এমেট দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

আমি তাদের সাথে মাঠ অতিক্রম করলাম। আমি শুনতে পেলাম গার্ডদের মধ্য থেকে আবার বেশ গুঞ্জন উঠল যখন তারা আমার পছন্দের তালিকা দেখেছে। পরিষ্কারভাবে, তারা ওয়্যারউলফকে কোন মতেই বিশ্বাস করে না। এ্যারো তার হাত তুলল। আবারও তাদের গুণগুণানি থামানোর জন্য।

'অদ্ভুত সঙ্গি সাথী তুমি সাথে রাখো, এ্যাডওয়ার্ড।' দিমিত্রি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে বিড়বিড় করে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড কোন সাড়া দিল না। কিন্তু জ্যাকবের ভেতর থেকে একটা নিচুলয়ের গর্জন ভেসে এলো।

আমরা এ্যারোর সামনের থেকে কয়েক গজ সামনে থেমে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ড এ্যারোর হাতের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এবং খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে যোগ দিল। আমার হাত নিজের হাতে নিল।

এক মুহূর্তের জন্য, আমরা নিঃশব্দে একে অন্যের মুখোমুখি হলাম। তারপর ফেলিক্স নিচু স্বরে আমাকে অভিবাদন জানাল।

'আবারও হ্যাঁলো, বেলা।' সে খিচানো স্বরে বলল। জ্যাকবের প্রতিটি নড়াচড়া সে তার চোখের কোণ দিয়ে খেয়াল করছে।

আমি বিকৃতভাবে হাসলাম। বিশালকৃতির ভ্যাম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হেই, ফেলিক্স।'

ফেলিক্স শব্দ করে হাসল। 'তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে। অমরত্ব তোমার বেশ মানিয়ে গেছে।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'তোমাকে সুস্বাগতম। এটা খুবই খারাপ...' সে তার মন্তব্যকে নিঃশব্দে রুপান্তরিত করল। কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ডের উপহার কল্পনা করতে পারলাম না। এটা খুবই খারাপ যে আমরা তোমাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হত্যা করতে যাচ্ছি। সে এই ধরনের কিছু বলতে চেয়েছিল।

'হ্যাঁ, খুবই খারাপ। তাই নয় কি?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

ফেলিক্স না দেখার ভান করল।

এ্যারো আমাদের কথা বিনিময়ে কোন মনোযোগ দিলেন না। তিনি মাথা এক দিকে মুগ্ধ ভঙ্গিতে কাত করে রেখেছেন। 'আমি তার অদ্ভুত হৃদয়ের কথা শুনেছি।' তিনি বিড়বিড় করে সংগীতের মুর্ছনার মতো করে বললেন। 'আমি তার অদ্ভুত গন্ধ পেয়েছি।' তারপর তার কুয়াশাচ্ছন্ন চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, তরুণী বেলা, অমরত্ব তোমাকে সবচেয়ে সাধারণ করে তুলেছে।' তিনি বললেন।

'এটা এমনটি যেন তুমি তোমার জীবন ঠিক এইভাবেই পরিকল্পনা করেছিলে।'

আমি স্বীকার করার ভঙ্গিতে মাথা নিচ করলাম, কিছুটা তোষামোদিভাবে।

'তুমি আমার উপহার পছন্দ করেছো?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে লম্বমান জিনিসটা পরেছি সেদিকে তাকালেন।

'এটা খুবই সুন্দর। আর আপনার খুব বিনয়ের নির্দশন। ধন্যবাদ আপনাকে। আমার সম্ভবত একটা নোট পাঠানো উচিত ছিল।'

এ্যারো আনন্দিত স্বরে হেসে উঠলেন। 'এটা শুধুমাত্র ছোট্ট একটা জিনিস যেটা আমি পরিধান করতাম। আমি ভেবেছিলাম এটা তোমার নতুন মুখের জন্য এটা সৌজন্য হবে এবং সেটাই হয়েছে।'

আমি শুনতে পেলাম ভলচুরির একেবারে কেন্দ্র থেকে একটু হিসহিসানির মতো শব্দ উঠল। আমি এ্যারোর কাঁধের উপর দিয়ে সেদিকে তাকালাম।

হুমম। দেখে মনে হচ্ছে জেন খুশি হতে পারেনি। এ্যারো আমাকে যে একটা উপহার দিয়েছে এইটা সে মেনে নিতে পারছে না।

এ্যারো আমার মনোযোগ আর্কষণের জন্য গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। 'আমি কি তোমার মেয়েকে অভিবাদন জানাতে পারি, প্রিয় বেলা?' তিনি মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

এটাই তাই আমরা যেটা আশা করেছিলাম, আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম। রেনেসমির জন্য পীড়াপীড়ি করা এবং তার জন্য পালিয়ে যাওয়া। আমি খুব ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এলাম। আমার পিছনে শিল্ডটা একটা হাতশূন্য ঢিলা জামার মতো ঝুলতে লাগল। আমার বাকি পরিবারের থেকে রেনেসমিকে আড়াল করে রেখেছিল। আমি অন্যরকম অনুভব করলাম। ভুল আর ভয়ানক।

এ্যারো আমাদের সামনে এলো। তার মুখের ভাব উজ্জল।

'কিন্তু সে খুবই সুন্দরী।' তিনি বিড়বিড় করে বললেন। 'খুব বেশি তোমার মতো আর এ্যাডওয়ার্ডের মতো।' এবং তারপর জোরে জোরে বললেন, 'হ্যাঁলো, রেনেসমি।'

রেনেসমি তাড়াতাড়ি আমার দিকে তাকাল। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম।

'হ্যাঁলো, এ্যারো,' সে তার স্বাভাবিক গলায় উচ্চস্বরে ফরমালি উত্তর দিল। সুরেলা স্বরে। এ্যারোর চোখ আনন্দে খেলা করছে।

'জিনিসটা কি?' কেইয়াস পেছন থেকে হিসহিসিয়ে বলল। তাকে দেখে মনে হলো সে জিনিস জিজ্ঞেস করতেই রেগে উঠছে।

'অর্ধেকটা মরণশীল, অর্ধেকটা অমর।' এ্যারো তার কাছে ঘোষণা করল। আর বাকি গার্ডরা রেনেসমির দিকে কোনরকম না ঘুরেই উত্তেজিতভাবে দেখতে লাগল। 'সেরকমই কল্পনা করেছিলাম, এবং এই নিউবর্ণকে বহন করে নিয়ে এসেছিল যখন সে তখনও মানবী ছিল।'

'অসম্ভব।' কেইয়াস উপহাস করল।

'তুমি কি মনে করো তারা আমাকে বোকা বানিয়েছে, তাহলে, ব্রাদার?' এ্যারোর অভিব্যক্তি এত বেশি আনন্দিত কিন্তু কেইয়াস কুণ্ঠিত হলো, 'যে হার্টবিট তুমি শুনেছো তা কি কোন কৌশলের ব্যাপার স্যাপার?'

কেইয়াস চোখে মুখে রোষ প্রকাশ করল। এমনভাবে তাকাল যেন এ্যারোর শান্ত স্বরের প্রশ্নটা উত্তেজনায় ফেটে পড়ার মতো।

'শান্তভাবে এবং সর্তকতার সাথে, ব্রাদার।' এ্যারো সচেতন করে দিল। এখনও রেনেসমির দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'আমি ভালোভাবেই জানি তুমি কেমন তোমার ন্যায় বিচারকে পছন্দ করো। কিন্তু এই অদ্বিতীয় ছোট্টটির পিতামাতার ব্যাপারে সেখানে কোনরকমের কোন বিচারের দরকার নেই। এবং এতকিছু শেখার আছে! আমি জানি ইতিহাস সংগ্রহের ব্যাপারে তোমার আমার মতো প্রাণশক্তি নেই। কিন্তু আমার মতো সহনশীল হও, ব্রাদার, অসম্ভবতার নতুন একটা অধ্যায় আমি দেখতে পাচ্ছি। আমরা শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের আশা করে এসেছিলাম এবং ভুয়া বন্ধুদের দুঃখের কথায়। কিন্তু দেখ, তার পরিবর্তে আমরা কি অর্জন করেছি। একটা নতুন, উজ্বল সম্ভবনা, নতুন ধরনের জ্ঞান। আমার সম্ভব্যতা সর্ম্পকে।'

তিনি তার হাত রেনেসমির দিকে নিমন্ত্রণের মতো করে বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু রেনেসমি সেটা চাইছিল না। সে আমার দিক থেকে ঝুকেছিল। সামনের দিকে টান টান হয়ে এগিয়ে এ্যারোর মুখ আঙুলের ডগা দিয়ে ছুতে চাইছিল।

এ্যারো শকের মতো কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। যদিও অন্যরা সবাই রেনেসমির এই ক্রিয়াকাণ্ডে প্রতিক্রিয়া দেখাল। তিনি এ্যাডওয়ার্ডের মতোই চিন্তাভাবনা আর স্মৃতির ব্যাপারে অন্য অনেকের চেয়ে অনেক গভীরে গিয়েছেন।

তিনি চওড়া করে হাসলেন। তারপর সন্তুষ্টির স্বরে শ্বাস নিলেন। 'প্রতিভাময়ী।' তিনি ফিসফিস করে বললেন।

রেনেসমি আমার হাতের মধ্যে আবার রিলাক্স হয়ে ফিরে এলো। তার ছোট্ট মুখটা খুব সিরিয়াস।

'দয়া করুন?' সে তাকে জিজ্ঞেস করল।

তার হাসি সাথে সাথে ভদ্র হয়ে গেল 'অবশ্যই, তোমার প্রিয় মানুষদের ক্ষতি করার আমার কোন ইচ্ছে নেই, মূল্যবান রেনেসমি।'

এ্যারোর কণ্ঠস্বর এতটাই স্বস্তিদায়ক আর আবেগপূর্ণ ছিল যে তা বুঝতে আমার এক সেকেন্ড লেগে গেল। এবং তারপর এ্যাডওয়ার্ডের দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের বেশ খানিক পেছন দিক থেকে। ম্যাগী রাগে হিসহিসিয়ে উঠেছে।

'আমি বিস্মিত।' এ্যারো চিন্তিতভাবে বললেন। দেখে মনে হচ্ছে তার আগের কথা সম্বন্ধে তার কোন সচেতনতা নেই। তার চোখজোড়া অপ্রত্যাশিতভাবে জ্যাকবের দিকে ঘুরে গেল। অন্যান্য ভলচুরিদের মতো বিতৃষ্ণার পরিবর্তে বিশাল নেকড়ের দিকে তাকিয়ে এ্যারো চোখের দৃষ্টি এরকম কিছুতে বদলে গেল যেটার আমি কোন তুলনা করতে পারি না।

'ব্যাপারটা সেভাবে কাজ করে না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার রুক্ষস্বর হঠাৎ করে সর্তকভাবেই নিরপেক্ষতায় বদলে গেছে।

'শুধু একটা দুর্দান্ত চিন্তাভাবনা।' এ্যারো বললেন। তিনি খোলাখুলিভাবে জ্যাকবের প্রশংসা করলেন। তারপর তার চোখ জ্যাকবের পেছনের দুসারি নেকড়ে দলের দিকে চলে গেল। রেনেসমি তাকে কি দেখিয়েছিল কে জানে, হঠাৎ করে নেকড়েগুলোকে তার কাছে মজাদার কিছু মনে হলো।

'তারা আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, এ্যারো। তারা আমাদের কোন নেতৃত্ব সেভাবে শোনে না। তারা এখানে এসেছে কারণ তারা এখানে আসতে চেয়েছে।' জ্যাকব ভয়ে ভয়ে গুঙিয়ে উঠল।

'যদিও তাদেরকে দেখে তোমার সাথে সংযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে।' এ্যারো বললেন, 'এবং তোমার তরুণ বন্ধু আর তোমার পরিবার...বিশেষ অনুরক্ত।' তার কণ্ঠস্বর থেকে কথাগুলো নরমভাবেই বের হলো।

'তারা মানবের জীবন রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এ্যারো। সেকারণেই তারা আমাদের সাথে এভাবে আছে। কিন্তু আপনার ব্যাপারে সেটা কদাচিৎ। যদি না আপনি আপনার জীবন নিয়ে আবার পুনরায় কোন চিন্তাভাবনা করেন।'

এ্যারো আনন্দিতভাবে হেসে উঠলেন। 'শুধু আরেকটা দুর্দান্ত চিন্তাভাবনা।' তিনি আবার বললেন। 'তুমি সেটা বেশ ভালো করেই জানো সেটা কি রকম। আমরা কেউই আমাদের অবচেতন মনের ইচ্ছে পুরণ করতে পারি না।'

এ্যাডওয়ার্ড মুখভঙ্গী করল, 'আমি জানি ব্যাপারটা কি রকম। আর আমি এও জানি সে জাতীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে কি রকম পার্থক্য রয়েছে। আর তার পেছনে কোন জাতীয় উদ্দেশ আছে। এটা কখনওই কাজ করতে পারে না, এ্যারো।'

জ্যাকবের বিশাল মাথা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে গেল।

'সে চক্রান্ত করছে সেই ধারণা নিয়ে... রক্ষী কুকুরগুলো নিয়ে।' এ্যাডওয়ার্ড পেছন ফিরে বিড়বিড় করে বলল।

সেখানে সেকেন্ড খানেকের জন্য একেবারে মৃত্যুর মতো নিরবতা। তারপর বিশাল ক্লিয়ারিংয়ে ভয়ংকর গর্জনে ভরে গেল। গর্জন ভেসে ভেসে আসতে লাগল।

সেখানে নেতৃত্বের তীক্ষ্ণ গর্জন শোনা গেল। স্যামের কাছ থেকেই শব্দটা এসেছে, আমি অনুমান করলাম। যদিও আমি দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়নি।

'আমার মনে হয় সেই প্রশ্নেরই উত্তর এটা।' এ্যারো বললেন। আবারও হাসছেন। 'তারা তাদের অংশে অবস্থান করছে।'

এ্যাডওয়ার্ড হিসহিসিয়ে উঠল। সামনের দিকে ঝুকে পড়ল। আমি তার হাত আঁকড়ে ধরলাম। বিস্মিত বোধ করলাম যে এ্যারোর চিন্তাভাবনা কি হতে পারে যার জন্য সে অমন হিংস্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। ঠিক সেই সময় ফেলিক্স আর দিমিত্রি ছান্দিক গতিতে হামাগুড়ি দেয়ার মতো করে এগুল। এ্যারো তাদেরকে থামিয়ে দিলেন। তারা আবার তাদের আগের জায়গায় ফিরে গেল। এ্যাডওয়ার্ডও গেল।

'অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে।' এ্যারো বললেন। তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে পাক্কা ব্যবসায়ীর মতো হয়ে গেল। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। যদি তুমি এবং তোমার রাগান্বিত প্রতিরক্ষা বাহিনী আমাকে ক্ষমা করে, আমার প্রিয় কুলিনরা, আমি অবশ্যই আমার ভাইয়ের সাথে অর্পন করব।'

সাঁইত্রিশ

এ্যারো ক্লিয়ারিংয়ের উত্তর দিকে তার উদ্বিগ্ন গার্ডেদের দিকে এগিয়ে গেল না। পরিবর্তে, সে তাদের সামনে আসার সুযোগ দিল।

এ্যাডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে যেতে শুরু করল। আমার আর এমেটের হাত ধরে টানতে লাগল। আমার তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের চোখ এগিয়ে আসা বিপদের দিকেই রাখলাম। জ্যাকব ধীরে ধীরে সেদিকে যেতে লাগল। তার কাঁধের লোমের মধ্যে খাড়া হয়ে গেছে, এ্যারোর দিকে দাঁত খিচাল। যখন সে পিছু হটতে শুরু করল রেনেসমি তার লেজ ধরে রইল। সে এটাকে দড়ির মতো ধরে রাখল। তাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য জোর করতে লাগল। আমরা একই সময়ে আমাদের পরিবারের কাছে পৌছে গেলাম যখন গাঢ় আলখাল্লাগুলো আবার এ্যারোকে ঘিরে ধরল।

এখন তাদের আর আমাদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ গজের ব্যবধান আছে। আমাদের মধ্যের ব্যবধান এড়ানো এখন শুধু মাত্র ভগ্নাংশ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কেইয়াস তৎক্ষণাৎ এ্যারোর সাথে তর্ক জুড়ে দিল।

'তুমি কীভাবে এই কলঙ্ককে মেনে নিলে? তুমি কীভাবে এখানে পুরুষত্বহীনের মতো দাঁড়িয়ে আছো এই জাতীয় ঘৃণ্য ক্রাইম হয়ে যাওয়ার পরও? এই হাস্যকর প্রতারণাকে এভাবে ঢেকে দিলে?' সে তার হাত শক্ত করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। আমি বিস্মিত সে কেন তার মতামতকে অংশীদার করার জন্য এ্যারোকে শুধুমাত্র স্পর্শ করছে না। আমরা কি তাদের মধ্যে এরই মধ্যে তাদের র‍্যাংকের পার্থক্যটা দেখে ফেলেছি? আমরা কি সেরকম সৌভাগ্যবান হতে পারব?

'কারণ এর সবটাই সত্যি।' এ্যারো তাদেরকে শান্তভাবে বলল। 'এর প্রতিটি শব্দই সত্য। দেখেছো কতগুলো সাক্ষী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। তারা দেখেছে কত অল্প সময়ে এই অলৌকিক শিশুটি বেড়ে উঠছে এবং পরিণত হচ্ছে, খুবই অল্প সময়ে তারা তাকে যতটুকু জানে। তারা তার শরীরের শিরার মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ অনুভব করেছে।' এ্যারোর ভাবভঙ্গি আমুনের থেকে দ্রুত সিওভানের দিকে চলে গেল।

এ্যারোর প্রশান্ত কথাবার্তায় কেইয়াস খুব অদ্ভুত আচরণ করল। সাক্ষীগুলোকে দেখার জন্য সে তাকাতে শুরু করল। তার অভিব্যক্তি থেকে রাগটা চলে যেতে লাগল। সেখানে একটা ঠাণ্ডা হিসাব নিকাশ চলতে লাগল। সে ভলচুরির সাক্ষীদের দিকে পলকে একবার তাকিয়ে আসল যাদেরকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

আমিও রাগান্বিত জনতার দিকে তাকালাম। তাড়াতাড়ি দেখতে পেলাম সেই বর্ণনা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি। তাদের সামরিক উন্মাদনা বিশৃংখলায় রূপান্তির হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলাবালি করছে। কি ঘটেছে সেটার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।

কেইয়াস ভুরু কুঁচকে আছে। গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছে। তার বিবেচনাধীন অভিব্যক্তি আমার রাগকে গলিয়ে দিতে শুরু করল। একই সাথে এটা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। কি হবে যদি গার্ডেরা কোন অদৃশ্য সংকেতে কাজ করতে শুরু করে? যদি তারা তাদের মার্চ চালিয়ে যায়?

উদ্বিগ্নতার সাথে, আমি শিল্ডটা পরীক্ষা করে দেখলাম। এটা আগের মতোই অভেদ্যই আছে। আমি এটাকে নিচে, আশেপাশে আগের মতোই চালনা করতে পারছি।

আমি অনুভব করতে পারি আমার পরিবার আর বন্ধুরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে থেকে তীক্ষ্ণ আলো আসছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা গন্ধ আছে যাতে আমি তাদেরকে চিনতে পারি। আমি এরই মধ্যে এ্যাডওয়ার্ডকে জানি। সে তাদের সবার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জলতম একজন। উজ্জল লক্ষের মধ্যের ফাঁকা জায়গাটা আমাকে বিরক্ত করছে। সেখানে শিল্ডের জন্য কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নেই। আর যদি কোন প্রতিভাবান ভলচুরি এটার নিচে পড়ে যায়, এটা শুধু আমাকে ছাড়া আর কাউকে রক্ষা করবে না। আমি বুঝতে পারলাম আমার কপাল কুঁচকে গেছে। আমি প্লাস্টিকের বর্মটা সর্তকতার সাথে কাছাকাছি টেনে নিলাম। কার্লিসল সবচেয়ে কাছেই এগিয়ে গেছে। আমি ইঞ্চি ইঞ্চি করে শিল্ডটাকে পিছনে নিয়ে গেলাম। চেষ্টা করলাম তার শরীরটাকে এটা দিয়ে যতটুকু সম্ভব ঢেকে দেয়া যায়।

আমার শিল্ডটাকে মনে হলো সহযোগীতা করতে চাইছে। কার্লিসল যখন তানিয়ার কাছে গিয়ে দাড়াল তখন যেন শিল্ডটা তাদেরকেও প্রতিরক্ষা করবে। রবারের মতো সেটা যেন তাদের দিকে বড় হয়ে গেল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে, আমি শিল্ডটাকে দিয়ে তাদের প্রতিরক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলাম।

শুধুমাত্র এক সেকেন্ড অতিবাহিত হয়েছে, কেইয়াস তখনও বিচার বিবেচনা করছে।

'ওই নেকড়েগুলো।' সে শেষ পর্যন্ত বিড়বিড় করে বলল।

হঠাৎ করে ভয়ংকর আতংকে, আমি বুঝতে পারলাম, অধিকাংশ ওয়ারউলফই প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় আছে। আমি তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম যখন আমি সেটা বুঝতে পারলাম, অদ্ভুতভাবে, আমি তাদের স্পার্ক অনুভব করতে পারি। কৌতুহলী হয়ে, আমি শিল্ডটাকে আরো শক্ত করে ধরলাম, যতক্ষণ আমুন আর কেবি- আমাদের দিকের সবচেয়ে দুরের দুজন— ওয়ারউলফের পাশেই আছে তারা।

কিন্তু নেকড়েগুলো এখনও উজ্জল অগ্নিশিখার— অথবা অন্যথায়, তাদের অর্ধেকটা সেরকম আছে। হুমমম... আমি তাদের দিকে আবার এগিয়ে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত স্যাম তাদের নেতৃত্বে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উজ্জল শিখার অধিকারী।

তাদের মন আমি যতটা কল্পনা করি তার চেয়ে অনেক বেশি একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। যদি আলফার অধিকারী একজন আমার শিল্ডের পাশে থাকে, বাকি মনগুলোও সেভাবে প্রতিরক্ষিত হয়ে থাকবে।

'আহ, ভাই আমার... এ্যারো কেইয়াসের দিকে ব্যথিত চোখে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলেন।

'তুমিও কি সেইভাবে মৈত্রী চুক্তিতে ডিফেন্ড করেছো, এ্যারো?' কেইয়াস জানতে চাইল।

'চন্দ্রের সন্তানেরা আমাদের আরো বেশি তিক্ত শত্রু সেই উষার আগমণ থেকেই। আমরা তাদেরকে এশিয়া আর ইউরোপে শিকার করে ফেরেছি। এমনকি কি কার্লিসল পর্যন্ত একটা পরিচিত সম্বন্ধের জন্য এগিয়ে গেছে। কোন সন্দেহ নেই আমাদের উপরে তাদের আক্রমণ হওয়ার ব্যাপারে। দৃঢ়তার সাথে তাদের জীবনযাত্রাকে প্রতিহত করাই ভালো।'

এ্যাডওয়ার্ড শব্দ করে তার গলা পরিষ্কার করল। কেইয়াস তার দিকে তাকাল। এ্যারো তার হালকা হাত মুখের উপর এমনভাবে রাখল যেন সে কোন প্রাচীন ঘটনার কারণে বিব্রত বোধ করছে।

'কেইয়াস, এটা দিনের মধ্য সময়।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে জ্যাকবের দিকে তাকাল।

'তারা চন্দ্রের সন্তান নয়, এটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও ভালুকদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'তুমি এখানে সংখ্যা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন করছো।' কেইয়াস তার পিছনে বলল।

এ্যাডওয়ার্ডের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সে দাঁতে দাঁত ঘষে উত্তর দিল, 'তারা এমনকি ওয়ারউলফ নয়। এ্যারো আপনাকে এই সম্বন্ধে সব কিছু বলবে। যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস না করেন।'

ওয়ারউলফ নয়? আমি রহস্যময় দৃষ্টিতে জ্যাকবের দিকে তাকালাম। সে তার বিশাল কাঁধ উঁচু করল, তারপর আবার নিচু করল। শ্রাগ করার ভঙ্গিতে। সে এমনকি জানে না এ্যাডওয়ার্ড কি নিয়ে কথাবার্তা বলছে।

'প্রিয় কেইয়াস, আমি তোমাকে সর্তক করেছিলাম এই ব্যাপারে কোন চাপ না দেয়ার জন্য। যদি তুমি আমাকে তোমার চিন্তাভাবনাটা বলতে।' এ্যারো বিড়বিড় করে বলল। 'যদিও এই সৃষ্টিরা নিজেরা চিন্তা করে করে ওয়ারউলফ হিসাবে। তারা তা নয়। তাদের সবচেয়ে ভালো প্রকৃত নাম হতে পারে রুপ-পরিবর্তনকারী।'

'নেকড়ের রুপে থাকার পছন্দে পুরোপুরি সুযোগের উপর নির্ভর করে। এটা একটা ভালুকও হতে পারে অথবা একটা বাজপাখী অথবা একটা প্যান্থার যখন তাদের প্রথম পরিবর্তনটা হয়েছিল। এই সৃষ্টিদের চন্দ্রের সন্তানদের নিয়ে কিছুই করার নেই। তারা খুব কমই উত্তরাধিকার সুত্রে তাদের পিতাদের কাছ থেকে এই দক্ষতা অর্জন করে। এটা জেনেটিক, বংশগতি থেকে আসে। তারা তাদের প্রজাতিকে আক্রমণ করে ইনফেকটেড করতে পারে না যেভাবে ওয়ারউলফরা পারে।'

কেইয়াস এ্যারোর দিকে উত্তেজনা নিয়ে তাকাল। তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বেশি কিছু মনে হচ্ছে।

'তারা আমাদের গোপনীয়তাগুলো, আমাদের সিক্রেট জানে।' সে নিরুত্তাপের সাথে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড এই অবস্থার জন্য উত্তর দিতে মুখ খুলতে তার দিকে তাকাল। কিন্তু এ্যারোই প্রথমে কথা বললেন, 'তারা আমাদের অতিপ্রাকৃত জগতের সৃষ্ট, ব্রাদার। সম্ভবত এমনকি তারা আমাদের চেয়ে আরো অনেক বেশি গোপনীয়তার উপর নির্ভর করে। তারা খুব কমই আমাদের কাছে সেটা প্রকাশ করে। সর্তকতার সাথে, কেইয়াস। প্রজাতির এই রুপ এখন সর্বত্র।'

কেইয়াস গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে মাথা নোয়াল। তারা দুজনে দীর্ঘ সময়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমার মনে হলো আমি এ্যারোর কার্যসূচির পেছনের সর্তকতার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। মিথ্যে অভিযোগ এনে অন্য পাশের সাক্ষীদেরকে দমন করা যাবে না। এ্যারো

কেইয়াসকে পরবর্তি পরিকল্পনার জন্য যেতে বললেন। আমি বিস্মিত হলাম যে যদি তাদের দুজনের পিছনে এরকম কোন কারণ থাকে, কেইয়াস যদি তাকে স্পর্শ করে অংশীদারী হতো তাহলে সে এ্যারো যেটা করছে এরকম কোন কিছুর তোয়াক্কা করত না। যদি আগত হত্যাকারী কেইয়াসের কাছে এতটাই প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে তাদের সুনামের পরিবর্তে।

'আমি সংবাদদাতাদের সাথে কথা বলতে চাই।' কেইয়াস বেপরোয়াভাবে ঘোষণা করল। তারপর ইরিনার দিকে পলকে ঘুরে দাঁড়াল।

ইরিনা কেইয়াসের দিকে মনোযোগ দেয়নি। সে কেইয়াস আর এ্যারোর কথোপকথন শুনছিল না। তার মুখ যন্ত্রণায় অন্যরকম হয়ে গেছে। তার চোখ তার বোনের চোখের উপর পতিত। তার মুখ দেখে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সে জানতো এখন তার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে প্রতিপন্ন হবে।

'ইরিনা।' কেইয়াস গর্জে উঠল। তাকে ডাকতে হচ্ছে বলে কেইয়াসকে অসুখী দেখাল।

ইরিনা চোখ তুলে তাকাল। চমকে উঠে ভীত হয়ে পড়ল।

কেইয়াস নিজের হাতে চাপড় দিলো।

দ্বিধান্বিতভাবে, ইরিনা ভলচুরিদের লাইন থেকে এগিয়ে কেইয়াসের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'তো তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছুটা তোমার অভিযোগে ভুল করেছিলে।' কেইয়াস শুরু করল।

তানিয়া আর কেট উদ্বিগ্নভাবে সামনের দিকে ঝুকে পড়ল।

'আমি দুঃখিত।' ইরিনা ফিসফিস করে বলল। 'আমি যা দেখেছি সে ব্যাপারে আমার নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার কোন ধারণা ছিল না... সে অসহায়ের মতো আমাদের দিকে তাকাল।

'প্রিয় কেইয়াস, তুমি কি আশা করো সে তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নেবে কিছু একটা যা অদ্ভুত আর অসম্ভব?' এ্যারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের যেকোন একজন সেই একই রকমের ধারণা পোষণ করতে পারে।'

কেইয়াস এ্যারোর দিকে হাত তুলে তাকে থামতে ইশারা করল।

'আমরা সবাই জানি যে তুমি একটা ভুল করেছো।' সে বেপরোয়াভাবে বলল। 'আমি তোমার উদ্দেশের ব্যাপারে বোঝাতে চাইছি।'

কেইয়াস আবার শুরু করবে এজন্য ইরিনা নার্ভাসভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর আবার বলল, 'আমার উদ্দেশ?'

'হ্যাঁ। প্রথম জায়গাতেই তাদের কাছে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এসেছিলে।'

ইরিনা গোয়েন্দাগিরি শব্দটা শুনেই কেঁপে উঠল।

'তুমি কুলিনদের সাথে থাকতে থাকতে অসুখী হয়ে পড়েছো, তাই নয় কি?'

ইরিনা ঘুরে দুঃখ ভরা চোখে কার্লিসলের মুখের দিকে তাকাল। 'আমি ছিলাম।' সে স্বীকার করল।

'কারণ...?' কেইয়াস স্মরণ করিয়ে দিল।

'কারণ ওয়ারউলফরা আমার বন্ধুকে হত্যা করেছে।' সে ফিসফিস করে বলল। 'আর

সেটার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুলিনরা কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি।'

'রূপ-পরিবর্তনকারী।' এ্যারো তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিল।

'তো কুলিনরা সেই রূপ-পরিবর্তনকারীদের দলে চলে গেল আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তি থেকে। এমনকি একজন বন্ধুর বন্ধুর বিরুদ্ধে।' কেইয়াস সারমর্ম করে দিল।

আমি শুনতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড বিরক্তিকর একটা শব্দ করছে। কেইয়াস তার সুবিধামতই চলছে। একটা ভুল খুঁজে বের করে তাদেরকে অসুস্থ করে তুলতে চাইছে।

ইরিনার কাঁধ শক্ত হয়ে গেল। 'সেটাই ওভাবে যা আমি দেখেছিলাম।'

কেইয়াস আবার অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর স্মরণ করিয়ে দিল। 'যদি তুমি এই রূপ-পরিবর্তনকারীদের বিরুদ্ধে কোন ফর্মাল অভিযোগ তুলতে চাও— আর ওদেরকে সাহায্য করার জন্য কুলিনদের বিরুদ্ধে— এখনই সেটার উপযুক্ত সময় হতে পারে।' সে ক্রুর হাসি দিল। ইরিনা পরবর্তি অজুহাত খাড়া করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

হতে পারে কেইয়াস পরিবারের প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সম্পর্ক ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, শক্তিমত্তার উপর নয়। হতে পারে নিজের শক্তির উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আছে।

ইরিনার চোয়াল ঝাকি খেল। কাঁধ শক্ত হয়ে গেল।

'না। নেকড়ের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। অথবা কুলিনদের উপরেও নেই। তুমি আজ এখানে এসেছো একজন অমর শিশুকে হত্যা করতে। কোন অমর শিশুর অস্তিত্ব নেই। সেটা ছিল আমার ভুল। আমি তার জন্য পুরোপুরি দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু কুলিনরা নিষ্পাপ। তোমার এখানে থাকার কোন কারণ নেই। আমি খুবই দুঃখিত।' সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর আবার তার মুখ ভলচুরির সাক্ষীদের দিকে ঘুরে গেল। 'সেখানে কোন অপরাধ নেই। তোমাদের এখানে থাকার কোন উপযুক্ত কারণ নেই।'

কেইয়াস তার হাত উঁচু করে রাখল যখন ইরিনা কথা বলছিল। আর তার হাতে একটা অদ্ভুত ধাতব বস্তু ছিল। বাকানো এবং সুসজ্জিত।

এটা একটা সংকেত। তার প্রতিক্রিয়া এতটাই দ্রুত ছিল যে আমরা সবাই অবিশ্বাসে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমাদের কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখার আগেই, ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল।

ভলচুরিদের তিনজন সৈন্য সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আর ইরিনা পুরোপুরি তাদের ধুসর আলখাল্লার মাঝে অস্পষ্ট হয়ে গেল। একই সাথে, তৎক্ষণাৎ, একটা ভয়ংকর ধাতব ঝণাৎকার ক্লিয়ারিংয়ের ভেতর থেকে ভেসে এল। কেইয়াস সেই বিশৃংখল মারামারি দিকে ভেসে ভেসে গেল। একটা ভয়ংকর মারামারি শব্দ সবাইকে চমকে দিল। মনে হলো যেন অগ্নিশিখার ঝলক দেখা গেল। সৈন্যরা হঠাৎ এই নরক গুলজার-থেকে কিছুটা পিছিয়ে এলো। তৎক্ষণাৎ, তারা আবার তাদের জায়গায় ফিরে এসে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গার্ড দিতে লাগল।

কেইয়াস একাকী ইরিনার অগ্নিশিখার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাতের ধাতব বস্তুটি থেকে তখনও অগ্নিশিখা চিতার দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ছোট্ট একটা ক্লিকিং শব্দ করে, কেইয়াসের হাত থেকে আসা অগ্নিশিখা বন্ধ হয়ে

গেল। পেছন দিকের ভলচুরির সাক্ষীদের মধ্যে শ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেল।

আমরাও ভয়ে এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গেছি যে কোন শব্দ করতে পারলাম না। একটা ব্যাপার হলো জেনে গেলাম যে মৃত্যু হিংস্রতার হাত ধরেই আসে। আসে অদম্য গতিতে। আরেকটা ব্যাপার হলো সেটাকে দেখা।

কেইয়াস শীতলভাবে হাসল, 'এখন সে তার কাজের জন্য পুরো দায়দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।'

তার চোখ আমাদের সামনের লাইনের দিকে। খুব দ্রুততার সাথে তানিয়া আর কেটের জমে যাওয়া হাত স্পর্শ করল।

সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম, কেইয়াস কখনও একটা প্রকৃত পরিবারের বন্ধনকে কখনও অবহেলা করেনি। এটাই সেই অবস্থা। সে কখনও ইরিনার অভিযোগ জানতে চাইনি। সে চেয়েছিল তার অবাধ্যতা। কেইয়াসের অভিযোগ ছিল তাকে ধ্বংস করে দেয়া। তাকে এমনভাবে পুড়িয়ে মারা যাতে বাতাসটা ঘন হয়ে যায়, ধোয়ার কুয়াশা সৃষ্টি হয়। সে এর মধ্যেই একটা ম্যাচ ছুড়ে দিয়েছে।

চুক্তির মধ্যে যে শান্তির আবহাওয়া বিরাজ করছিল তা এক মুহূর্তেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। একবার যদি লড়াই শুরু হয়ে যায়, সেটা থামানোর কোন উপায় থাকবে না।

এটা পুরোপুরি গতি দিতে পারে যতক্ষণ না আমাদের দিক থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত না হয়। আমাদের দিক থেকে। কেইয়াস সেটা জানত।

যেমনটি জানতো এ্যাডওয়ার্ড।

'তাদেরকে থামাও!' এ্যাডওয়ার্ড চিৎকার করে কেঁদে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে তানিয়ার হাত আঁকড়ে ধরতে গেল। তানিয়া তখন কিছুটা এগিয়ে গেছে কেইয়াসের হাসি মুখের দিকে। যে হাসির আড়ালে মাতালের মতো রাগ কাজ করছে। তানিয়া এ্যাডওয়ার্ডকে ঝাকি দিয়ে ছাড়িয়ে দিল না যতক্ষণ না কার্লিসল তার হাত দিয়ে তানিয়ার কোমর আঁকড়ে ধরল।

'তাকে সাহায্য করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে।' তিনি লড়াই করতে করতে গুরুত্বের সাথে বললেন, 'সে যা চাচ্ছে তাকে সেটা করতে দিও না!'

কেট আরো বেশি কঠোর হয়ে আছে। বড় বড় পা ফেলে আক্রমণের দিকে এগিয়ে গেল যেটা প্রত্যেকের মৃত্যুতে ছাড়া শেষ হবে না। রোসালে তার খুব কাছাকাছি ছিল। কিন্তু রোসালি তার মাথা ধরে ফেলার আগেই। কেট এত ভয়ংকরভাবে তাকে আতংকিত করল যাতে রোজ কেঁপে মাটিতে পড়ে গেল। এমেট কেটের হাত ধরে ফেলল এবং তাকেও নিচে ছুড়ে ফেলল। তারপর পেছনে টলে পড়ল। তার হাঁটুর উপর পরল। কেট নিজের পায়ে ঘুরে দাঁড়াল। দেখে মনে হলো কেউ তাকে থামাতে পারবে না।

গ্যারেট কেটের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে আবার মাটিতে ফেলে দিল। সে হাত দিয়ে তার দুদিকে আঁকড়ে ধরল। তারপর নিজের হাত একত্রিত করে তাকে চেপে ধরল। আমি দেখতে পেলাম তার শরীর কুঁকড়ে গেল যখন কেট তাকে শক দিল। তার চোখ পেছনের দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু তার ধরে রাখা তখনও ছাড়ে নাই।

'জ়াফরিনা।' এ্যাডওয়ার্ড চিৎকার দিল।

কেটের চোখে শূন্য দৃষ্টি। তার চিৎকার গোঙানীতে রুপ নিয়েছে। তানিয়া লড়াই করা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমাকে আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দাও।' তানিয়া হিসহিসিয়ে উঠল।

বেপরোয়াভাবে, কিন্তু বেশ দক্ষতার সাথে আমি ব্যাপারটা ট্যাকেল দিতে পারলাম। আমি শিল্ডটাকে টেনে এনে খুব শক্তভাবে ধরে রাখলাম আমার বন্ধুর ঝলকানির বিরুদ্ধে। কেটের দিক থেকে এটা খুব সাবধানে সরিয়ে নিয়ে এলাম যখন এটা গ্যারেটের দিকে রাখলাম।

এবং তারপর গ্যারেট নিজে নিজেই আদেশ দিল, কেটকে বরফের উপর ধরে রাখল।

'যদি আমি তোমাকে উপরে উঠতে দেই, তুমি কি আমাকে আবার ফেলে দেবে, কেট?' সে ফিসফিস করে বলল।

উত্তরে কেট গর্জে উঠল। এখনও অন্ধের মতো আঘাত করে যাচ্ছে।

'আমার কথা শোনো, তানিয়া, কেট।' কার্লিসল নিচু কিন্তু টানটান গলায় ফিসফিস করে বললেন।

'প্রতিহিংসা এখন তাকে আর সাহায্য করতে পারবে না। ইরিনা তোমার জীবনকে এভাবে নষ্ট হতে দিতে চাইত না। তুমি যা করছ সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। যদি তুমি তাদেরকে আক্রমণ করো। আমরা সবাই মারা পড়ব।'

তানিয়ার দুঃখে নুয়ে পরল। সে সাহায্যের জন্য কার্লিসলের দিকে ঝুকে পরল।

কেট শেষ পর্যন্ত শক্তপোক্ত থাকল। কার্লিসল আর গ্যারেট তখনও তাদের দুবোনকে বোনের জন্য শোক করতে লাগল, যেটা শুনে তার কিছুটা স্বস্তি পেতে লাগল।

এবং আমার মনোযোগ সেদিকে ফিরে গেল। তাদের গ্যাঞ্জামের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার চোখের কোণা দিয়ে, আমি দেখতে পারি এ্যাডওয়ার্ড আর সকলেই গ্যারেট আর কার্লিসলের পাশে যেখানে গার্ডদের কাছে।

সবচেয়ে ভারী দৃষ্টি কেইয়াসের, সে অবিশ্বাসের সাথে কেট আর গ্যারেটের দিকে বরফের উপর তাকিয়ে থাকল। এ্যারোও তার মতো একই জিনিস লক্ষ করলেন, অবিশ্বাস্যভাবে তার মুখের মধ্যে অদ্ভুত এক আবেগ খেলা করছিল। তিনি জানতেন কেট কি করতে পারে। তিনি তার ক্ষমতা এ্যাডওয়ার্ডের স্মৃতি থেকে বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে? তিনি কি দেখতে পেয়েছিলেন আমার শিল্ড পরিবর্তিত হয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে? এ্যাডওয়ার্ড কি জানে আমি সেটাতে সমর্থ? অথবা তিনি কি মনে করেন গ্যারেট তার নিজের প্রতিরোধতা নিয়ে ?

ভলচুরির গার্ডেরা আর কোনমতেই নিয়মানুবর্তিভাবে এ্যাটেনশন হয়ে থাকল না। তারা সামনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। তারা আমাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

তাদের পিছনে, তেয়াল্লিশজন সাক্ষী বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা ক্লিয়ারিংয়ে আসার জন্য প্রস্তুত। দ্বিধা এখন সন্দেহে পরিণত হয়েছে।

বজ্রপাতের মতো ইরিনার ধ্বংস হয়ে যাওয়া তাদের সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তার অপরাধটা কি ছিল?

তড়িৎ আক্রমণ ছাড়া কেইয়াস তার কাজ সমাধা করতে পারত না ভলচুরির সাক্ষীরা প্রশ্ন রেখে গেছে এখানে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে।

এ্যারো দ্রুততার সাথে পেছনে তাকাল তখন আমি দেখছিলাম কেইয়াসের কারণে

তার মুখে বিশ্বাসঘাতকার চিহ্নে পর্যদস্ত। তার দর্শকেরা হঠাৎ করে অন্যরকম আচরণ করছে।

আমি শুনতে পেলাম, স্টেফান আর ভ্লাদিমির বিড়বিড় করে একে অন্যকে এ্যারোর অস্বাস্তিকর অবস্থার কথা আলোচনা করছে।

এ্যারো সুস্পষ্টত তার সাদা হ্যাট ঠিক রাখার ব্যাপারে সচেতন। যেমনভাবে রোমানিয়ানরা এটা ঠিক রাখে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ভলচুরিরা আমাদেরকে এখানে শান্তিতে সমঝোতায় ছেড়ে দিয়ে যাবে শুধু তাদের সুনাম রাখার জন্য। তারা আমাদের সাথে কাজ শেষ করে, নিশ্চয় তারা তাদের সাক্ষীগুলোকেও একই উদ্দেশে হত্যা করবে। আমার মনের মধ্যে হঠাৎ করে অদ্ভুত একটা অনুভূতি খেলে গেল। ভলচুরিরা আমাদের হত্যার জন্য যাদের সাক্ষী হিসাবে নিয়ে এসেছে তাদের প্রতি করুণা হলো। তাদের যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে দিমিত্রি তাদেরকে খুঁজে বের করবে।

জ্যাকব আর রেনেসমির জন্য, এলিস আর জেসপারের জন্য এলিস্টার আর সেই সব আগন্তুকদের জন্য, যারা জানে না আজকে কি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। দিমিত্রিই সেটা করবে।

এ্যারো হালকাভাবে কেইয়াসের কাঁধ স্পর্শ করলেন। 'এই শিশুটির বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার জন্য ইরিনা তার প্রকৃত সাজা পেয়েছে।' সেটাই তাহলে তাদের অজুহাত। তিনি বলে চললেন, 'সম্ভবত আমাদের এই বিষয়টা হাতেই রাখা উচিত?'

কেইয়াস সোজা হলো। তার অভিব্যক্তি এত কঠোর যে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সে সামনের দিকে তাকাল। কিছুই দেখছে না। তার মুখ আমার অদ্ভুতভাবে মনে করিয়ে দিল, একজন মানুষ যে এইমাত্র নিক্রান্ত হতে শিখেছে।

এ্যারো সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। রেনাটা, ফেলিক্স আর দিমিত্রিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দিকে এগিয়ে এলো।

'শুধুমাত্র এর মধ্য দিয়ে,' তিনি বললেন, 'আমি তোমার কয়েকটা সাক্ষীর সাথে কথা বলতে চাই। এটা একটা প্রক্রিয়া, তুমি জানো।' তিনি একটা হাত উঁচু করলেন।

দুটো জিনিস এক সাথে ঘটল। কেইয়াসের চোখ সরাসরি এ্যারোর দিকে। সেই ছোট্ট ক্রুর হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। এবং এ্যাডওয়ার্ড হিসহিসিয়ে উঠল। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। এতটাই শক্ত হয়ে গেল যেন তার আঙুলের গিট ফুটে বেরুচ্ছে।

কি ঘটছে তা তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু এ্যারো এত কাছাকাছি যে সামান্যতম নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাবে। আমি দেখতে পেলাম কার্লিসল উদ্বিগ্নভাবে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর তার নিজের মুখ শক্ত হয়ে গেল।

যখন কেইয়াস গুরুত্বহীন দোষের কথা জানাল এবং বিচারপ্রক্রিয়াহীন আক্রমণের ব্যাপারে বলল। এ্যারো অবশ্যই আরো বেশি কার্যকরী পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করছেন।

এ্যারো ধীরে ধীরে বরফের উপর দিয়ে আমাদের লাইন থেকে পশ্চিম দিয়ে যেতে লাগল। আমুন আর কেবির কাছ থেকে দশ গজ দুরে দাঁড়াল। কাছাকাছি, নেকড়েগুলো রাগি গলায় গর্জন করছিল কিন্তু সেগুলো নিজেদের জায়গায় ছিল।

'আহ, আমান, আমার দক্ষিণের প্রতিবেশি!' এ্যারো উষ্ণ স্বরে বললেন, 'দীর্ঘদিন

পরে তুমি আমাকে দেখতে এসেছো।'

আমান দুশ্চিন্তায় নিশ্চল হয়ে ছিল। কেবিও তার পাশে মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। 'সময় ক্ষুদ্র একটা জিনিস। আমি কখনও লক্ষ করিনি তা অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।' আমুন ঠোঁট না নাড়িয়েই বলল।

'খুবই সত্যি কথা।' এ্যারো সম্মত হলেন। 'কিন্তু হতে পারে দুরে দুরে থাকার তোমার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে?'

আমান কিছুই বলল না।

'ব্যাপারটা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ হতে পারে, নতুন আগতদের একটা কোভেনে পরিচালনা করা। আমি সেটা ভালোভাবেই জানি! আমি কৃতজ্ঞতাবোধ করছি যে আমি অন্যদের সাথেও আমার বিরক্তিকর কাজ রয়েছে। আমি খুশি তোমার নতুন সংযোজন খুব ভালোভাবেই কাজ করেছে। আমি তাদের সাথে পরিচিত হতে খুশি হব। আমি নিশ্চিত তুমি খুব তাড়াতাড়িই আমার সাথে দেখা করতে আসবে।'

'অবশ্যই।' আমান বলল। তার কণ্ঠস্বর আবেগহীন। তা শুনে বোঝার কোন উপায় নেই যে সেখানে আদৌ কোন ভয় খেলা করছে কিনা।

'ওহ, ভালো। আমরা সবাই এখন একত্রিত! সেটা কি লাভলি ব্যাপার নয়?'

আমান মাথা ঝাকাল। তার মুখ অভিব্যক্তি শুণ্য।

'কিন্তু এখানে তোমার এভাবে উপস্থিতি খুব খুশির কিছু নয়, দুভার্গ্যজনকভাবে, কার্লিসল তোমাকে তার জন্য একজন সাক্ষী হিসাবে এনেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি তার জন্য কি সাক্ষী এনেছো?'

আমান একই রকম শীতল আবেগে কথা শুরু করল। 'আমি এই শিশুটিকে প্রশ্নাতীতভাবে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছি। ব্যাপারটা খুব দ্রুতই প্রমাণিত হয়েছে যে সে কোন অমর শিশু নয়...

'সম্ভবত আমরা আমাদের টার্মগুলোকে সঙ্গায়িত করব।' এ্যারো বাঁধা দিয়ে বললেন। 'এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে নতুন শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। অমর শিশুদের ক্ষেত্রে, তুমি বোঝাতে চাইছে মানব শিশুর কথা, যাকে কামড়ে ক্ষত করে দিলে সে একটা ভ্যাম্পায়ারে রুপান্তরিত হবে।'

'হ্যাঁ। সেটাই তাই যা আমি বোঝাতে চাইছি।'

'তুমি এই শিশুটির ব্যাপারে কি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছো?'

'সেই একই ব্যাপার যেটা আপনি নিশ্চিতভাবেই এ্যাডওয়ার্ডের মনে যেটা দেখেছেন। যে এই শিশুটি বায়োলজিক্যালভাবেই জন্মগ্রহণ করেছে। সে কারণেই সে বড় হচ্ছে। যে কারণে সে শিখছে।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ।' এ্যারো বললেন। তার কণ্ঠস্বরে অধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'কিন্তু বিশেযত তোমার এখানে কয়েক সপ্তাহ থাকার কারণে, তুমি কি দেখেছিলে?'

আমানের ভুরু কুঁচকে গেল। 'সে বড় হচ্ছে...খুব দ্রুতই।'

এ্যারো হাসলেন 'এবং তুমি কি মনে কর সে বেঁচে থাকার জন্য গণ্য হবে?'

আমার ঠোঁটের কাছে হিসহিসানি চলে এলো। আর আমি একাকী নই। আমার এই প্রতিবাদের সাথে আমাদের লাইনের অর্ধেক ভ্যাম্পায়ার প্রতিধ্বনি তুলল। শব্দটা খুব

নিচুলয়েই হলো। তৃণভূমির মধ্য দিয়ে কয়েকজন ভলচুরির সাক্ষীরাও একই রকমের আওয়াজ তুলল। এ্যাডওয়ার্ড একটু পিছিয়ে এলো এবং আমার কবজির উপর তার হাত দিয়ে আশ্বস্ত করল।

এ্যারো সেই গোলমালের শব্দেও ঘুরলেন না। কিন্তু আমান চারিদিকে অস্বস্তির সাথে তাকাতে লাগলেন।

'আমি এখানে কোন বিচারকার্য পরিচালনা করতে আসিনি।' সে বলল।

এ্যারো হালকাভাবে হাসলেন। 'শুধু তোমার মতামত।'

আমান মুখ তুলল। 'আমি এই শিশুটির মধ্যে বিপজ্জনক কিছু দেখেনি। সে যত দ্রুত বড় হচ্ছে তার চেয়ে অনেক দ্রুত সে শিখছে।'

এ্যারো মাথা নোয়ালেন। জিনিসটা স্বীকার করে নিলেন। এক মুহূর্ত পর, তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'এ্যারো?' আমান ডাকল।

এ্যারো ঘুরে পিছনের দিকে ফিরলেন। 'হ্যাঁ, বন্ধু?'

'আমি আমার সাক্ষ্যদের দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে আর কোন কাজ নেই। আমার সঙ্গী আর আমি এখন এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

এ্যারো উষ্ণভাবে হাসলেন। 'অবশ্যই। আমি খুবই আনন্দিত যে আপনি কিছু সময়ের জন্য কথা বলতে সমর্থ হয়েছেন। আমি নিশ্চিত আমাদের খুব শিগগিরই আবার দেখা হবে।'

আমানের ঠোঁট কিছুটা কেঁপে গেল। সে মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝাকাল। এই হুমকির ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। সে কেবির হাত স্পর্শ করল। তারপর তারা দুজনেই খুব দ্রুততার সাথে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকের তৃণভূমির দিকে দৌড়াতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি জানি তারা অনেক সময়ের মধ্যে আর দৌড় থামাবে না।

এ্যারো ভেসে ভেসে আমাদের লাইনের পুর্বদিকে আসলেন। তার গার্ডেরা কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় আছে। তিনি শক্তিশালী সিওভানের সামনে এসে থেমে গেলেন।

'হ্যাঁলো সিওভান। তুমি সবসময়ের মতোই সুন্দরী আছো।'

সিওভান মাথা ঝাকাল।

'এবং তুমি?' এ্যারো জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি আমার প্রশ্নের উত্তর সেইভাবে দেবে যেভাবে আমান দিয়েছে?'

'তা দিতে পারি।' সিওভান বলল। 'কিন্তু আমি সম্ভবত তার চেয়ে আরেকটু বেশি কিছু যোগ করতে পারি। রেনেসমি সীমাবদ্ধতাটা বুঝতে পারে। সে মানবের জন্য বিপজ্জনক নয়। সে আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে মিশে যেতে পারে। সে কোনরকম হুমকির ব্যাপার নয়।'

'তুমি কি কারোর কথা চিন্তা করতে পারো না?' এ্যারো প্রকৃতিস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

এ্যাডওয়ার্ড গর্জন করে উঠল একটা নিচুলয়ের শব্দ তার বুকের গভীর থেকে বের হলো

কেইয়াসের মেঘকালো চোখ উজ্জল হয়ে উঠলো।

রেনাটা প্রতিরক্ষার কাজে তার প্রভুর দিকে এগিয়ে গেল।

গ্যারেট কেটকে সামনে বাড়ার জন্য মুক্ত করে দিল। এবারে সে কেটের হাত ধরে রাখাকে অবহেলা করল।

সিওভান ধীরে ধীরে উত্তর দিল। 'আমি মোটেই মনে করি না আমি আপনাকে অনুসরণ করি।'

এ্যারো কিছুটা পিছিয়ে এলেন। কিন্তু তার বাকি গার্ডদের সামনে দণ্ডায়মান হলেন। রেনাটা, ফেলিক্স আর দিমিত্রি তার ছায়ার চেয়েও কাছে চলে এলো

'সেখানে কোন আইন ভঙ্গের ব্যাপার নেই।' এ্যারো শান্ত স্বরে বললেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই শুনতে পেল কোন একটা যোগ্যতার ব্যাপারে আসছে। আমার গলার কাছে রাগের যে অভিপ্রায় চলে এসেছে সেটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি রাগান্বিতভাবটা আমার শিল্ডের উপর নিক্ষেপ করলাম। এটা আরো মোটা হলো। প্রত্যেকেই নিশ্চিত করলাম যা তারা সুরক্ষিত আছে।

'কোন আইন ভঙ্গ নয়।' এ্যারো পুনরাবৃত্তি করলেন। 'যাই হোক, এটা কি কোন কিছুকে অনুসরণ করে যা কোন বিপজ্জনক কিছু নয়? না।' তিনি ভদ্রভাবে দুদিকে মাথা নাড়লেন। 'সেটা একটা ভিন্ন ব্যাপার।'

আমাদের সকলের নার্ভের উপরে এরই মধ্যে বেশ চাপ পড়ে গেছে। প্রতিক্রিয়া হলো ম্যাগির। আমাদের যোদ্ধাদের একজন যে তার মাথা রাগে নাড়তে লাগল।

এ্যারো চিন্তাভাবনার সাথেই এগোলেন। এমনভাবে এগোচ্ছিলেন যেন তিনি মাটি স্পর্শ না করে ভেসে ভেসে আসছেন। আমি দেখতে পেলাম প্রতিটি চলাচলে তাকে তার গার্ডদের আরো কাছাকাছি নিয়ে এলো।

'সে অদ্বিতীয়া...পুরোপুরি। অসম্ভবভাবে অদ্বিতীয়া। কেমন ধরনের অপচয় হতে পারে এটা। এত সুন্দর কোন কিছুকে ধ্বংস করা। বিশেষত, যখন আমরা এতকিছুই শিখতে শুরু করেছি... তিনি শ্বাস নিলেন। এমনভাবে যেন তিনি সেখানে যেতে অনিচ্ছুক।

'কিন্তু সেখানে কোন বিপদ নেই। এরকম বিপদ নেই যেটা খুব সাধারণভাবে অবহেলা করা যায়।'

কেউ তার এই মতবাদে উত্তর দিল না। সেখানে কবরের নিরবতা। তার কথা শুনে মনে হচ্ছে স্বগোক্তির মতো নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছে।

'মানবীয় অগ্রগতির জন্য ব্যাপারটা কতই বিদ্রুপাত্মক। বিজ্ঞানের প্রতি তাদের বিশ্বাস বাড়ছে। তারা নিজেদের পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা সেই আবিষ্কার থেকে আরো বেশি মুক্ত। এখন, আমরা যতবেশি অসংযত হবো তাদের অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের অবিশ্বাসে, তারা আরো অনেক বেশি বিজ্ঞানের দিক থেকে দক্ষ হবে। যদি তারা আশা করে, তারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের জন্য একটা হুমকির মতো ব্যাপার হবে। এমনকি আমাদের কাউকে ধ্বংসও করে দিতে পারে।

'হাজার হাজার বছর ধরে, আমাদের গোপনীয়তা তাদের কাছে ধারণার চেয়ে বেশি কিছু, সহজভাবে, প্রকৃত নিরাপত্তার চেয়ে বেশি কিছু। শেষবার, রাগান্বিত শতকে এমন কিছুর জন্ম দিয়েছে এমন শক্তিশালী অস্ত্রের তা এমনকি অমরদের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে এখন আমাদের কাজ হলো মিথের ব্যাপারটাকে সত্য দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে

যাতে দুর্বল সৃষ্টি শিকার না করতে পারে।

'এই আশ্চর্যজনক শিশু', তিনি হাত উপরে তুলে রেনেসমির দিকে দেখালেন, যদি তিনি তার থেকে এখনও প্রায় চল্লিশ গজ দূরে। 'যদি আমরা শুধু তার অবাস্তব ব্যাপারগুলোকে জানি— প্রকৃত ব্যাপারটা যেটা আমাদের প্রতিরক্ষা করবে। কিন্তু সে কি হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। তার নিজের পিতামাতা তার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। আমরা জানতে পারিনি সে কি হিসাবে বড় হবে।' তিনি থামলেন। প্রথমে আমাদের সাক্ষীদের দিকে তাকালেন। তারপর অর্থপূর্ণভাবে, নিজেদের দিকে। তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত রকমের অন্যদের নকল বলেই মনে হলো।

এখনও তার নিজেদের দিকের সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার কথা শুরু করলেন। 'শুধুমাত্র জানাটাই নিরাপদ। শুধুমাত্র জানাটাই সহনশীল। অজানা বিষয় হলো...আঘাতের মতো।

কেইয়াস হিংস্রভাবে চওড়া করে হাসল।

'তুমি পৌঁছে গেছো, এ্যারো।' কার্লিসল শূন্য গলায় বললেন।

'শান্তি, বন্ধু।' এ্যারো হাসলেন। তার মুখের দয়ার ছাপ, তার কণ্ঠস্বর বরাবরের মতো শান্ত।

'আমাদের তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। আমাদেরকে সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখতে দাও।'

'আমি কি একটা দিক বিবেচনা করে কিছু বলতে পারি?' গ্যারেট সমান গলায় আবেদন জানাল। আরেকটা পা সামনে এগিয়ে এলো।

'যাযাবর।' এ্যারো বললেন। সম্মতি সূচক মাথা নোয়ালেন।

গ্যারেট মাথা তুলল। তার চোখ তৃণভুমির শেষ মাথার বিশাল জনগণের দিকে। সে সরাসরি ভলচুরির সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে কথা বলল।

'আমি এখানে কার্লিসলের অনুরোধে এখানে এসেছি। অন্যদিক দিয়ে, সাক্ষী দিতে।' সে বলল, 'সেটা নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজনীয় কিছু নয়। শিশুটির দিক বিবেচনা করলে, আমরা সবাই দেখতে পারি সে কি।'

'আমি সাক্ষীদের সাথে কিছু অধিক বলতে চাই।' সে তার আঙুল তুলে চিন্তিত ভ্যাম্পায়ারের দিকে দেখাল, 'তোমাদের মধ্যে দুজনে জানো— মাকেনা, চার্লেস এবং আমি দেখেছি তোমাদের মধ্যে আরো অনেকেই পরিব্রাজকের মতো ঘোরাফেরা করো। আমার মতোই বিনা উদ্দেশে ঘুরে বেড়াও। কারোর কথা উত্তর না দিয়ে, আমি এখন আপনাকে কি বলব সেটা নিয়ে সর্তকভাবে চিন্তা করুন।

'এই সুপ্রাচীন একজন এখানে ন্যায়বিচারের জন্য আসেনি। যেমনটি তারা আপনাকে বলেছে। আমরা এতবেশি সন্দেহবাতিক এবং এটা এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে। তারা এসেছিল, ভুল পথে গিয়েছে। কিন্তু একটা সঙ্গত অজুহাত তুলে তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেয়া। যেসব সাক্ষীরা যারা অজুহাত খুঁজছে তাদের উচিত তাদের সত্য মিশন চালিয়ে যাওয়া। সাক্ষীদের ন্যায় বিচারের জন্য প্রকৃত সত্য বের করার জন্য লড়াই করা উচিত। এখানে এই পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য।' সে কার্লিসল আর তানিয়াকে ইঙ্গিত করে বলল

'ভলচুরিরা এখানে এসেছে যেটা তাদের প্রতিযোগীতা অনুভব করেছে। সম্ভবত,

আমার মতো, তুমিও এই সম্প্রদায়কে সোনালী চোখে দেখছো। তারা বোঝার জন্য কঠিন। এটাও সত্য। কিন্তু প্রাচীন একজন তাদের অদ্ভুত পছন্দে কিছু একটা দেখেছে। তারা ক্ষমতা দেখেছে।

'এই পরিবারের বন্ধনের ব্যাপারে আমি একজন সাক্ষী। আমি পরিবারের কথা বলেছি। কোভেনের কথা বলিনি। এই অদ্ভুত সোনালী চোখের একজন তাদের আসল প্রকৃতিকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আরো বেশি মূল্যবান কিছু পেয়েছে। সম্ভবত, তাদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অধিক কিছু মিটেছে আমার এখানে অবস্থান কালে আমি তাদের নিয়ে ছোট্ট একটা গবেষণা করেছি। তা দেখে আমার মনে হয়েছে এদের মূল শক্তিটাই পরিবারের বন্ধনের মধ্যে। যা তাদেরকে সবকিছু করতে সম্ভব করেছে। এটা কি শান্তিপূর্ণ চরিত্রের উৎসর্গ করা বলে। এখানে কোন আগ্রাসীভাবের কিছু নেই। যেমনটি আমরা দক্ষিণের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বেড়ে উঠতে দেখি। যেটা তাদেরকে খুব দ্রুতই বন্য করে তোলে। সেখানে কৃর্তত্বের কোন চিন্তাভাবনা নেই। আর এ্যারো এই ব্যাপারটা আমার চেয়ে খুব ভালো করেই জানে।'

গ্যারেটের কথায় এ্যারোর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখতে লাগলাম। গ্যারেটের কথা তাকে অপরাধী করেছে। কোন একটা উত্তরের জন্য উত্তেজনার সাথে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এ্যারোর মুখের ভাব শান্ত, আনন্দিত। যেন মনে হচ্ছে কোন শিশুর উপর মন্ত্রতন্ত্র করা হয়েছে।

'কার্লিসল আমাদের সবাইকে আশস্ত করেছিল। যখন সে বলেছিল কি আসছে। সে আমাদেরকে এখানে লড়াই করার জন্য ডাকেনি। এই সাক্ষীরা—' গ্যারেট সিওভান আর লিয়ামের দিকে নির্দেশ করল, 'সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে রাজি। ভলচুরির আগমনের ব্যাপারে যাতে কার্লিসল তার সমস্যাকে এখানে উপস্থিত করতে পারে।

'কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বিস্মিত—' তার চোখ হঠাৎ করে ইলিজারের মুখের উপর থেকে ঘুরে এলো। '—যদি কার্লিসল তার দিক দিয়ে ব্যাপারটা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে সেটাই যথেষ্ট হবে এই তথাকথিত ন্যায় বিচারকে বন্ধ করার জন্য। এখানের আগত ভলচুরিরা কি আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এসেছে, অথবা তাদের নিজেদের শক্তিমত্তাকে প্রতিহত করতে? তারা কি একটা বেআইনি অবৈধ সৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্য এসেছে অথবা একটা জীবনের প্রবাহকে? তারা কি সন্তুষ্ট হবে যখন বিপদটা শুধুমাত্র ভুলবোঝাবুঝির কারণে বেরিয়ে আসবে? অথবা তারা কি ব্যাপারটাকে শুধু ন্যায় বিচারের অজুহাত দিয়ে ঠেলে দেবে?

'আমাদের কাছে এই সব প্রশ্নের উত্তর আছে। আমরা এটা এ্যারোর মিথ্যে ভাষণের মধ্যে শুনেছি। আমরা নিশ্চিত করে এই ব্যাপারের উপহারটা জানি। আর এটা এখন আমরা কেইয়াসের উৎসুক্য হাসির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাদের গার্ডরা মনশূন্য অস্ত্র, তাদের প্রভুদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার একটা সরঞ্জাম বিশেষ।

'তো এখন আরো বেশি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। প্রশ্নগুলোর অবশ্যই তুমি দেবে। কে তোমাকে চালায়, যাযাবর? তোমার নিজের পাশে কেউ কি আছে? তুমি কি উত্তর দেবে? তুমি কি তোমার পথ পছন্দ করার জন্য মুক্ত? ভলচুরিরা কি সিদ্ধান্ত নেয় কীভাবে তুমি জীবনযাপন করবে?

'আমি সাক্ষী দিতে এসেছি। আমি লড়াই করার জন্য থাকব। ভলচুরিরা এই শিশুর

মৃত্যুর জন্য কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। তারা আমাদের মুক্তচিন্তা হত্যার জন্য খুঁজে ফিরছে।'

সে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর প্রাচীনদের মুখোমুখি হলো। 'তো এসো। আমি বলছি! এখন আর কোন মিথ্যেই বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হবে না। তোমাদের নিজেদের সততার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প থাকো যাতে আমরা আমাদের ব্যাপারে সৎ থাকতে পারি আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে সর্মথন করব। তোমরা সেটাকে আক্রমণ করতে পারো। নাও করতে পারো। এখনও সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও। এই সাক্ষীদেরকে প্রকৃত সত্যটা দেখতে দাও, যেটা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে।'

আবারও সে ভলচুরির সাক্ষীদের দিকে তাকাল। তার চোখ সবার চোখ পরীক্ষা করছে। তার কথার শক্তি সবার অভিব্যক্তিতে ধরা পড়েছে। 'তুমি আমাদের এই যোগদানকে বিবেচনা করতে পারো। যদি তুমি মনে করো ভলচুরিরা তোমাকে এই গল্প বলার জন্য বেঁচে থাকতে দেবে, তুমি ভুল করছো। সম্ভবত আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারি।'— সে কাধ ঝাকাল। 'কিন্তু তারপর আবার, হয়তো না।'

'সম্ভবত আমরা তারা যতটুকু জানে তার চেয়ে বেশি কিছু জানি। সম্ভবত ভলচুরিরা শেষ পর্যন্ত তাদের জিনিসের সাথে মোকাবেলা করেছে। আমি সে ব্যাপারে তোমাকে প্রমিজ করতে পারি। যদিও, যদি আমাদের পতন হয়, তোমাদেরও হবে।'

সে তার তপ্ত বক্তৃতা শেষ করল। তারপর পিছিয়ে কেটের পাশে গেল। তারপর আবার কিছুটা সামনে চলে এলো। তীব্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ্যারো হাসলেন, 'খুব সুন্দর বক্তৃতা, আমার বিপ্লবী বন্ধু।'

গ্যারেট আক্রমণাত্বকভাবেই থাকল। 'বিপ্লবী?' সে গর্জে উঠল। 'আমি কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, আমি কি সেটা জিজ্ঞেস করতে পারি? তুমি কি আমার রাজা? তুমি কি আশা করো আমিও তোমাকে প্রভু বলে সম্বোধন করব, তোমার ওই তো খোশামোদী গার্ডগুলোর মতো?'

'শান্তি, গ্যারেট।' এ্যারো সহ্য করে বললেন, 'আমি শুধু তোমাকে তোমার জন্মের সময়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এখনও একজন দেশপ্রেমী, আমি দেখছি।'

গ্যারেট হিংস্রভাবে পিছনের দিকে তাকাল।

'এখন আসো আমাদের সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করি।' এ্যারো উপদেশ দিলেন। 'আমরা কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমরা তাদের চিন্তাভাবনাগুলো শুনি।'- তিনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। দর্শনার্থীদের দিকে কয়েক গজ এগিয়ে গেলেন। 'তুমি এই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করেছো? আমি তোমাকে নিশ্চিয়তা দিতে চাই যে এই শিশুটি আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি কি সেই ঝুকিটুকু নেবে এবং শিশুটিকে বাঁচতে দেবে? তুমি কি আমাদের জগতটাকে সংকটের মধ্যে ঠেলে দেবে? আমাদের পরিবারগুলোকে? অথবা গ্যারেটই কি এই ব্যাপারে ঠিক বলেছে? তোমরা কি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের সাথে যোগ দেবে?'

সাক্ষীরা খুব সাবধানে তার চোখের দিকে তাকাল। একজন, ছোটখাটো, কালো চুলের মহিলা, তার পাশে দাঁড়ানো কালো পুরুষটির দিকে তাকাল

এটাই কি শুধুমাত্র আমাদের একমাত্র চয়েস?' মহিলাটি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল এখনও এ্যারোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আপনার কথায় সম্মত হতে হবে অথবা আপনার বিরুদ্ধে লড়তে হবে?'

'অবশ্যই তা না, সবচেয়ে সুন্দরী মাকেনা' এ্যারো বললেন। কিছু ভীত হয়ে পড়েছেন যে কেউ এসে তার উপসংহারে চলে আসতে পারে। 'তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে চলে যেতে পারো, অবশ্যই, যেমনটি আমান করেছে। এমনকি যদি তোমরা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সাথে একমত নাও হও।'

মাকেনা আবার তার সঙ্গীর মুখের দিকে তাকাল। পুরুষটি মাথা নিচু করে সম্মতি জানাল।

'আমরা এখানে লড়াই করতে আসিনি।' মাকেনা থামল। শ্বাস নিয়ে বলল, 'আমরা এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছি। আর আমাদের সাক্ষ্য এটাই যে এই দোষী পরিবার পুরোপুরি নিষ্পাপ। গ্যারেট যা কিছু অভিযোগ করেছে তার সবই সত্য।'

'আহ, এ্যারো দুঃখিতভাবে বললেন, 'আমি দুঃখিত তুমি আমাদেরকে এভাবে বিবেচনা করছো বলে। কিন্তু এটাই আমাদের কাজের প্রকৃতি।'

'ব্যাপারটা তাই নয় যা আমি দেখেছি, কিন্তু আমি যা অনুভব করি।' মাকেনার পুরুষসঙ্গি উঁচু গলায় নার্ভাস স্বরে বলল। সে এক পলকে গ্যারেটের দিকে তাকাল। 'গ্যারেট বলেছেন তারা মিথ্যে বলার পন্থা জানেন। আমিও, যখন আমি সত্যটা শুনতে পেলাম। আর আমি যখন শুনতে পেলাম না।' ভয়ের চোখে সে তার সঙ্গির কাছাকাছি হলো। এ্যারোর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

'আমাদেরকে ভয় পেয়ো না, বন্ধু চার্লস। দেশপ্রেমিক যা বলেছে তাই সে বিশ্বাস করে।' এ্যারো শব্দ করে হাসলেন। চার্লসের চোখ সরু হয়ে গেল।

'সেটাই আমাদের সাক্ষ্য।' মাকেনা বলল। 'আমরা এখানে এখন চলে যাচ্ছি।'

তারা দুজনে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল। যতক্ষণ তার গাছের আড়ালে চলে না গেল ততক্ষণে ঘুরল না। আরেকজন আগন্তুক তাদের পথ অনুসরণ করল, তারপর আরো তিনজন তাদের পেছনে মিলিয়ে গেল।

আমি গুণে দেখলাম এখনও সাইত্রিশজন ভ্যাম্পায়ার অবস্থান করছে। তাদের কয়েকজনকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে খুব হতবুদ্ধি মনে হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সামনের থেমে আসা নির্দেশের অপেক্ষা করছে। আমি অনুমান করলাম তারা তখনই হাল ছেড়ে দেবে তাদের পিছনে কারা লাগছে সেটা দেখার পর।

আমি নিশ্চিত যা দেখছি এ্যারোও তাই দেখছেন। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। মাপা পায়ে তিনি তার গার্ডদের দিকে গেলেন। তিনি তাদের সামনে গিয়ে থামলেন। তাদেরকে উদ্দেশ করে পরিষ্কার গলায় বললেন।

'আমরা এখানে সংখ্যায় মোটামুটি বেশিই আছি।' তিনি বললেন, 'আমরা বাইরের থেকে আর কোন সাহায্য আশা করতে পারি না। আমরা নিজেদের রক্ষার্থে সিদ্ধান্তহীনভাবে কি এই প্রশ্নটা ছেড়ে দিতে পারি?'

'না, প্রভু।' তারা একত্রে ফিসফিস করে বলল।

'আমাদের কয়েকজন হারানোর মাধ্যমে আমাদের জগৎটা কি ঠিকে থাকা অধিক মূল্যবান?'

'হ্যাঁ।' তারা শ্বাস নিল। 'আমরা ভীত নই।'

এ্যারো হাসলেন এবং তারপর তার কালো আলখাল্লা পরা সঙ্গিদের দিকে ফিরলেন

'ভাইয়েরা।' এ্যারো বিষাদমাখা কণ্ঠে বললেন, 'এখানে আর কনসিডার করার তেমন কিছুই নেই।'

'চলো আমরা কাউন্সিলে বসি।' কেইয়াস উৎসুক্য কণ্ঠে বলল।

'চলো আমরা পরামর্শ সভায় বসি।' মারকাস অনিচ্ছুক কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল।

এ্যারো আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। অন্যান্য পুরাতনদের মুখোমুখি দাড়ালেন। তারা হাতে হাত রেখে একটা ত্রিভুজের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কালো আলখাল্লার ত্রিভুজ।

তারা খুব তাড়াতাড়িই তাদের নিঃশব্দ পরামর্শে দাঁড়িয়ে গেল।

তাদের আরো দুজন সাক্ষী নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। আমি তাদের ভালোর জন্যই আশা করলাম, তারা বেশ দ্রুতই চলে যাবে।

ব্যাপারটা ঠিক তাই। সর্তকতার সাথে, আমি রেনেসমির হাত আমার গলা থেকে ছাড়িয়ে নিলাম।

'তোমার মনে আছে আমি তোমাকে কি বলেছিলাম?'

তার চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে এলো। কিন্তু সে মাথা নিচু করল। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' সে ফিসফিস করে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড আমাদেরকে লক্ষ করছিল। তার ধারালো দৃষ্টি প্রসারিত। জ্যাকব তার বড় বড় কালো চোখের কোণা দিয়ে আমাদেরকে দেখছিল।

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।' আমি বললাম। তারপর তার লকেট স্পর্শ করলাম। 'আমার জীবনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।' আমি তার কপালে চুমু খেলাম।

জ্যাকব নাক দিয়ে অস্বস্তিকর শব্দ করল।

আমি নিজের পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর ফিসফিস করে তার কানের কাছে বললাম, 'অপেক্ষা করো যতক্ষণ না তারা পুরোপুরি বিক্ষিপ্ত না হয়। তারপর রেনেসমির সাথে যাও। তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব তাকে নিয়ে তত দুর কোন জায়গায় চলে যাও। যখন তুমি এরকম দুরে চলে যাবে যেখানে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, সে তোমাকে আকাশে ওড়ার জন্য যা কিছু লাগবে তার ব্যবস্থা করবে।'

এ্যাডওয়ার্ড আর জ্যাকবের মুখে পুরোপুরি ভয়ের ছাপ খেলা করছে। যদিও তাদের মধ্যে একজন এখন একটা জন্তু।

রেনেসমি এ্যাডওয়ার্ডের কাছে গেল। এ্যাডওয়ার্ড তাকে কোলে নিল। তারা শক্তভাবে একে অন্যকে আলিঙ্গন করল।

'এটাই তাই, তুমি যেটা আমার কাছ থেকে দূরে রেখেছিলে?' সে রেনেসমির কানের কাছে ফিসফিস করে বলল।

'এ্যারো থেকে।' আমি শ্বাস নিলাম।

'এলিস?'

আমি মাথা নোয়ালাম।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার মুখ কুঁচকে গেল। সেখানে ব্যথার ছাপ। আমার মুখের অভিব্যক্তি থেকে কি এলিসের ব্যাপারে কোন সুত্র বেরিয়ে এসেছে?

জ্যাকব শান্তস্বরে গোঙাতে লাগল।

তার লোম খাড়া হয়ে গেছে। তার দাঁত বেরিয়ে আছে।

এ্যাডওয়ার্ড রেনেসমির কপালে চুমু খেল। তার দুগালেও চমু খেল। তারপর সে রেনেসমিকে জ্যাকবের কাঁধের উপর তুলে দিল। রেনেসমি জ্যাকবের পিঠের উপর হামাগুড়ি দিয়ে তার ঘন লোম টেনে ধরল। তারপর খুব সহজেই তার দুই কাঁধের মাঝখানে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিল।

জ্যাকব আমার দিকে ঘুরল। তার চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন। তার বুকের ভেতর থেকে আগের মতোই গোঙানি ভেসে আসছে।

'তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যার উপরে আমরা সবাই বিশ্বাস করতে পারি।' আমি তার কানের কাছে বিড়বিড় করে বললাম। 'যদি তুমি তাকে অতটাই ভালো না বাসতে, আমি কখনও তোমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করতাম না। আমি জানি তুমিই তাকে রক্ষা করতে পারবে, জ্যাকব।'

সে আবার মৃদু গর্জন করল। তার মাথা দিয়ে আমার গায়ে ঘষতে লাগল।

'আমি জানি।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'আমি তোমাকেও ভালোবাসি, জ্যাক। তুমি সবসময়ই আমার প্রিয় মানুষ।'

তার দুচোখের মাঝখানে গভীর আবেগ খেলে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবের কাঁধের কাছে ঝুকে পড়ল যেখানে সে রেনেসমিকে তুলে দিয়েছে।

'বিদায়, জ্যাকব...।'

অন্যরা আমাদের এই বিদায়ী দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের চোখ ওই নিঃশব্দ কালো ত্রিভুজের উপর পতিত। কিন্তু আমি বলতে পারি তারা আমাদের কথোপকথন শুনছিল।

'সেখানে কি তাহলে কোনই আশা নেই?' কার্লিসল ফিসফিস করে বললেন। তার কণ্ঠস্বরে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

'শুধু গ্রহণযোগ্যতা আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

'সেখানে পুরোপুরি আশা আছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। এটা সত্য হতে পারে। আমি নিজেকে বললাম, 'আমি শুধুমাত্র আমাদের ভাগ্যটাকেই জানি।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত তার হাতের মাঝে তুলে নিল। সে জানতো সেও এর সাথে জড়িত। যখন আমি আমার ভাগ্যের কথা বললাম, সেখানে আমাদের দুজনের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। আমরা শুধুমাত্র একটা পুরো জিনিসের অর্ধেকটা করে।

এসমের নিঃশ্বাস আমার পিছন দিকে পড়ছিল। সে আমাদের পাশে এলো। আমাদের পাশে এসে আমাদের মুখ স্পর্শ করল। কার্লিসলের পাশে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরল।

হঠাৎ করে, আমরা বিদায় আর ভালোবাসির বিড়বিড়ানির মধ্যে পড়ে গেলাম।

'যদি আমরা এটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাই।' গ্যারেট ফিসফিস করে কেটকে বলল, 'আমি তোমাকে যেকোন জায়গায় অনুসরণ করব, প্রিয়ে।'

'এখন সে আমাকে বলেছে।' সে বিড়বিড় করে বলল।

রোসালি আর এমেট খুব তাড়াতাড়ি চুমু খেল কিন্তু আবেগের সাথে।

টিয়া বেনজামিনের মুখের দিকে তাকাল। সেও প্রতি উত্তরে আনন্দিতভাবে হাসল। আমি হঠাৎ করে আমার শিল্ডের বাইরের দিক থেকে চাপ অনুভব করতে লাগলাম। আমি

বলতে পারি না এটা কোথা থেকে আসছিল। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল এটা আমাদের দলের একেবারে কিনারার দিক থেকে আসছে। সিওভান আর লিয়াম বিশেষত। চাপটা ক্ষতি করেনি। তারপর এটা চলে গেল। নিঃশব্দতার কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও প্রাচীনরা পরামর্শ করে চলেছে। কিন্তু সম্ভবত সেখানে কিছু একটা সংকেত ছিল যেটা আমি মিস করেছি।

'প্রস্তুত হও।' আমি ফিসফিস করে অন্যদের বললাম। 'শুরু হচ্ছে।'

আটত্রিশ

'চেলসিয়া আমাদের বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা করছে।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল। 'কিন্তু সে তাদেরকে খুঁজে পাবে না। সে বুঝতে পারবে না আমরা এখানে আছি...' তার চোখ আমার উপর নিবদ্ধ হলো। 'তুমি কি সেটা করেছ?'

আমি তার দিকে মুখভঙ্গী করে হাসলাম, 'আমি এইসব কিছুই উপরেই আছি।'

এ্যাডওয়ার্ড হঠাৎ করে আমার কাছ থেকে দুরে সরে গেল। তার হাত কার্লিসলের দিকে পৌছাল। একই সময়ে, আমি শিল্ড থেকে আরো বেশি তীক্ষ্ণ খোচা অনুভব করলাম, যেখানে এটা কার্লিসলের পাশে তাকে প্রতিরক্ষা দিচ্ছিল। ব্যাপারটা ব্যথা দিচ্ছিল না কিন্তু এটা আরামদায়ক কিছু ছিল না।

'কার্লিসলে? তুমি কি ঠিক আছো?' এ্যাডওয়ার্ড উন্মত্তর মতো শ্বাস নিল।

'হ্যাঁ। কেন?'

'জেন।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল।

যে মুহূর্তে সে জেনের নাম বলল, সেকেন্ডের মধ্যে এক ডজন সুতীক্ষ্ম আক্রমণ হলো, সবগুলোই আমার তৈরি করা ইলাস্টিক আবরণের উপর এসে পরল। সেগুলো বারোটি ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে ছোড়া হয়েছিল। আমি কুজো হলাম। নিশ্চিত হতে চাইলাম শিল্ডটা এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। আমি মনে করি না জেন এটাকে ছিড়ে খুড়ে ফেলতে পারবে। আমি তাড়াতাড়ি চারিদিকে তাকালাম। সবাই ভালো আছে।

'অবিশ্বাস্য।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'কেন তারা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে না?' তানিয়া হিসহিসিয়ে উঠল।

'স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়,' এ্যাডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, 'তারা সাধারণত এভাবেই কাজ চালিয়ে যায় যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে।'

আমি জেনের দিকে তাকালাম। যে হিংস্র অবিশ্বাসে আমাদের গোটা দলটার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ব্যাপারটা নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত, আমার পাশে, সে কখনও তার হিংস্র উন্মত্তর প্রতিক্রিয়ায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এটা দেখেনি।

সম্ভবত এটা খুব পরিপক্ক ছিল না। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আরো আধা সেকেন্ডের মধ্যে অনুমান করতে পারবে। যদি তিনি এরমধ্যে সেটা অনুমান না করে থাকেন। আমার শিল্ড অর্থাৎ তৈরি করা শক্তি আবরণী এখন অনেক বেশি শক্তিশালী, এ্যাডওয়ার্ড যেমনটি ভেবেছে তার চেয়ে। আমি এরই মধ্যে আমার কপালে একটা বিশাল টার্গেট দেখতে পাচ্ছি। সেখানে সত্যিই কোন পয়েন্ট নেই যেখানে থেকে চেষ্টা অব্যহত

রাখা যায়। সে কারণে আমি জেনের দিকে তাকিয়ে বড় করে মুখ ভঙ্গি করলাম, জোর করে হাসলাম।

তার চোখ সরু হয়ে গেল। আমি আরেকবার আঘাতের চাপ অনুভব করলাম। এবার সরাসরি আমার দিকেই এসেছে।

আমি ঠোঁট ফাঁক করলাম। দাঁত খিচালাম।

জেন খুব উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল। প্রত্যেকেই লাফ দিয়ে উঠল, এমনকি শৃংখলারক্ষাকারী গার্ডেরাও। সেই প্রাচীন জনেরা ছাড়া প্রত্যেকেই। তারা তাদের সম্মেলন থেকে এদিকে সামান্যতম মনোযোগ দেয়নি। তার জমজ জন্মগ্রহণকারী তার হাত ধরে রাখল যখন সে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল।

রোমানিয়ানরা শব্দ করে হাসতে শুরু করল।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, এখন সময় আমাদের।' ভ্লাদিমির স্টেফানকে বলল।

'শুধু ডাইনীটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ।' স্টেফান বলল।

এলেক তার বোনের কাঁধে আলতো করে চাপড় দিতে লাগল। তারপর তাকে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখল। সে আমাদের দিকে মুখ করে তাকাল। পুরোপুরি স্বর্গীয় দেবদূতের মতো তাকিয়ে আছে।

আমি আবারও চাপের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তার আক্রমণের কিছু নমুনা দেখার জন্য। কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করলাম না। এলেক আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকা অব্যহত রাখল। তার সুন্দর মুখ ভাবলেশহীন। সে কি আক্রমণ করছে?

সে কি আমার শিল্ডটাকে নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে? আমিই কি শুধু তাকে দেখতে পাচ্ছি? আমি এ্যাডওয়ার্ডের হাত আঁকড়ে ধরলাম।

'তুমি কি ঠিক আছো?' আমি ঢোক চেপে বললাম।

'হ্যাঁ।' সে ফিসফিস করে বলল।

'এলেক কি চেষ্টা করছে?'

এ্যাডওয়ার্ড উপর নিচ মাথা নোয়াল। 'তার প্রদত্ত ক্ষমতা জেনের চেয়ে কিছুটা ধীর গতির। এটা নিঃশব্দে হামাগুড়ির মতো আসে। এটা আমাদেরকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্পর্শ করতে পারে।'

তারপর আমি এটা দেখতে পেলাম। যখন আমি একটা সুত্র খোঁজার চেষ্টা করছিলাম যে আমি কি দেখতে চাচ্ছি।

বরফের ভিতর থেকে অস্পষ্ট কুয়াশার মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। সাদার বিপরীতে আসতেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাকে মরীচিকার কথা মনে করিয়ে দিল। কিছুটা দৃশ্যপটের উপর মোড়ানো। ক্ষীণ আলোকে এটা একটা সংকেতের মতো। আমি কার্লিসলের থেকে আমার শিল্ড টেনে নিলাম। বাকিরা কুয়াশা আরো কাছে এলে কেঁপে উঠল। কি হবে যদি আমার এই অভেদ্য প্রতিরক্ষাকে কেড়ে নিয়ে যায়? আমরা কি দৌড়াতে শুরু করব?

মাটির নিচ থেকে নিচুলয়ের মেঘের মতো শব্দ হতে লাগল এবং বরফের ভেতর থেকে হঠাৎ করে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আমাদের আর ভলচুরির অবস্থানের মাঝখানে চলে গেল

বেনজামিনও সেই উকি দেয়া হুমকি দেখতে পেয়েছিল এবং এখন সে আমাদের

দিক থেকে কুয়াশাটাকে আঘাত করে সরিয়ে দিতে চাইল। বরফ খুব সহজেই বাতাস যেদিকে সেদিকে এটাকে পাঠিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু কুয়াশা কোনভাবেই কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

এটা এমনটি যেন বাতাস কোন ক্ষতি না করেই ছায়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছায়াটা কোনমতে সুরক্ষাপ্রাপ্ত।

প্রাচীনদের ত্রিভুজ আকৃতির অবস্থান শেষ পর্যন্ত ভাঙল। একটা গোঙানী, গভীর থেকে উঠে আসা, ক্লিয়ারিংয়ের ঠিক মাঝখানের দিকে একে বেকে গেল। মাটি আমার পায়ের নিচে এক মুহূর্তের জন্য যেন পাথরের স্তূপের মতো শক্ত হয়ে উঠল। বরফের মধ্যে হঠাৎ করে ফাক হয়ে গেল। কিন্তু কুয়াশা সেটা খুব সহজেই পার হয়ে গেল। এ্যারো আর কেইয়াস বড় বড় চোখে মাটির ফাঁক হয়ে খুলে যাওয়া দেখলেন। মারকাস কোন রকম আবেগ না দেখিয়ে সেদিকে একইভাবে তাকিয়ে রইল।

তারা কোন কথা বলছিল না। তারা অপেক্ষা করছিল। কুয়াশা আমাদের চারিদিকে ঘিরে ধরেছে। বাতাস আরো জোর শব্দ করে বইছে। কিন্তু কুয়াশার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারছে না। জেন এখন হাসছে।

এবং তারপর কুয়াশা একটা দেয়ালে আঘাত করল।

আমি বুঝতে পারছিলাম এটা এখন আমার শিল্ডে আঘাত করার জন্য আসছে। এটার ঘনত্ব বেশ। এটা আমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল জিবের নিচে নভোকেইন দিলে যেরকম অবশ হয় সেরকম।

কুয়াশা পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কোন ভঙ্গুর অবস্থান খুঁজছিল। কোন দুর্বলতা। এটা কিছুই খুঁজে পেল না।

বেনজামিনের দুপাশ জোরালো শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আসছিল।

'চমৎকার করছ, বেলা!' বেনজামিন নিচু স্বরে আনন্দিত গলায় বলল।

আমি হাসি ফিরিয়ে দিলাম।

আমি এলেকের চোখ সরু হয়ে যাওয়া দেখতে পেলাম। তার মুখে এই প্রথমবারের মতো সন্দেহ খেলা করছে। তার পাঠানো কুয়াশা আমার শিল্ডের কাছে এসে কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

তারপর আমি জানতাম আমি এটা করতে পারব। সুস্পষ্টত, আমারই এক নাম্বারের গুরুত্ব দেয়া উচিত। যে প্রথমে মারা যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ এ দেহে প্রাণ আছে, আমার ভলচুরিদের সাথে একই তালে পা ফেলে চলতে পারি, এমনকি তার চেয়েও বেশি। আমাদের এখনও বেনজামিন আর জাফরিনা আছে। তাদের এই মুহূর্তে আর কোন অতিপ্রাকৃত সাহায্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি টিকে আছি।

'আমি মনোসংযোগের চেষ্টা করতে যাচ্ছি।' আমি এ্যাডওয়ার্ডের কাছে ফিসফিস করে বললাম।

'যখন এটা হাতে হাতে আসবে, শিল্ডটাকে ঠিকভাবে রাখা তখন অনেক বেশি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে।'

'আমি তাদেরকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখব।'

'না জাফরিনা তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

জাফরিনা গাম্ভীর্যের সাথে মাথা নোয়াল। 'কেউ এই তরুণীকে স্পর্শ করতে পারবে

না।' সে এ্যাডওয়ার্ডের কাছে প্রতিজ্ঞা করল।

'আমি নিজেই জেন আর এলেকের কাছে যেতে পারব। কিন্তু আমি তার চেয়ে এখানে বসে অনেক বেশি ভালো করতে পারব।'

'জেন আমার।' কেট হিসহিসিয়ে উঠল। 'তার নিজের ওষুধের স্বাদ তাকেই পেতে হবে।'

'এবং এলেক অনেক জীবনের জন্য আমার কাছে ঋণী। কিন্তু আমি তার জন্য সেটেল করব।' ভ্লাদিমির অন্য পাশ থেকে গুঙিয়ে উঠল। 'সে আমার।'

'আমি শুধু কেইয়াসকে চাই।' তানিয়া শান্তস্বরে বলল।

অন্যরাও বিপরীত দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু তারা খুব তাড়াতাড়িই বাধাগ্রস্ত হলো।

এ্যারো, শান্তভাবে এলেকের অকার্যকরী কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কথা বললেন।

'আমরা ভোটের আগে।' তিনি শুরু করলেন।

আমি রাগতভাবে মাথা নাড়লাম। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। রক্তপিয়াসা আবার আমাকে উন্মত্ত করে তুলতে লাগল। আমি দুঃখিত যে আমি শুধু দাঁড়িয়ে থেকেই অন্যকে অনেক বেশি সাহায্য করতে হচ্ছে। আমি লড়াই করতে চাই।

'আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।' এ্যারো বলে চললেন, 'কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, এখানে সহিংসতার কোন দরকার নেই।'

এ্যাডওয়ার্ড গভীরভাবে হেসে উঠল।

এ্যারো তার দিকে দুঃখিত চোখে চেয়ে রইলেন। 'ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক হবে যদি তোমাদের কাউকে হারাতে হয়। কিন্তু বিশেষত তুমি, তরুণ এ্যাডওয়ার্ড, আর তোমার নতুন জন্মগ্রহণকারী সঙ্গিনী। ভলচুরিরা খুব খুশি হবে তোমাদের কয়েকজনকে স্বাগত জানানোর জন্য, তোমাদের র‍্যাংকে। বেলা, বেনজামিন, জাফরিনা, কেট। তোমাদের সামনে আরো অনেক পছন্দ আছে। তাদের ব্যাপারটা বিবেচনা করো।'

চেলসিয়া বিফলভাবে আমার শিল্ডের দিকে ছুটে আসছিল। এ্যারোর দৃষ্টি আমাদের উপর দিকে কঠোরভাবে ফিরে গেল। আমাদের ভেতর কোন দ্বিধা কাজ করছে কিনা সেটা দেখছিলেন। তার অভিব্যক্তি থেকে, তিনি কিছুই পেলেন না।

আমি জানতাম তিনি এ্যাডওয়ার্ড আর আমাকে রাখার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। আমাদেরকে সেভাবেই বন্দি করে রাখবেন যেভাবে এলিসকে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই লড়াই অনেক বড়। তিনি জিততে পারবেন না যদি আমি বেঁচে থাকি।

আমি হিংস্রভাবে খুশি হলাম এতটাই শক্তিশালী যে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম কোন উপায় নেই আমাকে হত্যা করার।

'তাহলে ভোট শুরু হোক, তারপর।' তিনি ভারী গলায় বললেন।

কেইয়াস খুব আগ্রহের সাথে কথা বলল, 'এই শিশুটির বৈশিষ্ট্য অজানা। এই জাতীয় হুমকির অস্বস্তি রাখার অনুমোদনের কোন কারণ নেই। তাকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। আর তার সাথে সাথে যারা প্রতিহত করতে আসবে তাদেরকেও।' তার মুখে হাসি ছড়িয়ে পরল

তার কঠোর কথার উত্তর দিতে আমি উপযুক্ত শব্দ খুঁজছিলাম।

মারকাস তার উপেক্ষিত চোখ তুলল, তাকে দেখে মনে হলো ভোটের ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে সে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

'আমি এই মুহূর্তে কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছি না। এখন এই শিশুটি অনেক বেশি নিরাপদ। আমরা সবাই পরে কি হবে এটা নিয়ে অযথা চিন্তা করি। আমাদেরকে শান্তিতে এখান থেকে যেতে দাও।' তার কণ্ঠস্বর ভাইদের তুলনায় অনেক বেশি নিস্প্রভ।

তার অসম্মতি শোনার পরও কোন গার্ডেরা কোন রকম স্বস্তিবোধ করল না।

কেইয়াইসের পুর্ব ধারণাও পরিবর্তিত হলো না। তার ভাব দেখে মনে হলো মারকাস আদৌ কোন কথা বলে নাই।

'দেখে মনে হচ্ছে, আমার অবশ্যই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভোট নিতে হবে।' এ্যারো আনন্দিত স্বরে বলল।

হঠাৎ করে, এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে শক্ত হয়ে চিৎকার দিলো, 'হ্যাঁ!' সে হিসহিসিয়ে উঠল।

আমি তার দিকে তাকালাম। তার মুখ অন্যরকম জয়ের আলোয় উদ্ভাসিত যেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। এটা এরকম একটা অভিব্যক্তি যেন স্বর্গীয় দেবদূত দেখতে পাচ্ছে পৃথিবী পুড়ে যাচ্ছে। একই সাথে অপুর্ব এবং ভয়ার্ত।

গার্ডদের মধ্য থেকে খুব কমই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিছুটা অস্বস্তিকর বিড়বিড় করা।

'এ্যারো?' এ্যাডওয়ার্ড ডাকল। প্রায় চিৎকারের মতোই। তার কণ্ঠস্বরে যেন জয়ের ছোয়া।

এ্যারো এক সেকেন্ডের জন্য দ্বিধা করলেন। তিনি উত্তর দেয়ার আগে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

'হ্যাঁ, এ্যাডওয়ার্ড? তুমি কি দুরবর্তী কিছু নিয়ে...?'

'সম্ভবত।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে বলল। তার হঠাৎ আসা উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।

'প্রথমত, যদি আমি একটা বিষয়ে পরিষ্কার করে নেই?'

'নিশ্চিতভাবে।' এ্যারো বললেন, তার ভুরু উচালেন, শুধু ভদ্র উৎসুক্য ছাড়া তার কণ্ঠস্বরে আর কোন কিছুই নেই। আমার দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। এ্যারো যখন দয়াময় অবস্থায় থাকে তখন তার চেয়ে ভয়ংকর আর কেউ হয় না।

'যে বিপদটা আপনি জোর করে আমার মেয়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তার পুরোটাই এসেছে আমাদের অসমর্থ অবস্থা থেকে যে আমরা অনুমান করছি কীভাবে সে বড় হয়ে উঠবে? সেটাই গোটা ব্যাপারটার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়?'

'হ্যাঁ, বন্ধু এ্যাডওয়ার্ড।' এ্যারো একমত হলেন। 'যদি আমরা সেটা পারি। কিন্তু ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করো... নিশ্চিত হও যে, যখন সে বড় হয়ে উঠবে, সে নিজেকে মানব জগত থেকে দুরে গোপন করতে সমর্থ হবে। আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সে কোন হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না...' তিনি কথা বন্ধ করে দিয়ে শ্রাগ করলেন।

'তো, যদি শুধু আমরা সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারি।' এ্যাডওয়ার্ড উপদেশ দিল। 'প্রকৃতপক্ষে, সে বড় হয়ে কি হবে...তা নিয়ে কাউন্সিল বসানোর কোন দরকার

হবে না?'

'যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় থাকত।' এ্যারো একমত হলেন। তার পালকের মতো কণ্ঠস্বর কিছুটা কেঁপে উঠল। তিনি বুঝতে পারছিলেন না এ্যাডওয়ার্ড কথার তোড়ে তাকে কোন দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমিও বুঝতে পারছিলাম না। 'তারপর, হ্যাঁ, সেখানে বির্তক তোলার মতো আর কোন প্রশ্ন থাকবে না।

'এবং আমরা শান্তিতে থাকতে পারব। আবার আগের মতো ভালো বন্ধু হিসাবে?' এ্যাডওয়ার্ড কিছুটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে জিজ্ঞেস করল।

আগের চেয়ে প্রখর কণ্ঠে বলল, 'অবশ্যই, আমার তরুণ বন্ধু। কোন কিছুই তার চেয়ে বেশি আমাকে সন্তুষ্ট করবে না।'

এ্যাডওয়ার্ড শব্দ করে হাসল। 'তারপর আমার আরো ভালো কিছু আছে অফার করার মতো।'

এ্যারোর চোখ সরু হয়ে গেল। 'সে প্রকৃতপক্ষেই অদ্বিতীয়া। তার ভবিষ্যতই একমাত্র অনুমানের বিষয়।'

'না, পুরোপুরি অদ্বিতীয়া না।' এ্যাডওয়ার্ড একমত হলো না। 'দুর্লভ, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে। কিন্তু একেবারেই এক প্রকারের নয়।'

বিভ্রান্ত না হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ আশা দোলা দিয়ে গেল। আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। দুর্বল হয়ে আসা কুয়াশা এখনও আমার শিল্ডের চারিদিকে পাক খেয়ে উঠছে এবং যখন আমি মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছি, তখনি আমি আবার তীক্ষ্ম ধারালো, ছুরিকাঘাতের মতো চাপ অনুভব করতে লাগলাম আমার প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে।

'এ্যারো, আপনি কি আমার স্ত্রীর উপরের জেনকে আক্রমণ করতে নিরস্ত করবেন?' এ্যাডওয়ার্ড ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা এখনও সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করছি।'

এ্যারো একহাত উঁচু করলেন। 'শান্তি, প্রিয় মানুষেরা। আগে আমাকে তার কথা শুনতে দাও।'

আমার শিল্ডের উপর থেকে চাপ চলে গেল। জেন আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত মুখ খিচাল। আমিও তার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিচানো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলাম না।

'কেন তুমি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছ না?' এ্যাডওয়ার্ড উঁচু গলায় ডাকল।

'এলিস!' এসমে শক পেয়ে ফিসফিস করে বলল।

এলিস!

এলিস, এলিস, এলিস!

'এলিস! এলিস!' অন্য কণ্ঠস্বরগুলো আমার চারিদিকে বিড়বিড় করছিল।

'এলিস!' এ্যারো শ্বাস নিলেন।

স্বস্তি আর ভয় দুটোই একসাথে আমাকে কাঁপিয়ে দিল। আমার সমস্ত ইচ্ছে শক্তি খাটিয়ে শিল্ড সরিয়ে দেখতে হচ্ছে সে কোথায়। এলেকের কুয়াশা এখনও যায়নি। একটা গোপন দুর্বলতা খুঁজছে। জেন দেখতে [illegible] করছে আমি কোন দুর্বল ফাঁক ফোকর দেই কিনা

এবং তারপর আমি তাদের পদশ [illegible] শুনতে পেলাম। তারা জঙ্গলের দিক থেকে

দৌড়ে আসছে। উড়ছে। যত দ্রুত পারা যায় তারা দূরত্ব কমিয়ে চলে আসছে।

দুপক্ষের সবাই নির্বাক হয়ে তাদের আশা করছে। ভলচুরির সাক্ষীরা সংকুচিতভাবে চোখে মুখে রোষ প্রকাশ করছে।

তারপর এলিস ক্লিয়ারিংয়ের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে নাচতে নাচতে এলো। তার স্বর্গীয় মুখ দেখার পর আমার মনে হলো আমি যেন আবার শক্ত মাটিতে পা রাখলাম। জেসপার তার ইঞ্চি খানেক পিছনে। তার তীক্ষ্ম চোখ সব কিছু ভেদ করে যাচ্ছে। তাদের খুব কাছাকাছি আরো তিনজন আগন্তুক দৌড়াচ্ছে। প্রথমজন খুবই দীর্ঘদেহী, মাংসপেশীবহুল কালো চুলের অধিকারিণী মেয়েমানুষ— অবশ্যই কাচিরি। অন্য আমাজানিয়ানদের মতো তারও লম্বা লম্বা হাত পা।

পরের জন ছোটছোট জলপাই রঙের মেয়ে ভ্যাম্পায়ার যার লম্বা চুল পিঠের উপরে আছড়ে পড়েছে। তার চারিদিকে এরকম যুদ্ধাবস্থা দেখে চোখে সংশয় খেলা করছে।

এবং শেষের জন একজন তরুণ... খুব বেশি দ্রুতগামী নয়।

তার ত্বক অসম্ভব রকমের সুন্দর। গাঢ় বাদামী। তার চিন্তিত চোখ সবার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চুল কালো এবং মেয়েদের মতো বিনুনি করা, যদিও খুব বেশি লম্বা নয়। সে খুবই সুন্দর।

যখন সে আমাদের কাছে এল, জনতার মধ্য থেকে আতঙ্কের একটা নতুন শব্দ ভেসে এলো। শব্দটা যেন হৃৎপিণ্ডের শব্দ, ত্বরান্বিত হয়ে আছে।

এলিস প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কুয়াশার মধ্য দিয়ে খুব হালকাভাবেই আমার শিল্ডের কাছে চলে এল এবং এ্যাডওয়ার্ডের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি তার পাশে সরে গেলাম তাকে স্পর্শ করার জন্য। এ্যাডওয়ার্ডও তাই করল। এসমে আর কার্লিসলও তাকে স্পর্শ করল। তাই ছাড়া আর কোনভাবে স্বাগত জানানোর মতো সময় সেটা ছিল না।

জেসপার আর অন্যরাও তাকে শিল্ডের পাশ দিয়ে অনুসরণ করল।

সব গার্ডরা দেখছিল। তাদের চোখ বড়বড় হয়ে গেছে। পরে আগতরা কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই অদৃশ্য সীমানা অতিক্রম করেছে। বাদামী একজনের দিকে, ফেলিক্স আর তার মতো অন্যরা, হঠাৎ করে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তারা নিশ্চিত নয় যে কি আমার শিল্ড দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট এটা কোন শারীরিক আক্রমণ এড়াতে পারে না। যত তাড়াতাড়ি এ্যারো আদেশ প্রদান করবে, বিশেষ করে আমার উপরেই তাদের দৃষ্টি থাকবে। আমি বিস্মিত জাফরিনা কয়জনকে অন্ধ করে দিতে পারবে। আর কতজনকে সে ধীর গতির করতে পারবে কেট আর ভ্লাদিমিরের জন্য জেন আর এলেক কি সমান শক্তির অধিকারী হবে? এই সবই আমার জিজ্ঞাস্য।

এ্যাডওয়ার্ড, তার দিক নির্দেশনার ব্যাপারটা ভালোভাবে আয়ত্ব করে নিয়ে, হিংস্রভাবে তাদের চিন্তাভাবনার ব্যাপারে ভাবতে লাগল। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল এবং আবার এ্যারোর সাথে কথা বলা শুরু করল।

'এলিস তার নিজের সাক্ষীকে গত দুই সপ্তাহ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে এ্যারোকে বলল, 'এবং সে খালি হাতে ফিরে আসে নাই। এলিস, তুমি কেন যেসব সাক্ষীকে তুমি সাথে করে এনেছো তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ না?'

কেইয়াস দাত মুখ খিচিয়ে রুক্ষ একধরনের শব্দ করল। 'সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেয়ার সময় চলে গেছে! তোমার ভোটের কাজ চালিয়ে যাও, এ্যারো।'

এ্যারো এক আঙুল উঁচু করে তার ভাইকে চুপ করতে আদেশ দিলেন। তার চোখ এলিসের মুখের উপর পতিত।

এলিস কিছুটা সামনের দিকে চলে এলো। তারপর আগন্তুকদের পরিচয় করিয়ে দিল।

'এই হলো হুইলেন। আর এই তার ভাইপো নাহুয়েল।'

তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো...সে কখনো এখান থেকে যায়নি।

কেইয়াসের চোখ স্থির হয়ে গেল যখন সে এলিসের পরিচয় করিয়ে দেয়া আগন্তুকদের সম্পর্কের ব্যাপারটা জানতে পারল।

ভলচুরির সাক্ষীরা নিজেদের মধ্যে হিসহিসিয়ে উঠল। ভ্যাম্পায়ারের জগত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। আর প্রত্যেকেই সেটা বুঝতে পারছিল।

'কথা বলো, হুইলেন।' এ্যারো আদেশ দিলেন। 'তুমি যে সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে এনেছো সেগুলো আমাদেরকে দাও।'

ছোটখাট মহিলাটি এ্যারোর দিকে নার্ভাসভাবে তাকাল। এলিস মাথা দুলিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে লাগল। কাচিরি তার দীর্ঘ হাত এই ছোটখাট ভ্যাম্পায়ারের কাঁধের উপর রাখল।

'আমি হুইলেন।' মেয়েমানুষটি খুব স্পষ্ট অথচ অদ্ভুত ইংরেজী উচ্চারণে ঘোষণা করল। যখন সে বলে যাচ্ছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল গল্পটি বলার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। সে অনেকবার এটা নিয়ে রিহার্সালও করেছে। কথাগুলো খুব প্রচলিত নার্সারি রাইমের মতো তার মুখ থেকে বের হতে লাগল। 'দেড় শতাব্দি আগে, আমি আমার লোকজনের সাথে বাস করতাম। তারা মাপুচি। আমার বোনের নাম পেরি। আমাদের বাবা মা তাকে ওরকম পাহাড়ের বরফের নামে রেখেছিল কারণ তার গায়ের চামড়া ছিল বরফের মতো সাদা। আর সে ছিল খুবই সুন্দরী। খুব বেশি সুন্দরী। সে একদিন আমার কাছে গোপনীয়তা নিয়ে এলো। আর আমাকে সেই দেবদূতের কথা বলল যে তাকে বনের মধ্যে দেখা পেয়েছিল। তাকে রাতে দেখতে আসতো। তার সাথে থাকত। আমি তাকে সর্তক করলাম।'

হুইলেন শোকার্তভাবে মাথা নাড়ল। 'এটা এমন যেন তার ত্বকের ক্ষত তার জন্য যথেষ্ট সর্তককারী ছিল না। আমি জানতাম এটা আমাদের কিংবদন্তীর লিবিশোমেন, কিন্তু সে আমার কথা শুনল না। সে ডাইনী দ্বারা প্রভাবিত হলো।

'সে আমাকে বলল যখন সে নিশ্চিত হলো তার ভেতরে অন্ধকার দেবদূতের বাচ্চা বড় হচ্ছে। আমি তাকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মোটেই নিরুৎসাহিত করলাম না। আমি এমনকি আমাদের বাবাকে জানতাম এবং মাকেও, যে তারা চাইবে শিশুটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হোক। সেই সাথে পিরে কেও। আমি তার সাথে জঙ্গলের সবচেয়ে গভীরতম অংশে চলে গেলাম। সে সেখানে তার দানব দেবদুতকে খুঁজছিল কিন্তু কিছুই পেল না। আমি তার যত্ন নিলাম। তার জন্য খাবার খুঁজে আনতাম, শিকার করতাম যখন তার শক্তি পড়তির দিকে। সে জীবজন্তুর কাঁচা মাংস ভক্ষণ করতো। তাদের রক্ত পান করতো। আমার আর কোন ধরনের নিশ্চিত হওয়ার দরকার ছিল না যে সে কি তার গর্ভে

বড় করছে। আমি দানবটাকে হত্যা করার আগে তার জীবন বাঁচানোর আশা করছিলাম।

'কিন্তু সে তার গর্ভের শিশুটিকে ভালোবাসত। সে তাকে নাহুয়েল নামে ডাকত। জঙ্গলের বিড়ালের পর, যখন ছেলেটি শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল এবং তার হাড় ভেঙে দিল তখনও সে তাকে ভালোবাসতো।

'আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না। শিশুটি তাকে ছাড়াই বেড়ে উঠতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি মারা গেল। মারা যাওয়ার সময় সর্বক্ষণ আমার কাছে নাহুয়েলকে যত্ন নেয়ার কাতর প্রার্থনা করতে লাগল। সেটাই ছিল তার মরণের সময়ের ইচ্ছে— আর আমি সম্মত হলাম।

'ছেলেটি আমাকে কামড় দিল। যখন আমি তাকে পেরির শরীর থেকে তুলতে চেষ্টা করছিলাম। আমি মারা যাওয়ার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেলাম। আমি খুব বেশি দুর যেতে পারলাম না— ব্যথাটা খুবই বেশি ছিল। কিন্তু সে আমাকে খুঁজে পেল। নতুন জন্মগ্রহণ করা শিশুটি ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমার কাছে এলো এবং আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'যখন ব্যথা শেষ হয়ে গেল, সে আমার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে ছিল। ঘুমাচ্ছিল।

'আমি তার যত্ন নিতে শুরু করলাম। যতক্ষণ না সে নিজেই নিজের শিকার খুঁজে নিতে পারে। আমরা জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রামে শিকার শুরু করলাম। নিজেদের মতো করে থাকতে লাগলাম। আমরা কখনও আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি দুরে যেতাম না। কিন্তু এখন নাহুয়েল আজকের শিশুটিকে দেখতে এখানে এসেছে।'

হুইলেন মাথা বো করে শেষ করল। তারপর পিছিয়ে গেল। সে কাচারির পিছনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

এ্যারো চোখ স্থির হয়ে গেল। তিনি কালো-চামড়ার যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'নাহুয়েল, তুমি দেড়শ বছর বয়সী?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'দিন অথবা একটা দশক নিন।' সে পরিষ্কার কাটা কাটা সুন্দর উষ্ণ উচ্চারণে বলল। তার উচ্চারণে লক্ষ করার মতো। 'আমরা আমাদের কোন হিসেব রাখি না।'

'এবং তুমি কোন বয়সে প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন করেছিলে?

'আমার জন্মের সাত বছরের মাথায়। তার চেয়ে কম— বেশিও হতে পারে। আমি পুরোপুরি বড় হয়ে গেছিলাম।'

'তারপর থেকে তুমি পরিবর্তিত হও নাই?'

নাহুয়েল কাধ ঝাকাল। 'সেরকম কোন কিছু আমি লক্ষ করিনি।'

আমি জ্যাকবের শরীরে উপর দিয়ে একটা কাঁপুনি অনুভব করলাম। আমি এখন এসব নিয়ে চিন্তা করতে চাই না। বিপদ চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। আমি তখন মনোযোগ দিতে পারব।

'এবং তোমার খাবার?' এ্যারো চাপ দিলেন। তাকে বেশ আগ্রহী মনে হলো।

'বেশিরভাগই রক্ত। কিন্তু কিছু মানুষের রক্তও। আমি তার উপরেই বেঁচে থাকতে পারি।'

'তুমি একজন অমরকে সৃষ্টি করতে সমর্থ?' যখন এ্যারো হুইলেননের দিকে তাকালেন। তার কণ্ঠস্বর বেপরোয়াভাবে তীব্র। আমি আবার আমার শিল্ডের দিকে মনোযোগ দিলাম। সম্ভবত আমাদের আরেকটা নতুন অজুহাত খুঁজতে হবে

'হ্যাঁ, কিন্তু অন্যেরা কেউ পারে না।'

তিনটি দলের ভিতর দিয়েই একটা ধাক্কার মতো গিয়ে লাগল।

এ্যারোর ভুরু কপালে উঠে গেল। 'অন্যরা বলতে?'

'আমার বোনেরা।' নাহুয়েল আবার শ্রাগ করল।

এ্যারো এক মুহূর্তের জন্য বুনোভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আবার স্বাভাবিক হলেন।

'সম্ভবত তুমি আমাদের তোমার বাকি গল্পটুকু বলবে। কথা শুনে মনে হচ্ছে এখনও অনেক কিছু বাকি আছে।'

নাহুয়েল ভুরু কুঁচকাল।

'আমার মায়ের মৃত্যুর কয়েক বছর পর আমার বাবা আমাকে দেখতে খুঁজতে আসেন।' তার সুন্দর মুখ একটু সময়ের জন্য বিকৃত হয়ে গেল। 'তিনি আমাকে খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন।' নাহুয়েলের গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল সে সন্তুষ্ট হয়নি। 'তার দুজন মেয়ে আছে। কিন্তু কোন ছেলে নেই। তিনি আশা করছিলেন আমি তাদের সাথে যোগ দিব। আমার বোনেদেরও সেরকম ইচ্ছে ছিল।

'তিনি বিস্মিত হলেন যে আমি একা নই। আমার বোনেরা বিষাক্ত নয়। কিন্তু যেখানে যাই না কেন সেখানেই সুযোগ আছে...কে জানে? আমি এরই মধ্যে হুইলেনের সাথে আমার পরিবার পেয়ে গেছি। আর আমি আগ্রহী নই।' সে তার কথাটা একটু পরিবর্তন করল। 'পরিবর্তনে আগ্রহী নই। আমি তাকে মাঝে মধ্যে দেখতে পেতাম। আমার একজন নতুন বোন ছিল। সে গত দশবছর আগে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে।'

'তোমার বাবার নাম?' কেইয়াস দাঁত কিড়মিড় করে জিজ্ঞেস করল।

'জোহাম।' নাহুয়েল উত্তর দিল। 'তিনি নিজেকে একজন বিজ্ঞানী বলে বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন তিনি একটা নতুন অতি-প্রজাতি তৈরি করছেন।' তার কণ্ঠস্বরে অন্যরকম।

কেইয়াস আমার দিকে তাকাল। 'তোমার মেয়ে, সে কি অনিষ্টকর?' সে কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল।

'না।' আমি সাড়া দিলাম।

নাহুয়েলের মাথা এ্যারোর প্রশ্নে চক্কর দিয়ে উঠল। তার চোখ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

কেইয়াস এ্যারোর নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকাল। এ্যারো তার নিজের চিন্তাভাবনাগুলোকে খতিয়ে দেখছিল।

তিনি ঠোঁট চেপে কার্লিসলের দিকে তাকালেন। তারপর এ্যাডওয়ার্ডের দিকে। তারপর তার চোখ আমার উপরে এসে থেমে গেল। কেইয়াস গুঙিয়ে চলেছে। 'আমরা এখানে নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছি।' সে এ্যারোর দিকে তাকাল।

এ্যারো আমার চোখের দিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন। আমার কোন ধারণা নেই তিনি কি খুঁজছেন। অথবা তিনি কি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখার পর, তার মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। কিছু একটার কারণে মুখটা সাদা হয়ে গেল। আর আমি জানি এ্যারো তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

'ভাই।' তিনি নরম স্বরে কেইয়াসকে বললেন, 'তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে কোন

বিপদের চিহ্ন নেই। এটা একটা অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা। কিন্তু আমি কোন হুমকি দেখতে পাচ্ছি না। এই অর্ধ-ভ্যাম্পায়ার শিশুটি অনেকাংশেই আমাদের মতো। আমার দেখে তাই মনে হয়।'

'এটাই কি তোমার ভোট?' কেইয়াস জানতে চাইল।

'হ্যাঁ তাই।'

কেইয়াস চোখ মুখে রোষ প্রকাশ করল, 'এবং এই জোহাম? এই অমর যে এসব বিষয় নিয়ে পরীক্ষণে আসক্ত?'

'সম্ভবত আমাদেরকে তার সাথে কথা বলা উচিত।' এ্যারো একমত হলেন।

'যদি আপনারা পারেন জোহামকে থামান।' নাহুয়েল নিরাসক্ত গলায় বলল, 'কিন্তু আমার বোনদেরকে যেতে দিন। তারা নিষ্পাপ।'

এ্যারো মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। তার অভিব্যক্তি শান্তিময়। তারপর তিনি তার গার্ডদের দিকে ফিরে উষ্ণ হাসি দিলেন।

'আমরা প্রিয়রা,' তিনি ডাকলেন, 'আমরা আজ লড়াই করছি না।'

গার্ডেরা একত্রে মাথা নোয়াল। তারপর সোজা হয়ে প্রস্তুত অবস্থানে চলে গেল। কুয়াশাটা খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল। কিন্তু আমি জায়গামতো আমার শিল্ডখানি ধরে রাখলাম। হতে পারে এটা অন্য আরেকটা কৌশল।

আমি তাদের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। এ্যারো আমাদের দিকে ঘুরলেন। তার মুখ সবসময়ের মতোই শান্ত। কিন্তু আগের চেয়ে অপছন্দনীয়। আমি একটা অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করলাম। যদি তার পরিকল্পনা শেষ হয়ে যায়, কেইয়াস পুরোপুরি উন্মত্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু তার রাগ এখন অন্যদিকে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মারকাসকে দেখে মনে হলো বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সত্যি বলার মতো আর কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। গার্ডরা আবার আগের মতো শৃঙ্খলিতভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এখন আর পার্থক্য করার মতো কিছু নেই। সবাই একসাথে। তারা এখন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

ভলচুরির সাক্ষীরা এখনও চিন্তিত অবস্থায় আছে। একের পর এক, তারাও চলে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। যতই তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ততই তার যাওয়ার জোর বাড়িয়ে দিচ্ছে।

খুব শিগগিরই তারা সবাই চলে গেল।

এ্যারো তার হাত আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিমায়। তার পেছনে কেইয়াস মারকাসের সাথে গার্ডের সবচেয়ে বড় দলটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। রহস্যময়ী স্ত্রীরা এরই মধ্যে অস্থির হয়ে পড়েছে। তারা একে অন্যের পেছনে। শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত তিনজন তার আশপাশেই আছে।

'আমি খুবই খুশি যে সবকিছুই কোনরকম সহিংসতা ছাড়াই শেষ হয়েছে।' তিনি মিষ্ট করে বললেন, 'আমার বন্ধু, কার্লিসল— আমি কতই না খুশি যে তোমাকে আবার বন্ধু বলে ডাকতে পারছি। আমি আশা করছি আমাদের মধ্যে আর কোন কঠোর মনোভাব থাকবে না। আমি জানি তুমি বুঝতে পেরেছে আমাদের কাঁধের উপর কিসের বোঝা চাপানো আছে, যার জন্য আমাকে এতটা কঠোর হতে হয়েছে।'

'শান্তিতে যেতে দাও, এ্যারো।' কার্লিসল কঠোর স্বরে বললেন, 'দয়া করে এটা মনে

রো যে এই জায়গাটার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আমার। আর তোমার গার্ডদেরকে এই অঞ্চলে শিকার থেকে বিরত রাখবে।'

'অবশ্যই, কার্লিসল।' এ্যারো তাকে আশ্বস্ত করলেন, 'আমি দুঃখিত যে আমি তোমার অনুমতির তোয়াক্কা করিনি, আমার প্রিয় বন্ধু। সম্ভবত, সময়মতো, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেবে।'

'সম্ভবত, সময়মতো যদি তুমি আবার আমাদের কাছে বন্ধুতের প্রমাণ দাও।'

এ্যারো মাথা নিচু করে বো করলেন। এটা চলে দূরে যাওয়ার চিত্র। তারপর পিছিয়ে গেলেন। আমরা নিঃশব্দে শেষ চার ভলচুরির বনের মধ্যে চলে যাওয়া দেখলাম।

এখন খুব শান্তাবস্থা চারিদিকে।

আমি এখনও আমার শিল্ড ফেলে দেইনি।

'এটা কি সত্যিই শেষ হয়েছে?' আমি এ্যাডওয়ার্ডের কাছে ফিসফিস করে বললাম।

সে চওড়া করে হাসল। 'হ্যাঁ। তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারা যথারীতি কাপুরুষ।' সে শব্দ করে হাসল।

এলিসও তার সাথে হেসে উঠল। 'সিরিয়াসলি, জনগণ। তারা আর ফিরে আসবে না। প্রত্যেকেই এখন রিলাক্স হতে পারো।'

সেখানে আরো কিছুক্ষণের নিরবতা।

'আমাদের পচা সৌভাগ্য। ওদের হালুয়া বানানো হলো না।' স্টেফান বিড়বিড় করে বলল।

এবং এই কথাতে কাজ হলো।

সবাই হল্লা করে উঠল। নানান গর্জনে ক্লিয়ারিং মুখরিত হয়ে উঠল। ম্যাগি সিওভানের পিঠ চাপড়ে দিল। রোসালি আর এমেট আবার একে অন্যকে চুমু খেল। দীর্ঘসময় ধরে এবং আগের চেয়ে আবেগীভাবে।

বেনজামিন আর টিয়া একে অন্যের হাতের মধ্যে হাত দিয়ে ছিল। যেমনটি ছিল কারমেন আর এলিজার।

এসমে এলিস আর জেসপারকে জাড়িয়ে ধরলেন। কার্লিসল উষ্ণভাবেই দক্ষিণ আমেরিকান আগন্তুকদের ধন্যবাদ জানালেন আমাদের সবার জীবন বাঁচানোর জন্য। কাচিরি জাফরিনা আর সেনার খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। গ্যারেট কেটকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার সাথে পাক খেল।

স্টেফান বরফের উপর থুতু ফেলল। ভ্লাদিমির তিক্ত অভিব্যক্তিতে বরফের দিকে তাকাল।

এবং সেই বিশাল আকৃতির নেকড়েটা তার পিঠ থেকে আমার মেয়েকে নিচে নামিয়ে দিল তারপর তাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দিল। এ্যাডওয়ার্ডের হাত একই সময়ে আমার আমাদেরকে জড়িয়ে ধরল।

'নেসি। নেসি নেসি।' আমি ককিয়ে উঠলাম।

জ্যাকব তার বড় বড় দাঁত বের করে হাসল। তার নাক দিয়ে আমার পিঠের পিছন দিকে ঘষতে লাগল।

'শাট আপ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'আমি কি তোমাদের সাথে থাকতে পারব?' নেসি জানতে চাইল।

'চিরদিনের জন্য।' আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম।

আমরা চিরদিনের জন্য একসাথে থাকব। আর নেসি আমাদের সাথে ভালো সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী আর শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠবে। কিছুটা অর্ধ-মানব নাহুয়েলের মতো। দেড়শ বছর হওয়ার পরও সে এখনও পরিপূর্ণ যুবক রয়ে গেছে। এবং আমরা সবাই একসাথে থাকব।

আনন্দ আমার ভেতরে বিস্ফোরণের মতো ধাক্কা দিতে লাগল। এতটাই চরম এতটাই ভয়ানক পরিস্থিতি হয়েছিল আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমি এটার উপর বেঁচে থাকতে পারব।

'চিরদিনের জন্য।' এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে শ্বাস চেপে বলল। আমি কোন কথা বলতে পারছি না। আমি মাথা তুলে তাকে এমন আবেগের সাথে চুমু খেলাম সম্ভবত জঙ্গলের ভেতর আগুন ধরে গেছে।

আমি সেদিকে লক্ষ করলাম না।

উনচল্লিশ

'তো শেষ পর্যন্ত কতকগুলো জিনিসের সমন্বয়েই শেষ হলো। কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা কীভাবে... বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করছিল।

আমাদের গোটা পরিবার আর আমাদের অতিথি দুজন কার্লিসলের বিশাল রুমে বসে ছিল। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, বাইরের বন তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

আমরা উৎসব পালন করার আগেই ভ্লাদিমির আর স্টেফান চলে গেছে। গোটা ব্যাপারটা এভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় তারা বেশ হতাশ হয়েছে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড বলল, তারা ভলচুরিদের কাপুরুষতা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে।

বেনজামিন আর টিয়া আমান আর কেবিকে অনুসরণ করেছে। আমি নিশ্চিত খুব তাড়াতাড়ি আবার তাদেরকে দেখতে পাব। অন্ততপক্ষে, বেনজামিন আর টিয়াকে। কোন যাযাবরই আর দেরি করেনি। পিটার আর শার্লোট জেসপারের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেই চলে গেল।

আমাজানিয়ানরাও একত্রিত হলেও তারাও বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তাদের প্রিয় রেইন ফরেস্ট তারা একটা কঠিন সময় কাটাচ্ছে। যদিও অন্যদের চেয়ে তারা চলে যেতে অনেক বেশি অনিচ্ছুক।

'তুমি অবশ্যই নেসিকে নিয়ে আমাকে দেখতে আসবে।' জাফরিনা জোর দিয়ে বলল। 'আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, তরুণী বেলা

নেসি তার হাত দিয়ে আমার গলায় চাপ দিচ্ছিল। অনুনয় করছিল।

'অবশ্যই, জাফরিনা।' আমি সম্মত হলাম।

'আমরা খুব ভালো বন্ধু হবো, আমার নেসি।' বুনো মেয়েমানুষটি বোনের সাথে চলে যাওয়ার আগে ঘোষণা করল।

আইরিশ কোভেনের ওরা চলে যেতে শুরু করল।

'খুব ভালো কাজ হয়েছে, সিওভান।' কার্লিসল তাকে বিদায় জানানোর সময়

করলেন।

'আহ, ভালো জিনিসের কত ক্ষমতা।' সে ব্যঙ্গাত্মকভাবে চোখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল। তারপর সে সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'অবশ্যই, এটা পুরোপুরি শেস হয়ে যাইনি। ভলচুরিরা যা ঘটে গেছে তা চিরদিনের জন্য ক্ষমা করতে পারবে না।'

এ্যাডওয়ার্ড সেই সময় উত্তর দিল, 'তারা খুব বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। তাদের আত্মবিশ্বাস গুড়িয়ে গেছে। কিন্তু হ্যাঁ, আমিও নিশ্চিত তারা তা কোন একদিন সামলে উঠবে এবং তারপর... তার চোখ স্থির হয়ে গেল। 'আমি কল্পনা করতে পারি তারা আমাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে তুলে নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।'

'এলিস আমাদেরকে সর্তক করবে যখন তারা এমনটি করতে চাইবে।' সিওভান নিশ্চিত স্বরে বলল।

'এবং আমরা আবার একত্রিত হবো। সম্ভবত সেই সময় আসবে যখন আমাদের জগত ভলচুরিকে একত্রে মুক্ত করে দিতে প্রস্তুত থাকবে।'

'সেই সময় আসতে পারে।' কার্লিসল উত্তর দিলেন। 'যদি তেমনটি হয়, আমরা একত্রে দাঁড়াব।'

'হ্যাঁ, আমার বন্ধু। আমরা দাঁড়াব।' সিওভান একমত হল। 'এবং কীভাবে আমরা পরাজিত হবো, যখন আমি এটা অন্যভাবে করতে পারব?' সে আমাদের দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্য করল।

'ঠিক তাই।' কার্লসিল বললেন। তিনি আর সিওভান কোলাকুলি করলেন। তারপর তিনি লিয়ামের সাথে হ্যাঁন্ডশেক করলেন। 'এলিস্টারকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করো। আর তাকে এখানে কি ঘটেছিল সেটা বলো। বাকি দশক ধরে তাকে পাথরের নিচে মুখ গুজে পালিয়ে থাকাটা আমি ঘৃণা করি।'

সিওভান আবার হেসে উঠল। ম্যাগি নেসি আর আমাকে বুকে চেপে ধরল। তারপর গোটা আইরিশ কোভেন চলে গেল।

ডেনালিরা সবার শেষে যাওয়ার আছে। গ্যারেট তাদের সাথে আছে। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, তানিয়া আর কেটের জন্য পরিবেশটা উৎসরের নয়। তাদের হারানো বোনের জন্য তারা দুঃখ করছে।

হুইলেন আর নাহুয়েলরাই এখানে থাকছে। যদিও আমি আশা করছিলাম এই শেষ দুজন আমাজানে ফিরে যাবে। কার্লিসলের খুব ইচ্ছা পোষণ করছে হুইলেনের সাথে কথা বলবেন। নাহুয়েল তার খুব কাছাকাছি বসে আছে। এ্যাডওয়ার্ডের মুখ থাকে আমাকে বাকি গল্পটা শুনছে। কীভাবে সংঘর্ষটা বাধে এ্যাডওয়ার্ড সেটা গুছিয়ে বলছে।

'এলিস এ্যারোকে সেই অজুহাতই দেখিয়েছি যেটা দেখালে তারা লড়াই থেকে সরে দাঁড়াবে। যদি সে বেলাকে নিয়ে অতটা ভয় না পেতো, তাহলে তারা সম্ভবত তাদের ভয়ংকর প্রকৃত পরিকল্পনা ধরেই এগিয়ে যেত।'

'ভয়ংকর?' আমি পলাতক সুরে বললাম, 'আমাকে?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি তার হাসি যেন চিনতে পারলাম না। 'কখন তুমি নিজেকে নিজে পুরোপুরি দেখেছো?' সে নরম স্বরে বলল। তারপর সে বেশ জোরেই বলল, যেটা আমার চেয়ে বেশি অন্যকে শোনানো, 'ভলচুরিরা পঁচিশ শত বছর ধরে কোন লড়াই ভালোভাবে লড়েনি। এবং সেটার তারা কখনো পারবে না, আর তারা যখন

অসুবিধেয় থাকে তখন কখনই তারা লড়াই করে না। বিশেষত যখন থেকে আর জেন আর এলেককে পেয়েছে, তারপর থেকে তারা অবৈধভাবে কচুকাটার মতো হত্যা করে আসছে।

'তুমি হয়তো দেখে থাকবে তাদের কাছে আমরা কি রকম! সাধারণত, এলেক তার সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। সেভাবে কেউ পালিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষা করছিলাম, তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, তাদের নিজস্ব প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তিগুলো বেলার সামনে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। এ্যারো জানতেন জাফরিনা আমাদের পক্ষে। লড়াই শুরু হয়ে গেলে তারা অন্ধের মতো আক্রমণ করতে থাকে। আমি নিশ্চিত লড়াই শুরু হলে আমাদের দিকে সংখ্যায় কয়েকজন কমে যেত, কিন্তু তারাও নিশ্চিত ছিল যে তাদেরও সংখ্যায় অনেক কমে যাবে। এমনকি সেখানে তাদের হেরে যাওয়ারও একটা সমুহ সম্ভবনা ছিল। তারা কখনও এমন সম্ভবনা নিয়ে আগে কাজ করেনি। তারা আজকে এটা নিয়ে ভালোভাবে কিছু করতে পারেনি।'

'আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খুব কঠিন যখন তুমি কয়েকটা ঘোড়ার সাইজের নেকড়ে আশেপাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।' এমেট জ্যাকবের কাঁধে ঠেলা দিতে দিতে হাসতে লাগল।

জ্যাকব তার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিচাল।

'নেকড়েরাই তাদেরকে প্রথম জায়গায় থামিয়ে দিয়েছে।' আমি বললাম।

'নিশ্চিত সেটা।' জ্যাকব একমত হলো।

'সম্পুর্ণভাবে।' এ্যাডওয়ার্ডও একমত হলো। 'সেটাই আরেকটা দিক যেটা তারা আগে কখনো দেখেনি। চন্দ্রের প্রকৃত শিশুরা খুব কমই দলবেধে ঘুরে বেড়ায়। আর তারা খুব বেশি নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ষোলটা বিশালদেহী নেকড়ের রেজিমেন্টের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কেইয়াস প্রকৃতপক্ষে ওয়ারউলফগুলোকেই ভয় পেয়েছিল। সে এরই মধ্যে একজন ওয়্যারউলফের সাথের লড়াইয়ে হাজার বছর আগে হেরে গিয়েছিল। সেটা সে কখনো ভুলতে পারেনি।

'তো তারা কি সত্যিই ওয়ারউলফ ছিল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পূর্ণ চন্দ্র, রুপালি বুলেট আর সেই সবকিছু?'

জ্যাকব নাক টানল। 'রিয়েল। সেটাতে আমাকে কাল্পনিক মনে হয়?'

'তুমি জানো আমি কি বোঝাতে চেয়েছি।'

'পুর্ণ চন্দ্র, হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'রুপালি বুলেট, না। সেটা মানুষের তৈরি শুধুই আরেকটা মিথ। তাদের খুব বেশি সেখানে ছিল না। কেইয়াস তাদের শেষ প্রজাতির শিকারেই বেরিয়েছিল।

'এবং তুমি কখনোই সেটার উল্লেখ করো নাই কারণ...

'এটা আর কখনোই আসবে না।'

আমি চোখ ঘোরালাম। এলিস হেসে উঠল। সে সামনের দিকে ঝুকে এ্যাডওয়ার্ডের হাতের নিচে চাপড় দিয়ে আমার দিকে ঘনঘন চোখের পাতা ফেলতে লাগল।

আমি পেছনের দিকে তাকালাম।

আমি এলিসের পাগলামি পছন্দ করি। অবশ্যই। কিন্তু এখন আমার বুঝতে হবে যে সে সত্যিই বাড়িতে এসেছে। তার দল ত্যাগ শুধুমাত্র একটা বিষয় যেটা একটা ফন্দি বা

কৌশল ছিল। কারণ এ্যাডওয়ার্ড বিশ্বাস করে যে সে আমাদের জন্য অনেক কিছু। আমি তার জন্য কিছুটা উত্তেজিত বোধ করতে লাগলাম। এলিসের কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার আছে।

এলিস শ্বাস নিল। 'তোমার বুকের উপর চাপ নিয়ে আছ, থেকে এটা সরিয়ে দাও বেলা।'

'তুমি এটা আমার উপরে কেমনভাবে করতে পারলে, এলিস?'

'এটার প্রয়োজন ছিল।'

'প্রয়োজন!' আমি ফেটে পড়লাম। 'তুমি আমাকে পুরোপুরি ধারণা দিয়েছিলে যে আমরা সবাই মারা পড়তে যাচ্ছি! গতকয়েক সপ্তাহ ধরে আমি ধ্বংসের মুখে চলেছি।'

'এটা সম্ভবত এইভাবেই সেই হয়ে গেছে।' সে শান্ত স্বরে বলল, 'সেই ক্ষেত্রে নেসিকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকার দরকার ছিল।'

প্রবৃত্তিগতভাবে, আমি নেসিকে ধরে ছিলাম। আমার কোলের উপর এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার হাত শক্ত করে ধরে আছে।

'কিন্তু তুমি এটাও জানতে যে সেখানে অন্য পথও খোলা আছে।' আমি তাকে দোষ দিলাম। 'তুমি জানতে সেখানে আশাবাদী হওয়ার ব্যাপার আছে। এটা কি তোমার কাছে কখনও ঘটেছিল যে তুমি আমাকে সবকিছু বলেছিলে? আমি জানি এ্যাডওয়ার্ড মনে করতো এ্যারোর জন্য আমরা একেবারে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে চলে এসেছি। কিন্তু তুমি আমাকে বলতে পারতে।'

সে আমার দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইল। 'আমি সেরকম মনে করিনি।' সে বলল।

'তুমি মোটেই খুব ভালো একজন অভিনেত্রী নও।'

'সেটা কি আমার অভিনয় দক্ষতা ছিল?'

'ওহ, এটাকে একটা অক্টেভের মতো নাও, বেলা। তোমার কি কোন ধারণা আছে বিষয়টি কতটা জটিল ছিল? আমি এমনকি নিশ্চিত ছিলাম যে নাহুয়েলের মতো কারো অস্তিত্ব আছে। আমি যা কিছু জানতাম তা হলো আমি এমন কিছুর খোঁজ করছি যা আমি এখনও দেখতে পাইনি! এরকম অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়ানোটার ব্যাপারে কল্পনা করো। আমি যা করেছি তা কোন সহজ কাজ ছিল না। সেই সাথে আমাদেরকে মূল সাক্ষীদেরকে ফেরত পাঠাতে হবে। সে কারণেই আমাদের যথেষ্ট তাড়া ছিল। এবং তারপর সব সময়ই আমার চোখ খোলা রাখতে হয়েছে যদি তুমি আমার জন্য কোন ইনস্ট্রাকশন পাঠাও। এক পর্যায়ে তো তুমি আমাকে বলতে যাচ্ছিলে রিও তে প্রকৃত পক্ষে কি হতে যাচ্ছে। সেসব কিছুর আগেই, আমি চেষ্টা করছিলাম ভলচুরির কৌশলগুলোকে বুঝে ওঠার। আর তোমাকে এমন কয়েকটা সুত্র দেয়ার যাতে তুমি তাদের যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধে প্রস্তুত থাকতে পারো। এত সব সম্ভবনাকে খতিয়ে দেখার জন্য আমি মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় পেয়েছি।

'তার বেশির ভাগই, আমি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে তোমার পুরো বিশ্বাস থাকবে যে আমি তোমার প্রতি কোন কৌশল করছি না। কারণ এ্যারোর সে বিষয়ে স্থির থাকবে তুমি কোন কিছুকেই ছেড়ে যাচ্ছ না বা তিনি কোন পথে আবার এটার ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না। আর যদি তুমি মনে করো যে আমি একজন প্রতারক ছাড়া আর কিছুই...

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' আমি বাধা দিলাম। 'দুঃখিত! আমি জানি এটা তোমার জন্যও খুব খারাপ। ব্যাপারটা শুধুমাত্র...বেশ। আমি তোমাকে পাগলের মতো মিস করছিলাম। এলিস, আমার সাথে আর কখনো এরকম করো না।'

এলিসের হাসি গোটা রুমে ছড়িয়ে পরল। আর আমার তার গলায় আবার যেন সংগীতের মুর্ছনার মতো কণ্ঠস্বর শুনে হেসে উঠলাম। 'আমিও তোমাকে খুব মিস করেছি, বেলা। তো আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর আজ যা কিছু হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করো।'

সকলেই এখন হাসছে। আমি নেসের চুলের মতো আমার মুখ গুজে দিলাম। বিব্রতবোধ করছি।

এ্যাডওয়ার্ড প্রতিটি মুহূর্তে কি ঘটেছিল সেটার বিশ্লেষণ করতে আবার তৃণভুমিকে গিয়েছিল। এসে ঘোষণা দিল, আমাদের শিল্ডটাই ভলচুরিদের কাঁপিয়ে দিয়েছে। সেজন্যই তারা পালিয়েছে। সে কথা শুনে সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যাতে আমার অস্বস্তি লাগলছিল। এমনকি এ্যাডওয়ার্ডও। এটা এরকম যেন আজ সকালে আমার আরো একশটা পা গজিয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের তোষামোদী তাকানো এড়াবার চেষ্টা করছিলাম। বেশিরভাগ সময় নেসির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তার জ্যাকবের অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে। আমি সবসময়ই জ্যাকবের কাছে শুধুই বেলা। আর সেটাই আমার জন্য স্বস্তিদায়ক।

সবচেয়ে বিভ্রান্তকর মানুষটি আমার দিকে কঠোর চোখে তাকিয়েছিল।

সেই অর্ধ-মানব, অর্ধ-ভ্যাম্পায়ার নাহুয়েল আমার দিকে নির্দিষ্টভাবে তাকিয়ে ছিল। আমার সবকিছুই সে জানে। ছেলেটা আমার দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছিল না। অথবা হতে পারে সে নেসির দিকে তাকিয়ে ছিল। সেটাও আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

নেসিই একমাত্র ছেলেটির প্রজাতির মেয়ে যে তার বোন নয়।

আমি মনে করি না এই ধারণা জ্যাকবও পোষণ করছে। আমি আশা করতে পারি এটা তাড়াতাড়ি ঘটবে না। আমি গত সময়ে অনেক লড়াই করেছি।

ঘটনাক্রমে, কেউ একজন এ্যাডওয়ার্ডকে অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করল। আর আলোচনাটা সেই বিষয় নিয়েই এগিয়ে যেতে লাগল।

আমি অদ্ভুতভাবে ক্লান্ত বোধ করছিলাম। অবশ্যই ঘুম ঘুম অবস্থা নয়। কিন্তু আজকের দিনটা যথেষ্ট দীর্ঘ মনে হচ্ছে। আমি একটু শান্তি চাই। স্বাভাবিকতা চাই। আমি চাই নেসি তার নিজের বিছানায় ঘুমাক। আমি আমার চারিদিকে আমাদের ছোট্ট বাড়িটার দেয়াল চাই।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। এরকম অনুভব করলাম যেন আমি তার মন পড়তে পারছি। আমি দেখতে পারি সেও একই রকম অনুভব করছে। শান্তিমতো একটু জায়গা খুঁজছে।

'আমরা কি নেসিকে নিয়ে যেতে...

'সেটাই সম্ভবত ভালো আইডিয়া।' সে তাড়াতাড়ি সম্মত হলো। 'আমি নিশ্চিত সে গতরাতে খুব ভালো মতো ঘুমায়নি। ওরকম নাক ডাকার মধ্যে কীভাবে ঘুমায়।'

সে জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি দিল।

জ্যাকব চোখ পাকিয়ে তাকাল, 'খুব কম সময়েই আমি বিছানায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

আমি বাজি ধরে বলতে পারি বাবা আজ আমার পিছনে কিক মেরে তার বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

আমি জ্যাকবের চিবুক স্পর্শ করলাম, 'ধন্যবাদ, জ্যাকব।'

সে উঠে দাঁড়াল। টান টান হলো। নেসির মাথার উপর চুমু খেল। তারপর আমার মাথার উপরে।

শেষ পর্যন্ত, সে এ্যাডওয়ার্ডের কাধে ধাক্কা দিল। 'তোমাদের সাথে আগামীকাল দেখা হবে। আমি অনুমান করছি এই বিরক্তকর ব্যাপারটা শেষ হবে, তাই নয় কি?'

'আমিও তাই আশা করি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

আমরা উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে চলে গেছে। আমি খুব সাবধানে নড়াচড়া করলাম যাতে নেসির ধাক্কা না লাগে। তাকে ওরকম ঘুমুতে দেখে আমার বেশ ভালো লাগল। তার ছোট্ট কাধে কত বড় বোঝা চাপানো হয়েছে। এখন তাকে আবার শিশু হতে দেয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে। সুরক্ষিতভাবে। তার শৈশব কালের আরো কয়েক বছর বাদ আছে।

'ওহ, জেসপার?' আমরা দরজার কাছে গিয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

জেসপার এলিস আর এসমের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হওয়ার মতো অবস্থায় ছিল। বেশ একটা পারিবারিক ছবির মতো দেখাচ্ছিল।

'হ্যাঁ, বেলা?'

'আমি কৌতূহলী— কেন জে জেঙ্ক তোমার নাম শোনার সাথে সাথে ভয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল?'

জেসপার শব্দ করে হাসল। 'আমার কাজের অভিজ্ঞতায় বলে কর্মচারীদের সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে ভয়ের ব্যাপারটা অনেক বেশি কাজ দেয়।'

আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম।

আমরা পরস্পরকে চুমু খেলাম। জড়িয়ে ধরলাম এবং আমাদের পরিবারকে শুভরাত্রি জানিয়ে দিলাম। শুধুমাত্র নাহুয়েলই বাদ পড়ে গিয়েছিল। যে আমাদেরকে লক্ষ করছিল, যেন আশা করছিল সে যদি চায় আমাদের অনুসরণ করতে পারে।

যখন আমরা নদীর দিকে চলে এলাম, আমরা সাধারণ মানুষের গতির চেয়ে অনেক জোরে যেতে লাগলাম। কোন ব্যস্ততা নেই, আমরা একে অন্যের হাত ধরে আছি। আমি আজকের এই ভয়াবহ ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আর আমি শুধু আমার সময় নিতে চাচ্ছিলাম। এ্যাডওয়ার্ড অবশ্যই একই রকম অনুভব করছে।

'আমার এটা বলতেই হচ্ছে, জ্যাকবের ক্রিয়াকলাপে আমি এখন খুবই মুগ্ধ হয়েছি।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলল।

'নেকড়েরা বেশ ভালোই আঘাত করতে জানে, তাই নয় কি?'

'আমি সেটা বোঝাতে চাইনি। শুধু আজকেই এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছে তাই নয়, নাহুয়েলের মতো অনুসারে। নেসি সাড়ে ছয়বছর বয়সেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

আমি মিনিট খানিক ধরে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করলাম, 'সে তাকে কখনও সেইভাবে দেখে না। সে নেসির বড় হয়ে ওঠার জন্য ব্যস্ত নয় সে শুধু মেয়েটাকে সুখী দেখতে চায়।'

'আমি জানি। আমি যেরকমটি বলছিলাম, মুগ্ধ। এটা অন্যদিকে অন্যরকমভাবে

যেতে পারত। কিন্তু সে আরো খারাপ হতে পারে।'

আমি ভুরু কুঁচকালাম। 'আমি মোটেই এই বিষয়টা চিন্তা করছি। এই সাড়ে ছয় বছরের ব্যাপার নিয়ে।'

এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠল তারপর শ্বাস নিল। 'অবশ্যই, দেখে মনে হচ্ছে সময় এলে আমাদের দুশ্চিন্তিত হওয়ার জন্য প্রতিযোগীতায় নামতে হবে।'

আমার ভুরু কুঁচকানো আরো বাড়ল। 'আমি লক্ষ করেছি। আমি আজ নাহুয়েলের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার ওইভাবে তাকিয়ে থাকাটা আমাকে কিছুটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আমি মোটেই পরোয়া করি না যদি সে শুধুমাত্র অর্ধেকটা ভ্যাম্পায়ার আর কোন কিছুর সাথে জড়িত না থাকে।'

'ওহ, সে তার দিকে তাকিয়ে ছিল না। সে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

ব্যাপারটা আমার কাছে একইরকম মনে হলো।

'কেন সে এরকমটি করেছিল?'

'কারণ তুমি বেঁচে আছো।' সে শান্তস্বরে বলল।

'তুমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছিলে।'

'তার সমস্ত জীবন।' সে ব্যাখ্যা করল।— সে আমার চেয়ে পঞ্চাশ বছরের বড়।

'জরাগ্রস্থ।' আমি বাধা দিলাম।

সে আমাকে উপেক্ষা করল। 'সে সবসময় নিজেকে একজন শয়তানের সৃষ্টি বলেই ভেবে এসেছে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে একজন খুনি। তার বোনেরা তার মায়েদের হত্যা করেছিল। কিন্তু তারা এটা নিয়ে কিছুই চিন্তা করে না। জোহাম তাদেরকে জন্তুর মধ্যে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে, যেখানে তিনি একজন ঈশ্বরের মতো। কিন্তু নাহুয়েল হুইলেনের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। হুইলেন যেকোন কিছুর চেয়ে তার বোনকে বেশি ভালোবাসত। তার গোটা চিন্তাভাবনা সেখান থেকে তৈরি হয়েছে। যে কোনভাবে, সে সত্যিই নিজেকে ঘৃণা করে।'

'সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'এবং তারপর সে আমাদের তিনজনকে দেখেছে। আর প্রথমবারের মতো বুঝতে পেরেছে যে সে অর্ধ-অমর। সে জন্মসূত্রেই শয়তান হয়ে জন্মাইনি। সে আমার দিকে দেখেছে এবং দেখেছে...তার বাবা তার উপরে কি করেছে।'

'সব দিক দিয়েই তুমি একজন আর্দশ মানুষ।' আমি সম্মতি দিলাম।

সে নাক টানল এবং আবার সিরিয়াস হয়ে গেল। 'সে তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। দেখছিল তার মায়ের জীবনটা কেমন ছিল।'

'বেচারা নাহুয়েল।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তার জন্য দুঃখিত হয়ো না। সে এখন সুখি। আজ। সে শেষ পর্যন্ত তার নিজেকে ক্ষমা করে দিতে পেরেছে।'

আমি নাহুয়েলের সুখের জন্য হাসলাম। তারপর আজকের সুখের দিনটার কথা চিন্তা করলাম। যদিও ইরিনার উৎসর্গিত হওয়াটা দুঃখের ব্যাপার। সাদা আলোর মধ্যে কালো বিন্দুর মতো। কিন্তু আনন্দের পাল্লাটা অনেক ভারী। আমাদের জীবন এখন আবার নিরাপদ। আমার পরিবার আবার একত্রিত হয়েছে। আমার কন্যার একটা সুন্দর ভবিষ্যত আছে। আগামীকাল আমি বাবাকে দেখতে যেতে পারব। তিনি দেখবেন আমার চোখের

মধ্যে ভয়ের বদলে আনন্দ খেলা করছে। হঠাৎ করে, আমি নিশ্চিত হলাম আমি তাকে একাকী দেখতে পাব না।

গত কয়েক সপ্তাহে আমার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে আমি তেমন কিছুই দেখতে পাইনি। কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি সব কিছুই জানি। স্যু চার্লির সাথে থাকতে পারে। ওয়ারউলফ মম ভ্যাম্পায়ার ডাডের সাথে থাকবে। বাবা আর একাকী থাকবেন না। আমি নতুন দৃষ্টি শক্তির কারণে চওড়া করে হাসলাম।

কিন্তু আমার সুখের উৎসের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হলো, এ্যাডওয়ার্ড সারাজীবনের জন্য আমার সাথে থাকবে।

আমাদের কটেজটা রুপালি রাতের নিচে উপযুক্ত শান্তির জায়গা।

আমরা নেসিকে তার বিছানার কাছে নিয়ে গেলাম। খুব সাবধানে তাকে শুইয়ে দিলাম। শোয়ার সময় সে একটু হাসল।

আমি গলা থেকে এ্যারোর উপহারটা খুললাম। এবং এটাকে তার রুমের কোণার দিকে ছুড়ে দিলাম। সে যদি ইচ্ছে করে তাহলে সে এটা নিয়ে খেলতে পারে। সে চকচকে জিনিস পছন্দ করে।

এ্যাডওয়ার্ড আর আমি ধীরে ধীরে আমাদের রুমে হেঁটে গেলাম।

'উৎসবের একটা রাত।' সে বিড়বিড় করে বলল।

সে তার হাত আমার চিবুকের নিচে দিয়ে উঁচু করে তার ঠোঁটের দিকে ধরল।

'অপেক্ষা করো।' আমি দ্বিধা করতে লাগলাম। নিজেকে টেনে নিলাম।

সে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল। সাধারণ নিয়ম অনুসারে, আমি নিজেকে টেনে নিতে পারি না। এটা এই প্রথমবার।

'আমি অন্য কিছুর জন্য চেষ্টা করতে চাই।' আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। তার হতবুদ্ধি অবস্থা দেখে হাসি দিলাম।

আমার দুহাত তার মুখের দুপাশে রাখলাম। মনোযোগ দেয়ার জন্য চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

জাফরিনা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল সেভাবে আমি খুব ভালো করতে পারলাম না। কিন্তু আমি জানি আমার শিল্ড এখন অনেক ভালো আছে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে অংশটা পৃথক হয়ে চলে গিয়েছিল।

'বেলা!' এ্যাডওয়ার্ড শক পেয়ে ফিসফিস করল।

আমি বুঝতে পারলাম এটা এখন কাজ করছে। সে কারণে আমি আরো গভীরভাবে মনোযোগ দিতে লাগলাম।

কিছু কিছু স্মৃতি খুব বেশি স্পষ্ট নয়। দুর্বল মানুষের স্মৃতিশক্তি। দুর্বল চোখ দিয়ে দেখা। দুর্বল কান দিয়ে শোনা। প্রথমবারের মতো আমি তার মুখ দেখতে পেলাম...সে আমাকে তৃণভুমিতে ধরে রেখেছে।...অন্ধকারের মধ্য থেকে তার গলার স্বর ভেসে আসছে।

আমার মনোযোগের মধ্যে দেখতে পেলাম সে আমাকে জেমসের হাত থেকে বাচাচ্ছে। সে একটা ফুলের চাদরের নিচে আমাকে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। এই ... প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্ত...

তার শীতল হাত আমার মাধ্যমে আমার কন্যাকে স্পর্শ করছে।

এবং তারপর আরো তুখোড় স্মৃতি। সব ভেসে ভেসে উঠছে। তার মুখ। আমার নতুন জীবন। অমরত্বের স্বাদ...প্রথম চুম্বন...প্রথম রাত...

তার ঠোঁট বেপরোয়াভাবে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল আমার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। আমি জোরে শ্বাস নিলাম।

'ওহ, হারিয়ে ফেললাম!' আমি শ্বাস নিলাম।

'আমি তোমাকে শুনতে পেয়েছি।' সে শ্বাস নিল।'তুমি কীভাবে এটা করতে পারলে?'

'জাফরিনার আইডিয়া। আমরা কয়েক মিনিট ধরে প্র্যাকটিস করেছি।'

সে অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে লাগল।

'এখন তুমি জানো।' আমি হালকাভাবে বললাম। কাধ ঝাকালাম। 'আমার মতো আর কেউ কখনো তোমাকে এত ভালোবাসতে পারবে না।'

'তুমি পুরোপুরি ঠিক।' সে হাসল। 'আমি জানি শুধুমাত্র একটা ব্যতিক্রম ছাড়া।'

'মিথ্যেবাদী।'

সে আমাকে আবার চুমু দিতে শুরু করল। কিন্তু হঠাৎ করে বেপরোয়াভাবে বন্ধ করে দিল।

'তুমি কি আবার এটা করবে?' সে বিস্মিত।

আমি মুখ ভেঙচি দিলাম। 'এটা খুবই কষ্টকর।'

সে অপেক্ষা করছিল।

'সামান্যতম মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও আমি আর এটা ধরে রাখতে পারি না।' আমি তাকে সর্তক করে দিলাম।

'আমি ভালো হয়ে থাকব।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

আমি ঠোঁট চেপে ধরলাম। আমার চোখ সরু হয়ে গেল। তারপর হাসলাম।

আমি আবার আমার দুহাত দিয়ে তার মুখের দুপাশ চেপে ধরলাম। তারপর আবার মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলাম।

আমি হেসে উঠলাম যখন তার চুমু আমাকে আবার বিচ্ছিন্ন করে দিল।

'গোল্লাও যাক।' সে গুঙিয়ে উঠল। আমাকে বেপরোয়াভাবে চুমু খেতে লাগল।

'এসব করার জন্য আমাদের হাতে প্রচুর সময় আছে।' আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'সারাজীবন এবং চিরদিন এবং আজীবন।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'এখন কথাগুলো আমার কাছে ঠিক শোনাচ্ছে।'

এবং তারপর আমার শান্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটাতে শুরু করলাম।

https://boierpathshala.blogspot.com

বশীর বারহান। ১ মার্চ ১৯৭১ সালে। বাবা: বদরুল আলম, মা: গুলনাহার আখতার খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই লেখালেখির সাথে যুক্ত। সে সময়ে নিজ উদ্যোগে প্রকাশ করেন সাহিত্য পত্রিকা 'দীপ্তি'। এক সময় যুক্ত হন বাম রাজনীতির সাথে। আই.টি. ব্যবসা, সাংবাদিকতা, পত্রিকা সম্পাদনা, বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত করেছেন নিজেকে। বর্তমানে লেখালেখিই তার প্রধান পেশা। স্ত্রী: ইসরাত জাহান কনকচাঁপা, পুত্র: অনিন্দ্য ও কন্যা: অন্দ্রিকা এদের নিয়ে তার সুখী গৃহকোণ।

তাহমিনা সানি জন্ম ৩ আগস্ট। বাবা: আবদুস সালাম, মা: গোলজার বেগম। ইডেন কলেজে মার্কেটিং এ অনার্স পড়ছেন। পড়াশুনার পাশাপাশি লেখালেখিতে অনেক বেশি প্রাঞ্জল। রহস্য পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করছেন। পাশাপাশি লিখছেন অন্যান্য দৈনিক পত্রিকাতেও।

লেখিকার অন্যান্য বই ***রক্তপিয়াসা*** ও ***স্বর্ণদেবতার অভিশাপ***। শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে তার লেখা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী থ্রিলার উপন্যাস- ***'দ্বিতীয় মৃত্যু।'***

https://boierpathshala.blogspot.com